শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

অষ্টমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১২ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

৫ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
২২ মাঘ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা — মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা
৫ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
২২ মাঘ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে ।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

অষ্টম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

অষ্টম-স্কন্ধের কথাসার

স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবিস্তার শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ অন্যান্য মনু এবং তত্তৎ মন্বন্তরে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিষয়-শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেব স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতির গর্ভে ভগবান্ যজ্ঞের আবির্ভাব-কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যার্থ বনগমনপূর্ব্বক সুনন্দা-নদীতীরে সমাধিস্থ হইলে অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণার্থ উপস্থিত হয়। ভগবান্ 'যজ্ঞ'রূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণকে বধ এবং ইন্দ্ররূপে স্বর্গ পালন করিলেন। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ, তৃতীয় মনু উত্তম, চতুর্থ মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস। এই মন্বন্তরে ভগবান্ 'হরি' আবির্ভূত হইয়া গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রমোক্ষণ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত 'ত্রিকূট' পর্ব্বতের এক সরোবরে এক করী করিণীগণ সহ জলক্রীড়াকালে একটী কুম্ভীর আসিয়া ঐ গজেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। আত্মমোচন জন্য গজেন্দ্রের যথাসাধ্য চেষ্টা এবং কুম্ভীরের প্রবল আকর্ষণে সহস্র বৎসর গত হইল, তথাপি হস্তী স্বয়ং অথবা অন্যের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্তবদ্বারা শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল। গজেন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং চক্রের দ্বারা নক্রের বদন বিচ্ছিন্ন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন।

ঐ গ্রাহ 'হুহু' নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। একদা স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া জলক্রীড়ারত হুহু স্নানরত দেবল ঋষির পদ ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করায় ঋষির অভিসম্পাতে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীহরির চক্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ লাভ করিল। গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারা-

ধনায়ারত থাকিলে অগস্ত্য ঋষি বহু শিষ্যসহ তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন রাজার নিকট কোন প্রকার অভ্যর্থনাদি প্রাপ্ত না হইয়া রাজাকে স্তব্ধমতি গজেন্দ্রত্ব-প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করিলেন। গ্রাহগ্রস্ত অবস্থায় পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হওয়ায় তৎফলে ভগবানের স্তব করিয়া সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিলেন।

তামসের ভ্রাতা পঞ্চম মনু রৈবত। এই মন্বন্তরে ভগবান্ 'বৈকুণ্ঠ' রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। এই মন্বন্তরে ভগবান্ অজিত বৈরাজপত্নী-দেবসম্ভূতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সমুদ্র মন্থন এবং কূর্ম্মরূপে-মন্দর ধারণাদি লীলা করেন। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণের পরাজয় এবং দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ শ্রীভ্রষ্ট হইলে ব্রহ্মার সহিত দেবগণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তব করিলে তিনি ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ভগবানের আদেশে দেবগণ দৈত্যগণসহ মিলিত হইয়া মন্দর পর্ব্বত লইয়া চলিলেন, কিন্তু গুরুভারবশতঃ বহনে অসমর্থ হইয়া উহা পরিত্যাগ করায় অনেকের প্রাণনাশ হইল। তখন পরম করুণ ভগবান্ সেই পর্ব্বতকে এক হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। উহা আধারশূন্য হইলে মন্থনের অসুবিধা হইবে বলিয়া ভগবান্ কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে ঐ পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেবগণ ও দানবগণ মিলিয়া মন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমেই কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। সেই হলাহলের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব উহা পান করিয়া নিজ কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক 'নীলকণ্ঠ' নামে বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে লক্ষ্মীদেবী, সুরভি, পারিজাত উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবতাদি অনেক বস্তু উত্থিত হইবার পর বিষ্ণু-অংশে ধন্বন্তরি অমৃত-কলসহস্তে উত্থিত হইলেন। অসুরগণ উহা লইয়া পলায়নপর হইলে বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন, তাঁহার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া দৈত্যগণ মোহিনীরূপী ভগবানের হস্তে অমৃত কলস অর্পণ করিল। ভগবান্ও সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাহু ছদ্মবেশে অমৃত পান করিতেছিল জানিতে পারিয়া ভগবান্ চক্রদ্বারা উহার মস্তক ছিন্ন করেন।

দৈত্যগণ সুধাপানে বঞ্চিত হইয়া দেবগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভগবানের হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হয়। পরে শুক্রাচার্য্যের দ্বারা পুনর্জীবিত হইয়া পুনরায় দেবগণ-যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদের প্রভাবে যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় এবং সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ-লীলা শ্রবণমাত্র মহাদেব তদ্দর্শনার্থ গমন করিলে ভগবান্ প্রথমে মহাদেবকে মোহিনীরূপে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় মায়ার প্রভাব দর্শন করাইলেন।

সপ্তম মনু বিবস্বত-পুত্র শ্রাদ্ধদেব, অষ্টম মনু সাবর্ণি, নবম মনু দক্ষসাবর্ণি, দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণি, একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণি, দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণি এবং চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। এই চতুর্দ্দশ মনু-পরিমিত কাল সহস্র যুগ বা এক কল্প।

সমুদয় মনু, ঋষি, দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই ভগবানের যজ্ঞাদি অবতারসমূহ দ্বারা নিয়োজিত হইয়া জগৎ-কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঋষিগণ শ্রুতি-সমূহের উদ্ধার সাধন, মনুগণ জগতে চতুষ্পাদ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, ইন্দ্রগণ ত্রিলোকপালন এবং শ্রীহরি প্রতিযুগে শক্ত্যাবেশ সনক, দত্তাত্রেয়াদিরূপের প্রকটন করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগোপদেশ এবং কালরূপে সংহারাদি করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ মন্বন্তরে দৈত্যরাজ বলি শুক্রাচার্য্য-বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বর্গপুরী অধিকার করিলেন। দেবগণ পদচ্যুত হইলে দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কশ্যপের নিকট নিজ দুঃখাপনোদনের প্রার্থনা জানাইলে কশ্যপ দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য "পয়োব্রত" দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিতে অদিতিকে উপদেশ দিলেন।

অদিতির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি দেবগণের দুঃখবিমোচনার্থ অদিতির পুত্ররূপে 'জন্মগ্রহণ" করিবার অঙ্গীকারপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীহরি শুভলগ্নে অদিতি-দ্বারে বামনরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জাতকর্ম্ম, উপনয়নাদি সংস্কার সমাধা হইলে তিনি বলির যজ্ঞে গমন করি-

লেন। বলি বামনদেবকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক পরম তপস্বী ব্রাহ্মণজ্ঞানে স্বাভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভগবান্ বলির বংশ-গৌরবাদির বিষয় বর্ণনা দ্বারা বিবিধ প্রশংসা করিয়া ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি উহা অকিঞ্চিৎ-কর বোধে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে শুক্রা-চার্য্য বামনদেবকে চিনিতে পারিয়া বলিকে ঐ ত্রিপাদ-ভূমিদানে নিষেধ করিলেন এবং 'পরিহাস, বিবাহ, বিপদাদিতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় না'—এই নীতিদ্বারা বলির প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত ভয়-অপনোদনের চেষ্টা করিলেন।

মহারাজা বলি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা কীর্ত্তিই একমাত্র বাঞ্ছনীয় এবং রাজ্যাদি অনিত্য বস্তু দ্বারা পরের উপকার করাই ভাল, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক বামনদেবকে ছদ্মবেশী বিষ্ণু জানিয়াও ত্রিপাদ-ভূমি দানে অঙ্গীকার করিলে বামনদেব স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া একপদে ভূতল, শরীর দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আচ্ছা-দিত করিলেন। তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অনুমাত্র স্থানও রহিল না।

বলির সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে দৈত্যগণ বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল এবং বলির আদেশে সকলেই পাতালে গমন করিল। প্রতিশ্রুতিদানে অসমর্থ বলিকে গরুড় ভগবদাদেশে বরুণপাশে বন্ধন করিলে ভগবৎপ্রদত্ত ক্লেশ পরম শ্লাঘ্যতম মনে করিয়া বলি তৃতীয়-পদ-বিন্যাস জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিলেন। এমন সময়ে বলির পিতামহ ভক্তবর প্রহলাদ তথায় উপ-স্থিত হইয়া বামনদেবকে প্রণাম করিলেন এবং ছলপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যহরণদ্বারা বলির প্রতি ভগবানের পরম অনুগ্রহের কথা বলিলেন। বলিপত্নী বিন্ধ্যা-বলী ভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্ব, জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান করা মূঢ়তা এবং ভগবানে সর্ব্বস্ব-প্রদান দ্বারা বলির দুঃখের অসম্ভবত্বাদিবর্ণনপূর্ব্বক বলির বন্ধনমুক্তির প্রার্থনা করিলেন। ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্য যাবতীয় অনর্থের মূল—এই কথা বলিয়া ভগবান্ বামনদেব বলিকে সুতলে প্রেরণ এবং তৎসমীপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিবার অঙ্গীকার করিলেন।

ভগবচ্চরণে শরণাগতিই জীবগণের পরম প্রয়ো-জন প্রেমলাভের একমাত্র উপায় জানিয়া মহামতি বলি প্রহলাদসহ সুতলে গমন করিলেন। ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার প্রদান করিয়া বামনদেব জননীর কামনা পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্র বামনদেবকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

রাজর্ষি সত্যদেব শ্রাদ্ধদেব নামক সপ্তম মনুপদে স্থাপিত হন। একদিন নদীতে তর্পণকালে এক শফরী তাঁহার অঞ্জলিস্থিত জলে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া কলসে স্থাপন করিলেন, কিন্তু ঐ মৎস্য কলে-বর বৃদ্ধি করিতে থাকিলে রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৎস্য স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া সপ্তদিবসমধ্যে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা এবং তৎকালে সমস্ত বীজরাশি ও ওষধিপূর্ণ নৌকাকে মৎস্যরূপে আকর্ষণ এবং তৎসঙ্গে সত্যব্রতকে রক্ষা করিবেন জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রলয়কালে সত্যব্রত মৎস্যদেবকে বিবিধ স্তুতি করিতে থাকিলে মৎস্যদেব সত্যব্রতকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। মৎস্যদেব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়-গ্রীবকর্ত্তৃক অপহৃত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।
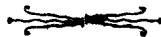
অষ্টম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

অষ্টম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

য

হ

ক্ষ

অষ্টম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

অষ্টম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

অষ্টম স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

অষ্টমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

স্বায়ম্ভুবস্যেহ গুরো বংশোঽয়ং বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ ।
যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো মনূনন্যান্ বদস্ব নঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম এবং তামস—এই চতুর্মনু নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তার শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মনুর বিষয় তথা শ্রীভগবান্ ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সকলে আবির্ভূত হইয়া যে সকল লীলা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার জ্ঞানলাভেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেব তৎসমুদয় ক্রমান্বয়ে বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রথমে বর্ত্তমানকল্পে ছয় মনুর কাল অতীত হওয়ার কথা এবং আদি মনু স্বায়ম্ভুবের আকূতি ও দেবহূতি নামক কন্যাদ্বয়ে যজ্ঞ ও কপিলরূপে ভগবানের আবির্ভাবকথা কীর্ত্তন, তথা কপিলের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে (৩য় স্কন্ধে) বর্ণিত হওয়ায় যজ্ঞের বৃত্তান্ত অধুনা বর্ণনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া শতরূপাপতি আদি মনু তপস্যার্থ সস্ত্রীক বনগমন-পূর্ব্বক সুনন্দা নদী-তীরে শতবর্ষব্যাপী দুশ্চর তপস্যা করিতে করিতে সমাধি অবলম্বনে যেরূপে ভগবানের স্তব করেন, তৎকালে অসুর ও রাক্ষসগণ যে প্রকারে তাঁহাকে ভক্ষণার্থ ধাবিত হয় এবং 'যজ্ঞ'রূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নিজপুত্র যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া যেরূপে তাঁহাদিগকে বধ করেন ও স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ-পালন করেন, তাহা বলিলেন। পরে অগ্নিপুত্র **দ্বিতীয় মনু** স্বারোচিষ, তাঁহার দ্যুমৎ, সুষেণ, রোচিষ্মৎ প্রমুখ পুত্রগণ, এই মন্বন্তরের রোচন নামক ইন্দ্র ও তুষিতাদি দেবতা, ঊর্জস্তম্ভাদি সপ্তর্ষি এবং বেদশিরা ঋষির তুষিতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে উদ্ভূত বিভু নামক বিখ্যাত দেবতার অষ্টাশীতি সহস্র-ধৃত-ব্রত মুনিকে শিক্ষা প্রদান, প্রিয়ব্রত-পুত্র **তৃতীয় মনু** উত্তম, তাঁহার পবন, সৃঞ্জয়, যজ্ঞহোত্রাদি পুত্র ঐ মন্বন্তরের বশিষ্ঠপুত্র প্রমদাদি সপ্তর্ষি, সত্য, দেবশ্রুত, ভদ্রাদি দেবতা এবং সত্যজিৎ নামক ইন্দ্র, ধর্ম্মের সুনৃতা-নাম্নী পত্নীগর্ভে ভগবানের সত্যসেনরূপে আবির্ভূত হইয়া সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সহিত যক্ষ, রক্ষ এবং ভূতগণের বিনাশ সাধন, তথা তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা **চতুর্থ মনু** তামস, তাঁহার পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ পুত্র, ঐ মন্বন্তরের সত্যক, হরি ও বীর নামক দেবগণ, ত্রিশিখ ইন্দ্র, জ্যোতির্ধামাদি সপ্তর্ষি এবং হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে ভগবানের 'হরি'-রূপে আবির্ভূত হইয়া গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র-মোক্ষণ প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। অনন্তর পরীক্ষিৎ মহারাজের গজেন্দ্রের বিষয় বিশেষ-রূপ জ্ঞানেচ্ছা প্রকাশদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) গুরো, ইহ স্বায়ম্ভুবস্য (মনোঃ) অয়ং বংশঃ বিস্তরাৎ (বিশেষেণ) শ্রুতঃ (ময়া আকর্ণিতঃ) যত্র (বংশে) বিশ্বসৃজাং (মরীচ্যাদীনাং) সর্গঃ (মনুকন্যাসু পুত্রপৌত্রাদিসর্গঃ বর্ণিতঃ। অধুনা) নঃ (অস্মভ্যং) অন্যান্ (অপরান্)

মনূন্ (সচরিত্রান্ সবংশান্) বদস্ব (বিশেষেণ কথয়) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে গুরো, যে বংশে মনু কন্যাগণে উৎপন্ন মরীচ্যাদির পুত্র-পৌত্রাদিরূপ বংশ বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তৃত শ্রুত হইলাম, সুতরাং বর্ত্তমানে অপরাপর মনুর বংশ বিবৃত করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণে নমঃ ।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভূষ্ণবে ।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥
মন্বন্তরস্য সদ্ধর্ম্ম ইতি লক্ষণমীরিতম্ ।
তস্য প্রবর্ত্তকাঃ কিন্তু মন্বাদ্যাঃ ষট্ পৃথক্ পৃথক্ ॥
প্রতিমন্বন্তরং তস্মাচ্চতুর্ব্বিংশতি-সঙ্খ্যকৈঃ ।
অধ্যায়ৈরষ্টমস্কন্ধে তে বর্ণ্যন্তে যথোচিতম্ ॥
অধ্যায়েনোক্তমেকেন মন্বন্তরচতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিভির্গজেন্দ্রোপাখ্যানমথোক্তঃ পঞ্চমো মনুঃ ॥
ষষ্ঠশ্চাত্রাম্বুধের্মন্থশ্চামৃতাখ্যানমষ্টভিঃ ।
একেন সপ্তমাদীনাং মনূনামনুকীর্ত্তনম্ ॥
একেন তেষাং কর্ম্মাণি নবভির্বামনেহিতম্ ।
মৎস্যাবতার একেনেত্যেবং স্কন্ধোঽষ্টমো মতঃ ॥
অথাত্র প্রথমে স্বায়ম্ভুবস্তোত্রং প্রকীর্ত্ত্যতে ।
মন্বন্তরীয়-মন্বাদি-ষট্কানাঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥

তদেবং চতুর্থাদি স্কন্ধেষু স্বায়ম্ভুব-মনুবংশ-কথা-প্রাসঙ্গিক-মরীচ্যাদি-বংশ্য-প্রহলাদাদ্যুপাখ্যানামৃতপান-প্রমুদিতো রাজা সর্ব্বমন্বাদি-কথাং জিজ্ঞাসমানঃ পৃচ্ছতি স্বায়ম্ভুবস্যেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

সদ্ধর্ম্মই মন্বন্তরের লক্ষণ বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রতি মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ছয় জন সেই সদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ॥

এই অষ্টম স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ের দ্বারা যথাযথ তাহাদের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি অধ্যায়ে চারিটি মন্বন্তর, তিনটি অধ্যায়ে গজেন্দ্রের উপাখ্যান ও পঞ্চম মনুর (রেবতের) কথা বলা হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ের দ্বারা ষষ্ঠ মনু (চাক্ষুষ), সমুদ্রমন্থন ও অমৃত-প্রাপ্তি, একটি অধ্যায়ে সপ্তম মনু (বিবস্বত পুত্র শ্রাদ্ধদেব) , একটি অধ্যায়ে তাহাদের কর্ম্মসমূহ, নয়টি অধ্যায়ে শ্রীবামনদেবের চরিত্র-বর্ণন এবং একটি অধ্যায়ে মৎস্যাবতারের বর্ণনের দ্বারা অষ্টম স্কন্ধের সংগ্রহ ॥

এই প্রথম অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনুর স্তোত্র এবং মন্বন্তরীয় মন্বাদি ছয়জনের মধ্যে (স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম ও তামস) চারিজন মনুর কথা বলা হইয়াছে ॥ ০ ॥

চতুর্থাদি স্কন্ধে স্বায়ম্ভুব মনুবংশের কথাপ্রসঙ্গে মরীচি প্রভৃতির বংশ এবং প্রহলাদ প্রভৃতির উপাখ্যানরূপ অমৃতপানে আনন্দিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সকল মন্বাদির কথা জানিবার জন্য বলিতেছেন—'স্বায়ম্ভুবস্য' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

মন্বন্তরে হরের্জন্ম কর্ম্মাণি চ মহীয়সঃ ।
গৃণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (যত্র যত্র) মন্বন্তরে কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) মহীয়সঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টস্য) হরেঃ (ভগবতঃ) জন্ম-কর্ম্মাণি (জন্মানি অবতাররূপাণি, কর্ম্মাণি চরিতানি) চ গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) তানি শৃণ্বতাং নঃ (শ্রবণেচ্ছূনাম্ অস্মাকং সমীপে) বদ (কথয়) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, মন্বন্তরে বিবেকিগণ কীর্ত্তিত মহত্তম হরির জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ শ্রবণাকাঙ্ক্ষ আমাদের নিকটে বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মহীয়সো হরেঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহীয়সঃ'—অতি মহান্ ভগবান্ শ্রীহরির (অবতার ও কর্ম্মসমূহ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন) ॥ ২ ॥

যদ্‌যস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
কৃতবান্ কুরুতে কর্ত্তা হ্যতীতেঽনাগতেঽদ্য বা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বপালকঃ) ভগবান্ যস্মিন্ অতীতে অন্তরে (মন্বন্তরে) যৎ (কর্ম্ম) কৃতবান্। যস্মিন্ অনাগতে (ভবিষ্যতি মন্বন্তরে) যৎ কর্ত্তাহি (করিষ্যতি), অদ্য বা (বর্ত্তমানে কালে চ) যৎ কুরুতে (তানি কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, বিশ্বপালক ভগবান্ যে যে অতীত মন্বন্তরে যে-সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছেন, আগামী মন্বন্তরে যাহা করিবেন এবং বর্ত্তমানে যাহা করিতেছেন তৎসমুদয় বলুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদিতি তদ্বদেত্যধ্যাহৃতেনান্বয়ঃ। অন্তরে মন্বন্তরে অদ্য বর্ত্তমানে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যাহা করিয়াছেন, 'তাহা বলুন'—ইহা অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। 'অন্তরে'—বলিতে মন্বন্তরে। 'অদ্য'—বর্ত্তমান মন্বন্তরে ॥ ৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

মনবোঽস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ।
আদ্যস্তে কথিতো যত্র দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—অস্মিন্ কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ষট্ মনবঃ ব্যতীতাঃ। (তেষু মধ্যে) আদ্যঃ (স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ) তে (তব সমীপে) কথিতঃ (ব্যাখ্যাতঃ) যত্র হি দেবাদীনাং চ সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ উক্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি ছয় মনু অতীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম দেবাদির উৎপত্তিকাল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আপনার নিকট কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষু মধ্যে আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মিন্'—এই মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ছয়টি মনু অতীত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম (তাহার কথা তোমার নিকট কথিত হইয়াছে।) ॥ ৪ ॥

আকূত্যাং দেবহূত্যাঞ্চ দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ ।
ধর্ম্মজ্ঞানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (স্বায়ম্ভুবস্যৈব) মনোঃ বৈ দুহিত্রোঃ আকূত্যাং দেবহূত্যাং চ ধর্ম্মজ্ঞানোপদেশার্থং (ধর্ম্মস্য জ্ঞানস্য চ উপদেশার্থং) ভগবান্ (কপিলযজ্ঞমূর্ত্তিভ্যাং) পুত্রতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই স্বায়ম্ভুব মনুর আকূতি ও দেবহূতি নামক কন্যাদ্বয়ের গর্ভে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশহেতু ভগবান্ (কপিল ও যজ্ঞমূর্ত্তিতে) পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুহিত্রোঃ কয়োরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—আকূত্যাং দেবহূত্যাঞ্চ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুহিত্রোঃ'—স্বায়ম্ভুব মনুর কোন কন্যাদ্বয়ের ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'আকূত্যাং দেবহূত্যাং চ'—আকূতি এবং দেবহূতির গর্ভে (যথাক্রমে যজ্ঞ ও কপিলরূপে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) ॥ ৫

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবর্ণিতম্ ।
আখ্যাস্যে ভগবান্ যজ্ঞো যচ্চকার কুরূদ্বহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ কপিলস্য কৃতং (পরমজ্ঞানভক্ত্যাদীনাম্ উপদেশাদিকং) পুরা (তৃতীয়স্কন্ধে) অনুবর্ণিতং (ময়া কথিতং) ভগবান্ যজ্ঞঃ যৎ চকার (কৃতবান্) (হে) কুরূদ্বহ, (অধুনা তৎ) আখ্যাস্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কপিলের কার্য্যাবলী পূর্ব্বে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করিয়াছি, হে কৌরব্য, ভগবান্ যজ্ঞের কৃতিসমূহ এক্ষণে বলিব ॥ ৬ ॥

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ ।
বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্য্যো বনমাবিশৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শতরূপাপতিঃ (শতরূপায়াঃ পতিঃ) প্রভুঃ (স্বায়ম্ভুবমনুঃ) কামভোগেষু (কাম্যন্তে ইতি কামাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষাং ভোগেষু) বিরক্তঃ (অনাসক্তঃ সন্) রাজ্যং বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) তপসে (তপঃ কর্ত্তুং) সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া শতরূপয়া সহিতঃ) বনম্ আবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শতরূপার পতি প্রভু স্বায়ম্ভুব মনু কামভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্য-ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য স্বীয় ভার্য্যাসহ বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্ ।
তপ্যমানস্তপো ঘোরমিদমন্বাহ ভারত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (বনং গত্বা স্বায়ম্ভুবমনুঃ) সুনন্দায়াং (সুনন্দায়াঃ নদ্যাঃ তীরে) একেন পদা ভুবং স্পৃশন্ বর্ষশতং (শতবর্ষপর্য্যন্তং) ঘোরং তপঃ তপ্যমানঃ (কুর্ব্বাণঃ) ইদম্ অন্বাহ (প্রোক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, স্বায়ম্ভুব মনু বনে গমনপূর্ব্বক সুনন্দা তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিতে করিতে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বাহ জজাপ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্বাহ—জপ করিয়াছিলেন (এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন) ॥ ৮ ॥

শ্রীমনুরুবাচ—

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্ ।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥৯

অন্বয়ঃ—শ্রীমনুঃ উবাচ,—যেন (চিদাত্মনা) বিশ্বং (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিকং) চেতয়তে (চেতনী ভবতি) বিশ্বং যং (চিদাত্মানং) ন চেতয়তে (ন চেতনীকর্ত্তুমর্হতি স্বতএব চিদ্রূপত্বাৎ) অস্মিন্ (দেহাদৌ) শয়ানে (স্বপিতি সতি) যঃ জাগর্ত্তি (সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে) অয়ং (লোকঃ) তং ন বেদ (জানাতি), সঃ (চিদাত্মা সর্ব্বং লোকাদিকং) বেদ (জানাতি) ॥৯

অনুবাদ—শ্রীমনু কহিলেন,—যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয় কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন ; জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি সমস্তই জানেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যেন য ইত্যর্থঃ। চেতয়তে বিশ্বং চেতনীকরোতি বিশ্বং কর্ত্তৃ যং ন চেতয়তে অস্মিন্ বিশ্বস্মিন্ শয়ানে সুপ্তি-সুষুপ্তি-প্রলয়গতেঽপি সতি যো জাগর্ত্তি যস্মিংশ্চ যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্ত্তীতি প্রক্রমাক্ষেপলব্ধং তস্মাদয়ং বিশ্ববর্ত্তী জনস্তং ন বেদ। স চ হরিরিমং বেদ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—যিনি, এই অর্থ। 'চেতয়তে বিশ্বং'—(দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিরূপ) এই বিশ্বকে চৈতন্যযুক্ত করেন। 'বিশ্বং'—(অথচ যিনি স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া) বিশ্ব যাঁহাকে চৈতন্যযুক্ত করে না। 'অস্মিন্ শয়ানে'—এই বিশ্ব নিদ্রামগ্ন, সুষুপ্তি বা প্রলয়গত হইলেও যিনি জাগ্রত থাকেন। যিনি যোগনিদ্রাগত হইলেও এই বিশ্ব জাগ্রত হয় না —ইহা উপক্রম অনুসারে জানা যায়, অতএব এই বিশ্ববর্ত্তী জনগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না। 'সঃ' —অথচ সেই হরি সকলকে জানেন ॥ ৯ ॥

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—জগত্যাং (লোকে) যৎকিঞ্চিৎ জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বস্তু) ইদং বিশ্বম্ আত্মাবাস্যম্ (আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্ত্বাচৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং) তেন ত্যক্তেন (ঈশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব অথবা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব) কস্যস্বিৎ ধনং মাগৃধঃ (মাভিকাঙ্‌ক্ষীঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই লোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয় সকল ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্‌ক্ষা করিও না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যেশ্বরত্বং দর্শয়ন্ স্বপুত্রপৌত্রাদিকমুদ্দিশ্য হিতমুপদিশতি,—আত্মেতি। জগত্যাং ত্রিভুবনে যৎ কিঞ্চিজ্জগৎ স্থানং স্বীয়দেহেন্দ্রিয়াদিকমপি তৎ সর্ব্বং আত্মনো ভগবত এব আবাস্যং আবাসবিষয়ীভূতং কর্ম্মণি ণ্যৎ। সম্যগ্‌বাসার্হমিতি। তেনৈব স্বক্রীড়াস্পদত্বেন সৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তত্র তত্র স্থানে ভগবন্মন্দিরং তদর্চ্চাঞ্চ সংস্থাপ্য তদনুজ্ঞাং সংপ্রার্থ্যৈব স্বাবাসগৃহং ততো নিকৃষ্টমেব সেবকবুদ্ধ্যা নির্ম্মীয়তাং, ন তু তত্র স্বস্যৈব সত্ত্বমারোপ্য তন্মন্দিরমনির্ম্মায়ৈবেত্যাদিকো ধ্বনিঃ। এবং বহুধনসম্ভাবেঽপি

তেন পরমেশ্বরেণ যত্ত্যক্তং কর্ম্মকারেভ্যো বেতনমিব দত্তং ধনং তেনৈব ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব মা গৃধঃ অধিকমদত্তং বা মাভিকাঙ্ক্ষীঃ, তৎসেবায়াং তদ্ভক্তসেবায়াঞ্চ বহুধনং পর্য্যাপ্তীকৃত্য তচ্ছেষেণৈব পাত্রমিত্রকলত্রাদীনাং স্বস্য চোদরভরণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। ননু তে পুত্রকলত্রাদয়ো নাত্র ব্যবস্থায়াং সংমন্যেরংস্তত্র সতর্জ্জনমাহ, স্বিৎ প্রশ্নে,—অরে কস্য ধনং স্বগৃহে স্থিতমপি ধনং পরমেশ্বরং বিনা কস্য? ন কস্যাপীত্যর্থঃ। "যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাং। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি" ইতি নারদোক্তেঃ; যদ্বা, কস্যচিদন্যস্যাপি ধনং মা গৃধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি যথাশ্লোকমেব ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ পুত্র, পৌত্রাদির উদ্দেশ্যে হিত উপদেশ করিতেছেন—'আত্মা' ইত্যাদি। 'জগত্যাং'—এই ত্রিভুবনে, 'যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ'—যাহা কিছু স্থান, নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিও, সে সমুদায় 'আত্মনঃ'—ভগবানেরই 'আবাস্যং'—আবাস-বিষয়ীভূত, এখানে কর্ম্মবাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানেরই সম্যক্ বাসের নিমিত্ত, তিনিই স্বীয় ক্রীড়াস্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ভাব। অতএব সেই সেই স্থানে শ্রীভগবানের মন্দির এবং তাঁহার অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্ব্বক সেবকবুদ্ধিতে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নিজের বাসস্থল নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু সেখানে নিজেরই সত্ত্ব আরোপণ করিয়া নহে, কিম্বা তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবে না—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এইপ্রকার বহুধন থাকিলেও, 'তেন ত্যক্তেন'—সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাহা ত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ভৃত্যদিগকে বেতন প্রদানের ন্যায় যে ধন তিনি দিয়াছেন, তাহার দ্বারাই ভোগ করিবে। 'মা গৃধঃ'—অধিক কিম্বা অদত্ত ধনের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, তাঁহার সেবাতে এবং তদীয় ভক্তজনের নিমিত্ত বহুধন পর্য্যাপ্ত করিয়া, তাহার অবশিষ্ট ধনের দ্বারাই পাত্র, মিত্র, কলত্রাদির এবং নিজের ভরণপোষণ করিবে—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আপনার পুত্র, কলত্র প্রভৃতি এইরূপ ব্যবস্থাতে সম্মত হইবেন না, তাহাতে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতেছেন—'কস্য স্বিদ্ ধনং'—স্বিৎ, ইহা প্রশ্নে, অরে কাহার ধন? নিজগৃহে স্থিত হইলেও উহা পরমেশ্বরের ভিন্ন কাহার? অন্য কাহারও নহে—এই অর্থ। দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে—"যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং" (৭।১৪।৮), অর্থাৎ যে পরিমাণ ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, উদর পূর্ণ হয়—উহাতেই ব্যক্তির স্বত্ব। উহার অধিক ভোগ করিবার অভিমান করিলেও তাহাকে চৌর বলা হয়। সে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয়। যদ্বা—অথবা অন্য কাহারও ধনের অভিলাষ করিবে না। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশোপনিষদ্ প্রথম মন্ত্র), অর্থাৎ এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে, তাহা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত (অথবা ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত) মনে করিবে। ত্যাগের সহিত ভোগ করিবে, কাহারও ধনে লোভ করিবে না—শ্রুত্যুক্ত এই মন্ত্রের অনুরূপ এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

———

যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যং পশ্যন্তং (সর্ব্বদর্শিনম্ অপি) ন পশ্যতি (জনঃ চক্ষুর্বা প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমর্হতি), যস্য (পশ্যতঃ অপি) চক্ষুঃ ন রিষ্যতি (জ্ঞানং ন নশ্যতি। তত্তদাকারেণোৎপন্নায়াঃ বৃত্তেরেব নাশঃ ন স্বতঃসিদ্ধস্য জ্ঞানস্য নহি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্যতীতি) তং ভূতনিলয়ং (ভূতানি নিলয়ঃ যস্য তং সর্ব্বান্তর্য্যামিনং) সুপর্ণং (জীবাত্মসুখম্ অসঙ্গং) দেবম্ উপধাবত (ভজধ্বম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, দর্শনকারী সেই ঈশ্বরের চাক্ষুষ জ্ঞানও বিনষ্ট হয় না। সুতরাং সেই সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী জীবাত্মার সখা ঈশ্বরেরই ভজনা কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জগদিদং তস্যৈবাবাস্যং তর্হি কথং স ক্বাপি ন দৃশ্যতে? তত্রাহ,—যমিতি। ননু তর্হি ঘটনাশে দেবদত্তস্য তদ্বিষয়ং চাক্ষুষং জ্ঞানমিব দৃশ্যস্য জগতো নাশে পরমেশ্বরস্যাপি তদ্বিষয়ং জ্ঞানং নশ্যেৎ? তত্রাহ,—চক্ষুঃ স্বরূপভূতা জ্ঞানশক্তির্ন নশ্যতি,—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ।

নহি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশ্যস্য নাশে নশ্যতীতি ভাবঃ। ভূতনিলয়ং সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্ দেবং দীব্যন্তমসঙ্গং সুপর্ণং জীবাত্মসখম্,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা" ইতি শ্রুতেঃ। উপধাবত সেবধ্বম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই জগৎ যদি তাঁহার দ্বারাই আচ্ছাদিত হয়, তাহা হইলে কিজন্য তিনি কোথাও দৃশ্য হন না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা সকলকে দর্শন করিতেছেন, অথচ লোকসমূহ বা চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, এইরূপ যাঁহার জ্ঞান কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী নিঃসঙ্গ পুরুষকে ভজনা কর)। যদি বলেন—দেখুন, যেমন ঘট বিনষ্ট হইলে দেবদত্তের তদ্বিষয়ক চাক্ষুষ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিনষ্ট হইলে পরমেশ্বরেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান বিনষ্ট হউক। তাহাতে বলিতেছেন—'চক্ষুঃ', অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-ভূত জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮), অর্থাৎ তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি (চিৎশক্তি) এবং বলক্রিয়া অর্থাৎ সকলকে নিয়মিত করিবার ক্ষমতা শোনা যায়। সূর্য্যের প্রকাশ কখনও প্রকাশ্য বস্তুর নাশে বিনষ্ট হয় না—এই ভাব। 'ভূত-নিলয়ং'—ভূত-সমূহ নিলয় যাঁহার, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামিকে, যিনি প্রকাশমান অসঙ্গ এবং 'সুপর্ণং'—জীবাত্মার সখা, সেই ঈশ্বরকে ভজনা কর। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"দ্বা সুপর্ণা সাযুজা" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬), অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিচিত্র স্বাদ-বিশিষ্ট পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন ॥ ১১ ॥

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদ্‌যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) আদ্যন্তৌ (আদিঃ জন্ম অন্তঃ নাশঃ) ন (ভবতঃ, অতএব) মধ্যং চ (ন), স্বঃ (স্বকীয়ঃ) পরঃ চ ন (সর্ব্বাত্মকত্বাৎ ন অস্তি) অন্তরং বহিঃ চ (সদৈব পূর্ণরূপত্বাৎ) ন (অস্তি), বিশ্বস্য (জগতঃ) অমূনি (আদ্যন্তাদীনি) যস্মাৎ (ভবন্তি) বিশ্বং চ যৎ (যদ্রূপং) তৎ ঋতং (অব্যভি-চারিত্বাৎ সত্যং) মহৎ (পরিপূর্ণং ব্রহ্ম) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের আদি, অন্ত্য ও মধ্য অথবা আত্মীয়, পর ও অন্তর, বাহির নাই; জগতের ঐ সকল বিষয় যাঁহা হইতে জন্মে এবং এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বব্যাপকত্বমাহ,—ন যস্যেতি। অমূনি আদ্যন্তাদীনি বিশ্বস্য যস্মাদ্ভবন্তি বিশ্বঞ্চ যৎ যদ্রূপং। অতএবাব্যভিচারিত্বাৎ তৎ ঋতং সত্যং মহৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মেতি তৎস্বরূপনিত্যত্বমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বব্যাপকত্ব বলিতেছেন—'ন যস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য, আত্মীয়, পর এবং অন্তর বা বাহির কিছুই নাই, অথচ যাঁহা হইতে বিশ্বের 'অমূনি'—ঐ সকল আদি অন্ত প্রভৃতি হয় এবং এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ। অত-এব অব্যভিচারিত্বহেতু 'ঋতং মহৎ'—তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের নিত্যত্ব বলা হইল ॥ ১২ ॥

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বকায়ঃ (বিশ্বমেব কায়ঃ যস্য সঃ) পুরুহূতঃ (পুরূনি বহূনি হুতানি নামানি যস্য তথা-বিধঃ সঃ) ঈশঃ (সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরঃ) সত্য স্বয়ং-জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ) অজঃ (নিত্যঃ) পুরাণঃ (নির্ব্বিকারঃ); সঃ অজয়া (অনাদিসিদ্ধয়া) আত্মশক্ত্যা (স্বশক্ত্যা মায়য়া) অস্য (জগতঃ) জন্মাদি (জন্মাদিকং) ধত্তে (করোতি পুনঃ) বিদ্যয়া (চিচ্ছক্ত্যা) তাং (মায়াং) (উদস্য তিরস্কৃত্য) নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ এব) আস্তে॥১৩

অনুবাদ—তিনি বিশ্বকায়, বহুনামা, অচিন্ত্যশক্তি, সত্য, স্বপ্রকাশস্বরূপ, অজ এবং নির্ব্বিকার; তিনি

অনাদিসিদ্ধ আত্ম-মায়া-শক্তি দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান এবং চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়া ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্মত্বমাহ স ইতি। পুরূণি হূতানি নামানি যস্য সঃ। যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ীভবতীতি গোপালতাপনী-শ্রুতেবিদ্যা-শব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে, তয়ৈব সুভগয়া পট্ট-মহিষ্যেব অজাং দুর্ভাগাং নিরস্যেত্যর্থঃ। তদুক্তং, —"মায়াং বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বাত্মত্ব বলিতেছেন—'সঃ' ইত্যাদি। 'পুরুহূতঃ'—পুরু অর্থাৎ অনেক নাম যাঁহার। গোপালতাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—যেখানে বিদ্যা বা অবিদ্যা জানা যায় না, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন, অথচ যিনি বিদ্যাময় পুরুষ, তিনি কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন? 'বিদ্যয়া'—এখানে বিদ্যা—শব্দের দ্বারা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিকে বলা হইয়াছে। সৌভাগ্যবতী পট্টমহিষীর ন্যায় সেই চিচ্ছক্তির দ্বারা, 'তাং উদস্য'—দুর্ভাগা মায়াশক্তিকে নিরস্ত করিয়া, যিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজ করিতেছেন। যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"মায়াং বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা" (১।৭।২৩), অর্থাৎ তুমিই আদিপুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তুমিই চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়ার অভিভব করিয়া পরমানন্দরূপে অবস্থিত ॥ ১৩ ॥

অথাগ্র ঋষয়ঃ কর্ম্মাণীহন্তেঽকর্ম্মহেতবে।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োঽনীহাং প্রপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ ঈশ্বরঃ জগৎসৃষ্ট্যাদিকং কৃত্বা পুনঃ নৈষ্কর্ম্ম্যেণ এব তিষ্ঠতি) অথ (তস্মাৎ) ঋষয়ঃ (বিবেকিনঃ) অকর্ম্মহেতবে (নৈষ্কর্ম্ম্যায় পরমমোক্ষায়) অগ্রে (আদৌ) কর্ম্মাণি ঈহন্তে (কুর্ব্বন্তি), হি (যস্মাৎ) ঈহমানঃ (কর্ম্মচেষ্টাবান্) পুরুষঃ প্রায়ঃ (অনাসক্তে সতি) অনীহাং (মোক্ষং) প্রপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥১৪

অনুবাদ—অতএব ঋষিগণও নৈষ্কর্ম্ম্যার্থ অগ্রে কর্ম্ম করেন ; কারণ, কার্য্যে যত্নবান্ পুরুষ অনাসক্ত হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তস্য যোগপদ্যেনৈবেহমানত্বমনী-হত্বং ধর্ত্তুমশক্নুবন্তো মুনয়ঃ কালভেদেনাপি তৎ স্বস্মিন্ সম্পাদয়িতুং যতন্ত ইত্যাহ,—অথ অতএব অকর্ম্মহেতবে নৈষ্কর্ম্ম্যার্থম্। হন্তবে ইতি পাঠে কর্ম্মহননার্থম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সেই ঈশ্বরের যুগপৎ সচেষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা (কর্ম্ম করা ও না করা) বুঝিতে অসমর্থ মুনিগণ কালভেদেও তাহা নিজেতে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা বলিতে-ছেন—'অথ' (যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন) অতএব ঋষিগণ 'অকর্ম্ম-হেতবে'—নৈষ্কর্ম্ম্যার্থ অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধ বিমোক্ষণের নিমিত্ত (প্রথমতঃ ভগবদর্পিত কর্ম্মসমূহেরই আচরণ করেন। যেহেতু ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া প্রায় কর্ম্মে নিশ্চেষ্টতা অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়)। 'অকর্ম্ম-হন্তবে'—এইরূপ পাঠান্তরে কর্ম্মবিনাশ অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন খণ্ডনের নিমিত্ত—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মলাভেন পূর্ণার্থঃ (পূর্ণকামঃ আত্মা-রামঃ ইত্যর্থঃ) ভগবান্ ঈশঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) ঈহতে (সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মাণি করোতি পরন্তু) তত্র (সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মসু) ন হি বিসজ্জতে (আসক্তঃ ন ভবতি) যে তং (ভগ-বন্তম্) অনু (অনুসরন্তি তে) ন অবসীদন্তি (কর্ম্মভিঃ ন নিবধ্যন্তে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আত্মলাভপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করেন তাঁহারাও বদ্ধ হন না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বীহমানঃ কর্ম্মভিরবগুণ্ঠিতঃ কোষ-কারবদ্বধ্যেতৈবেত্যত আহ,—ঈহত ইতি। অতস্তমনু-বর্ত্তমানা যে তে নাবসীদন্তীতি তদ্ভক্তিরুপদিষ্টা॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, চেষ্টা-কারী পুরুষ কর্ম্মসকলের দ্বারা অবগুণ্ঠিত হইয়া

কোষকার কীটের ন্যায় বদ্ধই হয়, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঈহতে', (অর্থাৎ আত্মলাভে পরিপূর্ণ ভগবান্ সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত বা কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না), 'যে তম্ অনু'—এইরূপ যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আত্মলাভে পরিপূর্ণ হন, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না, ইহা বলায় তাঁহাতে ভক্তিই উপদিষ্ট হইলেন ॥১৫॥

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্ ।
নৃ‌ন্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্মসংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঈহমানং (সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মাণি আচরন্তং অথচ) নিরহঙ্কৃতম্ (অহঙ্কাররহিতং) বুধং (সর্ব্বজ্ঞং) নিরাশিষং (নিষ্কামং) পূর্ণম্ (অখণ্ডম্) অনন্যচোদিতং (ন অন্যৈঃ চোদিতং প্রেরিতম্ অপি তু স্বতন্ত্রং) নৃ‌ন্ (নরান্) শিক্ষয়ন্তং (শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যৈঃ অবতারৈঃ স্বাচারেণ জনান্ শিক্ষয়ন্তং) নিজবর্ত্মসংস্থিতং (নিজবর্ত্মনি বেদমার্গে সংস্থিতম্) অখিলধর্ম্মভাবনম্ (অখিলান্ ধর্ম্মান্ ভাবয়তি প্রবর্ত্তয়তীতি তথা) তং প্রভুং প্রপদ্যে (প্রার্থয়ামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মকৃৎ অথচ নিরহঙ্কার, জ্ঞানবান্, নিষ্কাম, অখণ্ড ও স্বতন্ত্র, মানবগণের শিক্ষাপ্রদাতা, আত্মমার্গস্থ, অখিলধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বমেবমস্মানুপদিশসি স্বয়ং তাবৎ সাম্প্রতং কিং করোষীতি তত্রাহ,—তমিতি। অহন্তু প্রভুং নামবিশেষানুক্তের্নাম্নাপি প্রভুং "যেন চেতয়তে বিশ্বম্" ইতি প্রক্রমোক্তেশ্চৈতন্যং প্রভুং ভগবন্তং তং প্রপদ্যে। কীদৃশং ? তং প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমানং কাময়মানং যথান্যে ভক্তাস্তমীহন্তে তথাসাবপি স্বমীহতে আত্মারামত্বাদিতি ভাবঃ। নিরহঙ্কৃতং সর্ব্বেশ্বর ইত্যহঙ্কারশূন্যম্। অনন্যচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্টং যন্নিজবর্ত্ম স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং চিরকালব্যবধানাৎ বিলুপ্তং, তৎ নৃ‌ন্ শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণাদিনেতি শেষঃ। অখিলমন্যূনং ধর্ম্মং ভক্তিযোগং ভাবয়ত্যাবির্ভাবয়তি প্রবর্ত্তয়তি বা তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আপনিই আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সম্প্রতি আপনি কি করিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি। আমি কিন্তু 'প্রভুং'—নামবিশেষের উল্লেখ না থাকায় নামেও যিনি প্রভু, অর্থাৎ 'যিনি বিশ্বকে চেতনাযুক্ত করেন', এই উপক্রমবশতঃ সেই ভগবান্ চৈতন্য প্রভুকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে), 'প্রপদ্যে' —শরণ গ্রহণ করিতেছি। কেমন তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—'তম্ ঈহমানং'—সেই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর, নিজেকেই যিনি আস্বাদন করিতে অভিলাষ করেন, যেমন অন্য ভক্তগণ তাঁহার কামনা করেন, তদ্রূপ তিনিও নিজেকে কামনা করেন যেহেতু তিনি আত্মারাম—এই ভাব। 'নিরহঙ্কৃতং'—তিনি সর্ব্বেশ্বর বলিয়া অহঙ্কারশূন্য। 'অনন্যচোদিতং'—অন্যকর্ত্তৃক অপরিচালিত, নিজের দ্বারাই উপদিষ্ট, 'নিজবর্ত্ম-সংস্থিতং'—যে নিজবর্ত্ম অর্থাৎ নিজের প্রাপ্তিসাধন, যাহা 'সংস্থিত' বলিতে চিরকালের ব্যবধানে বিলুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা নিজ আচরণের দ্বারা মানবগণকে যিনি শিক্ষা দিতেছেন। 'অখিলধর্ম্ম-ভাবনং'—অখিল বলিতে অন্যূন অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে ভক্তিযোগ, তাহা যিনি ভাবনা করেন বা প্রবর্ত্তন করেন, সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইতি মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্ ।
দৃষ্ট্বাসুরা যাতুধানা জগ্ধুমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং পূর্ব্বোক্ত) মন্ত্রোপনিষদং (মন্ত্রাত্মিকাম্ উপনিষদং) ব্যাহরন্তং (কথয়ন্তম্ উচ্চারয়ন্তং) সমাহিতং (সমাহিতান্তঃকরণং স্বায়ম্ভুবং মনুং) দৃষ্ট্বা (সুপ্তোচ্ছ্বসিত বদ্ধিবশমিব মত্বা) অসুরাঃ যাতুধানাঃ (রাক্ষসাশ্চ) ক্ষুধা (ক্ষুধানিমিত্তেন) জগ্ধুম্ (অত্তুম্) অভ্যদ্রবন্ (ধাবিতবন্তঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—স্বায়ম্ভুবকে সমাধিস্থ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাত্মক উপনিষদ্ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-হেতু তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—সমাহিতং সমাধিস্থমপি সন্তং মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং দৃষ্ট্বা সুপ্তোচ্ছ্বসিতবদ্বিবশমিব মন্বানা ক্ষুধা জগ্ধ্‌ মত্তুমভ্যদ্রবন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাহিতং'—স্বায়ম্ভুব মনু সমাধিমগ্ন অবস্থাতেও এরূপ মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিতেছিলেন বলিয়া অসুরগণ তাঁহাকে সুপ্তোচ্ছ্বসিতের ন্যায় বিবশ মনে করিয়া, 'ক্ষুধা জগ্ধুম্ অভ্যদ্রবন্' —ক্ষুধাবশতঃ ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৭ ॥

———

তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্ব্বগতো হরিঃ ।
যামৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্হত্বাশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তথাবসিতান্ (স্বায়ম্ভুবমনুভক্ষণার্থং কৃতনিশ্চয়ান্) তান্ (অসুরান্ রাক্ষসান্ চ) বীক্ষ্য (নিরীক্ষ্য) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বগঃ সর্ব্বসাক্ষী) যজ্ঞঃ (যজ্ঞাখ্যঃ) হরিঃ (ভগবান্) যামৈঃ (স্বপুত্রৈঃ) দেবৈঃ পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) হত্বা (তান্ অসুরান্ রাক্ষসান্ চ নিহত্য) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গম্) অশাসৎ (স্বয়মেব ইন্দ্রো ভূত্বা অপালয়ৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বসাক্ষী সেই যজ্ঞেশ্বর, স্বায়ম্ভুব মনুর ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় ঐ সকল অসুর ও রাক্ষসগণকে দর্শনপূর্ব্বক স্বপুত্র যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া অসুর ও রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন এবং (স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া) স্বর্গপালন করিতে লাগিলেন ।।১৮॥

বিশ্বনাথ—যামৈর্যামসংজ্ঞকৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যামৈঃ'—যামনামক (নিজপুত্র দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যজ্ঞরূপী ভগবান্ শ্রীহরি অসুরদিগকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্ররূপে স্বর্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ।) ॥ ১৮ ॥

———

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ ।
দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎপ্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নেঃ স্বারোচিষঃ (ইতিখ্যাতঃ) সুতঃ তু দ্বিতীয়ঃ মনুঃ অভবৎ । তস্য (স্বারোচিষমনোঃ) দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎ প্রমুখাঃ আত্মজাঃ চ (পুত্রাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৯ ॥

—২

অনুবাদ—অগ্নির পুত্র দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ, সেই স্বারোচিষ মনুর দ্যুমৎ, সুষেণ ও রোচিষ্মৎ প্রমুখ পুত্রগণ জন্মিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্বন্তরং হি মন্বাদি ষট্‌কযুক্তং ভবতি । যদুক্তং "মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ । ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥" তত্রাদ্যে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে, স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ; প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ যামাদয়ো দেবাঃ মরীচিপ্রমুখাঃ সপ্তর্ষয়ঃ । যজ্ঞো হরেরবতারঃ যজ্ঞ এবেন্দ্রশ্চেতি ষট্‌কং চতুর্থস্কন্ধোপক্রমে নিরূপিতম্ । দ্বিতীয়াদিষু ত্রিষু মন্বাদিষট্‌কান্যাহ,—স্বারোচিষ ইতি দ্বাদশভিঃ । ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্বন্তর'—মনু প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ যুক্ত হইয়া মন্বন্তর হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"মন্বন্তরং মনুর্দেবাঃ" (১২।৭।১৫), অর্থাৎ মনু, দেবগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ ও শ্রীহরির অংশাবতারগণ—এই ষড়্‌বর্গের অধিকারে যে যে কাল হইয়া থাকে, তাহাকে 'মন্বন্তর' বলা হয় । তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুপুত্রদ্বয়, যাম্য প্রভৃতি দেবগণ, মরীচি-প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ, যজ্ঞ শ্রীহরির অবতার এবং সেই যজ্ঞই ইন্দ্র—এই ষড়্‌বর্গ চতুর্থ স্কন্ধের উপক্রমে নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয়, তৃতীয় মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ বলিতেছেন—'স্বারোচিষঃ' ইত্যাদি দ্বাদশটি শ্লোকে ॥ ১৯ ॥

———

তত্রেন্দ্রো রোচনস্ত্বাসীদ্দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ ।
উর্জ্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (মন্বন্তরে) রোচনঃ (যজ্ঞপুত্রঃ) তু ইন্দ্রঃ আসীৎ (বভূব) তুষিতাদয়ঃ চ (যজ্ঞপুত্রাঃ) দেবাঃ (বভূবুঃ)। উর্জ্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মবাদিনঃ ঋষয়ঃ (বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যজ্ঞপুত্র রোচন, ইন্দ্র এবং তুষিতাদি দেবতা ও উর্দ্ধস্তম্ভাদি সপ্তজন ব্রহ্মবাদী ঋষি হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

———

ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ ।
তস্যাং জজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—বেদশিরসঃ ঋষেঃ ত তুষিতা (ইতি) নাম (প্রসিদ্ধা) পত্নী অভূৎ । তস্যাং (তুষিতায়াং) ততঃ (বেদশিরসঃ সকাশাৎ চ) বিভুঃ ইতি অভি-বিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) দেবঃ (ভগবান্) জজ্ঞে (জাতঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বেদশিরা ঋষির 'তুষিতা' নামে এক প্রসিদ্ধা পত্নী ছিলেন, সেই তুষিতার গর্ভে বেদশিরা হইতে বিভুনামে বিখ্যাত দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতা ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—অষ্টাশীতিসহস্রাণি (অষ্টাশীতিসহস্র-সংখ্যকাঃ) যে ধৃতব্রতাঃ (ধৃতং ব্রতং যৈঃ তে যম-নিয়মাদিসাধনসম্পন্নাঃ) মুনয়ঃ (তে) তস্য কৌমার-ব্রহ্মচারিণঃ (বিভোঃ) ব্রতম্ (আচারাদিকম্) অন্ব-শিক্ষন্ (অনুসৃতবন্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কৌমার ব্রহ্মচারী বিভুর সকাশে অষ্টা-শীতি সহস্র সংখ্যক যমনিয়মাদি সাধনসম্পন্ন মুনি-গণ আচারাদি শিক্ষা করেন ॥ ২২ ॥

তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ ।
পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, প্রিয়ব্রতসুতঃ (প্রিয়ব্রতস্য তনয়ঃ) উত্তমঃ নাম (তদাখ্যঃ) তৃতীয়ঃ মনুঃ (অভবৎ), পবনঃ সৃঞ্জয়ঃ যজ্ঞহোত্রাদ্যঃ তৎসুতাঃ (তস্য উত্তমস্য পুত্রাঃ অভবন্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রিয়ব্রতের পুত্র তৃতীয় মনুর নাম উত্তম, সেই উত্তম মনুর পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞ-হোত্রাদি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ ।
সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র মন্বন্তরে) বসিষ্ঠতনয়াঃ (বসিষ্ঠস্য পুত্রাঃ) প্রমদাদয়ঃ সপ্তঋষয়ঃ (আসন্), সত্যা বেদ-শ্রুতা ভদ্রা (এতৎসংজ্ঞকাঃ) দেবাঃ (দেবগণাঃ আসন্), তু (কিন্তু) সত্যজিৎ (তদাখ্যঃ) ইন্দ্রঃ (অভবৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই তৃতীয় মন্বন্তরে বসিষ্ঠপুত্র প্রম-দাদি সপ্তর্ষি সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা ও সত্যজিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মস্য সূনৃতায়াস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মস্য সূনৃতায়াং (ভার্য্যায়াং) তু ভগ-বান্ পুরুষোত্তমঃ সত্যসেনঃ ইতি খ্যাতঃ (ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ সন্) সত্যব্রতৈঃ (তদাখ্যৈঃ দেববিশেষৈঃ) সহ জাতঃ (অভূৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে ধর্ম্মের সূনৃতা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্যব্রত প্রভৃতি দেবতা-গণের সহিত উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

সোঽনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্ ।
ভূতদ্রুহো ভূতগণাংশ্চাবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সত্যসেনঃ) সত্যজিৎসখঃ (সত্য-জিতঃ ইন্দ্রস্য সখা সন্) অনৃতব্রতদুঃশীলান্ (অনৃতং মিথ্যাভাষণমেব ব্রতং যেষাং, দুষ্টং শীলং যেষাং তে চ তে চ তান্) অসতঃ (দুষ্টান্) ভূতদ্রুহঃ (প্রাণি-পীড়কান্) যক্ষরাক্ষসান্ ভূতগণান্ তু অবধীৎ (নিজঘান) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সত্যসেন সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাভাষী দুঃশীল দুষ্ট প্রকৃতি প্রাণি-পীড়ক যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত সকলকে বিনষ্ট করেন ॥ ২৬ ॥

চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ ।
পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—উত্তমভ্রাতা (উত্তমস্য তৃতীয়মনোঃ ভ্রাতা প্রিয়ব্রতস্য পুত্রঃ) নাম্না চ তামসঃ (ইতি) (প্রসিদ্ধঃ) চতুর্থঃ মনুঃ (আসীৎ), পৃথুঃ খ্যাতিঃ নরঃ কেতুঃ ইত্যাদ্যাঃ দশ তৎসুতাঃ (তস্য তামসমনোঃ পুত্রাঃ আসন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—উত্তম নামক তৃতীয় মনুর ভ্রাতা তামস নামে প্রসিদ্ধ চতুর্থ মনু ছিলেন ; সেই তামস মনুর পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশটী পুত্র ছিল ॥২৭॥

সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ ।
জ্যোতির্ধামাদায়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেঽন্তরে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তামসে অন্তরে (তামসমন্বন্তরে) সত্যকাঃ হরয়ঃ বীরাঃ দেবাঃ (দেবগণাঃ আসন্) ত্রিশিখঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) ঈশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ আসীৎ) জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সপ্তঋষয়ঃ (আসন্ ইতি শেষঃ) ॥২৮

অনুবাদ—এই তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীর নামে দেবগণ ও ত্রিশিখ নামে ইন্দ্র এবং জ্যোতির্ধামাদি সপ্তঋষি ছিলেন ॥ ২৮ ॥

দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা ॥২৯

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (তত্র তামসে মন্বন্তরে) বিধৃতেঃ তনয়াঃ বৈধৃতয়ঃ (ইতি) নাম (বিখ্যাতাঃ) দেবাঃ (বভূবুঃ), যৈঃ (বৈধৃতিভিঃ) স্বেন তেজসা (স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবেন) কালেন নষ্টাঃ (লুপ্তপ্রায়াঃ) বেদাঃ বিধৃতাঃ (রক্ষিতবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তামস মন্বন্তরে বিধৃতির পুত্র বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, কালবশতঃ বেদসকল নষ্ট হইতে থাকিলে ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজঃ প্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন ।। ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেবা বৈধৃতয় ইত্যত্র মন্বন্তরে দ্বিবিধা দেবা অভবন্নিতি দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবাঃ বৈধৃতয়ঃ'—তামস মন্বন্তরে বিধৃতির পুত্র বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, ইহাতে এই মন্বন্তরে দ্বিবিধ দেবতা হইয়াছিলেন, ইহা দেখান হইল (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সত্যক, হরি এবং বীর নামে দেবগণ, আর বিধৃতির পুত্র বৈধৃতিগণ—এই দ্বিবিধ দেবতা হইয়াছিলেন।) ॥২৯

তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥৩০

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (তামসে মন্বন্তরে) হরিমেধসঃ (ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ) হরিণ্যাং (ভার্য্যায়াং) হরিঃ ইতি আহৃতঃ (মুনিভিঃ কথিতঃ) ভগবান্ জজ্ঞে (অবতীর্ণঃ অভূৎ) যেন (হরিসংজ্ঞকাবতারেণ ভগবতা) গ্রহাৎ (গ্রাহাৎ মকরাৎ) গজেন্দ্রঃ (হস্তী) মোচিতঃ (মুক্তঃ বভূব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরেও ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 'হরি' নামে কথিত হন, এবং মকরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—আহৃতো ব্যাহৃতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আহৃতঃ' মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হন (অর্থাৎ এই তামস মন্বন্তরেই ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'হরি' নামে বিখ্যাত হন এবং ইনিই কুম্ভীরের গ্রাস হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন।) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।
হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমূমুচৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) বাদরায়ণে, হরিঃ (হর্য্যাখ্যঃ ভগবান্) গ্রাহগ্রস্তং (গ্রাহেণ মকরেণ গ্রস্তম্ আক্রান্তং) গজপতিং যথা (যেন প্রকারেণ) অমূমুচৎ (মোচয়ামাস), বয়ং এতৎ (তদেতৎ সর্ব্বং) তে (ত্বৎ সকাশাৎ) শ্রোতুম্ ইচ্ছামহে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে বাদরায়ণ, 'হরি' মকরকর্ত্তৃক আক্রান্ত গজপতিকে যে-প্রকারে মুক্ত করিয়াছিলেন আমরা আপনার নিকট তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

তৎকথাসু মহৎ পুণ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং শুভম্ ।
যত্র যত্রোত্তমঃশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র যত্র (কথায়াম্) উত্তমঃ শ্লোকঃ (উত্তমঃ শ্লোকঃ যশঃ যস্য সঃ) ভগবান্ হরিঃ গীয়তে (কীর্ত্ত্যতে) তৎকথাসু (তাসু কথাসু) ধন্যং মহৎপুণ্যং (সা কথা মহাপুণ্যজনিকা) শুভং স্বস্ত্যয়নং (চ ভবতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যাহাতে উত্তম শ্লোক ভগবান্ হরি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সকল কথা অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ এবং মঙ্গলকর ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথা সা কথা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎকথা'—সেই কথা (অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ ও মঙ্গলজনক, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কীর্ত্তন হয় ।) ॥ ৩২ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ
প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ ।
উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পার্থিবং
মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ— শ্রীসূতঃ উবাচ,—(হে) বিপ্রাঃ, সঃ তু (পরমভাগবতঃ) বাদরায়ণিঃ (বেদব্যাসতনয়ঃ শুকদেবঃ) প্রায়োপবিষ্টেন পরীক্ষিত কথাসু (ভগবৎকথাসু) এবং চোদিতঃ (সন্) মুদা (হর্ষেণ) পার্থিবং (পরীক্ষিতং রাজানং) প্রতিনন্দ্য (তস্য সম্মানং কৃত্বা) সদসি শৃণ্বতাং (শ্রবণেচ্ছূনাং) মুনীনাং (সমীপে) উবাচ স্ম (শ্রীমদ্ভাগবতং বর্ণিতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ, প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক বাদরায়ণি ঐ প্রকারে ভগবৎকথায় নিয়োজিত হইয়া শ্রোতা মুনিদিগের সভায় রাজার সম্মানপূর্ব্বক সানন্দে বর্ণনা করিলেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
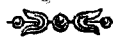
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

আসীদ্গিরিবরো রাজংস্ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ।
ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজীগণ সহ জলে ক্রীড়মান গজেন্দ্রের দৈবাৎ গ্রাহগ্রস্ত হইয়া শ্রীহরিস্মরণ বর্ণিত হইয়াছে। (চতুর্থ মন্বন্তরকালে শ্রীভগবানের এই গজেন্দ্রবিমোক্ষণলীলা। দ্বিতীয়াদি তিন অধ্যায়ে ইহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।)

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত অযুতযোজন উচ্ছ্রিত অতি মনোরম দৃশ্য 'ত্রিকূট' নামক পর্ব্বতের দ্রোণীদেশে মহাত্মা বরুণের 'ঋতুমৎ' নামক উদ্যানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে। একদা সেই সরোবরে উক্ত পর্ব্বতবাসী এক যূথপতি করী করেণুগণ সহ আসিয়া ক্রীড়োন্মত্ত হইলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটী বলবান্ কুম্ভীর আসিয়া ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করিল। গজেন্দ্র এবং নক্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র বৎসর ঐরূপে অতিক্রান্ত হইল, তথাপি উভয়েই জীবিত রহিল। কিন্তু গজেন্দ্র ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকিল, অথচ নক্রের বল, বীর্য্য ও উৎসাহ উত্তরোত্তর অধিক হইতে লাগিল। তখন গজেন্দ্র গ্রাহগ্রাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণেই শরণাগত হইবার মনঃস্থ করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ক্ষীরোদেন (ক্ষীরসমুদ্রেণ) আবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ক্ষীরাবিধ-দ্বীপস্থঃ) শ্রীমান্ (অতীব সৌন্দর্য্যশালী) যোজনাযুতম্ (অযুতযোজনপরিমিতম্) উচ্ছ্রিতঃ (উন্নতঃ) ত্রিকূটঃ ইতি বিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) গিরিবরঃ (কশ্চিৎ পর্ব্বতঃ) আসীৎ (অস্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী অযুত যোজন পরিমিত ও উন্নত ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বত আছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিকূট-তত্রস্থোদ্যানসরোবর্ণনবিশ্রুতেঃ।
দ্বিতীয়েঽত্র গজেন্দ্রেণ গ্রাহার্ত্তেন হরিঃ স্মৃতঃ ॥০॥
আসীৎ অস্তি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ উদ্যান ও সরোবরের বর্ণনা এবং গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্মরণ বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'আসীৎ'—আছে (ত্রিকূট নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে) ॥ ১ ॥

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্য্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্।
দিশশ্চ রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২ ॥
অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্ব্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরাম্ভসাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তাবতা (যোজন যুতেন) পর্য্যক্ (পরিতঃ) বিস্তৃতঃ (ত্রিকূটঃ) রৌপ্যায়স-হিরণ্ময়ৈঃ (রজত-লৌহ-সুবর্ণময়ৈঃ) ত্রিভিঃ (মুখ্যৈঃ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) পয়োনিধিং দিশঃ রোচয়ন্ (উজ্জ্বলয়ন্ তথা) রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ (রত্নধাতুভিশ্চ বিচিত্রিতৈঃ) নানাদ্রুমলতাগুল্মৈঃ (নানাবিধানাং দ্রুমলতানাং গুল্মাঃ যেষু তৈঃ) অন্যৈঃ চ (শৃঙ্গৈঃ) নির্ঝরাম্ভসাং নির্ঘোষৈঃ (শব্দৈঃ চ) সর্ব্বাঃ ককুভঃ (সর্ব্বাঃ দিশঃ) (রোচয়ন্) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ২।৩ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে তৎপরিমাণে বিস্তৃত সেই পর্ব্বত লৌহ, রৌপ্য এবং স্বর্ণময় তিনটী শিখর দ্বারা সমুদ্র ও দশদিক্ এবং নানা রত্ন ও ধাতুদ্বারা চিত্রিত বহুবিধ বৃক্ষ, লতাগুল্ম-মণ্ডিত ও নির্ঝরধ্বনি-মুখরিত অন্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা দিক্‌নিচয়ের শোভাবর্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যক্ পরিতঃ তাবতা যোজনাযুতেনৈব। ত্রিকূটসমাখ্যায়া বীজমাহ ত্রিভিঃ মুখ্যৈঃ শৃঙ্গৈর্দিশঃ উর্দ্ধ্বগতা এব। অন্যৈঃ শৃঙ্গৈঃ ককুভঃ সর্ব্বা অষ্টাবেব পর্য্যক্ দিশো রোচয়ন্নাস্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। নির্ঘোষৈর্দিশাং রোচনা তাসু প্রতিধ্বনিসমর্পণেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যক্'—চতুর্দ্দিকে ঐ পর্ব্বতটি সেই পরিমাণ, অর্থাৎ দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। 'ত্রিকূট'—নামকরণের কারণ বলিতেছেন—তিনটি মুখ্য শৃঙ্গদ্বারা উর্দ্ধ দিক শোভিত করিয়া আছে, এই নিমিত্তই তাহার নাম 'ত্রিকূট' হইয়াছে। অন্যান্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা অষ্ট দিক্ 'রোচয়ন্ আস্তে'—সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। 'নির্ঝরৈঃ'—নির্ঝরসমূহের জল-প্রপাতের শব্দদ্বারা দশদিকের শোভা, তাহাতে প্রতি-ধ্বনি-সমর্পণের দ্বারা বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

স চাবনিজ্যমানাঙ্‌ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়উর্ম্মিভিঃ।
করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাশ্মভিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ (ত্রিকূটপর্ব্বতঃ) পয়উর্ম্মিভিঃ (পয়সঃ সমুদ্রসলিলস্য ঊর্মিভিঃ তরঙ্গৈঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) অবনিজ্যমানাঙ্‌ঘ্রিঃ (অবনিজ্যমানাঃ প্রক্ষাল্য-মানাঃ অঙ্‌ঘ্রয়ঃ পাদমূলানি যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হরিন্মরকতাশ্মভিঃ (হরিদ্ভিঃ পলাশবর্ণৈঃ মরকত-মণিভিঃ) ভূমিং শ্যামলাং (দূর্ব্বাদলশ্যামলবর্ণাং) করোতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশ সর্ব্বতো-দিকে জলতরঙ্গে প্রক্ষালিত হওয়াতে অষ্টদিকস্থ মর-কত মণিদ্বারা সন্নিহিত ভূমি শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—পয়স ঊর্ম্মিভিঃ সমন্তাদবনিজ্যমানা অঙ্‌ঘ্রয়ো মূলপ্রান্তা যস্য সঃ। হরিৎসু অষ্টদিক্ষু স্থিতৈর্ম্মরকতাশ্মভির্মধ্যবর্ত্তিনীং ভূমিং দুর্ব্বাদল-শ্যামলাং করোতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পয় উর্ম্মিভিঃ'—ক্ষীরোদ সমুদ্রের তরঙ্গরাজির দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে, 'অবনিজ্য-মানাঙ্‌ঘ্রিঃ'—প্রক্ষাল্যমান হইতেছে মূলপ্রান্ত যাহার, অর্থাৎ সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদমূল ধৌত হইতেছে। 'হরিন্মরকতাশ্মভিঃ'—অষ্টদিকে স্থিত সবুজবর্ণ মরকত প্রস্তররাশির দ্বারা ঐ পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী ভূমিকে দুর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভির্জুষ্টকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তথা) ক্রীড়দ্ভিঃ (ক্রীড়াং কুর্ব্বদ্ভিঃ) সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্বৈঃ বিদ্যাধরমহোরগৈঃ কিন্নরৈঃ অপ্সরোভিঃ চ জুষ্টকন্দরঃ (জুষ্টাঃ সেবিতাঃ কন্দরাঃ গুহাঃ যস্য সঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উহার গুহাপ্রদেশ ক্রীড়াশীল সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর এবং অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

যত্র সংগীতসন্নাদৈর্নদদ্গুহমমর্ষয়া।
অভিগর্জ্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ ত্রিকূটপর্ব্বতে) সংগীত-সন্নাদৈঃ কিন্নরাদীনাং গীতধ্বনিভিঃ) নদদ্গুহং (নদন্ত্যঃ গুহাঃ যস্মিন্ প্রদেশে তং প্রদেশং) শ্লাঘিনঃ (স্ববীর্য্যগর্ব্বশালিনঃ) হরয়ঃ (সিংহাঃ পরশঙ্কয়া) (পরং সিংহান্তরম্ ইতি আশঙ্ক্য) অমর্ষয়া (অসহনেন ক্রোধেন) অভিগর্জ্জন্তি (ঘোরং গর্জ্জনং কুর্বন্তি) ॥৬॥

অনুবাদ—তথায় সঙ্গীত ধ্বনিতে গুহাসমূহ নিনাদিত হইলে স্ববীর্য্যোদ্ধত সিংহগণ অপর সিংহের আশঙ্কা করিয়া অসহ্য ক্রোধে ঘোর গর্জ্জন করি-তেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্নরাদীনাং সঙ্গীতসন্নাদৈর্নদন্ত্যো গুহা যস্মিন্ তং প্রদেশং অভিলক্ষীকৃত্য অমর্ষয়া অসহনেন পরশঙ্কয়া গর্জ্জন্তি। শ্লাঘিনঃ কত্থমানাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—উক্ত পর্ব্বতের যে প্রদেশের গুহাসকল কিন্নর প্রভৃতির সঙ্গীতরবে শব্দায়-মান, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সিংহগণ 'অমর্ষয়া'—অসহিষ্ণুতাবশতঃ প্রতিপক্ষ সিংহের গর্জ্জন মনে করতঃ সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে। 'শ্লাঘিনঃ'—মদগর্ব্বিত সিংহগণ ॥ ৬ ॥

নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ।
চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ (নানা যে আরণ্যাঃ অরণ্যে ভবাঃ উৎপন্নাঃ পশবঃ গবা-

শ্বাদয়ঃ তেষাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ সঙ্কুলাভিঃ ব্যাপ্তাভিঃ দ্রোণীভিঃ পর্ব্বতপ্রান্তদেশৈঃ অলঙ্কৃতঃ) চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ (তথা চিত্রাঃ দ্রুমাঃ যেষু তেষু সুরোদ্যানেষু কলকণ্ঠাঃ মধুরস্বরাঃ বিহঙ্গমাঃ পক্ষিণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ সঃ ত্রিকূটঃ আস্তে) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের প্রান্তদেশ নানাবিধ বন্য পশুসমূহ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া আছে এবং তত্রস্থ বিচিত্র বৃক্ষাদি-শোভিত দেবোদ্যানে সুমধুর স্বরবিহঙ্গগণ বিরাজ করিতেছে ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—চিত্রা দ্রুমা যেষু তেষু সুরোদ্যানেষু কলকণ্ঠা বিহঙ্গমা যত্র স আস্তে ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্রদ্রুম-'—যেখানের বৃক্ষরাজি-সমন্বিত দেবোদ্যানে কলরবকারী পক্ষিগণ অবস্থান করে, তাদৃশ ত্রিকূট পর্ব্বত ।। ৭ ।।

সরিৎসরোভিরচ্ছোদৈঃ পুলিনৈর্ম্মণিবালুকৈঃ ।
দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈর্যুতঃ ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—অচ্ছোদৈঃ (অচ্ছোদকৈঃ নির্ম্মলজলৈঃ) সরিৎসরোভিঃ (নদীসরোবরৈঃ তথা) মণিবালুকৈঃ (মণয়ঃ এব বালুকাঃ যেষু তৈঃ তথাভূতৈঃ পুলিনৈঃ) (নদীতটৈঃ তথা) দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈঃ (দেবস্ত্রীণাং সুরনারীণাং মজ্জনেন অবগাহনেন যঃ আমোদঃ দেহসুগন্ধঃ তেন সৌরভযুক্তানি অম্বুনি জলানি অনিলাশ্চ বায়বঃ তৈঃ) যুতঃ (যুক্তঃ ত্রিকূটঃ আস্তে ইতি শেষঃ) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বত পুলিনশোভিতা মণিময়বালুকাশালি বিমলজলা নদী ও সরোবরসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেবস্ত্রীগণের অবগাহন হেতু তাহাদের দেহসৌরভে তত্রস্থ জল ও বায়ু সুগন্ধময় হইয়া থাকে ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—দেবস্ত্রীণাং মজ্জনেন য আমোদস্তেন সৌরভযুক্তান্যম্বূনি অনিলাশ্চ তৈর্যুতঃ ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবস্ত্রী-'—দেবরমণীগণের অবগাহনহেতু যে 'আমোদ' বলিতে দেহসুগন্ধ, তাহার দ্বারা সৌরভময় জলরাশি ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত যে পর্ব্বত ।। ৮ ।।

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ ।
উদ্যানমৃতুমন্নাম আক্রীড়ং সুরযোষিতাম্ ।। ৯ ।।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ।। ১০ ।।
চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ ।। ১১ ।।
মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জ্জুনৈঃ ।
অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ।। ১২ ।।
পিচুমর্দ্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ ।
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভির্বদর্য্যক্ষাভয়ামলৈঃ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—তস্য (ত্রিকূটস্য) দ্রোণ্যাং (শৈলসন্ধৌ) সুরযোষিতাং (দেবস্ত্রীণাম্) আক্রীড়ং (ক্রীড়াস্থানং) দিব্যৈঃ (দেবসম্বন্ধীয়ৈঃ) নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ (নিত্যং পুষ্পাণি ফলানি চ যেষাং তাদৃশৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ) সর্ব্বতঃ অলঙ্কৃতং (শোভিতং) তথা মন্দারৈঃ পারিজাতৈ চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ (পাটলাশ্চ অশোকাশ্চ চম্পকাশ্চ তৈঃ) চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈঃ আম্রৈঃ আম্রাতকৈঃ অপি ক্রমুকৈঃ (গুবাকবৃক্ষৈঃ) নারিকেলৈঃ চ খর্জ্জুরৈঃ বীজপূরকৈঃ (দাড়িম্ববৃক্ষৈঃ) মধুকৈঃ শালতালৈঃ চ (শালাশ্চ তালাশ্চ তৈঃ) তমালৈঃ অসনার্জ্জুনৈঃ (অসনাশ্চ অর্জ্জুনাশ্চ তৈঃ) অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈঃ (অরিষ্টাশ্চ উড়ুম্বরাশ্চ প্লক্ষাশ্চ তৈঃ) বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ (কিংশুকাশ্চ চন্দনাশ্চ তৈঃ) পিচুমর্দ্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভিঃ (দ্রাক্ষাশ্চ ইক্ষবশ্চ রম্ভাশ্চ জম্ববশ্চ তৈঃ) বদর্য্যক্ষাভয়ামলৈঃ (বদর্য্যশ্চ অক্ষাশ্চ অভয়াশ্চ আমলাশ্চ তৈঃ) বিল্বৈঃ কপিত্থৈঃ জম্বীরৈঃ ভল্লাতকাদিভিঃ (চ বৃক্ষৈঃ) বৃতঃ (যুক্তঃ) ঋতুমৎ (ইতি) নাম (নাম্না প্রসিদ্ধং) ভগবতঃ মহাত্মনঃ (লোকপালস্য) বরুণস্য উদ্যানম্ (অস্তি) ।। ৯-১৩ ।।

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের গহ্বরে দেবস্ত্রীগণের ক্রীড়াস্থান সর্ব্বকালিক পুষ্প ও ফলে শোভিত দিব্য মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চুত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়,

আমলকী, কপিত্থ, জম্বীর এবং ভল্লাতক প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সমন্বিত ঋতুমৎ নামে প্রসিদ্ধ ভগবান্ লোকপাল বরুণের একটী উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতুমন্নাম উদ্যানমাস্তে ॥ ৯-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতুমৎ'—ঋতুমান্ নামে বরুণের একটি উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিল্বৈঃ কপিত্থৈর্জম্বীরৈর্বৃতো ভল্লাতকাদিভিঃ।
তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥ ১৪ ॥
কুমুদোৎপলকহলারশতপত্রশ্রিয়োর্জ্জিতম্।
মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ ॥ ১৫ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি।
জলকুক্কুটকোষষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতম্ ॥ ১৬ ॥
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ।
কদম্ববেতসনল-নীপবঞ্জুলকৈর্বৃতম্ ॥ ১৭ ॥
কুন্দৈ কুরুবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ।
কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভির্নাগপুন্নাগজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥
মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ।
শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যর্ত্তুভিরলং দ্রুমৈঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (ত্রিকূটগিরৌ) লসৎকাঞ্চন-পঙ্কজং (লসন্তি শোভমানানি কাঞ্চনপঙ্কজানি কাঞ্চন-বর্ণানি পদ্মসমূহানি যস্মিন্ তৎ) কুমুদোৎপল কহলার-শতপত্রশ্রিয়া (কুমুদাদীনাং শ্রিয়া শোভয়া) উর্জ্জিতং (সমৃদ্ধং) মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং (মধুপানেন মত্তৈঃ ষট্-পদৈঃ ভ্রমরৈঃ নির্ঘুষ্টং নাদিতং) কলস্বনৈ (তথা কলঃ মধুরঃ স্বনঃ শব্দঃ যেষাং তৈঃ) শকুন্তৈঃ চ (পক্ষিভিঃ চ নাদিতং) হংসকারণ্ডবাকীর্ণং (হংসৈঃ কারণ্ডবৈশ্চ আকীর্ণং সংকুলং ব্যাপ্তং তথা) চক্রাহ্বৈঃ সারসৈঃ অপি (ব্যাপ্তং) জলকুক্কুটকোষষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতং (জলকুক্কুটাদীনাং কুলৈঃ সমূহৈঃ কূজিতং নাদিতং) মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ (মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারেণ চলতাং পদ্মানাং রজসা রেণুনা যুক্তং পয়ঃ জলং যস্মিন্ তৎ) কদম্ব-বেতস-নল-নীপ-বঞ্জুলকৈঃ (এভিঃ কদম্বাদিভিঃ) বৃতং (যুক্তং) কুন্দৈঃ কুরুবকাশোকৈঃ (কুরুবকাঃ ঝিণ্টীবৃক্ষাঃ অশোকাশ্চ তৈঃ) শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভিঃ নাগপুন্নাগজাতিভিঃ মল্লিকাশতপত্রৈঃ চ মাধবীজালকাদিভিঃ (তথা) নিত্যর্ত্তুভিঃ (নিত্যম্ ঋতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পত্তিহেতবঃ যেষাং তৈঃ তাদৃশৈঃ) অন্যৈঃ তীরজৈঃ (তীরসম্ভূতৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) অলং (শোভিতং) সুবিপুলম্ (অতিমহৎ) সরঃ (সরোবরম্ অস্তি) ॥ ১৪-১৯ ॥

অনুবাদ— সেই ত্রিকূট পর্ব্বতে সতত শোভমান কাঞ্চনবর্ণ পঙ্কজ এবং কুমুদ কহলার, উৎপল ও শতপত্র প্রভৃতির শোভায় উদ্দীপ্ত, মধুপানমত্ত ভ্রমর-সমূহ দ্বারা মুখরিত এবং কলস্বর বিহগকুলে বিশে-ষতঃ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসে সমাকীর্ণ জলকুক্কুট, কোষষ্টি এবং দাত্যূহ কর্তৃক অস্ফুট-ভাবে ধ্বনিত মৎস্য ও কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগমিশ্র জলযুক্ত, কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুল, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ, ইঙ্গুদ, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র এবং মাধবী লতা-জালমণ্ডিত ও তীরজাত অন্যান্য সর্ব্বর্ত্তু কুসুমফলোপেত বৃক্ষ দ্বারা শোভিত সুবিপুল সরোবর বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৪-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দারাদিভির্বৃত ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশেন গিরিবর্ণনেন ব্যাখ্যায়মানে তস্মিন্ সর ইত্যত্র তৎ-পদেন প্রক্রান্তে গিরাবেবোচ্যমানে তত্রত্য সরসি গজেন্দ্রাবগাহনাদি-কথায়াং সত্যাং ঋতুমন্নাম্নো বরুণো-দ্যানস্য বর্ণনমপ্রস্তুতত্বাদ্ব্যর্থং স্যাত্তস্মাদ্বৃত ইত্যার্ষ্য-ত্বাদ্বৃতমিত্যুদ্যানবিশেষণমেব ব্যাখ্যেয়ং, অস্মিন্নু-দ্যানে সর আস্তে তদ্বর্ণয়তি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। শকুন্তৈঃ পক্ষিভিঃ সহিতং। মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারেণ চলতাং পদ্মানাং রজসা যুক্তং পয়ো যস্মিংস্তৎ। নিত্যমৃতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পাদনার্থং যেষু তৈঃ ॥১৪-১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্দার, পারিজাত (১০ শ্লোক) প্রভৃতির দ্বারা বৃত, এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশের দ্বারা পর্ব্বতের বর্ণন আরম্ভ করিয়া, 'তস্মিন্ সরঃ' (১৪ শ্লোক)—তাহাতে সরোবর, এই স্থলে তৎপদের দ্বারা পর্ব্বতের উল্লেখ করা হইলে, সেখানকার সরোবরে গজেন্দ্রের অবগাহনাদি কথাতে বরুণের ঋতুমান্ নামক উদ্যানের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিকহেতু ব্যর্থ হইয়া পড়ে, অতএব 'বৃতঃ' এই পুংলিঙ্গ আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া, 'বৃতম্'—এই ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারে উদ্যানের বিশেষণ-রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলে এই উদ্যা-

নের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছেন সার্দ্ধ পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা। 'শকুন্তৈঃ'—পক্ষিগণের সহিত। 'মৎস্য-কচ্ছপ'—মৎস্য ও কচ্ছপগণের সঞ্চরণহেতু চঞ্চল পদ্মসকলের পরাগের দ্বারা যুক্ত জলরাশি যেখানে, তাদৃশ সরোবর। 'নিত্যর্ত্তুভিঃ'—ফলপুষ্পাদি সম্পাদনের নিমিত্ত সকল ঋতুর নিত্যসমাবেশ যেখানে (সেই সমস্ত তীরজাত বৃক্ষরাজিদ্বারা ঐ সরোবর অতিশয় শোভিত।) ॥ ১৪-১৯ ॥

তত্রৈকদা তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ
করেণুভির্বারণযূথপশ্চরন্।
সকণ্টকং কীচকবেণুবেত্রবদ্-
বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—একদা তত্র তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ (তস্য গিরেঃ ত্রিকূটস্য কাননম্ এব আশ্রয়ঃ স্থানং যস্য সঃ) বারণযূথপঃ (কশ্চিৎ গজেন্দ্রঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ সহ) চরন্ (তৃষ্ণার্দ্দিতেন স্বযূথেন বৃতঃ) সকণ্টকং (কণ্টকেন সহিতং) কীচকবেণুবেত্রবদ্ বিশালগুল্মং (কীচকবেণুবেত্রবন্তং বিশালং গুল্মং লতাদিসন্দর্ভং) বনস্পতীন্ (চ) প্ররুজন্ (প্রভঞ্জন্ সরোবরাভ্যাসং দ্রুতম্ অগমৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা সেই গিরিকাননবাসী কোন গজযূথপতি হস্তিনীগণ সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে করিতে কণ্টকসমেত কীচক বেণু, বেত্রবিশিষ্ট বৃহৎ গুল্ম ও বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে করিতে দ্রুত সরোবর নিকটে গমন করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈকদা বারণযূথপঃ অগমদিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ করেণুভিশ্চরন্ স্বভক্ষ্যং ভুঞ্জানঃ কীচক-বেত্রবন্তং বিশালং গুল্মং প্ররুজন্ প্রভঞ্জন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রৈকদা'—সেখানে একদিন এক হস্তিযূথপতি আসিলেন—ইহা পঞ্চম (২৪ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কি করিতে? হস্তিনীগণের সহিত বিচরণপূর্ব্বক স্বভক্ষ্য ভোজন করতঃ, কীচক (বায়ুবেগে শব্দায়মান বংশ), বেণু ও বেত্রবিশিষ্ট কণ্টকাকীর্ণ বিশাল গুল্মরাজি ও বৃক্ষসমূহের মর্দ্দন করিতে করিতে ॥ ২০ ॥

যদ্গন্ধমাত্রাদ্ধরয়ো গজেন্দ্রা
ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ।
মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্দ্রবন্তি
সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাশ্চমর্য্যঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ গজেন্দ্রঃ কিম্ভূতঃ?) যদ্গন্ধমাত্রাৎ (যস্য গজেন্দ্রস্য বায়ুনা উপনীতাৎ গন্ধমাত্রাৎ) হরয়ঃ (সিংহাঃ) গজেন্দ্রাঃ (অন্যে প্রতিপক্ষিণঃ গজাঃ) ব্যাঘ্রাদয়ঃ সখড়্গাঃ (খড়্গাঃ মৃগবিশেষাঃ গণ্ডার ইতি প্রসিদ্ধাঃ তৈঃ সহিতাঃ) ব্যালমৃগাঃ (হিংস্রাঃ মৃগাঃ) মহোরগাঃ (সর্পাঃ) চ অপি সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাঃ চমর্য্যঃ (চ) ভয়াৎ দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার গন্ধমাত্রে সিংহ, অপর গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ, গণ্ডার, মহাসর্প, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ সরভকুল এবং চমরী মৃগসমূহ ভয় বশতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হরয়ঃ সিংহাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরয়ঃ'—সিংহগণ ॥ ২১ ॥

বৃকা বরাহা মহিষর্ক্ষশল্যা
গোপুচ্ছশালাবৃকমর্কটাশ্চ।
অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়-
শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যদনুগ্রহেণ (যস্য গজেন্দ্রস্য অনুগ্রহেণ অনুজ্ঞানেন) বৃকাঃ বরাহাঃ মহিষর্ক্ষশল্যাঃ গোপুচ্ছ-শালাঃ বৃকমর্কটাঃ চ হরিণাঃ শশাদয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ (অল্পাঃ প্রাণিনঃ চ) অন্যত্র (তদ্দৃষ্টিপথং ত্যক্ত্বা) অভীতাঃ (নির্ভয়াঃ) চরন্তি (চেরুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুগ্রহে বৃক, বরাহ, মহিষ, ভল্লুক, শল্য, গোপুচ্ছ (মৃগ বিশেষ), শালাবৃক, হরিণ এবং শশক প্রভৃতি মৃগ-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহার দৃষ্টিপথ ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যদনুগ্রহেণ তু বৃকাদ্যাঃ ক্ষুদ্রা অপি চরন্তি। কিন্ত্বন্যত্র তদ্দৃষ্টিপথং ত্যক্ত্বা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদনুগ্রহেণ'—তাহার অনুগ্রহে ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য বৃক (নেকড়ে বাঘ), শূকর প্রভৃতি বিচরণ করিতেছিল। কিন্তু 'অন্যত্র' তাহার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অরণ্যের অপর প্রান্তে নির্ভয়ে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছিল ॥ ২২ ॥

স ঘর্ম্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভি-
র্বৃতো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ।
গিরিং গরিম্না পরিতঃ প্রকম্পয়ন্
নিষেব্যমাণোঽলিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥ ২৩ ॥
সরোঽনিলং পঙ্কজরেণুরূষিতং
জিঘ্রন্ বিদূরান্মদবিহ্বলেক্ষণঃ।
বৃতঃ স্বযূথেন তৃষার্দ্দিতেন তৎ-
সরোবরাভ্যাসমথাগমদ্দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) ঘর্ম্মতপ্তঃ (ঘর্ম্মেণ আতপেন তপ্তঃ) করিভিঃ (গজৈঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিশ্চ) বৃতঃ (যুক্তঃ) মদচ্যুৎ (মদস্রাবী সন্) করভৈঃ (গজপোতৈঃ) অনুদ্রুতঃ (পশ্চাদ্ধাবিতঃ চ) গরিম্না (দেহভরেণ) গিরিং (ত্রিকূটপর্ব্বতং) প্রকম্পয়ন্ মদাশনৈঃ (মদম্ অশ্নন্তীতি তথা তৈঃ তথাভূতৈঃ মদজলপানে চ্ছুভিঃ) অলিকুলৈঃ (ভ্রমরনিকরৈঃ) পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) নিষেব্যমাণঃ পঙ্কজরেণুরূষিতং (পঙ্কজরেণুভিঃ পদ্মরেণুভিঃ রূষিতং ব্যাপ্তং) সরোঽনিলং (সরসঃ সম্বন্ধিনম্ অনিলং বায়ুং) বিদূরাৎ (দূরাদেব) জিঘ্রন্ (আঘ্রানং কুর্ব্বন্) মদবিহ্বলেক্ষণঃ (মদেন বিহ্বলে চলিতে ঈক্ষণে যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) তৃষার্দ্দিতেন (তৃষা পিপাসয়া অর্দ্দিতেন পীড়িতেন) স্বযূথেন বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ভূত্বা) তৎসরোবরাভ্যাসং (তস্য সরোবরস্য অভ্যাসং সমীপং) দ্রুতং (সত্বরম্) অথ (অনন্তরমেব) অগমৎ (গতবান্) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—নিদাঘসন্তপ্ত, মদস্রাবী, হস্তী ও হস্তিনীগণবেষ্টিত, শাবকগণ কর্ত্তৃক অনুদ্রুত, মদপায়ী অলিকুল দ্বারা সেবিত, সেই গজপতি দেহভারে ত্রিকূট কম্পিত করিয়া পদ্মপরাগবাসিত সরোবর-বায়ু দূর হইতে আঘ্রাণ পূর্ব্বক তৃষ্ণার্ত্ত স্বযূথ পরিবেষ্টিত হইয়া মদ-বিহ্বল নেত্রে সেই সরঃসমীপে দ্রুত গমন করিল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নেব সরোবরে অভ্যাসো যস্য তদ্‌যথা স্যাত্তথেতি তত্রাবগাহনাদৌ নিঃশঙ্কত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সরোবরাভ্যাসম্'—সেই সরোবরেই (স্নান করা) অভ্যাস যাহার, তাহা যে প্রকারে হয় তদ্রূপ, ইহার দ্বারা সেখানে অবগাহনাদিতে নিঃশঙ্কত্ব ব্যক্ত হইল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতাম্বু নির্ম্মলং
হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতম্।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্ধৃত-
মাত্মানমদ্ভিঃ স্নপয়ন্ গতক্লমঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (সরসি) বিগ্রাহ্য (প্রবিশ্য সঃ গজেন্দ্রঃ) অদ্ভিঃ (সরোজলৈঃ) আত্মানং স্নপয়ন্ গতক্লমঃ (শ্রমরহিতঃ সন্) নির্ম্মলং (স্বচ্ছং) হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতং (হেমবৎ প্রকাশমানানাম্ অরবিন্দানাম্ উৎপলানাঞ্চ রেণুভিঃ রূষিতং ম্রক্ষিতং ব্যাপ্তং) নিজপুষ্করোদ্ধৃতং (নিজেন স্বকীয়েন পুষ্করেণ শুণ্ডাগ্রেণ উদ্ধৃতম্) অমৃতাম্বু (অমৃতম্ ইব স্বাদুজলং) নিষ্কামং (যথেষ্টং) পপৌ হি (পীতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র সেই সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্নানদ্বারা শ্রমরহিত হইয়া কাঞ্চনপদ্ম ও উৎপল-রেণুদ্বারা পূর্ণ নির্ম্মল অমৃততুল্য সুস্বাদু জল স্বীয় শুণ্ডাগ্রে উদ্ধৃত করতঃ যথেষ্ট পরিমাণে পান করিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিজেন পুষ্করেণ করাগ্রেণ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজপুষ্করোদ্ধৃতম্'—নিজ শুণ্ডাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত (অমৃততুল্য সুস্বাদু জল পান করিয়াছিল।) ॥ ২৫ ॥

স পুষ্করেণোদ্ধৃতশীকরাম্বুভি-
র্নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ যথা গৃহী।
ঘৃণী করেণুঃ করভাংশ্চ দুর্ম্মদো
নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোঽজমায়য়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা গৃহী (গৃহাদ্যাসক্তঃ পুরুষঃ সুতান্ স্নপয়ন্ কষ্টং ন গণয়তি তথা) ঘৃণী (কৃপাশীলঃ) অজমায়য়া (অজস্য ভগবতঃ মায়য়া) কৃপণঃ (তেষু করেণুকরভেষু এব অত্যাসক্তঃ সন্) দুর্ম্মদঃ সঃ (গজেন্দ্রঃ) স্বপুষ্করেণ উদ্ধৃতশীকরাম্বুভিঃ (স্বপুষ্করেণ স্বীয়শুণ্ডাগ্রেণ উদ্ধৃতৈঃ শীকরাম্বুভিঃ জলবিন্দুভিঃ) করেণুঃ (নিজস্ত্রীঃ) করভান্ চ (তৎসুতান্ চ) নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ (চ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টমাগতং অপি) ন আচষ্ট (ন আলোচিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—গৃহাসক্ত পুরুষবৎ কৃপাবান্ ঈশমায়াসক্ত সেই দুর্ম্মদ হস্তী শুণ্ডাগ্রে উদ্ধৃত জলবিন্দুদ্বারা স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানসকলকে স্নান ও পান করাইয়া অতিশয় কষ্ট হইলেও তাহা আলোচনা করিল না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—করেণুঃ স্ত্রীঃ কলভান্ সুতাংশ্চ স্নপয়ন্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করেণূঃ'—হস্তিনী ও শাবকগণকে স্নান করাইয়া (তাহাদিগকে ঐ জল পান করাইতে লাগিল।) ॥ ২৬ ॥

তং তত্র কশ্চিন্নৃপ দৈবচোদিতো
গ্রাহো বলীয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীৎ।
যদৃচ্ছয়ৈবং ব্যসনং গতো গজো
যথাবলং সোঽতিবলো বিচক্রমে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র (সরসি) দৈবচোদিতঃ (দৈবেন প্রারব্ধকর্ম্মানুগুণং প্রবৃত্তেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ প্রেরিতঃ) কশ্চিৎ বলীয়ান্ (মহাবলশালী) গ্রাহঃ (মকরঃ) তং (গজেন্দ্রং) চরণে (পাদে) রুষা (স্বনিবাসালোড়নজনিতেন ক্রোধেন) অগ্রহীৎ (জগ্রাহ) সঃ অতিবলঃ গজঃ (গজেন্দ্রঃ অপি) যদৃচ্ছয়া (দৈববশাৎ এব) এবম্ (এবম্প্রকারং) ব্যসনং (দুঃখং) গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) যথাবলং (স্ববলানুসারেণ) বিচক্রমে (তস্মাৎ আত্মানং মোচয়িতুং পরাক্রমম্ অকরোৎ)॥

অনুবাদ—হে নৃপ, সেই সরোবরে দৈবপ্রেরিত মহাবলশালী কোন কুম্ভীর ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের চরণ আক্রমণ করিল। মহাবলবান্ ঐ গজপতি দৈববশতঃ এই প্রকার বিপদে পতিত হইয়া যথাসাধ্য (আত্মমোচন জন্য) বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল ॥২৭॥

তথাতুরং যূথপতিং করেণবো
বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা।
বিচুক্রুশুর্দীনধিয়োঽপরে গজাঃ
পার্ষ্ণিগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলীয়সা (প্রভূতবলশালিনা গ্রাহেণ) তরসা (বলেন) বিকৃষ্যমাণং (আকৃষ্যমাণম্) তথা (তাদৃশং) আতুরং (দুঃখিতং) যূথপতিং (গজেন্দ্রং প্রতি) দীনধিয়ঃ (দীনা মলিনা ধীঃ বুদ্ধি যাসাং তাঃ দীনবুদ্ধয়ঃ) করেণবঃ (তৎপত্ন্যঃ) বিচুক্রুশুঃ (রুরুদুঃ)। পার্ষ্ণিগ্রহাঃ (পৃষ্ঠতঃ উপোদ্বলকাঃ) অপরে (সাহায্যকারিণঃ) গজাঃ (অপি তং গজেন্দ্রং) তারয়িতুং (তস্মাৎ গ্রাহাৎ বিমোচয়িতুং) ন চ অশকন্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রভূত বলশালী সেই কুম্ভীর কর্ত্তৃক বেগে আকৃষ্ট যূথপতিকে দেখিয়া তৎপত্নীসকল দীনচিত্তে রোদন করিতে লাগিল ও অপর সাহায্যকারী হস্তিগণও তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাহেণ বিকৃষ্যমাণং তং দীনধিয়ঃ করেণবঃ কেবলং বিচুক্রুশুরেব পার্ষ্ণিগ্রহাস্তদুদ্ধরণে সাহায্যবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকৃষ্যমাণং'—বলবান্ কুম্ভীরকর্ত্তৃক বেগভরে আকৃষ্ট গজরাজকে লক্ষ্য করিয়া দীনচিত্ত হস্তিনীগণ কেবল কাতরভাবে চীৎকারই করিতে লাগিল। 'পার্ষ্ণিগ্রহাঃ'—তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহায্যকারী অপর হস্তিগণও (তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না।) ॥ ২৮ ॥

নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়ো-
বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ।
সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে
সপ্রাণয়োশ্চিত্রমমংসতামরাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, এবম্ (এবম্প্রকারম্)

ইভেন্দ্রনক্রয়োঃ (গজেন্দ্রগ্রাহয়োঃ) নিযুধ্যতোঃ (যুদ্ধং কুর্ব্বতোঃ) মিথঃ (পরস্পরম্) অন্তরতঃ (জলাভ্যন্তরে) বহিঃ চ (জলাৎ বহিঃ) বিকর্ষতোঃ (চ সতোঃ) সপ্রাণয়োঃ (জীবতোঃ সমবলয়োঃ চ তয়োঃ) সহস্রং সমাঃ (সহস্রসংবৎসরাঃ) ব্যগমন্ (অতিক্রান্তাঃ বভূবুঃ), অমরাঃ (দেবগণাঃ অপি তৎ অবলোক্য) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যম্) অমংসত (মেনিরে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, *এই প্রকারে যুধ্যমান্* ও পরস্পরকে অন্তরে ও বাহিরে আকর্ষণকারী সপ্রাণ গজপতি ও কুম্ভীরের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণও তদবলোকনে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন ॥ ২৯ ॥

———

ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং
কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ব্যয়ঃ।
বিকৃষ্যমাণস্য জলেঽবসীদতো
বিপর্য্যয়োঽভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সহস্রসংবৎসরানন্তরং) দীর্ঘেণ (ভূয়সা প্রভূতেন) কালেন জলে বিকৃষ্যমাণস্য (অতএব) অবসীদতঃ (খিদ্যমানস্য) গজেন্দ্রস্য (আহারাভাবাৎ) মনোবলৌজসাং (মনঃ উৎসাহশক্তিঃ, বলং শরীরশক্তিঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ তেষাং) মহান্ ব্যয়ঃ (ক্ষয়ঃ) অভূৎ। (কিন্তু) জলৌকসঃ (জলবাসিনঃ গ্রাহস্য জলরূপাহারসদ্ভাবাৎ) সকলং বিপর্য্যয়ঃ (গজেন্দ্রাৎ বিপরীতং, মনোবলৌজসাং বৃদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ) অভূৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া জলে আকৃষ্ট ও অবসন্ন গর্জেন্দ্রের মানসিক, শারীরিক ও ঐন্দ্রিয় শক্তির প্রভৃত বল ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু জলনিবাসী কুম্ভীরের তৎসমুদায় বিপরীত হইল ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—জলৌকসো গ্রাহস্য বিপর্য্যয়ঃ বলাদীনাং ব্যয়স্যাভাবঃ প্রত্যুতাধিক্যমিত্যর্থঃ। সকলং সর্ব্বং যথা স্যাত্তথাভূৎ বিপর্য্যয়স্যোৎপত্তিঃ সম্পূর্ণৈব নত্বংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জলৌকসঃ'—জলনিবাসী কুম্ভীরের 'বিপর্য্যয়ঃ'—বলাদি ব্যয়ের অভাব, প্রকারান্তরে আধিক্যই হইয়াছিল। এই অর্থ। 'সকলং'—সমস্ত কিছুই যেরূপে হয়, সেরূপ হইল, অর্থাৎ বিপর্য্যয়ের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে হইয়াছিল, কিন্তু অংশে নহে, এই অর্থ। (অর্থাৎ জলবাসী কুম্ভীরের উৎসাহশক্তি, দেহবল ও ইন্দ্রিয়শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।) ॥ ৩০ ॥

———

ইত্থং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং
প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া।
অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণে চিরং
দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—দেহী (দেহধারী) সঃ গজেন্দ্রঃ ইত্থম্ (এবম্প্রকারং) যদৃচ্ছয়া (দৈববশাৎ) বিবশঃ (গ্রাহবশঃ সন্) যদা আত্মবিমোক্ষণে (তস্মাৎ গ্রাহাৎ আত্মানঃ স্বস্য বিমোক্ষণে বিমোচনে) অপারয়ন্ (অসমর্থঃ ভূত্বা) প্রাণস্য সঙ্কটং চ (মরণভয়ম্) আপ (প্রাপ, তদা) চিরং (দীর্ঘকালং কথং গ্রাহাৎ মম মুক্তিঃ স্যাদিতি) দধ্যৌ (চিন্তিতবান্) অথ (অনন্তরম্) ইমাং (বক্ষ্যমাণাং) বুদ্ধিম্ অভ্যপদ্যত (কৃতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দেহধারী সেই গজেন্দ্র দৈববশতঃ বিবশ হইয়া আপনাকে মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুভয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিল; অনন্তর এই-প্রকার বুদ্ধি স্থির করিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দধ্যৌ কিমিদং মে কর্ম্মেতি যদা পরামমর্ষ তদা ইমাং বুদ্ধিং সহসৈব প্রাপ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দধ্যৌ'—ইহা কি আমার কর্ম্ম, এরূপ যখন পর্য্যালোচনা করিল, তখন সহসাই এই বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল ॥ ৩১ ॥

———

ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ
কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-
ঽপ্যহঞ্চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) আতুরং (গ্রাহবসেন ব্যাকুলং মাম্ ইমে জ্ঞাতয়ঃ গজাঃ (এব) মোচিতুং ন প্রভবন্তি (তদা) করিণ্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) কুতঃ ? (কথং প্রভবেয়ুঃ। ন কথমপি ইত্যর্থঃ।) বিধাতুঃ (দেবস্য) পাশেন

(পাশরূপেণ) গ্রাহেণ আবৃতঃ (নিবদ্ধঃ) অহম্ অপি চ, (ন প্রভবামি, অতঃ) পরায়ণং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি অয়নং শরণম্ আশ্রয়ং) পরং (শ্রেষ্ঠং) তম্ (এব বিধাতারং) যামি (ব্রজামি)। যতঃ যৎ সঙ্কল্পাৎ অহং গ্রাহবশঃ তস্য এব শরণং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥

অনুবাদ—এই জ্ঞাতিগণ আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না, করিণীগণের কথা কি ? অতএব কুম্ভীররূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিমেবাহ ন মামিমে গজা অপি মোক্তিতুং মোক্ষয়িতুং প্রভবন্তি করিণ্যঃ কুতঃ। যতো গ্রাহরূপেণ বিধাতুঃ পাশেনাবৃতঃ তদপি পরং পরমেশ্বরং পরায়ণং পরমাশ্রয়ং শরণং যামি, অহঞ্চেতি যদ্যপ্যহং পশুত্বাদজ্ঞস্তদপীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধিই বলিতেছেন—এই হস্তিগণও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহাতে হস্তিনীগণ কিরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে ? যেহেতু গ্রাহরূপ বিধাতার পাশে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, অতএব সেই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরেরই আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। 'অহং চ'—আমিও, অর্থাৎ যদিও আমি পশু বলিয়া অজ্ঞ, তথাপি (তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি)—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

যঃ কশ্চনেশো বলিনোহন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
ন্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ কশ্চন ঈশঃ (দুর্জ্ঞেয়প্রভাবঃ ভগবান্) বলিনঃ (বলশালিনঃ) প্রচণ্ডবেগাৎ (প্রচণ্ডঃ ভয়ঙ্করঃ বেগঃ যস্য তস্মাৎ দুঃসহবেগাৎ) অভিধাবতঃ (স্বাভিমুখমাগচ্ছতঃ) অন্তকোরগাৎ (অন্তং করোতি ইতি অন্তকঃ মৃত্যুঃ সঃ এব উরগঃ মহাসর্পঃ তস্মাৎ) ভীতং (ভয়াক্রান্তং) প্রপন্নং (শরণাপন্নং জনং) ভৃশং (নিরন্তরং) পরিপাতি (রক্ষতি) যদ্ভয়াৎ (যস্য অমিতপ্রভাবস্য ভগবতঃ ভয়াৎ) মৃত্যুঃ (অপি) প্রধাবতি (তদাদিষ্টকর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে) তম্ (ঈশম্) অরণং (শরণম্) ঈমহি (ব্রজেম, প্রাপ্নুয়াম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে দুর্জ্ঞেয় প্রভাবসম্পন্ন ভগবান্,—অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান্ অন্তকরূপ মহাসর্প হইতে ভীত অথচ শরণাপন্নদিগকে রক্ষা করেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে পলায়ন করে, আমি তাঁহারই শরণাগত হই ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ যং শরণং যাসীতি তত্রাহ য ইতি। যদ্ভয়াদিত্যত্র শ্রুতিঃ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" ইতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কে, যাঁহার আশ্রয় লইতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'যদ্ভয়াৎ'—যাঁহার ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে, এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—'ভীষাস্মাৎ বাতঃ" (তৈত্তিরীয় ২।৮।১), অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, চন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥৩৩

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি।
জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীহরির গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

গজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে মনকে সমাহিত করিয়া 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামক তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যে স্তোত্র শিখিয়াছিলেন, তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। গজেন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক (গ্রাহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে কায়দ্বারা প্রণামের অসমর্থতা জানাইয়া ধ্যান দ্বারা) কহিতে লাগিলেন যে—"ভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সমস্ত চেতনসত্ত্বা প্রকটিত, তিনিই এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বের মূলীভূত কারণ, তাঁহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তথাপি তিনি পৃথক্‌স্বরূপে মায়াতীত হইয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলাপরায়ণ, তাঁহার শক্তি-পরিণত এই বিশ্ব সত্য, তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বকালেই বিরাজমান, সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়, অতিমর্ত্ত্য পুরুষ। তিনি সকলের দর্শনের অবিষয়ীভূত হইয়াও ভাগবতব্রত অর্থাৎ ভক্তগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম-নাম-রূপ-গুণ-দোষাদি পরিশূন্য ভগবান্ অনুগতজনের সংসার ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে ভক্তিসুখ-দানের নিমিত্ত স্বীয় যোগমায়া দ্বারা অপ্রাকৃত জন্মাদি-লীলা পরিগ্রহ করেন। তিনি জীবাত্মপ্রকাশক সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমাত্মা, প্রাকৃত বাক্য, মন এবং চিত্তবৃত্তির অগম্য তত্ত্ব হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগ-প্রতিলভ্য। তাঁহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের অচিন্ত্যপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, জীবাত্মার মূল অংশী, প্রধানের উদ্ভবহেতু, পূর্ণস্বরূপ ; তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ের দ্রষ্টা ও সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিই তাঁহার জ্ঞাপক, যেহেতু বিষয়ে তাঁহার সদাভাস বর্ত্তমান ; নিখিল কারণের কারণ—অতএব স্বয়ং নিষ্কারণ, পরন্তু কারণ হইয়াও মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকারহীন অদ্ভুতকারণ, পঞ্চরাত্র বেদাগমাদির একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়, অপবর্গস্বরূপ —অতএব উত্তম সাধুগণের আশ্রয়, সত্ত্বাদিগুণে আচ্ছন্নজ্ঞানরূপে থাকিয়াও গুণকার্য্যে বহির্মনস্ক, আত্মতত্ত্ব-ভাবনাদ্বারা বিধিনিষেধরূপ আগম পরিত্যাগকারিগণের মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান। তাঁহার বিশ্বরূপত্ব অজ্ঞানিগণলভ্য, ব্রহ্মরূপত্ব জ্ঞানিগণলভ্য এবং অন্তর্য্যামিরূপত্ব যোগিগণবেদ্য হইলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন অধোক্ষজ ভগবৎস্বরূপত্ব ভক্তবেদ্য। ভক্তবেদ্য সেই ভগবান্ জীবের অবিদ্যা বিনাশে সমর্থ, অশেষকল্যাণগুণৈকবারিধি, জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়াও অপরিচ্ছন্ন, মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াপর হইয়াও প্রাকৃত গুণসঙ্গশূন্য—সুতরাং দেহাদিতে আসক্তিশূন্য জীবগণেরই চিন্তনীয় বিষয়। সকাম ভক্তগণেরও তিনি সেব্য—তাহাদিগের প্রতিও অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের অকামিত সামীপ্যাদি এবং নিজ পার্ষদাদিরূপও প্রদান করেন। কিন্তু নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁহার সমীপে ঐরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন না। ভগবান্ তাঁহাকে (গজেন্দ্রকে) গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আবার গজদেহ প্রদান করুন ইহা তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় নহে, পরন্ত আত্মপ্রকাশের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-পাদাঙ্ঘ্রিলাভই তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়।" গজেন্দ্র এইরূপ স্তবদ্বারা ভগবানের দেবত্বাদি কোন প্রাকৃত বিশেষ স্বীকার না করিয়া পরতত্ত্বরূপে ভগবান্‌কে বর্ণনা করিলেন বলিয়া ব্রহ্মাদি কেহই তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গজেন্দ্রের আর্ত্তিতে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্ চক্রায়ুধধারী ও গরুড়োপরি আসীন হইয়া আকাশে গজেন্দ্রের দৃষ্টিপথারূঢ় হইলেন। গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলনদ্বারা শ্রীনারায়ণকে নমস্কার জানাইলেন। গরুড়পৃষ্ঠ হইতে ভগবান্ সহসা অবতীর্ণ হইয়া নক্রসহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হইতে

উদ্ধৃত করিলেন এবং চক্রদ্বারা নক্রের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(অনন্তরম্) এবং (সঃ ভগবান্ এব আরাধনীয় ইত্যেবং প্রকারং) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিবলেন) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়ং কৃত্বা সঃ গজেন্দ্রঃ) মনঃ হৃদি সমাধায় (বিষয়ান্তরেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য হৃদয়স্থং কৃত্বা) প্রাগ্জন্মনি (ইন্দ্রদ্যুম্নাখ্য-জন্মনি) অনুশিক্ষিতম্ (অভ্যস্তং) পরমং (শ্রেষ্ঠং) জাপ্যং (জপ্যং ভগবতঃ স্তোত্রং) জজাপ (জপতিস্ম)॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর সেই গজেন্দ্র বুদ্ধিবলে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া হৃদয়-মধ্যে মনকে সমাহিত করতঃ স্বীয় পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠ স্তোত্র জপ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে সংস্তুতো বিষ্ণুর্জলাদুদ্ধৃত্য হস্তিনং।
গ্রাহং চক্রেণ সংছিদ্য তন্তঞ্চাপাৎ কৃপাম্বুধিঃ ॥ ০ ॥
এবং ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুষ্ট করুণানিধি বিষ্ণু জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া চক্রের দ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদারণ-পূর্ব্বক তাহাদের উভয়কে রক্ষা করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'এবং ব্যবসিতঃ'—এইরূপ নিশ্চয় যাহার, সেই গজেন্দ্র (পূর্ব্বজন্মের শিক্ষিত স্তোত্র জপ করিতে লাগি-লেন।) ॥ ১ ॥

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগজেন্দ্রঃ উবাচ,—ওঁ ("ওঁ তৎ-সদিতি নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যুক্তরীত্যা ওমিতি ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশপরঃ অতঃ) তস্মৈ (এবম্বিধায়) ভগবতে (বাসুদেবায়) নমঃ। যতঃ (যস্মাৎ চিদ্রূপাৎ ভগবতঃ) এতৎ (দেহাদিকম্ অচেতনমপি) চিদাত্মকং (চেতনবৎ ভবতি যতঃ এবমতঃ আদিবীজায় (পরম-কারণায়) পরেশায় (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশায়) পুরুষায় (পূর্ষু দেহেষু কারণত্বেন প্রবিষ্টায়) অভি-ধীমহি (অভিধ্যায়েম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র কহিল,—সেই ভগবান্ বাসু-দেবকে নমস্কার। যাঁহা হইতে এই দেহাদিও চেতনবৎ হইয়াছে, অতএব আদি বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর এবং দেহপুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট পরমপুরুষকে আমি ধ্যান করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নমস্কুর্ম্মঃ ধীমহি ধ্যায়ামশ্চ যতো যস্মাৎ নমস্কৃতাৎ ধ্যাতাচ্চ এতন্মায়াত্মকমপি জগৎ স্থূলসূক্ষ্ম-দেহময়ং চিদাত্মকং ভবতি, পুরুষায় পুরুষাকারায় আদিবীজায় পুরুষাকারত্বেনৈবাদি-কারণায়, অতঃ পরেশায় পরমেশ্বরায় ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নমঃ ধীমহি'—নমস্কার ও ধ্যান করি, 'যতঃ'—যে নমস্কার ও ধ্যানহেতু 'এতৎ'—মায়াত্মক হইলেও এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহময় জগৎ চিদাত্মক হয়, অর্থাৎ অচেতন এই বিশ্বও সচেতন হয়। কিরূপ তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—'পুরুষায়' (দেহাদি পুরীমধ্যে কারণরূপে প্রবিষ্ট), পুরুষ এই আকারবিশিষ্ট, 'আদিবীজায়'—পুরুষা-কাররূপেই যিনি আদি কারণ, অতএব তিনি স্বতন্ত্র পরমেশ্বর (সেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে প্রণাম ও ধ্যান করি।) ॥ ২ ॥

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (অধিষ্ঠানে) ইদং (চিদচিদাত্মকং জগৎ প্রলীনং ভবতি) যতঃ (উপাদানাৎ) চ ইদং (স্থূলং জগৎ জাতং ভবতি) যেন (কর্ত্রা) ইদং (সৃষ্টং জগৎ রক্ষিতং ভবতি) যঃ স্বয়ম্ (এব) ইদং (বিশ্বং ভবতি) যঃ অস্মাৎ (কার্য্যাৎ) পরস্মাৎ চ (কারণাৎ চ) পরঃ (বিলক্ষণঃ ভবতি) তং স্বয়ম্ভুবং (স্বতঃ সিদ্ধং ভগবন্তং অহং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যে উপা-দানে উদ্ভূত, যৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও যিনি স্বয়ংই এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, আমি সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে আশ্রয় করি ॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্য জগদুপাদানাদি কারণ-কলাপত্বঞ্চাহ যস্মিন্ ইদং জগৎ গৃহে ঘটাদিকমিব

যতশ্চ কুম্ভকারাদিব যেন চক্রদণ্ডাদিনেব যঃ মৃৎপিণ্ড ইব এবং যোঽস্য বিশ্বস্য স্বয়মেব সর্ব্বাণি কারণানি ভবতীত্যর্থঃ। ইদমিত্যস্য পুনঃ পুনরুক্তিস্তদন্বয়-নির্দ্ধারণার্থা। যস্তু অস্মাৎ বিশ্বস্মাৎ পরস্মাৎ বিশ্বকারণকলাপাচ্চ পরস্তং স্বয়ম্ভুবং কৃষ্ণরামাদিরূপেণ যঃ স্বয়মেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বরের জগদুপাদানাদি কার্য্যসমূহ বলিতেছেন—'যস্মিন্ ইদং'—গৃহে অবস্থিত ঘটাদির ন্যায় যাহাতে, অর্থাৎ যে আধারে এই জগৎ অবস্থিত। যতঃ—যে কুম্ভকারাদি নিমিত্তের ন্যায়, 'যঃ'—যে মৃৎপিণ্ডের ন্যায়, এইরূপে যিনি এই বিশ্বের স্বয়ংই সমস্ত কারণ (অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই আধার প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ)। ইদং শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ তাঁহারই সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত। অথচ যিনি এই কার্য্যপ্রপঞ্চ এবং বিশ্বকারণকলাপ হইতে ভিন্ন, সেই 'স্বয়ম্ভুবং'—সেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বকে, অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণাদিরূপে যিনি নিজেই প্রকটিত হন (তাঁহাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।

যত ইতি স্রষ্টৃত্বম্; যেনেতি প্রবর্ত্তকত্বম্; য ইতি সত্তাপ্রদত্বম্; ন সন্তি যদ্রূপে ক্ষয়েত্যুক্তত্বাৎ।

উৎপন্নস্যাপি যৎ সত্তা হরেস্তৎ স ইতীর্য্যতে।

হরের্বিশ্বং ভিন্নমপি পরমোঽসৌ যতো বিভুঃ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩ ॥

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং
ক্বচিদ্বিভাতং ক্ব চ তৎ তিরোহিতম্।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে
স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যদৃচ্ছয়া) স্বাত্মনি (স্বস্মিন্নেব) নিজমায়য়া অর্পিতম্ ইদং (জগৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ কল্পাদৌ) বিভাতং (দেবমনুষ্যাদিনামরূপেণ অভিব্যক্তং) (পুনঃ) ক্ব চ (প্রলয়ে) তিরোহিতং (লীনং) তৎ উভয়ং (কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ চ) অবিদ্ধদৃক্ (অলুপ্তদৃষ্টিঃ) আত্মমূলঃ (আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ অতএব) সাক্ষী (সন্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) সঃ পরাৎপরঃ (পরাৎ প্রকাশকাৎ চক্ষুরাদেঃ অপি পরঃ প্রকাশকঃ ভগবান্) মাম্ অবতু (রক্ষতু) ॥৪॥

অনুবাদ—যাঁহার স্বকীয় মায়ায় আপনাতে অর্পিত এই বিশ্ব কোন সময় প্রাদুর্ভূত হয়, কোন সময় বা তিরোহিত হয়, কার্য্য ও কারণ এই উভয় অবস্থাকেই স্বপ্রকাশ যিনি সাক্ষিরূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই পরাৎপর প্রকাশকের প্রকাশক আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চেদং কার্য্যকারণাত্মকং জগদপ্যনাদিতঃ সত্যমেবাস্তীতি বদন্ স্বপরপ্রকাশকত্বমাহ য ইতি। *নিজমায়য়া যদিচ্ছাবশাৎ সৃষ্ট্বা সৃষ্ট্বা অর্পিতং* আত্মন্যেব কদাচিৎ কল্পাদৌ বিভাতং ক্বচ কদাচিৎ কল্পান্তে তিরোহিতং অবিদ্ধ-দৃক্ অলুপ্ত-দৃষ্টিরেব সাক্ষী সন্নীক্ষতে। উভয়ং বিভাতং তিরোহিতঞ্চ, আত্মমূলঃ আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ, পরাৎ প্রকাশকত্বাদপি পরঃ। 'চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি' শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বও অনাদি কাল হইতে সত্যরূপেই অবস্থিত, ইহা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্ব-পর-প্রকাশকত্ব বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'নিজমায়য়া'—নিজমায়া কর্ত্তৃক অর্থাৎ যাঁহার ইচ্ছাবশতঃ নিজের মধ্যে আরোপিত, অথচ সৃষ্টিকালে 'বিভাতং'—অভিব্যক্ত এবং প্রলয়কালে অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত এই বিশ্বকে, 'অবিদ্ধদৃক্'—যাঁহার দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, অলুপ্তদৃষ্টিতে অর্থাৎ সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। 'উভয়ং'—উভয় বলিতে অভিব্যক্তি ও তিরোধান, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা উভয়ই দর্শন করেন। 'আত্মমূলঃ'—নিজেই যাহার মূল, তিনি স্বপ্রকাশ, 'পরাৎপরঃ'—চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রকাশক পদার্থসমূহেরও যিনি প্রকাশক। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'চক্ষুরও চক্ষুঃ, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু চ সর্ব্বহেতুষু।
তমস্তদাসীদ্গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) কালেন (দ্বিপরার্দ্ধাবসানরূপেণ কালেন) সর্ব্বহেতুষু (পৃথিব্যাদিতত্ত্বেষু) লোকেষু (তৎ-কার্য্যেষু) পালেষু চ (তৎপালকেষু ব্রহ্মাদিষু চ) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেণ) পঞ্চত্বং (লয়ম্) ইতেষু (প্রাপ্তেষু সৎসু) তদা। গহনম্ (অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দুরবগাহং) গভীরম্ (অনন্তং পরিচ্ছেত্তুম্ অশক্যং) তমঃ আসীৎ (আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতিশ্রুতেঃ)। তস্য (এবম্ভূতস্য তমসঃ), পারে যঃ (প্রকাশস্বরূপঃ) বিভুঃ অভিবিরাজতে (আসীৎ, তমহং শরণং প্রপদ্যে) ॥৫॥

অনুবাদ—কালবশতঃ সকল কারণ, লোক এবং লোকপাল সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে দুরবগাহ গভীর তমোমাত্র বর্ত্তমান ছিল; যে বিভু এবম্ভূত তমোরাশির পারে বিরাজমান ছিলেন, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বকালবিরাজমানত্বমাহ কালেনেতি। তমঃ প্রলয়কালোদ্ভূতং তস্য পার ইতি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি' শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার সর্ব্বকালে বিরাজ-মানত্ব বলিতেছেন—'কালেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ কাল-প্রভাবে এই লোকসমূহ, লোকপালগণ এবং কারণ-বস্তুসমুদয় লয়প্রাপ্ত হইলে যে দুর্ভেদ্য অনন্ত অন্ধ-কাররাশি বিদ্যমান থাকে, সেই অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভুরূপে বিরাজ করেন। 'তমঃ'—তম বলিতে প্রলয়কালে উদ্ভূত অন্ধকাররাশি, তাহার পরপারে যিনি অবস্থিত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮), অর্থাৎ অজ্ঞানের অতীত, সূর্য্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরম পদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই ॥ ৫ ॥

———

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
র্জন্তু পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা আকৃতিভিঃ (বেশভূষাদিভিঃ) বিচেষ্টতঃ (তত্তদাকারেণ চেষ্টমানস্য) নটস্য (স্বরূপং ন কঃ অপি জনঃ জানাতি তথা) দেবাঃ ঋষয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) পদং (স্বরূপং) ন বিদুঃ (জানন্তি, অতঃ মাদৃশঃ) জন্তুঃ (অজ্ঞানাভিভূতঃ পশুঃ তৎপদং) গন্তুং (জ্ঞাতুং যথাবদ্বোদ্ধুম্) ঈরিতুং (বক্তুং চ) কঃ পুনঃ অর্হতি ? (ন কোঽপি ইত্যর্থঃ। অতঃ) সঃ দুরত্যয়ানুক্রমণঃ (দুরত্যয়ং দুর্গমম্ অনুক্রমণং চরিতং কথনং বা যস্য সঃ দুরববোধস্বরূপঃ হরিঃ) মা (মাম্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বেশভূষা দ্বারা বিবিধ চেষ্টাবান্ নটের ন্যায় ক্রিয়াশীল যে ভগবানের স্বরূপ দেব ও ঋষিগণ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, সুতরাং মাদৃশ অর্ব্বাচীন তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা বলিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে ? অতএব সেই দুর্জ্ঞেয়চরিত হরি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ ন যস্যেতি। পদং স্বরূপং জন্তুরর্ব্বাচীনঃ তত্ত্বানভিজ্ঞঃ গন্তুং জ্ঞাতুং ঈরিতুং বক্তুং বা। যথা নটস্য গীতপদার্থানাং চন্দ্রকমলাদীনাং আকৃতিভিরভিনীয়মানাভির্বিবিধং চেষ্টমানস্য স্বরূপং ভ্রূনেত্রপাণ্যঙ্গুল্যাদিচেষ্টয়া কিমাকৃতিময়ং দর্শয়তীতি যথা নাট্যতত্ত্বানভিজ্ঞঃ জ্ঞাতুং বক্তুং চ নার্হতি তথা। দুরত্যয়ানুক্রমণঃ দুর্জ্ঞেয়-চরিত্রঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলের দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন —'ন যস্য পদং' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ দেবতা এবং ঋষিগণও জানিতে পারেন না, সুতরাং 'জন্তুঃ' —অর্ব্বাচীন তত্ত্বানভিজ্ঞ মনুষ্যাদি কেহই জানিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। 'আকৃতিভিঃ বিচেষ্টতঃ নটস্য'—নটের গীতপদার্থের চন্দ্র-কমলাদির আকৃ-তির দ্বারা অভিনীয়মান, অর্থাৎ বিবিধ চেষ্টমান বস্তুর স্বরূপ ভ্রূ, নেত্র, পাণি ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চা-লনের দ্বারা কি আকৃতি এই নট দেখাইতেছেন, তাহা যেমন নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে বা বর্ণনা করিতে পারে না, তদ্রূপ নানা আকারে লীলা-কারী ভগবানের স্বরূপ কেহই বুঝিতে বা বলিতে পারে না। কারণ তিনি 'দুরত্যয়ানুক্রমণঃ', অর্থাৎ তাঁহার চরিত্র দুর্জ্ঞেয় ॥ ৬ ॥

———

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে
ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতাত্মভূতাঃ (ভূতেষু উচ্চাবচেষু আত্মভূতাঃ আত্মতুল্যতাং প্রাপ্তাঃ) সুহৃদঃ (আত্মসমদর্শিনঃ) সুসাধবঃ মুনয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) সুমঙ্গলং (নিত্যসুখস্বরূপং) পদং দিদৃক্ষবঃ (সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছবঃ) বিমুক্তসঙ্গাঃ (বিমুক্তঃ সঙ্গঃ শব্দাদিবিষয়েষু আসক্তিঃ যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) বনে (অরণ্যে) অব্রণম্ (অচ্ছিদ্রম্) আলোকব্রতম্ (ইতরজনৈঃ কর্ত্তুমশক্যং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদিকং) চরন্তি (আচরন্তি) সঃ (তাদৃশঃ ভগবান্) মে (মম) গতিঃ (আশ্রয়ঃ ভবতু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুসাধু, ত্যক্তসঙ্গ, সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী, সুহৃদ, মুনিগণ যাঁহার সুমঙ্গল পদদর্শন করিবার বাসনায় অরণ্যে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, সেই ভগবান্ আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাত্ম্যেবাদৃশ্যত্বেঽপি ভাগবতব্রতদৃশ্যত্বমাহ পদং চরণকমলং বিমুক্তসঙ্গাস্ত্যক্তসঙ্গা মুক্তেভ্যোঽপি বিশিষ্টা যে ভক্তা তৎসঙ্গিনশ্চ অলোকব্রতং লোকা বর্ণাশ্রমাচারবন্তস্তদতীতং ভাগবতং ব্রতমিত্যর্থঃ। অতএবাব্রণং ভ্রংশশঙ্কারহিতং। 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহেত্যাদেঃ' ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব প্রকারে অদৃশ্য হইলেও ভাগবতধর্ম্মের আচরণপরায়ণ ভক্তগণের দৃশ্যত্ব বলিতেছেন—'দিদৃক্ষবঃ', যাঁহার সুমঙ্গল শ্রীচরণকমলের দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'বিমুক্ত-সঙ্গাঃ' —বিষয়পরিজনাদির সঙ্গবিমুক্ত মুনিগণ এবং মুক্তগণ হইতেও বিশিষ্ট সাধুসঙ্গী ভক্তগণ, 'অলোকব্রতং' —লোক বলিতে বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত, তাহা হইতে অতীত ভাগবত ব্রতের আচরণ করেন। অতএব উহা 'অব্রণং'—ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কাহীন। যেমন শ্রীএকাদশে নবযোগীন্দ্র সংবাদে উক্ত হইয়াছে— "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ" (১১।২। ৩৫), অর্থাৎ চক্ষু নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও এই ভাগবতধর্ম্মে স্খলন বা পতন নাই। এখানে নিমীলন অর্থ অজ্ঞান ॥ ৭ ॥

———

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥ ৮ ॥
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য চ (ভগবতঃ) জন্ম কর্ম্ম বা ন বিদ্যতে (নাস্তি), নামরূপে (চ যস্য) ন (বিদ্যতে) গুণদোষঃ এব বা (ন বিদ্যতে) তথা অপি যঃ (ভগবান্) লোকাপ্যয়সম্ভবায় (লোকানাম্ অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ, সম্ভবঃ সাধূনাং পরিত্রাণে জন্ম তয়োঃ দ্বন্দ্বৈক্যং তদর্থং) তানি (জন্মাদীনি) স্বমায়য়া (আত্মমায়য়া) অনুকালং (নিরন্তরম্) ঋচ্ছতি (স্বীকরোতি) তস্মৈ অনন্তশক্তয়ে পরেশায় ব্রহ্মণে নমঃ। আশ্চর্য্যকর্ম্মণে (আশ্চর্য্যাণি কর্ম্মাণি যস্য তস্মৈ) অরূপায় (রূপরহিতায়) উরুরূপায় (বহুরূপায় চ তস্মৈ ভগবতে) নমঃ (অস্তু) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার জন্ম কর্ম্ম, নাম রূপ ও গুণ-দোষ নাই, তথাপি যিনি লোকসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা নিরন্তর ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তশক্তি, রূপরহিত ও বহুরূপী এবং অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশীল সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতজন্মকর্ম্মাদ্যভাবেঽপি প্রাকৃতজন্ম কর্ম্মাদিমত্ত্বমাহ নেতি। গুণদোষমিতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ গুণদোষ এবেতি পাঠে সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীতি ইতরেতরযোগেঽপ্যেকত্বং 'উকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুত' ইতিবৎ। তদপি লোকানামপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ সম্ভবঃ সৃষ্টিস্তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তদর্থং স্বমায়য়া মায়িকতমো-রজো-গুণাভ্যাং তানি রুদ্ররূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চ জন্মকর্ম্মাদীনি অনুকালং প্রতিপ্রলয়সৃষ্টিসময়ে ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অত্র লোকস্থিত্যর্থং বিষ্ণুজন্মাদীনি ন নির্দ্দিষ্টানি তেষাং মায়িকত্বাভাবাৎ। অমায়িকজন্মকর্ম্মাদীনি তু নানেন নিষিদ্ধ্যন্তে। তানি দেবক্যাদিজন্ম গোবর্দ্ধনধারণাদিকর্ম্ম কৃষ্ণরামাদি নামরূপাণি স্বরূপভূতান্যেব ন নিষেদ্ধুং শক্যন্তে শ্রুত্যাপি। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" "অশব্দমস্পর্শমরূপব্যয়মিত্যাদৌ" মায়িকং নিষিদ্ধ্য "স সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্ব-

গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বকামঃ" ইত্যমায়িকং কর্ম্মাদি বিধীয়তে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত' ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ। 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হীতি'। তথা 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি' পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ। 'যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হেয়ত্বমুচ্যতে' ইতি। হেয়সংযুক্তৈর্হেয়ত্বযুক্তৈরিত্যর্থঃ। প্রাকৃতা গুণা হি হেয়া ভবন্তি যত ইতি ভাবঃ। নাম্নশ্চিন্ময়ত্বং শ্রুতিরাহ। যথা "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিৎ বিবিক্তন। মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সদিতি" অস্যা অয়মর্থঃ। হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদেব জানন্তো বয়ং ন তু সম্যক্ উচ্চারণমাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণেত্যর্থঃ। তথাপি বিবিক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং শোভনাং ত্বদ্বিষয়াং বুদ্ধিং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব নাম ওঁ প্রণবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অরূপায় প্রাকৃতরূপরহিতায়, উরুরূপায় অপ্রাকৃত-চিদ্ঘন-রামকৃষ্ণাদিবহুরূপায় ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদির অভাবেও প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদি-যুক্তত্ব বলিতেছেন—'ন বিদ্যতে যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাঁহার প্রাকৃত জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ, দোষ বা গুণ কিছুই না থাকিলেও যিনি লোকসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়সাধনের জন্য নিজ মায়ার দ্বারা জন্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি)। 'গুণ-দোষম্'—ইহা সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস, 'গুণ-দোষ এব'—এইরূপ পাঠে, সমস্ত দ্বন্দ্ব সমাস বিকল্পে একবচন হয়, এই নিয়মে একবচন হইয়াছে। ইতরেতরযোগেও একবচন হয়, যেমন —'উকালোঽজ্‌হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ' ইত্যাদি। তাহা হইলেও লোকসমূহের 'অপয়' বলিতে প্রলয় এবং সম্ভব অর্থাৎ সৃষ্টি, তাহাদের দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে, তাহার (প্রলয় ও সৃষ্টির) জন্য, 'স্বমায়য়া' —নিজমায়াশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ মায়িক তমঃ ও রজোগুণের দ্বারা রুদ্ররূপে (প্রলয়) এবং ব্রহ্মার রূপে জন্ম কর্ম্মাদি, 'অনুকালং'—প্রতি প্রলয় ও সৃষ্টির সময়ে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই স্থলে লোকসমুদয়ের স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুর জন্মাদি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যেহেতু বিষ্ণুর জন্মাদি মায়িক নহে। ইহার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদি নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব দেবকী প্রভৃতিতে জন্ম, গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্ম, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি নাম এবং রূপসমূহ ভগবানের স্বরূপভূতই, উহা নিষেধ করা সম্ভবপর নহে।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯), অর্থাৎ যিনি কলারহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্ব্বিকার), অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত, অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সেতু (উপায়), এবং দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, সেই দেবতার আমি শরণ লইতেছি। আরও, 'অশব্দমস্পর্শমরূপম্" (কঠ ১।৩।১৫), অর্থাৎ যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণ-বর্জ্জিত, যিনি নিত্য অব্যয়, যিনি আদিহীন, অন্তহীন, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, ইত্যাদির দ্বারা মায়িক জন্মকর্ম্মাদির নিষেধ করিয়া, তিনি 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বকাম' (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪) ইত্যাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মাদির বিধান করা হইয়াছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'হে মুনে! গুণ ও দোষ পরিহার করিয়া' ইহা বলিয়া পুনরায় বলিলেন—'তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক।' তথা 'জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য' অর্থাৎ হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃসমূহ ভগবৎ-শব্দ বাচ্য। পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—'শাস্ত্রসকলে নির্গুণ বলিয়া যে জগদীশ্বরকে বলা হইয়াছে, উহাতে প্রাকৃত হেয়সংযুক্ত গুণের হেয়ত্বই উক্ত হইয়াছে। হেয়সংযুক্ত বলিতে হেয়ত্বযুক্ত—এই অর্থ। ভগবানের শ্রীনামের চিন্ময়ত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিৎ বিবিক্তন" ইত্যাদি, ইহার অর্থ—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব 'মহঃ', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সেইজন্য এই শ্রীনামের অত্যল্পমাত্রই আমরা জানি, কিন্তু সম্যক্‌প্রকারে উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিরূপে নহে, এই অর্থ। তথাপি 'বিবিক্তন'—কেবল তাহার অভ্যাসমাত্র করিয়াই 'সুমতিং'—ত্বদ্বিষয়িণী শোভনা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যেহেতু তোমার ঐ নামই

'ওঁ', প্রণব মন্ত্র এবং 'সৎ' স্বতঃসিদ্ধ। 'অরূপায়'—বলিতে প্রাকৃত রূপরহিত, 'উরুরূপায়'—অপ্রাকৃত চিদ্ঘন রাম, কৃষ্ণাদি বহুরূপে বিরাজমান (তোমাকে প্রণাম করি।) ॥ ৮-৯ ॥

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মপ্রদীপায় (প্রকাশান্তরস্য অবিষয়ায়) সাক্ষিণে (প্রকাশকায়) পরমাত্মনে (জীবনিয়ন্ত্রে) নমঃ। গিরাং (বাক্যানাং) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) চেতসাম্ অপি (চিত্তবৃত্তীনাং চ) বিদূরায় (অপ্রাপ্যায়) নমঃ ॥১০

অনুবাদ—আত্মপ্রকাশক জীবনিয়ন্তা, পরমাত্মা তাঁহাকে নমস্কার। বাক্যমন এবং চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাত্মবাঙ্মনস্তদ্বৃত্তিভিরগম্যত্বমাহ আত্মপ্রদীপায় জীবাত্মপ্রকাশকায় প্রকাশকস্য তত্ত্বং প্রকাশ্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। "সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" ইতি হংসগুহ্যোক্তেঃ। বিদূরায় অগম্যায়, চেতসাং চিত্তবৃত্তীনাম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মার বাক্য ও মনোবৃত্তির অগম্যত্ব বলিতেছেন—'আত্ম-প্রদীপায়', যিনি জীবাত্মার প্রকাশক, অর্থাৎ প্রকাশকের তত্ত্ব প্রকাশ্য জানিতে পারে না, এই ভাব। হংসগুহ্য স্তবে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং পুমান্ বেদ" (৬।৪।২৫), অর্থাৎ জীব দেহাদি দেবতাবর্গ এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদি গুণসমূহ জানিতে পারিলেও সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্কে জানিতে পারে না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি। 'বিদূরায়'—অগম্য, 'চেতসাং'—চিত্তবৃত্তিসকলের (অর্থাৎ তিনি জীবগণের নিয়ন্তা বলিয়া জীবের বাক্য, মনঃ ও চিত্তবৃত্তিসমূহের অগোচর, তাঁহাকে প্রণাম করি।) ॥ ১০ ॥

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্ম্যেণ বিপশ্চিতা।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণসুখসংবিদে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমপি) বিপশ্চিতা (নিপুণেন জ্ঞানিনা) নৈষ্কর্ম্ম্যেণ (সন্ন্যাসেন) সত্ত্বেন (বিশুদ্ধেন সত্ত্বগুণেন) প্রতিলভ্যায় (প্রত্যক্ষেণ প্রাপ্যায়) নির্ব্বাণ-সুখসংবিদে (মোক্ষানন্দ অনুভূতয়ে) কৈবল্যনাথায় নমঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তিনি দিব্যসূরিগণকর্ত্তৃক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগে প্রাপ্য হইয়া থাকেন, সেই শুদ্ধপ্রেমনাথ নির্ব্বাণসুখদাতাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কথং তর্হি স গম্যো ভবতীত্যত আহ। সত্ত্বেন সন্ সাধুঃ সতো ভাবঃ সত্ত্বং বৈষ্ণবত্বং তেন প্রতিলভ্যায়। বচন-প্রতিবচনবল্লাভ-প্রতিলাভোহয়ং ভক্তভগবতো র্জ্ঞেয়ঃ। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো-পাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্য-মিতি" গোপলতাপনীশ্রুতেঃ। সত্ত্বেন যৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং তেন বিপশ্চিতা প্রতিলভ্যায় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কিপ্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়? তাহাতে বলিতেছেন—'সত্ত্বেন', সৎ বলিতে সাধু, তাহার ভাব 'সত্ত্ব' অর্থাৎ বৈষ্ণবত্ব, তাহার দ্বারা। 'প্রতিলভ্যায়'—প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্য, বচন ও প্রতিবচন শব্দের ন্যায় লাভ ও প্রতিলাভ, ইহা ভক্ত ও ভগবানের বিষয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে লাভ করেন। 'নৈষ্কর্ম্ম্যেণ'—নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে ভক্তিযোগ, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানের ভজনই (সেবাই) ভক্তি, তাহা ইহলোক ও পরলোকের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া তাঁহাতেই (শ্রীভগবানেই) যে মনঃকল্পনা (মনের একাগ্রতা), উহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। 'সত্ত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যেণ'—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা বিবেকী ভক্তগণ যাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন (তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।) ॥ ১১ ॥

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে।
নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শান্তায় (সাধূনাং প্রসন্নায়) ঘোরায় (খলানাম্ উগ্রায়) মূঢ়ায় (সংসারিণাং প্রচ্ছন্নায়) গুণধর্ম্মিণে (সত্ত্বাদিগুণানাম্ আশ্রয়ায়) নমঃ। নির্ব্বিশেষায় (হেয়গুণরহিতায়) সাম্যায় (ভক্তেষু বৈষম্যরহিতায়) জ্ঞানঘনায় চ (জাড্যরহিতায় সদৈব স্বানন্দতুণ্টায় চ) নমঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি (সাধুদিগের প্রতি) শান্ত, (খলের প্রতি) উগ্র, (সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে) প্রচ্ছন্ন, সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয়, হেয়গুণশূন্য, বৈষম্য-রহিত ও জ্ঞানঘন ; তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানিলভ্য-বিশ্বরূপত্বমাহ নম ইতি। শান্তায় সাত্ত্বিকলোকরূপায়। তত্রাপি জ্ঞানিবেদ্য-ব্রহ্মরূপত্বমাহ নির্ব্বিশেষায়েতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানহীন জনের প্রাপ্য বিশ্বরূপত্ব বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'শান্তায়'—শান্ত বলিতে সাত্ত্বিক লোকের ন্যায় যিনি আচরণ করেন (অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন, অথচ খলের প্রতি তিনি উগ্র)। তন্মধ্যেও জ্ঞানিজনের বেদ্য ব্রহ্মরূপত্ব বলিতেছেন—'নির্ব্বিশেষ' বলিতে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রজ্ঞায় (ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ তস্মৈ অন্তর্য্যামিনে) সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বভূতাধিপতয়ে) সাক্ষিণে (সর্ব্বদ্রষ্ট্রে) তুভ্যং নমঃ। মূল প্রকৃতয়ে (মূলস্য প্রধানস্যাপি প্রকৃতয়ে উদ্ভবহেতবে সর্ব্বোপাদানভূতায় ইত্যর্থঃ) আত্মমূলায় (আত্মনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং মূলায় স্বয়ং কারণান্তররহিতায়) পুরুষায় (পূর্ব্বমেব সতে অথবা পূর্ণায়) নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্তর্য্যামী সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি। প্রধানের উদ্ভব হেতু এবং ক্ষেত্রজ্ঞগণের মূল পূর্ণ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিবেদ্যান্তর্য্যামিরূপত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি চতুর্ভিঃ। ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী তস্মৈ, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীতি' গীতোক্তেঃ। আত্মনাং জীবানাং মূলায়াংশিনে। প্রকৃতেরপি মূলং মূলপ্রকৃতিস্তস্মৈ। রাজদন্তাদিত্বাৎ পর-নিপাতঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগিগণের বেদ্য অন্তর্য্যামিত্ব বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞায়' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় তত্ত্বতঃ যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" (১৩৷৩), অর্থাৎ আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও জানিবে। 'আত্ম-মূলায়'—এখানে আত্মা বলিতে জীব, তাহাদের মূল অর্থাৎ অংশী। 'মূলপ্রকৃতয়ে'—প্রকৃতিরও যিনি মূল, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তিরও যিনি হেতু, তাঁহাকে। এখানে 'রাজদন্ত' (দন্তানাং রাজা) প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সমাসে পূর্ব্বপদের পরনিপাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যে গুণাঃ শব্দাদিবিষয়াঃ তেষাং দ্রষ্ট্রে) সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে (সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ হেতবঃ জ্ঞাপকাঃ যস্য তস্মৈ সংশয়বিপর্য্যয়াদিসর্ব্বধর্ম্ম-প্রত্যয়হেতবে) অসতা ছায়য়া (অসতা অহঙ্কারপ্রপঞ্চেন ছায়য়া অসদ্রূপয়া) উক্তায় (প্রতিবিম্বেন বিম্বমিব সূচিতায়) সদাভাসায় (সদ্রূপঃ বিষয়েষু আভাসঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সকল বিষয়ের দ্রষ্টা এবং সর্ব্বপ্রত্যয়-জ্ঞাপক অসন্মায়াসূচিত সদাভাস আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণা বিষয়াশ্চ তেষাং দ্রষ্ট্রে। সর্ব্বপ্রত্যয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ো হেতবো জ্ঞাপকা যস্য তস্মৈ, 'গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবানি'ত্যুক্তেঃ। অসতা অসর্ব্বকালস্থায়িনা ছায়য়া 'ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গেতি' ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ চ ছায়াতুল্যমায়াকার্য্যেণ বিশ্বেন উক্তায় জ্ঞাপিতায় কার্য্যেণ কারণানুমানাদিতি ভাবঃ। কুম্ভকারশক্ত্যা জনিতেন ঘটেন যথা কুম্ভকারোঽনুমীয়তে, তদ্বদিত্যর্থঃ। অসত্যচ্ছায়য়াক্তায়েতি পাঠে অসতি অসাধৌ জনে অচ্ছায়য়া অক্তায় স্বচরণচ্ছায়ামদাত্রে ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অচ্ছায়া জ্বালা তদ্যুক্তায়। 'ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপ' ইত্যমরঃ। যদ্বা। অচ্ছায়া অকান্তিরস্ফূর্ত্তিরিতি যাবত্তদ্যুক্তায় সৎসু সাধুষু আভাসঃ স্ফূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণদ্রষ্ট্রে'—সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাহার গুণ শব্দাদি বিষয়সমূহের যিনি দ্রষ্টা। 'সর্ব্বপ্রত্যয়-হেতবে'—সর্ব্বপ্রত্যয় বলিতে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ আপনার জ্ঞাপক (অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রকাশ হইতে পারে না. এই যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহাদের অধিষ্ঠাতা ও প্রকাশকরূপে সর্ব্বলোকের অগোচর আপনার সত্তা জ্ঞাপন করে)। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—"গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্" (১০।২। ৩৫), অর্থাৎ দেবগণ বলিলেন—হে বিধাতঃ! যদি আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় এই শ্রীবিগ্রহ প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদনিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি বুদ্ধ্যাদি গুণের সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা, ইহাই কেবল অনুমিত হয়, (কিন্তু আপনার স্বরূপ কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়)। 'অসতাচ্ছায়য়োক্তায়'—অসৎ বলিতে অসর্ব্বকালস্থায়ী যে ছায়া, অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় মায়ায় কার্য্য বিশ্বের দ্বারা যিনি উক্ত অর্থাৎ জ্ঞাপিত হন, তাঁহাকে, যেহেতু কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয়—এই ভাব। যেরূপ কুম্ভকারের শক্তিতে উৎপন্ন ঘটের দ্বারা কুম্ভকারের অনুমান করা হয়, তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—"ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা" (৪৪ শ্লোক), অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনকারিণী একমাত্র শক্তি শ্রী-দুর্গা ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভুবনসকলকে ধারণ করেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। 'অসত্যচ্ছায়য়াক্তায়'—এইরূপ পাঠে, অসাধু জনে অচ্ছায়ার দ্বারা যিনি অক্ত বলিতে সংসক্ত, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি স্বচরণের ছায়া যিনি প্রদান করেন না, তাঁহাকে, এই অর্থ। কিম্বা—'অচ্ছায়া' বলিতে জ্বালা, তদ্‌যুক্ত। অমর কোষে উক্ত আছে—'ছায়া শব্দে সূর্য্যের প্রিয়া, কান্তি, প্রতিবিম্ব, অনা-তপ'। অথবা—'আচ্ছায়া' বলিতে অকান্তি অর্থাৎ অস্ফূর্ত্তি, তদ্‌যুক্ত, অসজ্জনে তাঁহার স্ফূর্ত্তি হয় না। 'সদাভাসায়'—সাধুজনে যাঁহার আভাস বলিতে স্ফূর্ত্তি, তাঁহাকে (আমি প্রণাম করি।)॥ ১৪॥

———

নমো নমস্তেঽখিলকারণায়
নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।
সর্ব্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়
নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—অখিলকারণায় (সর্ব্বকারণরূপায় অত-এব) নিষ্কারণায় (কারণরহিতায়) অদ্ভুতকারণায় (মৃদাদিকারণং যথা বিকারং ভজতে তথা ন ইতি বিচিত্রকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ। সর্ব্বা-গমাম্নায়মহার্ণবায় (সর্ব্বে আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আম্নায়াশ্চ বেদাঃ তেষাং মহার্ণবায় স্রোতসামিব পর্য্যবসানস্থানায়) অপবর্গায় (মোক্ষরূপায়) পরায়-ণায় (উত্তমানাম্ আশ্রয়ায়) নমঃ॥ ১৫॥

অনুবাদ—সর্ব্বকারণ, স্বয়ং নিষ্কারণ ও অদ্ভুত কারণ, আপনাকে নমস্কার। পঞ্চরাত্রাদি আগম ও বেদসমূহের আশ্রয় এবং মোক্ষরূপী ও সাধুগণের শরণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—অদ্ভুতকারণায় উপাদানকারণত্বেঽপি অদ্ভুতত্বং নির্ব্বিকারত্বাত্তবেতি ভাবঃ। যদুক্তং দেবৈঃ 'আত্মনা এবাবিক্রিয়মাণেন সগুণঃ সৃজসী'তি স্বামি-চরণৈরপ্যত্রাবতারিতং 'কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্বিকারং বারয়তি অদ্ভুতকারণায়েতি', এবম্ভূতত্বে প্রমাণমাহ সর্ব্বে আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আম্নায়া বেদাশ্চ তেষাং মহার্ণবায় তরঙ্গাণামিব পর্য্যবসানস্থানায়েতি। অপ-বর্গরূপায় পরায়ণায় উত্তমানামাশ্রয়ায়॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্ভুতকারণায়'—উপাদান কারণ হইলেও আপনি মৃত্তিকাদি কারণ পদার্থের ন্যায় বিকৃত হন না, ইহাই আপনার অদ্ভুতত্ত্ব, এই ভাব। দেবগণ বলিলেন—"আত্মনা এব অবিক্রিয়-মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি" ইত্যাদি (৬।৯।৩৩), অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় হইতেছে, যেহেতু তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই, এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমাদিগেরও সাহায্য অপেক্ষা কর না। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও এখানে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্ বিকারং বারয়তি—অদ্ভুতকারণায়" ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনি সকল জগতের কারণস্বরূপ, অথচ আপনার কারণ নাই। মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকার বারণ করিতেছেন—'অদ্ভুতকারণায়', অর্থাৎ আপনি স্বয়ং অবিকৃত হইয়াও নিখিল বিশ্বের-কারণ-স্বরূপ, ইহাই অদ্ভুতত্ব। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'সর্ব্বে আগমাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্রে পরিসমাপ্তি ঘটে, সেরূপ পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত আগম শাস্ত্র এবং নিখিল বেদরাশি আপনাতেই পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ আপনার তত্ত্ব-প্রতিপাদনেই তাহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'অপবর্গরূপায়'—আপনি মোক্ষস্বরূপ, 'পরায়ণায়'—ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষগণেরও একমাত্র আশ্রয়। (আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ১৫ ॥

গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায়
তৎক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতমানসায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জ্জিতাগম-
স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায় (গুণাঃ সত্ত্বাদি-গুণাত্মিকাপ্রকৃতিরেব অরণিঃ তয়া আচ্ছন্নঃ যঃ চিদুষ্মপঃ জ্ঞানাগ্নিঃ তস্মৈ) তৎক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতমানসায় (তেষাং সত্ত্বাদিপ্রকৃতিগুণানাং ক্ষোভে কার্য্যে বিস্ফূর্জ্জিতং বহির্বৃত্তিকং মানসং যস্য তস্মৈ) নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন (নৈষ্কর্ম্ম্যম্ আত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া) বিবর্জ্জিতাগমস্বয়ং প্রকাশায় (বিবর্জ্জিতাঃ আগমাঃ বিধিনিষেধলক্ষণাঃ যৈঃ তেষু স্বয়মেব প্রকাশঃ যস্য তস্মৈ অহং) নমঃ করোমি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আপনি সত্ত্বাদি-গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ও গুণকার্য্যে বহির্ম্মনস্ক। আত্মতত্ত্ব ভাবনা দ্বারা বিধি-নিষেধরূপ আগম-পরিত্যাগকারিগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুণ এবারণিস্তয়াচ্ছন্নো যশ্চিদুষ্মপো জ্ঞানাগ্নিস্তস্মৈ। তেষাং গুণানাং ক্ষোভবিস্ফূর্জ্জিতে ক্ষোভোৎকর্ষে মানসমিচ্ছা যস্য, 'সোহকাময়ত বহুস্যামিতি' শ্রুতেঃ। নৈষ্কর্ম্যমাত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া বিবর্জ্জিতা আগমা বিধিনিষেধলক্ষণা যৈস্তেষু স্বয়মেব প্রকাশো যস্য তস্মৈ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণারণিচ্ছন্ন-চিদুষ্মপায়'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণই অরণি (মন্থন-কাষ্ঠ), তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন যে 'চিদুষ্মপ'—জ্ঞানাগ্নি, (চিৎ বলিতে জীবসমষ্টিরূপ উষ্মা (অগ্নি) তাহা যিনি পান করেন অর্থাৎ উপসংহার করেন, তাঁহাকে। অর্থাৎ আপনি চৈতন্যময় অগ্নিস্বরূপ, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-স্বরূপ মন্থনকাষ্ঠের মধ্যে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে)। সেই গুণসমূহের ক্ষোভোৎকর্ষে ইচ্ছা যাঁহার, অর্থাৎ গুণসমূহ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলে, আপনার চিত্তও বহির্ম্মুখ হয় অর্থাৎ বহুরূপ ধারণের সংকল্প গ্রহণ করে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"সোহকাময়ত বহু স্যাম্" (তৈত্তিরীয় ২।৬।৩), অর্থাৎ তিনি (সেই পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব ইত্যাদি। 'নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন'—নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে আত্মতত্ত্ব, তাহার ভাবনার দ্বারা বিবর্জ্জিত হইয়াছে বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র যাঁহাদের দ্বারা, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মতত্ত্বের ভাবনাহেতু বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আপনি স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকাশিত হন। (এরূপ আপনাকে প্রণাম) ॥ ১৬ ॥

মাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়
মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোহলয়ায়।
স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত-
প্রত্যগ্দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মাদৃক্ প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় (মাদৃক্ মদ্বিধঃ চাসৌ প্রপন্নঃ পশুশ্চ তস্য পাশঃ অবিদ্যা তস্য বিশেষেণ মোক্ষণং যেন তস্মৈ) মুক্তায় (স্বয়ং প্রকৃতি-পারবশ্যরহিতায় ভূরিকরুণায় (ভূরিঃ করুণা যস্য তস্মৈ) অলয়ায় (অনলসায়) সর্ব্বতনুভৃন্মনসি (সর্ব্বেষাং তনুভৃতাং মনসি) স্বাংশেন (অন্তর্য্যামি-রূপেণ) প্রতীত-প্রত্যগ্দৃশে (প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্ দৃক্ জ্ঞানং তস্মৈ) বৃহতে (অপরিচ্ছিন্নায়) ভগবতে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমার ন্যায় শরণাগত পশুর পাশ-

মোচক, মুক্ত, অশেষ করুণাকর, আলস্যশূন্য, সকল দেহীর অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবেদ্য-ভগবৎস্বরূপমাহ—মাদৃগিতি যাবৎ স্তুতি। পাশো গ্রাহরূপঃ সংসারস্বরূপশ্চ। মুক্তায় অর্থান্মাদৃগ্ভিরেতাবৎকালং পরিত্যক্তায় অসেবিতায়েত্যর্থঃ। তদপি মাদৃগ্‌ভ্যো ন ক্রুধ্যতে প্রত্যুত ভূরিকরুণায় যতোঽমলায় প্রাকৃতানামিব ঈর্ষামালিন্যাভাবাদিতি ভাবঃ। অলয়ায়েতি পাঠে তত্র করুণায়াং ন বিদ্যতে লয়ঃ স্বাপ আলস্যং যস্য তস্মৈ। ন চ ত্বয়ি দুঃখজ্ঞাপনাপেক্ষেত্যাহ স্বাংশেনেতি, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি' শ্রীমুখোক্তেঃ। প্রতীতো যঃ প্রত্যগ্দৃক্ অন্তর্যামী তস্মৈ। বৃহতে শ্রীকৃষ্ণায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তজনের বেদ্য ভগবৎ-স্বরূপ বলিতেছেন স্তুতি সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'মাদৃক্-প্রপন্নপশু-পাশ-বিমোক্ষণায়'—আমাদের ন্যায় শরণাগত পশুর 'পাশ' বলিতে গ্রাহরূপ এবং অবিদ্যারূপ সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। 'মুক্তায়'—আপনি মুক্ত, অর্থাৎ আমাদের ন্যায় পশু কর্ত্তৃক এতকাল পরিত্যক্ত অর্থাৎ অসেবিত, এই অর্থ। তাহা হইলেও আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, অধিকন্তু প্রভূত করুণাশীল, যেহেতু 'অমলায়'—আপনি নির্ম্মল (অপরিচ্ছিন্ন), প্রাকৃত জনের ন্যায় ঈর্ষ্যারূপ মালিন্য আপনাতে নাই, এই ভাব। 'অলয়ায়'—এইরূপ পাঠান্তরে, আপনার করুণায় কোনরূপ 'লয়' বলিতে নিদ্রা বা আলস্য নাই, অর্থাৎ আপনি করুণা-বিতরণে আলস্যহীন। অপর, আপনাতে দুঃখ জ্ঞাপনের কোন অপেক্ষাও নাই, ইহা বলিতেছেন—'স্বাংশেন', আপনি নিজ অংশদ্বারা সকল প্রাণিগণের চিত্তে অন্তর্য্যামিরূপে প্রতীত। শ্রীগীতায় নিজেই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০।৪২), অর্থাৎ আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশমাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। 'বৃহতে'—সেই অপরিচ্ছিন্নতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈ-
র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু (আত্মা মনঃ আত্মজঃ পুত্রঃ তদাদিষু) সক্তৈঃ (আসক্তৈঃ) দুষ্প্রাপণায় (দুঃখেনাপি প্রাপ্তুমশক্যায়) গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায় (গুণাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষু সঙ্গঃ তেন বিবর্জ্জিতঃ তস্মৈ শব্দাদিবিষয়সঙ্গরহিতায়) মুক্তাত্মভিঃ (দেহাদিষু অনাসক্তচিত্তৈঃ জনৈঃ) স্বহৃয়ে পরিভাবিতায় (চিন্তিতায়) জ্ঞানাত্মনে (জ্ঞানস্বরূপায়) ভগবতে ঈশ্বরায় (সর্ব্বনিয়ন্ত্রে তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মন, পুত্র, গৃহ, বিত্ত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য বিষয়-সঙ্গ-রহিত মুক্তাত্মগণের স্বহৃদয়ে চিন্তিত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াপরত্বেঽপি প্রাকৃতগুণ-সঙ্গশূন্যায়। মুক্তাত্মভির্মুক্তজীবৈরাত্মারামৈর্ভাবিতায় ধ্যাতায়। যদ্বা ত্যক্তাত্মভিরাত্মঘাতিভিরিত্যর্থঃ। পরিভাবিতায় মায়িকবিগ্রহঃ পরমেশ্বরোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা তিরস্কৃতায়, বস্তুতস্তু জ্ঞানাত্মনে জ্ঞানং পূর্ণং চিদেব আত্মা বপুর্যস্য তস্মৈ। যদ্বা তং তদপরাধং জানতে অচিরাত্তদুচিতফলদানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণসঙ্গ-বিবর্জ্জিতায়'—আপনি মর্ত্ত্যলোকে ক্রীড়াশীল হইলেও প্রাকৃতগুণের সঙ্গ-রহিত। 'মুক্তাত্মভিঃ'—মুক্তজীব আত্মারামগণের দ্বারা স্বহৃদয়ে চিন্তিত। অথবা—মুক্তাত্মা বলিতে ত্যক্ত হইয়াছে আত্মা যাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ আত্ম-ঘাতী জনগণের দ্বারা, 'পরিভাবিতায়'—মায়িক বিগ্রহ-বিশিষ্ট এই পরমেশ্বর, এই জ্ঞানে তিরস্কৃত হন যিনি, তাঁহাকে। বস্তুতঃ কিন্তু 'জ্ঞানাত্মনে'—পূর্ণ চিদ্রূপই আত্মা যাঁহার, তাঁহাকে। অথবা—তাহাদের অপরাধ জানিতে পারিয়া শীঘ্র তদুচিত ফল প্রদানের নিমিত্ত ঐরূপে প্রকটিত হন, এই ভাব ॥ ১৮ ॥

যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।

কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেহদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামাঃ (ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বিধপুরুষার্থান্ কাময়মানাঃ জনাঃ) যং (পুরুষং ভগবন্তং) ভজন্তঃ (আরাধয়ন্তঃ) ইষ্টাং (স্বাভিপ্রেতাং) গতিং (ধর্ম্মাদিফলম্) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্ত্যেব ন তৎ তাবদেব) কিং চ আশিষঃ (তৈঃ অকামিতাঃ অন্যাঃ অপি আশিষঃ অর্থান্) অপি রাতি (দদাতি) (অপরং চ) অব্যয়ম্ (অক্ষরং স্বদেহতুল্যং) দেহং (দদাতি)। (অতঃ এবং যঃ) অদভ্রদয়ঃ (অপারকরুণঃ সঃ) মে (মম) বিমোক্ষণম্ (এব কেবলং) করোতু নাধিকং (প্রার্থয়ে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ কামী ব্যক্তিরা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত ফল ও অন্যান্য অর্থ প্রাপ্ত হয়, আরও হিনি স্বদেহ-তুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিউন।।১৯

বিশ্বনাথ—সকাম-ভক্তসেব্যত্বমাহ যং ধর্ম্মাদি-কামনয়া ভজন্তোহপি ইষ্টাং সেবিতামারাধ্যামিতি যাবৎ। গতিং প্রেমলক্ষণাং, 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামি'ত্যাদেঃ। কিন্তু আশিষঃ কামিতান্ অর্থানপি রাতি দদাতি। অব্যয়মপ্রাকৃতং দেহঞ্চ ধ্রুবাদিভ্য ইব দদাতি অতঃ স অদভ্রদয়ঃ অনল্পকৃপারাশিঃ। বিমোক্ষণং গ্রাহাৎ সংসারাচ্চ করোতু। নিত্যসিদ্ধ-দেহঞ্চ প্রেমভক্তিঞ্চ দদাত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম ভক্তগণের সেব্যত্ব বলিতেছেন—'যং' ইত্যাদি। ধর্ম্মাদি কামনায় ভজন-কারী পুরুষগণকেও 'ইষ্টাং গতিং'—সেবিত, আরাধ্য প্রেমলক্ষণা গতি প্রদান করেন। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" (৫।১৯। ২৬), অর্থাৎ যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তবুও তাহা-দিগকে পরমার্থ দেন না, যেহেতু ঐ প্রকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থী হইতে হয়, কিন্তু যে সকল পুরুষ নিষ্কাম, তাঁহারা কোন বিষয় প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বাভিলাষ-পরিপূরক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং প্রদান করেন। কিন্তু 'আশিষঃ'—তাহাদের অভিলষিত বিষয়ও প্রদান করেন। 'অব্যয়ং'—ধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় তাহাদিগকে অপ্রাকৃত দেহও প্রদান করেন, অতএব তিনি 'অদ-ভ্রদয়ঃ'—প্রভূত করুণাময়। 'বিমোক্ষণং'—গ্রাহ হইতে এবং সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করুন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ দেহ এবং প্রেমভক্তি প্রদান করুন —এই ভাব ॥ ১৯ ॥

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তিনঃ (অনন্যপ্রয়োজনঃ) যে ভগবৎপ্রপন্নাঃ (ভগবতি সর্ব্বেশ্বরে শরণাগতাঃ ভক্তাঃ) অত্যদ্ভুতং সুমঙ্গলং (মঙ্গলপ্রদং) তচ্চরিতং (তস্য ভগবতঃ চরিতং লীলাদিকং) গায়ন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ (তদ্‌গুণানুভবানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ) যস্য বৈ (ভগবতঃ সকাশাৎ) ন কঞ্চন অর্থং বাঞ্ছন্তি (ইচ্ছন্তি) তম্ অক্ষরং (নিত্যং) পরং ব্রহ্ম পরেশং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশম্) অব্যক্তং (চক্ষুরাদ্য-গম্যম্) আধ্যাত্মিক-যোগগম্যম্ (আধ্যাত্মিক-যোগেন ভক্তিযোগেন গম্যং লভ্যম্) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্ অবিষয়ং) সূক্ষ্মম্ (অণোঃ অপি অণীয়াংসম্) ইব (ইবশব্দেন মহতঃ মহীয়াংসমিতি লক্ষ্যতে) অতিদূরং (বাহ্যদৃষ্টেঃ বহির্ভূতম্) অনন্তং (ত্রিবিধপরিচ্ছেদ-রহিতম্) আদ্যম্ (আদৌ ভবম্ আদ্যং) পরিপূর্ণম্ (অন্তর্ব্বহিশ্চ ব্যাপ্য বর্ত্তমানং ভগবন্তম্ অহম্) ঈড়ে (স্তৌমি) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, সেই পরেশ, নিত্য অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগলভ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়, সূক্ষ্মবৎ অতীন্দ্রিয়, বাহ্য-

দৃষ্টির বহির্ভূত, অনন্ত, আদ্য, পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে আমি স্তব করি ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ঐকান্তিকভক্তস্বভাবস্তু মাদৃশঃ পশুঃ কথং প্রাপ্স্যতীতি দ্যোতয়ন্ নিষ্কামভক্তসেব্যত্বমাহ—একান্তিনো যস্য ভক্তা ন কঞ্চনাপ্যর্থং বাঞ্ছন্তি তমীড়ে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কুতো ন বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রপন্নাঃ ভগবৎপ্রপত্তিমহাসম্পত্ত্যৈব পরিপূর্ণা ইত্যর্থঃ। তেষাং সুখং সর্ব্বতোহপ্যধিকমিত্যাহ অত্যদ্ভুতমিত্যাদি। ননু তং কেচিন্মায়াশবল ব্রহ্মেতি কেচিচ্চ প্রভূতপুণ্যকৃজ্জীব ইত্যাচক্ষতে। সত্যং তে নারকিন এব, স তু সাক্ষাৎ পূর্ণং পরব্রহ্মৈবেত্যাহ তমিতি আধ্যাত্মিক-যোগগম্যং যদ্ব্রহ্ম তদেব পরেশং পরমেশ্বরং তং ঈড়ে। যদ্বা। আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যস্তেন গম্যং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি তদুক্তেঃ। সূক্ষ্মং পরমাণুমিব। অতীন্দ্রিয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐকান্তিক ভক্তগণের স্বভাব মাদৃশ পশু কি প্রকারে পাইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতে নিষ্কাম ভক্তগণের সেব্যত্ব বলিতেছেন—'একান্তিনঃ', যে ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার নিকট কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহাকে আমি স্তব করি, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কিজন্য প্রার্থনা করেন না? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবৎ-প্রপন্নাঃ', ভগবানের শরণাগত, ভগবৎ-প্রপত্তিরূপ মহাসম্পত্তি লাভেই তাঁহারা পরিপূর্ণ, এই অর্থ। তাঁহাদের সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা বলিতেছেন—'অত্যদ্ভুতম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলময় অতিবিচিত্র চরিতসমূহ গান করিতে করিতে তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন। দেখুন—তাঁহাকে কেহ মায়া-শবলিত (নানাবর্ণযুক্ত) ব্রহ্ম, কেহ বা প্রভূত পুণ্যবান্ জীব, এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন - হ্যাঁ, তাহারা নারকীয় জীবই, কিন্তু সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই, ইহা বলিতেছেন—'তমক্ষরম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-যোগলভ্য যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর, তাঁহাকে আমি স্তুতি করি। অথবা—আধ্যাত্মিক যোগ বলিতে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যে যোগ, অর্থাৎ ভক্তিযোগ, তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য। শ্রীএকাদশে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি লভ্য। 'সূক্ষ্মমিব'—অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায়। 'অতীন্দ্রিয়'—বলিতে ইন্দ্রিয়সকলের অগম্য ॥ ২০-২১ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ।
নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ২২ ॥
যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো-
নির্য্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ২৩ ॥
স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্-
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাস-
ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) ফল্গ্ব্যা চ (স্বল্পয়ৈব) কলয়া (অংশেন) ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ বেদাঃ (সামাদয়ঃ) চরাচরাঃ (স্থাবরজঙ্গমাঃ সর্ব্বে) লোকাঃ নামরূপবিভেদেন কৃতাঃ। যথা অগ্নেঃ অর্চ্চিষঃ, সবিতুঃ (সূর্য্যাৎ) স্বরোচিষঃ (স্বাংশভূতাঃ) গভস্তয়ঃ (মরীচয়ঃ) অসকৃৎ (বারং বারং) নির্য্যান্তি (উদ্গচ্ছন্তি) সংযান্তি (পুনস্তথৈব লীয়ন্তে) তথা যতঃ (যস্মাৎ ভগবতঃ) বুদ্ধিঃ মনঃ খানি (ইন্দ্রিয়াণি) শরীরবর্গাঃ (কার্য্যদেহপ্রবাহাঃ দেবাদিশরীরসংঘাতঃ ইত্যেবম্) অয়ং গুণপ্রবাহঃ (গুণপরিণামরূপঃ প্রপঞ্চঃ নির্য্যাতি যদংশত্বাৎ যস্মিন্ পুনঃ লীয়তে) সঃ বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যক্ (দেবাদীনাং মধ্যে ন কোঽপি ভবতি) ন স্ত্রী ন ষণ্ডঃ ন পুমান্ ন জন্তু (ইতরঃ প্রাণী বা) অয়ং গুণঃ ন কর্ম্ম (চ) ন (ভবতি। অতএব) ন সৎ (জীববর্গান্তভূতঃ) ন অসৎ (নাপি অচেতনবর্গান্তভূতঃ কিন্তু) নিষেধশেষঃ ("নেতি নেতি" ইত্যেবং রূপেণ সর্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যতে ইতি নিষেধশেষঃ) অশেষঃ (অশেষাত্মকঃ ভগবান্) জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষণায় আবির্ভবতু) ॥ ২২-২৪ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের অত্যল্প অংশদ্বারা ব্রহ্মাদিদেবগণ, সামাদি চতুর্ব্বেদ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে; যেরূপ অগ্নি হইতে শিখা এবং সূর্য্য হইতে

স্বাংশ কিরণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও তাহাতেই লীন হয়, সেই প্রকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহবর্গ ও গুণ-পরিণামরূপ প্রপঞ্চ যাঁহা হইতে নির্গত হইয়া আবার যাঁহাতে লীন হয়, তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্য্যক্ কিম্বা স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক বা জন্তু নহেন এবং গুণ, কর্ম্মও সৎ, অসৎ নহেন। কিন্তু নিষেধের অবধি। সেই অশেষাত্মক ভগবান্ জয়যুক্ত হউন ॥ ২২-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরিপূর্ণত্বমাহ ত্রিভিঃ যস্যেতি ফল্গব্যা চেতি তস্য কলা দ্বিবিধা ফল্গুরফল্গুশ্চ আদ্যা ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাদি জীবরূপা দ্বিতীয়া মৎস্যকূর্ম্মাদীশ্বররূপা চেতি সএব সর্ব্ব ইত্যর্থঃ। বেদা বেদোক্তাঃ কর্ম্মাদয়ঃ। ভগবন্নিঃশ্বাসভূতত্বেন বেদানামফল্গুত্বাৎ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যথেতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি' তথা তেনৈব প্রকারেণ জীবানামুপাধয়োঽপি অপরয়া ফল্গব্যা কলয়া কৃতা ইত্যাহ যত ইতি। গুণপ্রবাহমেবাহ বুদ্ধিরিত্যাদি, সমষ্টিব্যষ্টিশরীরস্য সর্গাঃ সর্গহেতবঃ। অতএব সর্ব্বকারণত্বাৎ স দেবাদীনাং মধ্যে ন কতমোঽপী-ত্যাহ স ইতি। জন্তুঃ লিঙ্গত্রয়শূন্যপ্রাণিবিশেষঃ। কিন্তু সর্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যত ইতি নিষেধশেষঃ। অশেষঃ স্বশক্তিকার্য্যত্বাদশেষশ্চ ॥ ২২-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিপূর্ণত্ব বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'ফল্গব্যা চ'—স্বল্প অংশের দ্বারা, তাঁহার কলা (অংশ) দুই প্রকার—ফল্গু এবং অফল্গু। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রাদি জীবগণ ফল্গু অর্থাৎ অত্যল্প অংশে এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ঈশ্বর-গণ অফল্গু (প্রভূত) অংশে প্রকটিত, অর্থাৎ তিনিই সমস্ত কিছু, এই অর্থ। 'বেদাঃ'—বেদোক্ত কর্ম্মাদি, বেদরাশি শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসের ন্যায় উদ্ভূত বলিয়া উহা অফল্গু। উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'যথার্চিষঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যেরূপ অগ্নি হইতে তত্তুল্য দীপ্তিশালী শিখাসমূহের এবং সূর্য্য হইতে তত্তুল্য দীপ্তিশালী কিরণসমূহের নিরন্তর প্রকাশ ও তাহাতেই লয়প্রাপ্তি হয়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি", অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে তাহার শিখাগুলি প্রকাশ পায় ইত্যাদি। সেই প্রকারে জীবসমূহের উপাধিসকলও অত্যল্প অংশের দ্বারা কৃত, ইহা বলিতেছেন—'যতঃ অয়ং গুণসংপ্রবাহঃ', যাহা হইতে এই গুণপরিণামের প্রপঞ্চ। গুণপ্রবাহই বলিতেছেন—'বুদ্ধিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহা হইতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও শরীর-রূপ ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়া তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে তিনিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের সৃষ্টির হেতু, অতএব সর্ব্বকারণ-স্বরূপ বলিয়া তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন, ইহা বলিতেছেন—'স বৈ ন' ইত্যাদি (অর্থাৎ তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রাণী, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, কিংবা ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিমাত্র, অথবা—গুণ, ক্রিয়া, সৎ বা অসৎ কোন পদার্থই নহেন)। 'জন্তুঃ'—বলিতে ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিবিশেষ। 'নিষেধ-বিশেষঃ'—সর্ব্ব-নিষেধের যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ যিনি নেতি নেতি বিচারক্রমে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবের নিষেধের সীমারূপে অবশিষ্ট রহিয়াছেন। 'অশেষঃ'—নিজ শক্তির কার্য্যত্বহেতু যিনি অশেষাত্মক (সেই সর্ব্বরূপ পর-মাত্মা জয়যুক্ত হউন, অর্থাৎ আমার উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হউন।) ॥ ২২-২৪ ॥

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিম্
অন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-
স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ন অহং ইহ (সংসারে গ্রাহগ্রাসাৎ) জিজীবিষে (শরীরস্য মোক্ষণেন জীবিতুম্ ইচ্ছামি।) অমুয়া অন্তঃ বহিঃ চ আবৃতয়া (অবিবেকব্যাপ্তয়া) ইভযোন্যা (গজজাত্যা) কিং (প্রয়োজনম্ ? ন কিমপি ইত্যর্থঃ। অতঃ) যস্য (মোক্ষস্য) কালেন বিপ্লবঃ (নাশঃ) ন (অস্তি) তস্য আত্মলোকাবরণস্য (আত্ম-লোকস্য আত্মপ্রকাশস্য যদাবরণম্ অজ্ঞানং তস্যৈব তু) মোক্ষম্ ইচ্ছামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কুম্ভীরের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা করি না। অন্তরে ও বাহিরে অবি-বেকাবৃত এই গজজন্মে প্রয়োজন কি ? অতএব কালে অবিনাশ্য আত্মপ্রকাশের অজ্ঞানমোক্ষ কামনা করি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতাবত্যা স্তুত্যা গ্রাহাৎ স্বশরীর-

মোক্ষণমিচ্ছসি, তত্রাহ জিজীবিষে নেতি, তত্র হেতুঃ— অন্তর্বহিশ্চ অবিদ্যা আবৃতয়া হস্তিযোন্যা কিং প্রয়োজনং ? তর্হি কিমিচ্ছসীতি তত্রাহ যস্য কালেন বিপ্লবো নাশো নাস্তি তস্য আত্মলোকাবরণস্য মদাদি-জীবানামবিদ্যয়া ভগবদ্বিস্মারিকায়া মোক্ষম্। যদ্বা। আত্মনস্তব লোকো বৈকুণ্ঠস্তদাবরণস্য তদ্দ্বারকপাটস্য মোচনং মন্নিষ্ঠায়াস্তৎ-প্রাপ্ত্যযোগ্যতায়া নাশমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপ স্তুতির দ্বারা গ্রাহ হইতে নিজ শরীরের উদ্ধারের জন্য কি ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'জিজীবিষে ন', অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র এই কুম্ভীরের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াই জীবনধারণ করিতে চাই না, তাহার কারণ—অন্তরে ও বাহিরে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন এই হস্তি-জন্মের কি প্রয়োজন ? তাহা হইলে কি ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যস্য কালেন ন বিপ্লবঃ', কালের দ্বারা যাহার নাশ নাই, সেই আত্মলোকাবরণের অর্থাৎ আমাদের ন্যায় জীবগণের অবিদ্যার দ্বারা ভগবদ্ বিস্মারক যে আবরণ, তাহা হইতে মোক্ষ (অর্থাৎ আত্মার প্রকাশের আবরণস্বরূপ অজ্ঞানের মোচন) কামনা করিতেছি। অথবা—'আত্মলোকাবরণ' বলিতে তোমার লোক যে বৈকুণ্ঠ-ধাম, তাহার দ্বার-কপাটরূপ আবরণের মোচন, অর্থাৎ উহা প্রাপ্তিবিষয়ে আমাতে যে অযোগ্যতা রহিয়াছে, তাহার নাশ ইচ্ছা করি (অর্থাৎ তোমার ধাম লাভের আকাঙ্ক্ষা করি।) ॥ ২৫ ॥

সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহং (মুমুক্ষুঃ) বিশ্বসৃজং (বিশ্বস্য স্রষ্টারং) বিশ্বং (বিশ্বরূপম্) অবিশ্বং (বিশ্বব্যতিরিক্তং) বিশ্ববেদসং (বিশ্বং বেদঃ ধনম্ উপকরণং যস্য তং) বিশ্বাত্মানং (বিশ্বস্য আত্মানম্) অজং (নিত্যং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) পদম্ (আশ্রয়ং) ব্রহ্ম (এব কেবলং) প্রণতঃ অস্মি (ন তু তং জানামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মুক্তিকামী আমি, সেই বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বরূপ, অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, বিশ্বজ্ঞাতা, বিশ্বের আত্মা, অজ ও পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম করি ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ভক্তিঃ ক্রিয়তামিতি চেদ্ভক্তিম্ অপ্যহং কর্ত্তুং পশুত্বাৎ বিপদ্গ্রস্তত্বাচ্চ ন জানামি, তস্মাৎ যৎকিঞ্চিৎ স্বচক্ষুরাদিভিরিদং বিশ্বং জানামি তস্য যঃ কর্ত্তা ভবেৎ তং কেবলং মনসৈব নমামীত্যাহ—সোঽহং প্রসিদ্ধপশুঃ বিশ্বং বিশ্বরূপং অবিশ্বং স্বরূপ-শক্ত্যা বিশ্বব্যতিরিক্তং বিশ্ববেদসং বিশ্বজ্ঞাতারং বিশ্বস্যাত্মানম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে আমাতে ভক্তি কর, ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে—পশু এবং বিপদ্গ্রস্ত বলিয়া ভক্তি করিতেও আমি জানি না, অতএব যাহা কিছু নিজ চক্ষুরাদির দ্বারা এই বিশ্ব জানি, তাহার যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকেই কেবল মনের দ্বারাই নমস্কার করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'সঃ অহম্', সেই আমি প্রসিদ্ধ পশু, 'বিশ্বং'—যিনি বিশ্বরূপ, 'অবিশ্বং'—স্বরূপশক্তির দ্বারা যিনি বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, 'বিশ্ব-বেদসং'—যিনি বিশ্বের জ্ঞাতা এবং বিশ্বের আত্মা, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। (অর্থাৎ যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি যিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্ হইয়াও বিশ্বরূপে বিরাজমান এই, বিশ্ব যাঁহার উপকরণ এবং যিনি বিশ্বের আত্মা ও জন্মরহিত, সেই পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে আমি প্রণাম করি।) ॥২৬

যোগরন্ধিতকর্ম্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে।
যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্ ॥

অন্বয়ঃ—যোগরন্ধিতকর্ম্মাণঃ (যোগেন ভগবদ্ধর্ম্মেণ ভক্তিযোগেন রন্ধিতানি দগ্ধানি কর্ম্মাণি যেষাং তে তাদৃশাঃ) যোগিনঃ যোগবিভাবিতে (যোগেন বিভাবিতে বিশোধিতে) হৃদি যম্ (ঈশ্বরং) প্রপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি) তং যোগেশং (যোগিনাম্ ঈশম্ ঈশ্বরম্) অহং নতঃ অস্মি (প্রণতঃ ভবামি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা যোগিগণ যোগবিশোধিত হৃদয় মধ্যে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ো ময়ি বর্ত্তত ইত্যাহ যোগেতি। যোগিনো ন তু মাদৃশাঃ পশবঃ, যোগেন ভগবদ্ধর্ম্মেণ দগ্ধকর্ম্মাণঃ ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরন্তু তাহা প্রাপ্তির উপায়

আমাতে নাই, ইহা বলিতেছেন—'যোগ-রন্ধিত-কর্ম্মাণঃ' ইত্যাদি। যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু আমার ন্যায় পশুগণ নহে। 'যোগ' বলিতে ভগবদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা যাঁহাদের কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ যোগিগণ (যাঁহাকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি।) ॥ ২৭ ॥

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—অসহ্যবেগশক্তিত্রয়ায় (অসহ্যঃ বেগঃ রাগাদি লক্ষণঃ যস্য তথাভূতং শক্তিত্রয়ং যস্য তস্মৈ) অখিলধীগুণায় (অখিলধিয়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গুণায় শব্দাদিস্বরূপেণ প্রতীয়মানায়) প্রপন্নপালায় (প্রপন্নানাং শরণাগতানাং পালায় রক্ষিত্রে দুরন্তশক্তয়ে (দুরন্তা অপারা শক্তিঃ যস্য তস্মৈ) কদিন্দ্রিয়াণাং (কুৎসিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তেষাম্ অজিতেন্দ্রিয়াণাম্) অনবাপ্যবর্ত্মনে (অনবাপ্যং দুরকামং বর্ত্ম যাথাত্ম্যং যস্য তস্মৈ) তুভ্যং নমঃ নমঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অসহ্যবেগ গুণত্রয়শালী নিখিলেন্দ্রিয় বিষয়রূপে প্রতীয়মান, শরণাগত জনের রক্ষক, অপার-শক্তিসম্পন্ন, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্যবর্ত্ম আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদি তদ্ভাবনায়াং প্রতিবন্ধকমাহ অসহ্যবেগং শক্তিত্রয়ং গুণত্রয়ং যস্য তস্মৈ। তৎকৃপয়া প্রতিবন্ধকাভাবে তু অখিলানাং সর্ব্বেষামপি ধিয়ো যত্র তথাভূতগুণাঃ সৌন্দর্য্যাদয়ো যস্য তস্মৈ। কিঞ্চ। প্রপন্নমাত্রমপি পালয়তি তস্মৈ। তত্র হেতুঃ দুরন্তশক্তয়ে দুর্জ্ঞেয়কৃপাশক্তয়ে। কৃপাং বিনা তু বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়াণাং দুষ্প্রাপবর্ত্মনে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়ে তাঁহার ভাবনার প্রতিবন্ধক বলিতেছেন—'অসহ্যবেগ-শক্তিত্রয়ায়'—অসহ্য বলিতে অপ্রতিহত বেগ যাহার, তাদৃশ শক্তিত্রয় যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ অসহ্য বেগশালী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণ-ত্রয় যাঁহার শক্তিস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহার কৃপাতে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে (প্রতিবন্ধক অপগত হইলে), 'অখিল-ধী-গুণায়'—সকলের বুদ্ধি যেখানে, তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি গুণাবলি যাঁহার, (অথবা—সকল ইন্দ্রিয়ের গুণরূপে অর্থাৎ শব্দাদিরূপে যিনি প্রতীয়মান হন), তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আরও, প্রপন্ন জনমাত্রের যিনি পালক, তাঁহাকে, তাহার কারণ—'দুরন্তশক্তয়ে'—দুর্জ্ঞেয় অপার কৃপাশক্তি যাঁহার, কিন্তু তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়গণের যিনি দুষ্প্রাপ্য (অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কুৎসিত, তাহারা যাঁহার পথ জানিতে পারে না, সেই আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ২৮

নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহহংধিয়া হতম্।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (জনঃ) যচ্ছক্ত্যা (যস্য মায়য়া) অহংধিয়া (দেহাত্মাভিমানেন) হতম্ (আবৃতম্) স্বম্ আত্মানং (স্বকীয়তত্ত্বং) ন বেদ (জানাতি) তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং (দুরত্যয়ং মাহাত্ম্যং যস্য তং দুর্ব্বোধ-মাহাত্ম্যং ভগবন্তম্) অহম্ ইতঃ (আশ্রিতঃ) অস্মি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মায়ায় এই ব্যক্তি দেহাত্মাভিমানে আবৃত হইয়া স্বীয় আত্মাকে জানিতে পারিতেছে না, আমি দুর্ব্বোধ-মাহাত্ম্য সেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং মদীয়ো জীবঃ যস্য শক্তির্মায়া তয়া যা অহংধীঃ তয়া হতং স্বং ন বেদ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং'—আমাদের ন্যায় জীব, 'যচ্ছক্ত্যা'—যাঁহার শক্তি মায়া তাহার দ্বারা, 'অহংধিয়া'—যে অহং-বুদ্ধি, তাহার দ্বারা 'হতং'—হত, 'স্বম্ আত্মানং'—নিজের স্বরূপকে জানিতে পারে না (অর্থাৎ যাঁহার মায়ার অহঙ্কার শক্তির দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন হইলে লোকসমূহ নিজ আত্মাকে জানিতে পারে না, সেই দুরতিক্রম মাহাত্ম্যশালী ভগবানের আমি শরণাগত হইতেছি।) ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইত্থম্) উপবর্ণিতনির্ব্বিশেষম্ (উপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং মূর্ত্তিভেদং বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং) গজেন্দ্রম্ এতে বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ (বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা চ মূর্ত্তিভেদঃ তস্যাম্ অভিমানঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ নানাবিধনামরূপাভিমানবন্তঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ (দেবাঃ) যদা ন উপসসৃপুঃ (ন উপজগ্মুঃ তদা) তত্র (স্থানে) নিখিলাত্মকত্বাৎ (সর্ব্বাত্মত্বাৎ) অখিলামরময়ঃ (সর্ব্বদেবময়মূর্ত্তিঃ) হরিঃ (ভগবান্) আবিরাসীৎ (প্রাদুর্বভূব) ॥৩০

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গজেন্দ্র মূর্ত্তিবিশেষ বর্ণন না করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করিতে থাকিলে নানাপ্রকার রূপাভিমানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন তাহার মোচনার্থ নিকটে আগমন করিলেন না, তখন সেই স্থানে অখিলাত্মা সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং নিষ্প্রাকৃতস্বরূপং যেন তং, ব্রহ্মাদয়ঃ আধিকারিকাঃ শিষ্টরক্ষণাদৌ ভগবন্নিযুক্তা অপি তদ্রক্ষণে অসামর্থ্যাদেব নোপসসৃপুঃ। কিন্তু বিবিধলিঙ্গভিদায়াং হংসবাহনত্বৈরাবতবাহনত্বাদৌ স্রষ্ট্রত্বমহেন্দ্রত্বাদাবেব অভিমানো যেষাং তে। গজেন্দ্রেণ বয়ং ন ত্বীষদপি স্তুতাঃ, প্রত্যুত 'যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা লোকা বেদাশ্চরাচরাঃ। নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতা' ইতি ফল্গ্বেত্যতি পদেন তুচ্ছীকৃতা এবাতো যমেব স্তৌতি সএব ভগবান্ রক্ষতু, স তু শীঘ্রং ন প্রত্যক্ষীভবিষ্যতীতি দুরারাধ্যস্য তস্য স্বভাবং বয়ং জানীম এবাতো গ্রাহগ্রস্তো মরিষ্যত্যেবেত্যেবং দুরভিমানেনৌদাসীন্যং যদা ব্যঞ্জয়ামাসুরিতি ভাবঃ। তদা তৎক্ষণ এব তত্র হরিঃ নিখিলাত্মকত্বাদ্ধেতোরখিলামরময়ঃ ইতি তরুমূলসেচনেন পল্লবাদ্যা সিক্তা ইব বিষ্ণুস্তুত্যৈব সর্ব্বে স্তুতা ইতি তে তত্ত্বমবিদ্বাংস ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্ উপবর্ণিত-নির্ব্বিশেষং' এইপ্রকারে উপবর্ণিত হইয়াছে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নিষ্প্রাকৃত-স্বরূপ যাহা কর্ত্তৃক, (অর্থাৎ এইরূপ নির্ব্বিশেষভাবে অর্থাৎ কোনরূপ মূর্ত্তিবিশেষের উল্লেখ না করিয়া পরমতত্ত্বের বর্ণনাকারী) গজরাজের নিকট, 'ব্রহ্মাদয়ঃ'—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শিষ্টজনের রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত আধিকারিক-পদবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবগণ, তাহার রক্ষণে অসামর্থ্যবশতঃই যখন আসিলেন না। কিন্তু 'বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ'—নানাপ্রকার চিহ্ন, তাহার দ্বারা প্রযুক্ত যে মূর্ত্তিভেদ, তাহার অভিমান যাঁহাদের, অর্থাৎ হংসবাহনত্ব, ঐরাবতবাহনত্ব প্রভৃতিতে সৃষ্টত্ব, দেবরাজত্ব বিষয়েই অভিমান যাঁহাদের, সেই ব্রহ্মাদি। 'এই গজরাজ আমাদিগকে ঈষদপি স্তুতি করে নাই, প্রকারান্তরে 'যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ' (২২ শ্লোকে), ইহাতে 'ফল্গু'—পদের দ্বারা আমাদিগকে তুচ্ছীকৃত করা হইয়াছে। অতএব এই গজরাজ যাঁহার স্তব করিয়াছে, সেই ভগবান্ই ইহাকে রক্ষা করুন, কিন্তু তিনি শীঘ্র প্রত্যক্ষ হইবেন না, তাঁহার স্বভাব আমরা ভালভাবেই জানি, সুতরাং এই গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ মারা যাইবে।' —এইরূপ দুরভিমানে যখন তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন—এই ভাব। 'তদা'—তৎক্ষণেই সেখানে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদেবময় শ্রীহরিই আবির্ভূত হইলেন। 'অখিলামরময়ঃ'—সর্ব্বদেবময়, ইহা বলায় যেমন তরুর মূলসেচনের দ্বারা সমস্ত শাখাপ্রশাখাদি সিক্ত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুর স্তুতির দ্বারাই সকলের স্তুতি করা হয়—এই তত্ত্ব তাঁহারা জানেন না, এই ভাব ॥৩০॥

তং তদ্বদার্ত্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ
স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তবদ্ভিঃ।
ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমান-
শ্চক্রায়ুধোঽভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—জগন্নিবাসঃ (কৃৎস্নে জগতি অন্তরাত্মতয়া বসতীতি তথা) তদ্বৎ (তথা) আর্ত্তং (গ্রাহেণ পীড়িতং) তং (গজেন্দ্রম্) উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) স্তোত্রং (গজেন্দ্রকৃতং স্তোত্রং চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) সংস্তবদ্ভিঃ (স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিঃ) দিবিজৈঃ (দেবৈঃ) সহ ছন্দোময়েন (ইচ্ছাময়েন ইচ্ছাতুল্যবেগেন) গরুড়েন সমুহ্যমানঃ (গরুড়ে আরোহণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) চক্রায়ুধঃ (চক্রং

সুদর্শনম্ আয়ুধং যস্য তাদৃশঃ সন্) যতঃ (যত্র) গজেন্দ্রঃ (আসীৎ তত্র) আশু (শীঘ্রম্) অভ্যগমৎ (অভিজগাম) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জগন্নিবাস হরি গজেন্দ্রকে সেইরূপ আর্ত্ত জানিয়া এবং স্তবকারী দেববৃন্দের সহিত স্তব শুনিতে পাইয়া ইচ্ছাতুল্য বেগবান্ গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক চক্রাদি আয়ুধ হস্তে যে স্থানে গজেন্দ্র বিপন্ন হইয়াছিল শীঘ্র তথায় গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দিবিজৈর্ব্রহ্মাদিদেবৈঃ সহিত এব সংস্তুবদ্ভিরিতি স্বাপরাধখণ্ডনার্থমেবেতি ভাবঃ। ছন্দোময়েন ইচ্ছাময়েন ইচ্ছাতুল্যবেগেনেত্যর্থঃ, যতো যত্র ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্তুবদ্ভিঃ দিবিজৈঃ সহ'—স্তুতিকারী দেবগণের সহিত, এখানে নিজ নিজ অপরাধ খণ্ডনের জন্যই যেন তাঁহারা স্তুতি করিতেছিলেন—এই ভাব। 'ছন্দোময়েন'—ছন্দোময় বলিতে ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ বেগবশতঃ, এই অর্থ। 'যতঃ'—যেখানে সেই গজরাজ ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সোঽন্তঃসরস্যুরুবলেন গৃহীত আর্ত্তো
দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপাত্তচক্রম্।
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রা-
ন্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) অন্তঃসরসি উরুবলেন (অন্তঃসরসি সরোবরাভ্যন্তরে উরু মহৎ বলং যস্য তেন তাদৃশেন গ্রাহেন) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ অতঃ) আর্ত্তঃ (দুঃখিতঃ সন্) খে (অন্তরীক্ষে) গরুত্মতি (গরুড়ে স্থিতম্) উপাত্তচক্রম্ (উপাত্তম্ উদ্যতং চক্রং যেন তং তাদৃশং) হরিং দৃষ্ট্বা সাম্বুজকরং (ভগবদর্পণার্থং শুণ্ডে কমলং গৃহীত্বা তচ্ছুণ্ডম্) উৎক্ষিপ্য (উন্নতং কৃত্বা) কৃচ্ছ্রাৎ (মহতা কষ্টেন) "হে নারায়ণ, (হে) অখিলগুরো, (জগদ্গুরো,) (হে) ভগবন্, তে (তুভ্যং) নমঃ" (ইতি) গিরং (বচনম্) আহ (উক্তবান্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে মহাবল কুম্ভীরকর্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া আকাশে গরুড়োপরি উদ্যতচক্র ভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়া পদ্ম সহিত স্বীয় শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিল এবং অতিশয় কষ্টে 'হে নারায়ণ, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্ আপনাকে নমস্কার' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—আর্ত্তস্তৎপীড়াভিভূতোঽপি খে আকাশে অতিদূরেঽপি দৃষ্ট্বা সাম্বুজেতি তত্রত্যান্যম্বুজানি সদ্য এব শুণ্ডেনৈবাবচিত্য চরণয়োরর্পয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্ত্তঃ'—সেই কুম্ভীরের আক্রমণ-জনিত পীড়াতে অভিভূত হইলেও, 'খে'—আকাশে, অতিদূরেও শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া, 'সাম্বুজকরম্ উৎক্ষিপ্য'—জলমধ্যস্থ পদ্ম তৎক্ষণাৎ শুণ্ডের দ্বারাই তুলিয়া শ্রীচরণযুগলে সমর্পণের নিমিত্ত গজরাজ শুণ্ডটি ঊর্দ্ধ্বদিকে প্রসারণ করিলেন—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্য্য
সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার।
গ্রাহাদ্বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং
সংপশ্যতাং হরিরমূমুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অজঃ (ভগবান্ হরিঃ) তং পীড়িতং (গজেন্দ্রং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা গরুড়স্যাপি মন্দগতিত্বাৎ) কৃপয়া সহসা (তস্মাৎ গরুড়াৎ) অবতীর্য্য আশু (শীঘ্রং) সরসঃ (সরোবরাৎ) সগ্রাহং (গ্রাহেণ সহ বর্ত্তমানং তং গজেন্দ্রম্) সরসঃ উজ্জহার (উদ্ধৃত্য বহির্নিষ্কাসিতবান্। অথ) হরিঃ (ভগবান্) অরিণা (চক্রেণ) বিপাটিতমুখাৎ (বিপাটিতং ভিন্নং মুখং যস্য তস্মাৎ) গ্রাহাৎ সংপশ্যতাং (পশ্যতাং সতাং) উচ্ছ্রিয়াণাং (দেবানাং সমক্ষং) গজেন্দ্রম্ অমূমুচৎ (মোচয়ামাস) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবান্ হরি তাহাকে পীড়িত দেখিয়া এবং কৃপাহেতু গরুড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর সরোবর সমীপে গমন করিয়া কুম্ভীরের সহিত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর দ্রষ্টা দেব-

গণের সমক্ষেই চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদীর্ণ করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—গরুড়োঽপি মন্দগতিরিতি তৎপৃষ্ঠাদবতীর্য্য বামকরেণ শুণ্ডং ধৃত্বা সরসঃ সকাশাৎ তটে উজ্জহার। ততশ্চ দক্ষিণকরেণ অরিণা চক্রেণ বিপাটিতং মুখং যস্য তস্মাৎ, উচ্ছ্রিয়াণাং দেবানাং সংপশ্যতাং সম্যক্‌তয়া পশ্যত্যোঽপি তাননাদৃত্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য তৃতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহসা অবতীর্য্য'—গরুড়ও যেন ধীরগামী, এই বিবেচনায় শ্রীহরি অতিদ্রুত তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, বাম হস্তে হস্তীর শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক (উভয়কে) জল হইতে সরোবরের তটে টানিয়া তুলিলেন। 'অরিণা'—চক্রের দ্বারা, 'বিপাটিতমুখাৎ'—বিপাটিত অর্থাৎ বিদারিত করা হইয়াছে মুখ যাহার, সেই গ্রাহ হইতে। 'সংপশ্যতাং উচ্ছ্রিয়াণাং'—সম্যক্‌রূপে দেখিতেছে যে দেবগণ, তাহাদের সমক্ষেই, ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই যেন। (অর্থাৎ তারপর দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষেই তাহাদিগকে অনাদরপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্রের দ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদারিত করিয়া, শ্রীহরি গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তদা দেবর্ষিগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কর্ম্ম তদ্ধরেঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদত্ব-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

'হূহু' নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি একদা সরোবরে স্ত্রীগণ-সহ ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া রঙ্গচ্ছলে স্নানরত দেবলঋষির পদধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করায় ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। শাপ-শ্রবণে দুঃখিতচিত্তে মুনিবরকে অনেক স্তুতির পর মুনিবর তাঁহার গজেন্দ্র-মোক্ষণ-সময়ে উদ্ধার-কথা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে ঐ গ্রাহ শ্রীহরির চক্রে বিদারিত বদন হইয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হন। গজেন্দ্রও ভগবৎ-স্পর্শে অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সারূপ্যগতি প্রাপ্ত হন। এই গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইতি মলয়াচলে গমন করিয়া তথায় আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় একদিন মহাযশা অগস্ত্য-ঋষি বহুশিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা ভগবদ্ধ্যানমগ্নাবস্থায় থাকিয়া

মুনিবরের অভ্যর্থনাদি না করায় মুনিবর অত্যন্ত কুপিত হন এবং রাজাকে স্তব্ধমতিগজত্ব-প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করেন। পরে রাজাও মুনিশাপে কৌঞ্জরীযোনি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়। কিন্তু বহুকাল শ্রীহরির অর্চ্চনা করায় গ্রাহগ্রস্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়। তৎফলে তিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর শ্রীশুকদেবের মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা ও তাঁহার বিবিধ বিভূতিবিশেষের মাহাত্ম্য সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণকারীর পরমাগতিলাভাদি কীর্ত্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তদা (তস্মিন্ গজমোক্ষণকালে) ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ (ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ সর্ব্বে) দেবর্ষিগন্ধর্ব্বাঃ (দেবাঃ ঋষয়ঃ গন্ধর্ব্বাশ্চ) হরেঃ (ভগবতঃ) তৎ (গজেন্দ্রমোক্ষণরূপং অত্যদ্ভুতং) কর্ম্ম শংসন্তঃ (প্রশংসন্তঃ) কুসুমাসারং (পুষ্পবৃষ্টিং) মুমুচুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সেই গজমোক্ষণকালে ব্রহ্মা-মহেশ পুরঃসর দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ হরির এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পার্ষদত্বং গজেন্দ্রস্য গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ যাদসঃ।
চতুর্থে ভগবদ্বাক্যং হিতমুক্তং মরিষ্যতাম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে গজেন্দ্রের পার্ষদত্ব, গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব, এবং মরণশীল জীবগণের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের হিত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে ॥১॥

নেদুর্দুন্দুভয়ো দিব্যা গন্ধর্ব্বা ননৃতুর্জগুঃ।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—দিব্যাঃ (দেবসম্বন্ধিনঃ) দুন্দুভয়ঃ (বাদ্যবিশেষাঃ) নেদুঃ। গন্ধর্ব্বাঃ ননৃতুঃ জগুঃ (চ) ঋষয়ঃ চারণাঃ সিদ্ধাঃ (তথা) পুরুষোত্তমং (তাদৃশং গজমোক্ষণং কুর্ব্বন্তং ভগবন্তং বিষয়ীকৃত্য) তুষ্টুবুঃ (তস্য স্তুতিঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—স্বর্গে দুন্দুভিসমূহ নিনাদিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ সেই ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমঃশ্লোকমব্যয়ম্।
অগায়ত যশোধাম কীর্ত্তন্যগুণসৎকথম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ হূহূঃ (নাম) গন্ধর্ব্বসত্তমঃ (গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) সঃ দেবলশাপেন (দেবলস্য শাপেন) গ্রাহঃ (জাতঃ আসীৎ অধুনা) মুক্তঃ (দেবলশাপাৎ মোচিতঃ) সদ্যঃ বৈ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্ (প্রাক্তনাদ্ভুততমগন্ধর্ব্বরূপধৃক্ সন্) উত্তমঃ শ্লোকং (পরমজ্যোতিস্বরূপম্) অব্যয়ম্ (অপরিচ্ছিন্নং নিত্যং) যশোধাম (যশসঃ ধাম আশ্রয়ং) কীর্ত্তন্যগুণসৎকথং (কীর্ত্তন্যাঃ কীর্ত্তনীয়াঃ গুণাঃ সতী কথা চ যস্য তম্) অধীশং (হরিং) শিরসা (মস্তকেন) প্রণম্য অগায়ত ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—হূহূ নামে গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবল মুনির শাপে কুম্ভীর হয়েন, এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়া পরমাশ্চর্য্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তমঃশ্লোক, অপরিচ্ছন্ন, যশের আশ্রয়, কীর্ত্তনীয়-গুণকীর্ত্তিমান্ ভগবান্ হরিকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া স্তুতি-গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেবলশাপেনেত্যেবমত্র কথা। সরসি স্ত্রীভিঃ ক্রীড়ন্নসৌ স্নাতুং প্রবিষ্টং দেবলং পাদে প্রগৃহ্য বিচকর্ষ স চ কুপিতো গ্রাহো ভবেতি শশাপ। তেন চ প্রসাদিতঃ সন্নুবাচ। এবমেব গজেন্দ্রং গৃহীতবন্তং ত্বাং হরির্মোচয়িষ্যতীতি। অধীশং কীদৃশং যশসো ধাম আশ্রয়ম্ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবল-শাপেন'—দেবল ঋষির শাপ হইতে মুক্ত হইয়া। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক কথা এইরূপ—হূহূ নামক এক গন্ধর্ব্ব একদা স্ত্রীগণের সহিত সরোবর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় দেবল ঋষি ঐ সরোবরে স্নান করিতে প্রবিষ্ট হইলে, গন্ধর্ব্বরাজ আমোদহেতু ঋষিবরের চরণ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুনি-

বর শাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন —'অরে দুষ্ট ! গ্রাহ হইয়া জন্মগ্রহণ কর'। ইহা শুনিয়া ঐ গন্ধর্ব্ব মুনিকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন—'তুমি এইরূপে গজেন্দ্রের চরণ ধারণ করিও, ভগবান্ শ্রীহরি গজেন্দ্রের উদ্ধার করিবার সময় তোমাকেও মুক্ত করিবেন। 'অধীশঃ'—তিনি কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যশোধাম', যশের আশ্রয় ॥ ৩-৪ ॥

সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ঈশেন (স্তুত্যা প্রীতেন ভগবতা) অনুকম্পিতঃ (অনুকম্পাবিষয়ীকৃতঃ) সঃ (হূহূনামা গন্ধর্ব্বসত্তমঃ) তম্ (ঈশং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) প্রণম্য (চ) লোকস্য (ব্রহ্মাদিদেবগণস্য) পশ্যতঃ (সতঃ) মুক্তকিল্বিষঃ (মুক্তং কিল্বিষং দেবলশাপরূপং যস্য তাদৃশঃ সন্) স্বং লোকং (গন্ধর্ব্বলোকম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবৎকর্ত্তৃক অনুকম্পিত সেই গন্ধর্ব্ব হরিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে পাপমুক্ত হইয়া স্বীয় গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—গজেন্দ্রঃ (অপি তদা) ভগবৎস্পর্শাৎ (ভগবতঃ হরেঃ স্পর্শাৎ হেতোঃ) অজ্ঞানবন্ধনাৎ (অজ্ঞানরূপকর্ম্মবন্ধনাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) পীতবাসাঃ (পীতং পিশঙ্গং বাসঃ বস্ত্রং যস্য সঃ) চতুর্ভুজঃ (চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) ভগবতঃ রূপম্ (ইত্যেবং সারূপ্যং) প্রাপ্তঃ (বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎ সংস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস ও চতুর্ভুজ হইয়া ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবৎস্পর্শাৎ ভগবৎকর্ম্মকস্পর্শাৎ তত্র মনোবচোভ্যাং স্পর্শাৎ অজ্ঞানবন্ধাতো মুক্তঃ। স্থূলদেহেন স্পর্শাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ভগবতো রূপং প্রাপ্তো ধ্রুব ইবেতি জ্ঞেয়ম্। দেহমব্যয়ং করোত্বিতি পূর্ব্বপ্রার্থনাৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবৎস্পর্শাৎ'—ভগবান্‌কে স্পর্শ করায়, তন্মধ্যে মনঃ ও বাক্যের দ্বারা স্পর্শহেতু অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্থূলদেহের দ্বারা স্পর্শহেতু স্পর্শমণি-ন্যায়ে ধ্রুবাদির ন্যায় ভগবানের সারূপ্য (পার্ষদত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে, 'দেহম্ অব্যয়ং করোতু' (১৯ শ্লোক) —আমার দেহকে অপ্রাকৃত করুন, তাহার এই পূর্ব্ব প্রার্থনা অনুসারে ॥ ৬ ॥

স বৈ পূর্ব্বমভূদ্রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (গজেন্দ্রঃ) পূর্ব্বং (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি) পাণ্ড্যঃ (পাণ্ড্যদেশাধিপতিঃ) দ্রবিড়সত্তমঃ (দ্রবিড়েষু শ্রেষ্ঠঃ) বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ (বিষ্ণুব্রতং শ্রীবিষ্ণুভজনাত্মকং তদেব পরম্ উৎকৃষ্টম্ অয়নম্ অনুষ্ঠেয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ইতি খ্যাতঃ (তদাখ্যঃ) রাজা অভূৎ (আসীৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, দ্রবিড় সাধুশ্রেষ্ঠ, পাণ্ড্য-দেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

স একদারাধনকাল আত্মবান্
গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্ ।
জটাধরস্তাপস আপ্লুতোঽচ্যুতং
সমর্চ্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং স্থিতে সতি) জটাধরঃ তাপসঃ (তপোনিষ্ঠঃ) কুলাচলাশ্রমঃ (কুলাচলে মলয়াদ্রৌ আশ্রমঃ আশ্রয়ঃ যস্য তাদৃশঃ) সঃ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) একদা আরাধনকালে (ভগবদারাধনকালে) আত্মবান্ (সমাহিতচিত্তঃ) গৃহীতমৌনব্রতঃ (গৃহীতং মৌনাত্মকং ব্রতং যেন সঃ তাদৃশঃ) আপ্লুতঃ (ভগবৎপ্রেম্না আপ্লুতঃ চ সন্) অচ্যুতং হরিম্ ঈশ্বরং সমর্চ্চয়ামাস (আরাধনাং কৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জটাধারী, তপোনিষ্ঠ মলয়াশ্রম সেই

'ইন্দ্রদ্যুম্ন' একদা আরাধনার সময়ে সমাহিতচিত্তে মৌনব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হইয়া অচ্যুত হরির পূজা করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কুলাচলে মলয়াদ্রাবাশ্রমো যস্য সঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুলাচলাশ্রমঃ'—মলয় পর্ব্বতে আশ্রম যাঁহার, সেই পাণ্ড্যদেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ
সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ ।
তং বীক্ষ্য তূষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং
রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) শিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতঃ) মহাযশাঃ মুনিঃ (অগস্ত্যঃ) যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছাক্রমেণ) তত্র (ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে) সমাগমৎ (সমাগতবান্। আগত্য চ) তম্ (ইন্দ্রদ্যুম্নং) তূষ্ণীম্ (অবস্থিতম্) অকৃতার্হণাদিকম্ (অকৃতম্ অসমর্পিতম্ অর্ঘ্যাদিকং যেন তং তদবস্থং) রহসি (একান্তে) উপাসীনম্ (উপবিষ্টং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঋষিঃ (অগস্ত্যঃ) চুকোপ হ (তৎপ্রতি ক্রোধং কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন শিষ্যগণে পরিবৃত মহাযশা অগস্ত্য মুনি স্বেচ্ছাক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে সমাগত হইলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে তূষ্ণীম্ভূত, তৎসৎকারহীন ও নির্জ্জনে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৯ ।

বিশ্বনাথ—মুনিরগস্ত্যঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুনিঃ'—অগস্ত্য ঋষি ॥ ৯ ॥

তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-
রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য ।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং
যথা গজস্তব্ধমতিঃ স এব ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) তস্মৈ (ইন্দ্রদ্যুম্নায় ক্রোধাক্রান্তঃ অগস্ত্যঃ) ইমং শাপম্ অদাৎ (দত্তবান্ যৎ) অয়ম্ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) অসাধুঃ দুরাত্মা অকৃতবুদ্ধিঃ (অকৃতা অশিক্ষিতা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অদ্য (অধুনা) বিপ্রাবমন্তা (বিপ্রান্ অস্মান্ অবমন্যতে পরিভবতীতি তথা অতঃ হেতোঃ) তমিস্রম্ (অজ্ঞানং) বিশতাং (প্রাপ্নোতু) যথা গজঃ স্তব্ধমতিঃ (স্তব্ধা অনম্রা মতিঃ যস্য সঃ তথৈব অয়ম্ অতঃ) সঃ এব (গজঃ এব ভবতু ইতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অগস্ত্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই শাপ দিলেন যে 'এই ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা ও অশিক্ষিতবুদ্ধি, এক্ষণে ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, সুতরাং তমিস্র (অজ্ঞান) প্রবেশ করুক এবং গজবৎ স্তব্ধমতি এই ব্যক্তি হস্তিযোনি প্রাপ্ত হউক' ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতবুদ্ধিঃ অশিক্ষিতধীঃ। স এব গজ এব ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকৃতধীঃ'—অশিক্ষিতবুদ্ধি। 'সঃ এব'—(যেহেতু এই রাজা হস্তীর ন্যায় জড়বুদ্ধি, অতএব) সে হস্তীই হউক ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং শপ্ত্বা গতোঽগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষির্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥ ১১ ॥
আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ ।
হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন যদ্গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, এবং শপ্ত্বা (অভিশাপং দত্ত্বা) সানুগঃ (সশিষ্যঃ) ভগবান্ অগস্ত্যঃ গতঃ (যযৌ। ততঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ রাজর্ষিঃ অপি তৎ (অগস্ত্যশাপাদিকং) দিষ্টং (প্রারব্ধমেব) উপধারয়ন্ (নিশ্চিন্বন্) আত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ (আত্মনঃ পরমাত্মনঃ স্মৃতিনাশিনীম্) কৌঞ্জরীং (গজসম্বন্ধিনীং) যোনিম্ আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ। তদা) গজত্বে অপি (যা) অনুস্মৃতিঃ (সা) হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন (হরেঃ ভগবতঃ অর্চ্চনস্য অনুভাবেন পূর্ব্বজন্মনি ভগবদারাধনপ্রভাবেন অভূদিতি শেষঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এই প্রকার অভিশাপ দিয়া ভগবান্ অগস্ত্য সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রেরিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করতঃ পরমাত্মস্মৃতিনাশিনী গজযোনি প্রাপ্ত হইলেন ; হরির অর্চ্চনাপ্রভাবে হস্তিযোনিতেও তাঁহার পশ্চাৎ স্মৃতি হইয়াছিল ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্টং দুরদিষ্টং উপধারয়ন্ জানন্। যস্য গজত্বে যদ্‌গজত্বে ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্টং'—ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রাপ্ত মনে করিয়া। 'যদ্‌গজত্বে অপি'—যাঁহার হস্তিজন্ম প্রাপ্তিতেও (শ্রীহরির আরাধনার প্রভাবে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল।) ॥১১-১২॥

এবং বিমোক্ষ্য গজযূথপমব্জনাভ-
স্তেনাপি পার্ষদগতিং গমিতেন যুক্তঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-
কর্ম্মাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোঽগাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (ইত্থং) গজযূথপং (গজেন্দ্রং) বিমোক্ষ্য পার্ষদগতিং (পার্ষদত্বং) গমিতেন (প্রাপিতেন) তেন (গজেন্দ্রাখ্যজীবেন) অপি (স্বপার্ষদৈশ্চ) যুক্তঃ (পরিবৃতঃ) গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈঃ উপগীয়মানকর্ম্ম (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ উপগীয়মানং কর্ম্ম যস্য সঃ) গরুড়াসনঃ (গরুড়ঃ আসনং বাহনং যস্য সঃ) অব্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ হরিঃ) অদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) স্বভবনম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাহাকে মুক্ত করিয়া পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত গজেন্দ্রের সহিত গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবগণকর্তৃক তৎকর্ম্ম বিষয়ে গীত হইয়া পদ্মনাভ গরুড়াসন হরি অত্যাশ্চর্য্য স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিমোক্ষ্যেতি গ্রাহাদিতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিমোক্ষ্য'—গ্রাহ হইতে মুক্ত করিয়া ॥ ১৩ ॥

এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া
কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্।
স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং
দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য্য শৃণ্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, এতৎ গজরাজমোক্ষণং (গজেন্দ্রমোচনরূপঃ) কৃষ্ণানুভাবঃ (ভগবৎপ্রভাবঃ) তব (তুভ্যং) ময়া ঈরিতঃ (কথিতঃ) (হে) কুরুবর্য্য, (এতৎ গজেন্দ্রমোক্ষণং) শৃণ্বতাং (জনানাং) স্বর্গ্যং (স্বর্গসাধনং) যশস্যং (যশস্করং) কলিকল্মষাপহং (কলৌ যুগে যৎকল্মষং পাপং তদপহন্তীতি তথাভূতং) দুঃস্বপ্ননাশং (দুঃস্বপ্নং নাশয়তীতি তথা তাদৃশং ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই গজেন্দ্রের মুক্তিরূপ ভগবৎ-প্রভাব তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। হে কুরুবর্য্য, এই আখ্যান শ্রবণকারী জনগণের স্বর্গ-সাধক, যশস্কর, কলিকলুষহারক ও দুঃস্বপ্ননাশক ॥

যথানুকীর্ত্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ।
শুচয়ঃ প্রাতরুত্থায় দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) শ্রেয়স্কামাঃ দ্বিজাতয়ঃ (ত্রৈবর্ণিকাঃ) প্রাতঃ উত্থায় শুচয়ঃ (শুচিভূতাঃ সন্তঃ) দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে (দুঃস্বপ্নাদীনামশুভানাং নিবৃত্তয়ে) এতৎ যথা (যথাবৎ) অনুকীর্ত্তয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রেয়স্কাম দ্বিজাতিগণ প্রভাত কালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদি অশুভের নিবৃত্তি কামনায় যথাবিধি ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা যথাবৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা'—যথানিয়মে (এই গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করিয়া থাকেন।) ॥ ১৫ ॥

ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম।
শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতময়ো বিভুঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুসত্তম, শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং (প্রাণিনাং সকাশে) সর্ব্বভূতময়ঃ (সর্ব্বাত্মা) বিভুঃ হরিঃ (নারায়ণঃ) প্রীতঃ (আনন্দিতঃ সন্) গজেন্দ্রং (প্রতি) ইদম্ আহ (বক্ষ্যমানম্ উক্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুসত্তম, সর্ব্বাত্মা বিভু হরি প্রীত হইয়া শ্রবণকারী সকল প্রাণিগণের সমক্ষে গজেন্দ্রকে বক্ষ্যমান বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যে মাং ত্বাঞ্চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্।
বেত্রকীচকবেণূনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥১৮॥
শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥
শেষঞ্চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্।
ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥ ২০ ॥
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈরবতারৈঃ কৃতানি মে।
কর্ম্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্ ॥ ২১ ॥
প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্ম্মমব্যয়ম্।
দাক্ষায়ণীর্ধর্ম্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২ ॥
গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্।
ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্ সপ্ত পুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥২৩॥
উত্থায়াপররাত্রান্তে প্রযতাঃ সুসমাহিতাঃ।
স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেঽংহসোঽখিলাৎ ॥২৪

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—যে (জনাঃ) মাং ত্বাং চ সরঃ চ (এতৎ সরোবরম্) ইদং গিরিকন্দর-কাননং, বেত্রকীচকবেণুনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ (দেবতরূন্) ইমানি শৃঙ্গাণি (মে) মম ব্রহ্মণঃ শিবস্য চ ধিষ্ণ্যানি (স্থানানি) মে (মম) প্রিয়ং ধাম ক্ষীরোদং (ক্ষীরোদসাগরং তথা) ভাস্বরং (দীপ্তিমন্তং) শ্বেতদ্বীপং চ মম শ্রীবৎসং (চিহ্নং) কৌস্তুভং, মালাং, কৌমোদকীং গদাং, সুদর্শনং (চক্রং), পাঞ্চজন্যং (শঙ্খং) পতগেশ্বরং (পতঙ্গানাম্ ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠম্) সুপর্ণং (গরুড়ং) শেষং চ (অনন্তনাগং চ) মৎকলাং (মদংশরূপাং) মদাশ্রয়াং (মম হৃদয়াশ্রয়াং) সূক্ষ্মাং (দুর্গ্রাহ্যস্বরূপাং) শ্রিয়ং দেবীং (শ্রীলক্ষ্মীং) ব্রহ্মাণম্ ঋষিং নারদং ভবং (মহাদেবং) প্রহ্লাদম্ এব চ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈঃ অবতারৈঃ মে (ময়া) কৃতানি (আচরিতানি) অনন্ত-পুণ্যানি কর্ম্মাণি (তথা) সূর্য্যং সোমং (চন্দ্রং) হুতাশনম্ (অগ্নিং) প্রণবম্ (ওঙ্কারং) সত্যম্ অব্যক্তং (মায়াং) গোবিপ্রান্, অব্যয়ং ধর্ম্মং (ভক্তিলক্ষণং) সোমকশ্যপয়োঃ ধর্ম্মপত্নীঃ অপি দাক্ষায়ণীঃ (যাঃ দক্ষকন্যাঃ আসন্ তাঃ) গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীম্ (ইমাঃ নদীঃ তথা) সিতবারণম্ (ঐরাবতং) ধ্রুবম্ (ঔত্তানপাদিকং) সপ্ত ব্রহ্মঋষীন্, পুণ্যশ্লোকান্ চ (পুণ্যেন শ্লোক্যন্তে কথ্যন্তে ইতি পুণ্যশ্লোকাঃ তান্ তাদৃশান্ ধার্ম্মিকান্) মানবান্ চ অপর রাত্রান্তে (রাত্রিশেষে অরুণোদয়প্রারম্ভে) উত্থায় প্রযতাঃ (সংযতচিত্তাঃ) সুসমাহিতাঃ (একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ) মম রূপাণি (সরঃ আদীনি মম রূপাণি) স্মরন্তি তে অখিলাৎ অংহসঃ (সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ) মুচ্যন্তে হি (মুক্তাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭-২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে সকল ব্যক্তি রাত্রিশেষে উত্থানপূর্ব্বক সংযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া মদ্রূপস্বরূপ আমাকে, তোমাকে এবং এই সরোবর, গিরি, কন্দর, কানন, বেত্রকীচক ও বেণুর গুল্ম, দেবদারু—আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাস এই সকল শৃঙ্গ আমার প্রিয়ধাম ক্ষীরোদসাগর, দীপ্তি-শালী শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎসচিহ্ন, কৌস্তুভমণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চ-জন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষনাগ, আমার সূক্ষ্মা কলারূপিণী এবং মদাশ্রয়া লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ-ঋষি, মহাদেব, প্রহ্লাদ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারে আমার আচরিত অনন্ত পুণ্যাত্মক কর্ম্মসকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়া, গো, বিপ্র ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী দক্ষসুতাগণ, গঙ্গা, সর-স্বতী, নন্দা, কালিন্দী, ঐরাবত, হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি, পুণ্যশ্লোক, মানবগণকে স্মরণ করে, তাহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৭-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মাং ত্বাঞ্চেত্যাদি দ্বিতীয়ান্তানাং স্মরন্তী-ত্যষ্টমেনান্বয়ঃ। অব্যক্তং মায়াং, অব্যয়ং ধর্ম্মং ভক্তিম্। সোমকশ্যপয়োরপি পত্নীঃ, সিতবারণমৈরা-বতম্ ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাং ত্বাম্ চ'—আমাকে এবং তোমাকে, এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত 'স্মরন্তি'—স্মরণ করে, এই অষ্টম (২৪ নং) শ্লোকের অন্বয় হইবে। 'অব্যক্তং' (২২ শ্লোক)—অব্যক্ত বলিতে মায়া, 'অব্যয় ধর্ম্ম'—অর্থাৎ ভক্তি। 'সোম-কশ্য-পয়োঃ'—চন্দ্র ও কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যাগণ। 'সিত-বারণম্'—ঐরাবত হস্তী ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত

শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮।৪ ।।

যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে ।
তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ॥২৫

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, যে (চ জনাঃ) নিশাত্যয়ে (নিশাপগমে প্রভাতে) প্রতিবুধ্য অনেন (ত্বৎকৃতেন স্তোত্রেণ) মাং স্তুবন্তি । অহং চ তেষাং প্রাণাত্যয়ে (প্রয়াণকালে) বিপুলাং (মদ্বিষয়াং) গতিম্ (আশ্রয়ম্) দদামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ, যে সকল ব্যক্তি প্রভাতে জাগরিত হইয়া ত্বৎকৃত স্তোত্র দ্বারা আমাকে স্তব করে, আমি তাহাদের প্রাণ বিয়োগে বিপুলা গতি প্রদান করি ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রাধ্মায় জলজোত্তমম্ ।
হর্ষয়ন্ বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্থম্) আদিশ্য (আজ্ঞাপ্য) হৃষীকেশঃ (হরিঃ) জলজোত্তমং (শঙ্খশ্রেষ্ঠং পাঞ্চজন্যং) প্রাধ্মায় (বাদয়িত্বা) বিবুধানীকং (ব্রহ্মাদিদেবতাবর্গং) হর্ষয়ন্ খগাধিপং (গরুড়ম্) আরুরোহ (*আরুহ্য স্বভবনমগাদিত্যর্থঃ*) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হৃষীকেশ এই আদেশ করিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য বাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে আনন্দিত করতঃ গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ
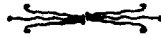
শ্রীশুক উবাচ—
রাজন্নুদিতমেতৎ তে হরেঃ কর্ম্মাঘনাশনম্ ।
গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত তথা দুর্ব্বাসাশাপে ভ্রষ্টশ্রী দেবগণসহ ব্রহ্মার শ্রীহরিস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে ।

পূর্ব্ববর্ণিত চতুর্থমনুতামস-ভ্রাতা পঞ্চম মনু রৈবত । রৈবতের অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্যাদি পুত্র । এই মন্বন্তরে বিভু নামক ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামক পত্নীগর্ভে ভগবান্ বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব । ইনিই রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠলোক-নির্ম্মাতা । ইঁহার অনুভাব ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত । চক্ষু মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু । পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি ইঁহার পুত্র । এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্যাদি দেবতা, হর্য্যস্মৎ ও বীরকাদি সপ্তর্ষি এবং বৈরাজপত্নী দেবসম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ অজিতের আবির্ভাব, এই ভগবান্ অজিতই সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদিগের জন্য সুধাসাধন এবং কূর্ম্মরূপে মন্দর ধারণ করেন । অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ সমুদ্রমন্থন-ব্যাপার শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেবের তৎসমীপে দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণের পরাজয় তথা দুর্ব্বাসাশাপে ইন্দ্রসহ ত্রিভুবনের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় দেবগণের ব্রহ্মসভায় গমন ও ব্রহ্মাকে সকল বিষয় নিবেদন এবং ব্রহ্মার দেবগণসহ ক্ষীরোদসাগরে উপনীত

হইয়া ব্যষ্টি-জীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের স্তব প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, হরেঃ (ভগবতঃ) এতৎ পুণ্যং (পুণ্যতমং) গজেন্দ্রমোক্ষণম্ অঘনাশনং (দুরিতনিবর্ত্তকং) কর্ম্ম (ময়া) তে (তুভ্যম্) উদিতং (কথিতং) তু (অধুনা) চ রৈবতম্ অন্তরং (মন্বন্তরং) শৃণু ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, হরির এই পুণ্যতম গজেন্দ্র-মোক্ষণরূপ পাপনাশক কর্ম্ম তোমার নিকট কথিত হইল, এক্ষণে রৈবত মনুর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠ-মন্বন্তরে শ্রীমদজিতস্য কথামনু।
দুর্ব্বাসঃশাপনিঃশ্রীকাঃ পঞ্চমে তুষ্টুবুঃ সুরাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ষষ্ঠ মন্বন্তরে শ্রীমদ্ অজিতের কথাপ্রসঙ্গে দুর্ব্বাসার অভিশাপে ভ্রষ্টশ্রী দেবগণ স্তুতি করেন—ইহা এই পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥১

পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ।
বলিবিন্ধ্যাদয়স্তস্য সুতা হার্জ্জুনপূর্ব্বকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চমঃ মনুঃ রৈবতঃ (ইতি) নাম (নাম্না প্রসিদ্ধঃ সঃ চ রৈবতঃ) তামসসোদরঃ (তামসঃ চতুর্থঃ মনুঃ প্রিয়ব্রতপুত্রঃ তস্য সোদরঃ ভ্রাতা ইত্যর্থঃ) তস্য (রৈবতস্য মনোঃ) হ (নিশ্চিতম্) অর্জ্জুনপূর্ব্বকাঃ (অর্জ্জুনঃ পূর্ব্বঃ প্রধানঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) বলি-বিন্ধ্যাদয়ঃ (বলিবিন্ধ্যৌ আদী যেষাং তে তথাভূতাঃ) সুতাঃ (পুত্রাঃ অভবন্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তামসের সহোদর পঞ্চম মনু 'রৈবত' নামে প্রসিদ্ধ, তাহার অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্য প্রভৃতি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণাঃ রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ।
হিরণ্যরোমা বেদশিরা উর্দ্ধবাহ্বাদয়ো দ্বিজাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ (অস্মিন্ রৈবত মন্বন্তরে) বিভুঃ (নাম) ইন্দ্রঃ (অভবৎ) ভূতরয়াদয়ঃ সুরগণাঃ (দেবগণাঃ অভবন্) হিরণ্যরোমা বেদশিরাঃ উর্দ্ধ-বাহ্বাদয়ঃ (সপ্ত) দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ ঋষয়ঃ আসন্) ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই রৈবত মন্বন্তরে বিভু-নামে ইন্দ্র এবং ভূতরয়াদি দেবগণ ও হিরণ্যরোমা, বেদশিরা এবং উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি ছিলেন ॥ ৩ ॥

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শুভ্রস্য (ভর্ত্তুঃ) বিকুণ্ঠা (ইতি খ্যাতা) পত্নী (আসীৎ) তয়োঃ (বিকুণ্ঠাশুভ্রয়োঃ সকাশাৎ) স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ হরিঃ) স্বকলয়া (স্বীয় অংশেন) বৈকুণ্ঠৈঃ (অন্যৈঃ বৈকুণ্ঠাখ্যৈঃ) সুর-সত্তমৈঃ (সুরেষু দেবেষু সত্তমৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সহ) জজ্ঞে (অবতীর্ণঃ বভূব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে এক পত্নী ছিলেন, সেই শুভ্র এবং বিকুণ্ঠা হইতে স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠ (হরি) বৈকুণ্ঠ নামক দেব শ্রেষ্ঠগণের সহিত স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শুভ্রস্য পত্নী বিকুণ্ঠা আসীদিতি শেষঃ। তয়োর্ভগবান্ বৈকুণ্ঠৈঃ সহ জজ্ঞে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকুণ্ঠা'—শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে এক পত্নী ছিলেন। সেই শুভ্র ও বিকুণ্ঠা হইতে বৈকুণ্ঠ নামক শ্রেষ্ঠ দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং নিজ অংশ দ্বারা 'বৈকুণ্ঠ' নামে আবির্ভূত হন ॥ ৪

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেব্যা রময়া (লক্ষ্ম্যা) প্রার্থ্যমানেন যেন (বৈকুণ্ঠেন ভগবতা) তৎ প্রিয়কাম্যয়া (তস্যাঃ লক্ষণ্যাঃ প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) লোকনমস্কৃতঃ (সর্ব্ব-লোকপূজিতঃ) বৈকুণ্ঠঃ লোকঃ কল্পিতঃ (রচিতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মী দেবীর প্রার্থনানুসারে ভগবান্ হরি তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে বাসনা করিয়া লোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠ লোক নির্ম্মাণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে তথৈব বৈকুণ্ঠস্য কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বং। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাৎ নিত্যত্বাভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ জজ্ঞ ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠসুতস্তস্যে বেদং বৈকুণ্ঠং মূলবৈকুণ্ঠস্ত অষ্টাবরণপারে বিরজং সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রসিদ্ধমিতি সন্দর্ভঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতঃ'—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠরূপী ভগবান্ শ্রীহরিই লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য সর্ব্বলোকের বন্দনীয় বৈকুণ্ঠলোক কল্পনা (রচনা) করেন। যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রই জন্ম বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ এখানে বৈকুণ্ঠের কল্পনা বলিতে তাহার আবির্ভাবই, কিন্তু উহা প্রাকৃতের ন্যায় কৃত্রিম নহে। কারণ উভয়ই (শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ধাম) নিত্য। ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবিকুণ্ঠাপুত্রের রচিত এই বৈকুণ্ঠ, কিন্তু 'মূলবৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত, উহা অষ্টাবরণের পরপারে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রসিদ্ধ ॥' ৫ ॥

তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ।
ভৌমান্ রেণূন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদ্‌গুণান্ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ) অনুভাবঃ (সনকাদি শাপেন দৈত্যতাং প্রাপ্তাভ্যাং জয়বিজয়াভ্যাং বরাহাদিরূপেণ যুদ্ধাদিলক্ষণঃ প্রভাবঃ) পরমোদয়াঃ (মহর্দ্ধয়ঃ) গুণাঃ চ (ব্রহ্মণ্যতাদয়ঃ) কথিতঃ (তৃতীয় সপ্তমস্কন্ধাদিষু চ সংগ্রহেণ ময়া বর্ণিতঃ। হে রাজন্, কঃ জনঃ ভগবতঃ গুণান্ বর্ণয়িতুং সমর্থ? ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) যঃ (পুমান্) বিষ্ণোঃ গুণান্ বর্ণয়েৎ (সাকল্যেন বর্ণয়িতুং সমর্থঃ) সঃ ভৌমান্ (ভূসম্ভবান্) রেণূন্ (অপি) বিমমে (গণয়িতুং সমর্থঃ কিন্তু ভৌমানাং রেণূনাং গণনবৎ বিষ্ণোর্গুণানাং সাকল্যেন বর্ণনমশক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার অনুভাব ব্রহ্মণ্যতাদি গুণ এবং সুমহৎ ঋদ্ধির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়, সে ভূমিস্থ রেণুগুলিকেও গণনা করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কথিতস্তৃতীয়স্কন্ধে গুণা ব্রহ্মণ্যত্বাদয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য অনুভাবঃ কথিতঃ'—সেই বৈকুণ্ঠের প্রভাব তৃতীয়স্কন্ধে কথিত হইয়াছে। 'গুণাঃ'—গুণ বলিতে তাঁহার ব্রহ্মণ্যত্ব প্রভৃতি ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ।
পূরুপূরুষসুদ্যুম্নপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ষষ্ঠঃ চ মনুঃ বৈ (নিশ্চিতং) চক্ষুষঃ পুত্রঃ চাক্ষুষঃ (ইতি) নাম (প্রসিদ্ধং) পূরু-পূরুষ-সুদ্যুম্নপ্রমুখাঃ (সর্ব্বে) চাক্ষুষাত্মজাঃ (চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ আসন্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মনু ছিলেন। পূরু, পূরুষ এবং সুদ্যুম্ন প্রমুখ চাক্ষুষমনুর সন্তানগণ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ।
মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্য্যস্মদ্বীরকাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ষষ্ঠমন্বন্তরে) মন্ত্রদ্রুমঃ ইন্দ্রঃ (অভবৎ) আপ্যাদয়ঃ গণাঃ (সমূহাঃ) দেবাঃ (দেবগণাঃ আসন্) (হে) রাজন্, তত্র (মন্বন্তরে) বৈ (নিশ্চিতং) হর্য্যস্মদ্ বীরকাদয়ঃ (সপ্ত) মুনয়ঃ (ঋষয়ঃ অভবন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রদ্রুম তাঁহার ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা, হর্য্যস্মদ্ ও বীরকাদি সপ্তর্ষি ছিলেন ॥ ৮ ॥

তত্রাপি দেবসম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (ষষ্ঠে মন্বন্তরে) বৈরাজস্য (ভর্ত্তুঃ) দেবসম্ভূত্যাং (ভার্য্যায়াং) দেবঃ জগতীপতিঃ ভগবান্ অংশেন (কলয়া) অজিতঃ (ইতি) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সুতঃ অভবৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও বৈরাজের ঔরসে দেব সম্ভূতির গর্ভে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়

অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

পয়োধিং যেন নির্ম্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (অজিতেন) পয়োধিং (ক্ষীর-সমুদ্রং) নির্ম্মথ্য সুরাণাং সুধা (অমৃতঃ) সাধিতা (সম্পাদিতা) কূর্ম্মরূপেণ (যেন অজিতেন তত্র চ) অম্ভসি (সাগর জলে) ভ্রমমাণঃ মন্দরঃ (পর্ব্বতঃ পৃষ্ঠে) ধৃতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যিনি ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া—দেবতাদের জন্য অমৃত সম্পাদন করিয়াছেন এবং যিনি কূর্ম্মরূপে সাগর জলে ভ্রমমান মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্ মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ।
যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারাম্বুচরাত্মনা ॥ ১১ ॥
যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ ততঃ।
এতদ্ভগবত কর্ম্ম বদস্ব পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ, (হে) ব্রহ্মন্, ভগবতা (অজিতেন) যথা (যয়া রীতা) যদর্থং (যৎ প্রয়োজনার্থং) বা ক্ষীরসাগরঃ মথিতঃ যতঃ চ (হেতোঃ) অম্বুচরাত্মনা (কূর্ম্মরূপেণ অজিতঃ) অদ্রিং (মন্দরং পর্ব্বতং পৃষ্ঠে) দধার। যথা (যেন প্রকারেণ) সুরৈঃ (দেবৈঃ) অমৃতং প্রাপ্তং (লব্ধং) ততঃ (সাগরমথনাৎ) অন্যৎ (অমৃতাদ্ব্যতিরিক্তং) কিং চ (বস্তু) অভবৎ। এতৎ (ক্ষীরসাগরমথনাত্মকং) ভগবতঃ পরমাদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) কর্ম্ম বদস্ব (ত্বং কথয়) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে বা যে হেতু ক্ষীরসাগর মন্থন করেন এবং যে কারণে কূর্ম্মরূপে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে দেবগণ অমৃত প্রাপ্ত হন এবং সাগর মন্থন হইতে তদ্ভিন্ন যে সকল বস্তু উদ্ভূত হয় সেই পরমাশ্চর্য্য কর্ম্মসকল আমাকে বলুন ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বুচরঃ কূর্ম্মস্তদাত্মনা ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অম্বুচরাত্মনা'—জলচর কূর্ম্ম, তদ্রূপে ভগবান্ মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

ত্বয়া সংকথ্যমানেন মহিম্না সাত্বতাং পতেঃ।
নাতিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ত্বয়া সংকথ্যমানেন (সম্যক্‌কীর্ত্ত্যমানেন) সাত্বতাং পতেঃ (ভগবতঃ) মহিম্না (মাহাত্ম্যেন) মে (মম) সুচিরং (বহুকালং) তাপতাপিতং (তাপেন আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়েণ তাপিতং দুঃখিতং) চিত্তং ন অতি তৃপ্যতি (হরিকথা-শ্রবণে কেবলং স্পৃহা বর্দ্ধত এব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আপনাকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত সাত্বত-পতি ভগবানের মহিমাদ্বারা সুচির কালতাপ-তপ্ত আমার চিত্ত অতীব পরিতৃপ্ত হইতেছে না ॥ ১৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

সংপৃষ্টো ভগবানেবং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ।
অভিনন্দ্য হরেবীর্য্যমভ্যাচষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—(হে) দ্বিজা, এবম্ (এবম্প্রকারেণ) সংপৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ভগবান্ দ্বৈপায়নসুতঃ (শুকদেবঃ) অভিনন্দ্য (রাজ্ঞঃ প্রশ্নম্ অভিনন্দ্য) হরেঃ বীর্য্যং (মাহাত্ম্যম্) অভ্যাচষ্টুং (কথয়িতুং) প্রচক্রমে (আরেভে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বৈপায়ন-পুত্র শুকদেব-রাজার প্রশ্ন অভিনন্দনপূর্ব্বক হরি-মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ –

যদা যুদ্ধেঽসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ।
গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ ॥১৫॥
যদা দুর্ব্বাসঃশাপেন সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ।
নিঃশ্রীকাশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যদা যুদ্ধে অসুরৈঃ

শিতায়ুধৈঃ (তীক্ষ্ণাস্ত্রৈঃ ধারিভিঃ) বধ্যমানাঃ (আক্রান্তাঃ) দেবাঃ গতাসবঃ (গতপ্রাণাঃ সন্তঃ) নিপতিতাঃ (বভূবুঃ এবং) ভূরিশঃ (বহুশঃ) ন উত্তিষ্ঠেরন্ (ন পুনঃ জীবন্তি স্ম) যদা (চ) (হে) নৃপ, দুর্ব্বাসঃশাপেন (দুর্ব্বাসসঃ মুনেঃ শাপেন) সেন্দ্রাঃ (ইন্দ্রেণ সহিতাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ নিশ্রীকাঃ চ (নির্লক্ষ্মীকাঃ নিঃসম্পদঃ চ) অভবন্ তত্র (তদা) ইজ্যাদয়ঃ (যাগাদয়ঃ) ক্রিয়াঃ (কর্ম্মাণি) নেশুঃ (অসমর্থাঃ ভূত্বা শ্রিয়ং বর্দ্ধয়িতুং ন অশক্নুবম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যে সময়ে যুদ্ধে অসুরগণকর্ত্তৃক তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেবগণ গত প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন এবং অধিকাংশই পুনরায় জীবিত হইলেন না ; হে রাজন্, যে সময়ে দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ইন্দ্রের সহিত লোক-ত্রয় শ্রীবিহীন হইল, সুতরাং তৎকালে যাগাদি ক্রিয়া সমর্থ হইল না ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নোত্তিষ্ঠেরন্ ন পুনর্জীবন্তি স্ম ইতি দেবানাং পরাভব উক্তস্তত্র কারণমাহ দুর্ব্বাসঃশা-পেনেতি। দুর্ব্বাসা হি কদাচিন্মার্গে গচ্ছন্তমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা স্বকণ্ঠস্থা মালা তস্মৈ দত্তা। তেন শ্রীমদেনানাদৃত্যৈ-বৈরাবতস্য কুম্ভয়োর্নিক্ষিপ্তা স চ পশুত্বান্মত্তঃ পতিতাং তাং মালাং পদ্ভ্যাং চূর্ণীচকার। তদ্দৃষ্ট্বা কুপিতো দুর্ব্বাসা স্ত্রিভির্লোকৈঃ সহ ত্বং নিঃশ্রীকো ভবেতি শশাপ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নোত্তিষ্ঠেরন্'—পুরাকালে দেবতাগণ যুদ্ধে অসুরগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণ-ত্যাগপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাহা-দের অনেকেই আর পুনরায় উত্থিত হইলেন না। ইহাতে দেবগণের পরাভব উক্ত হইল, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—'দুর্ব্বাসঃশাপেন', দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে। কোন সময়ে দুর্ব্বাসা পথে ইন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া, নিজকণ্ঠস্থিত মালা তাঁহাকে প্রদান করেন। ঐশ্বর্য্যমদে ইন্দ্র অনাদরপূর্ব্বক উহা গজকুম্ভে স্থাপন করেন, কিন্তু পশু বলিয়া মত্ত হস্তী উহা মস্তক হইতে নিপাতিত করিয়া পদ-দলিত করে। তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিলেন—'ত্রিলোকের সহিত তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও' ॥ ১৫-১৬ ॥

নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ।
নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়ন্তো বিনিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥
ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্দ্ধনি সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ সুরগণাঃ (ইন্দ্রাদিদেবগণাশ্চ) এতৎ (ত্রৈলোক্যস্য নিঃশ্রীকত্বং পতিতানাং দেবানামনুত্থানঞ্চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) স্বয়ং মন্ত্রৈঃ মন্ত্রয়ন্তঃ (আলোচয়ন্তঃ অপি) বিনিশ্চিতং (সশ্রীকত্বাদিরূপনিশ্চয়ং) ন অধ্যগচ্ছন্ (ন প্রাপুঃ) ততঃ (তদা নিশ্চয়ানধিগমনান্তরং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বে) মেরোঃ (সুমেরু পর্ব্বতস্য) মূর্দ্ধনি (স্থিতাং) ব্রহ্মসভাং (ব্রহ্মণঃ চতুর্ম্মুখস্য সভাং) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ। গত্বা চ সর্ব্বে) প্রণতাঃ (কৃতপ্রণামাঃ সন্তঃ) পরমেষ্ঠিনে (ব্রহ্মণে) সর্ব্বং (বৃত্তান্তং) বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ (নিবেদয়া-মাসুঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ইহা দর্শন করিয়া যখন স্বয়ং আলোচনাদ্বারা কোন উপায় প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেবগণ একত্রে সুমেরু পর্ব্বতো-পরিস্থ ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন এবং সকলে প্রণত হইয়া পরমেষ্ঠিকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

স বিলোক্যেন্দ্রবায়্বাদীন্ নিঃসত্ত্বান্ বিগতপ্রভান্।
লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভুঃ ॥ ১৯ ॥
সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্।
উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্ স ভগবান্ পরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সঃ বিভুঃ পরঃ ভগবান্ (ব্রহ্মা) বিগতপ্রভান্ (নিস্তেজস্কান্) নিঃসত্ত্বান্ (বলহীনান্) ইন্দ্রবায়্বাদীন্ (দেবগণান্ তথা) অমঙ্গলপ্রায়ান্ (মঙ্গল-রহিতান্ ইব স্থিতান্) লোকান্ (ত্রীন্ লোকান্ তথা) অসুরান্ অযথা (দেবগণাৎ বিলক্ষণান্ তেজোবলাদি যুক্তান্ চ) বিলোক্য সমাহিতেন (একাগ্রেণ) মনসা (অন্তঃকরণেন) পরং পুরুষং (পরমপুরুষং ভগবন্তং) সংস্মরন্ (সম্যগ্রূপেণ চিন্তয়ন্) উৎফুল্লবদনঃ ("হরিং শরণং গতাঃ সন্তঃ বয়ং যথাপূর্ব্বং সর্ব্বং প্রাপ্স্যামঃ" ইতি হর্ষেণ উৎফুল্লং বিকসিতং বদনং

যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) সুরান্ উবাচ (বক্ষ্যমাণং কথয়ামাসঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে হতপ্রভ ও বলহীন এবং লোকত্রয়কে মঙ্গলরহিতবৎ ও অসুরগণকে তদ্বিপরীত দেখিয়া সমাহিত মনে পরম পুরুষ ভগবান্‌কে সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করিয়া উৎফুল্ল বদনে দেবগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—স পরমেষ্ঠী অসুরাংস্তু অযথা বলপুষ্ট্যাদি-যুক্তান্ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেবগণকে হতপ্রভ এবং 'অসুরান্ অযথা'—অসুরগণকে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদিযুক্ত দেখিয়া শ্রীহরিকে স্মরণপূর্ব্বক দেবগণকে এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

———

অহং ভবো যূয়মথোঽসুরাদয়ো
মনুষ্যতির্য্যগ্‌দ্রুমঘর্ম্মজাতয়ঃ ।
যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জ্জিতা
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং তমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (ব্রহ্ম) ভবঃ (রুদ্রঃ) যূয়ং (দেবাঃ) অথো (অনন্তরম্) অসুরাদয়ঃ মনুষ্যতির্য্যগ্‌দ্রুম-ঘর্ম্মজাতয়ঃ (মনুষ্যাদয়ঃ জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জ-স্বেদজাঃ) যস্য (ভগবতঃ) অবতারাংশকলাবিসর্জ্জিতাঃ (অবতারঃ পুরুষঃ তস্যাংশঃ ব্রহ্মা তস্য কলা মরীচ্যাদয়ঃ তাভিঃ বিসর্জ্জিতাঃ পুত্রপৌত্রাদিদ্বারাজনিতাঃ ভবামঃ) তম্ (এব) অব্যয়ং (ভগবন্তং) সর্ব্বে (বয়ং) শরণং ব্রজাম (গচ্ছাম। যতঃ যঃ স্রষ্টা স এব অস্মাকং রক্ষিতা। ইতঃ অন্যঃ ন কশ্চিদুপায়ঃ অস্তীতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন, আমি (ব্রহ্মা), রুদ্র তোমরা, অসুর, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ; এই সকলই তাঁহার অবতাররূপ পুরুষের অংশের (ব্রহ্মার) কলা (মরীচ্যাদি) হইতে সৃষ্টি হইয়াছি, অতএব সেই অব্যয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥২১॥

বিশ্বনাথ—ঘর্মজাতয়ঃ স্বেদজাঃ। যস্যাবতারঃ পুরুষস্তেনাহং ভবশ্চ বিসর্জ্জিতৌ বিবিধাং সৃষ্টিং কারিতৌ পুরুষাংশেন ময়া চ মরীচ্যাদয়ঃ। মৎকলাভির্ম্মরীচ্যাদিভিঃ পুত্রপৌত্রদ্বারা অসুরাদয়ো বিসর্জ্জিতাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘর্ম্মজাতয়ঃ'—স্বেদজ প্রাণিগণ। 'যস্য অবতারাংশ-কলাবিসর্জ্জিতাঃ'—যাঁহার অবতারস্বরূপ পুরুষ, তাঁহার দ্বারা আমি (ব্রহ্মা) ও রুদ্র বিবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকি। তন্মধ্যে সেই পুরুষের অংশরূপী আমি (ব্রহ্মা) মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টি করি। আমার অংশ মরীচিগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দেবতা, অসুরাদি সৃষ্টি করেন ॥ ২১ ॥

———

ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো
নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ ।
তথাপি সর্গস্থিতিসংযমার্থং
ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপি) যস্য (বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি-প্রাকৃতগুণরহিতস্য ভগবতঃ কশ্চিৎ জনঃ) ন বধঃ (বধযোগ্যঃ) ন চ রক্ষণীয়ঃ, ন (চ) উপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ (উপেক্ষণীয়ঃ আদরণীয়ঃ বা পক্ষঃ অস্তি) তথা অপি (জগতঃ) সর্গস্থিতি-সংযমার্থং কালে (সৃষ্ট্যাদ্যুপযুক্ত কালে) রজঃ সত্ত্বতমাংসি ধত্তে (বিভর্ত্তি। অয়ং ভাবঃ—গুণানাং বধাদিশক্তিত্বাৎ তমঃসত্ত্বরজোভিঃ গুণৈঃ এব বধরক্ষণোপেক্ষণানি ক্রিয়ন্তে তত্র পরমেশ্বরে কেবলং তেষামুপচারঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় কেহ নাই, তথাপি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারার্থ তত্তৎকালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ধারণ করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ন যস্য বধ্য ইতি তস্য সর্ব্বত্র সাম্যাদিতি ভাবঃ। ননু তর্হি বধাদয়ঃ কথং জগতি দৃশ্যন্তে তত্রাহ ধত্তে ইতি। গুণানাং তচ্ছক্তিত্বাৎ সৃষ্ট্যাদ্যার্থং সএব রজ আদি ধত্তে ইত্যুচ্যতে তমঃসত্ত্বরজোভির্গুণৈরেব বধরক্ষণোপেক্ষণানি ক্রিয়ন্তে তত্র পরমেশ্বরে কেবলমুপচার ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন যস্য বধ্যঃ'—যে পরমানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের বধ্য বা রক্ষণযোগ্য, উপেক্ষাযোগ্য বা আদরযোগ্য কেহ নাই, ইহার দ্বারা তাঁহার

সর্ব্বত্র সাম্য বলা হইল। যদি বলেন দেখুন, তাঁহার বধ প্রভৃতি কিজন্য জগতে দৃষ্ট হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'ধত্তে', অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত যথাসময়ে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ আশ্রয় করেন। গুণসমূহ তাঁহারই শক্তি বলিয়া সৃষ্ট্যাদির প্রয়োজনে তিনিই রজঃ আদি গুণ আশ্রয় করেন, এরূপ বলা হয়। তমঃ, সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বারাই বধ, রক্ষণ ও উপেক্ষা করা হয়, তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরে কেবল উপচার—এই ভাব ॥ ২২ ॥

মধ্ব—অনুগ্রাহ্যতয়াপক্ষা দেবানাত্ম্যার্থতো হরেঃ ইতি চ ॥ ২২ ॥

অয়ঞ্চ তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ
সত্ত্বং জুষাণস্য ভবায় দেহিনাম্।
তস্মাদ্‌ব্রজামঃ শরণং জগদ্‌গুরুং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেহিনাং ভবায় (স্থিতয়ে) সত্ত্বং জুষাণস্য সত্ত্বগুণোন্মেষনিমিত্তকর্ম্মানুগুণং প্রবৃত্তস্য) তস্য (ভগবতঃ) অয়ং চ স্থিতিপালনক্ষণঃ (স্থিতিপালনস্য ক্ষণঃ কালঃ, সত্ত্বপ্রধানদেবাদিপালনকালোঽয়মিতি। যতঃ এবং) তস্মাৎ (সর্ব্বে বয়ং) জগদ্‌গুরুং (জগদ্ধিতকারণং) শরণং ব্রজামঃ (রক্ষণোপায়ত্বেন অধ্যস্যামঃ। তর্হি) সঃ (অয়ং স্বতঃ এব) সুরপ্রিয়ঃ (সুরাঃ দেবাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভগবান্) স্বানাং (শরণব্রজনমাত্রেণ স্বীয়ত্বেন পরিগৃহীতানাং) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখং) ধাস্যতি (দাস্যতি) ॥২৩॥

অনুবাদ—দেহীদিগের স্থিতির জন্য গৃহীত সত্ত্বগুণ ভগবানের অধুনা স্থিতি পালনের কাল, অতএব সেই জগদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করি। দেবপ্রিয়, তিনি আমাদের কল্যাণবিধান করিবেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু সম্প্রতি তমঃকার্য্যবধকালো নেত্যাহ—অয়ং স্থিতির্মর্য্যাদা তস্যাঃ পালনক্ষণঃ সময়ঃ। সত্ত্বং জুষাণস্যেতি সম্প্রতি সত্ত্বং স্বীকুর্ব্বন্ সুরপ্রিয়ঃ এব ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সম্প্রতি তমোগুণের কার্য্য বধকাল নহে, ইহা বলিতেছেন—'অয়ং চ স্থিতি-পালন-ক্ষণঃ'—স্থিতি বলিতে মর্য্যাদা, তাহার পালন-ক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীহরির ইহা স্থিতিরক্ষার সময়। 'সত্ত্বং জুষাণস্য'—সম্প্রতি সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়া দেবতাপ্রিয় হইতে পারেন—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যাভাষ্য সুরান্ বেধাঃ সহ দেবৈররিন্দম।
অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) অরিন্দম, (হে কামক্রোধাদিদমন, রাজন্,) ইতি (ইত্থং) সুরান্ (দেবান্) আভাষ্য (কথয়িত্বা) বেধাঃ (সর্ব্বং জগদ্ বিদধাতি সৃজতীতি তথা তাদৃশঃ চতুর্ম্মুখঃ ব্রহ্মা) দেবৈঃ সহ সাক্ষাৎ তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (অতীতম্) অজিতস্য (ভগবতঃ) পদং (স্থানং ক্ষীরোদধিস্থশ্বেতদ্বীপং) জগাম (গতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে শত্রুনাশন, ব্রহ্মা দেবগণকে ইহা বলিয়া দেবগণের সহিত প্রকৃতির পরবর্ত্তী ভগবানের পরম স্থান ক্ষীরোদসাগরস্থ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পদং ক্ষীরোদধিস্থ-শ্বেতদ্বীপং, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদং'—ক্ষীরোদসাগরস্থ শ্বেতদ্বীপে, যাহা তমোগুণের পরবর্ত্তী স্থান (সেখানে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা গমন করিলেন।) ॥ ২৪ ॥

তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্ব্বায় বৈ প্রভুঃ।
স্তুতিমব্রূত দৈবীভির্গীর্ভিস্ত্ববহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (ব্রহ্মা) তত্রৈব (পদে শ্বেতদ্বীপে) অদৃষ্টস্বরূপায় (ব্রহ্মাদিভিঃ কদাপি ন দৃষ্টং স্বরূপং যস্য তস্মৈ) শ্রুতপূর্ব্বায় (পূর্ব্বং শ্রুতঃ বেদশাস্ত্রাদিভিঃ ইতি শ্রুতপূর্ব্বঃ তস্মৈ। তথাচ অজিতাখ্যঃ ভগবান্ অবতীর্ণঃ ইত্যেতাবৎ মাত্রং ব্রহ্মাদিভিঃ শ্রুতং ন তু দৃষ্টঃ ইতি। অতঃ এবম্ভূতায় তস্মৈ) অবহিতেন্দ্রিয়ঃ (স্তোতুং সমাহিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) দৈবীভিঃ (লোকে অপ্রসিদ্ধাভিঃ বৈদিকীভিঃ) গীর্ভি (বাক্যৈঃ) তু স্তুতিম্ অব্রূত (অকরোৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা তথায় অদৃষ্ট স্বরূপ, অথচ

পূর্ব্বে শ্রুত সেই ভগবান্‌কে সমাহিত চিত্তে বৈদিক বাক্যদ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টস্বরূপায়েতি তত্র বর্ত্তমানত্বেঽপি তদিচ্ছাং বিনা দ্রষ্টুমশক্তেঃ। অব্রূত অকরোৎ। দৈবীভিঃ পুরুষসূক্তাদিভিঃ বৈদিকীভিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃষ্টস্বরূপায়'—পূর্ব্বে যাঁহার কথা কেবল শ্রবণই করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার রূপ দেখেন নাই, কারণ সেখানে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছা-ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন না। 'দৈবীভিঃ গীর্ভিঃ অব্রুত'—পুরুষ-সূক্ত প্রভৃতি বেদবাক্যসমূহের দ্বারা ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসানিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) দেব, অবিক্রিয়ং (প্রকৃতিবৎ স্বরূপান্যথাভাবরূপবিকাররহিতং) সত্যং (সদৈব স্বরূপে অবস্থিতম্) অনন্তম্ (অন্তরহিতম্) আদ্যম্ (অনাদিং) গুহাশয়ং (সর্ব্বান্তর্গতং) নিষ্কলং (নিরুপাধিম্) অপ্রতর্ক্যং (প্রকৃতি পুরুষসমান জাতীয়ত্বেন তর্কিতুমশক্যং) মনোঽগ্রযানং (মনসঃ অগ্রে অবিষয়ত্বেন যঃ অতিবর্ত্ততে তথা মনসঃ অবিষয়ং) বচসা অনিরুক্তং (নির্ব্বক্তুম্ অশক্যং বাক্যাবিষয়ং তং) বরেণ্যং বরং (শ্রেষ্ঠং ভগবন্তং ত্বাং বয়ং) নমামহে (নমস্কুর্ম্মঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব, আপনি বিকাররহিত, সত্যস্বরূপ, অনন্ত-অনাদি, সর্ব্বান্তর্গত, নিরুপাধি, অপ্রতর্ক্য, মনেরও অগ্রগামী এবং বাক্যের অবিষয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বরণীয় আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেব ত্বাং বয়ং নমাম এব ন তু ধ্যাতুং স্তোতুঞ্চ প্রভবাম ইত্যাহুঃ। মনসোঽগ্রে যানং যস্য তম্। তথাচ শ্রুতিঃ। 'অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ। তদ্ধাবতোঽন্যান্ত্যেতি তিষ্ঠৎদিতি', বচসাপি অনিরুক্তং 'যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে' ইতি শ্রুতেঃ। অস্মন্মনোবচসোর্ম্মায়িকত্বাৎ তব তু মায়াতীতত্বাদিতি ভাবঃ। মায়াতীতত্বে লিঙ্গমাহ অবিক্রিয়ং গুণানামেব বিকারধর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ মন আদ্যগম্যত্বেঽপি তবাবস্তুত্বমিত্যাহ সত্যম্। ননু কিং ঘটপটাদিকমিব নেত্যাহ অনন্তং কালদেশপরিচ্ছেদরহিতং যত আদ্যং সর্ব্বজগৎকারণম্। অতএব সর্ব্বেষামগম্যত্বাদ্‌গুহায়ামিব শেতে ইতি তং, যতো নিষ্কলং নিরুপাধিম্। যদ্বা। অপ্রমেয়ত্বান্নিষ্কলং 'কলো নাকালমানয়োরিতি' মেদিনী। তত্র হেতুঃ অপ্রতর্ক্যম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দেব! তোমাকে আমরা কেবল প্রণামই করিতেছি, কিন্তু ধ্যান করিতে বা স্তুতি করিতে সমর্থ নহি, ইহা বলিতেছেন—'মনোঽগ্রযানং'—মনেরও অগ্রগতি যাঁহার, অর্থাৎ মন অপেক্ষাও বেগবান্ বলিয়া মনদ্বারা বিচারের যিনি অযোগ্য, তাঁহাকে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো" (ঈশ—৪), অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ও গতিহীন হইয়াও মন হইতে অধিকতর বেগবান্; দেবতা বা ইন্দ্রিয়সকল ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। কারণ ইনি সকলের পূর্ব্বে গমন করেন। এই ব্রহ্ম বা আত্মা অপর সকল দ্রুতগামী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যান। এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করেন। বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে" (কেন—১৫) অর্থাৎ যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। লোকে 'ইহাই ব্রহ্ম' বলিয়া যে দৃশ্যমান অনাত্ম বাহ্য বস্তুর উপাসনা করে, উহা ব্রহ্ম নহে; তোমরা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না। আমাদের মন ও বাক্য মায়িক, কিন্তু তুমি মায়াতীত, এইজন্যই তুমি আমাদের মন ও বাক্যের অগোচর—এই ভাব। মায়াতীতত্বের হেতু বলিতেছেন—'অবিক্রিয়ং', তুমি অবিক্রিয়, যেহেতু গুণসমূহেরই বিকারধর্ম্মত্ব (অর্থাৎ মায়ার সত্ত্বাদিগুণসকলের বিকার হয়, কিন্তু তুমি আদ্যন্তরহিত ও নির্গুণ বলিয়া তোমার কোন বিকার নাই)—এই ভাব। মন প্রভৃতির

অগম্য হইলেও তুমি অবস্তু (মিথ্যারূপ) নহ, ইহা বলিতেছেন—'সত্যম্'—তুমি সত্যস্বরূপ। দেখুন—তাহা হইলে কি ঘট, পট প্রভৃতির ন্যায় ? তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি 'অনন্ত' অর্থাৎ কাল, দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত, যেহেতু তুমি 'আদ্যং'—সর্ব্ব-জগতের কারণস্বরূপ। 'গুহাশয়ং'—সকলের অগম্য বলিয়া 'গুহাশয়', অর্থাৎ গুহাতেই যেন শয়ন করিয়া আছ। যেহেতু তুমি 'নিষ্কলং'—নিরুপাধি, অথবা—অপ্রমেয়ত্বহেতু তুমি নিষ্কল। মেদিনী কোষে উক্ত আছে—'কল শব্দ পুংলিঙ্গ, কাল ও পরিমাণ অর্থ।' তাহার কারণ—'অপ্রতর্ক্যম্'—বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া তুমি তর্কের (বিচারণের) অতীত ॥ ২৬ ॥

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণমনোধিয়াত্মনাং বিপশ্চিতং (জ্ঞাতারম্) অর্থেন্দ্রিয়াভাসম্ (অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি তদ্ গ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনি তেষাম্ আভাসং প্রকাশকং জীবানাম্ অর্থেন্দ্রিয়প্রকাশকম্ ইত্যর্থঃ) অনিদ্রং স্বপ্নদ্রষ্টৃবদজ্ঞানরহিতং জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়োপলক্ষণমবস্থাত্রয়রহিতমিত্যর্থঃ) অব্রণম্ (অদেহং কর্ম্মায়ত্তশরীররহিতম্) অপি চ যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) গৃধ্রপক্ষৌ (জীবপক্ষপাতিনৌ) ছায়াতপৌ (ছায়া অবিদ্যা আতপঃ তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা চ) ন (স্তঃ অতঃ) অক্ষরং (নিত্যং) খম্ (ইব সর্ব্বব্যাপীনং) ত্রিযুগং (কৃতাদিষু ত্রিষু যুগেষু আবির্ভবন্তং) তং (ভগবন্তং) ব্রজামহে (শরণং ব্রজামঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দ্রিয়-প্রকাশক, অজ্ঞানরহিত, কর্ম্মায়ত্ত শরীর-শূন্য, যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতিনী অবিদ্যা ও বিদ্যা নাই, অতএব সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ত্রিযুগ ভগবানের শরণাপন্ন হই ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাজ্ঞেয়ত্বঞ্চাহ বিপশ্চিতং প্রাণাদীনাং জ্ঞাতারম্। আত্মা অহঙ্কারো দেহো জীবো বা। অর্থা বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি তদ্গ্রাহকাণি তৈর্ন ভাসতে ইতি তং বিষয়নিষ্ঠেন্দ্রিয়াগোচরমিত্যর্থঃ। অনিদ্রং দ্রষ্টারং তদপি অব্রণং জীবদুঃখ-দর্শিনেঽপ্য-দুঃখিতং সর্ব্বত্র হেতুঃ। যত্র যস্মিন্ গৃধ্রপক্ষৌ জীব-পক্ষতুল্যৌ ছায়াতপৌ অবিদ্যাবিদ্যে ন স্তঃ। অত-এবাক্ষরং খং নিত্যসুখরূপমিত্যর্থঃ। 'খমিন্দ্রিয়ে সুখে স্বর্গ' ইতি কোষঃ। নিত্যসুখমেব গণয়তি, ত্রিযুগং ত্রীণি যুগানি যত্র তং ষড়ৈশ্বর্য্যবন্তমিত্যর্থঃ। ব্রজামহে শরণং ব্রজামঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সকলের অজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—'বিপশ্চিতং', যিনি প্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, অর্থাৎ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও আত্মার (অহঙ্কার, দেহ বা জীবের) জ্ঞাতা। 'অর্থেন্দ্রিয়াভাসং'—অর্থ বলিতে বিষয় এবং তাহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন না, তাঁহাকে, অর্থাৎ বিষয়-নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়বর্গের যিনি অগোচর, এই অর্থ। 'অনিদ্রং'—দ্রষ্টা (অর্থাৎ যিনি স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অজ্ঞানরহিত), তাহা হইলেও 'অব্রণম্'—জীবের দুঃখ দর্শন করিলেও অদুঃখিত, সর্ব্বত্র কারণ—যাঁহার মধ্যে জীব-পক্ষপাতী অবিদ্যা ও বিদ্যার সম্পর্ক নাই। অতএব 'অক্ষরং খং'—নিত্য সুখরূপ, এই অর্থ। অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'খ-শব্দের ইন্দ্রিয়, সুখ ও স্বর্গ অর্থ।' নিত্যসুখই নিরূপণ করিতেছেন—'ত্রিযুগং', তিনটি যুগ যাঁহাতে, অর্থাৎ যিনি ত্রিযুগে বিরাজমান, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আমরা আশ্রয় করিতেছি ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—

ছায়ত্ববিদ্যা সংপ্রোক্তাজন্যবিদ্যা তপঃ স্মৃতম্।
জীব-গৃধ্রস্য তে পক্ষাবধঊর্দ্ধ্বপথোঃ পৃথক্ ॥
তে বিষ্ণোস্তু ন বিদ্যেতে নিত্যবিদ্যা স্বরূপিণঃ।
ইতি চ ॥ ২৭ ॥

অজস্য চক্রং ত্বজয়েৰ্য্যমাণং
মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি
যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অজস্য (জীবস্য) মনোময়ং (মনঃ-প্রধানং) পঞ্চদশারং (দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাঃ চ

ইত্যেবং পঞ্চদশ অরাঃ শলাকাঃ যস্য তৎ) ত্রিনাভি (ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ এব নাভিঃ যস্য তৎ) বিদ্যুচ্চলং (বিদ্যুদিব চলং চঞ্চলম্) অষ্টনেমি ("ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ অহঙ্কারঃ" ইতি অষ্ট প্রকৃতয়ঃ এব নেমিঃ আবরণং যস্য তৎ তাদৃশম্) অজয়া (মায়য়া) আশু (শীঘ্রম্) ঈর্য্যমাণং (প্রের্য্যমাণং) চক্রং তু (চক্রবদাবর্ত্তমানং দেহাদি) যদক্ষং (যঃ পরমাত্মা অক্ষঃ অধিষ্ঠানম্ আশ্রয়ঃ যস্য তৎ) আহুঃ (কথয়ন্তি । বিবেকিনঃ) তম্ ঋতং (সত্যম্ অহং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ জীবের মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়-দশক ও পঞ্চপ্রাণরূপ পঞ্চদশশলাকাযুক্ত সত্ত্বাদিগুণরূপ নাভিত্রয়সমন্বিত বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, ভূম্যাদি-প্রকৃতিরূপ অষ্টপরিধিসম্পন্ন, মায়াকর্ত্তৃক দ্রুতবেগে পরাবর্ত্তিত দেহচক্র যাঁহার আশ্রয় বলেন, আমরা সত্যস্বরূপ তাঁহার শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতঃ স এব জীবৈরুপাস্যো যতো জীবাবিদ্যা তদাশ্রয়য়ৈবেত্যাহ অজস্য জীবস্য চক্রং সংসারচক্রং অজয়া মায়য়া প্রের্য্যমাণং চাল্যমানং মনোময়ং মনঃপ্রধানং দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাশ্চেত্যেবং পঞ্চদশ অরা যস্য আশু শীঘ্রগং ত্রয়োগুণা নাভিরিব মধ্যে যস্য বিদ্যুদিব চপলং অষ্টপ্রকৃতয়ো নেময় ইবাবরণাণি যস্য তৎ। যদক্ষং যঃ পরমেশ্বর এবাক্ষো যস্য তৎ যদধিষ্ঠানমাহুরিত্যর্থঃ। তং ঋতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার যিনি, তিনিই জীবের উপাস্য, যেহেতু জীবের যে অবিদ্যা, তাহা তাঁহার আশ্রয়েই বর্ত্তমান, ইহা বলিতেছেন—'অজস্য চক্রং', জীবের এই সংসারচক্র, 'অজয়া ঈর্য্যমাণং'—মায়ার দ্বারা ঘূর্ণিত হইতেছে। উহা মনোময়, অর্থাৎ মন এই চক্রের প্রধান অংশ, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ এই পঞ্চদশটি এই চক্রের অরা (অর্থাৎ চক্রের মধ্য-ভাগে গ্রথিত ও চারিদিকে প্রান্তভাগে সংলগ্ন শলাকা), 'আশু'—উহা শীঘ্রগামী। 'ত্রিনাভি'—সত্ত্বাদি তিনটি গুণ নাভির ন্যায় উহার মধ্যভাগে অবস্থিত। উহা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। 'অষ্টনেমি'—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র (ক্ষিতি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ)—এই আটটি ঐ চক্রের নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগের ন্যায় আবরণস্বরূপ। 'যদক্ষং'—যে পরমেশ্বরই এই চক্রের অক্ষ, অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা অবলম্বন, 'তং ঋতং'—সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—গুণত্রয়নাভি। বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম, 'বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত ইতি শ্রুতেঃ। জগচ্চক্রস্যাক্ষভূতো বলরূপশ্চ কেশবঃ। ইতি চ ॥ ২৮ ॥

য একবর্ণং তমসঃ পরং ত-
দলোকমব্যক্তমনন্তপারম্ ।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-
মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (দেবঃ) একবর্ণং জ্ঞানৈকস্বরূপম্ একপ্রকারং শুদ্ধসত্ত্বময়ং) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (অতীতং) অলোকম্ (অদৃশ্যং সংসারাভিঃ দ্রষ্টুমশক্যম্) অব্যক্তং (নির্ব্বিকল্পম্) অনন্তপারং (কালতঃ দেহতশ্চ অপরিচ্ছিন্নম্ এবম্ভূতম্) উপসুপর্ণং (সুপর্ণাঃ নিত্যসিদ্ধাত্মকাঃ হংসাঃ তেষাং সমীপং সন্নিকৃষ্টং সিদ্ধজীবসমীপে সুবর্ণবৎপ্রকাশবহুলমিত্যর্থঃ) তৎ (ব্রহ্মৈব পদং) আসাঞ্চকার (উপবিবেশ অধিষ্ঠিতবান্) এনং (যঞ্চ) ধীরাঃ (সাধবঃ) যোগরথেন (যোগমার্গেণ প্রাপ্তিসাধনেন উপায়েন) উপাসতে (আরাধয়ন্তি তম্ বয়ং নমামঃ ইতি শেষঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানৈকস্বরূপ, প্রকৃতির পর অদৃশ্য ও অব্যক্ত, কালতঃ ও দেহতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত, সিদ্ধ জীবগণের সমীপে সুপর্ণবৎ প্রকাশিত, ধীরগণকর্ত্তৃক যোগরূপ উপায়দ্বারা উপাসিত, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রপত্তিপ্রকারমভিব্যঞ্জয়তি য ইতি। একবর্ণমেকাক্ষরং প্রণবরূপং সুপর্ণং গরুড়ং য উপ আধিক্যেন উপরি বা আসাঞ্চকার অধ্যাস্তে স্ম। কীদৃশং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তৎ তং প্রসিদ্ধং অলোকং লোকাতীতং অতএব অব্যক্তং লোকাগম্যং তত্র হেতুঃ অনন্তপারং সর্ব্ববেদরূপত্বাদর্থতঃ শব্দতশ্চ এতাবত্তয়া নিশ্চেতুমশক্যং এবম্ভূতং প্রণব-সুপর্ণমারূঢ়ং এনং পরমেশ্বরং যোগ এব রথস্তেন যোগলক্ষণং রথমারুহ্যেত্যর্থঃ। উপাসতে উৎসাহস্থায়িনা

বীররসেন যুদ্ধ্যমানা ইবেত্যর্থঃ। তন্মাং মোক্ষানন্দ-জিঘৃক্ষয়েতি ভাবঃ। ধীরা যুদ্ধাদনপসরন্তঃ তং নমামেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রপত্তির প্রকার বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি, 'একবর্ণং'—যিনি একাক্ষর প্রণব-রূপ গরুড়ের উপর (ভক্তরক্ষার জন্য) উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাহা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'তমসঃ পরং'—যাহা প্রকৃতির পর সুপ্রসিদ্ধ লোকাতীত, অতএব অব্যক্ত অর্থাৎ সর্ব্বলোকের অগম্য, তাহার কারণ—'অনন্তপারং', সর্ব্ববেদরূপ বলিয়া যাহা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ইহা এইরূপ—এইপ্রকারে নিশ্চয় করিতে অশক্য; এই প্রকার প্রণবরূপ সুপর্ণে আরূঢ় এই পরমেশ্বরকে, 'যোগরথেন'—যোগরূপ রথে আরোহণ করিয়া ধীর পুরুষগণ (ভক্তগণ) উপাসনা করেন, যেমন বীরগণ উৎসাহরূপ স্থায়ি বীররসের দ্বারা যুদ্ধ করেন—এই অর্থ। অতএব আমাকে মোক্ষানন্দ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত—এই ভাব। বীরগণ যুদ্ধ হইতে অপসরণ না করিয়া যেমন যুদ্ধ করেন, তদ্রূপ ধীরপুরুষগণ যোগরূপ উপায়দ্বারা যাঁহার উপাসনা করেন, 'তং নমাম'—আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ২৯ ॥

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং
যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) মায়াং কশ্চ (কশ্চিদপি মৎসদৃশঃ জনঃ) ন অতিতিতর্ত্তি (ন অতিক্রামতি) যয়া (মায়য়া) জনঃ মুহ্যতি। অর্থম্ (আত্মস্বরূপং চ) ন বেদ (জানাতি) নির্জ্জিতাত্মগুণং (নির্জ্জিতঃ আত্মা আত্মশক্তিঃ মায়া তদ্গুণাশ্চ যেন তং তাদৃশং) পরেশং (পরেষাম্ অস্মাকমপি ঈশম্ ঈশ্বরং) ভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) সমং চরন্তম্ তম্ (অন্তরাত্মতয়া নিয়মন্তং তং ভগবন্তং বয়ং।) মাম্ (নমস্কুর্ম্মঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে মায়াদ্বারা লোক মোহিত হয় এবং আত্ম স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহার সেই মায়া কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যিনি মায়া ও মায়ার গুণকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান, আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভবিষ্ণুতামাহ ন যস্যেতি কশ্চ কোঽপি প্রপত্তিং বিনেতি শেষঃ। নির্জ্জিতা বশীকৃতা আত্মানো জীবা আত্মশক্তির্মায়া তদ্গুণাশ্চ যেন তম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রভাবশালিত্ব বলিতেছেন—'ন যস্য কঃ চ'—যাঁহার শ্রীচরণে প্রপত্তি ব্যতিরেকে তাঁহার মায়াকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। 'নির্জ্জিতাত্ম-গুণং'—নির্জ্জিত অর্থাৎ বশীকৃত হইয়াছে আত্মা বলিতে জীব, আত্মশক্তি অর্থাৎ মায়া এবং তাহার গুণসকল যাঁহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি আত্মশক্তি, মায়া ও মায়িক গুণসমূহকে জয় করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে) প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—আত্মা চ আত্মগুণাশ্চ নির্জ্জিতা যেন ॥৩০॥

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়য়ৈব তন্বা
সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ।
গতিং ন সূক্ষ্মামৃষয়শ্চ বিদ্মহে
কুতোঽসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ইমে বয়ং (দেবাঃ) ঋষয়ঃ চ যৎপ্রিয়য়া এব (যস্য ভগবতঃ প্রিয়য়া এব) তন্বা (শরীরভূতেন) সত্ত্বেন সৃষ্টাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধানাঃ অপি) বহিরন্তরাবিঃ (বহিশ্চ অন্তশ্চ সত্তাপ্রকাশাভ্যাম্ আবিঃ আবির্ভূতজ্ঞানাঃ অপি যস্য ভগবতঃ) সূক্ষ্মাং গতিং (নিরুপাধিস্বরূপং) ন বিদ্মহে (বিদ্মঃ) ইতরপ্রধানাঃ (রজস্তমোময়াঃ) অসুরাদ্যাঃ কুতঃ (কথং বিদুঃ। ন জানন্তি ইতি ভাবঃ। অতঃ তং বয়ং নমামঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তিরূপ সত্ত্বগুণদ্বারা সৃষ্ট আমরা ও ঋষিগণ বাহিরে ও অন্তরে সত্ত্বা ও প্রকাশদ্বারা প্রকটিত তাঁহার সূক্ষ্ম গতি জানিতে পারিলাম না, তাঁহাকে রজ ও তমোগুণপ্রধান অসুরাদিগণ কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে? (অতএব আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি) ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থং ন বেদেতি যদুক্তং তৎপ্রপঞ্চয়তি ইমে ইতি, বহিঃ কালরূপেণ অন্তরন্তর্য্যামিরূপেণ আবিঃ প্রকটামপি গতিং চরিত্রং ঋষয়ঃ সন্তো ন বিদুঃ। ইতরপ্রধানা রজস্তমোময়াঃ কুতো বিদুস্তং নমামেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থং ন বেদ' (৩০ শ্লোক) —অর্থাৎ যাঁহার মায়ার প্রভাবে লোক নিজ স্বরূপও অবগত হইতে পারে না, এই পূর্ব্বোক্ত কথাই বিবৃত করিতেছেন—'ইমে' ইত্যাদি। 'বহিঃ অন্তঃ আবিঃ' —বাহিরে কালরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশমান হইলেও যাঁহার চরিত্র আমরা (সত্ত্বপ্রধান দেবগণ) এবং ঋষিগণও জানিতে পারি না, 'ইতর-প্রধানাঃ'—তাহাতে রজঃ ও তমোগুণপ্রধান অসুরাদি জীবগণ কিপ্রকারে তাঁহাকে অবগত হইবে ? আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি, এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ৩১ ॥

পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য
চতুর্ব্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ।
স বৈ মহাপুরুষ আত্মতন্ত্রঃ
প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ং মহী (পৃথিবী) যস্য (ভগবতঃ) স্বকৃতা এব (স্বেন সৃষ্টৈব) পাদৌ। যত্র (মহ্যাং) হি (নিশ্চিতং) চতুর্ব্বিধঃ (জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জ-রূপঃ) ভূতসর্গঃ (প্রাণিসমূহঃ ভবতি) সঃ বৈ আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) মহাপুরুষ (পরমপুরুষঃ) মহাবিভূতিঃ (মহতী বিভূতিঃ ঐশ্বর্য্যং যস্য সঃ তাদৃশঃ) ব্রহ্ম (অপ্রচ্যুতরূপঃ ভগবান্ অস্মাকং) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যে পৃথিবীতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পৃথিবীতে যাঁহার স্বকৃত পাদদ্বয়, সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষ মহৈশ্বর্য্যশালী অপ্রচ্যুত স্বরূপ ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২

বিশ্বনাথ—অতো বয়ং তব স্থূলং দৃশ্যং বৈরাজ-রূপং জানীম ইতি ব্যঞ্জয়ন্ প্রার্থয়তে। পাদৌ মহীতি দ্বাদশভিঃ। মহত্যঃ পৃথ্বীজলাদ্যা বিভূতয়ো যস্য সঃ। প্রসীদতাং প্রসীদতু। ব্রহ্মমূর্ত্তিত্বাদ্ব্রহ্ম। 'পৃথিবী বায়ু-রাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽ-ব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিতি' বিভূতি-গণনাধ্যায়ে পরমিত্যস্য ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। 'পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ' ইতি যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রাচ্চ, 'ব্রহ্মাপি মহাবিভূতির্যস্যেতি' সন্দর্ভঃ। ততশ্চ প্রাকৃতে লোকে প্রাকৃত্যঃ পৃথিব্যাদয়ঃ ক্ষুদ্রা এব বিভূতয় ইতি তা এব নির্দ্দিশতি পাদাবিতি চিন্ময়মূর্ত্তেস্তস্য পাদয়োর্বিভূতিত্বাৎ পাদৌ ইয়ং মহী স্বকৃতা স্বেনৈব সৃষ্টা যত্র মহ্যাং জরায়ুজাদিশ্চতুর্ব্বিধঃ। স বৈ স তু মহাপুরুষ ইতি বৈরাজোঽয়ন্তু প্রাকৃতঃ পুরুষঃ ইতি ভাবঃ। আত্মতন্ত্র-বৈরাজোঽয়ন্তু কালপরতন্ত্রেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমরা তোমার স্থূল দৃশ্য বৈরাজরূপকে (বিরাট্ স্বরূপকে) জানি, ইহা ব্যক্ত করতঃ প্রার্থনা করিতেছেন—'পাদৌ মহী' ইত্যাদি দ্বাদশটি শ্লোকে। 'মহা-বিভূতিঃ'—মহান্ পৃথিবী জল প্রভৃতি যাঁহার বিভূতি, সেই (বৈরাজরূপী) মহাপুরুষ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া তিনি ব্রহ্ম। শ্রীএকাদশে 'পৃথিবী, বায়ুরাকাশঃ' (১১।১৬।৩৭), অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ এই পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকার, জীব, প্রকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় এবং পরব্রহ্ম—এ সমস্তই আমি, এই ভগবানের বিভূতি-গণনাধ্যায়ে 'পরম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীযামুনাচার্য্য কৃত স্তোত্রে—"পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ" (১৯ শ্লোক), অর্থাৎ পরাৎপর ব্রহ্মও তোমার বিভূতি। ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাপি মহাবিভূতি র্যস্য"—অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপও যাঁহার মহা-বিভূতি। অতএব প্রাকৃত লোকে প্রাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি তাঁহার ক্ষুদ্র বিভূতিসকল, ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন—'পাদৌ' ইত্যাদি, অর্থাৎ চিন্ময়মূর্ত্তি তাঁহার পাদযুগলের বিভূতিরূপ বলিয়া এই পৃথিবী 'স্বকৃতা'—তাঁহার নিজের দ্বারাই সৃষ্ট, যে পৃথিবীতে জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণী সৃষ্ট হয়। 'স বৈ মহাপুরুষঃ'—তিনিই মহাপুরুষ, এই বলায় এই বৈরাজরূপ প্রাকৃত পুরুষ—এই ভাব। 'আত্মতন্ত্রঃ'

—তিনি স্বতন্ত্র মহাপুরুষ, আর এই বৈরাজরূপ কাল-পরতন্ত্র—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

অম্ভস্তু যদ্রেত উদারবীর্য্যং
সিধ্যন্তি জীবন্ত্যুত বর্দ্ধমানাঃ।
লোকা যতোঽথাখিললোকপালাঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—উদারবীর্য্যম্ (উদারং বীর্য্যং শক্তিঃ যস্য তৎ তাদৃশম্) অম্ভঃ (জলং) তু যদ্ রেতঃ (যস্য ভগবতঃ রেতঃ বীর্য্যং কার্য্যভূতমিত্যর্থঃ) অথ অখিল-লোকপালাঃ (লোকপালসহিতাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ (যতঃ) সিদ্ধন্তি (জায়ন্তে যেন চ) জীবন্তি উত (অপিচ যত্র) বর্দ্ধমানাঃ (ভবন্তি) সঃ মহাবিভূতিঃ (ব্রহ্মপদবাচ্যঃ ভগবান্) নঃ (অস্মাকং) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অখিল লোকপাল সহিত লোকত্রয় যে জল হইতে উৎপন্ন এবং যাহাতে জীবিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মহাশক্তি সেই জল যাঁহার বীর্য্য স্বরূপ, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৩৩

বিশ্বনাথ—উদারবীর্য্যং মহাশক্তিকম্। যতোঽম্ভসো লোকাদয়ঃ সিদ্ধ্যন্তি জায়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদারবীর্য্যং'—উদার বীর্য্য বলিতে শক্তি যাহার, সেই মহাশক্তিশালী জল যাঁহার রেতঃ-স্বরূপ। 'যতঃ'—যে জল হইতে লোকাদি (অর্থাৎ এই লোকসমষ্টি এবং নিখিল লোকপালগণ) উৎপন্ন, জীবিত ও বর্ধিত হয়, (সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

সূর্য্যসোমযমেন্দ্রাদী-নৃতেঽন্যে লোকপা অপি।
অদ্ভির্জীবন্তি সোমাচ্চ মহেন্দ্রাদীনৃতেঽখিলাঃ ॥
অপাং সোমস্য চেন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বে বৈ জীবনপ্রদাঃ। ইতি চ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সোমং মনো যস্য সমামনন্তি
দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ।
ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (সোমঃ) দিবৌকসাং (দেবানাম্) অন্ধম্ (অন্নম্ অতএব) বলম্ আয়ুঃ (চ ভবতি। যশ্চ) নগানাং (বৃক্ষাণাম্) ঈশঃ (যশ্চ) প্রজানাং প্রজনঃ (প্রকর্ষেণ জনয়তীতি প্রজনঃ ভবতি) সোমং (তাদৃশং চন্দ্রং) যস্য (ভগবতঃ) মনঃ সমামনন্তি (বুধাঃ কথয়ন্তি।) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥৩৪॥

অনুবাদ—দেবগণের অন্ন, বল ও আয়ু, বৃক্ষ সকলের ঈশ্বর এবং প্রজাগণের স্রষ্টা, সোমকে পণ্ডিতগণ যাঁহার মন বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যঃ সোমো দেবানামন্ধঃ অতএব বলমায়ুশ্চ। নগানাং বৃক্ষাণাং, প্রকর্ষেণ জনয়তীতি প্রজনঃ শুক্রস্য সোমাত্মকত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ'—যে সোম দেবতাদিগের অন্ন, অতএব বল ও আয়ুস্বরূপ। 'নগানাং'—বৃক্ষ-গণের যিনি ঈশ্বর এবং প্রজাগণের 'প্রজনঃ'—উৎপাদক, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা উৎপাদন করে, কারণ শুক্র সোমাত্মক। (সেই সোমকে পণ্ডিতগণ যাঁহার মন বলিয়া বর্ণন করেন, সেই মহাবিভূতি-শালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥৩৪॥

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা
জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা (ক্রিয়াকাণ্ডমেব নিমিত্তং তত্তথা তেন নিমিত্তেন জন্ম যস্য সঃ তাদৃশঃ) অন্তঃ সমুদ্রে (উদরমধ্যে) স্বধাতূন্ (পাকার্হানেবান্না-দীন্, সমুদ্রে অপি বাড়বরূপেণ উদকান্যেব) অনুপচন্ (নিরন্তরং পচন্) জাতবেদাঃ (জাতং বেদঃ ধনং যস্মাৎ অথবা জাতং সর্ব্বং বেত্তীতি জাতবেদাঃ) অগ্নিঃ যস্য তু (ভগবতঃ) মুখং (অগ্নিদ্বারৈবাহুতি-গ্রহণাৎ মুখস্বরূপঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) ন (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়াকাণ্ডের নিমিত্তই যাঁহার জন্ম,

অন্তঃসমুদ্রে বা উদরমধ্যে যিনি পাকার্হ অন্নাদি অথবা বাড়বানলরূপে জলসমূহ নিরন্তর পাক করেন, সেই জাতবেদা অগ্নি যাঁহার মুখে, সেই মহাবিভূতি পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—জাতং বেদো ধনং যস্মাৎ সঃ। অন্তঃ-সমুদ্রে উদরমধ্যে। স্বধাতূন্ পাকার্হানেবান্নাদীন্ পচন্ প্রসিদ্ধসমুদ্রেঽপি বাড়বরূপেণ জলানি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাতবেদা'—যাহা হইতে বেদ বলিতে ধন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ধনপ্রসবকারী অগ্নি (অর্থাৎ যজ্ঞে অর্চ্চিত হইয়া যে অগ্নি যজমানের অভীষ্ট দান করেন)। 'অন্তঃসমুদ্রে'—যে অগ্নি জীবের উদরমধ্যে থাকিয়া, 'স্বধাতূন্'—পরিপাক-যোগ্য অন্নাদি পরিপাক করেন এবং প্রসিদ্ধ সমুদ্রেও বড়বানলরূপে জল প্রভৃতির পাক করেন ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—সমুদ্রে উদরে ॥ ৩৫ ॥

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং
ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) দেবযানং (দেবানাং সংসার মুক্ত্যা গতানাং যানম্ অর্চ্চিরাদিমার্গদেবতা উত্তরায়ণ-মার্গদেবতা ইত্যর্থঃ যশ্চ) ত্রয়ীময়ঃ (ত্রয্যাম্ মীয়তে ইতি ত্রয়ীময়ঃ বেদপ্রতিপাদ্যেষু প্রধানমিত্যর্থঃ) এষঃ (যঃ চ) ব্রহ্মণঃ ধিষ্ণ্যম্ (উপাসনাস্থানং যশ্চ) মুক্তেঃ দ্বারং চ (কারণম্) অমৃতং চ (পুণ্যলোকত্বাৎ যঃ অমৃতময়ঃ চ যশ্চ) মৃত্যুঃ (কালরূপত্বাচ্চ যঃ মৃত্যোঃ কারণং সঃ) তরণিঃ (সূর্য্যঃ) যচ্চক্ষুঃ (যস্য ভগবতঃ চক্ষুঃ) আসীৎ। সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাং (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি বর্ত্মের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, মুক্তির দ্বার ও অমৃতস্বরূপ, কাল-রূপত্বপ্রযুক্ত মৃত্যুর কারণ, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তরণিঃ সূর্য্যঃ দেবযানম্। অর্চ্চিরাদি-মার্গদেবতা। ত্রয়ীময়ঃ 'সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তপতীতি' শ্রুতেঃ। ব্রহ্মণোধিষ্ণ্যমুপাসনা-স্থানম্। 'য এষোঽন্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষ' ইতি শ্রুতেঃ মুক্তের্দ্বারং দেবযা ত্বাৎ অমৃতঞ্চ পুণ্যলোকত্বাৎ মৃত্যুশ্চ কালাত্মকত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তরণিঃ'—যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গের (উত্তরায়ণমার্গের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ত্রয়ীময়ঃ'—যিনি ঋক্ যজুঃ ও সাম—এই বেদত্রয়স্বরূপ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'সেই ত্রয়ী বিদ্যা যেখানে প্রকাশিত হয়' ইত্যাদি। 'ব্রহ্মণঃ ধিষ্ণ্যম্'—যিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান, অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'আদিত্যের অভ্যন্তরে যিনি হিরণ্ময় পুরুষরূপে বিরাজমান।' 'মুক্তেঃ দ্বারং'—যে সূর্য্য দেবযান বলিয়া মুক্তির দ্বারস্বরূপ, এবং যে সূর্য্য পুণ্যধাম বলিয়া অমৃতময় ও কালরূপী বলিয়া মৃত্যু-রূপে গণ্য হন (সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃ, সেই মহা-বিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—অমৃতস্যেতিমুক্তেরিত্যস্য বিশেষণম্ ॥৩৬

প্রাণাদভূদ্‌যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ।
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানুগাঃ বয়ং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) বায়ুঃ চরাচরাণাং (স্থাবরজঙ্গ-মানাং সর্ব্বেষামেব প্রাণিনাং) সহঃ বলম্ ওজঃ (সহ আদি ধর্ম্মবান্) প্রাণঃ চ (ভবতি) বয়ং (বুদ্ধ্যাদ্যধিষ্ঠা-তারো দেবাঃ) সম্রাজম্ অনুগাঃ (ভৃত্যাঃ) ইব অন্বাস্ম (যং প্রাণম্ অনুসৃত্য স্থিতাঃ এবম্ভূতঃ বায়ু) যস্য (ভগবতঃ) প্রাণাৎ (প্রাণেভ্যঃ) অভূৎ (জাতঃ) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাং (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—স্থাবর জঙ্গমের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ। সম্রাটের পশ্চাতে ভৃত্যের ন্যায় আমরা যাহার অনুসরণ করি। এই প্রকার বায়ু যে ভগ-বানের প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য প্রাণাদ্বায়ুরিত্যন্বয়ঃ যো বায়ুশ্চরাচরাণাং সহ আদিধর্ম্মবান্ প্রাণঃ যং প্রাণং বয়ং বুদ্ধ্যাদ্যধিষ্ঠাতারো দেবাঃ সম্রাজং ভৃত্যা ইব অন্বাস্ম ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য প্রাণাৎ বায়ুঃ'—যাঁহার প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে—এই অন্বয়। যে বায়ু 'চরাচরাণাং'—স্থাবর-জঙ্গম নিখিল জগতের মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ভৃত্যগণ যেরূপ সম্রাটের অনুবর্ত্তন করে, আমরা বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ 'যম্ অন্বাস্ম'—যে মুখ্য প্রাণের অনুবর্ত্তন করিতেছি, (সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ।) ॥৩৭॥

———

শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য পুরুষস্য (ভগবতঃ) শ্রোতাৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়াৎ) দিশঃ (দিক্ সমূহাঃ জাতাঃ বভূবুঃ। যস্য ভগবতঃ হৃদঃ চ (হৃদয়াৎ) খানি (দেহগতছিদ্রাণি) প্রজজ্ঞিরে (জাতানি। যস্য) নাভ্যাঃ (নাভিমণ্ডলাৎ) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ (প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ, ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবঃ প্রাণাঃ নাগকূর্ম্মাদয়ঃ চ শরীরং চ তেষাং কেতঃ আশ্রয়ভূত) খম্ (আকাশং প্রজজ্ঞে), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্, (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদঃ যস্য হৃদয়াকাশাৎ খানি দেহগতছিদ্রাণি নাভ্যাঃ সকাশাৎ খং কীদৃশং প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকূর্ম্মাদয়ঃ শরীরঞ্চ তেষাং কেতমাশ্রয়ভূতম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃদঃ'—যাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে 'খানি'—দেহস্থিত রন্ধ্রসমূহ, 'নাভ্যাঃ খম্'—নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে—কিরূপ আকাশ? তাহাতে বলিতেছেন—যাহা পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, নাগকূর্ম্মাদি পঞ্চ বায়ু এবং শরীর—এই সকলের আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

———

বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদা-
ন্মন্যোর্গিরীশো ধিষণাদ্বিরিঞ্চঃ ।
খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) বলাৎ মহেন্দ্রঃ (জজ্ঞে), প্রসাদাৎ ত্রিদশাঃ (দেবাঃ জজ্ঞিরে), মন্যোঃ (ক্রোধাৎ) গিরীশঃ (জজ্ঞে), ধিষণাৎ (ধিষণায়াঃ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা জজ্ঞে), তু খেভ্যঃ (দেহচ্ছিদ্রেভ্যঃ) ছন্দাংসি (বেদাঃ জজ্ঞিরে, যস্য চ ভগবতঃ) মেঢ্রতঃ (ঋষিবৃন্দাঃ) কঃ (প্রজাপতিশ্চ জজ্ঞিরে) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার তেজ হইতে মহেন্দ্র, প্রসন্নতা হইতে দেবগণ, ক্রোধ হইতে গিরীশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহছিদ্র হইতে বেদসকল, মেঢ্র হইতে ঋষি ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধিষণায়াঃ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ। খেভ্যঃ দেহচ্ছিদ্রভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধিষণাৎ'—ধিষণায়াঃ (ধিষণা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ), যাঁহার বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, 'খেভ্যঃ'—দেহচ্ছিদ্র হইতে বেদসকল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

———

শ্রীর্বক্ষস পিতরশ্ছায়য়াসন্
ধর্ম্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ ।
দ্যৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) বক্ষসঃ শ্রীঃ (জাতা) ছায়য়া (ছায়াসকাশাৎ) পিতরঃ আসন্ (জাতাঃ বভূবুঃ) স্তনাৎ ধর্ম্মঃ (জাতঃ) পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠদেশাৎ) ইতরঃ (অধর্ম্মঃ) অভূৎ। যস্য (ভগবতঃ) শীর্ষ্ণং (মস্তকাৎ)

দ্যৌঃ (স্বর্গঃ জাতঃ। যস্য চ ভগবতঃ) বিহারাৎ (ক্রীড়াৎ) অপ্সরসঃ (জাতাঃ বভূবুঃ), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শ্রী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ দেশ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং ক্রীড়া হইতে অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ইতরোঽধর্ম্মঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতরঃ'—অপর অর্থাৎ অধর্ম্ম যাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪০॥

বিপ্রো মুখাদ্ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং
রাজন্য আসীদ্ভুজয়োর্বলঞ্চ।
ঊর্ব্বোর্বিড়োজোঽঙ্ঘ্রিরবেদশূদ্রৌ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) মুখাৎ বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণকুলং) গুহ্যং (অতীন্দ্রিয়ার্থাববোধি) ব্রহ্ম চ (বেদঃ চ) আসীৎ। (যস্য চ ভগবতঃ) ভুজয়োঃ (বাহুভ্যাং) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) বলং চ (আসীৎ। যস্য চ ভগবতঃ) ঊর্ব্বোঃ (ঊরুস্থলাৎ) বিট্ (বৈশ্যঃ) ওজঃ (নৈপুণ্যং তস্য বৃত্তিশ্চ আসীৎ। যস্য চ ভগবতঃ) অবেদশূদ্রৌ (অবেদঃ বেদব্যতিরিক্তা শুশ্রূষা, তদ্বৃত্তিমান্ শূদ্রঃ চ) অঙ্ঘ্রিঃ (অঙ্ঘ্রিজৌ), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অতীন্দ্রিয়ার্থ-ববোধি-বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় এবং বল, ঊরুস্থল হইতে বৈশ্য ও তাহার বৃত্তি, চরণদ্বয় হইতে শুশ্রূষা ও তদ্বৃত্তিসম্পন্ন শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৪১॥

বিশ্বনাথ—মুখাদ্বিপ্রঃ গুহ্যং ব্রহ্ম বেদশ্চ। বিট্ বৈশ্যঃ। ওজঃ নৈপুণ্যং তস্য বৃত্তিশ্চ, অঙ্ঘ্রিঃ অঙ্ঘ্রেঃ সকাশাৎ অবেদঃ বেদব্যতিরিক্তা শুশ্রূষাবৃত্তিঃ। তদ্বৃত্তিমান্ শূদ্রশ্চ। বিশোঽঙ্ঘ্রেরভবচ্ছ শূদ্র ইতি চ পাঠঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখাৎ'—যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও পরমরহস্য বেদবাণী উৎপন্ন হইয়াছে। 'ঊর্ব্বোঃ'—যাঁহার ঊরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং 'ওজঃ' —বলিতে নিপুণতা ও তাহার বৃত্তি, 'অঙ্ঘ্রিঃ'—অঙ্ঘ্রেঃ, চরণদ্বয় হইতে 'অবেদঃ'—বেদ-ব্যতিরিক্ত শুশ্রূষাবৃত্তি এবং তদ্বৃত্তিসম্পন্ন শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থলে—"বিশোঽঙ্ঘ্রে-রভবচ্ছ শূদ্রঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে ঊরুস্থল হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

লোভোঽধরাৎ প্রীতিরুপর্য্যভূদ্দ্যুতি-
র্নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ।
ভ্রুবোর্যমঃ পক্ষ্মভবস্তু কালঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) অধরাৎ (অধরোষ্ঠাৎ) লোভঃ অভূৎ, উপরি (উত্তরোষ্ঠাৎ চ) প্রীতিঃ (অভূৎ। যস্য ভগবতঃ) নস্তঃ (নাসিকাতঃ) দ্যুতিঃ (কান্তিঃ অভূৎ। যস্য চ ভগবতঃ) স্পর্শেন পশব্যঃ (পশূনাং হিতঃ) কামঃ (অভূৎ। যস্য চ) ভ্রুবোঃ (সকাশাৎ) যমঃ (অভূৎ চ) কালঃ তু (যস্য ভগবতঃ) পক্ষ্মভবঃ (পক্ষ্মণো জাতঃ), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অধরোষ্ঠ হইতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কান্তি, স্পর্শদ্বারা পাশব কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে যম এবং পক্ষ্ম হইতে কাল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উপরি উত্তরোষ্ঠাৎ নস্তো নাসিকাতো দ্যুতিঃ, পশব্যঃ পশূনাং হিতঃ কামঃ স্পর্শেনাভূৎ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপরি'—যাঁহার উপরের ওষ্ঠ হইতে প্রীতি। 'নস্তঃ'—নাসিকা হইতে দীপ্তি, 'পশব্যঃ'—পশুগণের হিতজনক কাম উৎপন্ন হইয়াছে (সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।) ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম্ম গুণান্ বিশেষং
যদ্‌যোগমায়াবিহিতান্ বদন্তি ।
যদ্দুর্বিভাব্যং প্রবুধাপবাধং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(কিং বহুনা) যৎ দুর্ব্বিভাব্যং (যৎ যস্য বস্তুনঃ স্বরূপং দুর্ব্বিভাব্যং চেতনাচেতনসজাতীয়ত্বেন চিন্তয়িতুম্ অশক্যং) প্রবুধাপবাধং (প্রকৃষ্টবুধানাং অপবাধঃ নিষেধঃ প্রাকৃতত্বেন অগ্রহণং যস্য তৎ বিদ্বদ্ভিরপোহ্যমানং তৎ) দ্রব্যং (ভূতপঞ্চকং) বয়ঃ (কালং) কর্ম্ম (জীবাদৃষ্টং) গুণান্ (সত্ত্বাদীন্) বিশেষং (লৌকিক প্রপঞ্চং ব্রহ্মাণ্ডং তদুপলক্ষিতং কার্য্যবর্গঞ্চ) যদ্‌যোগমায়াবিহিতান্ (যস্য ভগবতঃ যোগমায়য়া ঈক্ষণাত্মসঙ্কল্পেন বিহিতান্) বদন্তি (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি । অর্থাৎ দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং বস্তু যস্য সঙ্কল্পেন ভবতি) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্ন ভবতু) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—দুস্তর্ক্যস্বরূপ, বুধগণের অগ্রাহ্য, পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম, গুণ এবং লৌকিক প্রপঞ্চ যাঁহার যোগমায়ারচিত বলিয়া (পণ্ডিতগণ) বর্ণন করেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যং পৃথিব্যাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বং বয়ঃ কালং কর্ম্ম চ তদ্ধেতুভূতান্ গুণান্ সত্ত্বাদীন্ যস্য যোগমায়য়ৈব বিহিতান্ সৃষ্টান্ বদন্তি । যদ্‌যেভ্যঃ পৃথিব্যাদিভ্যো দুর্ব্বিভাব্যং বিশেষং প্রপঞ্চঞ্চ বদন্তি কীদৃশং প্রকৃষ্টবুধানাং অপবাধং নিষেধং প্রাকৃতত্বেনাগ্রহণং যস্য তম্ । প্রবুধাববোধমিতি পাঠে দুর্ব্বিভাব্যমপি প্রকৃষ্টৈর্বুধৈরেব অববোধ্যমিত্যর্থঃ । তেন যস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তের্যোগমায়ায়া বিভূতিঃ সত্ত্বাদিগুণময়ী মায়া তস্যা বিভূতয়ঃ কাল-কর্ম্মমহদাদি পৃথিব্যন্তানি তত্ত্বানি তেষাং বিভূতিরিদং মায়িকং বিশ্বমেবাস্মাভিরবগম্যতে ইতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যং'—দ্রব্য বলিতে পৃথিব্যাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব, 'বয়ঃ'—কাল, 'কর্ম্ম'—অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং তাহার হেতুভূত সত্ত্বাদি গুণসমূহ যাঁহার যোগমায়ার দ্বারাই সৃষ্ট হয়, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। 'যদ্'—যে পৃথিব্যাদি হইতে অচিন্ত্যনীয় 'বিশেষ' অর্থাৎ প্রপঞ্চ বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ প্রপঞ্চ ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রবুধাপবাধং', প্রকৃষ্ট বুধগণের অপবাধ বলিতে নিষেধ, অর্থাৎ প্রাকৃতত্বরূপে অগ্রহণ যাহার, তাহা (অর্থাৎ জ্ঞানিগণ বিচারদ্বারা যাহার বাস্তবত্ব নিরাস করেন, অথচ বস্তুতঃ যাহা দুর্জ্ঞেয়)। 'প্রবুধাববোধম্'—এইরূপে পাঠান্তরে দুর্জ্ঞেয় হইলেও প্রকৃষ্ট জ্ঞানিগণের দ্বারাই যাহা অববোধ্য (জ্ঞাত)—এই অর্থ। ইহাতে যাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তি যোগমায়া, সেই যোগমায়ার বিভূতি সত্ত্বাদিগুণময়ী মায়া, তাহার বিভূতি কাল, কর্ম্ম, মহদাদি পৃথিব্যন্ত তত্ত্বসমূহ, তাহাদের বিভূতি এই মায়িক বিশ্বই আমরা জানিতে পারি—ইহা ব্যক্ত হইল ॥ ৪৩ ॥

নমোঽস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে
স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে ।
গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভি-
র্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—উপশান্তশক্তয়ে (উপশান্তা নিরুপদ্রবা শক্তিঃ যস্য তস্মৈ সর্গাদ্যনভিমুখচিদচিৎকালাদিশক্তয়ে) স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে (স্বরাট্ স্বতন্ত্রং স্বস্বরূপং তস্য ভাবঃ যাথাত্ম্যং স্বারাজ্যং তস্য লাভঃ স্বানন্দানুভবঃ তেন প্রতিপূরিতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ) মায়ারচিতেষু (মায়য়া রচিতেষু নির্ম্মিতেষু) গুণেষু (বিষয়েষু সঙ্গাদিষু) বৃত্তিভিঃ (তদ্‌যোগ্যাভিঃ দুঃখলক্ষণাভিঃ বৃত্তিভিঃ) ন সজ্জমানায় (আসক্তিশূন্যায় নিরন্তরং দুঃখানুভূতিরহিতায়) নভস্বদূতয়ে (নভস্বান্ বায়ুঃ তস্যেব উতিঃ লীলা যস্য তস্মৈ এবম্ভূতায়) নমঃ অস্তু (ভবতু) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—নিরুপদ্রব শক্তিসম্পন্ন, স্বানন্দানুভবে পরিপূর্ণ স্বরূপ, মায়াদ্বারা নির্ম্মিত শব্দাদিতে শ্রবণাদি বৃত্তিদ্বারা অনাসক্ত এবং বায়ুর তুল্য লীলাকারী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াতীতং স্বরূপং দুরবগম্যং কেবলমস্মাভির্নমনীয়মেবেত্যাহ নম ইতি । উপশান্তাঃ সংবিদাদ্যা অন্তরঙ্গা শক্তয়ো যস্য তস্মৈ, স্বেন স্বরূপশক্ত্যৈব রাজত ইতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং তেনৈব লাভেন প্রতিপূরিত আত্মা মনো যস্য তস্মৈ ।

ননু তর্হি কথং সৃষ্ট্যাদ্যাসক্তিস্তত্রাহ গুণেষ্বিতি বৃত্তিভির্দর্শনাদিভিঃ নভস্বতো বায়োরিব উতিঃ সৃষ্ট্যাদিলীলা যস্য তস্মৈ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়াতীত তোমার স্বরূপ আমাদের দুর্জ্ঞেয়, এইজন্য কেবল আমরা তোমাকে নমস্কারই করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'উপশান্ত-শক্তয়ে'—উপশান্ত অর্থাৎ নিক্রিয় রহিয়াছে সংবিৎ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শক্তিসমূহ যাঁহার, তাঁহাকে। 'স্বারাজ্য-লাভ-প্রতিপূরিতাত্মনে'—নিজের স্বরূপশক্তিতেই যিনি বিরাজিত হন, তিনি স্বরাট্, তাহার ভাব, স্বারাজ্য, তাহার লাভে প্রতিপূরিত (পরিপূর্ণ) আত্মা বলিতে মনঃ যাহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ স্বানন্দানুভবে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার করি)। দেখুন—তাহা হইলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আসক্তি কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণেষু', যিনি দর্শনাদি বৃত্তিদ্বারা মায়াকল্পিত বিষয়সমূহে আসক্ত নহেন। 'নভস্বদূতয়ে'—নভস্বান্ অর্থাৎ বায়ু, তাহার ন্যায় উতি বলিতে সৃষ্ট্যাদি লীলা যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ যাঁহার লীলা বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।) ॥ ৪৪ ॥

স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্।
প্রপন্নানাং দিদৃক্ষূণাং সস্মিতং তে মুখাম্বুজম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ ত্বং (ভগবান) তে (তব) সস্মিতং মুখাম্বুজং (মুখারবিন্দং) প্রপন্নানাং (শরণাগতানাং) দিদৃক্ষূণাং (দ্রষ্টুমিচ্ছানাং) অস্মৎকরণগোচরম্ (অস্মাকম্ চক্ষুরাদিকরণগোচরং চক্ষুর্বিষয়ং যথা ভবতি তথা কৃত্বা) আত্মানং (নিজরূপং) নঃ (অস্মাকং) দর্শয় ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) শরণাগত, দর্শনেচ্ছু আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর করিয়া আপনার সস্মিত মুখপদ্ম ও স্বরূপ প্রদর্শন করান ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মন্নভীপ্সিতং বরং গৃহাণেত্যত আহ স ত্বমিতি। নোঽস্মাকং প্রপন্নানাং অস্মান্ প্রপন্নান্ আত্মানং স্বস্বরূপং দর্শয়। কিং নির্ব্বিশেষং স্বরূপং সবিশেষং বা তত্রাহ। অস্মৎকরণগোচরং সবিশেষমিত্যর্থঃ। তত্রাপি সস্মিতং মুখাম্বুজম্ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখ—ব্রহ্মা, তোমার অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর, ইহা যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'সঃ ত্বম্'—সেই আপনি শরণাগত আমাদিগকে নিজস্বরূপ দর্শন করান। যদি বলেন—কি নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, অথবা সবিশেষ রূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'অস্মৎকরণগোচরং', আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহাতে হয়, তাদৃশ আপনার সবিশেষ রূপই দর্শন করান, এই অর্থ। তন্মধ্যেও 'সস্মিতং'—আপনার হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম দর্শনে আমরা অভিলাষী ॥ ৪৫ ॥

তৈস্তৈঃস্বেচ্ছাভূতৈরূপৈঃ কালেকালে স্বয়ং বিভো।
কর্ম্ম দুর্ব্বিষহং যন্নো ভগবাংস্তৎ করোতি হি ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, কালে কালে ("যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" ইত্যুক্তকালে) তৈঃ তৈঃ (মৎস্যকূর্ম্মরামকৃষ্ণাদিভিঃ) স্বেচ্ছাভূতৈঃ (ইচ্ছয়া এব স্বীকৃতৈঃ নতু অস্মদাদিবৎ পুণ্যপাপাত্মককর্ম্মভূতৈঃ) রূপৈঃ (অবতারৈঃ) ভগবান্ স্বয়ং (ভবান্) নঃ (অস্মাকং) যৎ দুর্ব্বিসহং (দুরাসদং দুষ্করং) কর্ম্ম তৎ হি (নিশ্চিতং) করোতি (তথাচ অঘটনঘটনাত্মকক্রিয়াশক্তে স্তব স্ববিগ্রহদর্শয়িতৃত্বং ন দুর্ঘটম্ অতঃ আত্মানং দর্শয় ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ আপনি স্বয়ং কালে কালে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিয়া আমাদের অশক্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবাৎসল্যং বহুশঃ স্মরন্নাহ স্বেচ্ছাভূতৈঃ স্বভক্তেচ্ছাপুষ্টৈঃ রূপৈর্নৃসিংহাদিভিঃ যন্নো দুর্ব্বিষহং কর্ম্ম তৎ স্বয়মেব করোতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ভক্তবাৎসল্য বারম্বার স্মরণপূর্ব্বক বলিতেছেন—'স্বেচ্ছাভূতৈঃ রূপৈঃ', 'স্ব' বলিতে আপনার নিজজন যে ভক্তগণ, তাঁহাদের ইচ্ছা পরিপূরণের নিমিত্তই আপনি নৃসিংহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া, 'দুর্ব্বিষহং'—আমাদের দুষ্কর যে কর্ম্ম, তাহা নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা ।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিষয়ার্ত্তানাং (বহির্ম্মুখানাম্ অনুকূল-বিষয়াভাবে দুঃখপীড়িতানাং) দেহিনাং (শরীরিণাং ত্বয়ি অনর্পিতানি) কর্ম্মাণি (সকামানাং কর্ম্মাণি) (যথা যাদৃশানি) ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি (ক্লেশঃ ভূরিঃ ভূয়ান্ যেষু অল্পঃ সারঃ ফলং যেষু তানি) বা (অথবা) বিফলানি (নিরর্থকানি ভবন্তি) তথা ত্বয়ি (ভগবতি ভক্তৈঃ) অর্পিতং (সমর্পিতং ত্বৎপ্রীত্যর্থং কৃতং কর্ম্ম) ন এব (নৈবং অপি তু অনায়াসসাধ্যং ভূরিফলঞ্চ ভবতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বিষয়ার্ত্ত দেহীদিগের কৃত কর্ম্মের ন্যায় আপনাতে সমর্পিত (অর্থাৎ আপনার প্রীতির জন্য কৃত) কর্ম্মসকল ক্লেশবহুল স্বল্প ফলজনক বা বিফল নহে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—নচ বহির্ম্মুখানামিব ত্বদ্ভক্তানামস্মাকং ত্বয্যর্পিতানি পূর্ব্বপুণ্যানি বিপরীতফলানি ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ। ক্লেশো ভূরি যেষু অল্পং সারং ফলং যেষু তানি তান্যপি যথা ত্বদ্বিমুখানাং কর্ম্মাণি বা এবার্থে বিফলান্যেব, তথা ত্বয্যর্পিতং ভক্তানাং কর্ম্ম ন ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বহির্ম্মুখ জনের ন্যায় তোমার ভক্ত আমাদের তোমাতে অর্পিত পূর্ব্বপুণ্যসমূহ কখন বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি', যাহাতে প্রচুর ক্লেশ এবং অতি অল্প ফলই জন্মিয়া থাকে, তোমাতে বিমুখ জনের তাদৃশ কর্ম্মসকল, এখানে 'বা' শব্দ 'এব' অর্থে, এবং তাহা যেমন বিফল হয়, তদ্রূপ তোমাতে অর্পিত ভক্তগণের কর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না (পরন্তু তাহা পরম মহাফল প্রদান করে) ॥ ৪৭ ॥

নাবমঃ কর্ম্মকল্পোঽপি বিফলায়েশ্বরার্পিতঃ ।
কল্পতে পুরুষস্যৈব স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অবমঃ (অল্পঃ) কর্ম্মকল্পঃ (কর্ম্মাভাসঃ) অপি ঈশ্বরার্পিতঃ (ঈশ্বরে ভগবতি অর্পিতঃ সমর্পিতশ্চেৎ) ন বিফলায় (নিরর্থকায়) কল্পতে (ভবতি), হি (যতঃ স ঈশ্বরঃ) পুরুষস্য আত্মা (অতএব) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) হিতঃ (চ নহি আত্মনি দয়িতে হিতে চার্পিতং কর্ম্ম নিষ্ফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরার্পিত অত্যল্প কর্ম্মাভাসও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারী ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয্যর্পিতমল্পমপি কর্ম্ম মহদ্ভবতি অনর্পিতং মহদপি ব্যর্থমেব ভবতীত্যাহ নেতি, অবমঃ অল্পোঽপি কর্ম্মকল্পঃ কর্ম্মাভাসোঽপি ন বিফলায়। হি যস্মাৎ স ঈশ্বরঃ পুরুষস্যাত্মা দয়িতো হিতশ্চেত্যতস্তদাদরানাদরাবেব কর্ম্মসাফল্যবৈফল্যহেতূ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাতে অর্পিত অত্যল্পও কর্ম্ম মহৎ হয়, অপরদিকে তোমাতে অনর্পিত মহৎ কর্ম্মও ব্যর্থ হয়, ইহা বলিতেছেন—'নাবমঃ', অবম বলিতে অতি অল্পপরিমাণ 'কর্ম্মকল্পঃ'—কর্ম্মাভাসও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যদি অর্পিত হয়, তাহা কখন বিফল হয় না। 'হি'—যেহেতু সেই ঈশ্বরই জীবের আত্মা, প্রিয় এবং হিতকারী (এইজন্য তাদৃশ কর্ম্মসমর্পণ নিষ্ফল হইতে পারে না)। সুতরাং তাঁহাতে আদর ও অনাদরই কর্ম্মের সাফল্য ও বৈফল্যের কারণ—এই ভাব ॥ ৪৮ ॥

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্ম্মূলাবসেচনম্ ।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—যথা হি তরোঃ মূলাবসেচনং মূলে জলাবসেচনং) স্কন্ধশাখানাং (স্কন্ধানাং শাখানাং চ তৃপ্ত্যর্থং ভবতি) এবং (তথা) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বিষ্ণোঃ চ আরাধনং সর্ব্বেষাং হি (সর্ব্বপুরুষাণামেব সাধনং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন যেমন স্কন্ধ শাখা প্রভৃতির তৃপ্তির নিমিত্ত হয় তদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাদ্বারা সকলের আত্মার আরাধনা সম্পাদিত হয় ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। কর্ম্মাকরণেঽপি বিষ্ণোরারাধনে সতি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি ভবন্তি। তদারাধনাভাবে তান্যপি কর্ম্মাণি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমাহ যথাহীতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কর্ম্ম না করিয়াও শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হইলে, সকল কর্ম্মফলই লাভ হয়, আর তাঁহার আরাধনার অভাবে সেই সকল কর্ম্মও নিষ্ফল হয়, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি (অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহাতে যেরূপ কাণ্ড-শাখাপ্রভৃতি সকল অবয়বেরই সেচন হয়, সেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে উহাতে সর্ব্বভূতের এবং নিজেরও আরাধনা করা হইয়া থাকে) ॥ ৪৯ ॥

নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে ।
নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতিঃ নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অনন্তায় (ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতায়) দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে (দুর্ব্বিতর্ক্যাণি ইতর সজাতীয়ত্বেন বিভাবয়িতুম্ অশক্যানি আত্মকর্ম্মাণি স্বভাবচেষ্টিতানি যস্য তস্মৈ) নির্গুণায় (হেয়গুণরহিতায়) গুণেশায় (সত্ত্বাদিগুণানাং নিয়ন্ত্রে) সাম্প্রতম্ (অধুনা) সত্ত্বস্থায় চ (সত্ত্বপ্রধানমনোনিলয়ায়) তুভ্যং (ভগবতে নমঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্ত (অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত), দুশ্চিন্ত্যকর্ম্মা হেয়গুণরহিত, সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা ও অধুনা সত্ত্বস্থ আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের
অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অস্মদভীপ্সিতং পূরয়িষ্যসি ন বেত্যন্তং ন প্রাপ্নুম ইত্যাহ অনন্তায় সর্ব্বজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বয়ি সার্ব্বজ্ঞ্যং নাস্ত্যেব সংপ্রতি তৎ করিষ্যমাণং কর্ম্ম অনুমানেনাপি ন বিদ্ম ইত্যাহ দুর্ব্বিতর্ক্যেতি । ননু মৎকৃপামেব হেতুকৃত্য ভক্তানাম্ ইন্দ্রাদীনামভীষ্টসিদ্ধিরনুমীয়তাং তত্র নেত্যাহ নির্গুণায় কৃপয়ৈব গুণজন্যাং সম্পত্তিমনর্থহেতুং ন দদাসি, গুণেশায়েতি কৃপয়ৈব গুণজন্যাং সম্পত্তিং দদাস্যপীতি তয়ৈব তদ্দ্বয়ানুমানসম্ভবাৎ । তর্হ্যেবং সংশয়ে কথং স্তৌষি তত্রাহ সত্ত্বস্থায় সত্ত্বগুণস্য সংপ্রতি বৃদ্ধিকাল ইতি সাত্ত্বিকান্ দেবান্ বর্দ্ধয়িতুমর্হসীতি এষাঞ্চ শুদ্ধভক্ত্যভাবাৎ বিষয়ভোগবিচ্ছেদং কর্ত্তুঞ্চ নার্হসীতি নিশ্চয়োঽপি বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-
অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থ-
দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের অভিলাষ আপনি পূরণ করিবেন কি না, ইহার অন্ত আমরা পাই না, এইজন্য বলিতেছেন—'অনন্তায়' । আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আপনাতে আমাদের সার্ব্বজ্ঞ্য নাই, সম্প্রতি আপনার করিষ্যমাণ কর্ম্ম অনুমানের দ্বারাও আমরা জানিতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—'দুর্ব্বিতর্ক্যেতি', অর্থাৎ আপনার স্বভাব ও কর্ম্মসমূহ বিতর্কের (বিচারের) অযোগ্য । যদি বলেন—দেখ, আমার কৃপাকেই হেতু করিয়া (কৃপাহেতুই) ইন্দ্রাদি ভক্তগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, এইরূপ অনুমান কর, তাহাতে বলিতেছেন—'নির্গুণায়', না, আপনি নির্গুণ, কৃপাপরবশ হইয়াই গুণোদ্ভূত অনর্থহেতুক ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন না, আবার 'গুণেশায়'—আপনি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা, এইজন্য কৃপাহেতুক গুণজনিত সম্পত্তি প্রদানও করেন, আপনার কৃপার দ্বারা ঐ দুইটিরই অনুমান করা সম্ভব । তাহা হইলে সংশয়ান্বিত হইয়া কিজন্য স্তব করিতেছ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সত্ত্বস্থায়', আপনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, সম্প্রতি সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকাল, এইহেতু সত্ত্বপ্রকৃতির দেবগণকে আপনি বর্দ্ধিত করিতে পারেন, এবং ইঁহাদের শুদ্ধভক্তির অভাবহেতু বিষয়ভোগ হইতে বিচ্ছেদ করিতেও পারেন না, এইরূপ নিশ্চয়ও আছে, এই ভাব ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
তেষামাবিরভূদ্রাজন্ সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হইলে দেবতা-সহ ব্রহ্মার পুনরায় তাঁহাকে স্তুতি এবং তাঁহার মন্ত্রণানুসারে অসুরগণসহ অমৃতার্থে মহোদ্যম বর্ণিত হইয়াছে।

(পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত) দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ দেবগণ সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার দ্যুতিতে দেবগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মা ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া মহেশের সহিত তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—"শ্রীভগবান্ জন্মাদিশূন্য, অতএব নিত্য, হেয়গুণরহিত, সুতরাং অশেষ কল্যাণগুণৈক-বারিধি সূক্ষ্ম হইতেও সুসূক্ষ্ম, অপরিমেয় স্বরূপ, অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সর্ব্বদেবারাধ্য, তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্ত্যভ্যন্তরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত সুতরাং তিনি অপরিচ্ছিন্ন, প্রধান হইতেও প্রধান, জগতের আদি-অন্ত্য ও মধ্যস্বরূপ হইয়াও তাঁহার জগদ্রূপে পরিণতি এই মায়াবাদীয় ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ; তিনি তাঁহার অধীনা মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণপূর্ব্বক পশ্চাৎ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে মায়াধীশ। এই গুণময় জগতে গুণাতীত স্বরূপে বিরাজিত ভগবান্‌কে তদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগা-বলম্বনেই প্রাপ্তব্য, অতএব তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত সর্ব্বলোকসাক্ষী সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার বিভিন্নাংশ স্বরূপ তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) এবং গিরিশাদি দেবগণকে শ্রেয়ঃ সাধনোপযোগী বুদ্ধিযোগ দান করুন।" ব্রহ্মাদি দেবগণের এই প্রকার স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অজিত তাঁহাদিগকে শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন-পূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করিয়া অমৃতোৎপাদনার্থ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন এবং আরও কহিয়া দিলেন যে, ঐ মন্থনফলে যে কালকূট উৎপন্ন হইবে, তাহা দৈত্যকুলেরই প্রাপ্য হইবে, সুতরাং তাহাতে ভীত হইবার বা অন্যান্য যে-সকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে তাহাতে লোভ বা লোভের প্রতিঘাত জন্য ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলে দেবগণ শ্রীভগবদ্ উক্ত উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সহিত সন্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পর্ব্বত লইয়া চলিলেন। অত্যন্ত গুরুভারবশতঃ বহনে অশক্য হইয়া পথিমধ্যেই উহা পরিত্যাগ করায় অনেক দেবতা ও দানবের প্রাণ নাশ হইল। তখন পরম-করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুনরায় উহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং সেই পর্ব্বতকে একহস্তদ্বারা তুলিয়া গরুড়-পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করিয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিলেন। সমুদ্র-সমীপে উপনীত হইয়া গরুড় স্বীয় স্কন্ধ হইতে পর্ব্বতকে জল-সমীপে অবতারণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন, যেহেতু গরুড়ের অবস্থিতি-কালে বাসুকীর আগমন অসম্ভব।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, সুরগণৈঃ (দেবগণৈঃ) এবম্ (এবম্প্রকারং) স্তুতঃ সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ (সহস্রাণাম্ অর্কাণাং সূর্য্যাণাম্ উদয়ে দ্যুতিঃ ইব দ্যুতিঃ যস্য সঃ অদ্ভুতোপমেয়ঃ) ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বরঃ (তদা) তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং পুরঃ) আবিরভূৎ (প্রকটঃ বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, দেবগণকর্ত্তৃক এই প্রকার স্তুত হইয়া সহস্র সূর্য্যোদয় সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট ভগবান্ হরি ব্রহ্মাদির পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

আবির্ভূতে হরৌ ষষ্ঠে ব্রহ্মা তুষ্টাব তং পুনঃ।
তন্মন্ত্রণেনামৃতার্থে বলিং দেবাঃ প্রপেদিরে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীহরি

আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় স্তুতি করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে দেবগণ অমৃত লাভের নিমিত্ত মহারাজ বলির নিকট গমন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তেনৈব সহসা সর্ব্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ ।
নাপশ্যন্ খং দিশঃ ক্ষৌণীমাত্মানঞ্চ কুতো বিভুম্ ॥২

অন্বয়ঃ—তেন এব (সহসা অতিনিবিড়েন তেজসা) সহসা প্রতিহতেক্ষণাঃ (প্রতিহতানি ঈক্ষণানি চক্ষুংষি যেষাং তে তথাভূতাঃ) সর্ব্বে দেবাঃ খম্ (আকাশং) দিশঃ (সর্ব্বাঃ দিশঃ) ক্ষৌণীং (পৃথিবীম্) আত্মানং চ ন অপশ্যন্। (তদা) কুতঃ বিভুম্ (আবির্ভূতং পশ্যেয়ুঃ ?) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই তেজের দ্বারা দেবগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইলে, তাঁহারা আকাশ, দিক্‌সকল, পৃথিবী এবং আপনাদিগকেও দেখিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং সেই বিভুকে কি প্রকারে দর্শন করিবেন ? ২॥

বিরিঞ্চো ভগবান্ দৃষ্ট্বা সহ শর্ব্বেণ তাং তনুম্ ।
স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাম্ ॥ ৩ ॥
তপ্তহেমাবদাতেন লসৎকৌশেয়বাসসা ।
প্রসন্নচারুসর্ব্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ৪ ॥
মহামণিকিরীটেন কেয়ূরাভ্যাঞ্চ ভূষিতাম্ ।
কর্ণাভরণনির্ভাত-কপোলশ্রীমুখাম্বুজাম্ ॥ ৫ ॥
কাঞ্চীকলাপবলয়-হারনূপুরশোভিতাম্ ।
কৌস্তুভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্ ॥ ৬॥
সুদর্শনাদিভিঃ স্বাস্ত্রৈর্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাম্ ।
তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ সশর্ব্বঃ পুরুষং পরম্ ।
সর্ব্বামরগণৈঃ সাকং সর্ব্বাঙ্গৈরবনিং গতৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শর্ব্বেণ (শিবেন) সহ ভগবান্ বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) স্বচ্ছাং (নির্ম্মলাং) মরকতশ্যামাম্ (ইন্দ্রনীলবচ্ছ্যামাং) কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাঃ (কঞ্জগর্ভবৎ পদ্মগর্ভবৎ অরুণে ঈক্ষণে যস্যাঃ তাং) তপ্তহেমাবদাতেন (তপ্ত হেমবৎ তপ্ত কাঞ্চনবৎ অবদাতেন বিশুদ্ধেন পীতেন) লসৎকৌশেয়বাসসা (লসতা কৌশেয়বাসসা ভূষিতামিত্যর্থঃ) প্রসন্নচারুসর্ব্বাঙ্গীং (প্রসন্নানি চারূণি সুন্দরাণি চ সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্যাঃ তাং) সুমুখীং (সুন্দরং মুখং যস্যাঃ তাং) সুন্দরভ্রুবং (সুন্দরে ভ্রুবৌ যস্যাং তাং) মহামণিকিরীটেন (মহান্তঃ মণয়ঃ যস্মিন্ তেন কিরীটেন) কেয়ূরাভ্যাং চ ভূষিতাম্ (অলঙ্কৃতাং) কর্ণাভরণনির্ভাতকপোল-শ্রীমুখাম্বুজাং (কর্ণাভরণে কুণ্ডলে তাভ্যাং নিতরাং ভাতৌ শোভিতৌ কপোলৌ তাভ্যাং শ্রীঃ শোভা মুখাম্বুজে যস্যাঃ তাং) কাঞ্চীকলাপবলয়-হারনূপুরশোভিতাং (কাঞ্চীকলাপাদিভিঃ শোভিতাং) কৌস্তুভাভরণাং (কৌস্তুভঃ আভরণং কণ্ঠে যস্যাঃ তাং) লক্ষ্মীং (বক্ষসি) বিভ্রতীং (ধারয়ন্তীং) বনমালিনীং (বনমালা অস্যাম্ অস্তীতি তথা তাং) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ (পুরুষাকৃতিভিঃ) স্বাস্ত্রৈঃ (স্বকীয়ৈঃ অস্ত্রৈঃ) সুদর্শনাদিভিঃ উপাসিতাং (সেব্যমানাং) তাং তনুং (দেহং) দৃষ্ট্বা সশর্ব্বঃ (শর্ব্বেণ রুদ্রেন সহ বর্ত্তমানঃ) দেবপ্রবরঃ (ব্রহ্মা) সর্ব্বাঙ্গৈঃ অবনীং গতৈঃ (ভূমিঙ্গতৈঃ প্রাপ্তৈঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণতৈঃ) সর্ব্বামরগণৈঃ (সর্ব্বৈঃ দেবগণৈঃ) সাকং (সহ) পরং পুরুষং (ভগবন্তং) তুষ্টাব ॥ ৩-৭ ॥

অনুবাদ—শিবের সহিত ব্রহ্মা নির্ম্মল, মরকতবৎ শ্যামবর্ণ, তাঁহার দেহ, পদ্মগর্ভ সদৃশ অরুণবর্ণ নেত্রযুগল, তপ্ত কাঞ্চনবৎ বিশুদ্ধ কৌষেয় বসনে ভূষিত প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর মুখশ্রী, মনোহর ভ্রূদ্বয়, মহামণিময় কিরীট ও কেয়ূরদ্বয়ভূষিত মস্তক, কুণ্ডলদ্বয় মণ্ডিত কপোলদ্বারা উজ্জ্বল মুখপদ্ম দেখিলেন এবং তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, গলদেশে হার, পদদ্বয়ে নূপুর, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছেন ; আরও বনমালাভূষিত হইয়া স্বকীয় অস্ত্র সুদর্শনাদিসজ্জিত ছিলেন ; সশিব ব্রহ্মা ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণত দেবগণের সহিত সেই পরম পুরুষ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩-৭॥

বিশ্বনাথ—বিরিঞ্চঃ তুষ্টাবেতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। তপ্তহেমবদবদাতেন পীতেন। কর্ণাভরণেন নির্ভাতৌ কপোলৌ যত্র তাদৃশং শ্রীমুখমেবাম্বুজং যত্র তাম্ ॥৩-৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিরিঞ্চঃ'—বলিতে ব্রহ্মা 'তুষ্টাব'—স্তুতি করিলেন, ইহা পঞ্চম (অর্থাৎ ৭নং) শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। 'তপ্তহেমাবদাতেন' —উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশেয় বসনে

ভূষিত। 'কর্ণাভরণ-নির্ভাত-কপোল-শ্রীমুখাম্বুজম্'—কর্ণাভরণ অর্থাৎ কর্ণভূষণ কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা 'নির্ভাত' শোভিত কপোলযুগল যেখানে, তাদৃশ শ্রীমুখরূপ কমল যেখানে, তাদৃশ মূর্ত্তি (অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখকমল কুণ্ডলযুগলদ্বারা উদ্ভাসিত গণ্ডদ্বয়ের শোভায় রমণীয়, এরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মা সাষ্টাঙ্গে ভূতলে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।)॥ ৩-৭ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়া-
গুণায় নির্ব্বাণসুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে
মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—অজাতজন্মস্থিতিসংযমায় (ন জাতাঃ জন্মস্থিত্যোঃ সংযম উপরমঃ যস্য তস্মৈ) অগুণায় (সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণরহিতায়) নির্ব্বাণসুখার্ণবায় (নির্ব্বাণসুখস্য অর্ণবায় অপারমোক্ষসুখরূপায় ইত্যর্থঃ) অণোঃ অণিম্নে (দুর্জ্ঞানত্বাৎ অণোরপি অণিম্নে অতি সূক্ষ্মায়) অপরিগণ্য ধাম্নে (অপরিগণ্যম্ ইয়ত্তাতীতং ধাম মূর্ত্তিঃ যস্য তস্মৈ অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপায়) মহানুভাবায় (মহান্ অচিন্ত্যঃ অনুভাবঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—আপনার জন্ম ও স্থিতির উপরম হয় না; এবং সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণশূন্য নির্ব্বাণ সুখের সমুদ্র, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম (অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ) মহাপ্রভাব আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন জাতো জন্মস্থিত্যোঃ সংযম উপরমো যস্যেতি কৃষ্ণরামাদ্যবতারাণাং জন্মস্থিত্যোর্নিত্যত্বং স্থিতিরকর্ম্মকা জাতস্য চেতনস্য ন সম্ভবতীতি কর্ম্মণোঽপি নিত্যত্বম্। অগুণায় প্রাকৃতগুণরহিতায় বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হীতি বৈষ্ণবোক্তেরপ্রাকৃত-ষাড়্গুণ্যবত্ত্বেন ভগবত্ত্বমুক্তং, নির্ব্বাণসুখার্ণবায়েতি ব্রহ্মত্বম্, অণোরপ্যণিম্নে অতিসূক্ষ্মায়েতি পরমাত্মত্বম্। অপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধাম মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ ইতি ত্বন্মূর্ত্তেঃ পরিচ্ছিন্নত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বঞ্চোক্তম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজাত-জন্ম-স্থিতি-সংযমায়'—যাঁহার জন্ম ও স্থিতির সংযম বলিতে উপরম হয় না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি অবতারসকলের জন্ম ও স্থিতির নিত্যত্ব, কর্ম্মরহিত স্থিতি (অবস্থান) জাত চেতন পুরুষের সম্ভব নহে, ইহার দ্বারা তাঁহার কর্ম্মেরও নিত্যত্ব। 'অগুণায়'—প্রাকৃত গুণরহিত, ইহাতে 'হেয়গুণাদি বর্জ্জিত' এবং 'সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক'—বৈষ্ণবশাস্ত্রের এই উক্তি অনুসারে অপ্রাকৃত ষড়্গুণ্যযুক্ত ভগবত্ত্বই বলা হইল। 'নির্ব্বাণ-সুখার্ণবায়'—নির্ব্বাণ সুখের সমুদ্র, ইহার দ্বারা ব্রহ্মত্ব। 'অণোরণিম্নে'—অণু হইতেও অণু, অর্থাৎ অতি-সূক্ষ্মস্বরূপ, ইহাতে পরমাত্মত্ব। 'অপরিগণ্যধাম্নে'—অপরিগণ্য বলিতে ইয়ত্তাতীত ধাম অর্থাৎ মূর্ত্তি যাঁহার (অর্থাৎ যাঁহার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই, সেই তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি)। ইহার দ্বারা তোমার মূর্ত্তির পরিচ্ছিন্নত্ব হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ বিভুত্বও বলা হইল ॥ ৮ ॥

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্ত্তৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষর্ষভ, (পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে) ধাতঃ, (হে বিধাতঃ,) এতৎ তব রূপং শ্রেয়োঽর্থিভিঃ (জনৈঃ সদা) বৈদিকতান্ত্রিকেণ (বৈদিকেন তান্ত্রিকেণ চ) যোগেন (উপায়েন) ইজ্যং (পূজ্যম্ অতঃ ন ইদানীম্ অপূর্ব্বমিতি ভাবঃ) উ (অহো) হ (স্ফুটম্) অমুষ্মিন্ (ত্বয়ি) বিশ্বমূর্ত্তৌ (বিশ্বং মূর্ত্তি যস্য তস্মিন্ বিশ্বাশ্রয়-মূর্ত্তৌ) ত্রিলোকান্ নঃ (অস্মান্ চ) সহ (একত্রাবস্থিতান্) পশ্যামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতঃ, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়দ্বারা সর্ব্বদা আপনার এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, অহো! বিশ্বমূর্ত্তি আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মাভিপ্রেতি নিত্যত্ব-বিভুত্বে ভগবত্তনোরিতি কারিকা তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বঞ্চো-

পপাদয়তি রূপমিত্যত্রাবতারিকা চ শ্রীস্বামিপাদানামত্র দৃশ্যা। হে পুরুষর্ষভ, এবং তদেবং রূপং বৈদিকেন তান্ত্রিকেণ চ যোগেন উপায়েন ইজ্যং সদা পূজ্যমতো নেদানীন্তনমিতি ভাবঃ। ননু যূয়ং দেবাঃ পূজ্যত্বেন প্রসিদ্ধাঃ। সত্যং সর্ব্বেঽপ্যত্রৈবান্তর্ভূতা ইত্যাহ। উ অহো হ স্ফুটম্। অমুস্মিংস্ত্বয়ি নোঽস্মাংস্ত্রিলোকাংশ্চ সহ পশ্যামি। তত্র হেতুঃ। বিশ্বং মূর্ত্তৌ যস্য অতস্তবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীতি ভাবঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"ব্রহ্মাভিপ্রেতি নিত্যত্ব-বিভুত্বে ভগবত্তনোঃ"—অর্থাৎ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব প্রতিপাদনই ব্রহ্মার অভিপ্রায়—শ্রীস্বামিপাদের এই কারিকা। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—'রূপম্' ইত্যাদি শ্লোকে। এই স্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের কারিকা দ্রষ্টব্যা। 'হে পুরুষর্ষভ'!—হে পুরুষোত্তম! আপনার এইরূপ (মূর্ত্তি) বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা 'ইজ্যং'—চিরকাল পূজনীয়, অতএব ইহা আধুনিক নহে, এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আপনারা দেবগণই পূজ্যত্বরূপে প্রসিদ্ধ। তাহার উত্তরে—সত্য, আমরা সকলেই আপনাতে অন্তর্ভূত, ইহা বলিতেছেন—'উহ', 'উ' আশ্চর্য্যে এবং 'হ' নিশ্চয়ার্থে। 'অমুস্মিন্'—এই আপনার মধ্যেই ত্রিলোকের সহিত আমাদের সকলকেই দর্শন করিতেছি। তাহার কারণ—'বিশ্বমূর্ত্তৌ', নিখিল বিশ্বই আপনার মূর্ত্তির মধ্যে অবস্থিত, অতএব আপনার এই মূর্ত্তি পরিচ্ছিন্ন নহে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

———

ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ
ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং
ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ঘটস্য মৃৎস্না ইব (মৃত্তিকা যথা আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ তথা) ত্বম্ অস্য জগতঃ আদিঃ অন্তঃ মধ্যং (চ তথা) পরস্মাৎ (প্রধানাৎ অপি) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ চ অতঃ) আত্মতন্ত্রে (স্বতন্ত্রে) ত্বয়ি (ভগবতি এব) ইদং (জগৎ) অগ্রে (প্রথমে সৃষ্টেঃ প্রাক্) আসীৎ। (তথা আত্মতন্ত্রে) ত্বয়ি (এব) মধ্যে আসীৎ (তথা আত্মতন্ত্রে) অন্তে চ আসীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্বতন্ত্র আপনাতে এই সকল অগ্রে মধ্যে ও অন্তে ছিল। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের তদ্রূপ প্রধান হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনি এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বমূর্ত্তিত্বমেবাহ,—ত্বয়ীতি ঘটস্য মৃত্তিকা যথা আদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চ, তথা ত্বমস্য জগতঃ। মৃত্তিকাদৃষ্টান্তেন প্রসক্তং পরিণামং বারয়তি পরস্মাৎ প্রধানাদপি পরঃ, প্রধানম্ এব বিশ্বরূপেণ পরিণমতি ন তু ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বমূর্ত্তিত্বই বলিতেছেন—'ত্বয়ি' ইত্যাদি। 'ঘটস্য মৃৎস্নেব'—মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনি সেরূপ এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য (অর্থাৎ বিশ্ব—সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনাতেই ছিল, মধ্যদশায় অর্থাৎ বর্ত্তমানেও আপনাতেই আছে, এবং ধ্বংসের পরেও আপনাতেই থাকিবে)। মৃত্তিকা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রসক্ত পরিণাম নিষেধ করিতেছেন—'পরস্মাৎ পরঃ'—আপনি প্রধানের (প্রকৃতিরও) পরবর্ত্তী তত্ত্ব, প্রকৃতিই বিশ্বরূপে পরিণত হয়, কিন্তু আপনি নহেন, এই ভাব ॥১০

———

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং
নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো
গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বিভো), ত্বং স্বয়া (স্বাধীনয়া) আত্মাশ্রয়য়া (স্বাপৃথগ্ভূতয়া) মায়য়া ইদং বিশ্বং নির্ম্মায় (সৃষ্ট্বা) তদনুপ্রবিষ্টঃ (তত্র বিশ্বস্মিন্ এব অনুপ্রবিষ্টঃ বর্ত্তসে। অতঃ) যুক্তাঃ (সুসমাহিতাঃ) বিপশ্চিতঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) মনসা (যোগপরিশুদ্ধেন মনসা সাধনেন) গুণব্যবায়ে (গুণানাং ব্যবায়ে পরিণামে) অপি অগুণম্ (এব ত্বাং) পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি আত্মাশ্রিত, স্বাধীন মায়াদ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন,—অতএব সুসমাহিত-চিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ মনিষীগণ

যোগপরিশুদ্ধ মনের দ্বারা গুণসমূহের পরিণামেও আপনাকে অগুণ দর্শন করেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ - ননু তর্হি প্রধানস্যৈব বিশ্বহেতুত্বমায়াতং ন তু মমেতি। তত্রাহ, ত্বমিতি মায়য়া স্বয়া স্বশক্ত্যেতি তব ততঃ পরত্বেঽপি তস্যাস্তুচ্ছক্তিত্বাত্ত্বমেবেদং বিশ্বং নির্ম্মায় তত্র বিশ্বস্মিন্ননুপ্রবিষ্টো বর্ত্তসে। মায়য়া কীদৃশ্যা আত্মা ত্বমেবাশ্রয়ো যস্যা তয়া ত্বদধীনয়েত্যর্থঃ। অতো গুণব্যবায়ে গুণপরিণামভূতে অত্র বিশ্বস্মিন্নেব প্রবিষ্টমপ্যগুণং গুণসঙ্গরহিতং ত্বাং মনসা যুক্তাঃ সমনস্কা জনাঃ পশ্যন্তি, যে চ পশ্যন্তি তএব মনীষিণো বিবেকিনঃ, তএব বিপশ্চিতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিজ্ঞাঃ, যে ন পশ্যন্তি ত এবাবিপশ্চিতোঽমনীষিণোঽমনসোঽন্ধাশ্চেতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে প্রধানেরই বিশ্বহেতুত্ব হউক, কিন্তু আমার নহে (অর্থাৎ প্রধানই বিশ্বের কারণ হউক, কিন্তু আমি নহি), তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্বম্ মায়য়া'—আপনি নিজ অধীন মায়াশক্তির দ্বারা অর্থাৎ আপনি তাহা হইতে পরতত্ত্ব হইলেও সেই মায়া আপনার শক্তি বলিয়া, সেই শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া, সেই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। কিরূপ মায়ার দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মাশ্রয়য়া'—আত্মা বলিতে আপনিই যাহার আশ্রয়, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ আপনার অধীন মায়ার দ্বারা, এই অর্থ। অতএব 'গুণব্যবায়ে'—গুণসমূহের পরিণামরূপ এই বিশ্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও, 'অগুণং'—গুণসম্পর্কশূন্যরূপেই আপনাকে, 'মনসা যুক্তাঃ'—সমনস্ক (সুসমাহিত-চিত্ত) জনগণ দেখিয়া থাকেন, যাঁহারা দেখেন, তাঁহারাই 'মনীষিণঃ'—বিবেকী, এবং তাঁহারাই 'বিপশ্চিতঃ' —শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিজ্ঞ, আর যাহারা দেখেন না, তাহারাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিবেকী, অমনস্ক ও অন্ধ ॥ ১১ ॥

———

যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু
ভুব্যন্নমম্বুদ্যমনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং
গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মনুষ্যাঃ এধসি (কাষ্ঠে) যোগৈঃ (মথনেন উপায়েন) অগ্নিম্। (যথা চ) গোষু (দোহনেন উপায়েন) অমৃতং চ (ক্ষীরং, যথা চ) ভুবি (পৃথিব্যাং কৃষ্যাদ্যুপায়েন) অন্নং (যথা চ খননেন উপায়েন)। অম্বু (জলং যথা চ) উদ্যমনে (পুরুষকারে বাণিজ্যাদিনা) বৃত্তিং চ (জীবিকাম্) অধিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি তথা) কবয়ঃ বুদ্ধ্যা (যোগ বিশুদ্ধয়া) গুণেষু (গুণপরিণামাত্মকেষু সচেতনেষু পদার্থেষু) ত্বাম্ (অধিযন্তি) (চ ইতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যেরূপ মানবগণ মথনাদি উপায়ে কাষ্ঠে অগ্নি, ধেনুতে দুগ্ধ, ভূমিতে অন্ন, জল, পুরুষকারে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা গুণসমূহে আপনাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কথং মাং পশ্যন্তীত্যতস্তদুপায়ং সদৃষ্টান্তম্ আহ,—যথেতি মনুষ্যা গুণেষু গুণময়ে জগতি নির্গুণং ত্বাং যোগৈর্ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য, ইতি ত্বদুক্তের্ভক্তিভেদৈঃ অধিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি বুদ্ধ্যা ত্বদ্দত্তয়া বদন্তি চ। তয়া সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্তি; এধসি কাষ্ঠে অগ্নিং মন্থনেন যথেতি মন্থনমপি গুরূপদেশেনৈব যথা জানন্তি তথৈব শ্রীগুরূপদিষ্টয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যা মনো মন্থনেন মুহুর্ম্মথিতয়া ত্বাং পশ্যন্তি। 'যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্। মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষব' ইতি পঞ্চমোক্তেঃ। সাধুসাহায্যভূয়স্ত্বে ত্বল্লায়াসেনৈবেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—গোষু অমৃতং দুগ্ধং দোহনেন যথেতি বৎস-মুখসংঘৃষ্টা পীনপ্রস্তুতমিত্যর্থঃ। প্রাচীনভক্তিবীজসদ্ভাবে তু ভক্তিবাহুল্য-প্রাপ্ত্যৈব ত্বৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—ভুবি অন্নং কর্ষণাদিনা যথা। প্রাচীনসাধুসঙ্গ-বহুভক্তিসদ্ভাবে তু প্রতিবন্ধকাভাব এব ত্বৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—অম্বু জলং খননাত্তদাবরক-মৃত্তিকাদিদূরীকরণেন যথেতি। লব্ধভক্তীনাং তু ভজনমাত্রেণ নিত্যমেব ত্বৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—উদ্যমনে বৃত্তিং নর্ত্তকগায়কাদীনাং প্রতি স্বশিল্পোদ্যমেনৈব জীবিকাং যথেতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে আমাকে কি প্রকারে দর্শন করে ? তদুত্তরে তাহার উপায় দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি।

মনীষিগণ গুণময় এই জগতে নির্গুণ আপনাকে 'যোগৈঃ'—যোগের দ্বারা, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য—উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের এই উক্তি-বশতঃ ভক্তিযোগের দ্বারা আপনাকে লাভ করেন, 'বুদ্ধ্যা'—আপনার প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারাই বলিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিসহযোগেই কথোপকথনও করিয়া থাকেন। 'এধসি অগ্নিম্ যথা'—মনুষ্যগণ যেরূপ মন্থনের দ্বারা কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি দেখিতে পান। মন্থনও গুরূপদেশেই যেমন জানিতে পারে, সেরূপ শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির দ্বারা মনকে বারম্বার মথিত করিয়া আপনাকে দর্শন করেন। পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতঃ" ইত্যাদি, (৫।১৮।৩৬), অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞগণের মন্থনপ্রভাবে সেই অপ্রকাশিত অগ্নি প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় আপনার স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে, নিপুণ পণ্ডিতগণ বিবেকসাধন মনঃ এবং কর্ম্ম ও ফল দ্বারা আপনাকে দর্শন করিবার মানসে সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং সেই অন্বেষণে যাঁহার আত্মা (স্বরূপ) প্রকটিত হয়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। সাধুজনের সাহচর্য্যের প্রাচুর্য্যে (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) অত্যল্প আয়াসেই প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত—'গোষু অমৃতম্', গাভীর মধ্যে দোহন প্রভৃতির দ্বারা যেমন দুগ্ধ, অর্থাৎ বৎসের (বাছুরের) মুখসংঘর্ষণে যেমন পীনমধ্যে (বাঁটের মধ্যে) দুগ্ধ উপস্থিত হয়, এই অর্থ। প্রাচীন ভক্তিবীজ থাকিলে ভক্তিবাহুল্যের প্রাপ্তিতেই আপনার প্রাপ্তি, ইহাতে দৃষ্টান্ত—'ভুবি অন্নম্', কর্ষণাদির দ্বারা যেমন ভূতলে খাদ্য। প্রাচীন সাধুসঙ্গবশতঃ ভক্তির প্রাবল্যে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অম্বু', জল যেমন খনন ও তদাবরক মৃত্তিকাদি অপসরণের দ্বারা লভ্য হয়। লব্ধভক্তি (যাঁহারা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ) ভক্তগণের কিন্তু ভজনমাত্রেই নিত্যই আপনার প্রাপ্তি, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'উদ্যমেন বৃত্তিম্', নর্ত্তক, গায়ক প্রভৃতি যেমন স্বশিল্পের উদ্যমেই জীবিকার আবিষ্কার করে ॥ ১২ ॥

তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং
সরোজনাভাতিচিরেপ্সিতার্থম্।
দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতমদ্য সর্ব্বে
গজা দবার্ত্তা ইব গাঙ্গমম্ভঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—দবার্ত্তাঃ (দাবাগ্নিপীড়িতাঃ) গজাঃ (হস্তিনঃ) গাঙ্গম্ অম্ভঃ (গঙ্গাজলং প্রাপ্য নির্বৃতিং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি) ইব (তদ্বৎ হে) নাথ, (হে) সরোজনাভ, (হে পদ্মনাভ,) অতিচিরেপ্সিতার্থম্ (অতিচিরাদীপ্সিতমর্থং পরম পুরুষার্থস্বরূপং) তং (যোগৈকপ্রাপ্যং) ত্বাং সমুজ্জিহানং (সম্যগুজ্জিহানম্ আবির্ভবন্তং) দৃষ্ট্বা (প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট্বা) অদ্য বয়ং সর্ব্বে নির্বৃতিম্ (আনন্দং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দাবাগ্নিপীড়িত হস্তিগণের গঙ্গাজল প্রাপ্তির ন্যায় হে প্রভো পদ্মনাভ, আমাদের চিরকালের ঈপ্সিত পরম পুরুষার্থস্বরূপ আপনাকে আবির্ভূত দেখিয়া আমরা সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম ॥১৩

বিশ্বনাথ—বয়ন্তু কৃতার্থা এবাভূমেত্যাহ ; তমিতি ত্বা ত্বাং হে সরোজনাভ, অতিচিরেপ্সিতং অর্থং পরমার্থবস্তুরূপম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু কৃতার্থই হইলাম, ইহা বলিতেছেন—'তং ত্বা', সেই আপনাকে দর্শন করিয়া। 'সরোজনাভ'—হে পদ্মনাভ! 'অতিচিরেপ্সিতার্থং'—চিরবাঞ্ছিত অর্থ বলিতে পরমার্থবস্তুস্বরূপ (আপনাকে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা পরম নির্বৃতি লাভ করিলাম।) ॥১৩

স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা
বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্
কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদর্থাঃ (যৎ প্রয়োজনাঃ যৎ কাময়মানাঃ) অখিললোকপালাঃ বয়ং তব পাদমূলং (পাদপদ্মং) সমাগতাঃ (শরণং গতাঃ) সঃ ত্বং (তৎ) বিধৎস্ব (কুরু যদ্বিধেয়ং তৎ কথয়েত্যর্থঃ। যতঃ) হে অন্তরাত্মন্, অশেষসাক্ষিণঃ তে (সর্ব্বং যুগপৎসাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ তব সর্ব্বজ্ঞস্য) বহিঃ অন্য বিজ্ঞাপ্যম্

(অন্যৈঃ বিজ্ঞাপ্যং) কিং বা (অস্তি ? ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে প্রয়োজনে আমরা অখিল লোকপাল আপনার পদপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি আপনি তাহার বিধান করুন। হে অন্তরাত্মন্, নিখিল প্রত্যক্ষকারী আপনাকে বাহিরে অন্যের বিজ্ঞাপ্য কি আছে ? ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বিধৎস্ব যদর্থা বয়ং যৎ-প্রয়োজনাঃ তদেব স্পষ্টং বিজ্ঞাপয়তেতি চেৎ তত্রাহ। হে অন্তরাত্মন্, অশেষসাক্ষিণস্তব বহিঃ কিং জ্ঞাপ্যম্ ? ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিধৎস্ব'—আপনি তাহা সম্পাদন করুন, 'যদর্থাঃ বয়ং'—যে কার্য্যের প্রয়োজনে আমরা আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। যদি বলেন—তাহা স্পষ্টভাবে জানান, তাহাতে বলিতেছেন—'অন্তরাত্মন্', হে অন্তর্য্যামিন্! আপনি অশেষ পদার্থের সাক্ষী (অর্থাৎ জগতে সকল বিষয়ই আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন), আপনাকে বাহিরে অন্যে কি বিজ্ঞাপন করিবে ? ১৪ ॥

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে
দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে।
কিং বা বিদামেশ পৃথগ্বিভাতা
বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (ব্রহ্মা) গিরিত্রঃ (রুদ্রঃ) যে সুরাদয়ঃ (দেবাদয়ঃ) দক্ষাদয়ঃ চ (প্রজাপতয়শ্চ সর্ব্বে বয়ম্) অগ্নেঃ কেতবঃ (বিস্ফুলিঙ্গাঃ) ইব তে (ত্বত্তঃ) পৃথগ্বিভাতাঃ (সন্তঃ আত্মনঃ) শং (সুখং) কিং বা বিদাম ? (ন কিমপি আত্মসুখসাধনং বিদ্মঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ ত্বমেব হে) ঈশ, দ্বিজদেবমন্ত্রং (দ্বিজানাং দেবানাং চ মন্ত্রং সুখকারিণীম্ আলোচনাং) নঃ (অস্মাকং) বিধৎস্ব ("ইদং কুরুথ" ইত্যুপায়মুপদিশঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমি শিব এবং অন্যান্য দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনা হইতে পৃথগ্রূপে প্রতিভাত। অতএব আমরা শ্রেয়ঃ কিইবা জানি। হে ঈশ, আপনিই দ্বিজ-দেবগণের উপায় বিধান করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যূয়ং সর্ব্বজ্ঞা মাভূৎ। সুবুদ্ধয়শ্চাতুর্য্যবন্তশ্চ ভবথেতি বা অতোঽত্র সঙ্কটে যঃ প্রতীকারঃ সম্ভবতি তং ব্রূত যথা যুষ্মদশক্যমপি তং অহং নিষ্পাদয়ামীতি চেৎ তত্রাহ,—অহমিতি। অগ্নেঃ কেতবো বিস্ফুলিঙ্গা ইব কেতুর্দ্যুতৌ পতাকায়ামিতি কোষাৎ তে ত্বত্তো বয়ং পৃথগ্বিভাতাঃ সন্তঃ আত্মনাং শং শ্রেয়ঃ কিং বা বিদ্মঃ ন কিমপি তস্মাত্ত্বমেব নঃ শং বিধৎস্ব দ্বিজানাং মন্ত্রঞ্চ বিধৎস্ব ইদং কুরুতেত্যুপায়মপি উপদিশ। অস্মাকং বুদ্ধিচাতুর্য্যাদিকন্তু রসাতলং যাত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ না হইতে পারেন, কিন্তু সুবুদ্ধিমান ও সুনিপুণ, অতএব এই সঙ্কটে যে প্রতীকার সম্ভব, তাহা বলুন, যাহাতে আপনাদের অশক্য হইলেও আমি নিষ্পন্ন করিতে পারি। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। আমরা 'অগ্নেঃ কেতবঃ ইব'—অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। অভিধানে উক্ত আছে—'কেতু শব্দের অর্থ দ্যুতি এবং পতাকা।' আমরা আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া নিজেদের মঙ্গল কিইবা জানি ? কিছুই নহে, অতএব আপনিই আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র প্রদান করুন এবং 'ইহা কর'—এইরূপ উপায়ও উপদেশ করুন। আমাদের বুদ্ধির চাতুর্য্যাদি রসাতলে যাউক, এই ভাব ॥ ১৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্ত-
দ্বিজ্ঞায় তেষাং হৃদয়ং যথৈব।
জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা
বদ্ধাঞ্জলীন্ সংবৃতসর্ব্বকারকান্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইত্থং) বিরিঞ্চাদিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ ভগবান্) তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং) তৎহৃদয়ম্ (অভিপ্রায়ং) যথা এব (যথাবৎ) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) জীমূতগভীরয়া (মেঘনির্হ্রাদবৎগভীরয়া) গিরা (বাক্যেন) বদ্ধাঞ্জলীন্ (বদ্ধাঃ অঞ্জলয়ঃ যৈঃ তান্ তাদৃশান্) সংবৃতসর্ব্বকারকান্ সংবৃতানি নিয়মিতানি সর্ব্বানিকারকানি

ইন্দ্রিয়ানি যৈঃ তান্ তাদৃশান্ ব্রহ্মাদীন্) জগাদ (উক্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, এই প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের অভিপ্রায় যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি ও সংযতেন্দ্রিয় দেবগণকে বলিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং দেবানাং যথা হৃদয়ং অস্মাকম্ অমরাবতীপ্রাপ্তৌ কামপি মন্ত্রণাং ভগবানেব দদাত্বিতি যথা মনোগতং তত্তথৈবেত্যর্থঃ। সংবৃত-সর্ব্বকারকান্ নিয়তসর্ব্বেন্দ্রিয়ান্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেষাং হৃদয়ং'—সেই দেবগণের হৃদয় বুঝিয়া, অর্থাৎ আমাদের অমরাবতী (স্বর্গলোক) প্রাপ্তি-বিষয়ে ভগবানই কোন মন্ত্রণা প্রদান করুন, এইরূপ তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় যথাযথরূপে জানিতে পারিয়া, এই অর্থ। 'সংবৃত-সর্ব্বকারকান্'—(সংবৃত বলিতে নিয়মিত হইয়াছে সমস্ত কারক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল যাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ) সংযতেন্দ্রিয় দেবগণকে ভগবান্ বলিলেন ॥ ১৬ ॥

এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্য্যে সুরেশ্বরঃ।
বিহর্ত্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ —(যদ্যপি) সুরেশ্বরঃ (সুরেশঃ ভগবান্ স্বয়ম্) একঃ এব তস্মিন্ সুরকার্য্যে (সুরাণাং কার্য্যে) ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ কর্ত্তুং সমর্থঃ তথাপি) সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ বিহর্ত্তুকামঃ (বিহর্ত্তুমিচ্ছুঃ) তান্ (ব্রহ্মাদীন্) আহ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যদিও সুরেশ্বর একাকীই সে সুরকার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন তথাপি সমুদ্র-মন্থনাদিদ্বারা বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্ব্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্‌যথাসুরাঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—হন্তঃ, অহো ব্রহ্মন্, (হে) শম্ভো, (হে) দেবাঃ, (হে) সুরাঃ, সর্ব্বে (যূয়ং) বঃ (যুষ্মাকং) যথা শ্রেয়ঃ স্যাৎ (ভবেৎ তথা) মম ভাষিতং (মদ্বাক্যম্) অবহিতাঃ (সাবধানচিত্তাঃ সন্তঃ) শৃণুতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—অহো ব্রহ্মন্, হে শম্ভো, হে দেবগণ, যে প্রকারে তোমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে তাহা বলিতেছি, তোমরা সাবধান চিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥

যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধিবিধীয়তাম্।
কাব্যেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্বো ভব আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যাবৎ কালং) বঃ (আত্মনঃ স্বতঃ) ভবঃ (বৃদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ ভবতি) তাবৎ (তাবৎ কালং) কাব্যেন (শুক্রাচার্য্যেণ) অনুগৃহীতৈঃ (অনুকূলতাং নীতৈঃ) তৈঃ দানবদৈতেয়ৈঃ (দানবৈঃ দৈতেয়ৈঃ চ সহ) সন্ধিঃ (সখ্যং) বিধীয়তাং (ক্রিয়তাম্ অতঃ) যাত (গচ্ছতঃ। অর্থাৎ তত্র গত্বা যুষ্মাভিঃ সন্ধিঃ বিধীয়তামিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাবৎকাল তোমাদের সমৃদ্ধি না হয় তাবৎ তোমরা যাইয়া শুক্রাচার্য্যের অনুগৃহীত দানবগণের সহিত সন্ধি কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অভবঃ সম্পত্ত্যভাবো যাবৎসম্পত্তৌ তু জাতায়াং বিগ্রহ এব বিধেয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভবঃ'—সম্পত্তির (সমৃদ্ধির) অভাব, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমাদের বৃদ্ধিসাধন না হয়, সমৃদ্ধিলাভ করিলে বিগ্রহ করাই বিধেয়, এই ভাব ॥ ১৯ ॥

অরয়োঽপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্য্যার্থগৌরবে।
অহিমূষিকবদ্দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবাঃ, (যতঃ) কার্য্যার্থ গৌরবে (কর্ত্তব্যপ্রয়োজনস্য গৌরবে ভূয়স্ত্বে) সতি (তদর্থম্) অরয়ঃ (শত্রবঃ) অপি সন্ধেয়াঃ হি (এব) অর্থস্য (প্রয়োজনস্য) পদবীং (সিদ্ধিং) গতৈঃ (প্রাপ্তৈঃ পশ্চাৎ) হি (নিশ্চিতম্) অহিমূষিকবৎ (বধ্যঘাতকভাবেন বর্ত্তিতব্যম্ ইতি, অথবা পেটিকায়াং নিরুদ্ধঃ অহিঃ যথা নির্গমদ্বারবিধানার্থং প্রথমং মূষিকেণ সমং সন্ধিং

বিধত্তে পশ্চাৎ তমেব কদাচিৎ ভক্ষয়তি তদা অর্থ-মার্গপ্রবৃত্তৈঃ প্রথমং সন্ধেয়াঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, কার্য্যসিদ্ধির গুরুত্বহেতু শত্রুর সহিতও সন্ধি কর্ত্তব্য। প্রয়োজনসিদ্ধি ঘটিলে সর্প-মূষিকবৎ ব্যবহার করিতে হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নীতিমুপদিশতি অরয় ইতি। অহি-মূষিকেতি দৈবাৎ পেটিকায়াং নিরুদ্ধোঽহির্যথা নির্গম-দ্বারবিধানার্থং প্রথমং মূষিকেণ সমং সন্ধিং বিধত্তে পশ্চাত্তমেব ভুঙ্‌ক্তে এবং স্বার্থপদবীং গতৈঃ। পশ্চা-দেতান্ বধিষ্যাম ইতি ব্যবসায়বত্তি ভবদ্ভিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নীতি উপদেশ করিতেছেন —'অরয়ঃ' ইত্যাদি। 'অহি-মূষিকবৎ'—দৈবক্রমে কোন পেটিকায় আবদ্ধ সর্প যেরূপ মূষিকের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা পেটিকার ছিদ্র করাইয়া তাহা হইতে বহির্গত হয় এবং পরে মূষিককে ভক্ষণ করে, এই প্রকার 'স্বার্থপদবীং গতৈঃ'—প্রয়োজনের সিদ্ধি হইলে, পরে ইহাদিগকে বধ করিব, এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া (শত্রুগণের সহিতও সন্ধি করিতে হয়।) ॥ ২০ ॥

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্।
যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—যস্য (অমৃতস্য) পীতস্য (পানেন ইত্যর্থঃ) মৃত্যুগ্রস্তঃ (কালগ্রস্তঃ) জন্তুঃ বৈ (জীবঃ অপি) অমরঃ (মৃত্যুরহিতঃ) ভবেৎ (স্যাৎ। অতঃ হে দেবাঃ,) অবিলম্বিতং (সহসা এব) অমৃতোৎপাদনে (তস্য অমৃতস্য উৎপাদনে লাভায় ভবদ্ভিঃ) যত্নঃ ক্রিয়তাম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাহা পান করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়, হে দেবগণ, অবিলম্বে তোমরা সেই অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্ন কর ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য পীতস্য যস্মিন্ পীতে সতি ॥ ২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য পীতস্য'—যে অমৃত পান করিলে (মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণীও অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।) ॥ ২১ ॥

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্ব্বা বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বাতু বাসুকিম্ ॥২২॥
সহায়েন ময়া দেবা নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ
ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবাঃ, বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ (বীরুধঃ গুল্মানি তৃণাণি লতাঃ ঔষধয়শ্চ ইমাঃ) সর্ব্বাঃ ক্ষীরোদধৌ (ক্ষীরসাগরে) ক্ষিপ্ত্বা (নিক্ষিপ্য) মন্দরং (পর্ব্বতং) মন্থানং কৃত্বা বাসুকিং চ নেত্রং (রজ্জুং) কৃত্বা ময়া সহায়েন (যূয়ম্) অতন্দ্রিতাঃ (নিরলসাঃ সন্তঃ ক্ষীরসাগরং) নির্ম্মথধ্বং (মন্থনং কুরুধ্বং নৈবম্ আশঙ্কনীয়ং যৎ দৈত্যাঃ এব অমৃতং লভেয়ুঃ ইতি যতঃ। তত্র সাগর মন্থনে) দৈত্যাঃ ক্লেশভাজঃ (ক্লেশভাগিনঃ) ভবিষ্যন্তি। যূয়ং (দেবাশ্চ) ফলগ্রহাঃ (ফলভাগিনঃ ভবিষ্যন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২২-২৩॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, গুল্ম তৃণ, লতা ও ওষধী সকল ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করণানন্তর মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া আমার সাহায্যে তোমরা অনলস হইয়া ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিবে। তাহাতে দৈত্যগণ ক্লেশভাগী হইবে॥২২-২৩

বিশ্বনাথ—ক্ষিপ্ত্বেতি দুগ্ধযোগেন মথিত-বীরুধাদি-ক্বাথ-পরিণাম এবামৃতং ভবতীতি ভাবঃ। নেত্রং রজ্জুম্। সহায়েন ময়েত্যেতৎফলমাহ,—ক্লেশভাজ ইতি। ফলগ্রহাঃ ফলমমৃতং যূয়মেব প্রাপ্স্যথেত্যর্থঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষিপ্ত্বা'—দুগ্ধযোগে মথিত তৃণ, লতা, গুল্মাদির ক্বাথ-পরিণামই অমৃত হয়, এই ভাব। 'নেত্রং'—রজ্জু, বাসুকিকে রজ্জু করিয়া। 'সহায়েন ময়া'—আমার সাহায্যে, তাহার ফল বলিতেছেন—'ক্লেশভাজাঃ', দৈত্যগণ ক্লেশভাগী হইবে। 'ফলগ্রহাঃ'—অমৃত ফল তোমরাই ভোগ করিবে, এই অর্থ ॥ ২২-২৩ ॥

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ।
ন সংরম্ভেণ সিধ্যন্তি সর্ব্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরাঃ, সান্ত্বয়া (সামমার্গেন সাধু-মার্গেন) যথা সর্ব্বথাঃ (সর্ব্বাণি প্রয়োজনানি সিধ্যন্তি তথা) সংরম্ভেণ (সম্ভ্রমেণ ক্রোধেন) ন সিধ্যন্তি

(অতঃ) যূয়ম্ (ভবন্তঃ) অসুরাঃ যৎ ইচ্ছন্তি তৎ অনুমোদধ্বম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে সুরগণ, সামমার্গে যেরূপ সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ক্রোধদ্বারা তাহা হয় না, অতএব অসুরগণ যাহা ইচ্ছা করিবে তোমরা তাহাই অনুমোদন করিও ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে সুরাঃ সংরম্ভেণ বিগ্রহেণ সান্ত্বয়া সাম্না যথা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দেবগণ। 'সংরম্ভেণ'—ক্রোধদ্বারা সেরূপ কার্য্যসিদ্ধি হয় না, 'সান্ত্বয়া যথা'—যেরূপ সমভাবদ্বারা সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয় ॥২৪॥

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ।
লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু ॥

অন্বয়ঃ—জলধিসম্ভবাৎ কালকূটাৎ (তদাখ্যাৎ) বিষাৎ ন ভেতব্যং (ন উদ্বেজিতব্যং যতঃ তৎ রুদ্রঃ গ্রসিষ্যতি ইত্যর্থঃ তথা), বস্তুষু (সমুদ্রমথনাদুৎপন্নেষু) লোভঃ কামঃ রোষঃ তু (চ) জাতু (কদাচিদপি) বঃ (যুষ্মাভিঃ) ন বৈ কার্য্যঃ (ন করণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সমুদ্র হইতে উৎপন্ন কালকূট বিষকে তোমরা ভয় করিও না, মথনোত্থিত বস্তুর জন্য কদাপি লোভ, কামনা অথবা ক্রোধ প্রকাশ করিবে না ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—তুশ্চার্থে রত্নাদিষু ন লোভঃ তেষ্বেবাসুরৈর্নীতেষু সৎসু ন রোষঃ। স্ত্রীরত্নেষু ন কামশ্চ কার্য্য ইত্যর্থঃ। বস্তুষু মথনাদুৎপন্নেষু ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তু'-শব্দ এখানে 'চ-কার' এবং অর্থে। রত্নাদিতে লোভ করিবে না, তাহা অসুরগণের দ্বারা নীত হইলেও ক্রোধ করিবে না এবং স্ত্রীরত্নে কখনও কামনা করিবে না, এই অর্থ। 'বস্তুষু'—সমুদ্র-মন্থন হইতে উত্থিত বস্তুসকলে (অভিলাষ করিবে না) ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
তেষামন্তর্দ্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্, পুরুষোত্তমঃ ভগবান্ ইতি (ইত্থং) দেবান্ সমাদিশ্য (আজ্ঞাপ্য) তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং পশ্যতাং সতাং সমক্ষে এব) অন্তর্দ্দধে (অন্তর্হিতবান্ যতঃ) **স্বচ্ছন্দগতিঃ** (যথেচ্ছব্যাপারবান্ সঃ) ঈশ্বরঃ (ইতি শেষঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতি প্রভু পুরুষোত্তম ভগবান্ দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া দেবগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তেষামীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেষাম্ ঈশ্বরঃ'—(দেবগণের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন।) ॥ ২৬ ॥

অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ।
ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুর্বলিং সুরাঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—অথ (ভগবদন্তর্ধানানন্তরং) তস্মৈ তিরোহিতায়) ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ (ব্রহ্মা) ভবঃ চ (রুদ্রঃ) স্বং স্বং ধাম (স্থান) জগ্মতুঃ (গতবন্তৌ), সুরাঃ (ইন্দ্রাদয়স্তু) বলিং (বিরোচনতনয়ম্) উপেয়ুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া পিতামহ ও শিব স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। দেবগণও বলির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুরাস্তু বলিমুপেয়ুরুপজগ্মুঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরাঃ'—ইন্দ্রাদি দেবগণ কিন্তু মহারাজ বলির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বারীনপ্যসংযত্তান্ জাতক্ষোভান্ স্বনায়কান্।
ন্যষেধদ্দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অরীন্ (শত্রূন্ দেবান্) অপি অসংযত্তান্ (যুদ্ধায় অনুদ্যতান্) দৃষ্ট্বা (সঃ) সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ (সন্ধিবিগ্রহয়োঃ সন্ধিবৈরয়োঃ কালম্ উচিতং বেত্তি ইতি তথা) শ্লোক্যঃ (স্তুত্যঃ) দৈত্যরাট্ (বলিঃ) জাতক্ষোভান্ (সুরান্ হন্তুম্ উদ্যতান্) স্বনায়কান্ (অসুরসেনামুখ্যান্) ন্যষেধৎ (ন্যবারয়ৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সন্ধি-বিগ্রহকালবিৎ প্রশংসনীয় দৈত্য-রাজ বলি শত্রুপক্ষ দেবগণকে যুদ্ধে অনুদ্যত দেখিয়া হননোদ্যত স্বীয় সেনানায়কগণকে নিষেধ করিলেন ॥

বিশ্বনাথ—অসংযত্তান্ অধৃত-কবচাস্ত্রাদীনপি দৃষ্ট্বা স্বনায়কান্ স্বসেনাপতীন্ জাতক্ষোভান্ হন্তুমূদ্যতান্, শ্লোক্যো যশস্বী ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসংযত্তান্'—কোন অস্ত্র-ধারণ করিতেও না দেখিয়া (অর্থাৎ দেবগণকে যুদ্ধ-সজ্জাহীন দেখিয়া), 'জাতক্ষোভান্'—হননোদ্যত নিজ সেনাপতিগণকে নিবারণ করিলেন। 'শ্লোক্যঃ'—যশস্বী বলি মহারাজ ॥ ২৮ ॥

তে বৈরোচনিমাসীনং গুপ্তঞ্চাসুরযূথপৈঃ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং জিতাশেষমুপাগমন্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—তে (দেবাঃ) অসুরযূথপৈঃ (অসুরগণৈঃ) গুপ্তম্ আসীনং (স্থিতং) পরময়া শ্রিয়া (সম্পদা) জুষ্টং (যুক্তং) জিতাশেষং চ (জিতং অশেষং ত্রৈলোক্যঃ যেন তং) বৈরোচনিং (বিরোচননন্দনং বলিম্) উপাগমন্ (সমীপম্ উপবিবিশুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ অসুর নায়কগণকর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পরম সম্পদসেবিত ও ত্রৈলোক্য-বিজেতা বিরোচন-নন্দন বলিরাজের সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—জিতাশেষং সর্ব্বদিগ্বিজয়িনম্ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিতাশেষং'—সর্ব্বদিক্-বিজয়ী (বলিমহারাজের সমীপে দেবগণ উপবেশন করিলেন।) ॥ ২৯ ॥

মহেন্দ্রঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ।
অভ্যভাষত তৎ সর্ব্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ ॥৩০

অন্বয়ঃ—(তদনন্তরং) মহামতিঃ মহেন্দ্রঃ (দেব-রাজঃ ইন্দ্রঃ) শ্লক্ষ্ণয়া (মৃদ্বা) বাচা (বাক্যেন বলিং) সান্ত্বয়িত্বা (সামোপায়েন প্রসন্নং কৃত্বা) পুরুষোত্তমাৎ (অজিতাখ্যাৎ ভগবতঃ) শিক্ষিতম্ (অমৃতোৎপাদন-প্রযত্নরূপং যৎ) তৎ সর্ব্বম্ অভ্যভাষত (বলিম্ অকথয়ৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহামতি দেবরাজ মৃদু বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম হইতে শিক্ষিত সর্ব্ববিষয় বলিকে বলিলেন ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বরোচত দৈত্যস্য তত্রান্যে যেঽসুরাধিপাঃ।
শম্বরোঽরিষ্টনেমিশ্চ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—তৎ তু (তদিন্দ্রোক্তং সর্ব্বং) দৈত্যস্য (বলেঃ) যে চ তত্র অন্যে অসুরযূথপাঃ (পৌলোম-কালকেয়াদয়ঃ আসন্) যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ (যশ্চ) শম্বরঃ অরিষ্টনেমিঃ (তেষাং তেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) অরোচত (রুচিকরম্ অভূৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দেবরাজোক্ত বাক্যসকল দৈত্যপতি বলির তথায় অবস্থিত অসুর যূথপগণের ও ত্রিপুর-বাসী অসুরগণের রুচিকর হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যস্য দৈত্যায় যেঽন্যে তেভ্যশ্চেতি উৎপৎস্যমানমমৃতং দুর্ব্বলানিমাংস্তিরস্কৃত্য বয়মেব গ্রহীষ্যাম ইত্যভিপ্রায়েণারোচত ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যস্য'—দৈত্যায় (এখানে 'রুচ্যার্থনাং প্রীয়মাণঃ', এই সূত্রে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হইবে) দৈত্যরাজ বলির নিকট এবং তথায় উপস্থিত দৈত্যনায়কগণের নিকট, সমুদ্র হইতে উৎপন্ন অমৃত দুর্ব্বল ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া আমরাই গ্রহণ করিব—এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সেই সকল বাক্য 'অরোচত'—রুচিপ্রদ হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃতসৌহৃদাঃ।
উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ, ততঃ (তদনন্তরং) কৃত-সৌহৃদাঃ (পরস্পরং কৃতং সৌহৃদং যৈঃ তে তথা-ভূতাঃ) দেবাসুরাঃ (দেবাশ্চ অসুরাশ্চ তে সর্ব্বে). সংবিদং (সময়ং সঙ্কেতং কালং শপথং বা) কৃত্বা অমৃতার্থে (অমৃতোৎপাদনায়) পরমম্ উদ্যমং (যত্নং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুনাশন, তদনন্তর দেব ও দানব-গণ পরস্পর সৌহাদ্য করিয়া এবং নিয়মপূর্ব্বক অমৃতোৎপাদনে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন ॥৩২

বিশ্বনাথ—সংবিদং সঙ্কেতং সংবাদং বা। সংবিদ্‌যুদ্ধে প্রতিজ্ঞায়ামাচারে নাম্নি তোষণে। সংভাষণে ক্রিয়াকারে সঙ্কেতজ্ঞানয়োরপীত্যজয়ঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংবিদং'—সঙ্কেত বা সংবাদ (অর্থাৎ পরস্পর শপথপূর্ব্বক তাহারা অমৃত লাভের জন্য উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন)। অজয় অভিধানে উক্ত আছে—'সংবিদ্ শব্দে যুদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, আচার, নাম, তোষণ, সংভাষণ, ক্রিয়াকার, সঙ্কেত ও জ্ঞান বুঝায়' ॥ ৩২ ॥

ততস্তে মন্দরগিরিমোজসোৎপাট্য দুর্ম্মদাঃ।
নদন্ত উদধিং নিন্যুঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ দুর্ম্মদাঃ (দুঃসহমদাঃ) শক্তাঃ (শক্তিসম্পন্নাঃ) পরিঘবাহবঃ (পরিঘাঃ ইবঃ বাহবঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) তে (দেবাসুরাঃ) মন্দরগিরিং (মন্দরপর্ব্বতম্) ওজসা (বলেন) উৎপাট্য নদন্তঃ (নাদং কুর্ব্বন্তঃ এব) উদধিং (ক্ষীরোদধিং) নিন্যুঃ (প্রাপয়িতুং প্রবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সমর্থ-দুর্ম্মদ অর্গলবাহু দেব ও দানবগণ বলপূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে ক্ষীরোদসাগরে লইয়া চলিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরিঘা ইব বাহবো যেষাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিঘ-বাহবঃ'—পরিঘের ন্যায় বিশাল বাহু যাহাদের, সেই দেবাসুরগণ ॥৩৩॥

দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ।
অপারয়ন্তস্তং বোঢ়ুং বিবশা বিজহুঃ পথি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শক্রবৈরোচনাদয়ঃ (সর্ব্বে) দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ (দূরভারোদ্বহনেন শ্রান্তাঃ অতএব মন্দরগিরিং) বোঢ়ুম্ অপরায়ন্তঃ (অশক্নুবন্তঃ) বিবশাঃ (ভূত্বা এব) পথি বিজহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র-বলি প্রভৃতি দেবাসুরগণ দূর হইতে গুরুভার বহনে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া তাহার বহনে অক্ষম ও অবশ হইয়া পথিমধ্যেই তাহা পরিত্যাগ করিল ॥ ৩৪ ॥

নিপতন্ স গিরিস্তত্র বহূনমরদানবান্।
চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ স্থানে) স (চ) কনকাচলঃ (সুবর্ণঃ শৈলঃ) গিরিঃ (মন্দরপর্ব্বতঃ) নিপতন্ (পাত্যমানঃ সন্) বহূন্ অমরদানবান্ (দেবান্ দানবান্ চ) মহতা ভারেণ (গুরুভারেণ) চূর্ণয়ামাস (অচূর্ণয়ৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে কনকময় মন্দর পর্ব্বত পতিত হইয়া গুরুভাবে বহু দেবদানবগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কনকাচলঃ কনকময়ত্বান্ন চলতীতি অচলঃ। কনকস্য প্রস্তরাদ্যপেক্ষয়া ভারাধিক্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কনকাচলঃ'—কনকময় বলিয়া চলিতে না পারায় সেই সুবর্ণময় মন্দর পর্ব্বত তৎকালে পতিত হইল, যেহেতু প্রস্তরাদি হইতে কনকের ভার অধিক ॥ ৩৫ ॥

তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহূরুকন্ধরান্।
বিজ্ঞায় ভগবাংস্তত্র বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তান্ (সুরদানবান্) ভগ্নমনসঃ (ভগ্নানি মনাংসি যেষাং তান্ তাদৃশান্) তথা ভগ্নবাহূরুকন্ধরান্ (ভগ্নাঃ বাহবঃ উরবঃ কন্ধরাশ্চ যেষাং তান্ তথাভূতান্) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ (গরুড়ারূঢ় নারায়ণঃ) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) বভূব (আবির্বভূব) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেবতা ও দানবগণের উরু স্কন্ধ ও বাহু প্রভৃতি ভগ্ন এবং ভগ্নমনোরথ জানিতে পারিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বভূব আবির্বভূব ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বভূব'—আবির্ভূত হইলেন (অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হইলেন।) ॥ ৩৬ ॥

গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্ বিলোক্যামরদানবান্।
ঈক্ষয়া জীবয়ামাস নীরুজান্নির্ব্রণান্ যথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্ (গিরিপাতেন বিনিষ্পিষ্টান্ চূর্ণীকৃতান্) অমরদানবান্ (দেবান্ দানবান্ চ) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) ঈক্ষয়া (অমৃতদৃষ্ট্যা) নীরুজান্ (দুঃখরহিতান্) নির্ব্রণান্ (যথা ভবতি তথা তান্) জীবয়ামাস ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—পর্ব্বত পতনে দেব-দানবগণকে নিষ্পিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে নীরোগ ও অক্ষত করতঃ জীবিত করিলেন ।। ৩৭ ।।

———

গিরিঞ্চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া ।
আরুহ্য প্রযযাবব্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(তদনন্তরং) একেন (এব) হস্তেন লীলয়া (অনায়াসেন) গিরিং (মন্দরপর্ব্বতম্ উদ্ধৃত্য) গরুড়ে আরোপ্য (স্বয়ং) আরুহ্য চ সুরাসুরগণৈঃ (দেবাসুরগণৈঃ) বৃতঃ (সন্) অব্ধিং (ক্ষীরসাগরং) প্রযযৌ (গতবান্) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—তদনন্তর এক হস্তদ্বারা অনায়াসে মন্দর পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক গরুড়ের উপর আরোপণ করিয়া স্বয়ং তাহার উপরে আরোহন করতঃ দেবতা ও অসুরগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রে গমন করিলেন ।। ৩৮ ।।

মধ্ব

অনন্তোঢ়ো মন্দরস্তু যদা বৈবস্বতান্তরম্ ।
অমৃতার্থং সুপর্ণোঢ়ো রৈবতস্যান্তরে মনোঃ ।।
ইতি ব্রাহ্মে ।। ৩৮-৩৯ ।।

———

অবরোপ্য গিরিং স্কন্ধাৎ সুপর্ণঃ পততাং বরঃ ।
যযৌ জলান্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জ্জিতঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(তদনন্তরং) পততাং (পক্ষিণাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) স্কন্ধাৎ গিরিম্ অবরোপ্য জলান্তে (জল সমীপে) উৎসৃজ্য (নিধায়) হরিণা (অজিতেন ভগবতা) বিসর্জ্জিতঃ (সন্) যযৌ (যতঃ সুপর্ণে তত্র স্থিতে তদ্ভয়াৎ বাসুকেঃ আগমনাসম্ভবাৎ তদর্থং ভগবতা বিসর্জ্জিতঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম-স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তদনন্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় স্বীয় স্কন্ধ হইতে মন্দর পর্ব্বত জল সমীপে অবতারণ করিলে ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম-স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিসর্জ্জিতঃ অন্যত্র প্রস্থাপিতঃ । সুপর্ণে তত্র স্থিতে বাসুকেরাগমনাযোগাদিতি ভাবঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠোঽয়মষ্টমস্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিসর্জ্জিতঃ'—ভগবান্ কর্ত্তৃক গরুড় অন্যত্র প্রেরিত হইল, কারণ গরুড় থাকিলে বাসুকির সেখানে আসা সম্ভব হইবে না—এই ভাব ।। ৩৯ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৬ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮।৬ ।।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তে নাগরাজমামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিম্‌ ।
পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্‌ নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ ।
আরেভিরে সুরা যত্তা অমৃতার্থে কুরূদ্বহ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের কূর্ম্মরূপে সলিলমগ্ন মন্দরধারণ এবং মন্থনে বিষোদ্‌গমহেতু ভীতচিত্ত অখিললোকের স্তবে রুদ্রের বিষপান লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

মন্থনোত্থ অমৃতে দেব ও দানব উভয়েরই অংশ থাকিবে এই সর্ত্তানুসারে বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করিয়া মন্দর পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করা হইল। ভগবান্‌ শ্রীহরির কৌশলে কুল-ধন-বিদ্যা-রূপ-মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রদেশ এবং দেবগণ তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। মহোদ্যমে মন্থন কার্য্য আরম্ভ হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল মন্থন করিতে করিতে ঐ পর্ব্বত আধারশূন্য হইয়া সলিলমগ্ন হইল। দৈবক্রমে দেব ও দানবদিগেরও পৌরুষ নষ্ট হইল। তখন ভগবান্‌ কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিয়া জলতল হইতে উত্থিত হইলেন। পুনরায় ভীমবেগে মন্থন চলিতে লাগিল। এইবার মন্থন হইতে প্রথমে হালাহল নামক মহোল্বণবিষ উত্থিত হইল। তাহাতে প্রজাসহ প্রজাপতিগণ আর কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া সদাশিবেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং নানা তত্ত্বপূর্ণ বাক্যদ্বারা সদাশিবের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া লোকপাবনার্থ সেই বিষপানে সম্মত হইলেন। ভগবতী ভগবান্‌ রুদ্রের প্রভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাতে হর্ষ প্রকাশই করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীরুদ্রদেব সকল দিকে ব্যাপ্তিশীল সেই হালাহল করতল পরিমিত মাত্র করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। মহাদেবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইল। সেই বিষ এত তীব্র যে তাহা পানকালে মহাদেবের হস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ গলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়া বৃশ্চিক, সর্প, বিষৌষধি, দন্দশূকাদি তীব্র বিষধর হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরূদ্বহ, তে সুরাঃ (অসুরাশ্চ) ফলভাগেন (তবাপি অমৃতভাগঃ ভবিষ্যতীতি অনেন প্রকারেণ) নাগরাজং (নাগানাং সর্পাণাং রাজানং) বাসুকিম্‌ আমন্ত্র্য (সংপ্রার্থ্য তদনন্তরং) নেত্রং (তং বাসুকিং নেত্রীভূতং বন্ধনরজ্জুরূপং কৃত্বা) তস্মিন্‌ গিরৌ পরিবীয় (পরিবেষ্ট্য চ) মুদা অন্বিতাঃ (আনন্দিতাঃ) যত্তাঃ (উৎসাহিতাঃ) অমৃতার্থে (অমৃতোৎপাদনায়) অব্ধিং (ক্ষীরসাগরং মথিতুম্‌) আরেভিরে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দেব ও দানবগণ নাগরাজ বাসুকীকে ফলভাগ প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে রজ্জুরূপে মন্দর পর্ব্বতে বেষ্টন করতঃ আনন্দিত ও যত্নপর হইয়া অমৃতোৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে কচ্ছপোদ্ভূতিঃ সিন্ধুমন্থোবিষোদ্‌গমঃ ।
জনৈঃ স্তুত্যা শিবেনৈব বিষপানমিতীর্য্যতে ॥০॥

নাগরাজং বাসুকিম্‌ । তবাপ্যমৃতে ভাগো ভবিষ্যতীতি সংমন্ত্র্য তং গিরৌ পরিবীয় নেত্রং কৃত্বা পরিবেষ্ট্য আরেভিরে মথিতুমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানের কূর্ম্মরূপে প্রকাশ, সমুদ্র-মন্থনে বিষের উৎপত্তি এবং জনগণের স্তবে শিবের বিষপান—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নাগরাজং'—সর্পরাজ বাসুকিকে। 'তোমারও অমৃতে ভাগ থাকিবে'—এইরূপ প্রস্তাবসহকারে আমন্ত্রণপূর্ব্বক, 'পরিবীয়'—তাহাকে রজ্জুরূপে সেই মন্দর পর্ব্বতে যুক্ত করিয়া, 'আরেভিরে'—সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্ব্বং দেবাস্ততোঽভবন্‌ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(বাসুকেঃ তীব্রং মুখং দৈত্যান্‌ গ্রাহয়িতুম্‌ এব) পূর্ব্বং (প্রথমং) হরিঃ (অজিতাখ্যঃ ভগবান্‌)

(পুরস্তাৎ বাসুকেঃ মুখং) জগৃহে (গৃহীতবান্) ততঃ (তদনন্তরং) দেবাঃ অভবন্ (মুখং জগৃহুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ হরি প্রথমে বাসুকির মুখ গ্রহণ করিলেন, তদনন্তর দেবগণও মুখের দিক গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুকের্মুখং তীব্রং দৈত্যান্ গ্রাহয়িতুম্ এব হরিঃ পুরস্তান্মুখং জগ্রাহ, অভবন্ তে চ মুখং জগৃহুঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাসুকির বিষদন্তে অতিশয় তীব্র মুখ দৈত্যগণকে গ্রহণ করাইবার জন্যই শ্রীহরি পূর্ব্বেই তাহার মুখ ধারণ করিলেন, 'অভবন্'—অনন্তর দেবতাগণও তাহাই ধারণ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ২ ॥

তন্নৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।
ন গৃহ্ণীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলম্ ।
স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্ম্মভিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যপতয়ঃ (দৈত্যাধিপাঃ) তৎ (বাসুকেঃ মুখগ্রহণরূপং) মহাপুরুষচেষ্টিতং (হরেঃ চেষ্টিতং মহাপৌরুষকর্ম্ম) ন ঐচ্ছন্ (দেবৈঃ সহ ভগবতঃ বাসুকেঃ মুখগ্রহণবিষয়ে ঈর্ষাম্ অকুর্ব্বন্ । যতঃ) স্বাধ্যায় শ্রুতসম্পন্নাঃ (বেদশাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্নাঃ) জন্ম-কর্ম্মভিঃ (জন্মভিঃ কর্ম্মভিশ্চ) প্রখ্যাতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বয়ম্ অমঙ্গলং (নিকৃষ্টম্) অহেঃ (মহোরগস্য বাসুকেঃ) পুচ্ছম্ অঙ্গং ন গৃহ্ণীমঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দৈত্যাধিপগণ বাসুকির (মুখ ভাগ গ্রহণ) মহা পৌরুষের কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া হরির কার্য্য অনুমোদন করিল না। আমরা বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং জন্ম কর্ম্মদ্বারা প্রখ্যাত, অতএব অমঙ্গলস্বরূপ সর্পের পুচ্ছভাগ গ্রহণ করিব না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মানং গৃহীত্বা বিষজ্জ্বালয়া যূয়মেব ম্রিয়ধ্বম্ ইত্যভিপ্রায়েণ স্ময়মানঃ ॥ ৩।৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ময়মানঃ'—'অহঙ্কার লইয়া বিষের জ্বালায় তোমরাই মর'—এই অভিপ্রায়ে মৃদু হাস্য করিয়া (শ্রীহরি দেবগণের সহিত বাসুকির অগ্র-ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুচ্ছভাগ গ্রহণ করিলেন ।) ॥৪॥

ইতি তূষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ ।
স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যভিপ্রায়েণ) তূষ্ণীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) পুরুষোত্তমঃ (ভগবান্) স্ময়মানঃ (সন্) অগ্রং (মুখং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সামরঃ (অমরৈঃ সহিতঃ বাসুকেঃ) পুচ্ছং জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই অভিপ্রায়ে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত দৈত্যগণকে অবলোকন করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম ঈষৎ হাস্য সহকারে মুখভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-গণের সহিত বাসুকির পুচ্ছদেশ গ্রহণ করিলেন ॥৪॥

কৃতস্থানবিভাগাস্ত এবং কশ্যপনন্দনাঃ ।
মমন্থুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকারং) কৃতস্থানবিভাগাঃ (কৃতঃ গ্রহণ স্থান বিভাগঃ যৈঃ তে তথাভূতাঃ) তে কশ্যপনন্দনাঃ (কশ্যপস্য নন্দনাঃ দেবাঃ দৈত্যাশ্চ) পরমং যত্তাঃ (যত্নবন্তঃ সন্তঃ) অমৃতার্থম্ (অমৃত-লাভায়) পয়োনিধিং (ক্ষীরসমুদ্রঃ মমন্থুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ-নন্দন (দেব ও দানব) গণ এই প্রকারে স্থান বিভাগ করিয়া লইয়া মহাযত্নে অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ॥৫

মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ ।
ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডুনন্দন, অর্ণবে (পয়োধৌ) মথ্যমানে (সতি) অনাধারঃ (আধাররহিতঃ) বলিভিঃ (বলিষ্ঠৈঃ দেবাসুরৈঃ) ধ্রিয়মাণঃ অপিঃ সঃ অদ্রিঃ (মন্দরঃ) গৌরবাৎ (ভারভূয়স্ত্বাৎ হেতোঃ) অপঃ অবিশৎ হি (অধোমার্গং প্রবিষ্টোঽভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডুনন্দন, ক্ষীরসাগর এই প্রকারে মথিত হইতে থাকিলে আধারবিহীন মন্দর পর্ব্বত বলিষ্ঠ দেবাসুরগণকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও ভারবত্বহেতু সাগরজলে নিমগ্ন হইল ॥ ৬ ॥

তে সুনির্ব্বিণ্ণমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে (দেবাসুরা) অতিবলীয়সা দৈবেন (হেতুনা) স্বপৌরুষে (স্ববিক্রমে) নষ্টে (সতি) সুনির্বিণ্ণমনসঃ (অতীব দুঃখিতঃ চিত্তাঃ অতএব) পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ (মলিনমুখরাগাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতি বলবান দৈবকর্ত্তৃক স্ব স্ব বিক্রম বিনষ্ট হইলে দেব ও দানবগণের অন্তঃকরণ অতিশয় দুঃখিত ও মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল ॥ ৭ ॥

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ ।
কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (দেবাসুরয়োঃ বিষাদকালে) বিঘ্নেশবিধিং (বিঘ্নেশস্য বিধানং তেন রচিতং বিঘ্নং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) অবিতথাভিসন্ধিঃ (অবিতথঃ সত্যঃ অভিসন্ধি—সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ সত্যসঙ্কল্পঃ) দুরন্তবীর্য্যঃ (অপারবলঃ অজিতাখ্যঃ ভগবান্) ঈশ্বরঃ মহৎ (বৃহৎ) অদ্ভুতং কাচ্ছপং (কচ্ছপসন্ধি) বপুঃ কৃত্বা (ধৃত্বা) তোয়ং (জলং) প্রবিশ্য গিরিং (মন্দরপর্ব্বতম্) উজ্জহার (উদ্ধৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তখন এবম্বিধ বিঘ্ন অবলোকন করিয়া সেই অপারশক্তিশালী সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর অত্যদ্ভুত কচ্ছপ শরীর ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া মন্দর পর্ব্বত উদ্ধৃত করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিঘ্নে ঈষ্টে সমর্থো ভবতীতি বিঘ্নেশো যো বিধিস্তং বিলোক্য অস্মিন্ বিঘ্নে অয়মেব প্রকারো যোগ্য ইতি বিচার্য্য কাচ্ছপং বপুঃ কৃত্বা উজ্জহার উর্দ্ধং প্রতি নীতবান্। কচ্ছপজাতেরেব জলাধঃস্থবস্তূর্দ্ধানয়নে যোগ্যতা স্বাভাবিকীতি বিমৃশ্যেতি ভাবঃ। অবিতথাভি-সন্ধিঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিঘ্নেশবিধিং'—বিঘ্নবিষয়ে যাহা সমর্থ, তাহা বিঘ্নেশ, তাদৃশ যে বিধি, তাহা **'বিলোক্য'**—দেখিয়া, অর্থাৎ এইরূপ বিঘ্নে এই-প্রকারই যোগ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া, [বিঘ্নেশবিধি শব্দের এখানে বিঘ্নবাচিত্বমাত্রে তাৎপর্য্য, কিন্তু বিঘ্নেশ-রচিতত্বে নহে—ক্রমসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য] ভগবান্ শ্রীহরি 'কাচ্ছপং বপুঃ কৃত্বা'—কচ্ছপমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, 'উজ্জহার'—পর্ব্বতটিকে উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিলেন। কচ্ছপ জাতির জলমধ্যস্থ বস্তুর উর্দ্ধে আনয়নের যোগ্যতা স্বাভাবিকী, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই যেন কচ্ছপ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাব। 'অবিতথাভিসন্ধিঃ'—অবিতথ বলিতে সত্য, অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প যাঁহার, অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীহরি ॥ ৮ ॥

তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ
সমুদ্যতা নির্ম্মথিতুং সুরাসুরাঃ ।
দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজন-
প্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তং কুলাচলং (মন্দরম্) উত্থিতং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সুরাসুরাঃ (দেবাসুরাঃ) পুনঃ নির্ম্মথিতুং সমুদ্যতাঃ (বভূবুঃ । বিভ্রতং গিরিং বর্ণয়তি) মহান্ সঃ (অজিতঃ ভগবান্) অপরঃ দ্বীপঃ (জম্বাদিদ্বীপঃ) ইব লক্ষযোজনপ্রস্তারিণা (লক্ষং যোজনানি যাবৎ প্রস্তারঃ বিস্তারঃ অস্য অস্তীতি তথাভূতেন) পৃষ্ঠেন (মন্দরং) দধার (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই কুলাচলকে উত্থিত দেখিয়া দেবাসুরগণ পুনর্ব্বার মন্থন করিতে সমুদ্যত হইলেন। অপর মহাদ্বীপবৎ ভগবান্ হরি লক্ষ যোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে মন্দর ধারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তঞ্চ কুলাচলং স কচ্ছপঃ পৃষ্ঠেন দধার। মহান্ জলাধঃস্থো জম্বুদ্বীপ ইবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তঞ্চ কুলাচলং'—সেই মন্দর পর্ব্বতকে কচ্ছপ-রূপী ভগবান্ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। 'মহান্'—তিনি যেন জলমধ্যস্থ মহান্ জম্বুদ্বীপের ন্যায় (অর্থাৎ অপর একটি মহাদ্বীপের ন্যায় কূর্ম্মরূপী ভগবান্ লক্ষযোজন বিস্তৃত নিজ পৃষ্ঠদ্বারা মন্দরপর্ব্বতটিকে ধারণ করিয়া রহিলেন)—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্য্যবেপিতং
পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গ পৃষ্ঠতঃ।
বিভ্রৎ তদাবর্ত্তনমাদিকচ্ছপো
মেনেঽঙ্গকণ্ডূয়নমপ্রমেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে রাজন্,) সুরাসুরেন্দ্রৈঃ (দেবাসুরশ্রেষ্ঠৈঃ) ভুজবীর্য্যবেপিতং (ভুজানাং বেগেন বলেন বেপিতং কম্পিতং) পরিভ্রমন্তং গিরিং পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠে) বিভ্রৎ অপ্রমেয়ঃ (অপরিচ্ছিন্ন বলশক্ত্যাদিযুক্তঃ) আদিকচ্ছপরূপঃ (সঃ অজিতাখ্যঃ ভগবান্) তদাবর্ত্তনং (গিরিভ্রমণম্) অঙ্গকণ্ডূয়নং (তদ্বৎ সুখকরং) মেনে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেবাসুর শ্রেষ্ঠদিগের ভুজ-বীর্য্যে ভ্রামিত পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অসীম শক্তি-মান আদি কচ্ছপ হরি সেই আবর্ত্তন অঙ্গ-কণ্ডূয়নবৎ সুখকর মনে করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পৃষ্ঠোপরি গুরুতরপর্ব্বতপরিভ্রমণে ন চ তস্য কষ্টং, প্রত্যুত সুখমেবাভূদিত্যাহ সুরেতি ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃষ্ঠের উপরে গুরুতর পর্ব্বত-টির পরিভ্রমণে তাঁহার কোন কষ্টবোধ হইল না, প্রকারান্তরে সুখই অনুভব করিতেছিলেন, ইহা বলিতে-ছেন— সুরাসুরেন্দ্রৈঃ' ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

তথাঽসুরানাবিশদাসুরেণ
রূপেণ তেষাং বলবীর্য্যমীরয়ন্।
উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু-
র্দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং জলে কচ্ছপ বপুষা গিরিং বিভ্রদেব) বিষ্ণুঃ (পুনঃ) তেষাম্ (অসুরাণাং) বল-বীর্য্যং (বলং বীর্য্যঞ্চ) ঈরয়ন্ (এধমানঃ সন্) আসুরেণ (অসুরাকারেণ) রূপেণ আসুরান্ আবিশৎ। (তথা) দৈবেন (দেবাকারেণ রূপেণ) দেবগণান্ চ উদ্দীপয়ন্ (আবিশৎ) অবোধরূপঃ (নিদ্রারূপঃ) নাগেন্দ্রং (বাসু-কিম্ আবিশৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিষ্ণু বলবীর্য্য বর্ধিত করিবার জন্য অসুরাকারে তাহাদের মধ্যে উৎসাহদানার্থ, দেবাকারে দেবগণ মধ্যে ও নিদ্রারূপে বাসুকিতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কতিপয়-ক্ষণানন্তরং তেষাং মন্থনে সামর্থ্যাভাবং বাসুকেশ্চ সংঘর্ষণপীড়য়া প্রাণত্যাগমিব বিলোক্য কৃপয়া প্রভুরেবং বিদধাবিত্যাহ তথেতি আসুরেণ রাজস্যা শক্ত্যেত্যর্থঃ। ঈরয়ন্ প্রবর্ত্তয়ন্ দৈবেন রূপেণ সাত্ত্বিক্যা শক্ত্যেত্যর্থঃ। অবোধরূপঃ তামসশক্তিময় সন্নিত্যর্থঃ। অবোধ ইতি মোহেন তস্য পীড়াবোধো নাভূদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিছুক্ষণ পর উহাদের মন্থন-কার্য্যে সামর্থ্যের অভাব এবং বাসুকিরও সংঘর্ষ-জনিত পীড়ায় যেন প্রাণত্যাগের ন্যায় অবস্থা অব-লোকন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রভু শ্রীহরি এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'তথা' ইত্যাদি। 'আসুরেণ'—আসুরিক অর্থাৎ রাজসিক শক্তির দ্বারা, এই অর্থ। 'ঈরয়ন্'—আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চার করিয়া, 'দৈবেন রূপেণ'—সাত্ত্বিক শক্তির দ্বারা—এই অর্থ। 'অবোধরূপঃ'—তামসশক্তিময় হইয়া—এই অর্থ। 'অবোধ'—অর্থাৎ মোহরূপে (মূর্চ্ছিত অবস্থায়) বাসুকির পীড়াবোধ না হউক, এই ভাব। (অর্থাৎ তাহাদের দেহে অদৃশ্যভাবে তিনি শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।) ॥ ১১ ॥

উপর্য্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য
আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ।
তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখ্যৈ-
রভিষ্টুবদ্ভিঃ সুমনোঽভিবৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অগেন্দ্রম্ উপরি (গিরেঃ উপরি) অন্যঃ (অপরঃ) গিরিরাট্ সহস্রবাহু (অজিতাখ্যঃ ভগবান্) হস্তেন (একেন হস্তেন গিরিম্) আক্রম্য (পুনঃ) দিবি (স্বর্গে) অভিষ্টুবদ্ভিঃ (অভিতঃ স্তুবদ্ভিঃ) ব্রহ্মভবেন্দ্র-মুখ্যৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ) সুমনোঽভিবৃষ্টঃ সুম-নোভিঃ পুষ্পৈঃ করণৈঃ অভিবৃষ্টঃ সন্) তস্থৌ (স্থিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—পর্ব্বতোপরি অপর পর্ব্বতরাজের ন্যায় ভগবান্ সহস্র বাহু ধারণপূর্ব্বক এক হস্তদ্বারা মন্দর পর্ব্বত আক্রমণ করিয়া স্বর্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত ও পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মন্দরমূর্দ্ধমুচ্ছলন্তং বীক্ষ্য যৎ কৃতবাংস্তদাহ,—উপরীতি ব্রহ্মাদিমুখ্যৈর্বিষ্ণুপার্ষদৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা। ইন্দ্রাদীনাং ক্ষীরোদতীরে দিবি চ কায়ব্যূহো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মন্দর পর্ব্বতকে উর্দ্ধদিকে উচ্ছলিত হইতে দেখিয়া ভগবান্ যাহা করিলেন, তাহা বলিতেছেন—'উপরি' ইত্যাদি (অর্থাৎ সহস্রবাহু ভগবান্ শ্রীহরি দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া নিজ হস্তদ্বারা মন্দর পর্ব্বতের উপরিভাগ আক্রমণপূর্ব্বক বিরাজ করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তুতিসহকারে তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন); 'ব্রহ্মাদিমুখৈঃ'—বলিতে বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্ত্তৃক, এই অর্থ, অথবা—ইন্দ্র প্রভৃতির ক্ষীরোদতীরে এবং স্বর্গে কায়ব্যূহ বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

উপর্য্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ
পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ।
মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা
মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—উপরি (সহস্রবাহুরূপেণ) অধঃ চ (কচ্ছপরূপেণ) গোত্রনেত্রয়োঃ (গিরিনেত্রয়োঃ গোত্রে পর্ব্বতে দার্চ্যরূপেণ, নেত্রে বাসুকিসর্পে অবোধরূপেণ চ) আত্মনি (দেবাসুরেষুচ) প্রাবিশতা পরেণ (পরমাত্মনা হরিণা) সমেধিতাঃ (সমুপোদ্বলিতাঃ অতএব) মদোৎকটাঃ তে (দেবাসুরাঃ) তরসা (বলেন) মহাদ্রিণা (মন্দরেণ) ক্ষোভিতনক্রচক্রং (ক্ষোভিতং নক্রাণাং চক্রং সমূহঃ যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্) অব্ধিং মমন্থুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—উপরিভাগে, অধোদেশে, পর্ব্বতে, বাসুকিতে ও আত্মায় প্রবিষ্ট হরিকর্ত্তৃক উৎসাহিত মদোদ্ধত দেবাসুরগণ বলে মন্দরদ্বারা নক্রসমূহকে ব্যাকুল করতঃ সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—তদেবং উপরি সহস্রবাহুরূপেণ আত্মনি দৈত্যদেবসমূহে আসুরদৈবরূপেণ গোত্রে দার্চ্যরূপেণ নেত্রে অবোধরূপেণ প্রবিশতা পরেণ হরিণা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপর্য্যধঃ'—এই প্রকারে পর্ব্বতের উপরে সহস্রবাহুরূপে, নিম্নে কচ্ছপরূপে, 'আত্মনি'—দৈত্য ও দেবগণে আসুর ও দৈবভাবে, 'গোত্র-নেত্রয়োঃ'—পর্ব্বতে দার্চ্যরূপে এবং বাসুকির মধ্যে অবোধরূপে, 'প্রাবিশতা পরেণ'—আবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি (দেব-দানবগণকে উদ্দীপিত করিলে তাঁহারা মদমত্ত হইয়া অতিবেগে সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৩ ॥

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখ-
শ্বাসাগ্নিধূমাহতবর্চ্চসোঽসুরাঃ।
পৌলোমকালেয়বলীল্বলাদয়ো
দাবাগ্নিদগ্ধাঃ শরলা ইবাভবন্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখশ্বাসাগ্নিধূমাহত বর্চ্চসঃ (দৃশশ্চ মুখানি চ শ্বাসাশ্চ। অহীন্দ্রস্য বাসুকেঃ সাহস্রম্ অপরিমিতাঃ কঠোরাঃ যে দৃগাদয়ঃ তেভ্যঃ নির্গতাভ্যাম্ অগ্নিধূমাভ্যাম্ আহতং বর্চ্চঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) পৌলোমকালেয় বলীল্বলাদয়ঃ অসুরাঃ দাবাগ্নিদগ্ধাঃ (দাবাগ্নিনা দাবানলেন দগ্ধাঃ) শরলাঃ (দ্রুমবিশেষাঃ) ইব অভবন্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বাসুকির সহস্র সংখ্যক কঠোর চক্ষু, বদন ও নিঃশ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধূমদ্বারা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল প্রভৃতি অসুরগণ দাবানলদগ্ধ শরলদ্রুমের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—আ সম্যগেব হতবর্চ্চসঃ শরলা দ্রুমভেদাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আ-হতবর্চ্চসঃ'—(বাসুকির নিঃশ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধূমদ্বারা দৈত্যগণ) 'আ'—সম্যক্‌রূপ নিষ্প্রভ হইয়া শরল বৃক্ষসমূহের ন্যায় হইলেন। 'শরলাঃ'—দ্রুমবিশেষ ॥ ১৪ ॥

দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহত প্রভান্
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।
সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা
ববুঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যুপগূঢ়বায়বঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(কিন্তু) তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্ (তস্য বাসুকেঃ যঃ শ্বাসঃ তস্য শিখয়া হতা প্রভা যেষাং

তান্) ধূম্রাম্বরস্রগ্‌বরকঞ্চুকাননান্ (ধূম্রানি নিঃশ্বাস-ধূমাক্তানি অম্বরাণি বস্ত্রাণি স্রগ্‌বরাণি কঞ্চুকানি আননানি চ যেষাং তান্ তথাভূতান্) দেবান্ চ (সুরান্ চ) ভগবদ্বশাঃ (ভগবদধীনাঃ) ঘনাঃ (মেঘাঃ) সমভ্যবর্ষন্ (বর্ষণং কৃতবন্তঃ তথা) সমুদ্রোর্ম্ম্যুপ-গূঢ়বায়বঃ (সমুদ্রস্য উর্ম্মিভিঃ তরঙ্গৈঃ উপগূঢ়াঃ সংবৃতাঃ বায়বঃ পবনাশ্চ) ববুঃ (বহন্তি স্ম) ।।১৫।।

অনুবাদ—বাসুকির শ্বাসাগ্নি-শিখায় দেবগণও নষ্টশ্রী ও নিশ্বাস-ধূমদ্বারা তাহাদের বস্ত্র, মাল্য ও আননাদি ধূম্রবর্ণ হইতেছিল ; কিন্তু ভগবদ্ বশীভূত মেঘ তাঁহাদের উপর বর্ষিত এবং সমুদ্র-তরঙ্গসিক্ত সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—দেবাংশ্চ দূরবর্ত্তিনস্তৎপুচ্ছধারিণোঽপি, সুধা ন জায়েতেতি মন্থনাধিক্যাদসারভাগে নিঃসৃত এব সুধোদ্‌গমসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবতাগণ দূরবর্ত্তী এবং বাসুকির পুচ্ছধারী হইলেও (তাহার নিঃশ্বাসাগ্নির শিখাস্পর্শে তাহাদের কান্তি মলিন হইলে শ্রীহরির বশীভূত মেঘসমূহ দেবগণের উপর জলবর্ষণ করিয়া-ছিল) । 'সুধা ন জায়তে'—যখন সুধার উৎপত্তি হইল না, অর্থাৎ অত্যধিক মন্থনের ফলে অসারভাগ নিঃসৃত হইলেই সুধার উৎপত্তি সম্ভব—এই ভাব ।। ১৫-১৬ ।।

মথ্যমানাৎ তথা সিন্ধোর্দেবাসুরবরূথপৈঃ ।
যদা সুধা ন জায়েত নির্ম্মমন্থাজিতঃ স্বয়ম্ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—যদা দেবাসুর বরূথপৈঃ (দেবাসুরাণাং শ্রেষ্ঠৈঃ) মথ্যমানাৎ (অপি) সিন্ধোঃ (অব্ধেঃ) সুধা (অমৃতং) ন জায়েত তথা (তদা ভগবান্) অজিতঃ স্বয়ম্ (এব) নির্ম্মমন্থ (মন্থনং চকার) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—যখন দেবাসুর শ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক মথিত সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল না, তখন ভগবান্ স্বয়ংই মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন ।। ১৬ ।।

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যু-
ন্মূর্ধ্নি ভ্রাজদ্বিলুলিতকচঃ স্রগ্ধরো রক্তনেত্রঃ ।
জৈত্রৈর্দোর্ভির্জগদভয়দৈর্দন্দশূকং গৃহীত্বা
মথ্নন্মথ্না প্রতিগিরিরিবাশোভতাথো ধৃতাদ্রিঃ ।। ১৭

অন্বয়ঃ—অথ মেঘশ্যামঃ (মেঘঃ ইব শ্যামঃ) কনকপরিধিঃ (কনকবর্ণং পরিধিঃ পরিধানং যস্য সঃ পীতবাসাঃ) কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুৎ (কর্ণয়োঃ বিদ্যোত-মানা বিদ্যুৎ কুণ্ডললক্ষণা যস্য সঃ তথা) মূর্ধ্নি (মস্তকে) ভ্রাজদ্বিলুলিতকচঃ (ভ্রাজন্তঃ বিলুলিতাঃ কচা যস্য সঃ তাদৃশঃ) স্রগ্ধরঃ (বনমালী) রক্তনেত্রঃ (রক্তে নেত্রে যস্য সঃ) জগদভয়দৈঃ (জগতাম্ অভয়প্রদৈঃ) জৈত্রৈঃ (জিষ্ণুভিঃ) দোর্ভিঃ (হস্তৈঃ) দন্দশূকং (নাগেন্দ্রং বাসুকিং) গৃহীত্বা মথ্না (গিরিণা অব্ধিং) মথ্নন্ ধৃতাদ্রিঃ (অধোধৃতাদ্রিঃ অজিতঃ) প্রতিগিরিঃ (প্রতি-দ্বন্দ্বী অপরঃ পর্ব্বতঃ) ইব অশোভত (শোভিতঃ অভূৎ) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, কর্ণে বিদ্যুৎ তুল্য কুণ্ডলধারী, আলুলায়িত কেশ, বনমালী, রক্তনেত্রভগবান্ জয়শীল, জগতের অভয়-প্রদ বাহুসমূহের দ্বারা বাসুকিকে গ্রহণপূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বত ধারণ করতঃ মন্থন করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র-নীলগিরির ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—কনকঃ পরিধিঃ কনকবর্ণং পরিধানং যস্য সঃ বিদ্যুন্মকরকুণ্ডলম্ । মথ্না মথনসাধনেন মন্দরগিরিণা প্রতিগিরিঃ কনকগিরেস্তস্য প্রতিযোগীন্দ্র-নীলগিরিরিত্যর্থঃ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কনক-পরিধিঃ'—কনকের ন্যায় স্বচ্ছ ও পীত পরিধি বলিতে পরিধান যাঁহার, অর্থাৎ যিনি পীত বসন পরিধান করিয়াছেন । 'কর্ণ-বিদ্যোত-বিদ্যুৎ'—যাঁহার কর্ণযুগলে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল মকরকুণ্ডলদ্বয় । 'মথ্না'—মন্থনসাধন মন্দর পর্ব্বত দ্বারা মন্থন করিতে থাকিলে শ্রীহরি প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি ইন্দ্রনীল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এই অর্থ ।। ১৭ ।।

নির্ম্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষং
মহোল্বণং হালহলাহ্বমগ্রতঃ ।
সংভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ
তিমিদ্বিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—সংভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ (সংভ্রান্তাঃ কেয়ং বিপত্তিঃ আগতেতি আবিগ্নাঃ মীনাঃ মৎস্যাঃ উন্মকরাঃ উৎকৃষ্টাঃ মৎস্যাঃ অহয়ঃ সর্পাঃ কচ্ছপাশ্চ যস্মিন্ তস্মাৎ) তিমিদ্বিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ (তিম্যাদিভিঃ মৎস্যবিশেষৈঃ আকুলাচ্চ) নির্ম্মথ্যমানাৎ উদধেঃ (সমুদ্রাৎ) অগ্রতঃ (প্রাক্) মহোল্বণম্ (অতীব ভীষণং) হালাহলাহ্বং (হালাহলম্ ইতি আহ্বা নাম যস্য তৎ তাদৃশং) বিষম্ অভূৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্পগণ অতিশয় সন্তপ্ত এবং তিমি, জলহস্তী, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলকুল ব্যাকুল হইল। তদনন্তর সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে প্রথমে অতি ভীষণ হালাহল নামক বিষ উত্থিত হইল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষমভূদিতি বীরুদাদিষু বিষস্যামৃতস্য চ সত্ত্বাৎ মথনে সতি প্রথমং বিষভাগঃ পৃথক্‌তয়া উত্থিত ইতি জ্ঞেয়ঃ। হালাহলাহ্বমিতি হালাহলং হালহলং তথৈবচ হলাহলমিতি দ্বিরূপকোষঃ। সম্ভ্রান্তাঃ কেয়ং বিপত্তিরাগতেতি আবিগ্না মীনাদয়ো যস্মিংস্তস্মাৎ, উন্মকর উৎকৃষ্টো মকরঃ তিমি-তিমিঙ্গিলৌ মৎস্যভেদৌ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষম্ অভূৎ'—লতা, গুল্ম প্রভৃতিতে বিষ ও অমৃতের সত্ত্ব থাকায় মন্থনের ফলে প্রথমতঃ বিষভাগ পৃথক্‌রূপে উত্থিত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। 'হালাহলাহ্বম্'—হালাহল নামক অতিশয় তীব্র বিষ। দ্বিরূপকোষে উক্ত আছে—'হালাহল, হালহল এবং হলাহল এক পর্য্যায়বাচী শব্দ।' 'সম্ভ্রান্তাঃ'—কি এই বিপদ্ আসিয়া পড়িল—ইহাতে মীনাদি উদ্বেগে চঞ্চল হইয়াছিল যেখানে, সেই সমুদ্র হইতে বিষ উত্থিত হইল। 'উন্মকরঃ'—বলিতে উৎকৃষ্ট মকর। তিমি ও তিমিঙ্গল মৎস্যের প্রকারবিশেষ ॥ ১৮ ॥

তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যুপর্য্যধো
বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্রতি।
ভীতাঃ প্রজা দুদ্রুবুরঙ্গ সেশ্বরা
অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে রাজন্,) উগ্রবেগম্ (উগ্রাঃ বেগাঃ রোমাঞ্চ স্বেদাদয়ঃ যস্মাৎ যস্য তৎ) অপ্রতি (অপ্রতিমং প্রতিক্রিয়াশূন্যং) দিশি দিশি (প্রতিদিশম্) উপরি অধঃ (চ) বিসর্পৎ উৎসর্পৎ (উদ্‌গচ্ছচ্চ) অসহ্যং তৎ (বিষং দৃষ্ট্বা) সেশ্বরাঃ (ঈশ্বরসহিতাঃ) প্রজাঃ (ত্রিলোকস্থাঃ) ভীতাঃ অরক্ষ্যমাণাঃ (অন্যেন কেনাপি অরক্ষ্যমাণাঃ সন্তঃ) সদাশিবং শরণং দুদ্রুবুঃ (জগ্মুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অত্যুগ্র বেগ ও প্রতিক্রিয়াশূন্য সেই বিষ প্রতিদিকে উর্দ্ধে ও নিম্নে প্রচলিত দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত ত্রিলোকস্থ প্রজাসকল ভীত এবং নিরাশ্রয় হইয়া সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন ॥

বিশ্বনাথ—দিশি দিশি বিসর্পৎ উপরি উপসর্পৎ অধোঽবসর্পচ্চেতি শেষো জ্ঞেয়ঃ, সর্পণঞ্চ শনৈঃ শনৈরেবেতি জ্ঞেয়ম্। শীঘ্রত্বে ঝটিতি সৃষ্টিনাশাপত্তেঃ। প্রজাশ্চাত্র দেবাসুরা এব সাধারণানাং ঝটিতি সমুদ্রলঙ্ঘনাদ্যশক্তেঃ। অপ্রতি অপ্রতিমং প্রতিক্রিয়াশূন্যমিতি বা বিলোক্যেতি শেষঃ। অরক্ষ্যমাণা ইতি তদানীং ভগবতা তদপেক্ষণং স্বভক্তশ্রেষ্ঠায় চন্দ্রার্ধমৌলয়ে তাদৃশ-কীর্ত্তিপ্রদানার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিশি দিশি'—সেই বিষ সমুদ্রের উপরিভাগে, নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিস্তার কিন্তু ধীরে ধীরেই হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে, নতুবা শীঘ্র হইলে সহসা সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা ছিল। 'প্রজাঃ'—ভীত প্রজাগণ, প্রজা বলিতে এখানে মন্থনকার্য্যে রত দেবতা ও অসুরগণই, কারণ সাধারণ প্রজাদিগের হঠাৎ সমুদ্রলঙ্ঘনাদির শক্তিই ছিল না। 'অপ্রতি'—অতুলনীয় অথবা প্রতিক্রিয়াশূন্য দেখিয়া। 'অরক্ষ্যমাণাঃ'—রক্ষকের অভাবহেতু তাঁহারা সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে শ্রীভগবানের উদাসীনতা—নিজ ভক্তশ্রেষ্ঠ শশিশেখর মহাদেবকে কীর্ত্তিপ্রদানের নিমিত্তই জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—

রুদ্রস্য যশসোঽর্থায় স্বয়ং বিষ্ণুর্বিষং বিভুঃ।
ন সংজহ্রে সমর্থোঽপি বায়ুং চোচে প্রশান্তয়ে ॥

ইতি চ ॥ ১৯ ॥

বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা
ভবায় দেব্যাভিমতং মুনীনাম্।
আসীনমদ্রাবপবর্গহেতো-
স্তপোজুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ তে) ত্রিলোক্যাঃ (ত্রিভুবনস্য) ভবায় (সমৃদ্ধ্যৈ) দেব্যা (ভবান্যাসহ) অদ্রৌ (কৈলাস-পর্ব্বতে) আসীনং (স্থিতম্) অপবর্গহেতোঃ (মুক্তি-কামনয়া) তপঃ জুষাণং (সেবমানং) মুনীনাম্ অভিমতং তং দেববরং (সদাশিবং) বিলোক্য স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ (তুষ্টুবুঃ প্রণেমুশ্চ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য ভবানীর সহিত কৈলাস পর্ব্বতে উপবিষ্ট মুক্তি-কামনায় তপশ্চর্য্যানিরত মুনিগণের অভিমত সেই দেববরকে দেখিয়া স্তুতিসহ প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভবায় ভূত্যৈ সম্পত্ত্যর্থমিতি যাবৎ। অদ্রৌ কৈলাসে। মুনীনামপবর্গহেতোস্তপোজুষাণম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবায়'—ত্রিলোকের সমৃদ্ধির নিমিত্ত। 'অদ্রৌ'—কৈলাস পর্ব্বতে। 'তপোজুষাণম্' —মুনিগণের মুক্তির জন্য যিনি তপস্যা আচরণ করিতেছেন (সেই মহাদেবকে দেখিয়া প্রজাপতিগণ স্তুতিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।) ২০ ॥

শ্রীপ্রজাপতয় উচুঃ—

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন।
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাংস্ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রজাপতয়ঃ উচুঃ,—(হে) দেবদেব, (হে) মহাদেব, (হে) ভূতাত্মন্, (সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্,) (হে) ভূতভাবন, (ভূতস্রষ্টঃ,) ত্রৈলোক্যদহনাৎ (ত্রিলোক দাহজনকাৎ) বিষাৎ শরণাপন্নান্ (তদীয় শরণাগতান্) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (রক্ষ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রজাপতিগণ কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব, ভূতাত্মন্, ভূতভাবন, ত্রিলোকের দাহজনক এই বিষ হইতে আপনার শরণাপন্ন আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে মহাদেব ত্রাহি ত্রায়স্ব, ননু মহাদেবো ন ত্রায়তে কিন্তু সংহরতি সংহারাবতারত্বাৎ তত্রাহুঃ। ভূতাত্মন্ ভূতানি চেতয়সি, হে ভূতভাবন, ভূতানি পালয়স্যেব ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহাদেব! 'ত্রাহি'—ত্রায়স্ব (আত্মনেপদী ধাতু), আমাদিগকে রক্ষা করুন। যদি বলেন—দেখুন, মহাদেব তো রক্ষা করেন না, তিনি সংহার করেন, যেহেতু তিনি সংহারের অবতার। তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতাত্মন্'—প্রাণিগণকে আপনিই চেতনাসম্পন্ন করেন। 'হে ভূতভাবন'—প্রাণিগণকে আপনিই পালন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

মধ্ব—

তত্র তত্র স্তুতিপদৈর্হরিরেব তু তদ্গতঃ।
স্তূয়তেঽতো যুক্তমেব গুণাধিক্যবচোঽপি তু ॥
ইতি চ ॥ ২১-৩৫ ॥

ত্বমেব সর্ব্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ।
তং ত্বামর্চ্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্ত্তিহরং গুরুম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ এব সর্ব্বজগতঃ বন্ধ মোক্ষয়োঃ (সংসারস্য মুক্তেশ্চ) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা ভবসি), কুশলাঃ (সুধিয়ঃ) তং (পূর্ব্বোক্তং বন্ধমোক্ষেশ্বররূপং) প্রপন্নার্ত্তি-হরং (শরণাগতদুঃখহরং) গুরুং (মোক্ষোপদেষ্টারং) ত্বাম্ অর্চ্চন্তি (আরাধয়ন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনিই সকল জগতের বন্ধন ও মোচনের নিয়ন্তা। সুধীগণ শরণাগত জনের দুঃখ-হারক ও মোক্ষোপদেষ্টা তাদৃশ আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভূতভাবনো বিষ্ণুরেব তং শরণং যাতেতি তত্রাহুঃ। ত্বমেকঃ নহীশ্বরা বহবো ভবন্ত্য-তস্ত্বং বিষ্ণুশ্চৈক এব মায়া-গুণস্পর্শাস্পর্শাভ্যামেব ভেদ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রজাগণের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুই, তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বম্ একঃ'—একমাত্র আপনিই নিখিল জগতের বন্ধ ও মোক্ষের নিয়ন্তা, যেহেতু ঈশ্বর বহু হন না, অতএব আপনি ও বিষ্ণু একই, মায়াগুণের স্পর্শ এবং অস্পর্শের দ্বারাই ভেদ—এই ভাব ॥ ২২ ॥

গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য স্বর্গস্থিত্যপ্যয়ান্ বিভো ।
ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (হে) স্বদৃক্, (স্বপ্রকাশ) (হে) ভূমন্, যদা (ত্বং) গুণময্যা (সত্ত্বাদি-গুণ-স্বরূপয়া) স্বশক্ত্যা (স্বাংশভূতয়া মায়য়া) অস্য (জগতঃ) স্বর্গ-স্থিত্যপ্যয়ান্ (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-ব্যাপারান্) ধৎসে (করোষি তদা) ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাভিধাং (ব্রহ্মা, বিষ্ণুঃ, শিব ইতি চ সংজ্ঞাত্রয়ং ধৎসে, সৃষ্টৌ ত্বমেব ব্রহ্মা, স্থিতৌ ত্বং বিষ্ণুঃ, বিনাশে ত্বমেব শিবঃ ইতি কথ্যসে ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, হে স্বপ্রকাশ, হে ভূমন্, আপনি সত্ত্বাদিগুণরূপ স্বীয় অংশসম্ভূত মায়াদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সংজ্ঞাত্রয় ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষরূপেণ স্তবন্তি গুণময্যেতি যদা সর্গাদীন্ ধৎসে তদা ব্রহ্মাদিসংজ্ঞাং ধৎসে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষরূপে স্তুতি করিতেছেন—'গুণময্যা', আপনি গুণময়ী নিজ শক্তিদ্বারা যে সময়ে সৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তখন ব্রহ্মাদি নাম ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্ভাবভাবনম্ ।
নানাশক্তিভিরাভাতস্ত্বমাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ (এব) সদসদ্ ভাবভাবনং (সদসতঃ দেবতির্য্যগাদিরূপান্ ভাবান্ সর্গান্ ভাবয়তি জনয়তীতি তথা) পরমং গুহ্যং (দুরধিগমাস্বরূপং) ব্রহ্ম (ভবসি, সৃজ্যং বস্তু তু ন ত্বদ্‌ব্যতিরিক্তমিত্যাহ) ঈশ্বরঃ (বিবিধৈশ্বর্য্যশক্তিশালী) আত্মা (স্বয়মেব) ত্বং নানাশক্তিভিঃ (প্রাকাম্যপ্রমুখাভিঃ) জগৎ আভাতঃ (জগৎ-স্বরূপেন প্রকাশমাপ্তঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আপনিই সদসৎ পদার্থ-প্রকাশক, দুরধিগম্য পরমব্রহ্ম। বিবিধ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিই জগদ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বিশেষ-স্বরূপত্বেন স্তবন্তি—ত্বং ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মত্বেন স্তবন্তি সদসদ্ভাবান্ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-স্বভাবান্ দেবতির্য্যগাদীন্ ভাবয়সি সৃজসি বিষ্ণুত্বেন স্তবন্তি নানেতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বিশেষরূপে স্তুতি করিতেছেন—'ত্বং ব্রহ্ম', আপনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা-রূপে স্তব করিতেছেন—'সদসদ্-ভাব-ভাবনম্'—আপনি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট দেবতা ও তির্য্যক্ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুরূপে স্তুতি করিতেছেন—'নানাশক্তিভিঃ', নানাশক্তিযোগে প্রকাশমান আপনিই জগৎপালক এবং এই জগতের আত্মা, অর্থাৎ স্বয়ংই জগদ্‌রূপে বিরাজ করেন ॥ ২৪ ॥

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণঃ স্বভাবঃ ।
কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতঞ্চ ধর্ম্ম-
স্ত্বয্যক্ষরং যৎ ত্রিবৃদামনন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং শব্দযোনিঃ (শব্দস্য বেদস্য যোনিঃ উৎপত্তিস্থানম্ অতঃ স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞানস্ত্বং) জগদাদিঃ (মহত্তত্ত্বম্) প্রাণেন্দ্রিয় দ্রব্য-গুণ-স্বভাবঃ (প্রাণেন্দ্রিয়-দ্রব্যাণাং কারণভূতাঃ গুণাঃ যস্য সঃ রাজসাদিস্ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ) আত্মা (অহঙ্কারশ্চ) কালঃ ক্রতুঃ (সঙ্কল্পঃ) সত্যং ঋতং চ (ইতি যঃ) ধর্ম্মঃ (স চ ত্বমেব ইত্যর্থঃ), ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাত্মকং) যৎ অক্ষরং (প্রধানমন্তি মনীষিণঃ তৎ অক্ষরম্) ত্বয়ি আমনন্তি (ত্বদাশ্রয়মিতি বদন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আপনি বেদের উৎপত্তি স্থান, জগতের আদি প্রাণ ইন্দ্রিয়, দ্রব্য, স্বভাব, অহঙ্কার, কাল, সঙ্কল্প এবং ঋত ও সত্য নামক ধর্ম্ম। (মনীষিগণ) আপনাকে ত্রিবৃৎ অক্ষরের "ওম্" আশ্রয় বলিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্ববাচকবাচ্যত্বেন স্তবন্তি ত্বং নিখিল-শব্দানাং যোনিরকারাদিবর্ণসঙ্ঘঃ। প্রাণশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ দ্রব্যাণি পৃথিব্যাদীনি চ তৈঃ সহ গুণঃ সত্ত্বাদিশ্চ ত্বং, ত্রিবৃদক্ষরং যৎ প্রণবসংজ্ঞং তত্ত্বয্যেব আমনন্তি। তদ্বাচকমিতি নিশ্চিন্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমস্ত বাচক ও বাচ্যরূপে স্তব করিতেছেন—'ত্বং শব্দযোনিঃ'—আপনি নিখিল শব্দসমূহের যোনি, অর্থাৎ অকারাদি বর্ণসমষ্টি। প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, পৃথিব্যাদি দ্রব্য এবং তাহাদের সহিত সত্ত্বাদি গুণও আপনি। 'ত্রিবৃদ্'—ত্রিবৃদ্ অক্ষর

(অকার, উকার ও মকারাত্মক) যে প্রণব-সংজ্ঞ (ওঁকার), তাহা আপনাতেই আশ্রিত বলিয়া মনীষিগণ বলেন, অর্থাৎ আপনিই তাহাদের বাচক, ইহা নিশ্চয় করেন, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

অগ্নির্মুখং তেঽখিলদেবতাত্মা
ক্ষিতিং বিদুর্লোকভবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্ ।
কালং গতিং তেঽখিলদেবতাত্মনো
দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) লোকভব, (সকললোকজনন,) অখিলদেবতাত্মা (সর্ব্বদেবময়ঃ "অগ্নিঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ" ইতি শ্রুতেঃ) অগ্নিঃ তে (তব) মুখং (ভবতি) ক্ষিতিং (পৃথ্বীং তব) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (পাদপদ্মমিতি পণ্ডিতাঃ) বিদুঃ (জানন্তি) কালম্ অখিলদেবতাত্মনঃ (সর্ব্বদেব-স্বরূপস্য) তে (তব) গতিং, দিশঃ (দিক্সমূহান্) কর্ণৌ (তব কর্ণযুগলং তথা) জলেশং (বরুণং, তব) রসনং (জিহ্বাং) বিদুঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে লোকজনক, পণ্ডিতগণ নিখিল দেবময় অগ্নিকে আপনার মুখ, ক্ষিতিকে পাদপদ্ম, কালকে গমন, দিক্সমূহকে কর্ণযুগল এবং বরুণকে জিহ্বা বলিয়া জানেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমষ্টিরূপত্বেন স্তুবন্তি অগ্নিরিতি পঞ্চভিঃ। অখিলদেবতাত্মা অগ্নিঃ সর্ব্বদেবতাঃ ইতি শ্রুতেঃ। হে লোকভব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমষ্টিরূপে স্তুতি করিতেছেন—'অগ্নিঃ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'অখিলদেবতাত্মা'—নিখিল দেবগণের আত্মা অগ্নি আপনার মুখ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বদেবতাস্বরূপ অগ্নি'। 'হে লোকভব'—হে ত্রিলোকজনক। ২৬ ॥

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্বান্
সূর্য্যশ্চ চক্ষুংসি জলং স্ম রেতঃ ।
পরাবরাত্মাশ্রয়ণং তবাত্মা
সোমো মনো দ্যৌর্ভগবন্ শিরস্তে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, নভঃ (আকাশং) তে (তব) নাভিঃ (নাভিস্বরূপং), নভস্বান্ (বায়ুঃ) শ্বসনং (শ্বাসস্বরূপঃ), সূর্য্যঃ চ চক্ষুংষি (তব নেত্রানি), জলং রেতঃ স্ম (শুক্রস্থানীয়ং ভবতি), পরাবরাত্মাশ্রয়ণং (পরে অবরেচ যে আত্মানঃ জীবাঃ তেষাম্ আশ্রয়ণং যঃ আশ্রয়ঃ সঃ) তব আত্মা (অহঙ্কারঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ (তব মনঃ স্বরূপঃ) দ্যৌঃ (স্বর্গশ্চ) তে (তব) শিরঃ (মস্তকং ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আকাশ আপনার নাভি, বায়ু নিঃশ্বাস, সূর্য্য চক্ষু, জল রেতঃ, পরাবর জীবসকলের আশ্রয় অহঙ্কার, চন্দ্র মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পরেষামবরেষামাত্মনামুৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-জীবানামাশ্রয়ণমাশ্রয়স্তবাত্মা অহঙ্কারঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাবরাত্মাশ্রয়ণং'—পর বলিতে উৎকৃষ্ট এবং অবর শব্দে নিকৃষ্ট, অর্থাৎ উত্তম ও অধম সকল জীবের আশ্রয় 'তব আত্মা'—আপনার অহঙ্কার ॥ ২৭ ॥

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসংঘা
রোমাণি সর্ব্বৌষধিবীরুধস্তে ।
ছন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সপ্ত ধাতব-
স্ত্রয়ীময়াত্মন্ হৃদয়ং সর্ব্বধর্ম্মঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ত্রয়ীময়াত্মন্ (বেদত্রয়মূর্ত্তে,) সমুদ্রাঃ (সপ্তসাগরাঃ) তে (তব) কুক্ষিঃ গিরয়ঃ অস্থিসংঘাঃ (অস্থিসঞ্চয়াঃ), সর্ব্বৌষধি-বীরুধঃ (সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ বীরুধঃ লতাশ্চ) রোমাণি (ভবন্তি), ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদীনি) তব সাক্ষাৎ সপ্ত ধাতবঃ (তথা) সর্ব্বধর্ম্মঃ (বেদোদিতঃ নিখিলধর্ম্মঃ তব) হৃদয়ং (ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে বেদত্রয়মূর্ত্তে, সপ্তসাগর আপনার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ আপনার অস্থি, সকল প্রকার ওষধি ও লতাসকল আপনার গাত্র রোম, গায়ত্র্যাদি বেদসকল আপনার সাক্ষাৎ সপ্ত ধাতু, বেদোদিত নিখিলধর্ম্ম আপনার হৃদয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ীময়াত্মন্ বেদত্রয়মূর্ত্তে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রয়ীময়াত্মন্'—হে বেদত্রয়মূর্ত্তে ! অর্থাৎ বেদত্রয় আপনার মূর্ত্তি ॥ ২৮ ॥

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ
যৈস্ত্রিংশদষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ ।
যত্তচ্ছিবাখ্যং পরমাত্মতত্ত্বং
দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, পঞ্চ উপনিষদঃ (তৎপুরুষাঘোর-সদ্যোজাত-বামদেবেশান-স্বরূপঃ মন্ত্রাঃ) তব মুখানি (ভবন্তিঃ) যৈঃ (মুখৈঃ) অষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ (অষ্টোত্তরত্রিংশন্মন্ত্রাণাং বর্গঃ ভবতি হে) দেব, যৎস্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং) শিবাখ্যং (তন্নামকং) পরমার্থতত্ত্বং (বর্ত্ততে) তৎ তে (তব) অবস্থিতিঃ (অবস্থানং ভবতি) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ্ আপনার পঞ্চমুখ, তাহা হইতে অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্রবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব, স্বয়ং জ্যোতি, শিবনামক পরমাত্মতত্ত্বে আপনার অবস্থান ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—পঞ্চোপনিষদঃ পুরুষাঽঘোরসদ্যোজাতবামদেবেশানরূপা মন্ত্রাঃ। যৈর্মুখৈরষ্টোত্তরত্রিংশন্মন্ত্রাণাং বর্গঃ। তেষামেব মন্ত্রাণাং পদচ্ছেদেন অষ্টোত্তরত্রিংশৎকলাত্মকা মন্ত্রা ইত্যর্থঃ। যত্তব পরমাত্মতত্ত্বং পরমাত্মা তচ্ছিবাখ্যং শিব এব পরং স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশো দেবো বিষ্ণুরবস্থিতিরাশ্রয়ঃ ।।২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চোপনিষদঃ'—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান—এই পঞ্চপ্রকার মন্ত্রই আপনার পঞ্চমুখ। 'যৈঃ'—ঐ সকল মুখ হইতেই অষ্টোত্তর-ত্রিংশৎ (আটাশটি) মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল মন্ত্রেরই পদচ্ছেদের দ্বারা আটাশটি কলাত্মক মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, এই অর্থ। 'যৎ'—আপনার যে পরমাত্মতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা, তাহা শিব নামক পরম স্বপ্রকাশ দেব বিষ্ণু, তাহাই আপনার অবস্থিতি বলিতে আশ্রয় ।। ২৯ ।।

ছায়া ত্বধর্ম্মোর্ম্মিষু যৈর্বিসর্গো
নেত্রত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি ।
সাংখ্যাত্মনঃ শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা
ছন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ ।। ৩০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, অধর্ম্মোর্ম্মিষু তু (অধর্ম্মস্য উর্ম্মিষু দম্ভ-লোভাদিষু) তব ছায়া (অপ্রকাশঃ বর্ত্ততে) যৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) বিসর্গঃ (প্রপঞ্চসৃষ্টিঃ তানি) সত্ত্বরজস্তমাংসি (তব) নেত্রত্রয়ং (ভবতি) ছন্দোময়ঃ (ছন্দঃ প্রচুরঃ) পুরাণঃ (পুরাতনঃ) ঋষিঃ (বেদশ্চ) শাস্ত্রকৃতঃ (শাস্ত্রকারস্য) সাংখ্যাত্মনঃ (সর্ব্বস্য আত্মরূপিনঃ তব) ঈক্ষা (ঈক্ষণং ভবতি) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—হে দেব, অধর্ম্ম-তরঙ্গে আপনার ছায়া বর্ত্তমান, যাহার দ্বারা নানা সৃষ্টি হইয়া থাকে; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ আপনার তিন নেত্র; ছন্দোময় পুরাতন বেদসকলের আত্মস্বরূপ শাস্ত্রকার আপনার ঈক্ষণ ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—অধর্ম্মস্য উর্ম্মিষু উর্ম্ময়ঃ দম্ভাদ্যাঃ ছায়া ইত্যর্থঃ। যৈঃ সত্ত্বাদিভির্বিবিধঃ সর্গস্তানি নেত্রত্রয়ং হে দেব ছন্দোময় ঋষির্বেদস্তবেক্ষা ঈক্ষণং, সাক্ষান্মনুরিতি পাঠেঽপি মনুর্বেদঃ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'অধর্ম্মোর্ম্মিষু' — অধর্ম্মের উর্ম্মি বলিতে দম্ভ, লোভ প্রভৃতি তরঙ্গসমূহ, তাহাই আপনার ছায়া (অর্থাৎ আপনার ছায়া অধর্ম্মের তরঙ্গরূপী দম্ভ-লোভ প্রভৃতির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ তরঙ্গরাজিদ্বারা জগতের সংহার কার্য্য সাধিত হয়)। 'যৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ'—যে সত্ত্বাদির দ্বারা বিবিধ সৃষ্টি (প্রপঞ্চ সৃষ্টি), সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আপনার নেত্রত্রয়। হে দেব! ছন্দোময় (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ প্রচুর) ঋষি বেদই আপনার ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিপাতরূপে প্রসিদ্ধ। 'সাক্ষান্মনুঃ'—এইরূপ পাঠেও মনু বলিতে বেদ ।। ৩০ ।।

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল-
বিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্ ।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) গিরিত্র, (গিরীশ) তে (তব) পরং জ্যোতিঃ (পরম প্রকাশঃ) অখিল-লোকপাল-বিরিঞ্চ বৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যং (অখিলানাং লোকপাল-ব্রহ্ম-বিষ্ণু দেবরাজানাং গোচরং) ন (ভবতি) যত্র (পরে জ্যোতিষি) রজঃ তমঃ সত্ত্বং চ (এতৎ প্রাকৃতগুন-সংসর্গ ইত্যর্থঃ) ন (নাস্তি) যৎ (যচ্চ জ্যোতিঃ) নিরস্তভেদং (দেব-মনুষ্যাদিভেদরহিতং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং ভবতি) ।।৩১।।

অনুবাদ—হে গিরীশ, রজঃ তমঃ ও সত্ত্বরূপ প্রাকৃত গুণসংসর্গশূন্য ও দেব-মনুষ্যাদি ভেদরহিত পরব্রহ্মস্বরূপ আপনার পরম জ্যোতি অখিল লোক-পাল ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং দেবরাজেরও গম্য নহে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—হে গিরিত্র, তে তব জ্যোতির্যৎ পরং ব্রহ্ম তৎ অখিললোকপালাদীনাং গম্যং ন ভবতি। অত্র বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ স্বরূপমেব যদ্যপি পরং ব্রহ্ম তদপি তস্য স্ব-স্বরূপস্য স্বাগম্যত্বং নাপকর্ষঃ খ-পুষ্পজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং ন নিহন্তীতি ন্যায়াৎ। যদ্বা। গিরিত্রাদি সুরেন্দ্রান্তানি সম্বোধনপদান্যেব ব্যাখ্যেয়ানি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে গিরিত্র! আপনার জ্যোতিঃ যে পরব্রহ্ম, তাহা নিখিল লোকপালগণের গম্য নহে। এখানে বৈকুণ্ঠ বলিতে বিষ্ণুর স্বরূপই যদিও পরব্রহ্ম, তথাপি নিজের নিকট তাঁহার নিজ-স্বরূপের অগম্যত্ব অপকর্ষ নহে, যেহেতু আকাশ-কুসুম জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা বিনষ্ট করে না। অথবা—গিরিত্র হইতে সুরেন্দ্র পর্য্যন্ত পদগুলি সম্বোধনরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

———

কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেক-
ভূতদ্রুহঃ ক্ষপয়তঃ স্তুতয়ে ন তৎ তে।
যস্ত্বন্তকাল ইদমাত্মকৃতং স্বনেত্র-
বহ্নিস্ফুলিঙ্গশিখয়া ভসিতং ন বেদ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু (ভবান্) অন্তকালে (প্রলয়-সময়ে) আত্মকৃতম্ (আত্মনি সংহৃতং) স্বনেত্র বহ্নি স্ফুলিঙ্গ-শিখয়া) (স্বলোচনাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গস্য শিখয়া) ভসিতং (ভস্মসাৎ জাতম্) ইদং (জগৎ) ন বেদ (ন জানাতি ন আলোচয়ত্যাপি তস্য) কামাধ্বর ত্রিপুর কাল-গরাদ্যনেকভূতদ্রুহঃ (কামঃ কন্দর্পঃ অধ্বরঃ দক্ষযজ্ঞঃ ত্রিপুরঃ তন্নামাসুরঃ কালগরঃ কালকূটঃ তদাদয়ঃ যে অনেকে ভূতদ্রুহঃ প্রাণিপীড়কাঃ তান্) ক্ষপয়তঃ (বিনাশয়তঃ) তে (তব) তৎ (কামাদিবিনাশ কর্ম্ম) স্তুতয়ে ন (ভবতি এতদত্যল্পং তব ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালে স্বীয় নেত্রানলের স্ফুলিঙ্গ শিখাদ্বারা ভস্মসাৎকৃত পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষয়ে অজ্ঞাত আপনার কামদেব, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুরাসুর, কালকূট প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণীপীড়কের বিনাশ প্রশংসাযোগ্য হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ সাম্প্রতিকং বিষস্যোপশমনং ত্বয়া দুষ্করমিত্যাহঃ। কামেতি কামাদয়ো যে অনেকভূত-দ্রুহস্তান্ ক্ষপয়তঃ সংহরতস্তব তৎবিষোপশমনং কর্ম্ম স্তুতয়ে ন ভবতি অত্যল্পত্বাৎ, অধ্বরো দক্ষযজ্ঞঃ। কালো গরশ্চ দৈত্যবিশেষ আসীৎ, কিম্বা অস্যৈবাবশ্য-সংহার্য্যত্বেন সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ। ভসিতং ন বেদেতি কদা জগদিদং ভস্মীকৃতমিত্যপি ন বেদ, নানু-সন্ধত্তে। তস্যৈতদ্বিষমাত্রসংহারঃ কিয়ানিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাম্প্রতিক এই বিষের বিনাশ করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নহে, ইহা বলিতেছেন—'কাম' ইত্যাদি। কামাদি যে সকল প্রাণি-পীড়া-দায়ক ছিল, তাহাদের বিনাশকারী আপনার পক্ষে ঐ বিষের উপশম কর্ম্ম অতি ক্ষুদ্র বলিয়া স্তুতির যোগ্য হইতে পারে না। 'অধ্বরঃ'—বলিতে এখানে দক্ষ-যজ্ঞ। 'কাল' এবং 'গর' দৈত্যবিশেষ; কিম্বা—এখানে কালকূটভক্ষণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া উহাকেও অতীত কার্য্যাবলীর মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'ভসিতং ন বেদ'—প্রলয়কালে আপনার নয়নাগ্নির একটি কণিকার শিখার দ্বারা কখন এই ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাও আপনি লক্ষ্য করেন না, কিম্বা আলোচনাও করেন না, সেই আপনার পক্ষে এই সামান্য বিষ-সংহার কার্য্য কতটুকু—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

———

যে ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্।
কত্থন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু (জনাঃ) আত্মরামগুরুভিঃ (আত্মারামাশ্চ যে গুরবঃ বিশ্বহিতোপদেষ্টারঃ তৈঃ) হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং (হৃদি হৃদয়ে চিন্তিতং সেব্যতয়া নিরন্তরং স্মৃতম্ অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং চরণযুগং যস্য তং তথা) তপসা অভিতপ্তম্ (অত্যুগ্রতপস্বিনমপি তাম্) উময়া চরন্তং (পার্ব্বত্যাসহ বিহরন্তং ততশ্চ) নিরতং (তস্যাং

কামিনং, তথা) শ্মশানে (চরম্ অতঃ) উগ্রপরুষং (উগ্রং ক্রূরং পরুষং হিংস্রঞ্চ) কথয়ন্তে (প্রলপন্তি) তে নূনং (নিশ্চিতং) তব উতিম্ (ঈহিতম্) অবিদন্ (ইতি কাকুঃ, তল্লীলাং নৈব বিদুরিত্যর্থঃ অতঃ তে) হাতলজ্জাঃ (ত্যক্তলজ্জাঃ ভবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেষ্টা মনীষিগণ নিরন্তর হৃদয় মধ্যে আপনার পাদদ্বন্দ্ব চিন্তা করেন, অত্যুগ্রতপস্বী সেই আপনাকে যাহারা উমার সহিত বিচরণ করিতে দেখিয়া কামী এবং শ্মশানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া উগ্র ও হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে, নিশ্চিতই সেই নির্লজ্জগণ আপনার লীলা জ্ঞাত নহে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তব মাহাত্ম্যং বহির্দর্শিভির্দুর্গমমিত্যাহুঃ। যে ত্বিতি উময়া সহ চরন্তং রমমাণমপি তপসা অভিতপ্তং ন তু কামেন ব্যাপ্তং অতএবাত্মারামাণাং গুরুভিরপি ধ্যাতাঙ্ঘ্রিং তথাভূতমপি ত্বামুগ্রং পরুষং কথয়ন্তে বিপরীতলক্ষণয়া শ্লাঘন্তে, যে নিন্দন্তি তে নূনং তবোতিং অবিদন্নিতি কাকুঃ, ত্বল্লীলাং নৈব জানন্তীতি কামক্রোধাদ্যনাচারময়ী তবেয়ং চেষ্টা লোকোপহাসিকা লীলৈবেত্যর্থঃ। হাতলজ্জাস্ত্যক্তত্রপাঃ স্বয়ং কামক্রোধাদিভিশ্চর্য্যমাণাস্ত্বামাত্মারামশিখামণির্ধ্যাতাঙ্ঘ্রিং নিন্দিতুং কিং লজ্জামপি ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার স্বরূপ বহির্ম্মুখ জনগণের পক্ষে দুরধিগম, ইহা বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি। 'উময়া চরন্তং'—উমার সহিত রমমাণ হইলেও আপনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু কামের দ্বারা ব্যাপ্ত নহেন, অতএব আত্মারামগণের গুরুবর্গও আপনার পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন, এইরূপ আপনাকে 'উগ্র-পরুষং'—ক্রূর, হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে, বস্তুতঃ বিপরীত লক্ষণার দ্বারা স্তুতি করে। যাহারা নিন্দা করে, তাহারা কি নিশ্চিতরূপে আপনার লীলা জানে?—এই কাকু, অর্থাৎ তাহারা কখনই আপনার লীলা জানে না, অতএব কাম, ক্রোধাদি অনাচারময়ী আপনার এই লীলা লোকের উপহাসিকা লীলাই—এই অর্থ। 'হাতলজ্জাঃ'—তাহারা নির্লজ্জ, নিজেরা কাম, ক্রোধাদির দ্বারা বিচরণশীল হইয়া আত্মারাম-শিরোমণিগণের বন্দিতচরণ আপনার নিন্দা করিতে লজ্জাও কি পায় না?—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

তত্তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য
নাঞ্জঃস্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূম্নঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত সংস্তবনে বয়ন্তু
তৎসর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমাত্রম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) ব্রহ্মাদয়ঃ (অপি) তস্য (পূর্ব্ববর্ণিতস্য) সদসতোঃ (স্থাবরজঙ্গময়োঃ) পরতঃ (পরস্মাদপি) পরস্য (দুর্জ্ঞেয়রূপস্য) ভূম্নঃ (সর্ব্বময়স্য ইত্যর্থঃ) তে (তব) অঞ্জঃ (যথার্থতঃ) স্বরূপগমনে (তত্ত্বাধিগমে) ন প্রভবন্তি (ন সমর্থাঃ ভবন্তি) সংস্তবনে (স্তুতিবিষয়ে) কিমুত (কথং পুনঃ সমর্থাঃ ভবন্তি নৈব সমর্থা ইত্যর্থঃ, যস্য স্বরূপমেব দুর্জ্ঞেয়ং তস্য স্তুতিস্তু সুতরামেব বিধাতুমশক্যা ইতি ভাবঃ) তৎসর্গ-সর্গ-বিষয়াঃ (তৎ-সৃষ্ট-সৃষ্টাঃ) বয়ং তু (নিতরামেব অসমর্থাঃ) অপি (তথাপি যদেতৎ তব স্তবনং তৎ) শক্তিমাত্রম্ (আত্মশক্তি পরিমিতমেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ - সুতরাং ব্রহ্মাদি দেবগণও পূর্ব্বকথিত স্থাবরজঙ্গম হইতে দুর্জ্ঞেয় সর্ব্বময় আপনার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না, অতএব কি প্রকারে আপনার সম্যগ্‌রূপে স্তব করিতে সমর্থ হইবেন? তাঁহাদের সৃষ্টি-প্রবাহ-মধ্যে নিপতিত আমরা অসমর্থ হইয়াও আত্মশক্তি-পরিমিত স্তব করিলাম ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ—তেষাং কা কথা ব্রহ্মাদয়োঽপি তে তত্ত্বং ন জানন্তীত্যাহুঃ। তদিতি তস্মাদ্ব্রহ্মতঃ সর্গো যেষাং তেষাং মরীচ্যাদীনাং সৃষ্টিবিষয়াঃ, শক্তিমাত্রং শক্ত্যনুরূপমেব স্তমঃ। ন তু যথোচিতম্ ॥ ৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাদিও আপনার তত্ত্ব জানেন না, ইহা বলিতেছেন—'তদ্' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট যে মরীচি প্রভৃতি, তাহাদের সৃষ্টিমধ্যে অতি অর্ব্বাচীন আমরা কোনরূপেই আপনার স্তুতিকার্য্যে সমর্থ নহি। 'শক্তিমাত্রং'—তথাপি আমরা নিজশক্তির পরিমাণ অনুসারেই স্তুতি করিতেছি, কিন্তু যথোচিতরূপে নহে ॥ ৩৪ ॥

এতৎ পরং প্রপশ্যামো ন পরং তে মহেশ্বর।
মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেঽব্যক্তকর্ম্মণঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহেশ্বর, তে (তব) পরং (শ্রেষ্ঠং রূপং) ন প্রপশ্যামঃ (ন জানীমঃ) লোকস্য মৃড়নায় (সুখায়) অব্যক্তকর্ম্মনঃ (অপ্রকাশিতচেষ্টস্য) তে (তব) ব্যক্তিঃ (প্রকাশঃ) হি পরং (কেবলম্) এতৎ (প্রপশ্যামঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মহেশ্বর! আপনার শ্রেষ্ঠ রূপ আমরা জানিতে পারি না। লোকের সুখের জন্যই অব্যক্তকর্ম্মা আপনার প্রকাশ, ইহাই কেবলমাত্র আমরা দেখিতেছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—মৃড়নায়েতি বিষং সংহৃত্য শীঘ্রং লোকসুখং নিষ্পাদয়েতি ধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃড়নায়'—লোকের সুখের নিমিত্ত, অর্থাৎ বিষ সংহার করিয়া শীঘ্র লোকসমুদয়ের সুখ-সম্পাদন করুন—এই ধ্বনি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃদ্দেব ইদমাহ সতীং প্রিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সর্ব্বভূতসুহৃৎ (সকললোকহিতকারী) দেবঃ (মহেশ্বরঃ) তাসাং (সর্ব্বাসাং প্রজানাং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং কালকূটজনিতঃ) ব্যসনং (বিঘ্নং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ (অতি দয়াদ্র্ঃ সন্) প্রিয়াং সতীং (পার্ব্বতীং প্রতি) ইদম্ আহ (বক্ষ্যমানবচনম্ উবাচ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সর্ব্বলোকহিতকারী মহেশ্বর সেইসকল প্রজাগণের কালকূটবিষজনিত বিঘ্ন দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্র হইয়া প্রিয়া সতীকে ইহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশিব উবাচ—

অহোবত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশিবঃ উবাচ,—(অয়ি) ভবানি, অহোবত (মহৎ কষ্টমিদং) ক্ষীরোদ-মথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাৎ (ক্ষীরসাগর-মন্থনেন উৎপন্নং যৎ কালকূটবিষং তস্মাৎ) উপস্থিতং (সমাগতং) প্রজানাং (সৃষ্ট প্রাণিসমূহানাম্) এতৎ (প্রত্যক্ষগোচরং) বৈশসং (বিপত্তিং) পশ্য ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশিব কহিলেন,—অয়ি ভবানি, হায়, ক্ষীরসাগর-মন্থনে উৎপন্ন কালকূট বিষ হইতে প্রাণিসমূহের বিপত্তি দর্শন কর ॥ ৩৭ ॥

আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে।
এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্দীনপরিপালনম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণপরীপ্সূনাং (জীবনাভিলাষিণীনাম্) আসাং (প্রজানাম্) অভয়ং (ভয়নিবারণং) হি (এব) মে (মম) বিধেয়ং (কর্ত্তব্যং), হি (যতঃ) যৎ দীনপরিপালনং (দুঃখার্ত্তজনানাং পরিরক্ষণং) এতাবান্ (এষ এব) প্রভোঃ (স্বামিনঃ) অর্থঃ (কর্ত্তব্যতয়া সাধনীয়ঃ ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—জীবিতেচ্ছু প্রজাগণের ভয়-নিবারণই আমার কর্ত্তব্য। যেহেতু দুঃখার্ত্তজনের রক্ষাই প্রভুর কার্য্য ॥ ৩৮ ॥

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সাধবঃ (সজ্জনাঃ) আত্মমায়য়া (ভগবন্মায়াশক্ত্যা) মোহিতেষু (অতএব) বদ্ধবৈরেষু (পরস্পরং শত্রুভাবাপন্নেষু) ভূতেষু (প্রাণিষু মধ্যে) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) ক্ষণভঙ্গুরৈঃ (অবশ্যবিনাশশীলৈঃ) প্রাণৈঃ (জীবনেন) প্রাণিনঃ (অন্যান্ জীবান্) পান্তি (রক্ষন্তি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আত্মমায়ায় মোহিত পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণিগণের মধ্যে সাধুব্যক্তিরা অবশ্য বিনাশশীল স্বীয় প্রাণের দ্বারা অপর জীবকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বমীষু সাংসারিকজীবেষু পরস্পরবদ্ধবৈরেষু আত্মারামাণাং ভবাদৃশামুপেক্ষণমেবোচিতং, তত্রাহ বদ্ধেতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ঐসকল

পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন সাংসারিক জীবগণের প্রতি আপনাদের ন্যায় আত্মারামগণের উপেক্ষা করাই সমীচীন, ইহাতে বলিতেছেন—'বদ্ধবৈরেষু' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবানের মায়ায় মোহিত সাধারণ প্রাণিগণ পরস্পর বৈরভাবাপন্ন হইলেও, সাধুগণ নিজ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনদ্বারা প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।) ॥ ৩৯ ॥

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্ব্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।
প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি) ভদ্রে, (সাধুশীলে,) কৃপয়তঃ (পরান্ প্রতি কৃপাং কুর্ব্বতঃ) পুংসঃ (পুরুষস্য, তং প্রতীত্যর্থঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বনিয়ন্তা) হরিঃ প্রীয়তে (প্রসন্নোভবতি), ভগবতি হরৌ প্রীতে (প্রসন্নে সতি) সচরাচরঃ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-নিখিল-ভূতগ্রামেন সহ) অহম্ (অহং মহেশ্বরশ্চ) প্রীয়ে (সন্তুষ্টঃ ভবামি হরেঃ সর্ব্বভূতময়ত্বাৎ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং ভবতী-ত্যর্থঃ) তস্মাৎ (অহম্) ইদং গরং (কালকূট বিষং) ভুঞ্জে (পিবামি) মে (মৎ সকাশাৎ) প্রজানাং স্বস্তিঃ (মঙ্গলম্) অস্তু (ভবতু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অয়ি সাধুশীলে, কৃপাশীল পুরুষের প্রতি সর্ব্বনিয়ন্তা হরি প্রসন্ন হয়েন; ভগবান্ হরি প্রীত হইলে স্থাবর জঙ্গমের সহিত আমিও সন্তুষ্ট হই; সুতরাং আমি এই কালকূট বিষ পান করি; আমা হইতে প্রজাগণের মঙ্গল হউক ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—মে মত্তঃ, স্বস্তিঃ শোভনা সত্তা ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মে'—আমা হইতে, 'স্বস্তি'—শোভনা সত্তা, অর্থাৎ প্রজাগণের সুখে জীবনধারণ হউক ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমামন্ত্র্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ।
তদ্বিষং জগ্ধুমারেভে প্রভাবজ্ঞান্বমোদত ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিশ্বভাবনঃ (বিশ্ব-সুখকরঃ) ভগবান্ (শঙ্করঃ) ভবানীং (পার্ব্বতীম্) এবং (পূর্ব্বোক্ত রূপম্) আমন্ত্র্য (অনুজ্ঞাপ্য) তৎ বিষং (কালকূটং) জগ্ধুং (ভক্ষিতুম্) আরেভে (প্রবৃত্তঃ বভূব) প্রভাবজ্ঞা (মহেশ্বরস্য) সামর্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞা ভবানী চ) অন্বমোদত (বিষপানম্ অনুমোদিতবতী) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিশ্বভাবন ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া সেই কাল-কূট বিষ ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন, মহা-দেবের সামর্থ্যে অভিজ্ঞা পার্ব্বতীও তাহা অনুমোদন করিলেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্।
অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) ভূতভাবনঃ লোক-হিতকরঃ) মহাদেবঃ কৃপয়া (প্রজাসু দয়া হেতুভূতয়া) ব্যাপি (বিশ্বপ্রসারি) হালাহলং বিষং (কালকূট নামকং তদ্বিষং) করতলীকৃত্য (হস্ততলে সংগৃহ্য) অভক্ষয়ৎ (চুলুকীচকার, পপৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর লোকহিতকর মহাদেব কৃপা-পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপিকালকূট বিষ করতল পরিমিত করিয়া পান করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাপি তাবদ্দেশব্যাপকমপি করতল-মাত্র-পরিমিতীকৃত্য ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যাপি'—সর্ব্বত্র বিস্তৃতিশীল সেই কালকূট বিষ, 'করতলীকৃত্য'—করতলমাত্র পরিমিত করিয়া (অর্থাৎ হস্তে লইয়া ভক্ষণ করি-লেন।) ॥ ৪২ ॥

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জলকল্মষঃ।
যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—জলকল্মষঃ (জলকলুষরূপং তদ্ বিষং পীতং সৎ) তস্য অপি (মহাদেবস্য বিষয়ে অপি) স্ববীর্য্যং (স্বস্য বিকার-জনন-সামর্থ্যং) দর্শয়ামাস (প্রকটয়ামাস) গলে (মহাদেবস্য কণ্ঠে তৎ কালকূটং) যৎ নীলং (নীলবর্ণং) চকার (প্রকাশয়ামাস) তৎ (নীলত্বং) চ সাধোঃ (শঙ্করস্য) বিভূষণং (বিশেষেণ ভূষণমেব জাতং ন দূষণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—জল-কলঙ্কস্বরূপ সেই বিষ মহাদেবের উপরেও আপন সামর্থ্য প্রকট করিল, তাহাতে মহাদেবের কণ্ঠদেশে যে নীলবর্ণ উৎপন্ন হইল তাহা কৃপালু শঙ্করের ভূষণ হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—জলকল্মষো বিষং তস্যাপি তস্মিন্নপি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জল-কল্মষঃ'— জলের দোষরূপ সেই বিষ, 'তস্যাপি'—সেই মহাদেবের উপরেও (নিজের প্রভাব দেখাইয়াছিল।) ॥ ৪৩ ॥

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রায়শঃ সাধবঃ (পরোপকারনিরতাঃ) জনাঃ লোকতাপেন (পরেষাং দুঃখেন স্বয়মপি) তপ্যন্তে (পীড়িতাঃ ভবন্তিঃ) তৎ হি (পর-সন্তাপ-হরণম্) অখিলাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ) পুরুষস্য (বিষ্ণোঃ পরমারাধনং (সন্তোষজনকমেব ভবতি, ন ব্যর্থমিত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রায়শই পরোপকারনিরত ব্যক্তিগণ অপরের দুঃখে স্বয়ংও পীড়িত হন, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণুর সন্তোষজনকই হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

নিশম্য কর্ম্ম তচ্ছম্ভোর্দেবদেবস্য মীঢ়ুষঃ।
প্রাজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—মীঢ়ুষঃ (আশ্রিতান্ প্রতি আশীর্বর্ষুকস্য) দেবদেবস্য (দেবানামপি পূজনীয়স্য) শম্ভোঃ (শিবস্য) তৎ (বিষপানরূপং) কর্ম্ম নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রজাঃ (সর্ব্বে লোকাঃ) দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা ভবানী) ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠঃ (বিষ্ণুঃ) চ শশংসিরে (প্রশংসাং চক্রুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আশ্রিতগণের আশীর্ব্বাদক দেবগণেরও দেবতা মহাদেবের এই প্রকার বিষপানরূপ কর্ম্ম শুনিয়া প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সকলেই প্রশংসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

প্রস্কন্নং পিবতং পাণের্যৎ কিঞ্চিজ্জগৃহুঃ স্ম তৎ।
বৃশ্চিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেঽপরে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পিবতঃ (বিষপানকারিণঃ রুদ্রস্য) পাণেঃ (করপুটাৎ) যৎ কিঞ্চিৎ (বিষং) প্রস্কন্নং (স্খলিতং সৎ ভূমৌ পতিতং বভূব) বৃশ্চিকাহি বিষৌষধ্যঃ (বৃশ্চিকঃ তন্নামকঃ কীটঃ, অহিঃ সর্পঃ, বিষৌষধিঃ বিষময় তরুলতাদিঃ (এতে সর্ব্বে) অপরে চ (তদ্ব্যতিরিক্তাশ্চ) যে দন্দশূকাঃ দংশনস্বভাবাঃ (জন্তবঃ তে) তৎ (পতিতং বিষং) জগৃহুঃ স্ম (পপুঃ) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—বিষপানকালে শিবের হস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষরিত বিষ বৃশ্চিক, সর্প এবং বিষময় লতাদি ও অপর দংশকগণ পান করিয়াছিল ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পিবতস্তস্য পাণেঃ সকাশাৎ যৎ প্রস্কন্নং ক্ষরিতং যেঽপরে শ্বশৃগালাদ্যাস্তে চ জগৃহুঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পিবতঃ'— বিষপানকারী মহাদেবের হস্ত হইতে যে অত্যল্পমাত্র বিষ ভূতলে পতিত হইয়াছিল, 'যে অপরে'—অন্যান্য কুক্কুর, শৃগালাদি তাহা গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী টীকার' অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তেঽমরদানবাঃ।
মমন্থুস্তরসা সিন্ধুং হবির্ধানী ততোঽভবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মথ্যমান সমুদ্র হইতে উত্থিতা লক্ষ্মী-দেবীর বিষ্ণুকে বরণ এবং ধন্বন্তরি অমৃতকলস লইয়া উত্থিত হইলে অসুরগণ তাহা বলপূর্ব্বক হরণ করায় বিষ্ণুর অসুরমোহনার্থ মোহিনীরূপ-ধারণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ রুদ্র কালকূট পান করায় দেব ও দানব-গণকর্ত্তৃক পুনরায় মহাবেগে মন্থন আরম্ভ হইল। তাহাতে প্রথমে সুরভি গাভী উত্থিতা হইলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ দেবযান যজ্ঞের হবির্নিমিত্ত উহা গ্রহণ করি-লেন। পরে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উত্থিত হইলে দৈত্যরাজ বলি তাহা গ্রহণ করিলেন। তৎপর ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্গজ ও অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্-হস্তিনী এবং কৌস্তুভমণি উত্থিত হইল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। তদনন্তর পারিজাত ও অপ্সরাসকল উদ্ভূতা হইল। অতঃপর রমাদেবীর আবির্ভাব হইল। দেবতা-ঋষি-গন্ধর্ব্বাদি সকলেই দেবীর পূজা-বিধান করিলেন। দেবী তাঁহার নিরবদ্য আশ্রয়স্থল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি না দেখিয়া একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকেই বরণ করিবার বাসনা করিলেন। ভগবানের বক্ষঃস্থলই লক্ষ্মীদেবীর স্থিরতর বাসস্থান হইল। দেবগণ ও প্রজাপতি সহ প্রজাবর্গ সকলেরই পরমা নির্ব্বৃতিলাভ হইল। কিন্তু লোলুপ দৈত্য ও দানবগণ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় নিঃসত্ত্ব ও নিরুদ্যম হইতে লাগিল। তৎপর বারুণী নাম্নী সুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী উত্থিতা হইলে শ্রীহরির অনুমতি ক্রমে অসুরেরা উহাকে গ্রহণ করিল। পরিশেষে দৈত্যগণ অমৃতার্থী হইয়া পুন-রায় মন্থন করায় এবার ভগবান্ বিষ্ণ্বংশসম্ভূত ধন্ব-ন্তরি নামক এক সুপুরুষ অমৃতকলহস্তে উত্থিত হই-লেন। অসুরগণ সেই কলস লইয়া পলায়নপর হইলে দেবগণ বিষণ্ণচিত্তে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণের মধ্যে শীঘ্র কলহ উত্থাপন করিয়া স্বীয় যোগমায়াদ্বারা দেবগণের অভীষ্ট পূরণ করিবেন—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করায় দেবগণ শান্ত হইলেন। কার্য্যেও তাহা হইল। শীঘ্র দৈত্য-গণের মধ্যে অমৃতের ভাগ লইয়া কলহ উপস্থিত হইল। এই সময় সর্ব্বোপায়বিদ্ ভগবান্ অসুর-মোহনার্থ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বৃষাঙ্কেণ (মহাদেবেন) গরে (কালকূট-বিষে) পীতে (ভক্ষিতে সতি ততঃ) প্রীতাঃ (নির্ভয়ত্বাৎ প্রসন্নাঃ) তে (প্রসিদ্ধাঃ) অমর-দানবাঃ (দেবদৈত্যাঃ) তরসা (বলেন) সিন্ধুং (সমুদ্রং) মমন্থুঃ (মথিতবন্তঃ) ততঃ (মথিত সমুদ্রাৎ) হবি-র্ধানী (সুরভিঃ) অভবৎ (উত্থিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহাদেবকর্ত্তৃক কালকূট বিষ ভক্ষিত হইলে সেই দেব ও দানবগণ অতিশয় প্রীত হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন, তাহা হইতে সুরভি ধেনু উত্থিতা হইলেন ॥১

বিশ্বনাথ—

মথনোদ্ভূতরত্নানাং লক্ষ্ম্যা বিষ্ণৌ বৃতেঽমৃতে।
উত্থিতেঽথ কৃতে দৈত্যৈর্মোহিন্যা বৃত্তমষ্টমে ॥০॥

হবির্ধানী সুরভিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত রত্নসমূহের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বরণ, পরে অমৃত উত্থিত হইলে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক তাহা হরণ এবং শ্রীভগবানের মোহিনীরূপের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'হবির্ধানী'—যজ্ঞীয় হবির আধার-রূপ সুরভিধেনু প্রথমতঃ উত্থিতঃ হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদজ্ঞাঃ

যাজ্ঞিকাঃ) ঋষয়ঃ দেবযানস্য (ব্রহ্মলোকমার্গপ্রাপকস্য) যজ্ঞস্য (সম্বন্ধিনে) মেধ্যায় হবিষে (পবিত্রং হবিঃ দাতুম্ ইত্যর্থঃ) অগ্নিহোত্রীং (দধি-পয়ো-ঘৃতাদি-হবিঃ-প্রদানেন অগ্নিহোত্রাদি-বৈদিক-কর্ম্ম-নিষ্পাদিনীং) তাং (হবির্ধানীং সুরভিং) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকপ্রাপক যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ দান করিবার জন্য অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম-নিষ্পাদক সুরভিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবযানস্য ব্রহ্মলোকমার্গপ্রাপকস্য ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবযানস্য'—ব্রহ্মলোক-মার্গের প্রাপক (যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র ঘৃতের জন্য সেই ধেনুটিকে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ গ্রহণ করিলেন।)॥

তত উচ্চৈঃশ্রবা নাম হয়োঽভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ।
তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাঞ্চক্রে নেন্দ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া ॥৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সুরভেঃ পশ্চাৎ) উচ্চৈঃশ্রবাঃ নাম (তন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ) চন্দ্রপাণ্ডুরঃ (চন্দ্রবদ্ ধবলবর্ণঃ) হয়ঃ (অশ্বঃ) অভূৎ (উদ্ভূব), বলিঃ (দৈত্যরাজঃ) তস্মিন্ (উচ্চৈঃশ্রবাস অশ্বে) স্পৃহাং (গ্রহণাকাঙ্ক্ষাং) চক্রে, ঈশ্বরশিক্ষয়া ("লোভঃ কার্য্যো ন বৈ জাতু" ইত্যেবম্ভূতয়া ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শিক্ষয়া উপদেশেন) ইন্দ্রঃ ন (স্পৃহাং ন চক্রে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর উচ্চৈশ্রবা নামে চন্দ্রবৎ ধবলবর্ণ অশ্ব উত্থিত হইল, বলি সেই অশ্বগ্রহণে অভিলাষ করিলেন, ভগবচ্ছিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরশিক্ষয়া দৈত্যানাং মানবর্দ্ধনার্থে প্রাগেব কৃতয়া ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশর-শিক্ষয়া'—দৈত্যগণের মানবর্দ্ধনার্থে পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীহরি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তদনুসারে (দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্বগ্রহণে অভিলাষ করিলেন না।) ॥ ৩ ॥

তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ।
দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতো মহিম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পশ্চাৎ) চতুর্ভিঃ দন্তৈঃ (শিখর-তুল্যৈঃ দশনৈঃ) ভগবতঃ (শিবস্য) শ্বেতাদ্রেঃ (কৈলাসস্য) মহিং (মাহাত্ম্যং) হরন্ (দূরীকুর্ব্বন্ ইব) ঐরাবতঃ নাম (তন্নামকঃ) বারণেন্দ্রঃ (হস্তিরাজঃ) বিনির্গতঃ (উদ্গতো বভুব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শিখরতুল্য চারিটী দন্তবিশিষ্ট, শিবধাম শ্বেতাদ্রি কৈলাসের মাহাত্ম্যতিরস্কারকারী (শুভ্রবর্ণ) ঐরাবত নামক হস্তিরাজ বিনির্গত হইল ॥৪

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ শম্ভোর্যঃ শ্বেতাদ্রিঃ কৈলাসস্তস্য মহিং মহিমানং দন্তৈঃ শিখরতুল্যৈর্হরন্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবতঃ শ্বেতাদ্রেঃ মহিম্' —ভগবান্ শম্ভুর যে শ্বেতাদ্রি অর্থাৎ কৈলাসপর্ব্বত, তাহার মহিমা (শোভা) 'দন্তৈঃ হরন্'—গিরিশৃঙ্গতুল্য চারিটি দন্তদ্বারা হরণ করিয়া (সমুদ্রমধ্য হইতে ঐরাবত নামক গজরাজ বহির্গত হইল।) ॥ ৪ ॥

ঐরাবণাদয়স্ত্বষ্টৌ দিগ্গজা অভবংস্ততঃ।
অভ্রমুপ্রভৃতয়োঽষ্টৌ চ করিণ্যস্ত্বভবন্নৃপ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) (হে) নৃপ ! ঐরাবণাদয়ঃ (ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ বামনঃ কুমুদঃ অঞ্জনঃ পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকঃ ইত্যাখ্যাঃ) অষ্টৌ দিগ্গজাঃ (পূর্ব্বাদিদিশাং হস্তিনঃ) তু অভবন্ (উৎপন্নাঃ অভূবন্), (তথা) অভ্রমুপ্রভৃতয়ঃ (অভ্রমুপ্রমুখাঃ) অষ্টৌ করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) চ তু অভবন্ (জাতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অতঃপর ঐরাবত প্রভৃতি অষ্ট দিগ্গজ ও অভ্রমুপ্রমুখা অষ্ট করিণী উদ্ভূত হইল ॥ ৫ ॥

কৌস্তুভাখ্যমভূদ্রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ।
তস্মিন্মণৌ স্পৃহাঞ্চক্রে বক্ষোঽলঙ্করণে হরিঃ।
ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্।
পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ভুবি যথা ভবান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) মহোদধেঃ (সমুদ্রাৎ) কৌস্তুভাখ্যং (কৌস্তুভনামকং) রত্নম্ অভূৎ, (স চ মণিঃ) পদ্মরাগঃ (পদ্মরাগাখ্যজাতীয়ঃ), হরিঃ (ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণঃ) বক্ষোঽলঙ্করণে (বক্ষসঃ অলঙ্কারনিমিত্তে) তস্মিন্ মণৌ স্পৃহাং (গ্রহণবাঞ্ছাং) চক্রে। ততঃ সুরলোকবিভূষণং (স্বর্গলোকভূষণস্বরূপঃ) পারিজাতঃ (তন্নামকঃ দেবতরুঃ) অভবৎ, যঃ (বৃক্ষঃ) ভবান্ যথা ভুবি (পৃথিব্যাং শশ্বৎ প্রার্থিজনবাঞ্ছিতং পূরয়তি তথা) শশ্বৎ (নিরন্তরম্) অর্থৈঃ (বাঞ্ছিতবস্তুদানেন) অর্থিনঃ (যাচকান্) পূরয়তি (তেষাং প্রার্থনাসাফল্যং করোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মহাসমুদ্র হইতে কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগমণি উত্থিত হইল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হৃদয়ের শোভার্থ সেই মহামণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর স্বর্গলোকের ভূষণ-স্বরূপ পারিজাত নামক দেবতরু উৎপন্ন হইল, (হে রাজন্) পৃথিবীতে আপনি যেমন বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া অর্থিজনের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন এই তরুও সেইরূপ অর্থিগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ৬ ॥

ততশ্চাপ্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।
রমণ্যঃ স্বর্গিণাং বল্গুগতিলীলাবলোকনৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (স্বর্ণাভরণবিশেষ-ভূষিতকণ্ঠাঃ) সুবাসসঃ (মনোজ্ঞবস্ত্রাণি পরিদধানাঃ) বল্গুগতিলীলাবলোকনৈঃ (মনোহরগমনেন লীলাসহ-দৃষ্ট্যা চ) স্বর্গিণাং (স্বর্গবাসিনাং) রমণ্যঃ (আনন্দ-দায়িন্যঃ) অপ্সরসঃ (স্বর্গবেশ্যাঃ) জাতাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর স্বর্ণাভরণকণ্ঠী পদক ও মনোজ্ঞবস্ত্রধারিণী, মনোহর গমন এবং ভঙ্গীপূর্ব্বক অবলোকন দ্বারা স্বর্গবাসিগণের আনন্দদায়িনী স্বর্গ-বেশ্যাগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গত্যাদিভিঃ রমণ্যঃ রময়িত্র্যঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রমণ্যঃ'—গতিভঙ্গী, বিবিধ বিলাস প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গবাসিগণের আনন্দদায়িনী অপ্সরাগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীরমা ভগবৎপরা।
রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥৮॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ ভগবৎপরা (ভগবদনন্যার্হা) রমা (লোকস্য আনন্দদায়িনী) সাক্ষাৎশ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) কান্ত্যা (শোভয়া) সৌদামনী বিদ্যুৎ যথা (সুদাম্নঃ পর্ব্বতাৎ জাতা সৌদামনী স্ফটিকাদিময়গিরিশৃঙ্গেষু অধিকং স্ফুরন্তী বিদ্যুৎ ইব) দিশঃ (দিঙ্মণ্ডলং) রঞ্জয়ন্তী (রঞ্জিতাং কুর্ব্বন্তী সতী) আবিরভূৎ (আবি-র্ভূতা) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভগবৎপরায়ণা রমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী সুদাম পর্ব্বত হইতে জাতা বিদ্যু-তের ন্যায় কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া আবি-র্ভূতা হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীঃ সম্পত্তিঃ সাক্ষান্মূর্ত্তিমতীত্যর্থঃ। রমা হরিং রময়ন্তী হরেঃ প্রেয়সীরূপা চ প্রাদুর্ভূতা, কীদৃশী? ভগবতী চাসৌ পরা পূর্ব্বস্যাঃ সকাশাৎ শ্রেষ্ঠেতি পূর্ব্বস্যা এতদ্বিভূতিরূপত্বমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বা যথা বিদ্যুৎ উত্তরা যথা সৌদামনী স্ফটিকময়-সুদামপর্ব্বতভবত্বাৎ পূর্ব্বস্যাঃ সকাশাদধিককান্তি-মতী। কান্ত্যেতি সম্পত্তিপক্ষে কমিরিচ্ছার্থকো ধাতুঃ, অভিলাষেণেত্যর্থ। দিশস্তস্যা দিগ্বর্ত্তিনো জনান্ রঞ্জয়ন্তী সম্পত্তিরস্মাকং ভূয়াদিতি রাগবতীঃ কুর্ব্বতী, পক্ষে দিশঃ পূর্ব্বাদ্যাঃ কান্ত্যা স্বরোচিষা রঞ্জয়ন্তী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাক্ষাৎ শ্রীঃ'—সম্পদ্রূপা শ্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারিণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন, এই অর্থ। 'রমা'—শ্রীহরিকে যিনি আনন্দদান করেন এবং তাঁহার প্রেয়সীরূপা (মহালক্ষ্মীদেবী)। তিনি কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবৎ-পরা', ভগ-বতী এবং পরা বলিতে পূর্ব্বোক্তা সম্পদ্রূপা শ্রী হইতে শ্রেষ্ঠা, যেহেতু এই রমাদেবীরই বিভূতিরূপা ঐ সম্পদ্রূপা শ্রী। যেমন বিদ্যুৎ ও সৌদামিনী, স্ফটিকময় সুদাম পর্ব্বত হইতে জাতা বলিয়া সৌদা-মনী (বিদ্যুৎ) পূর্ব্বের বিদ্যুৎ অপেক্ষা অধিক কান্তি-মতী। 'কান্ত্যা'—সম্পত্তি-পক্ষে ইচ্ছার্থক কম্ ধাতুর অর্থে অভিলাষের দ্বারা, 'দিশঃ রঞ্জয়ন্তী'—দিগ্বর্ত্তী জনগণকে 'আমাদের সম্পত্তি হউক'—এইরূপ রাগ-যুক্ত করিতে করিতে, রমা-পক্ষে—নিজ অঙ্গকান্তির দ্বারা দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভগবৎপরায়ণা রমা-দেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তস্যাং চক্রুঃ স্পৃহাং সর্ব্বে সসুরাসুরমানবাঃ।
রূপৌদার্য্যবয়োবর্ণমহিমাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—রূপৌদার্য্য-বর্ণ-মহিমা-ক্ষিপ্তচেতসঃ (তস্যাঃ শ্রিয়ঃ রূপাদিমহিম্না আক্ষিপ্তচিত্তাঃ) সসুরাসুরমানবাঃ (দেব-দৈত্য-মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) সর্ব্বে (প্রাণিনঃ) তস্যাং (শ্রিয়াং তদ্‌গ্রহণে ইত্যর্থঃ) স্পৃহাং (বাঞ্ছাং) চক্রুঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাঁহার রূপ ঔদার্য্য বয়স, বর্ণ ও মহিমা দর্শন করিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। (সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবীজ্ঞানে) দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বজীব তাঁহার প্রতি অভিলাষ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাং পূর্ব্বস্যাং সম্পদ্রূপায়ামেব স্পৃহাং ন তূত্তরস্যাম্। 'তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা' ইতি বক্ষ্যমাণবাক্যেন তস্যা জগজ্জননীত্বজ্ঞাপনাৎ। কিঞ্চ। তস্যা অপি রূপাদীনাং মহিনা মহিম্না মা আক্ষিপ্তানি নৈবাসক্তানি চেতাংসি যেষাং তে। যতস্তে তস্যাঃ সকাশাদ্রাজ্যভোগাদি-প্রেপ্সব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যাং'—পূর্ব্বোক্তা সেই সম্পদ্‌রূপা শ্রী-বিষয়েই দেবতা, অসুর, মানব সকলেরই তাহাকে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী রমাদেবীতে নহে, কারণ 'তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যাঃ' (২৬ শ্লোক)—অর্থাৎ ত্রিজগতের জনক শ্রীহরি নিজ বক্ষঃস্থলকে পরম-বৈভবশালিনী ত্রিলোকজননী মহালক্ষ্মীদেবীর সুস্থির আবাসরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, এই বক্ষ্যমাণ বাক্যের দ্বারা রমাদেবীর জগজ্জননীত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আরও, 'মহিমাক্ষিপ্তচেতসঃ'—এই রমাদেবীর রূপাদির মহি অর্থাৎ মহিমার দ্বারা 'মা আক্ষিপ্তানি', আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আসক্ত হয় নাই চিত্ত যাঁহাদের, সেই দেবাসুর মানবগণ, যেহেতু তাঁহার নিকট হইতেই রাজ্য ভোগাদি পাইবার অভিলাষী তাঁহারা—এই ভাব ॥ ৯ ॥

তস্যা আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদদ্ভুতম্।
মূর্ত্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা হেমকুম্ভৈর্জলং শুচি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মহেন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) তস্যাঃ (উপবেশনার্থং) মহদদ্ভুতং (বিচিত্রং মহৎ) আসনং (সিংহাসনম্) আনিন্যে (উপনীতবান্), সরিৎ-শ্রেষ্ঠাঃ (গঙ্গাদয়ঃ উত্তমাঃ নদ্যঃ) মূর্ত্তিমত্যঃ (বিগ্রহধারিণ্যঃ সত্যঃ) হেমকুম্ভৈঃ (সুবর্ণকলসৈঃ) শুচি (পবিত্রং) জলম্ (আনিন্যিরে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ তাঁহার উপবেশনের জন্য বিচিত্র সিংহাসন আনয়ন করিলেন, গঙ্গাদি নদীসকল মূর্ত্তিমতী হইয়া সুবর্ণকলস দ্বারা পবিত্র জল আনয়ন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাশ্চেতি চকারাৎ হরিপ্রেয়সী-রূপায়াশ্চ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যাশ্চেতি'—সেই সম্পদ্‌-রূপা দেবীর, 'চ'-কারের দ্বারা এবং হরিপ্রেয়সী মহালক্ষ্মীদেবীর (উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পবিত্র আসন আনয়ন করিলেন।) ॥ ১০ ॥

আভিষেচনিকা ভূমিরাহরৎ সকলৌষধীঃ।
গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ (অপি মূর্ত্তিমতী সতী) আভিষেচনিকাঃ (অভিষেকোচিতাঃ) সকলৌষধীঃ (সর্ব্বৌষধিদ্রব্যাণি) আহরৎ (আনিন্যে), গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি (পঞ্চগব্যানি আজহ্রুঃ) বসন্তঃ (ঋতুঃ মূর্ত্তিমান্ সন্) মধুমাধবৌ (চৈত্র-বৈশাখ-ভবফল-পুষ্পাণ্যাহরৎ) ॥১১

অনুবাদ—ভূমিও মূর্ত্তিমতী হইয়া অভিষেকোচিত সর্ব্বৌষধি, গাভীসকল পঞ্চগব্য এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র বৈশাখোদ্ভব ফল-পুষ্প আহরণ করিয়া দিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আভিষেচনিকা অভিষেকোচিতাঃ পঞ্চ পবিত্রাণি পঞ্চগব্যানি মধুমাধবৌ চৈত্রবৈশাখভবং পুষ্পফলাদি। মধুমাধবমিতি পাঠে মধুমাসোদ্ভবং মধু ॥১১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিষেচনিকা'—অভিষেকের যোগ্য, 'পঞ্চ পবিত্রাণি'—পঞ্চগব্য, 'মধুমাধবৌ'—চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ফলপুষ্পাদি আনয়ন করিলেন। 'মধু-মাধবং'—এই পাঠে মধুমাসোদ্ভব মধু, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

ঋষয়ঃ কল্পয়াঞ্চক্রুরাভিষেকং যথাবিধি ।
জগুর্ভদ্রাণি গন্ধর্ব্বা নট্যশ্চননৃতুর্জগুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ যথাবিধি (যথাশাস্ত্রম্) আভিষেকং (তৎ-কর্ম্ম) কল্পয়াঞ্চক্রুঃ (সম্পাদয়ামাসুঃ), গন্ধর্ব্বাঃ ভদ্রাণি (মঙ্গলানি) জগুঃ (গীতবন্তঃ), নট্যঃ চ (নটাঙ্গনাশ্চ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ) জগুঃ (গীতঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ যথাশাস্ত্র তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গল উচ্চারণ করিল ও নটাঙ্গনাগণ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল ॥১২

মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ ।
ব্যনাদয়ন্ শঙ্খবেণুবীণাস্তুমুলনিঃস্বনান্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—মেঘাঃ (মূর্ত্তিমন্তঃ সন্তঃ) তুমুলনিঃস্বনান্ (তুমুলঃ মহান্ নিঃস্বনঃ নিনাদঃ যেষাং তান্) মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ (মৃদঙ্গাদিবাদ্যবিশেষান্ তথা তুমুলনিঃস্বনা) শঙ্খবেণুবীণাঃ শঙ্খাদি-বাদ্যবিশেষাংশ্চ) ব্যনাদয়ন্ (বাদয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মেঘসমূহ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, গোমুখ এবং শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি মহানিনাদযুক্ত বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্ ।
দিগিভাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ দিগিভাঃ (ঐরাবতাদয়ঃ দিগ্গজাঃ) পূর্ণকলসৈঃ (সর্ব্বৌষধীযুক্তৈঃ সরিৎ-শ্রেষ্ঠানীতৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণৈঃ কুম্ভৈঃ) দ্বিজেরিতৈঃ (বিপ্রোচ্চারিতৈঃ) সূক্তবাক্যৈঃ (আভিষেচনিক-মন্ত্রৈঃ সহ) পদ্মকরাং (পদ্মং করে যস্যাঃ তাং) সতীং শ্রিয়ং দেবীং (লক্ষ্মীদেবীম্) অভিষিষিচুঃ (অভিষিক্তবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐরাবতাদি দিগ্গজ সমূহ, গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ এবং বিপ্রগণের দ্বারা উচ্চারিত অভিষেকোচিত মন্ত্রে সম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবী পতিপরায়ণা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রিয়মিতি সম্পদ্রূপাং, দেবীতি দিবু ক্রীড়ায়াং ভোগৈশ্বর্য্যবিতরণেন ক্রীড়ন্তীং, পদ্মকরামিতি হরিপ্রেয়সীরূপাং, সতীং পতিব্রতাম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রিয়ং'—সম্পদ্‌রূপা, 'দেবীং'—দেবী বলিতে দিব্ ধাতু ক্রীড়া অর্থে, অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য বিতরণের দ্বারা যিনি ক্রীড়া করিতেছেন । 'পদ্মকরাম্'—পদ্মহস্তা, ইনি হরিপ্রেয়সীরূপা, 'সতীং'—সতী অর্থাৎ পতিব্রতা মহালক্ষ্মীর অভিষেক করিলেন ॥ ১৪ ॥

সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়ে বাসসী সমুপাহরৎ ।
বরুণঃ স্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মত্তষট্‌পদাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সমুদ্রঃ (স্বয়ং রত্নাকরঃ) পীতকৌশেয়-বাসসী (পীতবর্ণকৌশেয়বস্ত্রযুগলম্ অধরোত্তরীয়-বস্ত্রদ্বয়মিত্যর্থঃ) সমুপাহরৎ (সমর্পিতবান্), বরুণ (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চ) মধুনা মত্তষট্‌পদাং (মধুনা মধুপানেন মত্তাঃ ষট্‌পদাঃ ভ্রমরাঃ যস্যাং তাদৃশীং) বৈজয়ন্তীং স্রজং (বনমালাং সমুপাহরদিত্যন্বয়ঃ) ॥১৫

অনুবাদ—রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল এবং বরুণ মধুকরগুঞ্জিতা বৈজয়ন্তীমালা উপহার প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পীতকৌশেয়ে ইতি অভিষেকানন্তরং পীতবস্ত্রস্যৈব বিহিতত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পীতকৌশেয়ে'—উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণের কৌশেয় বস্ত্রদ্বয় সমুদ্র প্রদান করিলেন । যেহেতু অভিষেকের পর পীত বসন পরিধানেরই বিধান রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

ভূষণানি বিচিত্রাণি বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ।
হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বকর্ম্মা (তদাখ্যঃ) প্রজাপতিঃ বিচিত্রাণি (মনোহরাণি) ভূষণানি (অলঙ্করণানি) সরস্বতী (বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী) হারম্, অজঃ (ব্রহ্মা) পদ্মং, নাগাঃ চ কুণ্ডলে (কর্ণভূষণদ্বয়ং সমুপাহরন্) ॥১৬॥

অনুবাদ—প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বিচিত্র অলঙ্কার-সকল, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণ-ভূষণদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলস্রজং
নদদ্দ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা।
চচাল বক্ত্রং সুকপোলকুণ্ডলং
সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) কৃতস্বস্ত্যয়না (কৃতং বিধ্যনুসারেণ নিষ্পাদিতং স্বস্ত্যয়নম্ অভিষেকাদি মঙ্গলকর্ম্ম যস্যাঃ সা শ্রীদেবী) নদদ্দ্বিরেফাং (নদন্তঃ শব্দায়মানাঃ গুঞ্জন্ত ইত্যর্থঃ দ্বিরেফাঃ ভ্রমরা যস্যাং তাম্) উৎপলস্রজম্ (উৎপলগ্রাথিতাং মালাং) পাণিনা (হস্তেন) পরিগৃহ্য (গৃহীত্বা) সুকপোলকুণ্ডলং (সুশোভনে কপোলে গণ্ডযুগলে কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ং যত্র তৎ) সব্রীড়হাসং (সলজ্জহাস্যযুক্তং) সুশোভনম্ (অতিরম্যং) বক্ত্রং (বদনং) দধতী (দধানা সা) চচাল (চলিতবতী) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যথাবিধি মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত হইলে শ্রীদেবী ভৃঙ্গনাদিত কমলমাল্য হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া মনোহর গণ্ডদেশে কুণ্ডলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক সলজ্জহাস্যযুক্ত অতি রমণীয় বদনে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়রূপা যা এব তস্যাঃ শ্রীভগবানেবাশ্রয় ইত্যাহ তত ইতি। কৃতমনাদিত এব স্বস্তি সর্ব্বকালমঙ্গলং নারায়ণবক্ষ এবায়নমাস্পদং যস্যাঃ সা স্বপ্রতিচ্ছবিরূপা গুণময়ীব স্থিরাঃ সম্পদো ব্রহ্মাদিভ্যো দদানাপি স্বয়ং গুণাতীতা চিন্ময়সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ নারায়ণমেকমেবাশ্রিত্য সদা বর্ত্ততে। তথৈবানাদিত এব কমপি গুণং নোপাধীকৃত্য স্বভাবত এব তস্মিন্ প্রেমবতী তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখসম্পাদয়িত্রী প্রেয়সীরূপাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তদপি দ্বিবিধৈব লক্ষ্মীঃ সমুদ্রং জনকীকৃত্য প্রদুর্ভূতা পুনরেকীভূতা সতী স্বনিত্যপ্রিয়ং শ্রীনারায়ণং স্বয়ং বরীতুং চচাল ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়রূপা (সম্পদ্রূপা ও রমারূপা) লক্ষ্মীদেবীরই একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবান্ই, ইহা বলিতেছেন —'ততঃ' ইত্যাদি। 'কৃত-স্বস্ত্যয়না' —কৃত হইয়াছে অনাদিকাল হইতেই 'স্বস্তি' বলিতে সর্ব্বমঙ্গলরূপ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলই 'অয়ন' অর্থাৎ আস্পদ্ যাঁহার, তিনি নিজ প্রতিচ্ছবিরূপা গুণময়ীর ন্যায় স্থির সম্পদ্ ব্রহ্মাদিকে প্রদান করিলেও, স্বয়ং গুণাতীতা চিন্ময়সম্পদ্রূপা লক্ষ্মী (শ্রী) শ্রীনারায়ণকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া সদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেইরূপ অনাদি কাল হইতেই কোনও গুণ আশ্রয় না করিয়া স্বভাবতঃই সেই শ্রীনারায়ণে প্রেমবতী হইয়া তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রেয়সীরূপেও বিরাজমানা আছেন—এই অর্থ। এইরূপে দুই প্রকার লক্ষ্মীই সমুদ্রকে নিজ জনকরূপে গ্রহণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়া, পুনরায় একীভূতা হইয়া নিজ নিত্যপ্রিয় শ্রীনারায়ণকে স্বয়ং বরণ করিবার জন্য চলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

স্তনদ্বয়ং চাতিকৃশোদরী সমং
নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্।
ততস্ততো নূপুরবল্গুশিঞ্জিতৈ-
বিসর্পতী হেমলতেব সা বভৌ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—অতিকৃশোদরী (অতিশয়-ক্ষীণ-মধ্যভাগা) চন্দন-কুঙ্কুমোক্ষিতং (চন্দন-কুঙ্কুম-লিপ্তং) নিরন্তরং (পীনত্বাদন্তরালরহিতং) সমং (সুবিভক্তং) স্তনদ্বয়ং চ (দধতী) সা (শ্রীদেবী) ততঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) নূপুর-বল্গু শিঞ্জিতৈঃ (নূপুরস্য বল্গু মনোহরং যৎ শিঞ্জিতম্ অব্যক্তধ্বনিঃ তৈঃ) বিসর্পতী (চলন্তী সতী) হেমলতা ইব (সুবর্ণলতেব) বভৌ (ররাজ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহার (শ্রীদেবীর) স্তনযুগল পরস্পর সমীপবর্ত্তী, সমান ও চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা লিপ্ত এবং মধ্যভাগ অতিশয় ক্ষীণ। তিনি মনোহর নূপুরধ্বনি সহকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বর্ণলতিকার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্ততদনন্তরং ততস্তত্র মহাসদসি বিসর্পতী হেমলতা জঙ্গমা স্বর্ণবল্লবী ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততস্ততঃ'—তারপর তিনি সেই মহাসভায় ইতস্ততঃ পদবিন্যাস করিতে করিতে, 'হেমলতা ইব'—জঙ্গম স্বর্ণলতিকার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ
পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্।

গন্ধর্ব্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-
ত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—গন্ধর্ব্বা-যক্ষাসুর-সিদ্ধ-চারণ-ত্রৈপিষ্ট-পেয়াদিষু (গন্ধর্ব্বাদি-মধ্যে) বিলোকয়ন্তী (বিচারয়ন্তী সতী) (সা দেবী) আত্মনঃ ধ্রুবং (নিত্যম্) অব্যভি-চারিসদ্গুণম্ (অব্যভিচারিণো নিত্যাঃ স্বাভাবিকাঃ, সন্তঃ কল্যাণগুণাঃ যস্মিন্ তৎ) নিরবদ্যং চ (হেয়-গুণ-রহিতম্ এবম্ভূতম্) পদম্ (আশ্রয়ং) ন অন্ব-বিন্দত (ন লেভে, সর্ব্বত্রৈব কিঞ্চিদ্দোষসত্ত্বয়া তাদৃশং পদং ন লব্ধমিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর লক্ষ্মীদেবী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং স্বর্গবাসিদেবগণমধ্যে অনু-সন্ধান করিয়া স্বভাবতঃ নিত্যকল্যাণগুণযুক্ত ও হেয়-গুণরহিত নিজ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। তয়োরেকীভূতয়োর্লক্ষ্ম্যোর্মধ্যে যা সম্পদ্রূপা সা লোকে স্বপ্রেয়সো ভগবতঃ সর্ব্বত এবোৎকর্ষং খ্যাপয়িতুং তত্র নিত্যনিরুপাধিপ্রেমবত্যপি অন্যত্র গুণদোষবিবেচনপূর্ব্বকমন্যস্যাঃ স্বয়ম্বরায়া ইব স্বস্যাপি তত্রৈব গুণোৎকর্ষোপাধিকং স্বয়ংবরণং দর্শয়ামাসেত্যাহ বিলোকয়ন্তীতি। গন্ধর্ব্বাদিষু আত্মনঃ স্বস্য পদমাস্পদং জনং কমপি নান্ববিন্দত, কীদৃশং ? নিরবদ্যং নির্দ্দোষং অথচ অব্যভিচারিণঃ সদৈব স্থায়িনঃ সন্তঃ কল্যাণবত্ত্বাৎ শ্রেষ্ঠা গুণা যত্র তৎ, ধ্রুবং নিত্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই একীভূতা লক্ষ্মী-দ্বয়ের মধ্যে যিনি সম্পদ্রূপা, তিনি জগতে নিজ প্রিয় ভগবানের সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত, তাঁহাতে (শ্রীনারায়ণে) নিত্য নিরুপাধিক প্রেমবতী হইয়াও, অন্যত্র গুণ ও দোষের বিবেচনাপূর্ব্বক অপর রমণীর স্বয়ম্বরের ন্যায় নিজেরও সেই বিষয়ে গুণোৎ-কর্ষ নিরূপণরূপ স্বয়ম্বর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'বিলোকয়ন্তী' ইত্যাদি। অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিতে নিজের আশ্রয়যোগ্য কোন জনকেই দেখিতে পাইলেন না। কিরূপ জন ? তাহাতে বলিতেছেন —'নিরবদ্যং'—নির্দ্দোষ, অথচ 'অব্যভিচারি-সদ্-গুণং'—সবসময়ে স্থায়ী সদ্ বলিতে কল্যাণযুক্ত শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ যেখানে, তাদৃশ। 'ধ্রুবং'—বলিতে নিত্য। (অর্থাৎ তিনি নিজের আশ্রয়রূপে নিত্যসদ্গুণশালী ও অনিন্দনীয় কোন নিত্য পুরুষকে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। যেহেতু তাহাদের সক-লের মধ্যেই একটা না একটা দোষ রহিয়াছে।) ।১৯

নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জ্জয়ো
জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জ্জিতম্।
কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কামনির্জ্জয়ঃ
স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (রুদ্রদুর্ব্বাসঃ-প্রভৃতেঃ) তপঃ (অস্তি তস্য) মন্যু নির্জ্জয়ঃ (ক্রোধ-নিগ্রহঃ) ন (নাস্তি) নূনম্ (ইতি নিশ্চয়ে), ক্বচিৎ (গুরু-শুক্রাদৌ) জ্ঞানম্ (অস্তি কিন্তু তস্য) তৎ (জ্ঞানং) চ সঙ্গবর্জ্জিতং (ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিতং) ন (কিন্তু তদ্‌যুক্তমেব ইত্যর্থঃ), কশ্চিৎ (ব্রহ্মাদিঃ) মহান্ (অস্তি তথাপি) তস্য কাম-নির্জ্জয়ঃ (কামবেগনিগ্রহঃ) ন (নাস্তি, যস্তু ইন্দ্রাদিঃ) পরতঃ ব্যপাশ্রয়ঃ (পরাপেক্ষৈশ্বর্য্যাশ্রয়ঃ) সঃ কিম্ ঈশ্বরঃ (ভবতি, স তু নৈব ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যাহার তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ-জয় হয় নাই, কাহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত নহে, কোন ব্যক্তি মহান্ তথাপি তিনি কামজয়ী নহেন। আর ইন্দ্রের ন্যায় যাহারা পরের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী তাহারা কি ঈশ্বর ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তত্র বরণব্যবসায়ানুদ্ভবে সদোষ-প্রাকৃতগুণত্বমেব হেতুরিতি সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ স্বগত-মাহ নূনমিতি ত্রিভিঃ। তস্য দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতের্মন্যু-নির্জ্জয়ো লোভতপসো বৈয়র্থ্যম্। জ্ঞানং ক্বচিদ্ বৃহ-স্পত্যাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতং নেতি জ্ঞানস্য বৈয়র্থ্যম্। মহান্ ব্রহ্মা, ন কামনির্জ্জয় ইতি মহত্ত্বস্য বৈয়র্থ্যম্। যঃ পরতঃ শত্রুভ্যো হেতোর্ব্যপাশ্রয়ঃ ব্যপগতাস্পদো বারং বারং ভবতি স কিং ইন্দ্রাদিরীশ্বরো ভবতি ? নৈবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল স্থলে বরণযোগ্য কাহাকেও না পাইবার কারণ দোষযুক্ত প্রাকৃত গুণ-ত্বই, এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পদ্রূপা লক্ষ্মী স্বগত-ভাবে বলিতেছেন—'নূনং' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। কাহারও তপস্যা আছে, কিন্তু ক্রোধজয় হয় নাই, যেমন দুর্ব্বাসা প্রভৃতির ক্রোধজয় না হওয়ায় লোভ

ও তপস্যার বৈয়র্থ্য। কাহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা 'সঙ্গবর্জ্জিতং ন', আসক্তিশূন্য নহে, যেমন বৃহস্পতি প্রভৃতিতে আসক্তিশূন্য না হওয়ায় জ্ঞানের বৈয়র্থ্য। 'মহান্'—কেহ মহত্ত্বশালী, অথচ কামজয়ী নহেন, যেমন ব্রহ্মা, কামজয়ী নহেন বলিয়া মহত্ত্বের বৈয়র্থ্য। 'পরতঃ ব্যপাশ্রয়ঃ'—আর যিনি শত্রুগণ হইতে বারম্বার নিরাশ্রয় হন, সেই ইন্দ্রাদি কি ঈশ্বর হইতে পারেন? কখনই নহেন, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ ক্বচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্।
বীর্য্যং ন পুংসোঽস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (পরশুরামাদৌ) ধর্ম্ম (অস্তি কিন্তু) তত্র (তাদৃশে জনে) ভূতসৌহৃদং (মৈত্রী) ন (নাস্তি) ক্বচিৎ (শিবিপ্রভৃতিষু) ত্যাগঃ (অস্তি কিন্তু) তত্র (শিব্যাদৌ জনে তাদৃশঃ ত্যাগঃ) মুক্তিকারণং (মুক্তিহেতুঃ) ন (ন ভবতি), পুংসঃ (কার্ত্তবীর্য্যাদেঃ) বীর্য্যম্ (অস্তি কিন্তু তদ্ বীর্য্যম্) অজবেগনিষ্কৃতং (কালবেগেন পরিহৃতং) ন অস্তি (ন ভবতি), দ্বিতীয়ঃ (ভগবতঃ অন্যঃ কশ্চিদপি সনকাদিরপি) গুণসঙ্গবর্জ্জিতঃ (সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ-রহিতঃ) ন হি (নাস্তি, কিন্তু গুণসম্বন্ধযুক্ত এব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তিতে ধর্ম্ম আছে সত্য, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতি দয়া নাই, কোন মনুষ্য বা দেবতাতে ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা মুক্তির কারণ নহে, কোন পুরুষের বীর্য্য আছে, কিন্তু তাহা কালবেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, আর যাহারা প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল সনকাদির ন্যায় মুনিগণও মুকুন্দের তুল্য হইতে পারেন নাই, অথবা মুকুন্দ ভিন্ন সনকাদি ঋষিগণও গুণসঙ্গ বর্জ্জন করিতে পারেন নাই ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্বচিৎ কর্ম্মিষু শুক্রাদিষু ধর্ম্মঃ কর্ম্মিত্বাদসুরপুরোহিতত্বাচ্চ ন ভূতসৌহৃদমিতি ধর্ম্মস্য বৈয়র্থ্যম্। ত্যাগো অন্নাদিদানং দক্ষাদিষু তদ্দানস্য মুক্তিকারণত্বাভাবাদ্বৈয়র্থ্যম্। বীর্য্যং বলং পুংসঃ শুম্ভনিশুম্ভাদেঃ, অজবেগনিষ্কৃতং কালবেগপরিহৃতং ন ভবতীতি বলস্য বৈফল্যম্। গুণসঙ্গবর্জ্জিতঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতবিষয়াসক্তিমাত্ররহিতঃ সনকাদির্ন দ্বিতীয়ো ন হ্যমরস্তত্র যদপ্রাকৃতসৌরূপ্যসৌরভ্যাদের্বৈফল্যাপত্তেঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিৎ ধর্ম্মঃ'—শুক্রাচার্য্যের ন্যায় কোন কোন কর্ম্মিজনে ধর্ম্ম আছে, কিন্তু কর্ম্মী ও অসুরগণের পুরোহিত বলিয়া সকল প্রাণীর প্রতি দয়া নাই, ইহার দ্বারা ধর্ম্মের বৈয়র্থ্য। 'ত্যাগঃ ক্বচিৎ'—দক্ষ প্রভৃতির ন্যায় কাহার মধ্যে অন্নাদি দানরূপ ত্যাগ আছে, কিন্তু ঐরূপ দান মুক্তির কারণ নহে বলিয়া বৈয়র্থ্য। 'বীর্য্যং'—কাহারও মধ্যে বল আছে, যেমন শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতির, কিন্তু 'ন অজবেগনিষ্কৃতং'—তাহা কালের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে বলের বৈয়র্থ্য। 'গুণসঙ্গ-বর্জ্জিতঃ'—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের আসক্তিমাত্র রহিত সনকাদিও, 'ন দ্বিতীয়ঃ'—আমার (বরযোগ্য) নিত্য সহচর হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা অমর নহে, সেখানে অপ্রাকৃত সৌরূপ্য, সৌরভ্যাদির বিফলতা ॥ ২১ ॥

কচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং
ক্বচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (মার্কণ্ডেয়াদিষু) চিরায়ুঃ (দীর্ঘজীবনম্ অস্তি কিন্তু তত্র) শীল-মঙ্গলং (শীলং মঙ্গলং চ) ন (নাস্তি), ক্বচিৎ (চিরায়ুষি হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতৌ ইন্দ্রিয়দমনশীলত্বাৎ) তৎ অপি (শীলমঙ্গলমপি) অস্তি (কিন্তু তস্য) আয়ুষঃ (জীবিতকালস্য) বেদ্যং ন (স্থৈর্য্যং দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ, অকস্মাদেব নৃসিংহাদিনা বিনাশাৎ) যত্র কুত্র চ (যদ্যপি ক্বচিৎ শিবাদৌ) উভয়ং (চিরায়ুঃ শীলমঙ্গলঞ্চৈতদুভয়ং বর্ত্ততে তথাপি) সঃ অপি (শিবাদিঃ) অমঙ্গলঃ (শ্মশান বাসাদ্যশুভচেষ্টিতঃ ভবতি) কশ্চ (যশ্চ কোঽপি) সুমঙ্গলঃ (কাৎস্ন্যেন সদ্‌গুণাশ্রয়-নিরবদ্যনিরতিশয়-মঙ্গলমূর্ত্তির্ভগবান্ স তু) মাং (শ্রিয়ং) ন হি কাঙ্ক্ষতে (ন প্রার্থয়তি, স্বয়মেব পূর্ণত্বাৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তি দীর্ঘজীবী, কিন্তু তাহার

মঙ্গল ও শীল নাই, কোন ব্যক্তিতে তাহা থাকিলেও তাহার জীবনের স্থিরতা নাই। শিবাদিদেবতাতে চিরায়ু, মঙ্গল ও শীল বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা অশুভ চেষ্টাযুক্ত; আর যিনি নির্দ্দোষ, তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কুচিদ্বলিপ্রভৃতিষু চিরমায়ুঃ কিন্তু শীল-মঙ্গলানি ন, তত্র আসুরস্বভাবেন শীলাভাবঃ, ইন্দ্র-শত্রুকত্বেন মঙ্গলাভাবশ্চ। কুচিন্মনুপুত্রপৌত্রাদিষু তৎ শীলমঙ্গলং কিন্ত্বায়ুষো ন বেদ্যং ন জ্ঞানং মনুষ্যজাতি-ত্বেনাচিরায়ুষ্ট্বাৎ। যত্র কুত্রচিচ্চ উভয়সৌশীল্য-বিপদভাববত্ত্বং চিরায়ুষ্ট্বং চ স চ মহাদেবঃ অমঙ্গলঃ শ্মশানবাসাদ্যমঙ্গলচেষ্টিতঃ। ভগবন্তং লক্ষ্মীকৃত্যাহ, শোভনানি মঙ্গলান্যেব যত্রেতি পূর্ব্বোক্তানাং দোষাণাং স্বরূপত এবামঙ্গলত্বাৎ গুণানাঞ্চ প্রাকৃতানাং নশ্বরত্বেন কল্যাণবত্ত্বাভাবাৎ তে গুণা দোষাশ্চ নৈব সুমঙ্গলা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ। পূর্ব্বপূর্ব্ববদস্মিন্নপ্যেকো দোষোঽ-স্তীতি ব্যাজস্তুত্যা দোষমাহ ন কাঙ্ক্ষতে মাং নাপেক্ষত ইতি নিরপেক্ষত্বলক্ষণঃ সর্ব্ববিলক্ষণো মহাগুণোঽ-ত্রৈব দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুচিৎ চিরায়ুঃ'—বলি প্রভৃতিতে দীর্ঘ আয়ু আছে সত্য, কিন্তু শীল ও মঙ্গলাদি নাই, সেখানে আসুর-স্বভাব বলিয়া শীল নাই এবং ইন্দ্রের শত্রু বলিয়া মঙ্গলেরও অভাব। কোথাও মনুর পুত্র, পৌত্রাদিতে শীল ও মঙ্গল থাকিলেও, 'আয়ুষঃ ন বেদ্যং'—মনুষ্যজাতি বলিয়া আয়ুর স্থিরতা নাই। 'যত্র উভয়ং' কোন স্থানে অর্থাৎ মহাদেবে শীল-মঙ্গল ও আয়ুর স্থিরতা উভয় থাকিলেও, 'সোঽপি অমঙ্গলঃ'—তিনিও অমঙ্গলস্বরূপ, অর্থাৎ শ্মশানবাস প্রভৃতি অমঙ্গল আচরণযুক্ত। ভগবান্ মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'কশ্চ সুমঙ্গলঃ', এরূপ এক পুরুষ আছেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বভাবতঃ সুমঙ্গল, অর্থাৎ শোভন মঙ্গলসমূহই যেখানে। পূর্ব্বোক্ত দোষসকল স্বরূপতঃই অমঙ্গলরূপ, প্রাকৃত গুণসমূহও নশ্বর বলিয়া কল্যাণযুক্তত্বের অভাবহেতু সেই সকল গুণ এবং দোষ কখনই সুমঙ্গল হইতে পারে না—এই ভাব। আরও, পূর্ব্ব পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও একটি দোষ আছে, এইরূপ ব্যাজস্তুতিতে দোষের উল্লেখ করিতেছেন—'ন কাঙ্ক্ষতে মাং'—আমার আকাঙ্ক্ষা করেন না, অর্থাৎ আমার কোন অপেক্ষা করেন না, ইহার দ্বারা নিরপেক্ষত্বরূপ সর্ব্ববিলক্ষণ মহাগুণ এখানেই দৃষ্ট হইতেছে—এই ভাবার্থ ॥২২॥

এবং বিমৃষ্যাব্যভিচারিসদ্‌গুণৈ-
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াঽগুণাশ্রয়ম্।
বব্রে বরং সর্ব্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (ইত্থং) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) রমা (লক্ষ্মীঃ) অব্যভিচারি-সদ্‌গুণৈঃ (তদিতরসাধারণৈঃ মঙ্গলগুণৈঃ তথা) নিজৈকাশ্রয়তয়া (নৈরপেক্ষ্যেণ চ) বরং (শ্রেষ্ঠং) অগুণাশ্রয়ং (প্রাকৃত-গুণাতীতং) সর্ব্ব-গুণৈঃ (অণিমাদিভিঃ) অপেক্ষিতং (বৃতম্ অতএব) ঈপ্সিতম্ (আত্মনঃ অভীষ্টং) মুকুন্দং (ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণমেব) নিরপেক্ষং (স্বয়ং প্রার্থনারহিতমপি) বরম্ (আত্মনঃ স্বামিত্বেন ইত্যর্থঃ) বব্রে (অঙ্গীকৃতবতী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিচার করিয়া রমাদেবী স্বতঃসিদ্ধ সদ্‌গুণ ও নিরপেক্ষতায় শ্রেষ্ঠ, প্রাকৃতগুণাতীত, অণিমাদি সর্ব্বগুণসম্বলিত, অতএব স্বাভীষ্ট অথচ তদপেক্ষারহিত শ্রীমুকুন্দ দেবকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন ॥ ২. ॥

বিশ্বনাথ—এবং বিমৃশ্য রমা নিরপেক্ষমপি মুকুন্দং এব বরং বব্রে। ননু স তাং নাপেক্ষতে চেৎ সাপি তং নাপেক্ষতাং তত্রাহ, সর্ব্বৈরণিমাদিভির্গুণৈর-পেক্ষিতং, অয়ম্ভাবঃ তস্যা যথা যঃ স্বয়ং নিরপেক্ষোঽপি স্বমপেক্ষমাণা অণিমাদিসিদ্ধীর্নোপেক্ষতে তথা মামপি নোপেক্ষিষ্যতে, যতোঽয়ং নিরপেক্ষো যথা তথা নিরু-পেক্ষশ্চেত্যত এতৎসেবয়ৈব কৃতার্থীভূয়াসং কিমন্যৈঃ প্রাকৃতৈরিতি। অতএবাব্যভিচারিণো ব্যভিচারিত্বাদেব নিত্যাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠা যে গুণা ঐশ্বর্য্যাদয়স্তৈর্বরং শ্রেষ্ঠম্। অগুণাশ্রয়ং প্রকৃতিগুণাতীতং নিজস্য স্বস্য একাশ্রয়-তয়া বব্রে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক রমাদেবী নিরপেক্ষ হইলেও মুকুন্দকেই নিজের পতি-রূপে বরণ করিলেন। যদি বলেন—দেখুন, তিনি যখন তাঁহাকে চাহেন না, তাহাতে লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার

অপেক্ষা না করিতেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন— 'সর্ব্বগুণৈঃ অপেক্ষিতং', অণিমাদি গুণসকল তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এইরূপ মনোগত অভিপ্রায়—ইনি স্বয়ং নিরপেক্ষ হইয়াও যেরূপ স্বাশ্রিত অণিমাদি সিদ্ধিসমূহে উপেক্ষা করেন না, তদ্রূপ আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, যেহেতু ইনি যেমন নিরপেক্ষ (কাহারও অপেক্ষা করেন না), সেরূপ নিরুপেক্ষ (অর্থাৎ আশ্রিত জনের রক্ষকও বটে), অতএব আমি ইঁহার সেবার দ্বারাই কৃতার্থ হইতে পারিব, অন্য প্রাকৃত দেবাদির কি প্রয়োজন ? অতএব 'অব্যভিচারি-সদ্‌গুণৈঃ বরং'—অপ্রাকৃতত্ব-হেতু নিত্য শ্রেষ্ঠ যে সকল ঐশ্বর্য্যাদি গুণ, তাহার দ্বারা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ তিনি একনিষ্ঠ স্থায়ী গুণশালী) এইরূপ বিচার করিয়া 'অগুণাশ্রয়ং'—প্রাকৃত গুণাতীত, শ্রীহরিকেই নিজের একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—

অনাদ্যনন্তকালেঽপি বিষ্ণুমেবাশ্রিতা রমা।
অন্যেষাং জ্ঞাপনার্থায় দোষানুক্তেতরাং জহৌ ॥

ইতি চ ॥ ২৩ ॥

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকঞ্জমালাং
মাদ্যন্মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাম্ ।
তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম
সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(সা) তস্য (মুকুন্দস্য) অংসদেশে (বাহুমূলে গ্রীবায়ামিত্যর্থঃ) মাদ্যন্মধুব্রত বরূথগিরা (মত্ত ভৃঙ্গসমূহ-নিনাদেন) উপঘুষ্টাং (ধ্বনিতাম্) উশতীম্ (ইষ্টসাধনভূতাং কান্তাং বা) নব-কঞ্জ-মালাং (নবীন-কমলকুসুম-মালিকাং) নিধায় (স্থাপয়িত্বা তদনুগ্রহমপেক্ষমাণা সতী) সব্রীড়-হাস-বিকসন্নয়নেন (সব্রীড়ঃ সলজ্জঃ যঃ হাসঃ হাস্যং তেন বিকসতা নয়নেন) তদুরঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উরঃ বক্ষঃস্থলং) স্বধাম যাতা (স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীক্ষমাণা ইত্যর্থঃ) নিকটে (তস্য সমীপে এব) তস্থৌ (স্থিতা) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবী ভগবান্ মুকুন্দের গলদেশে মধুমত্ত-ভৃঙ্গ-নিনাদিত নব-কমল-কুসুম-মালিকা স্থাপন করিয়া সলজ্জ হাস্যবিকসিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্বীয় আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইবার আশায় তৎসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উশতীং কমনীয়াং মালাং নিধায় তূষ্ণীং তস্য নিকটে প্রথমং তস্থৌ। ততস্তদভিপ্রায়মভিলক্ষ্য তস্য উরো বক্ষঃ স্বীয়ং ধাম সমস্তদ্রষ্টৃলোকালক্ষ্যতয়ৈব যাতা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উশতীং'—মনোরম মাল্যটি শ্রীহরির স্কন্ধদেশে সমর্পণপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবী প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া 'স্বধাম'—নিজের আশ্রয়স্বরূপ তদীয় বক্ষঃস্থল সকলের অলক্ষিতভাবেই প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা
বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ ।
শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ সকরুনেন নিরীক্ষণেন
যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীং স্ত্রিলোকান্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্রিজগতঃ জনকঃ ভগবান্) বক্ষঃ (স্বস্য বক্ষঃপ্রদেশমেব) বিভূতেঃ (ঐশ্বর্য্যরূপিণ্যাঃ) তস্যাঃ (ত্রিজগতঃ) জনন্যা শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) পরমং (শ্রেষ্ঠং) নিবাসং (বাসস্থানম্) অকরোৎ (দদৌ ইত্যর্থঃ), যত্র (বক্ষসি) স্থিতা (সতী) শ্রীঃ সকরুণেন নিরীক্ষণেন (সদয়দৃষ্ট্যা) স্বাঃ প্রজাঃ (স্বকীয়াঃ আরাধিকাঃ সন্ততীঃ তথা) সাধিপতীন্ (লোকপালসহিতান্) ত্রিলোকান্ (লোকত্রয়ঞ্চ) ঐধয়ত (অবর্দ্ধয়ৎ) ॥২৫॥

অনুবাদ—ত্রিজগতের জনক ভগবান্ স্বীয় বক্ষঃস্থল ঐশ্বর্য্যরূপিণী ত্রিজগজ্জননী লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ বাসস্থান করিয়া দিলেন। তথায় থাকিয়া শ্রীদেবী কৃপাবলোকন দ্বারা স্বকীয়া প্রজা ও লোকপাল সহিত ত্রিলোককে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিবিধায়া লক্ষ্ম্যাস্তত্র বাসং ব্যবস্থয়ৈবাহ। তস্যাঃ প্রসিদ্ধায়া হরেঃ প্রেয়সীরূপায়াস্ত্রিজগতো জনন্যা বক্ষ এব নিবাসমকরোৎ। তথৈব বিভূতেঃ সম্পদ্রূপায়া অপি বক্ষঃ পরমং শ্রেষ্ঠং সার্ব্বকালিকঞ্চ নিবাসম্ অকরোৎ। তেন ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ খলু বিভূতিরূপায়া অসার্ব্বদিকাঃ গৌণাশ্চ নিবাসাঃ স্যুরিতি

ধ্বনিতম্। এতদেব স্পষ্টয়তি, শ্রীঃ সম্পদ্রূপা যস্য বক্ষসি স্থিতা এব স্বাঃ প্রজা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা ঐধয়ত অবর্দ্ধয়তেতি ব্রহ্মেন্দ্রাদিষু সম্পদ্রূপায়া বিভূতয়ঃ স্থিতা ইতি ব্যঞ্জিতম্। প্রজা এবাহ সাধিপতীনিতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিবিধ লক্ষ্মীরই সেখানে (শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে) বাসস্থান হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'তস্যাঃ', সেই প্রসিদ্ধা শ্রীহরির প্রেয়সীরূপা ত্রিলোকের জননী লক্ষ্মীদেবীকে নিজ বক্ষঃস্থল আবাসরূপে প্রদান করিলেন। সেইরূপ 'বিভূতেঃ'—সম্পদ্‌রূপা লক্ষ্মীরও নিজ বক্ষঃস্থল শ্রেষ্ঠ সার্ব্বকালিক নিবাসরূপে পরিণত করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভূতিরূপার (সম্পদ্‌রূপালক্ষ্মীর) অস্থায়ী এবং গৌণ নিবাসস্থল, ইহা ধ্বনিত হইল। ইহাই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'শ্রীঃ', সম্পদ্‌রূপা লক্ষ্মী যাঁহার বক্ষঃস্থলে থাকিয়াই নিজ প্রজা ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিতে সম্পদ্‌রূপা বিভূতিই অবস্থান করিলেন, ইহা ব্যঞ্জিত হইল। তাঁহার প্রজাগণ কে? তাহাতে বলিতেছেন—'সাধিপতীন্'—লোকপাল সহিত লোকত্রয় ॥ ২৫ ॥

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথুঃ স্বনঃ।
দেবানুগানাং সস্ত্রীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) শঙ্খ-তূর্য্য-মৃদঙ্গানাং (শঙ্খাদীনাং) বাদিত্রাণাং (বাদ্যানাং তথা) নৃত্যতাং গায়তাং (চ) সস্ত্রীণাং (সপত্নীকানাং) দেবানুগানাং গন্ধর্ব্বাদীনাং (পৃথক্ পৃথক্) পৃথুঃ (মহান্) স্বনঃ (ধ্বনিঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সময়ে শঙ্খ, তূর্য্য এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রের এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য ও গীতের মহান্ ধ্বনি উৎপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাঙ্গিরোমুখ্যাঃ সর্ব্বে বিশ্বসৃজো বিভুম্।
ঈড়িরেঽবিতথৈর্মন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্ম-রুদ্রাঙ্গিরোমুখ্যাঃ (ব্রহ্মাদি-প্রধানাঃ) সর্ব্বে বিশ্বসৃজঃ (প্রজাস্রষ্টারঃ) পুষ্পবর্ষিণঃ (পুষ্পবর্ষুকাঃ সন্তঃ) তল্লিঙ্গৈঃ (ভগবদ্‌গুণ-খ্যাপকৈঃ) অবিতথৈঃ (সত্যৈঃ) মন্ত্রৈঃ (মন্ত্রবচনৈঃ) বিভুং (ভগবন্তম্) ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, রুদ্র ও অঙ্গিরাপ্রমুখ প্রজাস্রষ্টৃগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভগবদ্‌গুণজ্ঞাপক প্রকৃত মন্ত্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রিয়াবলোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ।
শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ (সলোকপালাঃ) প্রজাঃ (চ) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) অবলোকিতাঃ (দৃষ্টাঃ অতএব) শীলাদিগুণ-সম্পন্নাঃ (ভূত্বা) পরাম্ (উত্তমাং) নির্বৃতিম্ (আনন্দং) লেভিরে (প্রাপুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি সহ দেবতাগণ ও প্রজাবর্গ লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে শীলাদিগুণসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ।
যদাচোপেক্ষিতা লক্ষ্ম্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! দৈত্যদানবাঃ চ যদা লক্ষ্ম্যা উপেক্ষিতাঃ (বভূবুঃ তদৈব) নিঃসত্ত্বাঃ (দুর্ব্বলাঃ) লোলুপাঃ (বিমোহশীলাঃ) নিরুদ্যোগাঃ (চেষ্টারহিতাঃ) গতত্রপাঃ (ত্যক্তলজ্জাশ্চ) বভূবুঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, লক্ষ্মীর উপেক্ষায় দৈত্যদানবগণ দুর্ব্বল, মোহ-পরায়ণ, নিরুদ্যম এবং নির্লজ্জ হইয়া পড়িল ॥ ২৯ ॥

অথাসীদ্বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা।
অসুরা জগৃহুস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (লক্ষ্ম্যুত্থানানন্তরং) বারুণী দেবী (বারুণীনাম্ন্যাঃ সুরায়াঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) কমললোচনা (পদ্মপলাশনয়না) কন্যা আসীৎ (উদ্‌বভূব), তে (বলিপ্রধানাঃ) অসুরাঃ (দৈত্যাঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুমতেন (অনুজ্ঞয়া) বৈ তাং (কন্যাং) জগৃহুঃ (স্বীচক্রুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর (সুরার অধিষ্ঠাত্রী) পদ্মপলাশ-নয়না বারুণী নাম্নী কন্যা উত্থিত হইল, বলিপ্রমুখ দানবগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে ঐ কন্যা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বারুণী বরুণদৈবত্যং যদন্নং তন্ময়ী সুরা ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বারুণী'—বলিতে বরুণদেবের ভোগ্য অন্নময়ী সুরা, সমুদ্র হইতে দেবকন্যারূপে আবির্ভূত হইল ॥ ৩০ ॥

অথোদধের্ম্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! অথ (পশ্চাৎ) অমৃতার্থিভিঃ (সুধা প্রার্থিভিঃ) কাশ্যপৈঃ (কশ্যপসুতৈঃ দেবদানবৈঃ) মথ্যমানাৎ উদধেঃ (সমুদ্রাৎ) পরমাদ্ভুতঃ (পরমশ্চ অসৌ অদ্ভুতশ্চ) পুরুষঃ উদতিষ্ঠৎ (উদ্বভূব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, তদনন্তর অমৃতার্থী কশ্যপসুত-(দেবদানব)-গণ সমুদ্রমন্থন করিতে লাগিলেন। তখন তাহা হইতে পরম অদ্ভুত একটী পুরুষ উত্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

দীর্ঘপীবরদোর্দ্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(তমেব পুরুষং বর্ণয়তি) দীর্ঘপীবরদোর্দ্দণ্ডঃ (দীর্ঘশ্চ পীবরঃ স্থূলশ্চ দোর্দ্দণ্ডঃ ভুজদণ্ডঃ যস্য সঃ) কম্বুগ্রীবঃ (শঙ্খমনোহরগ্রীবাভাগঃ) অরুণেক্ষণঃ (রক্তলোচনঃ) শ্যামলঃ (শ্যামবর্ণঃ) তরুণঃ (নবীনবয়াঃ) স্রগ্বী (মাল্যবান্) সর্ব্বাভরণভূষিতঃ (সর্ব্বালঙ্কারশোভিতঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভুজদ্বয় দীর্ঘ ও স্থূল, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয় যুক্ত। তিনি অরুণলোচন, শ্যামবর্ণ, তরুণবয়স্ক, বনমালী, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত ॥ ৩২ ॥

পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ।
অমৃতাপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পীতবাসাঃ (পীতবর্ণবসনধারী) মহোরস্কঃ (বিস্তৃতবক্ষাঃ) সুমৃষ্ট-মণিকুণ্ডলঃ (সুমার্জ্জিত-মণিময়-কুণ্ডলধারী) স্নিগ্ধকুঞ্চিত-কেশান্ত-সুভগঃ (স্নিগ্ধাশ্চ কুঞ্চিতাশ্চ কেশান্তাঃ চূর্ণকুন্তলাঃ যস্য সঃ সুভগঃ সুলক্ষণসম্পন্নঃ চ) সিংহবিক্রমঃ বলয়ভূষিতঃ অমৃতাপূর্ণ-কলসং বিভ্রৎ (অমৃতেন সম্যক্ পূর্ণং কলসং দধানঃ আসীৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তিনি পীতবসন এবং সুমার্জ্জিত মণিময়কুণ্ডলধারী। তাঁহার কেশাগ্রভাগ স্নিগ্ধ ও সুকুঞ্চিত এবং বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত। এই প্রকার সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুরুষ বলয়বিভূষিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অংশাংশসম্ভবঃ (অংশাংশেন সঞ্জাতঃ) সঃ বৈ (স খলু পুরুষঃ) ধন্বন্তরিঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) আয়ুর্বেদদৃক্ (আয়ুর্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞঃ) ইজ্যভাক্ (যজ্ঞাদৌ আহুতিভাগী পুরুষঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাংশসম্ভূত ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞভাগভোক্তা ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইজ্যভাক্ যজ্ঞভাগ্‌ভোক্তা ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইজ্যভাক্'—যজ্ঞসমূহের অংশভাগী (ধন্বন্তরি সুধাকলসহস্তে আবির্ভূত হইলেন।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—তেষাং সত্যাচ্চালনার্থং হরির্ধন্বন্তরির্বিভুঃ।
সমর্থোঽপ্যসুরাণান্তু স্বহস্তাদমুচৎ সুধাম্ ॥
ইতি চ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

তমালোক্যাসুরাঃ সর্ব্বে কলসং চামৃতাভৃতম্।
লিপ্সন্তঃ সর্ব্ববস্তূনি কলসং তরসাহরন্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তং (ধন্বন্তরিম্) অমৃতাভৃতং (সুধা-সম্পূরিতং) কলসং (চ) আলোক্য সৰ্ব্বে অসুরাঃ সৰ্ব্ববস্তুনি (সৰ্ব্বাণ্যেবামৃতানি) লিপ্সন্তঃ (লব্ধুকামাঃ সন্তঃ) তরসা (বলেন) কলসং (সুধাভাণ্ডম্) অহরন্ (হৃতবন্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অমৃতপূর্ণ কলস এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকল অসুরগণ সম্পূর্ণ বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছায় বলপূর্ব্বক সুধাভাণ্ড হরণ করিয়া লইল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অমৃতেনাভৃতং পূর্ণম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমৃতাভৃতং'—অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ (কলসটি অসুরগণ বলপূর্ব্বক হরণ করিল।) ॥ ৩৫ ॥

নীয়মানেঽসুরৈস্তস্মিন্ কলসেঽমৃতভাজনে।
বিষণ্ণমানসা দেবা হরিং শরণমাযযুঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অমৃতভাজনে (সুধাভাণ্ডে) তস্মিন্ কলসে অসুরৈঃ নীয়মানে (হ্রিয়মাণে সতি) দেবাঃ বিষণ্ণমনসঃ (সন্তঃ) হরিং শরণম্ (অস্মিন্ বিষয়ে আশ্রয়ম্) আযযুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে অসুরগণ অমৃতপাত্র হরণ করিয়া লইলে দেবগণ বিষণ্ণমনে ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি তদ্দৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভৃত্যকামকৃৎ।
মাখিদ্যত মিথোঽর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—ভৃত্যকামকৃৎ (সেবক-বাঞ্ছাপ্রদায়কঃ) ভগবান্ ইতি (এবম্ভূতং) তদ্দৈন্যং (তেষাং দেবানাং সুধাপহরণজন্যং দুঃখম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) (হে দেবাঃ ! যূয়মমৃতার্থং) মা খিদ্যত (দুঃখিতাঃ মা ভবত অহং) স্বমায়য়া মিথঃ (দৈত্যেষু পরস্পরং কলহোৎপাদনেন) বঃ (যুষ্মাকম্) অর্থং (সুধালাভরূপং প্রয়োজনং) সাধয়িষ্যে (সম্পাদয়িষ্যামি ইতি উবাচ ইতি শেষঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ দেবগণের সুধাভাণ্ডহরণজন্য বিষাদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা দুঃখিত হইও না, আমি স্বীয় মায়াদ্বারা দৈত্যগণের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়া তোমাদের অমৃতলাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিব ॥ ৩৭ ॥

মিথঃ কলিরভূৎ তেষাং তদর্থে তর্ষচেতসাম্।
অহং পূৰ্ব্বমহং পূৰ্ব্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ ! অথ) তদর্থে (সুধায়াঃ কৃতে) তর্ষচেতসাং (তৃষাগ্রস্তানাং বিষ্ণুমায়া-গ্রস্তানাং) তেষাম্ (অসুরাণাং মধ্যে) মিথঃ (পরস্পরম্) অহং পূৰ্ব্বম্ অহং পূৰ্ব্বম্ (অহমেব অগ্রে সুধাং পিবামি) ন ত্বং ন ত্বং (ত্বং ন প্রথমং পাতুং প্রভবসি) ইতি (এবম্ভূতঃ) কলিঃ (বিবাদঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! তাহার পর সেই সুধার জন্য তৃষ্ণাযুক্ত অসুরগণের মধ্যে "আমি অগ্রে পান করিব," "আমি অগ্রে পান করিব" "তুমি অগ্রে পান করিতে পারিবে না" "তুমি অগ্রে পান করিতে পারিবে না" এই প্রকার পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ—মিথো রহঃ অন্যালক্ষিতং যথা স্যাত্তথা মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপীত্যমরঃ। তর্ষচেতসাং মনোরথযুক্তমনসাং তত্র সমবলাঃ পরস্পরমাহুঃ। অহং পূৰ্ব্বং গ্রহীষ্যামি কুলীনত্বাৎ। ন ত্বং রে প্রাপ্তুমর্হসি দুষ্কুল ইতি বীপ্সয়া ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথঃ'—অন্যের অলক্ষিত যেভাবে হয়, অমরকোষে উক্ত আছে—'মিথঃ' (মিথস্) শব্দে অন্যোন্য (পরস্পর) ও গোপন স্থান বুঝায়'। 'তর্ষচেতসাং'—মনোরথযুক্ত, অর্থাৎ সেই সুধার জন্য তৃষ্ণাযুক্ত অসুরগণের মধ্যে, যাহারা সমান বলসম্পন্ন তাহারা পরস্পর 'আমি কুলীন, অতএব অগ্রে পান করিব, দুষ্কুল জাত বলিয়া ওরে তুই নয়'—এরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

দেবাঃ স্বভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ।
সত্রযাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥
ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্ বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ।
দুৰ্ব্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলসান্ মুহুঃ ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—যে দেবাঃ (অত্র সুধাসংগ্রহে) তুল্যায়াস-হেতবঃ (তুল্যেন আয়াসেন শ্রমেণ হেতবঃ সাধকাঃ তে চ) স্বং (স্বকীয়ং) ভাগম্ (অংশম্) অর্হন্তি (প্রাপ্তুং যোগ্যাঃ ভবন্তি) সত্রযাগে ইব (তত্র যথা সর্ব্বেষাং সমং ফলং তথা) এতস্মিন্ (সমুদ্রমন্থনে চ) এষঃ (তুল্যফলভাগিত্বলক্ষণঃ) সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) ধর্ম্মঃ (ভবতি), (হে) রাজন্ ! দুর্ব্বলাঃ (দৌর্ব্বল্যাৎ সবল-হস্তাৎ সুধাগ্রহণে অক্ষমাঃ) জাতমৎসরাঃ (মাৎসর্য্য-যুক্তাঃ) দৈতেয়াঃ (দৈত্যাঃ) বৈ গৃহীতকলসান্ (বলেন গৃহীতসুধাভাজনাম্) প্রবলান্ (বলবতঃ) স্বান্ (স্বজ্ঞাতেয়ান্) মুহুঃ (বারম্বারম্) ইতি (পূর্ব্বোক্ত রূপং) প্রত্যষেধয়ন্ (সুধাগ্রহণে বারয়ামাসুঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—"যে সকল দেবতা সমুদ্র মন্থনে সমান পরিশ্রম করিয়া এই অমৃত সংগ্রহ করিয়াছে তাহারাও ভাগ পাইতে পারে। সত্রযাগে যেরূপ সকলে সমান ফলভাগী এস্থলও তদ্রূপ। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।" হে রাজন্ ! মাৎসর্য্যযুক্ত দুর্ব্বল দৈত্যগণ অমৃত-কলসহারী বলবান্ জ্ঞাতিগণের প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপে বারংবার সুধাগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ব্বলানাত্বাক্রোশপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাম্। যে দেবাঃ তুল্যেনায়াসেন মন্থনশ্রমেণ হেতবঃ। অমৃত-সাধকাঃ সত্রযাগে যথা সর্ব্বেষাং সমং ফলং তদ্বৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। ঋদ্ধিকামাঃ সত্রমাসীরন্নিতি যে যজ-মানাস্তে ঋত্বিজ ইতি চ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্ব্বলগণের আক্রোশ-প্রকার বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকে। 'তুল্যায়াস-হেতবঃ'—সমুদ্র মন্থন কার্য্যে সমান পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া দেবগণও সমান ভাগ পাইবার অধিকারী, সত্রযোগে যেরূপ সকলে সমান ফলভাগী হয়, এখানেও তদ্রূপ হউক। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'ঋদ্ধি কামনায় সত্র-যাগ করিবে, সেখানে যাহারা যজমান তাহারাও 'ঋত্বিক্', ইত্যাদি ॥ ৩৯-৪০ ॥

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ।
যোষিদ্রূপমনির্দ্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪১ ॥

প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্।
সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্ ॥ ৪২ ॥

নবযৌবননির্বৃত্তস্তনভারকৃশোদরম্।
মুখামোদানুরক্তালি-ঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্ ॥ ৪৩ ॥

বিভ্রৎ সুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্।
সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

বিরজাম্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া।
কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গু-চলচ্চরণনূপুরম্ ॥ ৪৫ ॥

সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্তভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ।
দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্মুহুঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে অমৃতমথনে ভগবন্মায়োপলম্ভনো-ঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বোপায়বিৎ (সর্ব্বোপায়াভিজ্ঞঃ) ঈশ্বরঃ বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্তু) এতস্মিন্ অন্তরে (দৈত্যানাং কলহা-বসরে) প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং (প্রেক্ষণীয়ম্ উৎপল-মিব শ্যামং) সর্ব্বাবয়বসুন্দরং (সর্ব্বাঙ্গমনোহরং) সমানকর্ণাভরণং (সমানয়োঃ কর্ণয়োঃ আভরণং যস্মিন্ তৎ) সুকপোলোন্নসাননং (শোভনঃ কপোলঃ গণ্ডদেশঃ তথা উন্নসম্ উন্নতনাসাযুক্তম্ আননং মুখং যত্র তৎ) নবযৌবননির্বৃত্ত স্তন-ভার-কৃশোদরং (নব-যৌবনেন সম্পন্নৌ নিবৃত্তৌ যৌ স্তনৌ তয়োঃ ভারেণ কৃশম্ উর্দ্ধাকর্ষণাৎ ক্ষীণম্ উদরং মধ্যপ্রদেশঃ যত্র তৎ) মুখামোদানুরক্তালিঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনং (মুখা-মোদেন মুখসৌরভেণ রক্তাঃ আসক্তাঃ যে আলয়ঃ ভৃঙ্গাঃ তেষাং ঝঙ্কারেণ উদ্বিগ্নে চঞ্চলে লোচনে নয়নে যত্র তৎ) সুকেশভারেণ উৎফুল্লমল্লিকাং (প্রস্ফুটমল্লিকা-কুসুমরচিতাং) মালাং বিভ্রৎ (ধারয়ৎ) সুগ্রীব-কণ্ঠা-ভরণং (শোভনা গ্রীবা যেন তাদৃশঃ কণ্ঠাভরণং যত্র তৎ) সুভুজাঙ্গদভূষিতং (সুভুজয়োঃ অঙ্গদাভ্যাং ভূষিতং) বিরজাম্বরসংবীত-নিতম্বদ্বীপ-শোভয়া (বিরজাম্বরেণ সংবীতঃ নিতম্ব এব বিশালত্বাৎ দ্বীপঃ তত্র শোভা যস্যাঃ তয়া) কাঞ্চ্যা (কটিভূষণেন) প্রবিলসৎ (অতি-শোভাময়ং) বল্গু-চলচ্চরণ-নূপুরং (মনোরমং যথা ভবতি তথা চলতোঃ চরণয়োঃ নূপুরে যস্মিন্ তৎ) সব্রীড়-স্মিত-বিক্ষিপ্ত-ভ্রূ-বিলাসাবলোকনৈঃ (সব্রীড়ং সলজ্জং যৎ স্মিতং মন্দহাসঃ তেন সহ বিক্ষিপ্তঃ

যঃ ভ্রূবিলাসঃ তৎসহকৃতৈঃ অবলোকনৈঃ কটাক্ষপাতৈঃ ইত্যর্থঃ) মুহুঃ (বারম্বারং) দৈত্য-যূথপ-চেতঃসু (দৈত্য-শ্রেষ্ঠানাং চিত্তেষু) কামম্ উদ্দীপয়ৎ (সংবর্দ্ধয়ৎ) অনির্দ্দেশ্যাং (নির্দ্দেষ্টুমশক্যাং) পরমাদ্ভুতম্ (অতিবিচিত্রং) যোষিদ্রূপং (নারীবেশং মোহিনীরূপমিতি যাবৎ) দধার (ধৃতবান্) ।। ৪১-৪৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—এই অবসরে সর্ব্বোপায়বেত্তা ভগবান্ বিষ্ণু পরম অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই রমণী মনোজ্ঞ উৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণা। তাঁহার সকল অবয়বই সুন্দর। কর্ণযুগল সমান ও আভরণে বিভূষিত, গণ্ডদেশ মনোহর, বদনমণ্ডল উন্নতনাসিকযুক্ত, নব-যৌবনগত-স্তন-ভারে মধ্যদেশ ক্ষীণ, বদনসৌরভে আসক্ত ভৃঙ্গকুলের ঝঙ্কারে নয়নযুগল অতিশয় চঞ্চল। তিনি মনোহর কেশপাশে মনোহর মল্লিকাকুসুমমালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কমনীয় কণ্ঠ কণ্ঠাভরণযুক্ত, ভুজযুগল অঙ্গদদ্বারা বিভূষিত এবং তাঁহার নির্ম্মল বসনে বেষ্টিত নিতম্বরূপ দ্বীপে কাঞ্চিদাম ও মনোহর চঞ্চল চরণযুগলে নূপুর শোভা পাইতেছিল। তিনি সলজ্জ মধুর হাস্য ও ভ্রূধনু বিচলিত করিয়া কটাক্ষ দৃষ্টি সহযোগে দৈত্যপতিগণের অন্তঃকরণ কামবাণে বিদ্ধ করিতেছিলেন ।। ৪১-৪৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অনির্দ্দেশ্যাং নির্দ্দেষ্টুং বর্ণয়িতুমশক্যাং, নবযৌবনেন হেতুনা নিঃশেষেণ বৃত্তৌ বর্ত্তুলৌ যৌ স্তনৌ তয়োর্ভারেণৈব কৃশমুদরং যস্য তৎ। স্বকেশভারেণ সহ বিরজাম্বরসম্বীতে নিতম্বরূপে দ্বীপে শোভা যতস্তয়া কাঞ্চ্যা প্রবিলসৎ, বল্গু চলতোশ্চরণয়ো নূপুরে যত্র তৎ। সব্রীড়েন স্মিতেন সহ বিশেষতঃ ক্ষিপ্তা চালিতা যা ভ্রূস্তস্যা বিলাসেন সহ যান্যবলোকানি তৈঃ ।। ৪১-৪৬ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনির্দ্দেশ্যাং'—বর্ণনা করিতে অশক্য, (অর্থাৎ বিষ্ণু অবর্ণনীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন)। 'নবযৌবন'—ইত্যাদি, নব যৌবনের উন্মেষহেতু সমগ্র বর্ত্তুলাকার যে স্তনযুগল, তাহার ভারেই কৃশ হইয়াছে উদর যাহার, তাদৃশ যোষিদ্রূপ। 'বিরজাম্বর'—ইত্যাদি, নির্ম্মল বসনে পরিবৃত নিতম্বস্বরূপ দ্বীপে শোভা যাহা হইতে সেই কাঞ্চীর (চন্দ্রহার) দ্বারা, তিনি মনোরম বিলাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চঞ্চল চরণযুগলে নূপুর দুইটি সুন্দরভাবে বিরাজ করিতেছিল। 'সব্রীড়-স্মিত'—ইত্যাদি, তিনি সলজ্জ মধুর হাস্য সহকারে বিক্ষিপ্ত ভ্রূবিলাসযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা (প্রধান প্রধান দৈত্যগণের চিত্তে কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিলেন।) ।। ৪১-৪৬ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৮ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮।৮ ।।

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তেঽন্যোন্যতোঽসুরাঃ পাত্রং হরন্তস্ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ক্ষিপন্তো দস্যুধর্ম্মাণ আয়ান্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মোহিত দৈত্যগণের মোহিনী-হস্তে অমৃতপাত্রার্পণ এবং মোহিনীর দৈত্যগণকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক দেবগণকে অমৃতপ্রদান প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

অসুরগণ অমৃতভাণ্ড লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত, এমন সময় এক পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি তাহাদের নিকটস্থ হইতে দেখিয়া তাহারা সকলেই সেই স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্যে অমৃতবিভাগদ্বারা বিবাদপ্রশমনার্থ তাঁহাকেই মধ্যস্থে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তে অমৃতপাত্রটী সমর্পণ করিল। মোহিনীরূপধৃক্ শ্রীভগবান্ তাহাদের দুর্ব্বলতার অবসর বুঝিয়া তাহারা তিনি যাহা করিবেন, তাহার যাহাতে কোনও প্রতিবাদ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। অতঃপর দেব ও দানবগণ অমৃতপ্রার্থী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইলে মোহিনী-মূর্ত্তিধারী শ্রীভগবান্ দানবগণকে অমৃতপানের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনায় তাহাদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দেবতাগণের মধ্যেই সমস্ত সুধা বন্টন করিয়া দিলেন। দানবগণ শ্রীভগবানের বঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া মৌনী হইয়া রহিল। কেবল রাহু নামক দৈত্য দেবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত-পান করিতেছিল। ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া চক্রদ্বারা রাহুর শিরচ্ছেদ করিয়া দিলেন। রাহুর মস্তক অমৃতস্পৃষ্ট হওয়ায় তাহা অমরত্ব প্রাপ্ত হইল, কিন্তু শরীর মস্তক হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দেবতাদিগের অমৃতপান শেষ হইলে ভগবান্ তাহার নিজরূপ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীশুকদেবের পরীক্ষিৎ সমীপে মানবগণের প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য ও অর্থ-দ্বারা অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত হওয়ার সার্থকতা কীর্ত্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (অথ) ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ (সুহৃদ্‌ভাবরহিতাঃ) দস্যুধর্ম্মাণঃ (সন্তঃ) অন্যোঽন্যতঃ পাত্রং হরন্তঃ ক্ষিপন্তঃ তে অসুরাঃ আয়ান্তীম্ (অভিমুখম্ আগচ্ছন্তীং) স্ত্রিয়ং (মোহিনীং) দদৃশুঃ (অপশ্যন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, অনন্তর অসুরেরা দস্যুধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের নিকট হইতে অমৃত পাত্র হরণ ও ক্ষেপণ করিতেছিল। ইতি মধ্যে একটী মোহিনীমূর্ত্তি স্ত্রী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে, দেখিতে পাইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মোহিতা বঞ্চিতা দৈত্যাঃ পায়িতাস্ত্বমৃতং সুরাঃ।
মোহিন্যা নবমে রাহোশ্চক্রেণ চ্ছেদ উচ্যতে ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে মোহিনী কর্ত্তৃক দৈত্যগণ মোহিত ও বঞ্চিত, দেবগণকে অমৃত-পান এবং রাহুর শিরশ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ।
ইতি তে তামভিদ্রুত্য প্রপচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(তাং দৃষ্ট্বা) তে (অসুরাঃ) অস্যাঃ (স্ত্রিয়ঃ) অহো রূপম্ (অস্যাঃ কিমেতৎ আশ্চর্য্যপ্রদং রূপম্) অহো ধাম (আশ্চর্য্যজনিকা দ্যুতিঃ) অহো নবং বয়ঃ (নবীনযৌবনকালঃ বর্ত্ততে) ইতি (বদন্তঃ) তাম্ অভিদ্রুত্য (অভিমুখমাগত্য) জাতহৃচ্ছয়াঃ (সঞ্জাতকামাঃ সন্তঃ তাং) প্রপচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসামাসুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অসুরেরা সেই স্ত্রীকে দেখিয়া 'অহো ইহার কি রূপ, কি অঙ্গকান্তি, কি নবীন বয়স' এই এই সকল বাক্য বলিতে বলিতে ভোগাভিলাষী হইয়া তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২ ॥

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি।
কস্যাসি বদ বামোরু মথ্নতীব মনাংসি নঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি !) বামোরু ! (মনোরমোরু-যুগল-শালিন !) কঞ্জপলাশাক্ষি ! (পদ্মপত্রসুলোচনে !) ত্বং কা, (ভবসি), কুতঃ বা (আগতা), কিং চিকীর্ষসি (কর্ত্তুমভিলষসি) (ত্বং) কস্য (জনস্য) অসি (সম্বন্ধিনী ভবসি) ত্বং নঃ (অস্মাকং) মনাংসি (চিত্তানি) মথ্নতী ইব (ক্ষোভয়ন্তীব বর্ত্তসে ॥৩॥

অনুবাদ—অয়ি বামোরু ! হে পদ্মপলাশলোচনে ! তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ, কি করিতেই বা ইচ্ছা করিতেছ । তুমি কাহার ভার্য্যা বল, তোমাকে দেখিয়া আমাদের চিত্ত যেন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কস্যাসি কস্য কন্যাসি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কস্যাসি'—তুমি কাহার কন্যা ? ॥ ৩ ॥

ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ।
নাস্পৃষ্টপূর্ব্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতো নৃভিঃ ॥৪

অন্বয়ঃ—বয়ং ত্বা (ত্বাম্) অমরৈঃ (দেবৈঃ) দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব-চারণৈঃ লোকেশৈঃ (লোকপালৈঃ) চ অস্পৃষ্টপূর্ব্বাং (পূর্ব্বম্ অস্পৃষ্টাম্ অভুক্তাম্ ইতি) ন জানীমঃ, (ইতি) ন কুতঃ (কথং) নৃভিঃ (পুনঃ স্পৃষ্টপূর্ব্বা ভবেঃ ইত্যর্থঃ । ত্বং সর্ব্বৈরেব সুরাদিভিরভুক্তা ইতি মন্যামহে বয়ম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মনুষ্যদিগের কথা কি, দেবদানব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ লোকপালগণও তোমাকে স্পর্শ করে নাই—ইহা যে আমরা জানিতে পারি নাই, তাহা নহে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অমরাদিভিরস্পৃষ্টপূর্ব্বা বয়ং ন জানীম ইতি ন, অপি তু জানীম এবেতি নন্বয়মত্র স্বয়ম্বরার্থমত্রায়াতাসীতি বুদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমরৈঃ'—দেবতা প্রভৃতি কেহই পূর্ব্বে তোমাকে যে স্পর্শ করে নাই, ইহা আমরা জানি না, তাহা নহে, কিন্তু জানি । আর, তুমি কি এখানে স্বয়ম্বরের জন্য আসিয়াছ ? এরূপ মনে হইতেছে—এই ভাব ॥ ৪ ॥

নূনং ত্বং বিধিনা সুভ্রূঃ প্রেষিতাসি শরীরিণাম্ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সঘৃণেন কিম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি) সুভ্রূঃ ! সুরম্যভ্রূ-যুগল-শালিনি !) নূনং (নিশ্চিতমেব) ত্বং সঘৃণেন (সদয়েন) বিধিনা (দৈবেন) শারীরিণাম্ (অস্মাকং) সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃ-প্রীতিং (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়ানাং মনসশ্চ সুখং) বিধাতুং (জনয়িতুং) প্রেষিতা (প্রেরিতা) অসি কিম্ ? ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অয়ি সুভ্রূ ! নিশ্চয়ই বিধাতা কৃপা পরবশ হইয়া আমাদের ন্যায় শরীরিগণের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, নয় কি ? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিমস্মাকং তদভিপ্রায়বুভুৎসয়া তদ্দর্শনাদিনৈব তাবদ্বয়ং কৃতার্থা অভূমেত্যাহুঃ । নূনমিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার অভিপ্রায় জানিবার আমাদের কি প্রয়োজন ? ইহার দর্শনাদির দ্বারাই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ করুণাময় বিধাতা প্রাণিগণের সকল ইন্দ্রিয় ও চিত্তের প্রীতিবিধানের জন্যই কি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ?) ॥ ৫ ॥

সা ত্বং নঃ স্পর্দ্ধমানানামেকবস্তুনি ভামিনি ।
জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাণাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি) ভামিনি ! (কোপনে !) সুমধ্যমে ! (ক্ষীণমধ্যে !) সা ত্বম্ একবস্তুনি (সুধাভাণ্ডরূপে একস্মিন্ বিষয়ে) স্পর্দ্ধমানানাং (পরস্পরমভিভবতাং) বদ্ধবৈরাণাং (আরূঢ়-শত্রু-ভাবানাং) জ্ঞাতীনাং (সমান-কুলোৎপন্নানাং নঃ (অস্মাকমসুরাণাং) শং বিধৎস্ব (যথা কল্যাণং ভবেৎ তথা সন্ধিং কুরু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অয়ি ভামিনি, সুমধ্যমে ! আমরা একটী বস্তু লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া শত্রু হইয়া পড়িয়াছি, আমরা সকলেই এককুলেই উৎপন্ন ; তুমি আমাদিগের কল্যাণ কর ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বয়া স্বাভিপ্রেতং পশ্চাদ্বিধেয়ং সম্প্রত্যস্মদভিপ্রায়ং সফলীকুর্ব্বিত্যাহুঃ সা ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পরে করিও, সম্প্রতি আমাদের অভিপ্রায় সফল কর, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'সা ত্বম্' ইত্যাদি, তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৬ ॥

বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ ।
বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বয়ং (দেবদৈত্যাঃ) কশ্যপদায়াদাঃ (কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ পুত্রাঃ অতএব) ভ্রাতরঃ (পরস্পরং ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ-যুক্তাঃ সম্প্রতি) কৃতপৌরুষাঃ (কলহনিমিত্তং কৃতং পৌরুষং যৈঃ তে তাদৃশাঃ ভবামঃ অতঃ) যথা (যেন প্রকারেণ বিভাগে কৃতে) ভেদঃ (বিবাদঃ) ন ভবেৎ (তথা) যথান্যায়ং (যথাবিধি) বিভজস্ব (অস্মাকং সুধাবণ্টনং কুরু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেব-দানব আমরা সকলেই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান। সুতরাং পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। সম্প্রতি কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। অতএব যাহাতে বিবাদ না হয়, সেইরূপ তুমি আমাদিগের মধ্যে ন্যায়মত অমৃত বিভাগ করিয়া দাও ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিভজস্ব অস্মভ্যমিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভজস্ব'—আমাদিগকে যথোচিতভাবে এই অমৃত ভাগ করিয়া দাও ॥ ৭ ॥

ইত্যুপামন্ত্রিতো দৈত্যৈর্মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ ।
প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈর্নিরীক্ষন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—মায়া-যোষিদ্বপুঃ (মায়য়া কৃতনারী-বিগ্রহঃ) হরিঃ দৈত্যৈঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) উপামন্ত্রিতঃ (চোদিতঃ) প্রহস্য (হাসং কৃত্বা) রুচিরাপাঙ্গৈঃ (রুচিরৈঃ মনোজ্ঞৈঃ অপাঙ্গৈঃ নেত্রপ্রান্তৈঃ) নিরীক্ষণ (তান্ পশ্যন্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মায়া-রচিত-মোহিনী-মূর্ত্তিধারী ভগবান্ এই প্রকারে দৈত্যগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া হাস্য-সহকারে মনোহর কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বক্ষমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
কথং কশ্যপদায়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ ।
বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) কশ্যপদায়াদাঃ ! (কশ্যপ-তনয়াঃ !) পুংশ্চল্যাং (বেশ্যায়াং) ময়ি (কামিন্যাং) কথং (কেন প্রকারেণ যূয়ং) সঙ্গতাঃ (অনুসৃতাঃ) হি (যতঃ) পণ্ডিতঃ (বিজ্ঞো জনঃ) জাতু (কদাচিদপি) কামিনীষু (পুংশ্চলীষু) বিশ্বাসং ন যাতি (বিশ্রব্ধভাবং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কশ্যপতনয়গণ, আমি বেশ্যা, আপনারা কি হেতু আমার সহিত মিলিত হইলেন, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রমণীকে বিশ্বাস করেন না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্যপস্য দায়াদাঃ পুত্রা ইতি পিতাস্মাকমৃষির্যূয়ং কথমেবং কামিনোঽভূতেতি তান্ মোহয়িতুং পরিহাসো ব্যঞ্জিতঃ। সত্যং বয়ং স্ত্রীজাতিমাত্রৈণৈব ভাবৈর্বশীকর্ত্তুমশক্যাঃ ভবত্যাঃ পরমশুদ্ধস্বরূপায়াস্তু স্বপাবিত্র্যেণৈব বয়ং বিজিতা বর্ত্তামহে ইতি চেৎ তত্রাহ পুংশ্চল্যামিতি। হন্ত হন্ত ভবত্যা নিষ্কামত্বস্যাবধিং কিং স্তুমহে। যতস্ত্বমাবাল্যমনাঘ্রাতপুরুষগন্ধাপি স্বং গোপয়ন্ত্যেব খল্বেবং ব্রূষে। স্ত্রীজাতিঃ পুংশ্চল্যপি স্বং সতীমেব প্রথয়তীতি স্ত্রীজাতিবিলক্ষণস্বভাবায়ৈ ভবত্যৈ নিষ্কপটায়ৈ সর্ব্বস্বমপি দিৎসামহে ইতি স্বগতোক্ত্যা বিস্ময়স্তিমিতদৃষ্টীস্তানালক্ষ্যাহ বিশ্বাসমিতি। ভোঃ পণ্ডিতা ময়ি বিশ্বাসং মা কুরুত যদ্যাত্মনাং ভদ্রমিচ্ছথেতি ভাবো বাহ্যঃ অভ্যন্তরস্তু সর্ব্বমহং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ব্রবীমি ইতি পণ্ডিতা ভবন্তো জ্ঞাত্বা যদুচিতং তৎ কুর্ব্বন্ত্বিতি ভাবঃ। পূর্ব্বত্র উত্তরত্রাপি আভ্যন্তরো ধ্বনিরেবমেব জ্ঞেয়ঃ। কামিনীষ্বিবতি যদ্যপ্যহং যুষ্মদনুভবেন শুদ্ধৈব ভবামি তদপি যৌবনবত্ত্বাদাভ্যন্তরঃ কামোঽনুমেয় এব কামবত্ত্বে স্ত্রীত্বে চ কামিনী পতিপিত্রাদ্যাবরণাভাবাৎ স্বৈরিণ্যপি কথং ন ভবামীত্যবিশ্বাস্যৈব সর্ব্বথা ভবদ্ভিরহমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কশ্যপদায়াদাঃ'—হে কশ্যপের পুত্রগণ! 'আমাদের পিতা ঋষি'—বলিতেছ, অথচ সেই তোমরা কিপ্রকারে এরূপ কামুক হইলে, এইভাবে তাহাদিগকে মোহিত করিবার জন্য পরিহাস প্রকাশ করিতেছেন। দেখুন—যে কোন স্ত্রীলোকই ভাবের দ্বারা আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু পরম শুদ্ধস্বরূপা আপনার পূত চরিত্রের দ্বারাই আমরা বিজিত হইয়াছি, এরূপ যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'পুংশ্চল্যাং', অর্থাৎ আমি স্বৈরিণী, কিজন্য আমার অনুসরণ করিতেছ? 'হায়! হায়! আপনার নিষ্কামত্বের সীমা-বিষয়ে আমরা কতটুকুই বা প্রশংসা করিতে পারি, যেহেতু আপনি বাল্যাবধি পুরুষের গন্ধমাত্রও আঘ্রাণ করেন নাই, তথাপি নিজেকে গোপন করিবার জন্যই এরূপ বলিতেছেন। আর, স্ত্রীজাতি পুংশ্চলী হইলেও নিজেকে সতী বলিয়াই প্রচার করে, ইহাতে স্ত্রীজাতি হইতে বিলক্ষণ-স্বভাবা নিষ্কপটা আপনাকে সর্ব্বস্বও প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছুক'—এরূপ স্বগতোক্তির দ্বারা বিস্ময়-স্তিমিতদৃষ্টি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'বিশ্বাসম্' (অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও রমণীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না)। হে পণ্ডিতগণ! যদি নিজেদের মঙ্গল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাতে বিশ্বাস করিও না, ইহা বাহিরের ভাব, আভ্যন্তরিক অর্থে—সমস্ত আমি বিপরীত লক্ষণার দ্বারা বলিতেছি, তোমরা পণ্ডিত, সকল কিছু বুঝিয়া যাহা উচিত তাহা কর—এই ভাব। পূর্ব্বত্র ও পরত্র আভ্যন্তর ধ্বনি এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে। 'কামিনীষু'—তোমাদের অনুভবে যদি আমি শুদ্ধাই হই, তথাপি যৌবনত্বহেতু আভ্যন্তরিক কাম অনুমান করিতে পার, আর কামসংযুক্ত স্ত্রীত্ব থাকিলে কামিনী পতি-পিত্রাদির আবরণের (অধীনতার) অভাবে, কিপ্রকারে আমি স্বৈরিণীও না হইতে পারি? অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আমি তোমাদের বিশ্বাসের অযোগ্যা—এই ভাব ॥ ৯ ॥

শালাবৃকাণাং স্ত্রীণাঞ্চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ।
সখ্যান্যাহুরনিত্যানি নূত্নং নূত্নং বিচিন্বতাম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরদ্বিষঃ! (অসুরাঃ!) নূত্নং নূত্নং (প্রতিকালং নবং নবং সখায়ং) বিচিন্বতাম্ (প্রার্থয়মানানাং) শালাবৃকাণাং (কপি-শৃগাল-শুনাং তথা) স্বৈরিণীনাং (স্বাধীনবৃত্তিনাং) স্ত্রীণাং চ সখ্যানি (মৈত্রীভাবান্) অনিত্যানি (চলানি) আহুঃ (বদন্তি পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অসুরবৃন্দ! কপি শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুগণ যেরূপ প্রত্যহ নূতন নূতন সুহৃদের অন্বেষণ করিয়া থাকে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীগণও তদ্রূপ। তাহাদের মিত্রভাব অচিরস্থায়ী, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমিতি চেৎ শৃণুত তত্ত্বমিত্যাহ শালেতি। শালাবৃকাঃ কপিক্রোষ্টুশ্বান ইত্যমরঃ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ-তাহাতে কি? ইহা যদি বল, তবে তত্ত্ব (যথার্থ) কথা শোন, ইহা বলিতেছেন—'শালাবৃকাণাং', ইত্যাদি (অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বানর ও বেশ্যা রমণীগণের প্রণয়কে অনিত্য বলিয়া থাকেন, যেহেতু তাহারা প্রত্যহ নূতন নূতন প্রণয়ীর অন্বেষণ করে)। অমরকোষে উক্ত আছে—'শালাবৃক শব্দে বানর, শৃগাল ও কুক্কুর বুঝায়' ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তে ক্ষ্বেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঽসুরাঃ।
জহসুর্ভাবগম্ভীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি (ইত্থং) তস্যাঃ (মোহিন্যাঃ) ক্ষ্বেলিতৈঃ (পরিহাসবচনৈঃ) আশ্বস্তমনসঃ (বিশ্বস্তচিত্তাঃ) অসুরাঃ ভাব গম্ভীরং (ভাবেন কেনাপি অভিপ্রায়েণ গম্ভীরং যথা ভবতি তথা) জহসুঃ (হাসং চক্রুঃ, তস্যাঃ হস্তে) অমৃত-ভাজনং (সুধাভাণ্ডং) চ দদুঃ (সমর্পিতবন্তঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, মোহিনীর এই প্রকারে পরিহাস-বাক্যে অসুর সকল আশ্বস্ত হইল এবং গম্ভীর ভাবের সহিত হাস্য করিয়া অমৃত-পাত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষ্বেলিতৈর্নর্ম্মোদিতৈঃ। ভাবেনাভিপ্রায়েণ গম্ভীরমবিদুষাং দুষ্প্রবেশং যথা স্যাত্তথা জহসুঃ। হে সর্ব্বগুণমণ্ডিতে! কিমস্মান্ পরীক্ষসে? বয়ম-

বিশ্বাসিনোঽশুদ্ধান্তঃকরণা নৈব ভবামস্তদিদমমৃতকলসং গৃহাণ, অস্মভ্যং বিভজ্য দেহি বা, স্বয়ং পিব বা, কুচিদন্যত্র ক্ষিপ বা, যথেচ্ছসি তথা কুরু। অস্মাংস্তু স্বসাদৃগুণ্যরত্নকৃতানাত্মীয়ানেব জানীহি ইতি ভাবঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষ্বেলিতৈঃ'—মোহিনীর তাদৃশ পরিহাস বাক্যে, চিত্তে আশ্বস্ত হইয়া অসুরগণ, 'ভাব-গম্ভীরং'—ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা গম্ভীর বলিতে অনভিজ্ঞ জনের দুষ্প্রবেশ যেরূপে হয়, সেই-রূপ হাস্য প্রকাশ করিলেন। অভিপ্রায় এরূপ—হে সর্ব্বগুণমণ্ডিতে! আমাদিগকে কি পরীক্ষা করিতেছ? আমরা কখনও অবিশ্বাসী ও অশুদ্ধান্তঃকরণ নই, অতএব এই অমৃতকলস গ্রহণ কর, আমাদিগকে ভাগ করিয়া দাও, কিংবা নিজেই পান কর, অথবা অন্যত্র কোথাও নিক্ষেপ কর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। আমাদিগকে কিন্তু তোমার সাদৃগুণ্য-রূপ রত্নের দ্বারা কৃত আত্মীয় বলিয়াই জানিও—এই ভাব ॥ ১১ ॥

ততো গৃহীত্বাঽমৃতভাজনং হরি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভয়া গিরা।
যদ্যভ্যুপেত ক্ব চ সাধ্বসাধু বা।
কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) হরিঃ (মোহিনী-বেশধৃক্ শ্রীকৃষ্ণঃ) অমৃতভাজনং (সুধাপাত্রং) গৃহীত্বা ঈষৎ-স্মিত-শোভয়া (মন্দহাসবিভূষিতয়া) গিরা (বাচা) বভাষ (উবাচ, হে দৈত্যাঃ) ময়া (সুধাবণ্টনব্যাপারে) ক্ব চ (কুচিত) সাধু অসাধু বা (যৎ) কৃতং (স্যাৎ তদেব) যদি (যূয়ম্) অভ্যুপেত (অঙ্গীকুরুত তদা অহং) বঃ (যুষ্মভ্যম্) ইমাং সুধাং বিভজে (বিভাগং কৃত্বা দদামি) ॥১২॥

অনুবাদ—তদনন্তর হরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া মন্দহাস-বিভূষিত বাক্যে বলিলেন, হে দৈত্যগণ! আমি অমৃত বিভাগ ব্যাপার, ভালমন্দ যাহা করি না কেন, যদি তোমরা তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি এই অমৃত বিভাগ করিয়া দিতে পারি ॥১২॥

বিশ্বনাথ—ময়া কৃতং সাধু বা অসাধু যদ্যভ্যুপেত অঙ্গীকুরুথ, তথা বিভজে ইতি স্বস্যাহমনভিজ্ঞত্বং জানাম্যতঃ প্রথমমেব বচম্মীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদি অভ্যুপেত'—আমার কার্য্য সঙ্গত বা অসঙ্গত যাহাই হউক, তোমরা যদি নির্ব্বিচারে তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদের মধ্যে এই সুধা ভাগ করিয়া দিতে পারি, এই বিষয়ে আমার অনভিজ্ঞতা আমি জানি, অতএব পূর্ব্বেই বলিতেছি—এই ভাব ॥ ১২ ॥

ইত্যভিব্যাহৃতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ।
অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তৎ তথেত্যন্বমংসত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অপ্রমাণবিদঃ (বিচারবিমুখাঃ) অসুরপুঙ্গবাঃ (অসুরশ্রেষ্ঠাঃ) তস্যাঃ (মোহিন্যাঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) অভিব্যাহৃতম্ (উক্তিম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তস্যাঃ তৎ (বাক্যং) তথা (যথাভিলাষং) কুরু) ইতি অন্বমংসত (অনুমোদিতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বিচারবিমুখ অসুরপুঙ্গবগণ, মোহিনীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক, বলিয়া অনুমোদন করিল ॥ ১৩ ॥

অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষানলম্।
দত্ত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ ॥১৪॥
যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে।
কুশেষু প্রাবিশন্ সর্ব্বে প্রাগগ্রেষ্বভিভূষিতাঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—অথ (পশ্চাৎ) তে সর্ব্বে (দেবাসুরাঃ) উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) কৃত-স্নানাঃ হবিষা (হবন-সাধনেন ঘৃতেন) অনলং হুত্বা চ গো-বিপ্র-ভূতেভ্যঃ দত্ত্বা (গবাদিভ্যঃ যথাযোগ্যম্ উপহারং দত্ত্বা) দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ (কৃতং স্বস্ত্যয়নং বলিমঙ্গ-লাদি শুভকর্ম্ম যেষাং তে) যথোপজোষং (যথাপ্রীতি) আহতানি (নবীনানি) বাসাংসি পরিধায় অভিভূষিতাঃ (অভিতং অলঙ্কৃতাঃ সন্তঃ) প্রাগগ্রেষু (পূর্ব্বাভি-মুখেষু) কুশেষু প্রাবিশন্ (উপবিবিশুঃ) ॥১৪-১৫॥

অনুবাদ—দেবতা ও অসুর—সকলেই উপবাস করিয়া স্নান করিলেন, তদনন্তর ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া গো বিপ্র ও অন্যান্য বর্ণসমূহকে যথা-

যোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণ স্বস্ত্যয়ন করিলে স্বীয় বাসনানুযায়ী নূতনবস্ত্র পরিধান করিয়া ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথেতি অমৃতপানরূপমঙ্গলকৃত্যার্থং প্রথমমেবোপোষ্য স্থিতাস্তে পরস্পরবিবাদমধ্য এব মোহিনীদর্শনবচনপ্রতিবচনাদ্যনন্তরং কৃতস্নানা যথোপজোষং যথাপ্রীতি। আহতস্য লক্ষণম্।—'আহতং যন্ত্রনির্ম্মুক্তমুক্তং বাসঃ স্বয়ম্ভুবা। শস্তং তন্মাঙ্গলিক্যেষু তাবন্মাত্রেষু সর্ব্বদেতি'। প্রাক্‌কূলেষু প্রাগগ্রকুশেষু ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ উপোষ্য'—অনন্তর দেবতা ও অসুর সকলে অমৃতপানরূপ মঙ্গল কার্য্যের জন্য প্রথমেই উপবাস করিয়া ছিলেন, তারপর পরস্পর বিবাদের মধ্যেই মোহিনী-দর্শন ও কথোপকথনের পর স্নান সমাপনপূর্ব্বক 'যথোপজোষং'—নিজ নিজ রুচি অনুসারে, 'আহতানি বাসাংসি পরিধায়'—আহত অর্থাৎ আনকোরা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, 'প্রাক্‌কুশেষু'—পূর্ব্বাগ্র কুশরাশির উপর উপবেশন করিলেন। আহতের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—'যন্ত্রনির্ম্মুক্ত বসনকে (কোরা কাপড়কে) আহত বলে, তাহা সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যে প্রশস্ত বলিয়া ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন' ॥ ১৪-১৫ ॥

প্রাঙ্মুখেষূপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ।
ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ ॥১৬॥
তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুরুশদ্দুকূল-
শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী।
সা কূজতী কনকনূপুরসিঞ্জিতেন
কুম্ভস্তনী কলসপাণিরথাবিবেশ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মাল্য-দীপকৈঃ (মাল্যৈঃ দীপৈশ্চ) জুষ্টায়াং (ভূষিতায়াং তথা) ধূপামোদিত-শালায়াং (ধূপৈঃ আমোদিতায়াং সুবাসিতায়াং শালায়াং গৃহে) সুরেষু দিতিজেষু (অসুরেষু) চ প্রাঙ্মুখেষু (পূর্ব্বাভিমুখেষু) উপবিষ্টেষু (সৎসু হে) নরেন্দ্র! (রাজন্!) অথ করভোরুঃ (করভঃ করিশুণ্ড ইব উরু উরুদ্বয়ং যস্যাঃ সা) উশদ্দুকূল-শ্রোণী তটালস-গতিঃ (উশৎ কমনীয়ং দুকূলং যস্মিন্ তেন শ্রোণীতটেন বিশালয়া শ্রোণ্যা অলসা মন্থরা গতিঃ যস্যাঃ সা) মদ-বিহ্বলাক্ষী (মদাকুলিতলোচনা) কনকনূপুর শিঞ্জিতেন (স্বর্ণময়নূপুর-ধ্বনিনা) কূজতী (ধ্বনন্তী) কুম্ভস্তনী (কলসবৎ পীনপয়োধরা) কলসপাণিঃ (সুধাকলসধারিণী) সা (মোহিনী) তস্যাং (পূর্ব্বোক্তায়াং শালায়াম্) আবিবেশ (প্রবিষ্টা বভূব) ॥১৬-১৭॥

অনুবাদ—মাল্যদীপাদি দ্বারা সুশোভিত, ধূপের সৌরভে আমোদিত গৃহমধ্যে দেবতা ও দানবগণ পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর হে রাজন্, কমনীয় বসনাবৃত বিশাল নিতম্বের ভারে মন্থরগতি-বিশিষ্টা মদবিহ্বলাক্ষী কুম্ভস্তনী সেই মোহিনী স্বর্ণময় নূপুরের শব্দ দ্বারা মধুর কূজন (গান) করিতে করিতে অমৃত কলস হস্তে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—করভোরুরুশদ্দুকূলা করভোরুলসদ্দুকূলেতি পাঠদ্বয়ম্। মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিরিত্যমরঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করভোরুরুশদ্দুকূলা', এবং 'করভোরু-লসদ্দুকূলা'—এইরূপ পাঠদ্বয় আছে। করভ-সদৃশ সুগঠিত উরুদ্বয় যাঁহার, এবং 'উশ' বলিতে কমনীয় বসন যাহাতে, তাহার দ্বারা আবৃত বিশাল নিতম্বের ভারে মন্থরগতি-বিশিষ্টা মোহিনীমূর্ত্তি। অমরকোষে উক্ত আছে—'মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত করের বহির্ভাগকে করভ বলে।' ॥ ১৬-১৭ ॥

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণ-
নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্।
সংবীক্ষ্য সম্মুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন
দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাসুরাঃ (দৈত্যদানবাঃ) কনক-কুণ্ডল-চারু-কর্ণ-নাসা-কপোল-বদনাং (কনকময়ে কুণ্ডলে যস্যাঃ সা তথা চারবঃ কর্ণাদয়ঃ যস্যাঃ সা তাঞ্চ তাঞ্চ) বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাং (বিগলিতঃ স্রস্তঃ স্তনপট্টিকায়াঃ অন্তঃ প্রান্তভাগঃ যস্যাঃ তাং) পরদেবতাং (পরদেবতাস্বরূপাং) শ্রীসখীং (লক্ষ্ম্যাঃ

সখীং) তাং (মোহিনীং) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা তস্যাঃ) উৎস্মিতবীক্ষণেন (উৎ উদ্গতং স্মিতং মন্দহাসঃ যত্র তেন বীক্ষণেন দৃষ্ট্যা) সম্মুমুহুঃ (সম্যঙ্ মোহিতা বভূবুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পরদেবতাস্বরূপিণী, শ্রীদেবীর সহচরী সেই মোহিনী মূর্ত্তির কনককুণ্ডলযুক্ত কর্ণদ্বয়, নাসিকা ও বদন অতীব মনোহর। তাঁহার স্তনপট্টিকার প্রান্তভাগ খসিয়া পড়িতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে দেবতা ও দানবগণ সম্যক্রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীসখীং শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যাঃ সখ্যাপি তদানীং সখ্যেবাভূৎ, পুংজাতিমধ্যে যথা নারায়ণঃ সুন্দরস্তথৈব স্ত্রীজাতিমধ্যে অহমেবাতিসুন্দরীতি মাহং কৃথাঃ। স্ত্রীজাতাবপ্যহমেব পরমসুন্দরীতি তাং জ্ঞাপয়িতুমিবেতি ভাবঃ। কনককুণ্ডলা চাসৌ চারুকর্ণাদ্যা চেতি তাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রী-সখীং'—লক্ষ্মীদেবীর সখা হইলেও তৎকালে যেন সখীই হইয়াছিলেন, পুরুষ-জাতির মধ্যে যেমন নারায়ণ সুন্দর, তদ্রূপ স্ত্রীজাতির মধ্যে আমিই অতিসুন্দরী—এরূপ লক্ষ্মীদেবী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যেও আমিই (মোহিনীরূপিণী) পরমসুন্দরী ইহা জানাইবার জন্যই যেন বলিলেন—'পরদেবতাখ্যাম্', অর্থাৎ পরমদেবতা নাম্নী, এই ভাব। 'কনককুণ্ডল-চারুকর্ণ'—স্বর্ণময় কুণ্ডলযুগল এবং মনোহর কর্ণ প্রভৃতি যাঁহার (সেই মোহিনীকে দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণ অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিল।) ॥ ১৮ ॥

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্।
মত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতিনৃশংসানাং (স্বভাবতঃ ক্রূরাণাম্) অসুরাণাং সুধাদানাং তেভ্যঃ সুধাপ্রদানং জাতিনৃশংসানাং) সর্পাণাম্ ইব (সর্পেভ্যঃ ক্ষীরদানমিব) দুর্নয়ম্ (অন্যায্যং নৃশংসভাবস্য বদ্ধকত্বাৎ ইতি) মত্বা (তেভ্যঃ) তাং (সুধাং) ন ব্যভজৎ (বিভজ্য ন দদৌ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—'স্বভাবতঃ ক্রূর অসুরদিগকে সুধাদান সর্পকে দুগ্ধদানের ন্যায় অত্যন্ত অন্যায়'। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভগবান্ অচ্যুত অসুরদিগকে সুধা বিভাগ করিয়া দিলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন তাং ব্যভজদিতি দৈত্যৈর্যথান্যায়ং বিভজস্বেতি উক্তমতো ন্যায়শ্চায়মেবেতি ভাবঃ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন তাং ব্যভজৎ'—অসুরদিগকে সেই সুধার ভাগ দিলেন না। দৈত্যগণ 'ন্যায় অনুসারে বিভাগ করিয়া দিন', ইহা বলিয়াছিলেন, অতএব ন্যায়ই এইরূপ—সর্পগণকে দুগ্ধদান করার ন্যায় নৃশংসজাতি অসুরদিগকে সুধাদান করা অত্যন্ত অন্যায়, এই ভাব ॥ ১৯ ॥

কল্পয়িত্বা পৃথক্পঙ্ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ।
তাংশ্চোপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্ক্তিষু ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—জগৎপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উভয়েষাং (দেবদানবানাং) পৃথক্পংক্তীঃ (বিভিন্নাঃ উপবেশনশ্রেণীঃ) কল্পয়িত্বা (রচয়িত্বা) পঙ্ক্তিষু (তাসু শ্রেণীষু) স্বেষু স্বেষু (তৎসমজাতীয়েষু) তান্ চ (অসুরান্ অপি প্রতারণার্থম্) উপবেশয়ামাস ॥২০॥

অনুবাদ—জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ দেব ও দানব উভয়েরই ভিন্ন পংক্তি রচনা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পংক্তিতে তাহাদিগকে উপবেশন করাইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেষু স্বেষু ইতি পংক্তিষু মধ্যে যা যাঃ পঙ্ক্তয়ো যেষাং যেষাং স্বানি ধনরূপাণি স্যুস্তেষু স্বেষু সত্ত্ববিশিষ্টাসু পঙ্ক্তিষ্বিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বেষু স্বেষু'—পঙ্ক্তিগুলির মধ্যে যে যে পঙ্ক্তি যাহাদের যাহাদের ধনস্বরূপ, সেই সেই সত্ত্ববিশিষ্ট পঙ্ক্তিতে (অর্থাৎ তিনি দেবতা ও অসুরগণের পৃথক্ পৃথক্ পঙ্ক্তি রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ স্বজাতীয় পঙ্ক্তিতে উপবেশন করাইয়াছিলেন)—এই অর্থ ॥ ২০ ॥

দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ।
দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহীতকলসঃ (সুধাকলস-হস্তঃ সঃ শ্রীহরিঃ উপসঞ্চরৈঃ (প্রিয়বাক্যাদিনা তান্ অতিক্রম্য

অতিক্রম্য গমনৈঃ) দৈত্যান্ বঞ্চয়ন্ (সুধাপ্রদান-বিষয়ে প্রতারয়ন্) দূরস্থান্ (অপি দেবান্) জরামৃত্যু-হরাং (জরা-মৃত্যু-বিনাশিনীং) সুধাং পায়য়ামাস ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি হস্তে অমৃতকলস গ্রহণপূর্ব্বক অসুরগণের সমীপস্থ হইয়া তাহাদিগকে বহুমান মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া দূরে উপবিষ্ট দেবতাবর্গকে জন্ম মৃত্যুহারিণী সুধা পান করাইতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—উপ নিকটে নিকটে এব সঞ্চরৈঃ সঞ্চরণৈর্ভ্রূভঙ্গিনেত্রস্মিতব্রীড়ামুখার্দ্ধাচ্ছাদননূপুরাদি-ভূষণবসনসঞ্চালনপূর্ব্বকৈশ্চরণসঞ্চলনৈঃ কিঞ্চিন্মাত্র-প্রদানেন দূরস্থানাং দেবানামুৎকণ্ঠাং নিবর্ত্ত্য সংপূর্ণম-স্মানেব পায়য়িষ্যতীতি প্রত্যায়নৈঃ বঞ্চয়ন্নিতি অস্মাভিঃ শ্রোত্রনেত্রমনোভির্যদিদমমৃতং পীয়তে ইতোঽধিকং সামুদ্রমমৃতং ন ভবিষ্যতীতি তদলং তেন এতস্যা আনুকূল্যমেবাকাঙ্ক্ষণীয়মিত্যপি তেষাং মনসি বিচারং প্রাপয়ামাসেতি ভাবঃ। দূরস্থান্ দেবান্ ॥২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসঞ্চরৈঃ'—দৈত্যগণের নিকটে নিকটেই সঞ্চরণের দ্বারা, অর্থাৎ ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ নেত্র, লজ্জাবশতঃ সহাস্য বদনের অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদন, নূপুরাদি ভূষণ ও বসন সঞ্চালন-পূর্ব্বক চরণযুগলের সঞ্চালনের দ্বারা (মন্থরগতিতে), 'কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদানে দূরস্থ দেবগণের উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত করিয়া আমাদিগকেই সম্পূর্ণ পান করাইবে'— এই বিশ্বাসের দ্বারা 'বঞ্চয়ন্'—বঞ্চনা করতঃ, অর্থাৎ আমরা শ্রোত্র, নেত্র ও মনের দ্বারা এই যে অমৃত পান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক সমুদ্রোত্থিত অমৃত হইবে না, অতএব উহার প্রয়োজন নাই, বরং ইহার আনুকূল্যই আমাদের কাম্য, এইরূপ তাহাদের মনে বিচার উপস্থিত করাইয়াছিলেন—এই ভাব। 'দূরস্থান্'—দূরে উপবিষ্ট দেবতাদিগকে (অমৃত পান করাইতে লাগিলেন।) ॥ ২১ ॥

তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ।
তূষ্ণীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ! তে অসুরাঃ কৃতস্নেহাঃ (প্রথমতঃ প্রীতিভাবমাশ্রিতাঃ) স্বকৃতং সময়ং পালয়ন্তঃ (সাধ্বসাধু বা ত্বৎকৃতমনুমন্যামহে—ইতি পূর্ব্ব-কৃতং সঙ্কেতং পালয়ন্তঃ) স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া (স্ত্রীয়া সহ বিবাদে নিন্দা ভবতি ইতি হেতোঃ তাদৃগ্বঞ্চনেঽপি লজ্জয়া) তূষ্ণীম্ আসন্ (নীরবমেব শান্তভাবেন স্থিতাঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দৈত্যগণ সেই মোহিনী মূর্ত্তির প্রতি প্রীতিভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার সেই স্ত্রী ন্যায় অন্যায় যাহাই করুন না কেন তাহাই তাহারা অনুমোদন করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছে, এখন সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া এবং স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ অত্যন্ত গর্হিত জানিয়া তাহারা নীরবে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সময়ং সাধ্বসাধু বা যথাসুখং বিভজস্বেতি নিয়মং, স্ত্রিয়া সহ বিবাদস্য জুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সময়ং'—সঙ্গত বা অসঙ্গত যেরূপ তোমার ইচ্ছা বিভাগ করিয়া দাও, এই পূর্ব্বকৃত নিয়ম পালন করতঃ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ করা নিন্দনীয় বলিয়া (দৈত্যগণ মৌনভাবেই অবস্থান করিয়াছিল) ॥ ২২ ॥

তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ।
বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (মোহিন্যাং) কৃতাতিপ্রণয়াঃ (কৃতঃ অতিপ্রণয়ঃ অতিপ্রীতিঃ যৈঃ তে অতঃ) প্রণয়াপায়কাতরাঃ (প্রীতি-বিনাশাসহিষ্ণবঃ) বহুমানেন চ (তৎকৃতেন আদরেণ চ) আবদ্ধাঃ (আসক্তাঃ) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) বিপ্রিয়ং (প্রীতিচ্যুতিজনকং) ন উচুঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই স্ত্রীর প্রতি অসুরগণের অতিশয় প্রণয় হইয়াছিল, সেই প্রণয়-ভঙ্গভয়ে ভীত এবং তাঁহার (সেই স্ত্রীর) বহু আদরপূর্ণ বাক্যে আবদ্ধ হইয়া অসুরগণ কোন প্রকার কলহসূচক বাক্য বলে নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতে তাবৎ কৃপণাঃ পূর্ব্বং কিঞ্চিৎ পিবন্তু যুয়ন্তু বীরাঃ ক্ষণং প্রতীক্ষধ্বমিত্যাদিবহুমানেন বা বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ। সময়পালনাদিভিঃ ষড়্ভিরেতৈঃ

কারণৈরপ্রিয়ং কিঞ্চিদপি নোচুঃ কিন্তু তুষ্ণীমেবাসন্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুমানেন আবদ্ধাঃ'—এই দেবতাগণ অতি দুর্ব্বল, কাজেই পূর্ব্বে কিছু পান করুক, আর তোমরা তো বীর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—ইত্যাদি মোহিনীমূর্ত্তির নানারূপ সমাদরের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, সময়-পালনাদি (পূর্ব্বকৃত শপথ, কৃতস্নেহ, স্ত্রী-বিবাদ-নিন্দা, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রণয় ও প্রণয়ভঙ্গের ভয় এবং তাঁহার সমাদর) ছয়টি কারণে দৈত্যগণ কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে নাই, কিন্তু নীরবেই অবস্থান করিতেছিল ॥ ২৩ ॥

দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দেবসংসদি ।
প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কাভ্যাঞ্চ সূচিত ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—স্বর্ভানুঃ (রাহুঃ) দেবলিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ (দেবলিঙ্গেন দেববেশেন প্রতিচ্ছন্নঃ গূঢ়ঃ সন্) দেব-সংসদি (দেবপঙ্‌ক্তৌ) প্রবিষ্টঃ সোমং (সুধাম্) অপিবৎ (পপৌ পশ্চাৎ) চন্দ্রার্কাভ্যাং (চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং) সূচিতঃ চ (শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রকাশিতশ্চ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—রাহু দেবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে দেব পংক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব মোহিনীমূর্ত্ত্যা ভগবতা সর্ব্ব এব দৈত্যা মোহয়িত্বা বঞ্চিতাঃ কিন্তু সদ্যোঽপ্যমৃত-মহিমজ্ঞাপনার্থমেকঃ স্বর্ভানুর্ন মোহিতঃ, স চ সহসৈব মোহিন্যভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা দেবপঙ্‌ক্তিম্ প্রবিষ্ট ইত্যাহ দেবলিঙ্গেতি। অতএব দেবাস্তং প্রথমং পরিচেতুং ন শেকুঃ। উপবিষ্টে তু চন্দ্রার্কাভ্যাং পরিচিতোঽপি তদ্ভয়াৎ ইতোঽন্যত্র পঙ্‌ক্তাবুপবিশেতি বক্তুং নাশক্য-তেতি জ্ঞেয়ম্। যদা তু সোমমমৃতং প্রাপ্তমেবা-পিবত্তদাঽসুরোঽসাবিতি ভ্রূভঙ্গ্যা সূচিতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবান্ মোহিনীমূর্ত্তির দ্বারা সকল দৈত্যগণকেই বিমোহিত ও বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সদ্যই অমৃতের মহিমা জ্ঞাপনের নিমিত্ত একমাত্র স্বর্ভানুকে (রাহুকে) বিমো-হিত করেন নাই, সেই রাহুও সহসা মোহিনীর অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া দেবগণের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'দেবলিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ', দেবতার বেশে নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া (প্রবিষ্ট হইয়াছিল)। অতএব দেবগণ প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু উপবেশনের পর চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে জানিতে পারিলেও তাহার ভয়ে, এস্থান হইতে অন্যত্র (অসুরগণের) পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন কর, ইহা বলিতে পারেন নাই—ইহা বুঝিতে হইবে। যখন অমৃত প্রাপ্তিমাত্রই রাহু পান করিতেছিল, তখন 'এই ব্যক্তি অসুর'—ইহা ভ্রূভঙ্গির দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য সূচনা করিলেন ॥ ২৪ ॥

চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ ।
হরিস্তস্য কবন্ধস্তু সুধয়াপ্লাবিতোঽপতৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ ক্ষুরধারেণ চক্রেণ (সুধাং) পিবতঃ তস্য (স্বর্ভানোঃ) শিরঃ জহার (চিচ্ছেদ) তস্য কবন্ধঃ (নিগ্রীবঃ সঃ) সুধয়াঃ অপ্লাবিতঃ (অসংস্পৃষ্টঃ) অপতৎ (ভূমৌ পপাত) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা সুধাপানকারী রাহুর মস্তক ছিন্ন করিলেন। ছিন্নমস্তক সেই অসুরের দেহ অমৃত সংস্পৃষ্ট না হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। (অর্থাৎ অমৃত গলাধঃকরণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মস্তকছিন্ন হওয়ায় অমৃত তাহার অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে নাই)। (তাৎপর্য্য—রাহু পৃথ্বীর ছায়া, সুতরাং তাহার মস্তক নাই, ইহাই এই শ্লোকের মর্ম্ম) ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—হরিরজিতরূপী শিরো জহার। আ ঈষৎ প্লাবিতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—এখানে অজিতরূপী শ্রীহরি (যিনি পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থন করিতেছিলেন), চক্রের দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। 'আপ্লাবিতঃ'—কবন্ধটি ঈষৎ প্লাবিত হইয়া (অর্থাৎ গলাধঃকরণ করার পূর্ব্বেই তাহার কবন্ধ বলিতে মুণ্ডহীন দেহটি সুধাসিক্ত না হওয়ায়) ভূতলে পতিত হইয়াছিল ॥২৫

শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমচীক্লৃপৎ ।
যস্তু পর্ব্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ (ব্রহ্মা) অমরতাং নীতং (সুধা-পানেন অমরভাবাপন্নং) শিরঃ (মস্তকং) গ্রহং (গ্রহত্বেন) অচীক্লৃপৎ (কল্পয়ামাস) বৈরধীঃ (পূর্ব্ববৈরবুদ্ধিঃ) যঃ তু (গ্রহঃ ইদানীমপি) পর্ব্বণি (পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়াঞ্চ) চন্দ্রার্কৌ অভিধাবতি (গ্রাসার্থমভিপততি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ অসুরের শিরোদেশ অমৃতস্পৃষ্ট হওয়ায় অমৃতত্ব লাভ করে। ব্রহ্মা উহাকে গ্রহরূপে কল্পনা করেন। বৈরবুদ্ধি-বিশিষ্ট ঐ গ্রহ অদ্যাপি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অমরতাং নীতম্ অমৃতপানপ্রভাবাৎ মরণশূন্যতাং প্রাপ্তমিতি অমৃতপ্রভাবো দর্শিতঃ। অজো ব্রহ্মা গ্রহং সূর্য্যাদিকমিব গ্রহত্বাধিকারবন্তম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমরতাং নীতম্'—অমৃত পানের প্রভাবে রাহুর মস্তকটি মরণশূন্যতা (অমরত্ব) প্রাপ্ত হইল, ইহার দ্বারা অমৃতের প্রভাব দেখান হইয়াছে। 'অজঃ'—ব্রহ্মা সূর্য্যাদির ন্যায় তাহাকে 'গ্রহ', অর্থাৎ গ্রহত্বের অধিকারী করিয়া দিলেন ॥২৬

———

পীতপ্রায়েঽমৃতে দেবৈর্ভগবান্ লোকভাবনঃ।
পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—লোকভাবনঃ (ত্রিলোকহিতকরঃ) ভগবান্ হরিঃ দেবৈঃ অমৃতে পীতপ্রায়ে (প্রায়েণ পীতে সতি পশ্চাৎ) অসুরেন্দ্রাণাম্ (অসুরশ্রেষ্ঠানাং পশ্যতাং (তেষু পশ্যৎসু ইত্যর্থঃ) স্বং (নিজং) রূপং (মূর্ত্তিং) জগৃহে (প্রকটয়ামাস) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—লোকপাবন ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা-দিগের অমৃত পান প্রায় সমাপ্ত হইলে অসুরশ্রেষ্ঠগণের সমক্ষেই স্ব-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

———

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-
হেত্বর্থকর্ম্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-
র্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সমদেশ-কাল-হেত্বর্থ-কর্ম্মমতয়ঃ (সমাঃ তুল্যাঃ কালাদয়ঃ যেষাং তে তত্র দেশঃ ক্ষীরসাগর তীরং কালঃ মন্থন-সময়ঃ, হেতুঃ মন্দর-পর্ব্বতঃ অর্থঃ, প্রয়োজনরূপমমৃতং, কর্ম্ম মন্থনানুকূলম্, মতিঃ অন্যোন্য-মেক প্রয়োজনবিষয়ঃ এবম্ভূতাঃ) অপি সুরাসুরগণাঃ (দেবাসুরাঃ) ফলে এবং বিকল্পাঃ (ফললাভে সুধা-পানরূপে বিসদৃশাঃ) (বভূবুঃ) তত্র সুরগণাঃ যৎ-পাদপঙ্কজ-রজঃ-শ্রয়ণাৎ (যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ পাদপঙ্কজ-য়োঃ চরণকমলয়োঃ রজসাং রেণুনাং শ্রয়ণাৎ আশ্র-য়াৎ) অঞ্জসা (সাক্ষাদেব) অমৃতং ফলম্ (অমৃত-রূপং ফলম্) আপুঃ (লেভিরে) দৈত্যাঃ (তদনা-শ্রয়ণাৎ) ন (ন আপুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম, মতি একরূপ হইয়াও দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হইল। দেবগণ ভগবানের পাদপদ্মরেণু আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনায়াসে অমৃতরূপ ফল লাভ করিলেন ; কিন্তু দৈত্যগণ ভগবচ্চরণ আশ্রয় না করায় অমৃত ফল লাভ করিতে পারিল না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—লৌকিকহেতুসাম্যেঽপি ফলপ্রাপ্তির্ভক্তি-মতামেব নান্যেষামিত্যেবাখ্যানতাৎপর্য্যমাহ এবমিতি। সমা দেশাদয়ো যেষাং তে, দেশঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ কালস্তত্তৎ-ক্ষণসমূহঃ হেতুর্মন্থনসাধনং মন্দরাদ্রিঃ। অর্থঃ সমুদ্রে ক্ষিপ্তবীরুধাদি কর্ম্ম মথনং মতিরমৃতকামতা। ফলে ফলপ্রাপ্তৌ বিকল্পাঃ ফলপ্রাপ্তির্ভবেন্নবেতি বিকল্পবন্তঃ। তত্র তয়োর্মধ্যে সুরগণাঃ ফলং আপুঃ। যৎপাদা-শ্রয়ণাৎ দৈত্যা ন আপুঃ যদাশ্রয়ণাভাবাদিতি ভাবঃ। স এব সেব্য ইতি প্রকরণার্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লৌকিক কারণ সমান হই-লেও ফলপ্রাপ্তি কিন্তু ভক্তিমান্ জনেরই হইয়া থাকে, অপরের নহে, এইরূপ আখ্যান-তাৎপর্য্য বলিতেছেন —'এবম্' ইত্যাদি। 'সমদেশ-কাল'—ইত্যাদি, সমান দেশ প্রভৃতি যাহাদের, সেই দেবতা ও অসুরগণ। এখানে দেশ বলিতে ক্ষীরসমুদ্র, কাল—সেই সমুদ্র-মন্থনের ক্ষণসমূহ, 'হেতু'—বলিতে মন্থনকার্য্যের উপায় মন্দর পর্ব্বত, 'অর্থ'—বলিতে সমুদ্রে লতা, ওষধি প্রভৃতির নিক্ষেপ, 'কর্ম্ম'—বলিতে মন্থন কার্য্য, এবং 'মতি'—বলিতে অমৃত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। 'ফলে' — ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে, 'বিকল্পাঃ' — ফলপ্রাপ্তি

হইবে, বা না হইবে—এইরূপ সংশয়াপন্ন (সুরাসুরগণ)। 'তত্র'—উভয়ের মধ্যে দেবগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মরেণুর আশ্রয়হেতু সমুদ্রমন্থনের ফল অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈত্যগণ ভগবচ্চরণ আশ্রয় না করায় অমৃতলাভে সমর্থ হয় নাই, অতএব সেই শ্রীহরিই সকলের একমাত্র সেব্য—ইহা প্রকরণার্থ ॥

———

যদ্ যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভি-
র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ
সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে অমৃতমথনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—নৃভিঃ (নরৈঃ) অসু-বসু-কর্ম্ম-বচো মনোভিঃ (অসবঃ প্রাণাঃ, বসু ধনং, কর্ম্ম ক্রিয়া, বচঃ বাক্যং, মনঃ চিত্তম্ এতৈঃ করণৈঃ) দেহাত্মজাদিষু (দেহঃ শরীরম্ আত্মজঃ পুত্রঃ তদাদিষু তেষামর্থে ইত্যর্থঃ) যৎ যুজ্যতে (প্রযুজ্যতে, দেহাদ্যর্থং যৎ ক্রিয়তে) তৎ পৃথক্ত্বাৎ (ভেদাশ্রয়ত্বাৎ) অসৎ (শাখানিষেচনবৎ বিফলং ভবতি) তৈঃ এব (প্রাণাদিভিঃ ঈশ্বরোদ্দেশেন) যৎ ক্রিয়তে তৎ (তু) অপৃথক্ত্বাৎ (ঈশ্বরস্য সর্ব্বত্র অনুগতত্বাৎ) যৎ মূলনিষেচনং সর্ব্বস্য ভবতি (তরোঃ মূলনিষেচনং যথা শাখাপল্লবাদেরপি সর্ব্বস্য তৃপ্ত্যর্থং ভবতি তথা) সৎ (মহাফলং) ভবতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মানবগণ ধন, প্রাণ, কর্ম্ম, বাক্য, এবং মন দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, সে সকল শাখাকে মূল হইতে পৃথক্ জ্ঞানে মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখা নিষেচনের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মূল হইতে শাখা অভিন্ন, অতএব মূলে জলসিঞ্চিত হইলেই শাখা পল্লবের তুষ্টি হয়, সেইরূপ যদি ঐ সকল চেষ্টা সকলের মূলস্বরূপ ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তদ্দ্বারা ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ফলিতমাহ যদিতি। অসবঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি বসু ধনম্ অসু-বস্বাদিভির্যদ্দেহাদিষু যুজ্যতে বিনিযুজ্যতে তদসৎ। প্রাণাদীনাং দেহাদ্যর্থে যো বিনিয়োগঃ সোঽসাধুরিত্যর্থঃ। কুতঃ পৃথক্ত্বাৎ শাখানিষেচনবৎ। মূলাৎ শাখা ভিন্না ইতি বুদ্ধ্যা যথা মূলং বিহায় শাখা নিষিচ্যন্তে, তথৈব ভগবন্তং বিহায় দেহাদ্যাঃ পরিচর্য্যন্তে মূঢ়ৈঃ। তৈরেব অসু-বস্বাদিভির্যদ্ভগবতি ক্রিয়তে অস্বাদীনাং ভগবতি যো বিনেয়োগঃ স সাধুরিত্যর্থঃ। কুতঃ অপৃথক্ত্বাৎ। মূলনিষেচনবৎ। মূলাৎ শাখা ন ভিন্না ইতি বুদ্ধ্যা যথা মূলমেব সিচ্যতে তথৈব ভগবানেব পরিচর্য্যতে। তৎপরিচরণং সর্ব্বস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্যেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাৎ তন্মূলনিষেচনম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ফলিতার্থ বলিতেছেন—'যদ্' ইত্যাদি। 'অসু'—বলিতে প্রাণ, 'বসু'—ধন, অর্থাৎ প্রাণ, ধন প্রভৃতির দ্বারা দেহ, পুত্রাদির উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা অসৎ, অর্থাৎ দেহাদির প্রয়োজনে প্রাণাদির যে বিনিয়োগ তাহা অসাধু, এই অর্থ। কিপ্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'পৃথক্ত্বাৎ', যেহেতু উহা শাখাসেচনের ন্যায় ভেদকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হয়। মূল হইতে শাখা ভিন্ন, এইরূপ বুদ্ধিতে যেমন মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখার সেচন করে, তদ্রূপ ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া দেহাদির যাহারা পরিচর্য্যা করে, তাহারা মূঢ়। 'তৈঃ এব'—পক্ষান্তরে সেই সকল প্রাণ, ধনাদির দ্বারা ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ প্রাণাদির ভগবানে যে বিনিয়োগ, তাহা সাধু (সার্থক)—এই অর্থ। কিরূপে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অপৃথক্ত্বাৎ', মূলসেচনের ন্যায় ভেদবর্জ্জনহেতু তাহা সার্থক। মূল হইতে শাখা ভিন্ন নহে, এই বুদ্ধিতে যেমন বৃক্ষের মূলেই জলসেচন করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবানেরই পরিচর্য্যা করিতে হয়। তাঁহার পরিচর্য্যাতেই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের পরিচর্য্যা

করা হয়, 'যদ্'—যেহেতু তাহাই মূল-নিষিঞ্চন। (অর্থাৎ যেমন কেবল কাণ্ড বা শাখায় জলসেচন করিলে বৃক্ষের সকল অংশের সেচন হয় না, কিন্তু বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে, উহাতে শাখা-প্রশাখাদি সকলেরই পালন হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বগত বলিয়া তাঁহার তর্পণদ্বারা দেহাদি সকল পদার্থেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈশ্বররোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে অন্যেরও প্রীতি জন্মিয়া থাকে—এই অর্থ।) ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি দানবদৈতেয়া নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ।
যুক্তাঃ কর্ম্মণি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মৎসরতা-হেতু দেবগণসহ অসুরগণের সমর এবং দৈত্যমায়ায় বিষণ্ণ দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

দৈত্য ও দানবগণ কর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ হইলেও বাসুদেব-পরাঙ্মুখ বলিয়া অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে অমৃতপান করাইয়া গরুড়-বাহনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দৈত্যগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। বিরোচনপুত্র বলি অসুরকুলের সেনাপতি হইলেন। প্রথম-যুদ্ধে অমরপক্ষের পরাজয় দর্শনে ইন্দ্র বলির সহিত এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ অন্যান্য দৈত্যের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার দৈত্যগণের পরাজয় দর্শনে বলি ও অন্যান্য মায়াবী দানবগণ বিবিধ মায়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবপক্ষের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ আর প্রতিকারোপায় না দেখিয়া ভগবানের ধ্যান করিলেন। ধ্যান হইবামাত্র গরুড়বাহন ভগবানের আবির্ভাবে অসুরগণের সমস্ত মায়া বিনষ্ট হইল। কালনেমি, মালী, সুমালী, মাল্যবান্ প্রভৃতি অসুর ভগবানের সহিত বিরোধ করিতে আসিয়া ভগবানের হস্তেই নিধনপ্রাপ্ত হইল। দেবতাগণও বিপন্মুক্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! বাসুদেব-পরাঙ্মুখাঃ (শ্রীকৃষ্ণবিমুখাঃ) দানবদৈতেয়াঃ (দানবাঃ দৈত্যাশ্চ) কর্ম্মণি (মথনক্রিয়ায়াং) যুক্তাঃ (নিযুক্তাঃ) যত্তাঃ চ (কৃতপ্রযত্নাঃ অপি) ইতি (ইত্থম্) অমৃতং (সুধাং) ন অবিন্দন্ (ন প্রাপুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দৈত্য ও দানবগণ সমুদ্রমন্থনে নিযুক্ত এবং মন্থনকার্য্যে যত্নবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ ছিল, সেই জন্য তাহারা অমৃত প্রাপ্ত হইল না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দশমেঽন্তর্হিতে বিষ্ণৌ দৈত্যৈর্যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতে।
দৈত্যমায়াভিভূতেষু সুরেষ্বাবিরভূদ্ধরিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে অমৃত পান করাইয়া বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধানের পর দৈত্যগণের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দৈত্যমায়ায় অভিভূত দেবগণের মধ্যে শ্রীহরির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

সাধয়িত্বাঽমৃতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্ সুরান্ ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (ইত্থং শ্রীহরিঃ) অমৃতং সাধয়িত্বা (সমুদ্রমন্থনেন আবিষ্কুর্বন্) স্বকান্ (স্বানুগতান্) সুরান্ (দেবান্ তৎ) পায়য়িত্বা (চ) সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং (দেবদৈত্যাদিষু সর্ব্বপ্রাণিষু পশ্যৎসু সৎসু) গরুড়বাহনঃ (সন্) যযৌ (স্বধাম জগাম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শ্রীহরি সমুদ্রমন্থনদ্বারা অমৃত উৎপাদন-পূর্ব্বক নিজ অনুগত দেবতাদিগকে পান করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে গরুড়ারোহণে প্রস্থান করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যযৌ অন্তর্দ্দধে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যযৌ'—শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ২ ॥

সপত্নানাং পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ ।
অমৃষ্যমাণা উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—তে দিতিনন্দনাঃ (দৈত্যাঃ) সপত্নানাং (শত্রূনাং দেবানাং) পরাম্ (উত্তমাম্) ঋদ্ধিম্ (ঐশ্বর্য্যং) দৃষ্ট্বা (তাম্) অমৃষ্যমাণাঃ (অসহমানাঃ-সন্তঃ) উদ্যতায়ুধাঃ (উদ্যতানি উদ্ধৃতানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি যৈঃ তে) দেবান্ প্রতি উৎপেতুঃ (যুদ্ধার্থং দেবাভিমুখং জগ্মুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দৈত্যবৃন্দ শত্রু দেবতাদিগের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দেবতাদিগের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩ ॥

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে সুধয়া পীতয়ৈধিতাঃ ।
প্রতিসংযুযুধুঃ শস্ত্রৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) নারায়ণপদাশ্রয়াঃ (শ্রীহরিচরণশরণাঃ) পীতয়া সুধয়া এধিতাঃ (সুধাপানেন বৰ্দ্ধিতবলাঃ) সর্ব্বে সুরগণাঃ শস্ত্রৈঃ প্রতিসংযুযুধুঃ (দৈত্যান্ আচক্রমুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর হরিচরণাশ্রিত এবং সুধাপানে বৰ্দ্ধিতবল দেবতাবর্গ শস্ত্রসমূহদ্বারা দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন ॥ ৪ ॥

তত্র দৈবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ ।
রোধস্যুদন্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! তত্র উদন্বতঃ (সমুদ্রস্য) রোধসি (তীরে) দেবাসুরঃ নাম (দেবাসুর ইতি প্রসিদ্ধঃ) তুমুলঃ (মহান্) পরমদারুণঃ (অতি-ভীষণঃ) (শৃণ্বতাং চ) রোমহর্ষণঃ রণঃ (সংগ্রামঃ বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সেই ক্ষীরাব্ধির তীরে দেবাসুর নামে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিলেও রোমাঞ্চ হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—রণো বভূব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রণঃ'—তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫ ॥

তত্রান্যোন্যং সপত্নাস্তে সংরব্ধমনসো রণে ।
সমাসাদ্যাসিভির্বাণৈর্নিজঘ্নুর্বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তে সংরব্ধমনসঃ (ক্রুদ্ধচিত্তাঃ) সপত্নাঃ (দেবাসুরাঃ শত্রবঃ) তত্র রণে অন্যোন্যং (পরস্পরং) সমাসাদ্য (সংপ্রাপ্য) অসিভিঃ (খড়্গৈঃ) বাণৈঃ (তথা) বিবিধায়ুধৈঃ (নানাবিধৈঃ অস্ত্রৈশ্চ) নিজঘ্নুঃ (পরস্পরং প্রজহ্রুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই যুদ্ধে ক্রুদ্ধচিত্ত শত্রুবর্গ পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া খড়্গ, বাণ এবং নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং মহান্ ।
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিঃস্বনোঽভবৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র রণক্ষেত্রে) নদতাং (শব্দায়মানানাং) শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানাং (শঙ্খাদি-বাদ্যানাং) ভেরীডমরিণাং (ভেরীণাং ডমরিণাঞ্চ তথা) হস্ত্যশ্ব রথ-পত্তীনাং (হস্তি-তুরঙ্গ-রথ-পদাতিকাত্মকস্য চতুরঙ্গস্য বলস্য) মহান্ (তুমুলঃ) নিঃস্বনঃ (ধ্বনিঃ) অভবৎ (জাতঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই রণক্ষেত্র শব্দায়মান শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকগণের তুমুল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৭ ॥

রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ।
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র সংযুগে (যুদ্ধে) রথিনঃ রথিভিঃ সহ, পত্তয়ঃ (পদাতিকাঃ) পত্তিভিঃ (পদাতিকৈঃ সহ) হয়াঃ (অশ্বাঃ) হয়ৈঃ (সহ) ইভাঃ (গজাঃ) চ ইভৈঃ (গজৈঃ সহ) সমসজ্জন্ত (সঙ্গতাঃ বভূবুঃ যুযুধিরে ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ– সেই যুদ্ধে রথিগণের সহিত, পদাতিকগণ পদাতিকের সহিত, অশ্বসমূহ অশ্ব সকলের সহিত এবং গজ সমূহ গজ যূথের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ কেচিদপরে যুযুধুঃ খরৈঃ।
কেচিদ্গৌরমুখৈঋক্ষৈর্দ্বীপিভির্হরিভির্ভটাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ ভটাঃ (সমবেত-সৈন্যাঃ) উষ্ট্রৈঃ (উষ্ট্রং বাহনং কৃত্বা), কেচিৎ ইভৈঃ (হস্তিভিঃ) অপরে (অন্যে) খরৈঃ (গর্দ্দভৈঃ), কেচিৎ গৌরমুখৈঃ ঋক্ষৈঃ (রক্তমুখৈর্বানরৈঃ), দ্বীপিভিঃ (ব্যাঘ্রৈঃ), হরিভিঃ (সিংহৈশ্চ বাহনৈঃ) যুযুধুঃ (যুদ্ধং চক্রুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সৈন্যগণ কেহ উষ্ট্রে, কেহ হস্তীতে, কেহ গর্দ্দভে, কেহ রক্তমুখ বানরে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ সিংহে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৯ ॥

গৃধ্রৈঃ কঙ্কৈর্বকৈরন্যে শ্যেনভাসৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
শরভৈর্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোবৃষৈর্গবয়ারুণৈঃ ॥ ১০ ॥
শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কৃকলাসৈঃ শশৈর্নরৈঃ।
বস্তৈরেকে কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যে চ শূকরৈঃ ॥ ১১ ॥
অন্যে জলস্থলখগৈঃ সত্ত্বৈর্বিকৃতবিগ্রহৈঃ।
সেনয়োরুভয়ো রাজন্ বিবিশুস্তেঽগ্রতোঽগ্রতঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! অন্যে গৃধ্রৈঃ কঙ্কৈঃ বকৈঃ শ্যেনভাসৈঃ (শ্যেনৈঃ ভাসৈঃ চ তত্তৎপক্ষিভিঃ বাহনৈঃ তথা) তিমিঙ্গিলৈঃ (মৎস্যবিশেষৈঃ) শরভৈঃ মহিষৈঃ খড়্গৈঃ (গণ্ডারনামকৈঃ জন্তুভিঃ) গো-বৃষৈঃ (গোভিঃ ধেনুভিঃ বৃষৈঃ বলীবর্দ্দৈশ্চ) গবয়ারুণৈঃ (গবয়ৈঃ গোসদৃশপ্রাণীভিঃ অরুণৈঃ বন্যজন্তুবিশেষৈশ্চ) কেচিৎ শিবাভিঃ (শৃগালৈঃ) আখুভিঃ (মূষিকৈঃ) কৃকলাসৈঃ (সরীসৃপবিশেষৈঃ) শশৈঃ (শশকৈঃ) নরৈঃ (মনুষ্যৈঃ) একে (কেচিৎ) বস্তৈঃ (ছাগৈঃ) কৃষ্ণসারৈঃ (মৃগবিশেষৈঃ) হংসৈঃ, অন্যে শূকরৈঃ চ, অন্যে জলস্থল-খগৈঃ (উভচর পক্ষিভিঃ) বিকৃতবিগ্রহৈঃ (বিসদৃশশরীরৈঃ) সত্ত্বৈঃ (প্রাণিভিশ্চ বাহনৈঃ) উভয়োঃ সেনয়োঃ অগ্রতঃ অগ্রতঃ (পুরোভাগং) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ১০-১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অপর সকলে কেহ গৃধ্র, কেহ কঙ্ক, কেহ বক, কেহ শ্যেন, কেহ ভাস, কেহ তিমিঙ্গিল, কেহ শরভ, কেহ মহিষ, কেহ গণ্ডার, কেহ ধেনু, কেহ বৃষ, কেহ গবয়, কেহ অরুণ, কেহ শৃগাল, কেহ মূষিক, কেহ কৃকলাস, কেহ শশক, কেহ মনুষ্য, কেহ ছাগ, কেহ কৃষ্ণসার, কেহ হংস, অন্য কেহ বা শূকর, কেহ জলস্থলচর পক্ষী, কেহ বা বিকটাকার প্রাণীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক পরস্পরে সম্মুখীন হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১০-১২ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তৈশ্ছাগৈঃ ॥ ১০-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বস্তৈঃ'—বস্ত বলিতে ছাগ (কেহ বা ছাগের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।) ॥ ১০-১২ ॥

চিত্রধ্বজপটৈ রাজন্নাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ।
মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজনৈর্বার্হচামরৈঃ ॥ ১৩ ॥
বাতোদ্ধূতোত্তরোষ্ণীষৈরর্চ্চিভির্বর্ম্মভূষণৈঃ।
স্ফুরদ্ভির্বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥১৪॥
দেবদানববীরাণাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন।
রেজতুর্বীরমালাভির্যাদসামিব সাগরৌ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ— (হে) রাজন্! পাণ্ডুনন্দন! দেবদানব বীরাণাং (সুরাসুর-যোদ্ধৃণাং) ধ্বজিন্যৌ (বাহিন্যৌ) চিত্রধ্বজ-পটৈঃ (বিচিত্রপতাকাবস্ত্রৈঃ) সিতামলৈঃ (সিতৈঃ শ্বেতৈঃ অমলৈঃ বিমলৈশ্চ) বজ্রদণ্ডৈঃ

(বজ্রমণিময়দণ্ডযুক্তৈঃ) মহাধনৈঃ (মহামূল্যৈঃ) আতপত্রৈঃ (ছত্রৈঃ) বার্হ-চামরৈঃ (বার্হৈঃ ময়ূর-পুচ্ছরচিতৈঃ চামরৈঃ) ব্যজনৈঃ (ব্যজনক্রিয়াসাধনৈঃ) বাতোদ্ধূতোত্তরোষ্ণীষৈঃ (বাতেন উদ্ধূতৈঃ উংর্দ্ধ্ কম্পিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ উষ্ণীষৈশ্চ) বর্ম্মভূষণৈঃ (বর্ম্মভিঃ) কবচৈঃ ভূষণৈশ্চ) বিশদৈঃ (বিমলৈঃ) শস্ত্রৈঃ (চ) অর্চ্চিভিঃ (স্বাভাবিকৈঃ দীপ্তিভিঃ স্ফুরদ্ভিঃ) সূর্য্য-রশ্মিভিঃ (সংপৃক্ত সূর্য্যকরৈঃ) সুতরাম্ (আধিক্যেন) স্ফুরদ্ভিঃ (দীপ্যদ্ভিঃ সদ্ভিঃ) বীরমালাভিঃ (বীর-পঙ্ক্তিভিশ্চ হেতুভিঃ) যাদসাং (জলজন্তূনাং মালাভিঃ) সাগরৌ ইব (সমুদ্রদ্বয়মিব) রেজতুঃ (তথা প্রতীতৌ বভূবতুঃ) ॥ ১৩-১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! হে পাণ্ডুনন্দন ! দেব ও দানব যোদ্ধৃগণের দুই দল সেনা বিচিত্র ধ্বজপট, নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ হীরকদণ্ড যুক্ত মহামুল্য ছত্র, ময়ূর-পুচ্ছরচিত চামর ও ব্যজন (পাখা), বায়ুযোগে উর্দ্ধে কম্পিত উত্তরীয় ও উষ্ণীষ, বর্ম্ম, স্বাভাবিক, দীপ্তিশীল ও সূর্য্যরশ্মিযোগে অধিকতর সমুজ্জ্বল অলঙ্কার, বিমল শস্ত্র সমূহ এবং উভয় পক্ষীয় বীর-গণের শ্রেণী দ্বারা জলজন্তু সমূহে সমাকীর্ণ সাগর-দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বাতেনোদ্ধূতৈরুত্তরৈরুত্তরীয়ৈরুষ্ণীষৈশ্চা-র্চ্চিভিরর্চ্চিষ্মদ্ভিঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সুতরাং স্ফুরদ্ভিঃ । ধ্বজিন্যৌ সেনে । যাদসাং মালাভিঃ সাগরাবিব ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাতোদ্ধূত'— ইত্যাদি, বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত উত্তরীয় বস্ত্র ও উষ্ণীষ সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে সমুজ্জ্বল হইল । 'ধ্বজিন্যৌ'—উভয় পক্ষের সৈন্যগণ, 'যদসাং'—জলজন্তু-সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায় শোভা-ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩-১৫ ॥

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোঽসুরাণাং চমূপতিঃ ।
যানং বৈহায়সং নাম কামগং ময়নির্ম্মিতম্ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বসাংগ্রামিকোপেতং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং প্রভো ।
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥
আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্র্যং সর্ব্বানীকাধিপৈর্বৃতঃ ।
বালব্যজনছত্রাগ্র্যৈ রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্) (তত্র) সংখ্যে (যুদ্ধে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অসুরাণাং চমূপতিঃ (সেনাপতিঃ) বৈরোচনঃ (বিরোচননন্দনঃ) বলিঃ ময়নির্ম্মিতং (তন্নামাসুররচিতং) কামগম্ (ইচ্ছা-বিহারং) সর্ব্বসাংগ্রামিকোপেতং (সর্ব্ববিধযুদ্ধোপ-করণযুক্তং) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ম্ (অতিবিচিত্রম্) অপ্রতর্ক্যম্ (অবিচার্য্যস্বরূপম্) অনির্দ্দেশ্যং (নির্দ্দে-ষ্টুমযোগ্যং) দৃশ্যমানং (কদাচিৎ কুচিৎ লক্ষ্যমপি) অদর্শনম্ (অদৃশ্যস্বরূপং) বৈহায়সং নাম (আকাশ-গমনযোগ্যং) তৎ বিমানাগ্র্যং (বিমানশ্রেষ্ঠং) যানম্ আস্থিতঃ (আরূঢ়ঃ সর্ব্বানীকাধিপৈঃ (সর্ব্বৈঃ অধীন-সেনা-পতিভিঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) বাল-ব্যজন ছত্রাগ্র্যৈঃ (শ্রেষ্ঠচামরৈঃ ছত্রৈশ্চ) উদয়ে চন্দ্রমা ইব (উদয়কালীনচন্দ্রবৎ) রেজে (ভাতি স্ম) ॥১৬-১৮

অনুবাদ—হে প্রভো ! সেই যুদ্ধে অসুরগণের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচন-নন্দন বলি ময়দানব-নির্ম্মিত স্বেচ্ছাচারী, সর্ব্ববিধ-যুদ্ধোপকরণ সম্বলিত অতি বিচিত্র, অন্য বিমানের তুল্য, সুতরাং অতর্ক্য, অনির্দ্দেশ্য, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য, বৈহায়স-নামক বিমান শ্রেষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেনাপতিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং শ্রেষ্ঠ চামর ও ছত্রে সুশোভিত হইয়া উদয়গিরি শিখরস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৮ ॥

তস্যাসন্ সর্ব্বতো যানৈর্যূথানাং পতয়োঽসুরাঃ ।
নমুচিঃ শম্বরো বাণো বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
দ্বিমূর্দ্ধা কালনাভোঽথ প্রহেতির্হেতিরিল্বলঃ ।
শকুনির্ভূতসন্তাপো বজ্রদংষ্ট্রো বিরোচনঃ ॥ ২০ ॥
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ ।
তারকশ্চক্রদৃক্ শুম্ভো নিশুম্ভো জম্ভ উৎকলঃ ॥২১॥
অরিষ্টোঽরিষ্টনেমিশ্চ ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ ।
অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
অলব্ধভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ।
সর্ব্ব এতে রণমুখে বহুশো নির্জ্জিতামরাঃ ॥ ২৩ ॥
সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুর্মহারবান্ ।
দৃষ্ট্বা সপত্নানুৎসিক্তান্ বলভিৎ কুপিতো ভৃশম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বলেঃ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু)

যানৈঃ (স্বস্ববাহনৈঃ) যূথানাং পতয়ঃ (সেনাপতয়ঃ) অসুরাঃ আসন্ (যথাভাগং স্থিতাঃ) নমুচিঃ শম্বরঃ বাণঃ বিপ্রচিত্তিঃ অয়োমুখঃ দ্বিমূর্দ্ধা কালনাভঃ অথ প্রহেতিঃ হেতিঃ ইল্বলঃ শকুনিঃ ভূতসন্তাপঃ বজ্রদংষ্ট্রঃ বিরোচনঃ হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ মেঘদুন্দুভিঃ তারকঃ চক্রদৃক্ শুম্ভঃ নিশুম্ভঃ জম্ভঃ উৎকলঃ অরিষ্ট অরিষ্টনেমিঃ ময়ঃ ত্রিপুরাধিপঃ চ পৌলোম-কালেয়াঃ (পুলোমতনয়াঃ কালেয়াঃ চ) নিবাত-কবচাদয়ঃ অন্যে (অপরে চ) সোমস্য (সুধায়াঃ) অলব্ধভাগাঃ (ভাগমপ্রাপ্তাঃ) কেবলং (পরং) ক্লেশভাগিনঃ (মন্থনকষ্টভাগিনঃ) এতে সর্ব্বে রণ-মুখে (যুদ্ধাগ্রে) বহুশঃ (বাহুল্যেন) নির্জ্জিতামরাঃ (সুরমর্দ্দিনঃ সন্তঃ) সিংহনাদান্ (বীরনির্ঘোষান্) বিমুঞ্চন্তঃ (কুর্ব্বন্তঃ) মহারবান্ (তুমুলনিনাদান্) শঙ্খান্ দধমুঃ (বাদয়ামাসুঃ), বলভিৎ (ইন্দ্রঃ) উৎসিক্তান্ (উদ্ধতান্) সপত্নান্ (তান্ শত্রূন্) দৃষ্ট্বা ভৃশম্ (অত্যর্থং) কুপিতঃ (বভূব) ॥ ১৯-২৪ ॥

অনুবাদ—সেই বলির চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব বাহনের সহিত সেনাপতিগণ ও অসুরসকল যথাস্থানে অবস্থিত হইল। নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘ, দুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপ, ময় এবং পৌলোম ও কালেয়গণ, নিবাতকবচ প্রভৃতি এবং সুধার অংশে বঞ্চিত কেবল ক্লেশভাগী অপর সকলে রণক্ষেত্রে বহুপ্রকারে দেবগণকে নির্জ্জিত করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তুমুলরবে শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। ইন্দ্র শত্রু অসুরদিগকে উদ্ধত দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন ॥ ১৯-২৪ ॥

ঐরাবতং দিক্করিণমারূঢ়ঃ শুশুভে স্বরাট্।
যথা স্রবৎপ্রস্রবণমুদয়াদ্রিমহর্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) ঐরাবতং (নাম) দিক্‌করিণং (দিঙ্‌নাগম্) আরূঢ়ঃ (সন্) স্রবৎ-প্রস্রবণং (স্রবৎ গলিতং প্রস্রবণং যত্র, ঐরাবতে চ মদস্রাবাদেতদৌপম্যম্) উদয়াদ্রিম (উদয়পর্ব্বতম্) আরূঢ়ঃ অহর্পতিঃ (সূর্য্যঃ) যথা (ইব) শুশুভে (রেজে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রস্রবণ-সমূহ যথায় সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়, সেই উদয়গিরিতে আরূঢ় সূর্য্যদেবের ন্যায় ইন্দ্র ঐরাবত নামক মদধারাস্রাবী দিগ্‌হস্তীতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্রবণানি দানজলা নির্ঝরাশ্চ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রস্রবণানি'—দানজল ও নির্ঝর (অর্থাৎ প্রসবণপ্রযুক্ত উদয়পর্ব্বতের উপরিস্থিত সূর্য্যের ন্যায় মদধারাস্রাবী ঐরাবত নামক দিক্‌হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শোভা পাইতে লাগিলেন। এখানে গলিত প্রস্রবণের সহিত হস্তীর মদস্রাবের এবং সূর্য্যদেবের সহিত ইন্দ্রের তুলনা করা হইয়াছে।) ॥ ২৫ ॥

তস্যাসন্ সর্ব্বতো দেবা নানাবাহধ্বজায়ুধাঃ।
লোকপালাঃ সহ গণৈর্বায্বগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ইন্দ্রস্য চ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) নানাবাহ-ধ্বজা আয়ুধাঃ (নানাবিধ-বাহন-পতাকাস্ত্র-ধারিণঃ) দেবাঃ সহগণৈঃ (গণৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) বায্বগ্নিবরুণাদয়ঃ (বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) লোকপালাঃ (চ) আসন্ (সাহায্যার্থং স্থিতাঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রেরও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাহনে পতাকা ও অস্ত্রধারী হইয়া দেবগণ এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে স্ব স্ব গণসহ উপস্থিত ছিলেন ॥ ২৬ ॥

তেঽন্যোন্যমভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো মর্ম্মভির্মিথঃ।
আহ্বয়ন্তো বিশন্তোঽগ্রে যুযুধুর্দ্বন্দ্বযোধিনঃ ॥২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে (দেবাসুরাঃ) অন্যোঽন্যং (পর-স্পরম্) অভিসংসৃত্য (অভিমুখং সমীপম্ আগত্য) মিথঃ (পরস্পরং) মর্ম্মভিঃ (মর্ম্মপীড়কৈঃ বাক্যৈঃ) ক্ষিপন্তঃ (তিরস্কুর্ব্বন্তঃ) আহ্বয়ন্তঃ (নামভিঃ আহ্বানং কুর্ব্বন্তঃ) অগ্রে (পুরোভাগে) বিশন্তঃ (প্রবিষ্টাশ্চ) দ্বন্দ্বযোধিনঃ যুযুধুঃ (তেষু বীরযুগলং পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধং চকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দেবতা ও দানবগণ পরস্পর সমীপ-বর্ত্তী হইয়া মর্ম্মপীড়কবাক্য দ্বারা তিরস্কার এবং পরস্পর পরস্পরকে নামোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিতে করিতে পুরোভাগে প্রবেশ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৭ ॥

যুযোধ বলিরিন্দ্রেণ তারকেণ গুহোঽস্যত ।
বরুণো হেতিনাযুধ্যন্মিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! বলিঃ ইন্দ্রেণ (সহ) যুযোধ গুহঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) তারকেণ (তন্নাম্না-সুরেণ সহ) অস্যত (আস্যত অযুধ্যত), বরুণঃ হেতিনা (সহ) মিত্রঃ প্রহেতিনা (সহ) অযুধ্যৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বলি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কার্ত্তিক তারকাসুরের সহিত, বরুণ হেতির সহিত এবং মিত্র প্রহেতির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যত আস্যত অস্ত্রাণি চিক্ষেপ ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্যত' —আস্যত, অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৮ ॥

যমস্তু কালনাভেন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন বৈ ।
শম্বরো যুযুধে ত্বষ্ট্রা সবিত্রা তু বিরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যমঃ তু কালনাভেন (সহ) বিশ্বকর্ম্মা ময়েন (সহ) বৈ শম্বরঃ ত্বষ্ট্রা (সহ) বিরোচনঃ তু সবিত্রা (সহ) যুযুধে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কালনাভের সহিত যম, ময়দানবের সহিত বিশ্বকর্ম্মা, ত্বষ্টার সহিত শম্বর এবং সূর্য্যের সহিত বিরোচন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ বৃষপর্ব্বণা ।
সূর্য্যো বলিসুতৈর্দেবো বাণজ্যেষ্ঠৈঃ শতেন চ ॥ ৩০ ॥
রাহুণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুযুধেঽনিলঃ ।
নিশুম্ভশুম্ভয়োর্দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—নমুচিঃ অপরাজিতেন (সহ) অশ্বিনৌ বৃষপর্ব্বণা (সহ) সূর্য্যঃ দেবঃ চ বাণ-জ্যেষ্ঠৈঃ (বাণ-প্রধানৈঃ) শতেন (শতসংখ্যকৈঃ) বলিসুতৈঃ (বলি-পুত্রৈঃ সহ) তথা সোমঃ (চন্দ্রঃ) রাহুণা চ (সহ) অনিলঃ (বায়ুশ্চ) পুলোম্না (সহ) তরস্বিনী (মহাবলবতী) ভদ্রকালী দেবী নিশুম্ভ-শুম্ভয়োঃ (তাভ্যাং সহ) যুযুধে ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—অপরাজিতের সহিত নমুচি, বৃষপর্ব্বের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্য্যদেবের সহিত মহারাজ বলির বাণাদি শতসংখ্যক পুত্র, তদ্রূপ রাহুর সহিত চন্দ্র, পুলোমার সহিত বায়ু এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত মহাবলবতী ভদ্রকালী দেবী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যো দেব এক এব শতেন বলিসুতৈঃ নিশুম্ভশুম্ভাভ্যাং দেবী ব্রহ্মপুত্রৈর্বসিষ্ঠাদ্যৈঃ ॥৩০-৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূর্য্যঃ দেবঃ'—সূর্য্যদেব একাকীই একশত বলিপুত্রের সহিত, দেবী ভদ্রকালী নিশুম্ভ ও শুম্ভের সহিত, এবং 'ব্রহ্মপুত্রৈঃ'—বসিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণের সহিত ইল্বল ও বাতাপি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বৃষাকপিস্তু জম্ভেন মহিষেণ বিভাবসুঃ ।
ইল্বলঃ সহবাতাপির্ব্রহ্মপুত্রৈররিন্দম ॥ ৩২ ॥
কামদেবেন দুর্ম্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ ।
বৃহস্পতিশ্চোশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩৩ ॥
মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালেয়ৈর্বসবোঽমরাঃ ।
বিশ্বেদেবাস্তু পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম্ ! (রিপুদমন !) বৃষাকপিঃ (মহাদেবঃ) তু জম্ভেন (সহ) বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ) মহিষেণ (মহিষাসুরেণ সহ) সহবাতাপিঃ (বাতাপিনা ভ্রাত্রা সহ) ইল্বলঃ ব্রহ্মপুত্রৈঃ (সহ) দুর্ম্মর্ষঃ কামদেবেন (সহ) উৎকলঃ মাতৃভিঃ (মাতৃ-কাগণেন সহ) বৃহস্পতিঃ চ উশনসা (শুক্রেণ সহ) শনৈশ্চরঃ নরকেণ (নরকাসুরেণ সহ) মরুতঃ (মরুদ্গণাঃ) নিবাত-কবচৈঃ (সহ) অমরাঃ বসবঃ (বসুগণাঃ) কালেয়ৈঃ (কালকেয়ৈঃ সহ) বিশ্বেদেবাঃ তু পৌলোমৈঃ (সহ) রুদ্রাঃ (চ) ক্রোধবশৈঃ সহ (যুযুধিরে) ॥ ৩২-৩৪ ॥

অনুবাদ—হে অরিন্দম ! জম্ভের সহিত মহাদেব, মহিষাসুরের সহিত বিভাবসু, ব্রহ্মপুত্রের সহিত বাতাপি ও ইল্বল, কামদেবের সহিত দুর্ম্মর্ষ, মাতৃকাগণের সহিত উৎকল, শুক্রের সহিত বৃহস্পতি, নরকাসুরের সহিত শনি, নিবাতকবচের সহিত মরুদ্গণ, কালকেয়নামক অসুরগণের সহিত বিশ্বদেবগণ এবং ক্রোধবশদিগের সহিত রুদ্রগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৪ ॥

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্রা
দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ ।
অন্যোন্যমাসাদ্য নিজঘ্নুরোজসা
জিগীষবস্তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) অসুরাঃ সুরেন্দ্রাঃ (দেবাশ্চ) আজৌ (যুদ্ধে) এবং (পূর্ব্বোক্তভাবেন) দ্বন্দ্বেন (যুগ্মরূপেণ) সংহত্য (মিলিত্বা) যুধ্যমানাঃ (যুদ্ধং কুর্ব্বন্তঃ) ওজসা (বলেন) জিগীষবঃ (জয়েচ্ছবঃ) অন্যোন্যং (পরস্পরম্) আসাদ্য (সংপ্রাপ্য) তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ বাণ-খড়্গ-তোমরাস্ত্রৈঃ) নিজঘ্নুঃ (প্রজহ্রুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত দেব ও দানবগণ এই প্রকার যুগ্মরূপে মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জয়েচ্ছু হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণ, খড়্গ ও তোমরাদি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভূশুণ্ডিভিশ্চক্রগদর্ষ্টিপট্টিশৈঃ
শক্ত্যুল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি ।
নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিঘৈঃ সমুদ্গরৈঃ
সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভূশুণ্ডিভিঃ (অস্ত্রবিশেষৈঃ) চক্রগদর্ষ্টিপট্টিশৈঃ (চক্রেণ গদয়া ঋষ্ট্যা পট্টিশেন চ) শক্ত্যুল্মুকৈঃ (শক্তিভিঃ উল্মুকৈশ্চ) প্রাসপরশ্বধৈঃ অপি (প্রাসৈঃ পরশুভিশ্চ) নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ (খড়্গৈঃ ভল্লৈশ্চ) সমুদ্গরৈঃ (মুদ্গর-সহিতৈঃ) সভিন্দিপালৈঃ চ (ভিন্দিপালৈঃ সহ চ বর্ত্তমানৈঃ) পরিঘৈঃ (তদস্ত্রৈঃ) শিরাংসি (বিপক্ষমস্তকানি) চিচ্ছিদুঃ (ছিন্নবন্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভূশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, কুন্ত, পরশু (কুঠার), খড়্গ, ভল্ল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল এবং পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষের মস্তক সকল ছিন্ন হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভূশুণ্ড্যাদয়োঽস্ত্রবিশেষাঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূশুণ্ডিভিঃ'—ভূশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রবিশেষ ॥ ৩৬ ॥

গজাস্তুরঙ্গাঃ সরথাঃ পদাতয়ঃ
সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরাঙ্ঘ্রয়-
শ্ছিন্নধ্বজেষ্বাসতনুত্রভূষণাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—গজাঃ তুরঙ্গাঃ সরথাঃ (রথসহিতাঃ) পদাতয়ঃ (পাদচারিণো যোদ্ধারাঃ) বিবিধাঃ সারোহবাহাঃ (আরোহিভিঃ সহিতাঃ অশ্বাশ্চ) নিকৃত্ত-বাহূরু-শিরোধরাঙ্ঘ্রয়ঃ (নিকৃত্তাঃ ছিন্নাঃ বাহবঃ ভুজাঃ উরবঃ শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদাশ্চ যেষাং তথাভূতাঃ) ছিন্নধ্বজেষ্বাস তনুত্রভূষণাঃ (ছিন্নাঃ ধ্বজাঃ পতাকাঃ ইষ্বাসাঃ ধনূংষি তনুত্রাণি বর্ম্মাণি ভূষণানি চ যেষাং তথাভূতাশ্চ সন্তঃ) বিখণ্ডিতাঃ (ছিন্নাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—(পরস্পরে অস্ত্রপ্রহারে) গজ, তুরঙ্গ, রথ ও উহাদের আরোহিগণ, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহনের সহিত আরোহিবর্গের বাহু, উরু, গ্রীবা ও পদ ছিন্ন হইয়া গেল। পতাকা, ধনু, বর্ম্ম, ভূষণাদি খণ্ড-বিখণ্ড হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—আরোহন্তীত্যারোহা বাহ্যাঃ তৈঃ সহিতা বাহা বাহনাঃ । ঈষ্বাসো ধনুঃ তনুত্রং কবচম্ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সারোহ-বাহাঃ' — যাহারা আরোহণ করে আরোহী, 'বাহ্যা' বলিতে যোদ্ধৃগণ, তাহাদের সহিত, অর্থাৎ আরোহী যোদ্ধৃগণের সহিত অন্যান্য বাহনগণও বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 'ঈষ্বাসঃ'—বলিতে ধনুঃ, 'তনুত্রং'—কবচ, অর্থাৎ তাহাদের ধনুঃ, বর্ম্ম ও ভূষণসমূহ খণ্ডবিখণ্ড হইল ॥ ৩৭ ॥

তেষাং পদাঘাতরথাঙ্গচূর্ণিতা-
দায়োধনাদুল্বণ উত্থিতস্তদা।
রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমণিঞ্চ ছাদয়ন্
ন্যবর্ত্ততাসৃক্‌স্রুতিভিঃ পরিপ্লুতাৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তেষাং (দেবাসুরাণাং) পদাঘাত-রথাঙ্গ-চূর্ণিতাৎ (পদাঘাতৈঃ রথাঙ্গৈ, চক্রেশ্চ চূর্ণিতাৎ বিদারিতাৎ) আয়োধনাৎ (যুদ্ধক্ষেত্রাৎ) উত্থিতঃ (উদ্গতঃ) উল্বণঃ (প্রবৃদ্ধঃ) রেণুঃ (ধূলিঃ) দ্যুমণিং (সূর্য্যং) দিশঃ খম্ (আকাশং) চ ছাদয়ন্ (আবৃণ্বন্ পশ্চাৎ) অসৃক্‌স্রুতিভিঃ (রুধির-প্রস্রবণৈঃ) পরিপ্লুতাৎ (পরিপ্লবনাদ্ হেতোঃ) ন্যবর্ত্তত (নিবৃত্তো বভূব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে দেবাসুরগণের পদাঘাতে ও রথ-চক্রের দ্বারা চূর্ণীকৃত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রচণ্ড ধূলিপটল উত্থিত হইল এবং উহা দিঙমণ্ডল, গগন ও সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই রুধির ধারায় সিক্ত হওয়ায় ধূলিজাল নিবৃত্ত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—চূর্ণিতাচ্চূর্ণীভূতাৎ আয়োধনাৎ সংগ্রাম-স্থানাৎ উত্থিতো রেণুর্ন্যবর্ত্তত। কীদৃশাৎ অসৃক্-স্রুতিভিঃ রক্তক্ষরণৈঃ পরিপ্লুতাৎ সিক্তাৎ, পরিপ্লুত ইতি পাঠে রেণুবিশেষণম্। তদা চ সূর্য্যপর্য্যন্তং রক্তোচ্ছলনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চূর্ণিতাৎ' - (অর্থাৎ দেবতা ও অসুরগণের পদাঘাত ও রথচক্রদ্বারা রণক্ষেত্রের মৃত্তিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে), সেই চূর্ণীভূত সংগ্রামস্থান হইতে উত্থিত ধূলিসমূহ 'ন্যবর্ত্তত'—নিবৃত্ত হইল। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অসৃক্-স্রুতিভিঃ' —যোদ্ধৃগণের রক্তক্ষরণের দ্বারা সিক্ত হওয়ায় (উত্থানে বাধা পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল)। 'পরি-প্লুতঃ'—এইরূপ পাঠে উহা রেণুর বিশেষণ। তৎকালে সূর্য্য পর্য্যন্ত রক্তের উচ্ছলন হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

শিরোভিরুদ্ধূতকিরীটকুণ্ডলৈঃ
সংরম্ভদৃগ্‌ভিঃ পরিদষ্টদচ্ছদৈঃ।
মহাভুজৈঃ সাভরণৈঃ সহায়ুধৈঃ
সা প্রাস্তৃতা ভূঃ করভোরুভির্বভৌ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সা ভূঃ (যুদ্ধভূমিঃ) উদ্ধৃত-কিরীটকুণ্ডলৈঃ (উদ্ধৃতানি উৎক্ষিপ্তানি কিরীটানি কুণ্ডলানি চ যেভ্যঃ তৈঃ) সংরম্ভদৃগ্‌ভিঃ (সংরম্ভ-যুক্তাঃ দৃশঃ নয়নানি যেষু তৈঃ) পরিদষ্ট-দচ্ছদৈঃ (পরিদষ্টাঃ দন্তেন দংশিতা দচ্ছদাঃ দন্তচ্ছদাঃ ওষ্ঠ-ভাগাঃ যেষু তৈঃ) শিরোভিঃ (যোদ্ধৃমস্তকৈঃ তথা) সহায়ুধৈঃ (সশস্ত্রৈঃ) সাভরণৈঃ (সালঙ্কারৈঃ) মহাভুজৈঃ (যোদ্ধৃণাং বিশালবাহুভিঃ) করভোরুভিঃ (করভসদৃশৈরুরুভিশ্চ) প্রাস্তৃতা (প্রাবৃতা সতী) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে যোদ্ধৃগণের কিরীটকুণ্ডল-সম্বলিত ক্রোধযুক্ত-নয়ন-বিশিষ্ট এবং ক্রোধে দন্তদ্বারা পরিদষ্ট অধরযুক্ত মস্তক, সশস্ত্র সালঙ্কার বিশাল ভুজ ও করভসদৃশ উরুসমূহের দ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকর্ষেণ আস্তৃতা আচ্ছাদিতাঃ ॥৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাস্তৃতা'—সেই রণক্ষেত্র যোদ্ধৃগণের ছিন্ন মস্তক প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ
উদ্যতায়ুধদোর্দ্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র চ (যুদ্ধভূমৌ) মৃধে (সংগ্রামে) উদ্যতায়ুধদোর্দ্দণ্ডৈঃ (অস্ত্রধারি-বাহুভিঃ) ভটান্ (যোদ্ধৃন্ প্রতি) আধাবন্তঃ (আক্রমিতুং ধাবন্তঃ) স্বশিরোঽক্ষিভিঃ (যুদ্ধ-ক্ষেত্র-নিপতিত-নিজশিরোগত-নয়নৈঃ) [পশ্যন্তঃ (দৃষ্টিসমর্থাঃ)] কবন্ধাঃ (ছিন্নগ্রীবাঃ প্রেতাঃ) চ উৎপেতুঃ (আগতাঃ) ॥৪০॥

অনুবাদ—সেই রণক্ষেত্রে অনেক কবন্ধের (মস্তক রহিত দেহের) উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ সকল কবন্ধ যুদ্ধে নিপতিত নিজ নিজ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিয়া ভুজদণ্ডের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রাদি উত্তোলন পূর্ব্বক অন্য যোদ্ধার প্রতি ধাবমান হইতেছিল ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পতিতানি যানি স্বশিরাংসি তত্রত্যৈ-রক্ষিভিঃ পশ্যন্তঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতিত-স্বশিরঃ'—ভূপতিত নিজ নিজ মুণ্ডস্থিত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া ॥ ৪০ ॥

বলির্মহেন্দ্রং দশভিস্ত্রিভিরৈরাবতং শরৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকেনারোহমাচ্ছর্য়ৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বলিঃ দশভিঃ শরৈঃ (বাণৈঃ) মহেন্দ্রম্ (ইন্দ্রং) ত্রিভিঃ (শরৈঃ) ঐরাবতম্ (ইন্দ্রবাহনগজং) চতুর্ভিঃ (শরৈঃ) চতুরঃ বাহান্ (ঐরাবতপাদরক্ষক-চতুষ্টয়ম্) একেন (শরেণ) আরোহং (গজযন্তারম্) আচ্ছর্য়ৎ (বিব্যাধ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর বলি দশবাণ দ্বারা ইন্দ্রকে, তিন বাণে ঐরাবতের পাদ-রক্ষক অশ্ব-চতুষ্টয়কে এবং এক বাণে হস্তিচালককে বিদ্ধ করিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—বাহান্ ঐরাবতপাদরক্ষকান্, আরোহং গজযন্তারম্ আচ্ছর্য়ৎ বিব্যাধ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহান্'—ঐরাবতের পাদ-রক্ষক চারিটি বাহককে, এবং 'আরোহং'—হস্তীর পরিচালককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪১ ॥

স তানাপততঃ শক্রস্তাবদ্ভিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তান্ হসন্নিব ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শীঘ্রবিক্রমঃ (দ্রুতশরপ্রয়োগকুশলঃ) স শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) আপততঃ (স্বাভিমুখম্ আগচ্ছতঃ) অসম্প্রাপ্তান্ (লক্ষ্যেষু অসংলগ্নান্ এব) তান্ (শরান্) তাবদ্ভিঃ (শর-সংখ্যকৈঃ) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) (অস্ত্রবিশেষৈঃ) হসন্ ইব (অনায়াসেনৈব) চিচ্ছেদ (দ্বিধা চকার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে নিজাভিমুখগামী শস্ত্রসমূহকে তাবৎ সংখ্যক শানিত অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। উহারা লক্ষ্যে সংলগ্ন হইতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥

তস্য কর্ম্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষঃ শক্তিমাদদে।
তাং জ্বলন্তীং মহোল্কাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মর্ষঃ (অসহনঃ স বলিঃ) তস্য (ইন্দ্রস্য) উত্তমম্ (অনায়াসেন বাণচ্ছেদরূপং) কর্ম্ম বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা পুনস্তস্য হননার্থং) শক্তিম্ (অস্ত্রবিশেষম্) আদদে (জগ্রাহ)। হরিঃ (ইন্দ্রশ্চ) মহোল্কাভাং (মহোল্কাবৎ প্রতীয়মানাং) জলন্তীং (দীপ্যমানাং) তাং (শক্তিং) হস্তস্থাং (ত্যাগাৎ-পূর্ব্বং রিপুহস্তস্থিতামেব) অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥৪৩

অনুবাদ—ইন্দ্রের এই প্রকার উত্তম কর্ম্ম দর্শন করিয়া বলি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হই-লেন না। তিনি শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র ঐ মহা উল্কার ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তিকে বলির হস্তে থাকিতে থাকিতেই ছিন্ন করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ম্মর্ষঃ অসহনো বলিঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্ম্মর্ষঃ'—অসহিষ্ণু মহারাজ বলি, (অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐপ্রকার বাণচ্ছেদনরূপ উত্তম কর্ম্ম দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অসুররাজ বলি একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন) ॥ ৪৩ ॥

ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরমৃষ্টয়ঃ।
যদ্যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎ সর্ব্বং তদচ্ছিনদ্বিভুঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শক্তিচ্ছেদাৎ পশ্চাৎ বলিঃ) শূলং ততঃ (শূলাৎ পশ্চাৎ) প্রাসং (তন্নামকমস্ত্রং) ততঃ (প্রাসাৎ পরং) তোমরম্ (অস্ত্রবিশেষং ততশ্চ) ঋষ্টয়ঃ (ঋষ্টিনামকানি অস্ত্রাণি এবং) যৎ যৎ শস্ত্রং সমাদদ্যাৎ (ইন্দ্রস্য বধায় অগ্রহীৎ) বিভুঃ (সমর্থঃ স ইন্দ্রঃ) তৎ সর্ব্বং (শস্ত্রম্) অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তদন্তর ক্রমে ক্রমে বলি শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি যে যে শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সামর্থ্যবান্ ইন্দ্র সে সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪ ॥

সসর্জ্জাথাসুরীং মায়ামন্তর্দ্ধানগতোঽসুরঃ।
ততঃ প্রাদুরভূচ্ছৈলঃ সুরানীকোপরি প্রভো ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো! (রাজন্!) অথ (সর্ব্ব-শস্ত্র-চ্ছেদানন্তরং) অসুরঃ (বলিঃ) অন্তর্দ্ধান-গতঃ (লোক-লোচন-গোচরাৎ তিরোহিতবিগ্রহঃ সন্) আসুরীম্ (অসুরাভ্যস্তাং) মায়াং সসর্জ (কল্পয়ামাস)। ততঃ (মায়াকল্পনাদেব) সুরানীকোপরি (দেবসৈন্যা-নামূর্দ্ধভাগে) শৈলঃ (কশ্চিৎ পর্ব্বতঃ) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূতঃ বভূব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! অনন্তর এই অসুররাজ (বলি) অন্তর্হিত হইয়া আসুরী মায়া সৃষ্টি করিল। তখন দেবসৈন্যের উপরে এক পর্ব্বত আবির্ভূত হইল ॥ ৪৫ ॥

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা।
শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিষদ্বলম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শৈলাৎ) দবাগ্নিনা (দাবানলেন) দহ্যমানাঃ তরবঃ (বৃক্ষাঃ তথা) সটঙ্ক-শিখরাঃ টঙ্কবৎ তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শিখরৈঃ সহিতাঃ) শিলাঃ (প্রস্তর-খণ্ডাঃ) দ্বিষদ্বলং (শত্রুভূত দেবসৈন্যং) চূর্ণয়ন্ত্যঃ (চূর্ণিতান্ কুর্ব্বন্ত্যঃ সত্যঃ) নিপেতুঃ (পতিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐ পর্ব্বত হইতে দাবানলে দহ্যমান বৃক্ষ সকল, টঙ্কের (পাষাণ-বিদারক অস্ত্র) ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র শিখরের সহিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ শত্রু সৈন্যগণকে চূর্ণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—টঙ্কবত্তীক্ষ্ণৈঃ শিখরৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সটঙ্ক-শিখরাঃ'—টঙ্ক বলিতে পাষাণচ্ছেদক অস্ত্র, তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র শিলাখণ্ডসমূহ (পতিত হইয়া দেবসৈন্যগণকে চূর্ণ করিতে লাগিল।) ॥ ৪৬ ॥

মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দ্দয়ন্তো মহাগজাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—সবৃশ্চিকাঃ (বৃশ্চিকৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) দন্দশূকাঃ (দংশনস্বভাবাঃ) মহোরগাঃ (মহাসর্পাঃ তথা) সিংহব্যাঘ্র-বরাহাঃ চ (জন্তবঃ) মর্দ্দয়ন্তঃ (পীড়য়ন্তঃ সন্তঃ) মহাগজাঃ (বৃহদ্ধস্তিনঃ) সমুৎ-পেতুঃ (শত্রুবলে পতিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বৃশ্চিকের সহিত দংশনশীল মহাসর্প-সকল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ও মর্দনক্ষম মহা মত্তমাতঙ্গগণ শত্রুসৈন্যমধ্যে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ।
ছিন্ধি ভিন্ধীতিবাদিন্যস্তথা রক্ষোগণাঃ প্রভো ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ !) শূলহস্তাঃ (শূলধারিণ্যঃ) বিবাসসঃ (নগ্নাঃ) ছিন্ধি (শত্রুবল-চ্ছেদং কুরু) ভিন্ধি (শত্রুবল-ভেদং কুরু) ইতি বাদিন্যঃ (উচ্চৈঃ ঘোষয়ন্ত্যঃ) শতশঃ (বহ্ব্যঃ) যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যঃ) তথাঃ (তাদৃশাঃ) রক্ষোগণাঃ (রাক্ষসগণাশ্চ সমুৎপেতুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! শূলধারিণী বিবসনা বহু রাক্ষসী এবং রাক্ষসগণ 'ছেদন কর' 'বিনাশ কর' ইত্যাদি বলিতে বলিতে সমুৎপতিত হইল ॥ ৪৮ ॥

ততো মহাঘনা ব্যোম্নি গম্ভীরপরুষস্বনাঃ।
অঙ্গারান্ মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত (অনন্তরং) ব্যোম্নি (গগনমণ্ডলে) গম্ভীরপুরুষস্বনাঃ (গুরুতরকর্কশশব্দাঃ) মহাঘনাঃ (অতিশয়নিবিড়াঃ) বাতৈঃ (বায়ুভিঃ) আহতাঃ (তাড়িতাঃ) স্তনয়িত্নবঃ (মেঘাঃ) অঙ্গারান্ মুমুচুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আকাশমণ্ডলে অতি ভীষণ শব্দ করিয়া নিবিড় জলদজাল বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া অঙ্গারবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্তনয়িত্নবো গর্জ্জনবন্তঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনয়িত্নবঃ'—গর্জ্জনকারী (মেঘসমূহ বায়ুর আঘাতে অঙ্গাররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥ ৪৯ ॥

সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্ বহ্নিঃ শ্বসনসারথিঃ।
সাংবর্ত্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যেন (বলিনা) সৃষ্টঃ (মায়য়া কল্পিতঃ) শ্বসন-সারথিঃ (বায়ুসহায়ঃ) সাংবর্ত্তকঃ ইব (প্রলয়কালীনবহ্নিবৎ) অত্যুগ্রঃ (অতিপ্রচণ্ডঃ) সুমহান্ বহ্নিঃ (কশ্চিদনলঃ) বিবুধ-ধ্বজিনীং (দেব-বাহিনীম্) অধাক্ (দদাহ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বলিসৃষ্ট মহান্ অগ্নি দেববাহিনীকে

দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই অগ্নি বায়ুসহায় সংবর্ত্তক নামক প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অধাক্ অধাক্ষীৎ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধাক্'—দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্ব্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধূততরঙ্গাবর্ত্তভীষণঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অগ্নেঃ পশ্চাৎ) সর্ব্বতঃ (দেবসৈন্যেষু সর্ব্বত্র) প্রচণ্ডবাতৈঃ (প্রবলবায়ুভিঃ) উদ্ধূততরঙ্গাবর্ত্ত-ভীষণঃ (উদ্ধূতাঃ উত্থিতাঃ যে তরঙ্গাঃ উর্ম্ময়ঃ তেষাম্ আবর্ত্তৈঃ জলভ্রমিভিঃ ভীষণঃ ভয়দঃ) উদ্বেলঃ (বেলামতিক্রান্তঃ) সমুদ্রঃ (কশ্চিন্মায়া-কল্পিতঃ সাগরঃ) প্রত্যদৃশ্যত (দৃষ্টিপথমাজগাম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সর্ব্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা উত্থিত, তরঙ্গ ও আবর্ত্ত-হেতু ভয়ানক তীরাতিক্রম সমুদ্র দৃষ্ট হইল ॥ ৫১ ॥

এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভী রণে ।
সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) রণে (যুদ্ধে) অলক্ষ্যগতিভিঃ (অলক্ষ্যা অদৃশ্যা গতিঃ যেষাং তৈঃ) মহামায়ৈঃ (মায়া বিদ্যা-কুশলৈঃ) দৈত্যৈঃ (অসুরৈঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) মায়াসু সৃজ্যমানাসু (বিরচ্যমানাসু সতীষু) সুরসৈনিকাঃ (দেবসৈন্যাঃ) বিষেদুঃ (বিষাদং প্রাপুঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য মহামায়াবী দানবগণ এই প্রকার অলক্ষ্যগতিতে রণক্ষেত্রে বিবিধ মায়া সৃষ্টি করিতে থাকিলে দেবসৈন্যগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইল ॥৫২

ন তৎপ্রতিবিধিং যত্র বিদুরিন্দ্রাদয়ো নৃপ ।
ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (রাজন্) যত্র (মায়া-বিষয়ে) ইন্দ্রাদয়ঃ (অন্যে দেবাঃ) তৎপ্রতিবিধিং (তৎপ্রতীকার-ক্রিয়াং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি স্ম) তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) ধ্যাতঃ (প্রতিকারার্থং স্মৃতঃ) বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বহিতৈষী) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) প্রাদুরভূৎ (তত্রাবির্ভূতো বভূব) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মায়ার কোন প্রতীকার দেখিতে না পাইয়া ভগবানকে ধ্যান করিবামাত্র বিশ্ব-ভাবন ভগবান্ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

ততঃ সুপর্ণাংসকৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ
পিশঙ্গবাসা নবকঞ্জলোচনঃ ।
অদৃশ্যতাষ্টায়ুধবাহুরুল্লস-
চ্ছ্রীকৌস্তুভানর্ঘ্যকিরীটকুণ্ডলঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ সুপর্ণাংস-কৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ (সুপর্ণস্য অংসয়ো বাহুমূলয়োঃ কৃতং বিন্যস্তম্ অঙ্ঘ্রিপল্লবঃ পাদপল্লব-যুগ্মং যেন সঃ) পিশঙ্গবাসাঃ (পীতবসনঃ) নবকঞ্জলোচনঃ (নবীনপদ্মবৎ প্রস্ফু-টিতনেত্রঃ) অষ্টায়ুধ-বাহুঃ (অষ্টৌ আয়ুধযুক্তাঃ অস্ত্রযুক্তাঃ বাহবঃ ভুজাঃ যস্য সঃ) উল্লসচ্ছ্রীকৌস্তু-ভানর্ঘ্যকিরীট কুণ্ডলঃ (উল্লসন্তি প্রকাশমানানি শ্রীশ্চ কৌস্তুভশ্চ অনর্ঘ্যকিরীটং মহার্ঘমুকুটং কুণ্ডলে চ এতানি যত্র সঃ ভগবান্) অদৃশ্যত (অবলোকিতঃ অভূৎ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করিয়া পীতবসন, নবপদ্ম-পলাশলোচন ভগবান্ অষ্ট বাহুতে অষ্ট আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক শ্রী, কৌস্তুভ, মহা-মূল্যবান্ কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হইয়া সকলের দৃগ্‌গোচর হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরকূটকর্ম্মজা
মায়া বিনেশুর্মহিনা মহীয়সঃ ।
স্বপ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে
হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (ভগবতি) প্রবিষ্টে (যুদ্ধ-ভূমিমাগতে সতি) মহীয়সঃ মহিনা (মহিমবতঃ তস্য মহিম্না) অসুরকূটকর্ম্মজা (অসুরাণাং রহস্য-

ক্রিয়াজন্যা) মায়া প্রতিবোধে আগতে স্বপ্নঃ যথাঃ হি (জাগ্রদবস্থায়াং প্রাপ্তায়াং যথা স্বপ্নঃ নশ্যতি তথা) বিনেশুঃ (বিলীনাঃ বভূবুঃ), (যতঃ) হরেঃ (ভগবতঃ) স্মৃতিঃ (স্মরণং) সর্ব্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ (সকলাপদদুদ্ধারকম্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেরূপ স্বপ্নাবস্থা নাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মহামহিম দ্বারা অসুরদিগের কূটকর্ম্মজনিত মায়া বিলীন হইল। ভগবানের স্মরণই সকল বিপন্মোচক ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহিনা মহিম্না ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহিনা'—শ্রীহরির মহিমায় (অসুরগণের মায়াসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইল) ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্ট্বা মৃধে গরুড়বাহমিভারিবাহঃ
আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ ।
তল্লীলয়া গরুড়মূর্ধ্নি পতদ্গৃহীত্বা
তেনাহনন্নৃপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (রাজন্ !) ইভারিবাহঃ (সিংহবাহনঃ) কালনেমিঃ (অসুরবিশেষঃ) মৃধে (যুদ্ধে) গরুড়বাহং (শ্রীহরিং) দৃষ্ট্বা শূলম্ আবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) অথ অহিনোৎ (তং প্রতি অক্ষিপৎ) ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকেশঃ হরিঃ) গরুড়মূর্ধ্নি (গরুড়স্য মস্তকোপরি) পতৎ (পতনোন্মুখং) তৎ (শূলং) লীলয়া (অনায়াসেন) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) তেন (শূলেন এব) সবাহং (সিংহসহিতম্) অরিং (শত্রুং কালনেমিম্) অহনৎ (জঘান) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সিংহবাহন কালনেমি নামে অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়-বাহন শ্রীহরিকে দেখিতে পাইয়া শূল ঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল, ত্রিলোকেশ্বর হরি গরুড়ের মস্তকে পতনোন্মুখ সেই শূল অনায়াসে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই সবাহন শত্রু (কালনেমি)কে হনন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইভারিবাহঃ সিংহবাহঃ। আবিধ্য কম্পয়িত্বা পতদেব শূলং বামহস্তেন গৃহীত্বা তেনৈবাহনৎ অহন্ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইভারিবাহঃ'—সিংহবাহন কালনেমি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া একটি শূল ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিল। 'পতৎগৃহীত্বা'—ঐ শূলটি গরুড়ের মস্তকে পতনোন্মুখ হইলে শ্রীহরি তাহা বামহস্তে গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারাই বাহন-সহিত শত্রু কালনেমিকে নিহত করিলেন ॥ ৫৬ ॥

মধ্ব—

কালনেম্যাদয়ঃ সর্ব্বে হরিণা নিহতা অপি।
শুক্রেণোজ্জীবিতাঃ সন্তঃ পুনস্তেনৈব পাতিতাঃ ॥

ইতি চ ॥ ৫৬ ॥

মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পেততুর্য-
চ্চক্রেণ কৃত্তশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্ ।
আহত্য তিগ্মগদয়াহনদণ্ডজেন্দ্রং
তাবচ্ছিরোঽচ্ছিনদরের্নদতোঽরিণাদ্যঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরসংগ্রাম নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) যচ্চক্রেণ (যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ চক্রেণ) অতিবলৌ (মহাবলৌ) মালী সুমালী (অসুরদ্বয়ং) কৃত্তশিরসৌ (ছিন্নমুণ্ডৌ) যুধি পেততুঃ (যুদ্ধক্ষেত্রে পতিতৌ বভূবতুঃ) তং (ভগবন্তমপি) মাল্যবান্ তিগ্মগদয়া (তীক্ষ্ণগদাস্ত্রেণ) আহত্য (প্রহৃত্য যদা) অণ্ডজেন্দ্রং (গরুড়ম্) অহনৎ (হন্তুং প্রববৃতে) তাবৎ (তদৈব) আদ্যঃ (শ্রীহরিঃ) নদতঃ (সিংহনাদং কুর্ব্বতঃ) অরেঃ (শত্রোঃ মাল্যবতঃ) শিরঃ (মস্তকং) চক্রেণ অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে দশমোঽধ্যাস্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর যাঁহার চক্রদ্বারা অতি বলী মালী ও সুমালীর মস্তক-দ্বয় ছিন্ন হইয়া যুদ্ধ-স্থলে পতিত হইয়াছিল, সেই শ্রীহরিকে মাল্যবান্ তীক্ষ্ণ গদাদ্বারা প্রহার করিয়া যখন খগ-রাজ গরুড়কে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছিল, তখন আদ্য শ্রীহরি চক্রের দ্বারা সিংহনাদকারী শত্রুর শিরোদেশ ছিন্ন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—যচ্চক্রেণ যস্য চক্রেণ তং হরিম্ আহত্য অগুজেন্দ্রং গরুড়ম্ অহনৎ যাবৎ হন্তুং প্রবৃত্তে তাবদেব অচ্ছিনৎ। আদ্যো হরিঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যচ্চক্রেণ'—যাঁহার চক্রের দ্বারা মালী ও সুমালী ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল, সেই শ্রীহরিকেই মাল্যবান্ প্রচণ্ড গদাদ্বারা আহত করিয়া গরুড়কে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্রই, 'আদ্যঃ'—আদিপুরুষ শ্রীহরি চক্রদ্বারা গর্জ্জনকারী শত্রু মাল্যবানের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের
মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—
অথো সুরাঃ প্রত্যুপলব্ধচেতসঃ
পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া।
জঘ্নু র্ভৃশং শক্রসমীরণাদয়-
স্তাংস্তান্ রণে যৈরভিসংহতাঃ পুরা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ে কথাসার

এই অধ্যায়ে দৈত্যকুলের সংহার দর্শনে দেবর্ষি নারদের দেবগণকে নিবারণ এবং শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক মৃত দৈত্যগণের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

দেবগণ ভগবতকৃপায় অসুরমায়া-বিমুক্ত হইয়া পুনরায় মহোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বলিকে আঘাত করিলেন। বলি সমরে পতিত হইলে বলিসখা জম্ভাসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করিল। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। দেবর্ষিনারদমুখে জম্ভাসুরনিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহার জ্ঞাতি নমুচি, বল ও পাক নামক অসুরত্রয় আসিয়া আক্রমণ করিল। দেবরাজ স্বীয় শস্ত্রদ্বারা বল ও পাকের শিরচ্ছেদন করিয়া নমুচির কন্ধরে কুলিশাঘাত করিলেন। কিন্তু বজ্র তাহার নিকট হইতে প্রতিহত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা নমুচি বধার্হ নহে। তচ্ছ্রবণে ইন্দ্র নমুচির বধোপায় চিন্তা করিতে করিতে আর্দ্র অথচ শুষ্ক উভয়াত্মক 'ফেন' দেখিতে পাইলেন এবং তদ্দ্বারা নমুচির বধসাধন করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য দেবগণও অনেক অসুর সংহার করিতেছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার নিয়োগে দেবর্ষি নারদ আসিয়া দেবগণকে অসুর সংহার কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। রণক্ষেত্রে যে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল, নারদাদেশে তাহারা বলিকে লইয়া অস্তপর্ব্বতে গমন করিল। শুক্রাচার্য্যের করস্পর্শে বলি ইন্দ্রিয় ও স্মরণ-শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য দানবগণ—যাহাদের অবয়ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই ও কন্ধর বিদ্যমান ছিল, তাহারাও শুক্রাচার্য্যের প্রভাবে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অথো (অনন্তরং) পরস্য পুংসঃ (হরেঃ) পরয়া অনুকম্পয়া (কৃপয়া) প্রত্যুপলব্ধঃ চেতসঃ (প্রাপ্তচৈতন্যাঃ) শক্রসমীরণাদয়াঃ (ইন্দ্র-বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) সুরাঃ (দেবাঃ) পুরা যৈঃ (দৈত্যৈঃ) অভিসংহতাঃ (যোদ্ধুং প্রবৃত্তাঃ) তান্ তান্ রণে ভৃশম্ (অত্যন্তং) জঘ্নুঃ (হতবন্তঃ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, তাহার পর ইন্দ্র,

বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ পরমপুরুষ শ্রীহরির পরমকৃপায় চৈতন্য লাভ করিয়া, পূর্ব্বে যে সকল অসুর তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল, তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে সকোপোক্তিরিন্দ্রো জম্ভাদিকানহন্।
নারদোক্ত্যা যুদ্ধভঙ্গে শুক্রো দৈত্যানজীবয়ৎ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে কোপ-পূর্ণ উক্তির সহিত ইন্দ্র জম্ভ প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করেন, এবং দেবর্ষি নারদের বাক্যে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণকে জীবিত করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বৈরোচনায় সংরব্ধো ভগবান্ পাকশাসনঃ।
উদযচ্ছদ্‌যদা বজ্রং প্রজা হাহেতি চুক্রুশুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ পাকশাসনঃ (ইন্দ্রঃ) সংরব্ধ (ক্রুদ্ধঃ সন্) বৈরোচনায় (বলয়ে তং হন্তুং) যদা বজ্রম্ উদযচ্ছৎ (উন্নিন্যে তদা তস্য) প্রজাঃ (দৈত্যাঃ) হা হা ইতি চুক্রুশুঃ (ব্যলপন্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শক্তিশালী ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচননন্দন বলিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত বজ্র উত্তোলন করিলেন, তখন প্রজাগণ হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

বজ্রপাণিস্তমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরঃস্থিতম্।
মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামৃধে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রপাণিঃ (ইন্দ্রঃ) মনস্বিনং (ধৈর্য্য-বন্তং) সুসম্পন্নং (যুদ্ধসাধনশস্ত্রাদিসংযুক্তং) মহামৃধে (মহাযুদ্ধে) বিচরন্তং (ভ্রমন্তং) পুরঃস্থিতং (সম্মুখ-বর্ত্তিনং) তং (বলিং) তিরস্কৃত্য ইদং (বক্ষ্যমাণ-প্রকারম্) আহ (কথয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বজ্রপাণি ইন্দ্র, মনস্বী সুসজ্জিত মহা-যুদ্ধে বিচরণশীল সম্মুখবর্ত্তী বলিকে তিরস্কার করিয়া এই বাক্য বলিলেন ॥ ৩ ॥

নটবন্মূঢ় মায়াভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি।
জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাক্ষান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ়! নটঃ (কপটবৃত্তিঃ মন্ত্রাদিপ্রয়োগৈঃ) নিবদ্ধাক্ষান (নিবদ্ধানি অক্ষীণি যেষাং তান) বালান্ জিত্বা (যথা) তদ্ধনং (তেষাং ধনং) হরতি (তথা) নটবৎ (ত্বমপি) মায়েশান্ (মায়ায়াঃ ঈশান্ প্রভূন্) নঃ (অস্মান্) মায়াভিঃ জিগীষসি (জেতুম্ ইচ্ছসি তদ্ ব্যর্থম্ ইতি শেষঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অরে মূঢ়! কপট ব্যক্তি যেরূপ বালকদিগের নয়ন বন্ধনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জয় করিয়া ধন হরণ করে, তদ্রূপ নটের ন্যায় তুইও মায়ার অধীশ্বর আমাদিগকে মায়া দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নটবিদিতি সোক্তং বিবৃণোতি। নটো হি বালান্ নিবদ্ধাক্ষান্ কৃত্বা কপটেন জিত্বা তদ্ধনং হরতি তথৈব কিমস্মান্ জিগীষসি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নটবৎ'—নটের ন্যায় ইত্যাদি ইন্দ্রের উক্তি বিবৃত করিতেছেন। নট (কপটবৃত্তি লোক) যেরূপ বালকগণের চক্ষু বন্ধনপূর্ব্বক কপ-টতার দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ধন হরণ করে, সেইরূপ কি আমাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৪ ॥

আরুরুক্ষন্তি মায়াভিরুৎসিসৃপ্সন্তি যে দিবম্।
তান্ দস্যূন্ বিধুনোম্যজ্ঞান্ পূর্ব্বস্মাচ্চ পদাদধঃ ॥৫

অন্বয়ঃ—যে মায়াভিঃ দিবং (স্বর্গম্) আরুরু-ক্ষন্তি (আরোঢুমিচ্ছন্তি যে চ তাং) উৎসিসৃপ্সন্তি (উল্লঙ্ঘয়িতুমিচ্ছন্তি মোক্ষমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ) তান্ অজ্ঞান্ দস্যূন্ (অহং) পূর্ব্বস্মাৎ চ পদাৎ (রসাতলাদপি) অধঃ বিধুনোমি (অধঃ পাতয়ামি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল লোক মায়া দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে অথবা স্বর্গলোক অতি-ক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষী হয়, আমি সেই সকল অজ্ঞ দস্যুকে রসাতল হইতেও অধিক অধোলোকে নিক্ষেপ করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—উৎসিসৃপ্সন্তি দিবমপ্যুল্লঙ্ঘয়িতুমিচ্ছন্তি

মহর্লোকাদিষ্বপ্যধিকর্ত্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বস্মাৎ রসাতলাদপ্যধঃ পাতয়ামি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'উৎসিসৃপ্সন্তি'— যাহারা স্বর্গলোককেও অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ মহর্লোকাদি অধিকার করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, এই অর্থ। 'পূর্ব্বস্মাৎ'—পূর্ব্বপদ রসাতল অপেক্ষাও নিম্নস্থানে আমি তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ৫ ॥

সোঽহং দুর্ম্মায়িনস্তেঽদ্য বজ্রেণ শতপর্ব্বণা।
শিরো হরিষ্যে মন্দাত্মন্ ঘটস্ব জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (এবং প্রভাবঃ) অহং শতপর্ব্বণা বজ্রেণ দুর্ম্মায়িনঃ (লোকমোহনমায়াবতঃ) তে (তব) শিরঃ অদ্য (এব) হরিষ্যে, (হে) মদাত্মন্! (মন্দবুদ্ধে! ত্বং) জ্ঞাতিভিঃ (সহ) ঘটস্ব (যুদ্ধায় যত্নং কুরু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন আমি শতপর্ব্ব-যুক্ত বজ্রদ্বারা দুষ্ট মায়াবী তোর মস্তক অদ্যই ছিন্ন করিব। রে মন্দবুদ্ধে! তুই জ্ঞাতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ যত্ন কর্ ॥ ৬ ॥

শ্রীবলিরুবাচ—

সংগ্রামে বর্ত্তমানানাং কালচোদিতকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্তির্জ্জয়োঽজয়ো মৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ ॥৭

অন্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ—কালচোদিতকর্ম্মণাং (কালেন কীর্ত্ত্যাদ্যনুকূলকালেন চোদিতম্ উদ্বুদ্ধং কর্ম্ম যেষাং তেষাং) সংগ্রামে (যুদ্ধে) বর্ত্তমানানং সর্ব্বেষাম্ (এব) কীর্ত্তিঃ জয়ঃ অজয়ঃ মৃত্যুঃ অনুক্রমাৎ (কালভেদেনৈব) স্যু (ভবন্তি ন তু, সর্ব্বদৈব একস্য কস্যচিৎ একভাবঃ ইতি) ॥ ৭॥

অনুবাদ—শ্রীবলি বলিলেন—এই যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান সকলের কালপ্রেরিত কর্ম্মের ফলানুসারে কীর্ত্তি, জয়, অজয়, মৃত্যু ক্রমে ক্রমে হইবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—জয়াৎ কীর্ত্তিরজয়ান্মৃত্যুরিত্যর্থঃ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কীর্ত্তিঃ'—যুদ্ধে জয় হইলে যশোলাভ এবং পরাজয় হইলে মরণ, এই অর্থ ॥৭॥

তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ জনাঃ) তৎ ইদং (কীর্ত্ত্যাদিযুক্তং জগৎ) কালরশনং (কালযন্ত্রিতং) পশ্যন্তি, (অতঃ) ন হৃষ্যন্তিঃ ন শোচন্তি। তত্র (এবং বিচারবিষয়ে) যূয়ম্ অপণ্ডিতাঃ (অনিপুণাঃ ভবথ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বিবেকী ব্যক্তিগণ এই জগতকে কালের বশীভূতরূপে দর্শন করেন, সুতরাং ইহার জন্য তাঁহারা হর্ষ বা শোক করেন না, কিন্তু তোমরা এ সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কালরশনং কালযন্ত্রিতং পশ্যন্ত্যেব ন তু হর্ষশোকাদিকং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালরশনং'—পণ্ডিতগণ এই জগৎকে কাল-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করেন, অতএব হর্ষ বা শোক প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্।
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহ্ণীমো মর্ম্মতাড়নাঃ ॥৯

অন্বয়ঃ—তত্র (কীর্ত্তিজয়াদৌ) আত্মানং (স্বং) সাধনং (কারণং) মন্যমানানাং সাধুশোচ্যানাং (অজ্ঞত্বেন সাধুভিঃ শোচ্যানাং) বঃ (যুষ্মাকং) মর্ম্মতাড়নাঃ (মর্ম্মসু তাড়নং যাভিঃ তাঃ) গিরঃ (বাক্যানি) বয়ং ন গৃহ্ণীমঃ (যথার্থতয়া নাঙ্গীকুর্ম্মঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তোমরা কীর্ত্তি, জয়াদিলাভে নিজদিগকে কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তোমাদের মূঢ়তার সাধুগণ শোক করিয়া থাকেন; অতএব তোমাদের বাক্য মর্ম্মপীড়াদায়ক হইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করি না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র কীর্ত্তিজয়াদৌ আত্মানং স্বং সাধনম্ অহঙ্কারমৌঢ্যাদেবেতি ভাবঃ। সাধুভির্জীবন্তোঽপি যথা যূয়ং শোচ্যধ্বে তথা বয়ং মৃতা অপি ন শোচ্যামহে ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—অহঙ্কার ও মূঢ়তাবশতঃই সেই কীর্ত্তি ও জয়াদি বিষয়ে তোমরা নিজদিগকে কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, এই ভাব।

'সাধু-শোচ্যানাং'—তোমরা জীবিতকালেই যেরূপ সাধুগণের শোকের পাত্র হও, সেরূপ আমরা মৃত হইলেও তাঁহাদের শোকের পাত্র হই না—এই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাক্ষিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈর্বীরমর্দ্দনঃ।
আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষেপৈরাহ তং পুনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ—বীরমর্দ্দনঃ (বীরান্ মর্দ্দয়তীতি বীরমর্দ্দনঃ) বীরঃ (বলিঃ) বিভুম্ (ইন্দ্রম্) ইতি (ইত্যেবং বচোভিঃ) আক্ষিপ্য (তিরস্কৃত্য) আকর্ণ-পূর্ণৈঃ (কর্ণপর্য্যন্তম্ আকৃষ্টৈঃ) নারাচৈঃ (বাণৈঃ) অহনৎ (জঘান) পুনঃ আক্ষেপৈঃ (পরুষবাক্যৈঃ) তম্ আহ (তিরস্কারঞ্চক্রে) ॥ ১০॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, বীরমর্দ্দন বলি ইন্দ্রকে এইপ্রকার তিরস্কার করিয়া কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন। তদনন্তর পুনরায় পরুষবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা।
নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তথ্যবাদিনা (যথার্থবক্তা) বৈরিণা (বলিনা) এবং নিরাকৃতঃ দেবঃ (ইন্দ্রঃ) তোত্রাহতঃ (তোত্রম্ অঙ্কুশঃ তেন আহতঃ তাড়িতঃ) দ্বিপঃ ইব (হস্তী যথা তৎ তাড়নং ন সহতে তথা) তদধিক্ষেপং (তস্য অধিক্ষেপং ভর্ৎসনং) ন অমৃষ্যৎ (নাসহত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যথার্থবাদী বলি কর্ত্তৃক এইপ্রকারে পরাজিত হইয়া অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় তাহার ঐ তিরস্কার সহ্য করিলেন ॥ ১১ ॥

প্রাহরৎ কুলিশং তস্মা অমোঘং পরমর্দ্দনঃ।
সযানো ন্যপতদ্ভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—পরমর্দ্দনঃ (পরঃ শত্রুঃ তং মর্দ্দয়তীতি পরমর্দ্দনঃ শত্রুমর্দ্দনঃ ইন্দ্রঃ) তস্মৈ (বলয়ে বলিং হন্তুম্) অমোঘং (অব্যর্থং) কুলিশং (বজ্রং) প্রাহরৎ (চিক্ষেপ, তেন হতঃ বলিশ্চ) ছিন্নপক্ষঃ অচলঃ (পর্ব্বতঃ) ইব সযানঃ (বিমানসহিতঃ) ভূমৌ ন্যপতৎ (পপাত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শত্রুমর্দ্দক ইন্দ্র বলির হননার্থ অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, বলিও ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বিমান সহ ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২ ॥

সখায়ং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো বলিসখঃ সুহৃৎ।
অভ্যয়াৎ সৌহৃদং সখ্যুর্হতস্যাপি সমাচরন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সখায়ং (বলিং) পতিতং দৃষ্ট্বা বলিসখঃ (বলেঃ সখ্য) সুহৃৎ (স্নেহবান্) জম্ভঃ হতস্য অপি (তস্য) সখ্যুঃ সৌহৃদং (হিতং) সমাচরন্ অভ্যয়াৎ) সম্মুখম্ আগচ্ছৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বলির মিত্র জম্ভাসুর স্বীয় সখাকে পতিত দেখিয়া নিহত বন্ধুর প্রতি সৌহৃদ্য আচরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥১৩॥

স সিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা।
জত্রাবতাড়য়চ্ছক্রং গজঞ্চ সুমহাবলঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সুমহাবলঃ সিংহবাহঃ (সিংহারূঢ়ঃ) সঃ (জম্ভঃ) আসাদ্য (ইন্দ্রসমীপম্ আগত্য) রংহসা (বেগেন) গদাম্ উদ্যম্য জত্রৌ (কণ্ঠমূলপ্রদেশে) শক্রম্ (ইন্দ্রম্) গজং চ (ঐরাবতঞ্চ) অতাড়য়ৎ (তাড়য়ামাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহাবলবান্ জম্ভাসুর সিংহবাহনে ইন্দ্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক বেগে গদা উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রকে কণ্ঠমূল-প্রদেশে এবং গজকে প্রহার করিল ॥ ১৪ ॥

গদাপ্রহারব্যথিতো ভৃশং বিহ্বলিতো গজঃ।
জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥১৫

অন্বয়ঃ—গদাপ্রহারব্যথিতঃ (তস্য গদাপ্রহারেণ ব্যথিতঃ অতএব) ভৃশং বিহ্বলিতঃ (ব্যাকুলঃ) গজঃ জানুভ্যাং ধরণীং (পৃথিবীং) স্পৃষ্ট্বা পরমং কশ্মলং যযৌ (পরাং মূর্চ্ছাং প্রাপ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—জম্ভাসুরের গদা প্রহারে ইন্দ্রের হস্তী অতিশয় ব্যথিত ও ব্যাকুলিত হইয়া জানুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শপূর্ব্বক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥

ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈর্বৃতঃ।
আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মাতলিনা (সূতেন) দশশতৈঃ (সহস্রৈঃ) হরিভিঃ (অশ্বৈঃ) বৃতঃ (যুক্তঃ) রথঃ আনীতঃ বিভুঃ (ইন্দ্রঃ) দ্বিপং (হস্তিনম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) রথম্ আরুরুহে (আরুরোহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজনপূর্ব্বক রথ আনয়ন করিলে ইন্দ্র হস্তী পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহন করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হরিভিরশ্বৈঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিভিঃ'—অশ্বগণের দ্বারা যুক্ত রথ (অর্থাৎ মাতলি সহস্র অশ্বযুক্ত রথ লইয়া আসিলে ইন্দ্র ঐরাবতকে ত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন।) ॥ ১৬ ॥

তস্য তৎ পূজয়ন্ কর্ম্ম যন্তুর্দানবসত্তমঃ।
শূলেন জ্বলতা তং তু স্ময়মানোঽহনন্মৃধে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য যন্তুঃ (সূতস্য) তৎ (ঝটিতি রথানয়নরূপং) কর্ম্ম পূজয়ন্ (সৎকুর্ব্বন্) স্ময়মানঃ (ঈষদ্ধসন্) দানবসত্তমঃ (জম্ভঃ) জ্বলতা শূলেন তু (অগ্নিবৎ স্ফুরতা স্বশূলেন) মৃধে (যুদ্ধে) তং (মাতলিং) অহনৎ (আহতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দানবশ্রেষ্ঠ সারথি মাতলির সেই কার্য্যের প্রশংসা করিয়া ঈষৎ-হাস্য-সহকারে জ্বলন্ত শূল দ্বারা তাহাকে (মাতলিকে) প্রহার করিল ॥১৭॥

সেহে রুজং সুদুর্ম্মর্ষাং সত্ত্বমালম্ব্য মাতলিঃ।
ইন্দ্রো জম্ভস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—মাতলিঃ সত্ত্বং (ধৈর্য্যম্) আলম্ব্য সুদুর্ম্মর্ষাং (দুঃসহাম্ অপি) রুজং (শূলপ্রহারপীড়াং) সেহে, ইন্দ্রঃ (চ) সংক্রুদ্ধঃ (সন্) বজ্রেণ জম্ভস্য শিরঃ অপাহরৎ (মস্তকং চিচ্ছেদ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মাতলি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দুঃসহ শূল প্রহার সহ্য করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতে জম্ভাসুরের মস্তক ছিন্ন করিলেন ॥ ১৮ ॥

জম্ভং শ্রুত্বা হতং তস্য জ্ঞাতয়ো নারদাদৃষেঃ।
নমুচিশ্চ বল পাকস্তত্রাপেতুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—ঋষেঃ নারদাৎ জম্ভং হতং শ্রুত্বা তস্য (জম্ভস্য) জ্ঞাতয়ঃ নমুচিঃ বলঃ পাকঃ চ (ইতি ত্রয়ঃ) ত্বরান্বিতাঃ (ত্বরাযুক্তাঃ) তত্র (যুদ্ধভূমৌ) আপেতুঃ (আজগ্মুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—"জম্ভাসুর নিহত হইয়াছে", এই কথা নারদ ঋষির নিকট শ্রবণ করিয়া জম্ভাসুরের জ্ঞাতি, নমুচি, বল ও পাক নামক দানবত্রয় সত্বর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল ॥ ১৯ ॥

বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমর্দ্দয়ন্তোঽস্য মর্ম্মসু।
শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্ব্বতম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ—পরুষৈঃ (রুক্ষৈঃ) বচোভিঃ অস্য (ইন্দ্রস্য) মর্ম্মসু (মনঃ আদিষু) অর্দ্দয়ন্তঃ (পীড়য়ন্তঃ) মেঘাঃ ধারাভিঃ পর্ব্বতম্ ইব (মেঘাঃ যথা জলধারাভিঃ পর্ব্বতম্ আচ্ছাদয়ন্তি তথা) শরৈঃ (বাণৈঃ) ইন্দ্রম্ অবাকিরন্ (আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তাহারা কর্কশবাক্যে ইন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে করিতে মেঘ সকলের বারিধারা দ্বারা পর্ব্বত আচ্ছাদনের ন্যায় শরবর্ষণ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল ॥ ২০ ॥

হরীন্ দশশতান্যাজৌ হর্য্যশ্বস্য বলঃ শরৈঃ।
তাবদ্ভিরর্দ্দয়ামাস যুগপল্লঘুহস্তবান্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—লঘুহস্তবান্ (ক্ষিপ্রহস্তযুক্তঃ) বলঃ (দৈত্যঃ) হর্য্যশ্বস্য (ইন্দ্রস্য) দশশতানি (একসহস্রং) হরীন্ (অশ্বান্) আজৌ (যুদ্ধে) তাবদ্ভিঃ (দশভিঃ শতৈঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) যুগপৎ (একদৈব) অর্দ্দয়ামাস (পীড়য়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত বলনামক অসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের দশ শত অশ্বকে একই সময়ে তৎপরিমিত বাণ দ্বারা বিমর্দ্দিত করিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হর্য্যশ্বস্য পীতবর্ণাশ্বস্য, হরির্না কপিলে ত্রিষ্বিত্যমরঃ। তাবদ্ভির্দ্দশভিঃ শতৈঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হর্য্যশ্বস্য'—পীতবর্ণ অশ্বের। অমরকোষে উক্ত আছে—'হরি শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু কপিল (স্বর্ণাভ বর্ণ) অর্থে তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।' 'তাবদ্ভিঃ'—সেই পরিমাণ, অর্থাৎ দশ শত পরিমাণ। (অর্থাৎ বলনামক অসুর দ্রুত হস্তে এক সহস্র বাণ দ্বারা একসঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের রথের এক সহস্র পীতবর্ণ অশ্বকে আহত করিয়াছিল।) ॥ ২১ ॥

শতাভ্যাং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্।
সকৃৎসন্ধানমোক্ষেণ তদদ্ভুতমভূদ্রণে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পাকঃ সকৃৎসন্ধানমোক্ষেণ (সকৃৎ একদৈব সন্ধানং ধনুষি সংযোজনং মোক্ষণং চ তেন তন্মাত্রেণ শরাণাং) শতাভ্যাং (শতদ্বয়েন) মাতলিং সাবয়বং রথং (চ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্দয়ামাস শতেন মাতলিং শতেন রথং চ ইত্যর্থঃ) তৎ (মর্দ্দনং) রণে অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যম্) অভূৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পাক নামক অসুর দুই শত শরের দ্বারা যুগপৎ বাণ যোজন ও মোচন করিয়া সাবয়ব-মাতলি ও রথ উভয়কে পৃথক্ ভাবে আবৃত করিল, রণস্থলে সেই ব্যাপার অদ্ভুত হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—শতাভ্যামিতি মাতলিং শতেন রথঞ্চ শতেনেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতাভ্যাং'—দুইশত বাণের দ্বারা, (অর্থাৎ পাকনামক অসুর দুইশত বাণ একবারেই ধনুকে যোজনা ও নিক্ষেপপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে) মাতলিকে একশত এবং রথটিকে একশত বাণের দ্বারা আঘাত করিল ॥ ২২ ॥

নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেষুভিঃ।
আহত্য ব্যনদৎ সংখ্যে সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—নমুচিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ (স্বর্ণময়াঃ পুঙ্খাঃ মূলানি যেষাং তৈঃ) পঞ্চদশভিঃ মহেষুভিঃ (মহাবাণৈঃ) সংখ্যে (সংগ্রামে ইন্দ্রম্) আহত্য (বিদ্ধা) সতোয়ঃ (তোয়েন জলেন সহিতঃ) তোয়দঃ (মেঘঃ) ইব ব্যনদৎ (বিশেষণ অনদৎ নাদম্ অকরোৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর নমুচি স্বর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ মহাবাণের দ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্রকে আহত করিয়া জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বতঃ শরকূটেন শক্রং সরথসারথিম্।
ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রাবৃট্‌সূর্য্যমিবাম্বুদাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—(অন্যে অপি) অসুরাঃ সরথসারথিং (রথসারথিভ্যাং সহিতং) শক্রম্ (ইন্দ্রং) শরকূটেন (বাণসমূহেন) অম্বুদাঃ (মেঘাঃ) প্রাবৃট্-সূর্য্যম্ ইব (বর্ষাকালীনসূর্য্যম্ ইব) সর্ব্বতঃ ছাদয়ামাসুঃ (আচ্ছাদিতবন্তঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য অসুরগণও রথ ও সারথি সহ ইন্দ্রকে শরজালে বর্ষাকালীন সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিল ॥ ২৪ ॥

অলক্ষয়ন্তস্তমতীববিহ্বলা
বিচুক্রুশুর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ।
অনায়কাঃ শক্রবলেন বিনির্জ্জিতা
বণিক্‌পথা ভিন্ননবো যথার্ণবে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—তম্ (ইন্দ্রম্) অলক্ষয়ন্তঃ (অপশ্যন্তঃ) শত্রুবলেন বিনির্জ্জিতাঃ (শত্রূণাং বলেন সেনয়া বিনির্জ্জিতাঃ পরাজিতাঃ) সহানুগাঃ দেবগণাঃ অতীব-বিহ্বলাঃ (অতীব ব্যাকুলাঃ সন্তঃ) অনায়কাঃ যথা অর্ণবে (সমুদ্রে) ভিন্ননবঃ (ভগ্ননাবঃ সন্তঃ) বণিক্‌পথাঃ (বাণিজ্যবৃত্তয়ঃ ক্রোশন্তি তদ্বৎ) বিচুক্রুশুঃ (বিলাপং চক্রুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত দেবতাবর্গ তদীয় অনুগগণের সহিত অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত ও স্বামিশূন্য হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বণিক্‌পথা বণিজঃ। ভিন্ননবঃ ভিন্ন-নৌকাঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বণিক্‌পথাঃ'—বণিক্‌গণ, 'ভিন্ননবঃ'—ভিন্ন বলিতে ভগ্ন হইয়াছে নৌকা যাহাদের, তাহারা (অর্থাৎ সমুদ্রমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইলে বিপন্ন বণিক্‌গণ যেরূপ চীৎকার করে, তদ্রূপ ইন্দ্রকে না দেখিয়া অনায়ক দেবতাগণ চীৎকার করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৫ ॥

ততস্তুরাষাড়িষুবদ্ধপঞ্জরা-
দ্বিনির্গতঃ সাশ্বরথধ্বজাগ্রণীঃ।
বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্
স্বতেজসা সূর্য্য ইব ক্ষপাত্যয়ে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ততঃ (তদনন্তরং) সাশ্বরথধ্বজাগ্রণীঃ (অশ্ব-রথ-ধ্বজৈঃ অগ্রণ্যা সারথিনা চ যুক্তঃ) তুরাষাট্ (ইন্দ্রঃ) ইষুবদ্ধপঞ্জরাৎ বিনির্গতঃ (সন্) স্বতেজসা দিশঃ খং (আকাশং) পৃথিবীং চ রোচয়ন্ (প্রকাশয়ন্) ক্ষপাত্যয়ে (রাত্রিবিনাশে সতি) সূর্য্যঃ ইব বভৌ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ইন্দ্র বাণবদ্ধ পঞ্জর হইতে ধ্বজ, রথ, অশ্ব ও সারথি সহ নির্গত হইয়া নিশাবসানে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে দিক্ আকাশ ও পৃথিবীকে বিকশিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তুরাষাড়িন্দ্রঃ। অগ্রণীঃ সারথিঃ ॥২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুরাষাট্—ইন্দ্র। 'অগ্রণীঃ'—সারথি ॥ ২৬ ॥

নিরীক্ষ্য পৃতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দ্দিতাং রণে।
উদযচ্ছদ্রিপুং হন্তুং বজ্রং বজ্রধরো রুষা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রধরঃ দেবঃ (ইন্দ্রঃ) পৃতনাং (স্বসেনাং) পরৈঃ (শত্রুভিঃ) অভ্যর্দ্দিতাম্ (অভিতঃ অর্দ্দিতাং পীড়িতাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রুষা রণে রিপুং হন্তুং বজ্রম্ উদযচ্ছৎ (উন্নিন্যে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বজ্রধর ইন্দ্র স্বীয় সৈন্যগণকে শত্রুগণের দ্বারা নিপীড়িত হইতে দেখিয়া ক্রোধে বজ্র উত্তোলন করিলেন ॥ ২৭ ॥

স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ।
জ্ঞাতীনাং পশ্যতাং রাজন্ জহার জনয়ন্ ভয়ম্ ॥২৮

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সঃ (ইন্দ্রঃ) পশ্যতাং জ্ঞাতীনাং ভয়ং জনয়ন্ তেন এব অষ্টধারেণ (বজ্রেণ) বলপাকয়োঃ শিরসী জহার (চিচ্ছেদ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ইন্দ্র দর্শনকারিদানব-জ্ঞাতিবর্গের ভীতি উৎপাদন করিয়া অষ্টধার বজ্র-দ্বারা বল ও পাক নামক অসুরদ্বয়ের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ২৮ ॥

নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ।
জিঘাংসুরিন্দ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপতে! তদ্বধং (তয়োঃ বল-পাকয়োঃ বধং) দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ (জ্ঞাতি-বধাৎ শোকঃ ইন্দ্রে অমর্ষঃ তাভ্যাং যুক্তয়া রুষা ক্রোধেন অন্বিতঃ যুক্তঃ) নমুচিঃ ইন্দ্রং জিঘাংসুঃ (হন্তুমিচ্ছুঃ) পরমোদ্যমং (পরমোদ্‌যোগং) চকার (কৃতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! বল ও পাকের বিনাশ দেখিয়া নমুচি শোকান্বিত ও বিদ্বেষযুক্ত হইয়া ক্রোধে ইন্দ্রকে বধ করিবার বাসনায় বহু চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

অশ্মসারময়ং শূলং ঘণ্টাবদ্ধেমভূষণম্।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোঽসীতি বিতর্জ্জয়ন্।
প্রাহিণোদ্দেবরাজায় নিনদন্ মৃগরাড়িব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রুদ্ধঃ মৃগরাট্ ইব (সিংহঃ ইব) নিনদন্ (নাদং কুর্ব্বন্) অশ্মসারময়ং (লৌহময়ং) ঘণ্টাবৎ (ঘণ্টাভির্যুক্তং) হেমভূষণং শূলং প্রগৃহ্য হতঃ অসি ইতি বিতর্জ্জয়ন্ অভ্যদ্রবৎ (ইন্দ্রং হন্তুং সম্মুখম্ আজগাম, ততশ্চ) দেবরাজায় (দেবরাজং হন্তুং তৎ) প্রাহিণোৎ (চিক্ষেপ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—নমুচি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লৌহময় স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত ঘণ্টাযুক্ত শূল গ্রহণানন্তর "হত হইলি" বলিয়া ইন্দ্রকে তাড়না করিতে করিতে ইন্দ্র-সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তৎ প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ঘণ্টাবৎ ঘণ্টাযুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘণ্টাবৎ'—ঘণ্টাযুক্ত (শূল) ॥ ৩০ ॥

তদাপতদ্গগনতলে মহাজবং
বিচিচ্ছিদে হরিরিষুভিঃ সহস্রধা।
তমাহনন্নৃপ কুলিশেন কন্ধরে
রুষান্বিতস্ত্রিদশপতিঃ শিরো হরন্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (হে রাজন্) গগনতলে (আকাশে) আপতৎ (উল্কাবৎ) মহাজবং (মহান বেগঃ যস্য তথাভূতম্) তৎ (শূলম্) হরিঃ (ইন্দ্রঃ) ইষুভিঃ (বাণৈঃ) সহস্রধা বিচিচ্ছিদে, (ততশ্চ) ত্রিদশপতিঃ (ইন্দ্রঃ) রুষান্বিতঃ (ক্রোধেন যুক্তঃ সন্ তস্য) শিরঃ হরন্ (হর্ত্তুং) কন্ধরে (গ্রীবায়াং) কুলিশেন (বজ্রেণ) (তং নমুচিম্) আহনৎ (জঘান) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্। দেবরাজ ইন্দ্র গগনতলে (উল্কার ন্যায়) পতনোন্মুখ সেই মহাবেগবান্ শূলও বাণের দ্বারা সহস্রভাগে বিভক্ত করিলেন। পরে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া নমুচির শিরোদেশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশে তাহার গ্রীবাদেশে বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—শিরো হরন্ হর্ত্তুম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিরো হরন্'—নমুচির শিরোদেশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ॥ ৩১ ॥

ন তস্য হি ত্বচমপি বজ্র ঊর্জ্জিতো
বিভেদ যঃ সুরপতিনৌজসেরিতঃ।
তদদ্ভুতং পরমতিবীর্য্যবৃত্রভিৎ
তিরস্কৃতো নমুচিশিরোধরত্বচা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ সুরপতিনা ওজসা ঈরিতঃ (সুরপতিনা ইন্দ্রেণ ওজসা বলেন ঈরিতঃ প্রক্ষিপ্তঃ সঃ) ঊর্জ্জিত (বলবান্) বজ্রঃ তস্য (নমুচেঃ) ত্বচম্ অপি ন হি বিভেদ (ভেত্তুং ন শশাক) তৎ (তস্মাৎ জনানাং) পরম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যম্ অভূৎ যঃ) অতিবীর্য্যবৃত্রভিৎ (অতিবীর্য্যম্ অপি বৃত্রম্ অভিনৎ সঃ ইদানীং) নমুচিশিরোধরত্বচা তিরস্কৃতঃ (ভবতি ইতি শেষঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যে মহাবলবান্ বজ্র ইন্দ্র শক্তিভরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা নমুচির চর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বজ্র অতি বলবান্ বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিল, তাহা নমুচির গ্রীবাদেশস্থ চর্ম্ম দ্বারা তিরস্কৃত হইল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অতিবীর্য্যং বৃত্রমপি অভিনৎ যঃ সোঽপি বজ্রঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিবীর্য্য-বৃত্রভিৎ'—যাহা অতিশয় বলবান্ বৃত্রাসুরকেও বিনাশ করিয়াছিল, সেই বজ্রও (নমুচির চর্ম্মমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইল না) ॥ ৩২ ॥

তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেচ্ছত্রোর্বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ।
কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ) শত্রোঃ (সকাশাৎ) বজ্রঃ প্রতিহতঃ (নিষ্ফলঃ প্রত্যাবৃত্তঃ) তস্মাৎ দৈবযোগেন লোকবিমোহনম্ ইদং কিং ভূতং (কিং জাতম্ ইতি) ইন্দ্রঃ অবিভেৎ (ভয়াক্রান্তঃ বভূব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শত্রুর নিকট হইতে বজ্র প্রত্যাবৃত্ত হইল দেখিয়া ইন্দ্র দৈবযোগে লোকবুদ্ধিবিমোহক এ কি ব্যাপার ঘটিল, এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবিভেৎ ভীতোঽভূৎ, লোকবিমোহনং লোকং বিমোহয়তীতি চ পাঠঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিভেৎ'—ভীত হইলেন। 'লোক-বিমোহনং'—লোকের বিমোহজনক এ কি ঘটিল ? এই স্থলে পাঠান্তর—'লোকং বিমোহয়তি', যাহা লোককে বিমোহিত করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

যেন মে পূর্ব্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে।
কৃতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতত্রৈঃ পততাং ভুবি ॥৩৪

অন্বয়ঃ—পতত্রৈঃ (পক্ষৈঃ) নিবিশতাং (নিবিশমানানাং প্রবিশতাম্ ইত্যর্থঃ) ভুবি পততাম্ অদ্রীণাং (পর্ব্বতানাং) ভারৈঃ প্রজাত্যয়ে (প্রজানাম্ অত্যয়ে বিনাশে প্রাপ্তে সতি) যেন (বজ্রেণ) মে (ময়া) পূর্ব্বং (পুরা) পক্ষচ্ছেদঃ কৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—পক্ষযোগে ভূতলে প্রবিষ্ট পর্ব্বত সকল নিজ নিজ ভারে পৃথ্বীতলে পতিত হইয়া প্রজাবর্গের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যে বজ্র দ্বারা আমি পূর্ব্বে উহাদের পক্ষ ছিন্ন করিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পতত্রৈঃ পক্ষৈঃ। নিবিশতাং নিবিশমানানাং প্রবিশতামিত্যর্থঃ। তথা ভারৈঃ স্বীয়ৈঃ ভুবি পততাম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতত্রৈঃ'—পক্ষসমূহ দ্বারা। 'নিবিশতাং'—যেখানে সেখানে প্রবেশকারী। 'ভারৈঃ' —তাহাদের ভারে ভূতলে পতিত পর্ব্বতসকল (অর্থাৎ পুরাকালে পর্ব্বতসমূহ পক্ষদ্বারা বিচরণপূর্ব্বক অতিশয় ভারের সহিত ভূতলে পতিত হইলে, অনেক প্রজানাশ হইত বলিয়া আমি যে বজ্রদ্বারা তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলাম, সেই বজ্রই আজ বিফল হইল—এই ভাব।) ॥ ৩৪ ॥

তপঃসারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ।
অন্যে চাপি বলোপেতাঃ সর্ব্বাস্ত্রৈরক্ষতত্বচঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সারময়ং (বীর্য্যাধিকং) ত্বাষ্ট্রং তপঃ (এব) বৃত্রঃ (সঃ) যেন (বজ্রেণ ময়া) বিপাটিতঃ (বিনাশিতঃ তথা) সর্ব্বাস্ত্রৈঃ (সর্ব্বৈঃ অস্ত্রৈঃ) অক্ষতত্বচঃ (ন ক্ষতা ত্বক্ অপি যেষাং তে) অন্যে চ অপি বলোপেতাঃ (বীরাঃ যেন বজ্রেণ ময়া বিপাটিতঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ত্বষ্টার তপস্যার সারভূত পুত্র বৃত্রকে যে বজ্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি, সর্ব্ব অস্ত্র দ্বারা অক্ষতগাত্র অন্যান্য বলবান্ বীরদিগকেও আমি যে বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

সোঽয়ং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোঽসুরেঽল্পকে।
নাহং তদাদদে দণ্ডং ব্রহ্মতেজোঽপ্যকারণম্ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ অয়ং বজ্রঃ অল্পকে (তুচ্ছে) অসুরে (নমুচৌ) ময়া মুক্তঃ (প্রক্ষিপ্তঃ সন্) প্রতিহতঃ (তস্য ত্বচম্ অপি ন বিভেদ) তৎ (ততঃ) ব্রহ্মতেজঃ (দধীচেঃ সামর্থ্যম্) অপি অকারণম্ (অকিঞ্চিৎকরং ততঃ) দণ্ডং (লগুড়তুল্যং বজ্রম্) অহং ন আদদে (ন আদাস্যে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই সেই বজ্র তুচ্ছ অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিহত হইল; সুতরাং ব্রহ্ম তেজ হইলেও অকিঞ্চিৎকর লগুড় তুল্য এই বজ্র আমি আর গ্রহণ করিব না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—দণ্ডং লগুড়তুল্যম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দণ্ডং'—লগুড়তুল্য এই বজ্র আর ধারণ করিব না ॥ ৩৬ ॥

ইতি শক্রং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী।
নায়ং শুষ্কৈরথো নার্দ্রৈর্বধমর্হতি দানবঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) বিষীদন্তং (বিষাদং প্রাপ্নুবন্তং) শক্রম্ (ইন্দ্রম্) অশরীরিণী (অদৃষ্টবক্তৃকা) বাক্ (বাক্যম্) আহ (উবাচ), অয়ং দানবঃ (নমুচিঃ) আর্দ্রৈঃ অথ শুষ্কৈঃ (আর্দ্রশুষ্কাভ্যাং) বধং ন অর্হতি (বধং ন প্রাপ্নোতি) ॥৩৭॥

অনুবাদ– ইন্দ্র এইপ্রকার বিষাদ প্রাপ্ত হইলে দৈববাণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "এই দানব (নমূচি) শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা বধার্হ নহে" ॥ ৩৭ ॥

ময়াস্মৈ যদ্বরো দত্তো মৃত্যুর্নৈবার্দ্রশুষ্কয়োঃ।
অতোঽন্যশ্চিন্তনীয়স্তে উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) আর্দ্রশুষ্কয়োঃ (আর্দ্রশুষ্কাভ্যাং) মৃত্যুঃ ন এব (ন ভবিষ্যতি ইতি) ময়া অস্মৈ বরঃ দত্তঃ, অতঃ (হে) মঘবন্! (ইন্দ্র!) তে (ত্বয়া) রিপোঃ (বধস্য) অন্যঃ উপায়ঃ চিন্তনীয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—"যেহেতু আমি ইহাকে বর দিয়াছি

যে আর্দ্র অথবা শুষ্ক অস্ত্র দ্বারা উহার মৃত্যু হইবে না, অতএব হে ইন্দ্র, এই শত্রুর বধের জন্য অন্য উপায় চিন্তা কর" ॥ ৩৮ ॥

তাং দৈবীং গিরমাকর্ণ্য মঘবান্ সুসমাহিতঃ।
ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাং দৈবীং (পারমেশ্বরীং) গিরং (বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সুসমাহিতঃ (সন্) মঘবান্ (ইন্দ্রঃ তদ্‌বধোপায়ং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অথ (অনন্তরম্) উভয়াত্মকম্ (আর্দ্রশুষ্কোভয়াত্মকম্) উপায়ং ফেনম্ অপশ্যৎ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সুসমাহিত চিত্তে তাহার বধোপায় চিন্তা করিতে করিতে আর্দ্র ও শুষ্ক উভয়াত্মক ফেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯ ॥

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ।
তং তুষ্টুবুর্মুনিগণা মাল্যৈশ্চাবাকিরন্ বিভুম্ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—ন শুষ্কেণ ন চ আর্দ্রেণ নমুচেঃ শিরঃ জহার (ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ফেনেন, তথা চ শ্রুতিঃ অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রঃ অদারয়ৎ ইতি), তং বিভুম্ (ইন্দ্রং) মুনিগণাঃ তুষ্টুবুঃ, মাল্যৈঃ চ (স্রগ্‌ভিশ্চ) অবাকিরন্ (আচ্ছাদয়ামাসুঃ) ॥৪০॥

অনুবাদ—ইন্দ্র, শুষ্কও নহে, আর্দ্রও নহে এইরূপ ফেনের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়াত্মকত্বমাহ নেতি। তথাচ শ্রুতিঃ 'অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোঽদারয়দিতি' ॥৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়াত্মকত্ব বলিতেছেন—'ন শুষ্কেণ' ইত্যাদি, অর্থাৎ শুষ্কও নহে, আর্দ্রও নহে—এরূপ সমুদ্রফেন দ্বারা ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—ইন্দ্র জলের ফেনের দ্বারা নমুচির মস্তক বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

গন্ধর্ব্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসু।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নর্ত্তক্যো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বাবসুপরাবসু (বিশ্বাবসুঃ পরাবসুশ্চ দ্বৌ) গন্ধর্ব্বমুখ্যৌ মুদা (হর্ষেণ) জগতুঃ (গানং কৃতবন্তৌ) দেবদুন্দুভয়ঃ (দেবানাং দুন্দুভয়ঃ) নেদুঃ (নিনাদং চক্রুঃ) নর্ত্তক্যঃ (অপ্সরসঃ) ননৃতুঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—আনন্দে বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে প্রধান গন্ধর্ব্বদ্বয় গান করিতে লাগিল, দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

অন্যেঽপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্ বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ।
সূদয়ামাসুরসুরান্ মৃগান্ কেশরিণো যথা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অন্যে অপি বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ প্রতিদ্বন্দ্বান্ (শত্রূন্) অসুরান্ কেশরিণঃ (সিংহাঃ) মৃগান্ যথা (বিনাশয়ন্তি তথা) সূদয়ামাসুঃ (বিনাশিতবন্তঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইরূপ বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও প্রতিপক্ষ অসুরদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেবান্ দেবর্ষির্নারদো নৃপ।
বারয়ামাস বিবুধান্ দৃষ্ট্বা দানবসংক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! দানবসংক্ষয়ং (দানবানাং সংক্ষয়ম্) দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা দেবান্ (প্রতি) প্রেষিতঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ বিবুধান্ (দেবান্) বারয়ামাস (দানবনাশাৎ নিবারিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! দানবক্ষয় দর্শন করিয়া ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। তিনি দেবগণকে দানব-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ভবদ্ভিরমৃতং প্রাপ্তং নারায়ণভুজাশ্রয়ৈঃ।
শ্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—নারায়ণভুজাশ্রয়ৈঃ (নারায়ণভুজাঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তৈঃ) ভবদ্ভিঃ অমৃতং প্রাপ্তং শ্রিয়া (লক্ষ্মা) সর্ব্বে (যূয়ং) সমেধিতাঃ (সম্যক্ এধিতাঃ কৃপাদৃষ্ট্যা বর্দ্ধিতাঃ অতঃ) বিগ্রহাৎ (যুদ্ধাৎ) উপারমত (নিবর্ত্তধ্বম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, তোমরা নারায়ণের ভুজবল আশ্রয় করিয়া অমৃতলাভ করিয়াছ, এবং লক্ষ্মীর কৃপায় সকলে বর্দ্ধিত হইয়াছ ; অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনের্ব্বচঃ ।
উপগীয়মানানুচরৈর্যযুঃ সর্ব্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মুনেঃ (নারদস্য) বচঃ মানয়ন্তঃ মন্যুসংরম্ভং (ক্রোধাবেশং) সংযম্য (ত্যক্ত্বা) অনুচরৈঃ (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) উপগীয়মানাঃ সর্ব্বে (দেবাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন — নারদের বাক্যের সম্মান করিয়া দেবতাবৃন্দ তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-সংবরণপূর্ব্বক অনুচরগণের দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপগীয়মানা অনুচরৈরিতি সন্ধিরার্ষঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'উপগীয়মানানুচরৈঃ' — এখানে সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ, যেহেতু 'উপগীয়মানাঃ অনুচরৈঃ'—এই স্থলে আকারের পরস্থিত বিসর্গ লোপ হইয়া 'উপগীয়মানা অনুচরৈঃ' হইবে, বিসর্গলোপে আর সন্ধি হয় না ॥ ৪৫ ॥

যেঽবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে ।
বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ রণে যে (দানবাঃ) অবশিষ্টাঃ তে নারদানুমতেন (নারদস্য অনুমতেন) বিপন্নং (বজ্রাহতং) বলিম্ আদায় (গৃহীত্বা) অস্তং গিরিম্ (অস্তাচলম্) উপাগমন্ (গতবন্তঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—রণক্ষেত্রে যে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল তাহারা নারদের অনুমতি ক্রমে বজ্রাহত বলিকে লইয়া অস্তাচলে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥

তত্রাবিনষ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্ ।
উশনা জীবয়ামাস সঞ্জীবন্যা স্ববিদ্যয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (অস্তাচলে) উশনাঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) অবিনষ্টাবয়বান্ (ন বিনষ্টাঃ অবয়বাঃ করচরণাদয়ঃ যেষাং তান্) বিদ্যমানশিরোধরান্ (বিদ্যমানাঃ শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তান্) সঞ্জীবন্যা (তদাখ্যয়া) স্ববিদ্যয়া জীবয়ামাস ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তথায় শুক্রাচার্য্য যে সকল দানবের কর ও চরণাদি অবয়ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং মস্তক বিদ্যমান ছিল, তাহাদিগকে স্বীয় সঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বলিশ্চোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রত্যাপন্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ ।
পরাজিতোঽপি নাখিদ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরযুদ্ধং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ (লোকতত্ত্বে বিষয়ে বিচক্ষণঃ) উশনসা (শুক্রেণ) স্পৃষ্টঃ (তৎস্পর্শমাত্রেণৈব) প্রত্যাপন্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ (প্রত্যাপন্নানি পুনঃপ্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি স্মৃতিশ্চ যেন সঃ) বলিঃ চ পরাজিতঃ অপি ন অখিদ্যৎ (অখিদ্যত খেদং ন প্রাপ্তবান্) ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—লোকতত্ত্ব বিষয়ে বিচক্ষণ বলি শুক্রাচার্য্যের করস্পর্শে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি - শক্তি পুনর্ব্বার লাভ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলেও বিষাদগ্রস্ত হইলেন না ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশশ্চাষ্টমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১১৮॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ
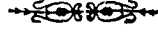
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

বৃষধ্বজো নিশম্যেদং যোষিদ্রূপেণ দানবান্।
মোহয়িত্বাসুরগণান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ॥ ১॥
বৃষমারুহ্য গিরিশঃ সর্ব্বভূতগণৈর্বৃতঃ।
সহ দেব্যা যযৌ দ্রষ্টুং যত্রাস্তে মধুসূদনঃ॥ ২॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মোহিনীরূপদর্শনোৎসুক ভবকে ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তিতে সম্মোহন এবং পুনরায় তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীহরির মোহিনীরূপধারণলীলা শ্রবণমাত্র বৃষধ্বজ গিরিশ তাহা দর্শনলালসায় উমা ও ভূতগণসহ ভগবৎপদান্তিকে গমনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে 'দেবদেব' 'জগদ্ব্যাপী', 'জগন্ময়', 'জগদীশ', 'সর্ব্বাত্মা', 'সর্ব্বাশ্রয়', 'সর্ব্বকারণকারণ', 'স্বরাট্', প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ বাক্য দ্বারা নানা স্তবস্তুতি করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের মনোঽভীষ্টপূরণার্থ মায়াবিস্তারপূর্ব্বক এক ভুবনমোহনমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাদেব সেই মূর্ত্তিদর্শনে প্রথমতঃ মুগ্ধ হইয়া পরে আত্মসম্বরণ করিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তপ্রবর শম্ভুকে তাঁহার দেবমায়ায় মোহিত করার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার মায়ার প্রভাব কীদৃশ এবং শম্ভুর মোহাপনোদন করিয়া, ভক্ত কি প্রকারে তাঁহারই কৃপাপ্রভাবে তাঁহার সেই দৈবী মায়ামুক্ত, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিলেন। ভগবান্ ভক্তপ্রবর শম্ভুর গুণগান করিয়া কহিলেন—এক বৈষ্ণবরাজ শম্ভু অর্থাৎ তাঁহার একান্ত ভক্ত ব্যতীত কেহই তাঁহার দুস্তরা মায়ায় একবার আসক্ত হইয়া পুনরায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ভগবানের নিকট এইপ্রকারে সৎকৃত হইয়া মহাদেব ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভবানী ও ভূতগণ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎসমীপে উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল কীর্ত্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। হরিঃ যোষিদ্রূপেণ (মোহিনীরূপেণ) দানবান্ মোহয়িত্বা সুরগণান্ (দেবগণান্) সোমম্ (অমৃতম্) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস), ইদং গিরিশঃ বৃষধ্বজঃ (মহাদেবঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা) দেব্যা সহ (পার্ব্বত্যা সহ) বৃষম্ আরুহ্য সর্ব্বভূতগণৈঃ বৃতঃ যত্র মধুসূদনঃ (হরিঃ) আস্তে (তিষ্ঠতি তত্র) দ্রষ্টুং (তস্য মোহিনীরূপং দ্রষ্টুং) যযৌ (গতবান্)॥ ১-২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীহরি স্ত্রীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া বৃষধ্বজ মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষের উপর আরোহণপূর্ব্বক সকল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া যেখানে শ্রীমধুসূদন অবস্থান করিতেছেন, তথায় তাঁহার মোহিনীরূপ দেখিবার জন্য গমন করিলেন॥ ১-২॥

বিশ্বনাথ—

মায়ামৌগ্ধ্যাদবৈদগ্ধ্যাদ্দৈত্যানাং মোহনেন কিম্ ।
ইতি মোহয়িতুং শম্ভুমনৈষীৎ স্বান্তিকং হরিঃ ॥
দ্বাদশে মোহয়ন্ শম্ভুং শপন্ত্যাঃ শম্ভুযোষিতাঃ ।
মোহিন্যা বিভ্রমস্যাসাধারণ্যং তাববুবুধৎ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়ামুগ্ধ অবিদগ্ধ দৈত্যগণের বিমোহন কার্য্য অধিক কি, সুতরাং শম্ভুকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত শ্রীহরি তাঁহাকে নিজসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে শম্ভুপত্নী পার্ব্বতীর সমক্ষেই শম্ভুকে মোহিত করিয়া মোহিনীরূপের বিভ্রমের অসাধারণ্য তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ ।
সূপবিষ্ট উবাচেদং প্রতিপূজ্য স্ময়ন্ হরিম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা (বিষ্ণুনা) সোময়া (উময়া সহ) ভবঃ (মহাদেবঃ) সাদরম্ (আদরেণ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ তথা) সভাজিতঃ (সৎকৃতঃ) সূপবিষ্টঃ (সুখেন উপবিষ্টঃ সন্) হরিং প্রতিপূজ্য (সৎকৃত্য) স্ময়ন্ (স্ময়মানঃ) ইবং (বক্ষ্যমাণপ্রকারম্) উবাচ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ উমাসহ মহাদেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রতিপূজা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সোময়া উময়া সহ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোময়া'—উমার সহিত (শঙ্করকে ভগবান্ শ্রীহরি সাদরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।) ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময় ।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমহাদেবঃ উবাচ—(হে দেবদেব ! (হে) জগদ্ব্যাপিন্ ! (হে) জগদীশ ! (হে) জগন্ময় ! সর্ব্বেষাম্ (অপি) ভাবানাং ত্বং হেতুঃ (নিমিত্তম্) আত্মা ঈশ্বরঃ (নিয়ামকশ্চ ভবসি, আত্মত্বাচ্চ ন জড়ং প্রধানং ত্বম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব কহিলেন, দেবদেব ! হে জগদ্ব্যাপিন্ ! হে জগদীশ ! হে জগন্ময় ! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূলনিমিত্ত ও উপাদানকারণ। আপনি জড় প্রধান নহেন, পরন্তু সমগ্র চেতনের আত্মা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেবদেব ! ননু ত্বমপি দেবেষু দীব্যসীতি তত্রাহ, হে জগদ্ব্যাপিন্ ! মম জগন্মধ্যবর্ত্তিত্বান্মামপি ত্বং ব্যাপ্তোষীত্যর্থঃ। অতো মৎসহিতং জগদিদং তব ঈশিতব্যমেবেত্যাহ, হে জগদীশ ! ননু বিশ্বেশ্বরত্বেন ত্বমুচ্যসে লোকৈস্তত্রাহ, হে জগন্ময় ! ত্বং চিন্ময়োঽপি জগন্ময়ঃ জগন্ময়ত্বাদীশিতব্যোঽপি ঈশ্বরঃ। নত্বহমীদৃশঃ কিন্তু ব্রহ্মেন্দ্রাদিবদুপচারাদেব বিশ্বেশ্বর ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি মাং ত্বং প্রধানস্বরূপং ব্রূষে তস্যৈব জগদুপাদানত্বপ্রসিদ্ধের্জগদ্বপুষ্ট্বং, তত্রাহ—সর্ব্বেষাং ভাবানাং বস্তূনাং ত্বমাত্মা চেতয়িতা চ হেতুশ্চ ইত্যতস্ত্বমেবেশ্বর ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবদেব ! যদি বলেন—আপনিও দেবগণের মধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন (অর্থাৎ আপনিও দেবদেব, দেবগণের দেবতা)। তাহাতে বলিতেছেন—হে জগদ্ব্যাপিন্ ! আমি জগতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া আমাকেও আপনি ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতএব আমার সহিত এই জগৎ আপনারই ঈশিতব্য (শাসনযোগ্য) ইহা বলিতেছেন—হে জগদীশ ! যদি বলেন—বিশ্বেশ্বররূপে লোকে আপনাকেই বলিয়া থাকে। তাহাতে বলিতেছেন—হে জগন্ময় ! আপনি চিন্ময় হইয়াও জগন্ময় এবং জগন্ময়ত্বহেতু ঈশিতব্য হইয়াও আপনিই ঈশ্বর। আর আমি এপ্রকার নহে, কিন্তু ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় উপচারবশতঃই বিশ্বেশ্বর—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে আমাকে কি আপনি প্রধান-স্বরূপ বলিতেছেন ? যেহেতু তাঁহারই জগতের উপাদানত্ব প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনিই জগদ্বপু। তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বমাত্মা', আপনি এজগতে সকল পদার্থের আত্মা, অর্থাৎ চেতনসম্পাদক এবং কারণস্বরূপ, এইজন্য আপনিই ঈশ্বর (নিয়ামক)—এই ভাব ॥ ৪ ॥

আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ।
যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিদ্ভবান্ ॥৫॥

অন্বয়—অস্য (জগতঃ) আদ্যন্তৌ (জন্মমৃত্যু) যৎ (চ) মধ্যং (জীবনং যচ্চ) ইদং (প্রত্যক্ষং যচ্চ) অন্যৎ (পরোক্ষং যচ্চ) অহম্ (অহঙ্কারাস্পদং ভোক্তৃ যচ্চ) বহিঃ (মমকারাস্পদং ভোগ্যং) তৎ (সর্ব্বং) যতঃ (ব্রহ্মণঃ ভবন্তি যস্য চ) অব্যয়স্য (অপক্ষয়শূন্যস্য) এতানি (আদ্যন্তমধ্যানি) ন (সন্তি) তৎ সত্যং চিৎ (চৈতন্যরূপং) ব্রহ্ম ভবান্ (এব অতে ন তব বিকারাদিশঙ্কা ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, দৃশ্য, দ্রষ্টা, অহংতা, মমতা সকলই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, কিন্তু অব্যয় ব্রহ্মে ঐ সকল জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি নাই, তিনি সত্য ও চিন্ময়স্বরূপ। আপনি সেই ব্রহ্ম ॥৫॥

বিশ্বনাথ—ননু জগন্ময়ত্বোক্ত্যা জগত উৎপত্ত্যাদীনাং নশ্বরত্বেন জাড্যেন চ মমাপি কিং তথাত্বং ব্রূষে? নহি নহীত্যাহ আদ্যন্তাবিতি। অস্য জগতঃ যৌ আদ্যন্তৌ জন্মমৃত্যু যচ্চ মধ্যং জীবনং যচ্চ ইদং প্রত্যক্ষং বস্তু অন্যৎ পরোক্ষম্। অহমহঙ্কারাস্পদম্। বহির্ম্মমকারাস্পদং চ বস্তু যতো ভবতি তদ্ব্রহ্ম চিদ্রূপো ভবান্ অব্যয়স্য ব্রহ্মণস্তবাদ্যন্তাদীনি ন সন্তি ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমাকে 'জগন্ময়' বলায়, জগতের উৎপত্ত্যাদির নশ্বরত্ব ও জড়ত্ব বলিয়া আমারও কি তদ্রূপ বলিতেছেন (অর্থাৎ জগতের ন্যায় আমিও কি অসত্য ও জড়—ইহা বলিতে চাহেন)? তাহার উত্তরে—না, না, ইহা বলিতেছেন—'আদ্যন্তৌ' ইত্যাদি। এই জগতের আদি ও অন্ত অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু এবং 'যচ্চ মধ্যং'—যাহা মধ্য অর্থাৎ জীবন, 'যচ্চ ইদং'—যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু এবং 'অন্যৎ'—পরোক্ষ, 'অহং'—অহঙ্কারাস্পদ (অহঙ্কারের আশ্রয় দ্রষ্টা পদার্থ), 'বহিঃ'—এবং যিনি বাহিরে ভোগ্য বস্তুরূপে প্রকাশমান, অথচ অন্তরে ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই চিদ্রূপ ব্রহ্ম আপনিই। অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ আপনার আদি, অন্ত প্রভৃতি নাই ॥৫

তবৈব চরণাম্ভোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ।
বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রেয়স্কামাঃ (ভক্তীচ্ছবঃ) নিরাশিষঃ (নিষ্কামাঃ) মুনয়ঃ উভয়তঃ (ইহামুত্র চ) সঙ্গং (ভোগাসক্তিং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তব এব চরণাম্ভোজং (পাদপদ্মং) সমুপাসতে (সেবন্তে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—চরমকল্যাণ-লাভেচ্ছু ও নিষ্কাম মুনিগণ ইহপরকালে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদপদ্ম উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তবৈবস্তুতত্ত্বে মহতামাচার এব প্রমাণমিত্যাহ তবৈব নতু মম। মম তু সকামা এবেতি ভাবঃ। শ্রেয়স্কামা ভক্তীচ্ছবঃ। উভয়ত্র ইহামুত্র চ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ঈদৃশত্বে মহদ্‌গণের আচরণই প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'তবৈব', শ্রেয়স্কামী মুমুক্ষু মুনিগণ আপনারই পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার নহে। আমাকে কিন্তু সকাম ব্যক্তিরাই উপাসনা করে, এই ভাব। 'শ্রেয়স্কামাঃ'—ভক্তি লাভের ইচ্ছুক নিষ্কাম মুনিগণ, 'উভয়তঃ'—ইহলোক ও পরলোকের আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক আপনারই উপাসনা করেন ॥ ৬ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-
মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং পূর্ণং ব্রহ্ম (ব্যাপকম্) অমৃতং (নাশরহিতং সুখরূপঞ্চ) বিগুণং (মায়িকহেয়গুণশূন্যং) বিশোকম্ আনন্দমাত্রম্ অবিকারম্ অন্যৎ (শরীরাদিভ্যঃ পৃথক্) অনন্যৎ (ন বিদ্যতে অন্যৎ যস্মাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাদপি নিরপেক্ষস্ত্বম্ ইত্যর্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বতো ব্যতিরিক্তং (চ) বিশ্বস্য (প্রপঞ্চস্য) উদয়স্থিতিসংযমানাং হেতুঃ আত্মেশ্বরঃ চ (আত্মনাং জীবানাম্ ঈশ্বরশ্চ তত্তৎফলদাতা, তর্হি কিং রাজাদিবৎ কয়াপ্যপেক্ষয়া সেবকেভ্যঃ ফলং দদামি নহি নহি) তদপেক্ষতয়া (তৈঃ প্রাণিভিঃ তত্তৎ ফলদানার্থম্ অপেক্ষ্যতে ইতি তদপেক্ষঃ তস্য ভাবঃ তদপেক্ষতা তয়া ত্বম্) অনপেক্ষঃ (অসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপনি জড় বিলক্ষণ চিন্ময় ব্রহ্ম, পূর্ণ

ও সূক্ষ্মস্বরূপ, মায়িক হেয়গুণরহিত, নিত্য আনন্দাদি-গুণযুক্ত, সুতরাং শোকশূন্য। (সকলের কারণ বলিয়া) আপনা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ কিছু নাই, কিন্তু কার্য্য বিচারে আপনি সে সকল হইতে ভিন্ন, এবং এই বিশ্বের জন্ম, স্থেয়, ভঙ্গের একমাত্র হেতু। জীবসমূহের কর্ম্মফলদাতা। কর্ম্মফল লাভের জন্য সমগ্র জৈব জগৎ আপনার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ত্বদ্ভক্তা নিরাশিষঃ তথা ত্বমপি নিরাশীর্নত্বস্মদাদিরিবৈশ্বর্য্যকামনয়া সেবকসাপেক্ষো যতস্ত্বং বিশ্বস্মাৎ বিলক্ষণস্বরূপ এবেত্যাহ ত্বমিতি। ব্রহ্ম চিন্ময়ং বিশ্বং ত্বচিৎ এবং পূর্ণমিত্যাদিবিশেষণৈ-র্বিশ্বমপূর্ণং সমৃতিকং সগুণং সশোকং সুখদুঃখাত্মকং সবিকারং তথা ন বিদ্যতে অন্যৎ যতঃ সদ্ব্রহ্ম অনন্যৎ সর্ব্বকারণত্বাৎ। বিশ্বন্তু অন্যৎ চিদ্ভিন্নত্বাৎ তথা ব্রহ্ম অন্যৎ মায়িকজড়বিশ্বভিন্নত্বাৎ বিশ্বন্তু অনন্যৎ ব্রহ্ম-কার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মকার্য্যত্বমেব স্পষ্টয়তি বিশ্বস্য উদয়া-দীনাং হেতুঃ তদুপাধীনামাত্মনাং জীবানামীশ্বরশ্চ তৎফলদাতা, তর্হি কিং রাজাদিবৎ কয়াপ্যপেক্ষয়া সেবকেভ্যঃ ফলং দদামি, নহি নহি, তদপেক্ষতয়া তেষাং অপেক্ষা যত্র স তদপেক্ষস্তস্য ভাবস্তত্তা তয়ৈব ফলং দদাসি ন তু স্বাপেক্ষয়া। তৈর্জীবৈরেব স্বস্বফল-প্রাপ্ত্যর্থং ত্বমপেক্ষ্যসে ইত্যর্থঃ। ত্বন্তু অনপেক্ষঃ স্বপ্রয়োজনার্থঃ তান্ নাপেক্ষসে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ আপনার ভক্তগণ কামনাশূন্য, তদ্রূপ আপনিও নিষ্কাম, আমাদের ন্যায় ঐশ্বর্য্য কামনায় সেবকের কোন অপেক্ষা নাই, যেহেতু আপনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, ইহা বলিতেছেন—'ত্বং ব্রহ্ম' ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি পূর্ণ, সুখস্বরূপ, নিত্য, আনন্দময়, অগুণ ও অশোক। আপনি চিন্ময়, বিশ্ব কিন্তু অচিৎ (জড়), অপূর্ণ, নশ্বর, সগুণ, সশোক, সুখদুঃখাত্মক ও বিকার-বিশিষ্ট। আপনি 'অনন্যৎ'—আপনা হইতে অন্য পদার্থ নাই, অথচ আপনি সর্ব্ব-পদার্থ-ভিন্ন, যেহেতু আপনি সদ্‌ব্রহ্ম ও সর্ব্বকারণ-কারণ। (এইরূপে আপনি সর্ব্বাত্মক হইলেও কারণরূপে সর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া আপনার নির্ব্বিকারত্বও সঙ্গত হয়।) কিন্তু বিশ্ব অন্য চিদ্‌ভিন্ন বলিয়া, সেইরূপ ব্রহ্ম অন্য মায়িক জড় বিশ্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া তাহা হইতে পৃথক্ নহে। ব্রহ্মকার্য্যত্ব দেখাইতেছেন—'বিশ্বস্য হেতুঃ' ইত্যাদি, আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ এবং জীব-গণের ঈশ্বর ও তাহাদের ফলদাতা। যদি বলেন—দেখুন, রাজা যেরূপ প্রজাগণের নিকট হইতে কর প্রভৃতি লাভের অপেক্ষা করেন, সেইরূপ কোন অপে-ক্ষায় আমিও কি সেবকদিগকে ফলদান করি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, না, 'তদপেক্ষতয়া', তাহাদের অপেক্ষা যেখানে, তাহা তদপেক্ষ, তাহার ভাব তদপেক্ষতা, তাহার নিমিত্তই, অর্থাৎ জীবগণই বিভিন্ন ফললাভের জন্য আপনার অপেক্ষা করে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই আপনি তাহা-দিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার নিজের কোন অপেক্ষা নাই। সেই জীবগণই নিজ-নিজ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা করে, কিন্তু আপনি 'অনপেক্ষ'—আপনার নিজের প্রয়োজনে তাহাদের অপেক্ষা করেন না, আপনি নিরপেক্ষ—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

একস্ত্বমেব সদসদ্দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ
স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো
যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সৎ অসৎ (কার্য্যকারণরূপং) দ্বয়ম্ অদ্বয়ং চ (পরমকারণং) ত্বম্ একঃ এব (অতঃ) কৃতাকৃতং (কৃতং কুণ্ডলাদিরূপং দ্বয়ম্ অকৃতং কেবলম্ অদ্বয়ং কারণরূপং) স্বর্ণম্ ইব ইহ ত্বয়ি বস্তুভেদঃ (বস্তুতঃ ভেদঃ) ন (নাস্তি) যস্মাৎ নিরুপাধিকস্য (শুদ্ধস্য এব তব) গুণব্যতিকরো (গুণৈঃ ব্যতিকরঃ ভেদঃ ন স্বতঃ ততঃ) জনৈঃ অজ্ঞানতঃ (ত্বয়ি) বিকল্পঃ (তত্ত্বভেদঃ) বিহিতঃ (কল্পিতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এক আপনিই কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ, আপনি এক হইয়াও দুই এবং দুই হইয়াও এক, যেমন—কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও কেবল সুবর্ণে বস্তুগত ভেদ নাই, সেইরূপ কারণরূপী আপনি ও

আপনার কার্য্যরূপ এই জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। লোকে অজ্ঞানতা বশতঃই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। কেন না আপনি নিরুপাধিক, এবং এই জগৎ নিরুপাধিক আপনার গুণের পরিণাম—এই জন্যই আপনাতে ও জগতে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে ভগবান্ ব্যতীত এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব এই জগৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন এইরূপ ভেদজ্ঞান নিরস্ত হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। জীবানাং ত্বদীয়তটস্থশক্তি-কার্য্যত্বাৎ তদুপাধের্বিশ্বস্য ত্বদীয়মায়াশক্তিকার্য্যত্বাদিদং চিজ্জড়াত্মকং জগদপি ত্বমেবেত্যাহ এক ইতি। সদসৎ-কার্য্যকারণাত্মকং জগত্তত্র দ্বয়ং কার্য্যং বিরাট্। অদ্বয়ং কারণং মহদাদি, কিমিব কৃতাকৃতং স্বর্ণমিব। কৃতং কুণ্ডলাদি অকৃতং কেবলস্বর্ণম্। ইহ বিরাণ্মহদাদ্যোঃ কার্য্যকারণয়োঃ বস্তুনঃ পরমকারণত্বাত্ত্বত্তো ভেদো নাস্তি কার্য্যকারণয়োরভেদাবগমাৎ, বিরাজো মহদাদি-কার্য্যত্বাৎ মহদাদের্মায়াকার্য্যত্বাৎ মায়ায়াস্তুচ্ছক্তিত্বেন ত্বদ্রূপত্বাদিতি ভাবঃ। অত এতদজ্ঞানত এব ত্বয়ি একস্মিন্নেব জনৈর্বিকল্পঃ বিহিতঃ। জগৎকারণং ব্রহ্মেতি মায়েতি অজ্ঞানমিতি কর্ম্মেতি বিবিধা কল্পনা কৃতা যস্মান্নিরুপাধিকস্য গুণাতীতস্বরূপস্য তব গুণৈরেব ব্যতিকরো ব্যসনং বিবিধরূপা বিপত্তিরিতি যাবৎ, "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তীতি" হংসগুহ্যোক্তেঃ। অতঃ ব্যতিকরঃ পুংসি ব্যসনব্যতিসঙ্গয়োরিতি মেদিনী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, জীবগণ আপনার তটস্থশক্তির কার্য্য, তাহার উপাধি এই বিশ্ব আপনার মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া, এই চিৎ ও জড়াত্মক জগৎও আপনিই, ইহা বলিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি। সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক রূপদ্বয় এবং পরমকারণরূপ অদ্বয় এক আপনিই। 'দ্বয়ং অদ্বয়ং চ'—দ্বয় বলিতে কার্য্য বিরাট্রূপ এবং অদ্বয় কারণ মহদাদি। কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'কৃতাকৃতং স্বর্ণমিব', কৃত কুণ্ডলাদি এবং অকৃত কেবল স্বর্ণ, এ স্থলে কার্য্য ও কারণরূপ বস্তু বিরাট্ ও মহদাদির এবং পরমকারণত্বহেতু আপনার মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেহেতু কার্য্য ও কারণ অভেদ, অর্থাৎ স্বর্ণ যেরূপ এক হইয়াও কুণ্ডলাদি অলঙ্কার-রূপে অনেক হয়, সেইরূপ এক আপনিই কারণরূপে সৎ ও অদ্বিতীয়, এবং কার্য্য-জগদ্রূপে অসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, ইহাতে বস্তুগত কোন ভেদ নাই। বিরাট্ মহদাদির কার্য্য, মহদাদি মায়ার কার্য্য এবং মায়া আপনার শক্তি বলিয়া, উহা আপনারই রূপ—এই ভাব। আপনি স্বরূপতঃ উপাধিমুক্ত হইলেও গুণসমূহদ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত হয়। সেইহেতুই জীবগণ অজ্ঞানবশতঃই 'ত্বয়ি'—একমাত্র আপনাতেই বিভিন্নরূপে ভেদ কল্পনা করে। কেহ জগৎকারণ ব্রহ্ম, কেহ মায়া, কেহ অজ্ঞান, কেহ কর্ম্ম—এইরূপ বিবিধ কল্পনা করিয়া থাকে। 'যস্মাৎ'—যেহেতু নিরুপাধিক অর্থাৎ গুণাতীত-স্বরূপ আপনার 'গুণ-ব্যতিকরঃ'—গুণসমূহ দ্বারা 'ব্যতিকর' বলিতে বিবিধরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন হংসগুহ্য উক্তিতে দৃষ্ট হয়—"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং" (৬।৪।৩১), অর্থাৎ যাঁহার মায়াশক্তির বৃত্তিসমূহ শাস্ত্রালোচনাকারী পণ্ডিতগণের মধ্যে কখন বিবাদ (মতভেদ), কখনও বা সংবাদের (মতৈক্যের) কারণ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকারিগণেরও আত্ম-বিষয়ক মোহ উৎপাদন করে, ইত্যাদি। মেদিনীকোষে উক্ত হইয়াছে—"ব্যতিকর শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যসন (বিপত্তি) ও ব্যতিষঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়।" ৮ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ বীররাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন, —সদসৎ চিদচিৎ উভয়াত্মক জগৎ—একমাত্র আপনিই অর্থাৎ কার্য্যভূত চিদচিৎ উভয়াত্মক জগতের কারণ একমাত্র আপনিই। অতএব কার্য্য ও কারণের অভেদ বিচারে কার্য্যভূত এই জগৎ কারণরূপী আপনা হইতে ভিন্ন নহে। যদি বলেন, কার্য্য ও কারণ সমজাতীয় এবং চিদচিদাত্মক হউক, কিন্তু আমি তাহা হইতে ভিন্ন; ইহার প্রতিকূলে বলিতেছেন, —আপনি ভিন্ন নহেন,—একস্বরূপ। এক—নাম-রূপাদিবিভাগশূন্য, এক অবস্থাপন্ন, সূক্ষ্ম, চিদচিৎ-শরীরবিশিষ্ট বলিয়া আপনি এক। চিদচিদাত্মক জগতের নানাত্ব নাম-রূপাদি বিভাগ দ্বারাই হইয়াছে। এইরূপ নাম-রূপাদি-বিভাগশূন্য সূক্ষ্ম কারণরূপে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে 'এক' শব্দের প্রয়োগ। দৃষ্টান্ত—যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও

কেবল সুবর্ণের মধ্যে কার্য্য ও কারণগত ভেদ থাকিলেও বস্তুগত ভেদ নাই, তদ্রূপ কার্য্যভূত চিদ-চিদাত্মক জগৎ ও কারণরূপী আপনাতে বস্তুগত পার্থক্য নাই। কার্য্য ও কারণরূপী আপনাতে বৈশেষিকগণ অজ্ঞান বশতঃই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন, কেননা এই প্রপঞ্চ গুণপরিণামাত্মক। প্রকৃতি ও পুরুষরূপে নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট আপনারই শরীর সম্বন্ধী। অতএব গুণ-পরিণত ও সূক্ষ্মরূপে আপনার শরীরভূত—এই দুই প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ক্রম-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও কেবল সুবর্ণমধ্যে যেরূপ বস্তুগত কোন ভেদ নাই অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ উভয় অবস্থাতে সুবর্ণ যেরূপ অব্যভিচারিরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ শুদ্ধস্বরূপ আপনাতে ও শক্তি-পরিণত জগতে কোন প্রকার ভেদ নাই। ভেদের কল্পনা কেবল অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য নিরুপাধিক, তাঁহার রশ্মি, প্রতিচ্ছবি ও উহাদের বিচিত্রতা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে, কেননা সূর্য্য ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র প্রতীতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ নিরুপাধিক সূর্য্যস্বরূপ আপনার প্রতিচ্ছবিরূপ বহিরঙ্গাশক্তি ও তাহার অংশ—সত্ত্বাদি গুণের পরিণামগত বৈচিত্র্য আপনা হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ আপনি ব্যতীত উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বহিরঙ্গাশক্তির পরিণাম এই জগৎ ও আপনি ভিন্ন নহেন ; আপনি ব্যতীত এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ॥ ৮ ॥

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যুত ধর্ম্মমেক
একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্।
অন্যেঽবযন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং
কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (বেদান্তিনঃ) ত্বাং ব্রহ্ম অবযন্তি (মন্যন্তে), উত (অথ) একে (মীমাংসকাঃ ত্বাম্ এব) ধর্ম্মং (মন্যন্তে), একে (কেচিৎ সেশ্বর-সাংখ্যাঃ ত্বাম্ এব) সদসতোঃ (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ) পরং পুরুষং পরেশং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশং মন্যন্তে), অন্যে কেচিৎ (পাঞ্চরাত্রাঃ) ত্বাম্ (এব) নবশক্তিযুতং (বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যা ঈশানা অনুগ্রহা চ ইত্যেবং নবশক্তিযুক্তং) পরং (পরমেশ্বরম্) অবযন্তি (মন্যন্তে), (পাতঞ্জলাঃ ত্বাম্) অব্যয়ম্ আত্মতন্ত্রং মহাপুরুষং (মন্যন্তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বৈদান্তিকেরা আপনাকে ব্রহ্ম, মীমাংসকেরা ধর্ম্ম, সেশ্বরসাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষের পর পুরুষ, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, তথা পাঞ্চরাত্রিকগণ আপনাকে বিমলা প্রভৃতি নবচিচ্ছক্তিযুক্ত মায়াশক্তির পর এবং পাতঞ্জলগণ অসমোর্দ্ধ নির্ব্বিকার স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং স্বস্বমত্যনুসারেণ ত্বামৃষয়ো বহুধা বর্ণয়ন্তীত্যাহ। পরেশং পরমেশ্বরং ত্বাং ব্রহ্ম বেদান্তিনোঽবযন্তি মন্যন্তে। ধর্ম্মং মীমাংসকাঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরং সাঙ্খ্যা অন্যে বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যা ঈশানা অনুগ্রহা চেত্যেবং নবভিশ্চিচ্ছক্তিভির্যুতং মিশ্রিতং মায়াশক্তেস্তু পরং পাঞ্চরাত্রাঃ। মহাপুরুষং পাতঞ্জলাঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজ নিজ মত অনুসারে ঋষিগণ আপনাকে বহুভাবে বর্ণনা করেন, ইহা বলিতেছেন—'ত্বাং ব্রহ্ম' ইত্যাদি। পরমেশ্বর আপনাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। মীমাংসকগণ ধর্ম্ম, সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্ত্তী পরমপুরুষ, আর পাঞ্চরাত্রিকগণ—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নবশক্তিযুক্ত মায়াশক্তি হইতে পৃথক্ পরতত্ত্ব, এবং পাতঞ্জল মতালম্বিগণ—স্বতন্ত্র, অব্যয় মহাপুরুষ (পরমপুরুষ) বলিয়া অবগত হন ॥ ৯ ॥

নাহং পরায়ুর্ঋষয়ো ন মরীচিমুখ্যা
জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ।
যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ ! অহং (রুদ্রঃ) ন পরায়ুঃ (ব্রহ্মা) মরীচিমুখ্যাঃ ঋষয়ঃ সত্ত্বসর্গাঃ (সত্ত্বগুণেন সৃষ্টাঃ অপি) যন্মায়য়া (যস্য তব মায়য়া) মুষিতচেতসঃ (মুষিতং মোহিতং চেতঃ যেষাং তে)

যদ্বিরচিতং (যেন বিরচিতং বিশ্বম্ অপি) খলু (তত্ত্বতঃ) ন জানন্তি (তর্হি) শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ (শশ্বৎ সর্ব্বদা অভদ্রং তামসং রাজসং চ বৃত্তম্ উৎপত্তির্যেষাং তে) দৈত্যমর্ত্ত্যাদয়ঃ (ন জানন্তি ইতি) কিমুত (নাত্র কিঞ্চিৎ বক্তব্যমিত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আমি (মহেশ্বর), ব্রহ্মা এবং মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট অথচ আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার রচিত এই বিশ্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারিতেছি না, সুতরাং নিরন্তর অভদ্রবৃত্ত (রজঃ ও তমোগুণে উৎপন্ন) দৈত্য ও মর্ত্ত্য জীবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি সর্ব্বমতেষু মধ্যে পঞ্চরাত্রমেব ভগবন্মতং 'পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়'মিত্যুক্তে-'স্তভ্যঞ্চ নারদ ভূশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্। জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈবে'ত্যুক্তেস্তদেব তত্ত্বং তদেব মহাভক্তস্য শম্ভোরপি মতং তদপি জানীম ইত্যভিমানিনো ন জানন্তীত্যাশয়েনাহ নেতি। ন কেবলমহং ন জানামি কিন্তু পরায়ুর্দ্বিপরার্দ্ধজীবী ব্রহ্মা সত্ত্বগুণেন সৃষ্টা অপি যেন ত্বয়া বিরচিতং বিশ্বমপি খলু তত্ত্বতো ন জানন্তি কিং পুনস্ত্বাং, হে ঈশ অভদ্রং রাজসং তামসঞ্চ বৃত্তং যেষাং তে তং ত্বা ন জানন্তীতি কিমুত বক্তব্যং তেন পূর্ব্বোক্তাঃ শাস্ত্রকৃতোঽপ্যভিমানিনো ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও সমস্ত মতের মধ্যে পঞ্চরাত্রোক্ত মতই ভগবানের মত, যেহেতু উক্ত হইয়াছে—'সমগ্র পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্'। আবার দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—"তুভ্যঞ্চ নারদ ভূশং (২।৭।১৭), অর্থাৎ হে নারদ! সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার উদ্রিক্তা ভক্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াই তোমাকে উত্তমরূপে ভক্তিযোগ এবং আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান উপদেশ করেন। যে সকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই ঐ জ্ঞান অনায়াসে জানিতে পারেন, ইত্যাদি বচন অনুসারে তাহাই তত্ত্ব, তাহাই মহাভক্ত শম্ভুরও মত, তাহাই আমরা জানি—এইরূপ অভিমানকারী ব্যক্তিরা জানে না, এই আশয়ে বলিতেছেন—'নাহং' ইত্যাদি। কেবল আমিই (মহেশ্বরও) জানি না, তাহা নহে, কিন্তু দ্বিপরার্দ্ধকাল-জীবী ব্রহ্মা সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হইয়াও, 'যন্মায়য়া'—আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনার রচিত এই বিশ্বও তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না, তাহাতে আপনাকে কিপ্রকারে জানিবেন? ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রকার অভিমানিগণ যে জানেন না, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য?—এই ভাব ॥ ১০ ॥

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতিজন্মনাশং
ভূতেহিতঞ্চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ।
বায়ুর্যথা বিশতি খঞ্চ চরাচরাখ্যং
সর্ব্বং তদাত্মকতয়াবগমোঽবরুন্ৎসে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অবগমঃ (জ্ঞানস্বরূপঃ) সঃ ত্বং সমীহিতং (স্বকৃতম্) অদঃ স্থিতিজন্মনাশম্ (অমুষ্য জগতঃ স্থিতিজন্মনাশং তথা) ভূতেহিতং চ (ভূতানাম্ ঈহিতঞ্চ কর্ম্ম চ) জগতঃ ভববন্ধমোক্ষৌ (ভবেন বন্ধং ততঃ মোক্ষঞ্চ সর্ব্বম্) অবরুন্ৎসে (জানাসি অপি চ) যথা বায়ুঃ চরাচরাখ্যং (দেহজাতং) খম্ (আকাশং) চ বিশতি (তথা) তদাত্মকতয়া (তস্য সর্ব্বস্য জগতঃ উপাদানতয়া) সর্ব্বং (জগৎ অবরুন্ৎসে ব্যাপ্নোষি চ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আপনি জ্ঞান-স্বরূপ, আপনি আপনার রচিত এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও নাশ, প্রাণিসকলের চেষ্টা, ভব-বন্ধন মোচন সমস্তই অবগত আছেন; বায়ু যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুতে ও আকাশে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আপনি (জগতের উপাদান কারণ বলিয়া) সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কো জানাতীতি চেত্তত্র ত্বমেব স্বং পরঞ্চ জানাসীত্যাহ, স প্রসিদ্ধস্ত্বং সর্ব্বমবগমঃ অবগচ্ছন্ জানন্নেব সন্নবরুন্ৎসে ব্যাপ্নোষি। কিং তৎ সর্ব্বং সমীহিতং স্বকৃতম্ অমুষ্য জগতঃ স্থিত্যাদিভূতানাং প্রাণিমাত্রাণাম্ ঈহিতং ভববন্ধঞ্চ তস্মান্মোক্ষঞ্চ বন্ধমোক্ষপ্রকারং জানাসীত্যর্থঃ। ব্যাপ্তিমাত্রে দৃষ্টান্তঃ—বায়ুরিতি, খং মহাকাশং স্বস্থানং চরাচরাখ্যং দেহজাতং চ যথা বিশতি তথৈব ত্বং নিজধামবৈকুণ্ঠমধ্যাসীন এব তদাত্মকতয়া তস্য সর্ব্বস্যাত্মতয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে কে জানে? ইহার উত্তরে, আপনিই নিজকে এবং অপরকে জানেন, ইহা বলিতেছেন—'স ত্বং' ইত্যাদি। সেই প্রসিদ্ধ আপনি সমস্ত জানিয়াই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই সকল কি? তাহাতে বলিতেছেন—'সমীহিতং', আপনার নিজ রচিত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জীবগণের চেষ্টা এবং সংসারবন্ধ এবং তাহা হইতে মুক্তির প্রকার সমস্তই জানেন, এই অর্থ। ব্যাপ্তিমাত্রে দৃষ্টান্ত—'যথা বায়ুঃ', বায়ু যেরূপ চরাচর দেহসমষ্টি এবং আকাশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেরূপ আপনি নিজধাম বৈকুণ্ঠে সমাসীন হইয়াই, 'তদাত্মকতয়া'—সেই সকলের আত্মরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ।
সোঽহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যত্তে যোষিদ্বপুর্ধৃতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) রমমাণস্য তে (তব) অবতারাঃ (নরসিংহাদয়ঃ) ময়া দৃষ্টাঃ সঃ অহম্ (ইদানীং) তে (ত্বয়া) যৎ যোষিদ্-বপুঃ (নারীরূপং) ধৃতং তৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণদ্বারা ক্রীড়মান আপনার নরসিংহাদি অবতারসমূহ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু আপনি যে নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অভিলষিতং ব্রূহীতি চেত্তমাহ—অবেতি, গুণৈর্ভক্তবাৎসল্যাদিভিঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করুন, ইহাতে বলিতেছেন—'অবতারাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের দ্বারা লীলারত আপনার সকল অবতারই আমি পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি যে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১২ ॥

যেন সম্মোহিতা দৈত্যাঃ পায়িতাশ্চামৃতং সুরাঃ।
তদ্দিদৃক্ষব আয়াতাঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (যোষিদ্রূপেণ ত্বয়া) দৈত্যাঃ সম্মোহিতাঃ সুরাঃ চ অমৃতং পায়িতাঃ তদ্দিদৃক্ষবঃ (তৎ রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ বয়ম্ অত্র) আয়াতাঃ (যতঃ) নঃ (অস্মাকং) পরং কৌতূহলং হি (ঔৎসুক্যং জাতম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে রূপে আপনি দৈত্যগণকে সম্পূর্ণ-মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন, সেইরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াই আমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছি। (এতদ্বিষয়ে) আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
এবমভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরং গিরিশং প্রত্যভাষত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। শূলপাণিনা (রুদ্রেণ) এবম্ অভ্যর্থিতঃ (সংপ্রার্থিতঃ) ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রহস্য গিরিশং (মহাদেবং) ভাবগম্ভীরং (ভাবঃ গম্ভীরঃ যস্মিন্ তদ্ যথা ভবতি তথা) প্রত্যভাষত (প্রত্যুবাচ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাদেব এই প্রকার প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু হাস্য করিয়া অতিশয় গম্ভীর ভাবযুক্তবাক্যে মহাদেবকে বলিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেতি স্বস্য যোগেশ্বরত্বং লোকেষু প্রখ্যাপয়িতুং মোহিনীং দিদৃক্ষসে চেৎ সত্যং তে তৎ সর্ব্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ভাবগম্ভীরং মহাদেবেনাপি দুষ্প্রবেশম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—হাস্য করিয়া, অর্থাৎ নিজের যোগেশ্বরত্ব জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত আমার মোহিনীরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বেশ ভালই, সে সমস্তই ব্যক্ত হইবে—এই ভাব। 'ভাবগম্ভীরং'—মহাদেবেরও দুষ্প্রবেশনীয় (ভাবগম্ভীর হাস্য করিয়া শ্রীহরি বলিলেন।) ॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
কৌতূহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্বেশো ময়া ধৃতঃ।
পশ্যতা সুরকার্য্যাণি গতে পীযূষভাজনে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ, পীযুষভাজনে (অমৃতপাত্রে) গতে (দৈত্যৈঃ অপহৃতে সতি) সুর-কার্য্যাণি (যোষিদ্‌বেশেন ভবিষ্যন্তি ইতি) পশ্যতা ময়া দৈত্যানাং কৌতূহলায় (সম্মোহনায়) যোষিদ্-বেশঃ (স্ত্রীরূপং) ধৃতঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, দৈত্যগণ অমৃত-পাত্র হরণ করিলে দেবতাদিগের কার্য্যোদ্ধার লক্ষ্য করিয়া আমি দৈত্যগণের সম্মোহনার্থ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যানাং কৌতূহলায়েতি তাদৃশা-নামেব মোহজনকং তদতি বিস্ময়াস্পদং যোষিদ্বপুঃ যুষ্মাকং যোগেশ্বরাণান্তু তদকিঞ্চিৎকরং, ন হি মৃগযুং মৃগো হিংসিতুং ক্ষমত ইতি ভাবঃ। দৈত্যানামিতি তত্রৈব স্থিতাঃ সাত্ত্বিকত্বাদ্দেবা অপি নৈব মুমুহুরিতি ভাবঃ। ননু দৈত্যানাং তুচ্ছানাং কৃতে কোঽয়ং তে যত্নস্তত্রাহ—পশ্যেতি। গত্যন্তরাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যানাং কৌতূহলায়'—দৈত্যগণের কৌতূহলের নিমিত্ত, অর্থাৎ তাদৃশ দৈত্য-গণের মোহজনক আশ্চর্য্যকর সেই স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু যোগেশ্বর আপনাদের নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু মৃগ কখনও ব্যাধকে হিংসা করিতে পারে না—এই ভাব। 'দৈত্যগণের'—ইহা বলায় সেই স্থানে অবস্থিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির দেবগণ কিন্তু মোহিত হয় নাই—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, তুচ্ছ দৈত্য-গণের নিমিত্ত কিজন্য আপনার এই প্রয়াস ? তাহাতে বলিতেছেন—'পশ্যতা সুরকার্য্যাণি', অর্থাৎ দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া গত্যন্তর না থাকায় ঐ রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম ॥১৫॥

তৎ তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম।
কামিনাং বহু মন্তব্যং সঙ্কল্প প্রভবোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরসত্তম! অহং সঙ্কল্পপ্রভবো-দয়ং (সঙ্কল্পপ্রভবঃ কামঃ তস্যোদয়ো যস্মাৎ তৎ অতএব) কামিনাং বহু মন্তব্যম্ (আদরণীয়ং) তৎ (রূপং) দিদৃক্ষোঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছোঃ) তে (তব) দর্শয়িষ্যামি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সুরসত্তম! কামিগণের অতীব আদ-রণীয় কামোৎপাদক আমার সেই রূপ দর্শনেচ্ছু আপনাকে আমি দেখাইব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু যথা যথা তদপি তদর্থমেতা-বদ্দূরগমনং তব ন মোঘং ভবিতুমর্হতীত্যাহ, তদিতি। দিদৃক্ষোরিত্যন্যথা তে তত্রৈব বিশিষ্টবুদ্ধির্নাপযাস্যত্যে-বেতি ভাবঃ। সঙ্কল্পপ্রভবঃ কামস্তস্যোদয়ো যস্মা-দতঃ কামিনাং বহুমন্তব্যং তব তু কামশত্রোঃ কাম উদ্ভবিতুং নৈব শক্নোতি, তদপি কৌতুকং চেৎ পশ্যেতি ভাবো বাহ্যঃ, আভ্যন্তরস্তু কামজেতুরপি মহাযোগী-শ্বরস্যাপি তব তদ্দিদৃক্ষৈব কামসিন্ধুমহাবর্ত্তনিঃক্ষেপে হেতুরভূন্মম নাত্র দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা যাহা হউক, তথাপি আপনার এতদূর আগমন কখন বৃথা হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'তৎ' ইত্যাদি। 'দিদৃক্ষোঃ'—আপনি যখন সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অন্যথা তদ্বিষয়ে আপনার বিশিষ্ট বুদ্ধি অপগত হইবে না—এই ভাব। 'সঙ্কল্পপ্রভবঃ'—সঙ্কল্প হইতে যে কামের উদ্ভব হয়, তাহা কামিগণের আদরণীয়, কামশত্রু আপনার কিন্তু সেই কাম কখনই উৎপন্ন হইতে সমর্থ নহে, তথাপি যখন কৌতূহল হইয়াছে, দেখুন—ইহা বাহিরের ভাবার্থ। কিন্তু আভ্যন্তর ভাব—কামবিজেতা মহাযোগীশ্বর হইয়াও আপনার তাহা দর্শনের অভিলাষই কামসিন্ধুর মহা-বর্ত্তে নিক্ষেপের হেতু, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইতি ব্রুবাণো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সর্ব্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুর্ভব আস্তে সহোমযা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) ইতি (ইত্যেবং) ব্রুবাণঃ (সন্) তত্র এব অন্তর-ধীয়ত ভবঃ (রুদ্রঃ) উমযা সহ সর্ব্বতঃ চক্ষুঃ চারয়ন্ (তত্রৈব) আস্তে (তস্থৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন,

মহাদেব উমার সহিত চতুর্দিকে চক্ষু সঞ্চারণ করিতে করিতে সেই স্থানেই রহিলেন ॥ ১৭ ॥

ততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং
বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে ।
বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লস-
দ্দুকুলপর্য্যস্তনিতম্বমেখলাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শিবঃ) বিচিত্রপুষ্পারুণ-পল্লবদ্রুমে (বিচিত্রাণি পুষ্পাণি অরুণাঃ পল্লবাশ্চ যেষাং তে দ্রুমাঃ বৃক্ষাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) উপবনে কন্দুকলীলয়া বিক্রীড়তীং লসদ্দুকূল পর্য্যস্ত নিতম্ব মেখলাং (লসদ্দুকূলেন পর্য্যস্তে পরিবৃতে নিতম্বে মেখলা যস্যাঃ তাং) বরস্ত্রিয়ং দদর্শ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহাদেব নানাবিধ পুষ্প ও অরুণবর্ণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষরাজিদ্বারা সুশোভিত উপবনে একটী শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকে দর্শন করিলেন। সেই স্ত্রী তথায় কন্দুক ক্রীড়ায় রত ছিলেন এবং তাঁহার বস্ত্রাবৃত নিতম্বদেশে মেখলা শোভা পাইতেছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—লসদ্দুকূলেন হেতুনা পরি সর্ব.তা-ভাবেন আস্তে অদর্শনং প্রাপ্তে নিতম্বে মেখলা যস্যাস্তাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'লসদ্দুকূল-পর্য্যস্ত-নিতম্ব-মেখলাম্'—মনোহর বস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত নিতম্বদেশে যাহার মেখলা (চন্দ্রহার) শোভা পাইতেছিল, (তাদৃশী কন্দুকক্রীড়ারতা পরমাসুন্দরী এক রমণীকে মহাদেব সহসা দেখিতে পাইলেন।) ॥

আবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনকম্পিতস্তন-
প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে ।
প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎ-
পদপ্রবালং নয়তীং ততস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—আবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনকম্পিতস্তনপ্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ (উৎপতৎকন্দুকলীলাবশেন যে আবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনে নমনোন্নমনে তাভ্যাং কম্পিতয়োঃ স্তনয়োঃ প্রকৃষ্টহারাণাঞ্চ উরুভরৈঃ) পদে পদে (প্রতিপদং) মধ্যতঃ (মধ্যে) প্রভজ্যমানাম্ ইব (অপি চ) ততঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) চলৎ-পদপ্রবালং (চলৎ পদমেব প্রবালবৎ কোমলং তৎ) নয়তীং (সঞ্চারয়ন্তীং দদর্শ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রযুক্ত কম্পিত স্তনদ্বয় এবং মনোহর হারের গুরুভারে যেন মধ্যভাগে ভগ্না হইয়া স্বীয় প্রবাল-তুল্য কোমল চরণ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—উর্দ্ধমুৎক্ষিপ্তং কন্দুকং গ্রহীতুং যৎ খল্বাবর্ত্তনমাবৃত্তিস্তদনন্তরমুদ্বর্ত্তনমূন্মুখত্বেন বৃত্তিস্তেন কম্পিতয়োঃ প্রকৃষ্টহারাণাঞ্চোরুভারৈঃ প্রতিপদং মধ্যতঃ মধ্যদেশে ভজ্যমানামিব চলৎ পদমেব প্রবালবৎ অরুণং ততস্ততো নয়ন্তীম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আবর্ত্তনোদ্বর্ত্তন-' ইত্যাদি, উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত কন্দুক গ্রহণের নিমিত্ত আবর্ত্তন এবং তৎপর উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ ক্রীড়াকালে কন্দুকটির উর্দ্ধগতি ও নিম্নগতির সহিত সেই রমণীও দেহটিকে একবার উন্নত ও অবনত করায় কম্পিত স্তনযুগল ও হারসমূহের গুরুভারে প্রতিপদক্ষেপেই তাঁহার দেহের মধ্যভাগ যেন ভগ্ন হইতেছিল। 'চলৎপদ-প্রবালং' —চঞ্চল পদযুগলই প্রবালের ন্যায় অরুণ, অর্থাৎ তিনি চঞ্চল পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ সুকোমল পদযুগল ইতস্ততঃ চালনা করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুকচাপলৈর্ভৃশং
প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্ ।
স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-
কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুকচাপলৈঃ (দিক্ষু ভ্রমতঃ কন্দকস্য চাপল্যৈঃ চাঞ্চল্যৈঃ) ভৃশং প্রোদ্বিগ্ন-তারায়তলোললোচনাং (প্রোদ্বিগ্নতারে আয়তে লোলে চঞ্চলে লোচনে যস্যাঃ তাং) স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাং (স্বকর্ণাভ্যাং বিভ্রাজিতে যে কুণ্ডলে তাভ্যাম্ উল্লসন্তৌ কপোলৌ তাভ্যাং লীলালকৈশ্চ মণ্ডিতম্ আননং যস্যাঃ তাং দদর্শ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিকে ভ্রাম্যমাণ কন্দুকের চাপল্যে তাঁহার আয়ত চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয়ের গোলক সচকিত

হইতেছিল, কর্ণদ্বয়ের শোভায় রঞ্জিত কুণ্ডলযুগলে মনোহর গণ্ডযুগ্ম ও নীলবর্ণ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল অতি রমণীয় হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দিক্ষু ভ্রমতঃ কদাচিৎ চতুর্দ্দিক্ষু ক্ষিপ্যমাণস্য কন্দুকস্য চাপলৈশ্চাঞ্চল্যৈর্হেতুভিঃ প্রোদ্বিগ্নতারে আয়তে লোলে লোচনে যস্যাস্তাম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুক-চাপলৈঃ' কদাচিৎ কন্দুকটি চারিদিকে চঞ্চলভাবে ভ্রমণ করায়, অর্থাৎ কন্দুকের চাঞ্চল্যবশতঃই তাঁহার আয়ত নয়ন-যুগলের তারকা-দুইটিও উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়াছিল ॥

শ্লথদ্দুকূলং কবরীঞ্চ বিচ্যুতাং
সংনহ্যতীং বামকরেণ বল্গুনা ।
বিনিঘ্নতীমন্যকরেণ কন্দুকং
বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্লথদ্দুকূলং (শ্লথং বিশ্লেষং প্রাপ্নুবৎ দুকূলং তথা) বিচ্যুতাং (বিকীর্ণাং) কবরীং (কেশবন্ধনং) চ বল্গুনা (মনোহরেণ) বামকরেণ সংনহ্যতীং (বধ্নন্তীম্) অন্যকরেণ (দক্ষিণকরেণ) কন্দুকং বিনিঘ্নতীম্ আত্মমায়য়া জগৎ বিমোহয়ন্তীং (বরস্ত্রিয়ং দদর্শ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার গাত্র হইতে বস্ত্র শ্লথ এবং মস্তক হইতে কবরী স্খলিত হওয়াতে মনোহর বাম কর দ্বারা তাহা বন্ধন এবং দক্ষিণ কর দ্বারা কন্দুকে আঘাত করিতেছিলেন। এইরূপে আত্মমায়া দ্বারা জগৎ বিমোহন করিতেছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সংনহ্যন্তীং বধ্নতীম্, আত্মনো মায়য়া বহিরঙ্গশক্ত্যৈব জগন্মোহয়ন্তীং সম্প্রতি জিতমায়মাত্মারামমপি শম্ভুম্ আত্মস্বরূপেণৈব মোহয়ন্তীমিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংনহ্যন্তীং'—বন্ধন করিতে করিতে (অর্থাৎ সেই রমণীমূর্ত্তি শিথিল পরিধেয় বস্ত্র ও স্খলিত কেশবন্ধনটিকে মনোহর বামহস্ত দ্বারা আবদ্ধ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা কন্দুকক্ষেপণ করিতেছিলেন)। 'আত্ম-মায়য়া'—নিজ বহিরঙ্গ-শক্তি মায়ার দ্বারাই জগতের মোহ উৎপাদন করেন, কিন্তু সম্প্রতি জিতমায় আত্মারাম শম্ভুকেও আত্মস্বরূপের দ্বারাই বিমোহিত করিতেছিলেন—এই ভাব ॥ ২১ ॥

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ্-
ব্রীড়াস্ফুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্টঃ ।
স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলাত্মা
নাত্মানমন্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তাং (বরস্ত্রিয়ং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ইতি কন্দুকলীলয়া যা ঈষদ্ব্রীড়াস্ফুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্টঃ (ইতি ইত্যেবম্ভূতয়া কন্দুকলীলয়া যা ঈষদ্ব্রীড়া তয়া অস্ফুটং স্মিতং তেন সহ বিসৃষ্টঃ যঃ কটাক্ষঃ তেন মুষ্টঃ বঞ্চিতঃ) স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলাত্মা (অতএব স্বয়ং যৎ স্ত্রিয়াঃ প্রেক্ষণং তয়া চ প্রতিসমীক্ষণং তাভ্যাং বিহ্বলঃ আত্মা মনো যস্য সঃ) দেবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) আত্মানম্ অন্তিকে (সমীপে স্থিতাম্) উমাং স্বগণান্ (নন্দীশ্বরাদীন্) চ ন বেদ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাঁহাকে দেখিয়া কন্দুক ক্রীড়া-হেতু ঈষৎ লজ্জাজনিত অস্ফুট হাস্য সহ নিক্ষিপ্ত কটাক্ষে এবং রমণীকে নিরীক্ষণ ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিনিরীক্ষণ হেতু উন্মত্তচিত্ত মহাদেব আপনাকে বা নিকটস্থিতা উমা কিম্বা পার্ষদগণকেও বিস্মৃত হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবঃ শ্রীরুদ্রঃ। ইত্যেবম্ভূতয়া কন্দুকলীলয়ৈব মাং কশ্চিৎ সুন্দরঃ পুরুষঃ পশ্যতীতি প্রত্যায়িতয়া বুদ্ধ্যা যা ঈষদ্ব্রীড়া কন্দর্পবিকারদ্যোতকীকৃতং যৎ স্ফুটস্মিতং তাভ্যাং সহ বিসৃষ্টো যঃ কটাক্ষস্তেন মুষ্টশ্চোরিতযোগৈশ্বর্য্যধৈর্য্যবিবেকাদিত্বাজ্জড়ীভূত ইত্যর্থঃ। স্বয়ং স্ত্রিয়াঃ প্রেক্ষণং তয়া চ প্রতিসমীক্ষণং তাভ্যাং বিহ্বল আত্মা মনো যস্য সঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবঃ'—দেব বলিতে এখানে শ্রীরুদ্র। 'ঈষদ্ ব্রীড়া'—ইত্যাদি, এইপ্রকার কন্দুক-ক্রীড়াহেতু কোনও সুন্দর পুরুষ আমাকে দেখিতেছেন—এইরূপ বুদ্ধিতে যে ঈষৎ লজ্জা এবং কামবিকার-প্রকাশক যে পরিস্ফুট হাস্য, তাহাদের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে কটাক্ষ, তাহার দ্বারা 'মুষ্ট', অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য, ধৈর্য্য ও বিবেকাদি অপহৃত হওয়ায়

শ্রীশঙ্কর জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, এই অর্থ। 'স্ত্রী-প্রেক্ষণ'—নিজে রমণীর দর্শন এবং তাঁহার দ্বারা প্রতিনিরীক্ষণ, তাহাতে বিহ্বল হইয়াছে আত্মা বলিতে মন যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ সেই ব্যাকুলচিত্ত মহাদেব তৎকালে নিজকে এবং নিকটবর্ত্তিনী উমাদেবী ও নিজ অনুচরগণকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।) ॥২২॥

তস্যাঃ করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা
গতো বিদূরং তমনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোঽহরদ্-
ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদা তু তস্যাঃ করাগ্রাৎ সঃ (ক্রীড়া-সাধনীভূতঃ) কন্দুকঃ বিদূরং গতঃ (তদা) তম্ অনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ (তং কন্দুকম্ অনুব্রজন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াঃ) লঘু (সূক্ষ্মং) সসূত্রং (কাঞ্চিসহিতং) বাসঃ মারুতঃ (বায়ুঃ) দেবস্য ভবস্য (শ্রীরুদ্রস্য) অনু (নিরন্তরং) পশ্যতঃ (সতঃ) অহরৎ কিল (উচ্চিক্ষেপ) ॥ ২৩॥

অনুবাদ—সেই ক্রীড়া-কন্দুক হস্ত হইতে দূরে পতিত হইলে, যখন তিনি সেই কন্দুকের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, তখন মহাদেবের অনুক্ষণ দৃষ্টি মধ্যেই বায়ু কাঞ্চী সহিত তাঁহার কটিদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তং কন্দুকম্ অনুব্রজন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াঃ লঘু সূক্ষ্মং বাসঃ সূক্ষ্মশাটিকাং সসূত্রং সূত্রবদ্ধম্ অহরৎ উচ্চিক্ষেপ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ অনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ'—কন্দুকের পাশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা সেই রমণীমূর্ত্তির কটিস্থিত সূক্ষ্মবস্ত্র কাঞ্চীর সহিত বায়ু (মহাদেবের দৃষ্টির সম্মুখেই) উৎক্ষিপ্ত করিল ॥ ২৩ ॥

এবং তাং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিসজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—এবং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাং তাং দৃষ্ট্বা ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) কিল বিসজ্জন্ত্যাং (কুঞ্চিতকটাক্ষৈঃ আত্মানং নিরীক্ষমাণায়াং) তস্যাং মনঃ চক্রে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইভাবে মহাদেব সেই দর্শনযোগ্যা মনোহরনয়না সুন্দরীকে দর্শন করিলেন, সেই সুন্দরীও কুঞ্চিত কটাক্ষে আত্মশরীর নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে মহাদেবের মন তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিসজ্জন্ত্যাং মাং পশ্যতি ন পশ্যতীতি দ্যোতকৈঃ কুঞ্চিতকটাক্ষৈর্মহাদেবে স্বাসক্তিমভিনয়ন্ত্যাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিসজ্জন্ত্যাং'—আমাকে দেখিতেছেন বা না দেখিতেছেন, এইরূপ ভাব-প্রকাশক কুঞ্চিত কটাক্ষের দ্বারা মহাদেবে নিজের আসক্তি অভিনয়কারিণী (সেই সুনয়নার প্রতি মহাদেব আসক্ত হইয়া পড়িলেন।) ॥ ২৪ ॥

তয়াপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ।
ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া অপহৃতবিজ্ঞানঃ (তয়া মোহিন্যা নিমিত্তভূতয়া অপহৃতং বিজ্ঞানং যস্য সঃ) তৎকৃত-স্মর বিহ্বলঃ (তয়ৈব-কৃতঃ উৎপাদিতঃ যঃ স্মরঃ তেন বিহ্বলঃ পরবশঃ অতঃ) গতহ্রীঃ (নির্ল্লজ্জঃ সঃ শিবঃ) ভবান্যাঃ পশ্যন্ত্যাঃ অপি (পশ্যন্তীং তাম্ অনাদৃত্যৈব) তৎ-পদং (তস্যাঃ বরস্ত্রিয়ঃ সমীপং) যযৌ (গতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহা কর্ত্তৃক জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় তৎকৃত কামবিলাসে বিহ্বল হইয়া ভবানীর সমক্ষেই শিব নির্ল্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর সমীপে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপদং তস্যাঃ স্থানম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপদং'—সেই সুন্দরী যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে (মহাদেব গমন করিলেন) ॥ ২৫ ॥

সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
বিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বতিষ্ঠত ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিবস্ত্রা (স্খলদ্বসনা) সা (স্ত্রী) তং (শিবম্) আয়ান্তম্ আলোক্য (দৃষ্ট্বা) ভৃশং ব্রীড়িতা

হসন্তী (চ) বৃক্ষেষু বিলীয়মানা (আত্মানম্ আচ্ছাদয়ন্তী ন অন্বতিষ্ঠত (ন স্থিতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—বিবস্ত্রা সেই সুন্দরী শিবকে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বৃক্ষান্তরালে চলিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিবস্ত্রা স্খলদুত্তরীয়া নান্বতিষ্ঠত ভবম্ অনুলক্ষীকৃত্য ন স্থিতবতী কিন্তু দুদ্রাবৈব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবস্ত্রা'- উত্তরীয় বসন স্খলিত হওয়ায়, 'নান্বতিষ্ঠত'—ভবকে আসিতে দেখিয়া আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, কিন্তু বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তামন্বগচ্ছদ্ভগবান্ ভবঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কামস্য বশং নীতঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ (ব্যাকুলচিত্তঃ) চ ভগবান্ ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ অপি) যূথপঃ (মতঙ্গজঃ) করেণুং (হস্তিনীম্) ইব তাং (স্ত্রিয়ম্) অন্বগচ্ছৎ (পশ্চাৎ গতবান্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কামবশীভূত ব্যাকুলেন্দ্রিয় ভগবান্ মহাদেবও হস্তিনীর পশ্চাৎ ধাবিত যূথপতির ন্যায় ঐ সুন্দরীর অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

সোঽনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিচ্ছতীং স্ত্রিয়ম্ ।
কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ভবঃ) অতিবেগন (তাং) স্ত্রিয়ম্ অনুব্রজ্য কেশবন্ধে (কবর্য্যাং) গৃহীত্বা উপানীয় (আকৃষ্য) অনিচ্ছতীম্ (অপি) বাহুভ্যাং পরিষস্বজে (আলিলিঙ্গ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—মহাদেব অতিবেগে পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই সুন্দরীর কেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিকটে আনিয়া অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৮ ॥

সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা ।
ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ॥ ২৯ ॥

আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ সুরর্ষভভুজান্তরাৎ ।
প্রাদ্রবৎ সা পৃথুশ্রোণী মায়া দেববিনির্ম্মিতা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ ! (হে রাজন্) করিণা (গজেন আলিঙ্গিতা) করিণী যথা (হস্তিনী ইব) দেববিনির্ম্মিতা পৃথুশ্রোণী (স্থূলনিতম্বা) সা মায়া (স্ত্রী) ভগবতা (রুদ্রেণ) উপগূঢ়া (আলিঙ্গিতা) বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা (বিপ্রকীর্ণাঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ যস্যাঃ সা) ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী (সতী) সুরর্ষভভুজান্তরাৎ (সুরর্ষভস্য মহাদেবস্য ভুজান্তরাৎ বাহুমধ্যাৎ) আত্মানং মোচয়িত্বা সা প্রাদ্রবৎ (বেগেন গতবতী) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! হস্তীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হস্তিনীর ন্যায় ভগবন্মায়া নির্ম্মিতা স্থূলনিতম্বা সুন্দরী মহাদেব কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া আলুলায়িত কেশে মহাদেবের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বেগে পলায়ন করিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়া যোগমায়য়া দেবেন হরিণা বিনির্ম্মিতা প্রকটীকৃতা ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়া দেবনির্ম্মিতা'—ভগবান্ শ্রীহরির যোগমায়ার দ্বারা প্রকটীকৃতা (সেই মোহিনীমূর্ত্তি মহাদেবের ভুজবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া পুনরায় দৌড়িতে লাগিলেন ।) ॥ ৩০ ॥

তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জ্জিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ রুদ্রঃ (শিবঃ) বৈরিণা কামেন বিনির্জ্জিতঃ ইব (পরবশঃ ইব) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ তস্য বিষ্ণোঃ (মোহিনীরূপস্য) পদবীং (মার্গং) প্রত্যপদ্যত (অন্বধাবৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই রুদ্র-শত্রু কামকর্ত্তৃক যেন নির্জ্জিত হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পদবী অনুসরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্যোতকম্ । বস্তুতো ভগবতৈব বিনির্জ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈরিণা ইব'—মহাদেব শত্রু কন্দর্পকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াই যেন (সেই রমণীর অনুসরণ করিলেন) । 'ইব'—শব্দ এখানে উৎপ্রেক্ষা-

দ্যোতক, বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

তস্যানুধাবতো রেতশ্চস্কন্দামোঘরেতসঃ ।
শুষ্মিণো যূথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—বাসিতাং (গর্ভধারণায়োদ্যতাং হস্তিনীম্) অনুধাবতঃ শুষ্মিণঃ (মত্তস্য) যূথপস্য ইব (গজস্যেব) অমোঘরেতসঃ (অমোঘং রেতঃ যস্য তস্য) তস্য অনুধাবতঃ (তং বিষ্ণুম্ অনুধাবতঃ রুদ্রস্য) রেতঃ চ স্কন্দ (অক্ষরাৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগামী মত্ত গজরাজের ন্যায় ঐ সুন্দরীর অনুসরণকারী অমোঘবীর্য্য মহাদেবের শুক্রক্ষরণ হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শুষ্মিণো মত্তস্য যূথপস্য হস্তীন্দ্রস্য, রেতসোঽমোঘত্বং স্বর্ণত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুষ্মিণঃ যূথপস্য ইব'—কামমত্ত গজরাজের ন্যায় যেন। 'অমোঘ-রেতসঃ' অব্যর্থবীর্য্য মহাদেব ; এখানে স্বর্ণত্বরূপে পরিণত হওয়ায় মহাদেবের বীর্য্যের অমোঘত্ব বলা হইল ॥৩২

যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ ।
তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে ॥৩৩॥

অন্বয়—(হে) মহীপতে ! (রাজন্) মহাত্মনঃ তস্য (রুদ্রস্য) রেতঃ মহ্যাং (পৃথিব্যাং যত্র যত্র অপতৎ তানি (স্থানানি) রূপ্যস্য হেম্নঃ (সুবর্ণস্য) চ ক্ষেত্রাণি আসন্ (বভূবঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! মহাত্মা রুদ্রের বীর্য্য পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানসমূহ রৌপ্যের এবং স্বর্ণের ক্ষেত্র হইয়াছিল ॥৩৩

বিশ্বনাথ—রুদ্রস্যেতি। তানি ক্ষেত্রাণি রুদ্রদৈবতানি ইত্যতস্তেভ্যো হেমলিপ্সুভিঃ প্রথমং রুদ্রঃ প্রসাদনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুদ্রস্য'—'রূপ্যস্য'-স্থলে রুদ্রস্য পাঠান্তর আছে। মহাদেবের সেই শুক্র পৃথিবীর যেখানে যেখানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান রুদ্রদেবের অধিকারে, এইহেতু সেখান হইতে স্বর্ণ লাভের অভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ শ্রীরুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিবেন—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

সরিৎসরঃসু শৈলেষু বনেষূপবনেষু চ ।
যত্র ক্ব চাসন্নৃষয়স্তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—(এবং তামনুধাবন্) হরঃ সরিৎসরঃসু শৈলেষু বনেষু উপবনেষু চ যত্র ক্ব চ (স্থানেষু) ঋষয়ঃ আসন্ তত্র সন্নিহিতঃ (হরস্যাপি যোগেশ্বরস্য যুবতীজনদর্শনাদ্ যোগভঙ্গঃ ইতি যুবতীষু সর্ব্বৈঃ সদৃঢ়ং মনোরক্ষিতব্যমিতি শিক্ষয়িতুমেব ঋষিসমীপে মোহিনীরূপধারিণা ভগবতা হরস্যানয়নমিতি ভাবঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—ঐপ্রকারে মোহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে মহাদেব নদী, সরোবর, পর্ব্বত, বন ও উপবনে এবং যে কোন স্থানে ঋষিগণ অবস্থান করিতেন, তথায় সন্নিহিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তামনুধাবন্ হরঃ সরিদাদিষু সন্নিহিতো বভূবেতি মোহিন্যাস্তত্র তত্র ধাবনং তত্র তত্রস্থানৃষীন্ হরস্য যোগভ্রংশং সাক্ষাদ্দর্শয়িতুমিতি ধ্বনিঃ। তেন মুনিভির্যোগারূঢ়ৈরপি বিজিতমপি স্বমনো যুবতীষু ন বিশ্বসনীয়মিতি শিক্ষণমনুধ্বনিঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সরিৎসরঃসু'—এই প্রকারে সেই রমণীমূর্ত্তির অনুসরণপূর্ব্বক মহাদেব নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলেন। মোহিনীর সেই সকল স্থানে ধাবনের উদ্দেশ্য—সেখানকার ঋষিগণকে মহাদেবের যোগভ্রংশ প্রত্যক্ষ করান, ইহা ধ্বনিত হইতেছে। ইহার দ্বারা যোগারূঢ় মুনিগণও বশীভূত নিজ মনকে যুবতীগণের বিষয়ে বিশ্বাস করিবেন না—এইরূপ শিক্ষা অনুধ্বনিত হইতেছে ॥

স্কন্নে রেতসি সোঽপশ্যদাত্মানং দেবমায়য়া ।
জড়ীকৃতং নৃপশ্রেষ্ঠ সংন্যবর্ত্তত কশ্মলাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—(হে) নৃপশ্রেষ্ঠ ! (এবং) রেতসি স্কন্নে (সম্পূর্ণং গলিতে সতি) সঃ (রুদ্রঃ) দেবমায়য়া (দেবস্য ভগবতঃ বিষ্ণোঃ মায়য়া) জড়ীকৃতম্ আত্মানম্ অপশ্যৎ (অতঃ) কশ্মলাৎ (মোহাৎ) সংন্যবর্ত্তত (নিবৃত্তঃ বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বীর্য্য সম্পূর্ণ স্খলিত হইলে মহাদেব আপনাকে ভগবানের মায়ায় জড়ীভূত দেখিলেন ; সুতরাং ঐ মোহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্কন্নে সংপূর্ণে সতীত্যর্থঃ। মোহিনী-প্রথমদর্শনক্ষণমারভ্যৈবাত্মা জড়ীকৃত এবাসীৎ তদানীমপশ্যদিতি জড়ীকৃতত্বেনানুসন্দধাবিত্যর্থঃ। কশ্মলাৎ মোহিন্যনুধাবনাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানবাদ—'স্কন্নে রেতসি'—শুক্র সম্পূর্ণ-রূপে স্খলিত হওয়ার পর মহাদেব দেবমায়াদ্বারা বশীকৃত নিজকে লক্ষ্য করিলেন, অর্থাৎ মোহিনীর প্রথম দর্শনের ক্ষণ হইতেই তাঁহার চিত্ত ব্যাকুলিত ছিল, তৎকালে নিজকে বশীভূত বলিয়া অনুসন্ধান করিলেন—এই অর্থ। 'কশ্মলাৎ'—মোহিনীর অনু-ধাবন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ।
অপরিজ্ঞেয়বীর্য্যস্য ন মেনে তদুহাদ্ভুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ আত্মনঃ (স্বীয়পরমস্বরূপস্য) অপরিজ্ঞেয়বীর্য্যস্য (অপরিজ্ঞেয়ং বীর্য্যং মায়ারূপং যস্য তস্য) জগদাত্মনঃ (হরেঃ) অবগতমাহাত্ম্যঃ (অবগতং জ্ঞাতং মাহাত্ম্যং যেন সঃ মহাদেবঃ) তদুহ (দেবমায়য়া জড়ীকরণম্) অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং) ন মেনে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহাদেব জগদাত্মা ও অপরি-জ্ঞেয়বীর্য্য শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দেবমায়ার মোহন কার্য্যে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ স্ববিবেকোৎপত্তিক্ষণ এব মোহিনী-মন্তর্হিতামালক্ষ্য অবগতং স্বমোহবিবেকৌ ভগবদ-ধীনাবিতি মাহাত্ম্যং যেন সঃ, আত্মনো হরেঃ। যদ্বা। আত্মনঃ স্বস্য অবগতমাহাত্ম্যঃ জ্ঞাতযোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবঃ। তৎ জড়ীকরণং বিবেকপ্রদানঞ্চ অদ্ভুতং ন মেনে তত্র হেতুঃ জগদাত্মনঃ জগন্মধ্যবর্ত্তিনং মামপি মোহয়িতুং প্রবোধয়িতুঞ্চ সমর্থস্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ অবগত-মাহাত্ম্যঃ'—অনন্তর নিজ বিবেকের উৎপত্তির ক্ষণেই মোহিনী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান লক্ষ্য করিয়া, মহাদেব নিজের মোহ ও বিবেক শ্রীভগবানের অধীন, এই মাহাত্ম্য অবগত হইলেন। 'আত্মনঃ'—বলিতে জগদাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য, অথবা—নিজের যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাব অবগত হইয়া, সেই মোহ ও বিবেক-প্রদান আশ্চর্য্যজনক মনে করিলেন না, তাহার কারণ—'জগদাত্মনঃ', জগদাত্মা শ্রীহরি জগন্মধ্যবর্ত্তী আমাকেও মোহিত ও প্রবোধিত করিতে সমর্থ, এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

তমবিক্লবমব্রীড়মালক্ষ্য মধুসূদনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বিভ্রৎ স্বাং পৌরুষীং তনুম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—মধুসূদনঃ তং (শ্রীরুদ্রম্) অবিক্লবং (ব্যাকুলতারহিতম্) অব্রীড়ং (গতলজ্জং চ) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পরমপ্রীতঃ (সন্) স্বাং পৌরুষীং তনুং বিভ্রৎ (ধারয়ন্) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—মধুসূদন মহাদেবকে অব্যাকুল এবং গতলজ্জ নিরীক্ষণ করিয়া পরমপ্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় পুরুষাকৃতি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৩৭

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত মহাযোগেশ্বরোঽপ্যহং বিষয়ান্ধ এবাভূবমিত্যনুতাপরাহিত্যাদবিক্লবম্। স্বান্তর্য্যামিণি কা লজ্জেত্যব্রীড়ম্। অয়ং ভাবঃ—নাহমন্যেন কেনাপি মোহিতুং শক্যো মৎ-প্রভুণা তু মন্মোহনং ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব, মমাপি মোহনং বিনা মৎপ্রভো-রাত্যন্তিকং প্রভুত্বমেব কুত ইতি প্রভুত্বাতিশয়ো দাসস্য মে ভক্ত্যুৎকর্ষমেব পুষ্যতীতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিক্লবম্'—ব্যাকুলতারহিত দেখিয়া (অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরি মহাদেবের কোনরূপ বিহ্বলতা বা লজ্জা না দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া নিজ পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন)। হায় ! হায় ! মহাযোগেশ্বর আমিও বিষয়ে অন্ধই হইয়া-ছিলাম—এইরূপ অনুতাপ-রাহিত্যহেতু (মহাদেবের) অবিক্লবতা। নিজ অন্তর্য্যামীর নিকট কি লজ্জা—ইহাতে লজ্জাহীনতা। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—অন্য কেহই আমাকে মোহিত করিতে সমর্থ নহে, আমার প্রভুকর্ত্তৃক আমার মোহন দোষাবহ নহে, অধিকন্তু অলঙ্কারস্বরূপ, যেহেতু আমার মোহন ব্যতি-রেকে, অর্থাৎ আমাকেও বিমোহিত করিতে না পারিলে, আমার প্রভুর আত্যন্তিক প্রভুত্ব কোথায় ?

অতএব প্রভুত্বের আতিশয্য দাস আমার ভক্তির উৎকর্ষই পোষণ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ স্বাং নিষ্ঠামাত্মনি স্থিতঃ।
যন্মে স্ত্রীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোঽপ্যঙ্গ মায়য়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গ (হে) বিবুধশ্রেষ্ঠ! (দেবশ্রেষ্ঠ!) যৎ (যস্মাৎ) স্ত্রীরূপয়া মে (মম) মায়য়া স্বৈরং (যথেষ্ট পূর্ব্বং) মোহিতঃ অপি ত্বম্ আত্মনা (স্বয়মেব) স্বাং নিষ্ঠাং (প্রকৃতিম্) স্থিতঃ (প্রাপিতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (ভদ্রং জাতম্) ॥৩৮

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার স্ত্রীরূপামায়া দ্বারা মোহিত হইয়াও স্বয়ংই ভাগ্যক্রমে স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীরূপয়া মোহিন্যাখ্যস্বরূপভূতয়া মায়য়া মোহিতোঽপি স্বাং নিষ্ঠাং ভক্ত্যুত্থদৈন্যময়ীং নিরহঙ্কারতামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রীরূপয়া মায়য়া'—আমার স্বরূপভূতা মায়া-রচিতা মোহিনী নামক রমণীমূর্ত্তি কর্ত্তৃক যথেচ্ছভাবে মোহিত হইয়াও আপনি 'স্বাং নিষ্ঠাং'—নিজের স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত্যুত্থিত (ভক্তি হইতে উদ্ভূত) দৈন্যময়ী নিরহঙ্কারিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

———

কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্।
তাংস্তান্বিসৃজতীং ভাবান্ দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—ত্বৎঋতে (ত্বাং বিনা) বিষক্তঃ (বিষয়ভোগাসক্তঃ) কঃ নু পুমান্ অকৃতাত্মভিঃ (অবশীকৃতচিত্তৈঃ) দুস্তরাং তান্ তান্ ভাবান্ (বিষয়ান্) বিসৃজতীং মে (মম) মায়াম্ অতিতরেৎ (উল্লঙ্ঘ্য স্বস্থচিত্তঃ ভবেৎ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্যতীত কোন পুরুষ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়াও অজিতচিত্তগণের দুস্তর তত্তদ্‌বিষয়সৃষ্টিকারিণী আমার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—জগন্মোহিন্যা মদ্বহিরঙ্গমায়য়া তু ত্বং নৈব মোহিতো বর্ত্তস ইত্যাহ কোন্বিতি, বিষক্তঃ মায়িকবিষয়াসক্তঃ সন্ কো মায়াং তরেৎ ত্বদৃতে ত্বাং বিনা ত্বন্তু মায়ায়ামাসক্তোঽপি মায়ামতর ইত্যর্থঃ। মায়াং বিশিনষ্টি ভাবান্ রজোস্তমোময়ান্ কামাদীন্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগন্মোহিনী আমার বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা আপনি কখনও মোহিত নহেন, ইহা বলিতেছেন—'কো নু' ইত্যাদি। 'বিষক্তঃ'—আপনি ভিন্ন অপর কোন্ পুরুষ মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে? কিন্তু আপনি মায়াতে আসক্ত হইয়াও মায়াকে অতিক্রম করিয়াছেন—এই অর্থ। মায়াকে বিশেষিত করিতেছেন—'ভাবান্' ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক কামাদি ভাবসমূহের সৃষ্টিকর্ত্রী (এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়া আমার মায়াকে অতিক্রম করিতে কে সমর্থ?) ॥ ৩৯ ॥

———

সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি।
ময়া সমেতা কালেন কালরূপেণ ভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—কালেন (সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তেন) কালরূপেণ ময়া ভাগশঃ (রজঃ আদি বিভাগেন) সমেতা (মদধীনা সতী) সা (দুস্তরা) ইয়ং গুণময়ী (মম) মায়া ত্বাং ন অভিভবিষ্যতি (তব মোহং নৈব করিষ্যতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত কালরূপী আমাকর্ত্তৃক রজঃ প্রভৃতি অংশের সহিত বশীভূতা সেই ত্রিগুণাত্মিকামায়া আপনাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—সৈব কেতি চেদতঃ স্বাঙ্গুল্যা তৎসমীপস্থাং দুর্গাং দর্শয়তি—সেয়মিতি। কালেন কারণেন ময়া জগৎ সৃজতা সমেতা সহিতা, ময়া কীদৃশেন? ভাগশোঽংশেন কলয়তি ঈক্ষণেনাঙ্গীকরোতীতি কালঃ পুরুষো রূপং যস্য তেন ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই মায়া কে? তাহাতে নিজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দ্বারা মহাদেবের সমীপে অবস্থিতা দুর্গাকে দেখাইতেছেন—'সা ইয়ং', ইনিই সেই মায়া। 'কালেন'—জগতের সৃষ্টি প্রভু-

তির নিমিত্ত কালবশতঃ আমার সহিত মিলিতা রহিয়াছেন। কিরূপ আমার সহিত? তাহাতে বলিতেছেন—'ভাগশঃ', রজঃ প্রভৃতি অংশে, 'কাল-রূপেণ'—ঈক্ষণের দ্বারা যিনি অঙ্গীকার করেন, সেই কালপুরুষরূপী আমার সহিত মিলিতা (অর্থাৎ এই গুণময়ী মায়া সৃষ্টি প্রভৃতির কারণস্বরূপ কালরূপী আমার সহিত রজঃ প্রভৃতি অংশদ্বারা মিলিতা হইয়া আমারই অধীনা রহিয়াছে। ইহা আপনাকে আর কখনও অভিভূত করিবে না।) ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাঙ্কেন সৎকৃতঃ।
আমন্ত্র্য তং পরিক্রম্য সগণঃ স্বালয়ং যযৌ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্! শ্রীবৎসাঙ্কেন (শ্রীবৎসঃ অঙ্কঃ চিহ্নবিশেষঃ যস্য সঃ তেন) ভগবতা (বিষ্ণুনা) এবং সৎকৃতঃ (শিবঃ) তম্ আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) সগণঃ (স্বগণ-সহিতঃ) স্বালয়ং (স্বস্য আলয়ং কৈলাসং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রীবৎসাঙ্ক ভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকারে সৎকৃত হইয়া মহাদেব তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিদায়গ্রহণানন্তর স্বগণের সহিত কৈলাসে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবৎসাঙ্কেনেত্যনেন প্রণতঃ স উত্থাপ্য বক্ষসা সংস্পৃশ্য আলিঙ্গিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীবৎসাঙ্কেন'—শ্রীবৎস চিহ্ন-শোভিত ভগবান্ কর্ত্তৃক সৎকৃত মহাদেব, ইহা বলায় প্রণত মহাদেবকে উঠাইয়া শ্রীহরি বক্ষঃ স্পর্শ-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন—এইরূপ অর্থ ॥ ৪১ ॥

আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ।
সম্মতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—(হে) ভারত! অথ ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ) ঋষিমুখ্যানাং সম্মতাম্ আত্মাংশভূতাম্ (আত্মনঃ বিষ্ণোঃ শক্তিরূপাং) তাং মায়াং ভবানীং (প্রতি) প্রীত্যা আচষ্ট (ভগবন্মায়ায়াঃ প্রাবল্যমুক্ত-বান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! অনন্তর ভগবান্ শিব মুখ্যমুনিগণের সম্মত বিষ্ণুর শক্তিরূপা ভবানীর প্রতি আনন্দে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—শংসতাং প্রশংসতস্তান্ মুনীননাদৃত্য ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শংসতাং'—'সম্মতাং', এই স্থলে 'শংসতাং' পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ ভবানীর প্রশংসারত সেই মুনিগণকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীমহাদেব ভবানীকে এরূপ বলিয়াছিলেন। (এখানে অনাদরে ষষ্ঠী হইয়াছে।) ॥ ৪২ ॥

অয়ি ব্যপশ্যস্ত্বমজস্য মায়াং
পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়াঃ।
অহং কলানামৃষভোঽপি মুহ্যে
যয়াবশোঽন্যে কিমুতাস্বতন্ত্রাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমহাদেব উবাচ, (অয়ি দেবি!) অজস্য পরদেবতায়াঃ (তথা) পরস্য পুংসঃ (হরেঃ) মায়াং ত্বং ব্যপশ্যঃ (দৃষ্টবত্যসি) কলানাং (তদংশাবতারাণাম্) ঋষভঃ অপি (শ্রেষ্ঠঃ অপি) অহম্ অবশঃ (সন্) যয়া (মায়য়া) মুহ্যে (মোহংগতঃ অস্মি) তদা অস্বতন্ত্রাঃ (ইন্দ্রিয়াদিপরবশাঃ) অন্যে (বিমুহ্যেয়ুরিতি) কিমুত (কিং বক্তব্যম্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি! জন্মরহিত পরদেবতা ও পরমপুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে? আমি তাঁহার অংশাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যে মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরবশলোকসকল যে মোহিত হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৪৩ ॥

যং মামপৃচ্ছস্ত্বমুপেত্য যোগাৎ
সমাসহস্রান্ত উপারতং বৈ।
স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো
ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সমাসহস্রান্তে (সংবৎসরসহস্রান্তে)

যোগাৎ উপারতং (নিবৃত্তং) মাম্ উপেত্য (পরমেশ্বরঃ ত্বং পুনঃ কস্য ধ্যানং করোষীতি) ত্বং যম্ অপৃচ্ছঃ (পৃষ্টবতী) সঃ পুরাণঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ এষঃ (এব) যত্র কালঃ ন বিশতে বেদঃ ন (চ) যং (ন জানাতি কালবেদয়োরপি অগম্য ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সহস্রবৎসর পরে আমি যোগ হইতে নিবৃত্ত হইলে, তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উনিই সাক্ষাৎ সেই পুরাণপুরুষ, উহার মধ্যে কাল প্রবেশ করিতে পারে না এবং বেদও জানিতে অসমর্থ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন বিশতে ইতি। কালঃ সর্ব্বত্র প্রভবিতুং বিশন্নপি যত্র ন বিশতি, বেদঃ সর্ব্বং জানন্নপি যত্র জ্ঞাতুং ন বিশতি কালবেদয়োরপি যো ন গম্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বিশতে'—প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কাল সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতে প্রবিষ্ট হইলেও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং বেদ সমস্ত কিছু জানিলেও যাঁহাকে জানিবার জন্য প্রবেশ করিতে পারে না, অর্থাৎ কাল ও বেদের যিনি অগম্য, এই শ্রীহরিই সাক্ষাৎ সেই সনাতন পুরুষ—এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তেঽভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
সিন্ধোর্নির্ম্মথনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (হে) তাত ! সিন্ধোঃ নির্ম্মথনে যেন (মহাবলপরাক্রমেণ) মহাচলঃ (মহান্ অচলঃ মন্দরনামকঃ পর্ব্বতঃ) পৃষ্ঠে ধৃতঃ (তস্য) শার্ঙ্গধন্বনঃ ইতি (ইত্যেবং) বিক্রমঃ (সমুদ্রমন্থনরূপঃ পরাক্রমঃ) তে (তুভ্যং) (ময়া) অভিহিতঃ (কথিতঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে তাত। সাগরমন্থনের সময় যিনি স্বীয় পৃষ্ঠে বিশাল মন্দরপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ সার্ঙ্গধন্বার বিক্রমের বিষয় তোমার নিকট কথিত হইল ॥৪৫॥

এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (সমুদ্রমথনাদিরূপং ভগবচ্চরিত্রং) মুহুঃ কীর্ত্তয়তঃ (কথয়তঃ) অনুশৃণ্বতঃ (চ পুংসঃ) সমুদ্যমঃ জাতু (কদাচিৎ) ক্বচিৎ (দেশে) ন রিষ্যতে (ন নশ্যতি নিষ্ফলঃ ন ভবতীতি)। যৎ (যস্মাৎ) উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য হরেঃ গুণানাম্ অনুবর্ণনাদিকং) সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহং (সমস্তঃ যঃ সংসারপরিশ্রমঃ খেদঃ তম্ অপহন্তীতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এই সমুদ্রমন্থনাদিরূপ ভগবচ্চরিত্র বারংবার কীর্ত্তন বা শ্রবণকারিগণের উদ্যম কদাপি নিষ্ফল হয় না। কারণ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন সাংসারিক সকল ক্লেশের বিনাশক ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—ন রিষ্যতে ন নশ্যতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন রিষ্যতে'—নষ্ট হয় না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীহরির এই গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাহার উদ্যম কখনও নিষ্ফল হয় না ॥ ৪৬ ॥

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে শঙ্করমোহনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ কপটযুবতিবেশঃ (কপটেন মায়য়া যুবতীবেশঃ সন্) সুরারীন্ (অসুরান্) মোহয়ন্ অসদবিষয়ম্ (অসতাম্ অবিষয়ং) ভাবগম্যং (ভাবঃ ভজনং তেন গম্যম্) অঙ্ঘ্রিং (চরণং) প্রপন্নান্ (শরণাগতান্) অমরবর্য্যান্ সিন্ধুমথ্যং (সিন্ধোর্ম্মথনেন জাতম্) অমৃতম্ আশয়ৎ (অভোজয়ৎ) অহম্ উপসৃতানাং (ভক্তানাং) কামপূরং (তং নতঃ অস্মি) ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীবেশে দানবদিগকে মোহিত করিয়া সমুদ্র মথনোৎপন্ন অমৃত অসাধুগণের অপ্রাপ্য উপাসনালভ্য স্বীয় চরণে শরণাপন্ন অমরগণকে পান করাইয়াছিলেন সেই ভক্তগণের প্রার্থনা পূরক ভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—অঙ্ঘ্রিং প্রপন্নানমরবর্য্যান্ সিন্ধুমথ্যং সিন্ধুমথনোদ্ভূতমমৃতং য আশয়ৎ অভোজয়ৎ, কপটঃ যুবতীবেশো যস্য সঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্ঘ্রিং প্রপন্নান্ অমরবর্য্যান্'—নিজ পাদপদ্মের শরণাগত শ্রেষ্ঠ দেবগণকে যিনি সমুদ্রমন্থন-জাত অমৃত পান করাইয়াছিলেন। 'কপট-যুবতিবেশঃ'—যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন (সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি) ॥৪৭॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার অষ্টমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের তথ্য, মধ্ব, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

**মনুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ।
সপ্তমো বর্ত্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১ ॥**

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ক্রমানুসারে সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ মনুর পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে পূর্ব্বে (৮।১ ও ৫ম অধ্যায়ে) ছয়টী মনুর বিবরণ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে বর্ত্তমান মন্বন্তরীয় সপ্তম মনুর কথা কীর্ত্তনান্তে ভবিষ্য মন্বন্তর ষট্‌কের কথাও কীর্ত্তিত হইতেছে। সপ্তম মন্বন্তরে বিবস্বত পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাদি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ, পৃষধ্র ও বসুমান—এই দশটী ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথা ঋভুগণ—দেবতা; পুরন্দর—ইন্দ্র; কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ—সপ্তর্ষি এবং কশ্যপ হইতে অদিতিগর্ভজাত ভগবান্ বিষ্ণু—এই বৈবস্বত মন্বন্তরাবতার। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি—মনু, নির্ম্মোকাদি—মনুপুত্র, সুতপাদি—দেবতা, বিরোচননন্দন বলি—ইন্দ্র; গালব, পরশুরাম প্রভৃতি—সপ্তর্ষি এবং দেবগুহ্য হইতে সরস্বতী-গর্ভোদিত ভগবান্ সার্ব্বভৌম—মন্বন্তরাবতার। নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি—মনু ভূতকেতু প্রভৃতি—মনুপুত্র, মরীচিগর্ভাদি—দেবতা, অদ্ভুত—ইন্দ্র, দ্যুতিমানাদি—সপ্তর্ষি এবং আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভোদ্ভূত ভগবান্ ঋষভ—মন্বন্তরাবতার। দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবর্ণি—মনু, ভূরিসেনাদি—মনুপুত্র, হবিষ্মানাদি—সপ্তর্ষি, সুবাসনাদি—দেবতা, শম্ভু—ইন্দ্র এবং বিশ্বস্রষ্টা বিপ্রগৃহে বিসূচীগর্ভোদিত শম্ভুসখা ভগবান্ বিষ্বক্‌সেন—মন্বন্তরাবতার। একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্মসাবর্ণি—মনু, সত্যাদি—দশপুত্র, বিহঙ্গমাদি—দেবতা, বৈধৃত—ইন্দ্র, অরুণাদি—সপ্তর্ষি এবং বৈধৃতা গর্ভসম্ভূত আর্য্যকসুত ভগবান্ ধর্ম্মসেতু—মন্বন্তরাবতার। দ্বাদশ মন্বন্তরে

রুদ্রসাবর্ণি—মনু, দেববানাদি—পুত্র, হরিতাদি—দেবতা, ঋতধামা—ইন্দ্র, তপোমূর্ত্ত্যাদি—ঋষি এবং সত্যসহা বিপ্রপত্নী সুনৃতাগর্ভোদ্ভূত সুধামা বা স্বধামা—মন্বন্তরাবতার। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণি—মনু; চিত্রসেনাদি—মনুপুত্র, সুকর্ম্মাদি—দেবতা, দিবস্পতি—দেবরাজ, নির্ম্মোকাদি—ঋষি এবং বৃহতী গর্ভসম্ভূত দেবহোত্রতনয় যোগেশ্বর—মন্বন্তরাবতার। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবর্ণি—মনু, উরু, গম্ভীরাদি—পুত্র, পবিত্রাদি—দেবতা, শুচি—দেবরাজ, অগ্নিবাহু প্রভৃতি—ঋষি এবং বিনতা-গর্ভোদ্ভূত সত্রায়ণ নন্দন বৃহদ্ভানু—মন্বন্তরাবতার। এই চতুর্দ্দশ মনু-পরিমিতকাল সহস্রযুগ প্রমাণ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) শ্রাদ্ধদেবঃ ইতি শ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ পুত্রঃ বর্ত্তমানঃ (অধুনা বিদ্যমানঃ) সপ্তমঃ মনুঃ তদপত্যানি (তস্য অপত্যানি) মে (মত্তঃ ত্বং) শৃণু ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিবস্বতের (সূর্য্যের) পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত, তিনি বর্ত্তমানে সপ্তম মনু, তাঁহার সন্তানদিগের বিবরণ বলিতেছি; শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মন্বন্তরাণি মন্বাদিষট্‌কবন্তি সমাসতঃ।
সপ্তমাদীনি কথ্যন্তে ক্রমাদত্র ত্রয়োদশে॥ ০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মনু প্রভৃতি ষড়্‌বর্গযুক্ত সপ্তমাদি মন্বন্তরের কথা সংক্ষেপে ক্রমপূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

ইক্ষ্বাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে ॥ ২ ॥
তরূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে দশ-পুত্রাঃ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইক্ষ্বাকুঃ নভগঃ চ এব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিঃ এব চ নরিষ্যন্তঃ অথ নাভাগঃ (তথা) সপ্তমঃ (যঃ) দিষ্টঃ উচ্যতে (তন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) তরূষঃ চ পৃষধ্রঃ চ দশমঃ (যঃ) বসুমান্ (স্মৃতঃ তদভিধানঃ); হে পরন্তপ ! (শত্রুতাপন !) বৈবস্বতস্য মনোঃ এতে দশপুত্রাঃ (আসন্) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! বৈবস্বত মনুর এই দশ পুত্র ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ এবং সপ্তমপুত্র দিষ্টনামে প্রসিদ্ধ; তরূষ, পৃষধ্র ও দশম পুত্র বসুমান ॥ ২-৩ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ।
অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ ! আদিত্যাঃ বসবঃ রুদ্রাঃ বিশ্বেদেবাঃ মরুদ্‌গণাঃ অশ্বিনৌ ঋভবঃ (এতে দেবাঃ ভবন্তি) পুরন্দরঃ (তন্নামা) তেষাং (দেবানাম্) ইন্দ্রঃ (অধিপতিরস্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ (এই মন্বন্তরে) আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ দেবতা; পুরন্দর তাঁহাদের ইন্দ্র ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আদিত্যাদয়ো দেবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আদিত্যাঃ'—আদিত্য প্রভৃতি দেবতা, এই অন্বয় (অর্থাৎ সপ্তম মনু বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেবের মন্বন্তরকালে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণ—ইঁহারা দেবতা এবং পুরন্দর তাঁহাদের ইন্দ্র।) ॥ ৪ ॥

কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কশ্যপঃ অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ চ বিশ্বামিত্রঃ অথ গৌতমঃ জমদগ্নিঃ ভরদ্বাজঃ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ (অস্মিন্ মন্বন্তরে সপ্তর্ষয়ঃ কথিতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—ইঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কথিত ॥ ৫ ॥

অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র অপি (অস্মিন্নপি মন্বন্তরে)

কশ্যপাৎ (পিতুঃ) অদিতেঃ (মাতুশ্চ) ভগবজ্জন্ম (ভগবতঃ জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ) অভূৎ আদিত্যানাং (বিবস্বান্ অর্য্যমা পূষা ইত্যাদ্যুক্তানাং মধ্যে) অবরজঃ (জন্ম যস্য তেষাং কনীয়ান্ ইত্যর্থঃ) বিষ্ণুঃ বামনরূপধৃক্ (খর্ব্বাকৃতিঃ অভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়। যে বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনিই বামনরূপী ॥ ৬ ॥

সংক্ষেপতো ময়োক্তানি সপ্ত মন্বন্তরাণি তে।
ভবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ শক্ত্যান্বিতানি চ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—ময়া সংক্ষেপতঃ তে (তুভ্যম্) সপ্তমন্বন্তরাণি উক্তানি। অথ (ইদানীং ভগবতঃ) বিষ্ণোঃ শক্ত্যা অন্বিতানি চ (শক্ত্যা অবতারেণ অন্বিতানি যুক্তানি চ) ভবিষ্যাণি (মন্বন্তরাণি) চ বক্ষ্যামি ॥৭॥

অনুবাদ—আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বলিলাম, এখন বিষ্ণুর অবতার সমন্বিত ভবিষ্যমন্বন্তরের বিষয় বলিব ॥ ৭ ॥

বিবস্বতশ্চ দ্বে জায়ে বিশ্বকর্ম্মসুতে উভে।
সংজ্ঞা ছায়া চ রাজেন্দ্র যে প্রাগভিহিতে তব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র ! প্রাক্ (ষষ্ঠস্কন্ধে ময়া) সংজ্ঞা ছায়া চ (সংজ্ঞাছায়ানাম্নৌ) যে উভে বিশ্বকর্ম্মসুতে (বিশ্বকর্ম্মণঃ প্রজাপতেঃ সুতে কন্যে) তব অভিহিতে (ত্বাং প্রতি কথিতে) দ্বে চ (সংজ্ঞাচ্ছায়ে) বিবস্বতঃ জায়ে (সূর্য্যস্য পত্নৌ ভবতঃ) ॥ ৮॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র ! পূর্ব্বে (ষষ্ঠস্কন্ধে) সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যাদ্বয়ের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি; তাহারা উভয়েই সূর্য্যের পত্নী ॥৮॥

তৃতীয়াং বড়বামেকে তাসাং সংজ্ঞাসুতাস্ত্রয়ঃ।
যমো যমী শ্রাদ্ধদেবশ্ছায়ায়াশ্চ সুতান্ শৃণু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—একে (তু) বড়বাং তৃতীয়াং (সূর্য্যস্য তৃতীয়াং ভার্য্যাম্ আহুঃ) তাসাং (স্ত্রীণাং মধ্যে) যমঃ যমী (যমুনা) শ্রাদ্ধদেবঃ (চ ইতি) ত্রয়ঃ সংজ্ঞাসুতাঃ (সংজ্ঞায়াঃ সুতাঃ ভবন্তি) ছায়ায়াঃ সুতান্ চ শৃণু ॥৯॥

অনুবাদ—কেহ বলেন—সূর্য্যের 'বড়বা' নাম্নী তৃতীয়া স্ত্রী ছিল, সেই স্ত্রীগণের মধ্যে সংজ্ঞার যম, যমী (যমুনা) ও শ্রাদ্ধদেব নামে তিন সন্তান হয়, অতঃপর ছায়ার সন্তানবিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

সাবর্ণিস্তপতী কন্যা ভার্য্যা সংবরণস্য যা।
শনৈশ্চরস্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সাবর্ণিঃ (পুত্রঃ) তপতী (নাম্নী) কন্যা যা (তপতী) সম্বরণস্য (রাজ্ঞঃ) ভার্য্যা (জাতা)। শনৈশ্চরঃ (চ) তৃতীয়ঃ (পুত্রঃ) অভূৎ বড়বাত্মজৌ (বড়বায়াঃ আত্মজৌ) অশ্বিনৌ (জাতৌ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ছায়ার সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়, ঐ তপতী সম্বরণ রাজার স্ত্রী। ছায়ার তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চর এবং বড়বার গর্ভজ সন্তান অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ ১০ ॥

অষ্টমেঽন্তর আয়াতে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ।
নির্ম্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ সাবর্ণিতনয়া নৃপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! অষ্টমে অন্তরে (মন্বন্তরে) আয়াতে (সতি) সাবর্ণিঃ মনুঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি)। নির্ম্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ (চ) সাবর্ণিতনয়াঃ (সাবর্ণেঃ তনয়াঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অষ্টম মন্বন্তর আগত হইলে সাবর্ণি মনু হইবেন, এবং নির্ম্মোক বিরজস্ক প্রভৃতি ঐ সাবর্ণি মনুর পুত্র হইবে ॥ ১১ ॥

তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ।
তেষাং বিরোচনসুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ মন্বন্তরে) সুতপসঃ বিরজাঃ অমৃতপ্রভাঃ (ইতি সংজ্ঞকাঃ) দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি)। বিরোচনসুতঃ বলিঃ তেষাং (দেবানাম্) ইন্দ্রঃ (অধিপতিঃ) ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তখন সুতপা বিরজা ও অমৃতপ্রভা ইহারা দেবতা এবং বিরোচনপুত্র বলি তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ॥ ১২ ॥

দত্ত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ম্ ।
রাদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (বলিঃ) পদত্রয়ং যাচমানায় বিষ্ণবে ইমাং (সর্ব্বাং মহীং সপ্তমে মন্বন্তরে) দত্ত্বা (অষ্টমে মন্বন্তরে বিষ্ণোঃ প্রসাদেন চ) রাদ্ধং (লব্ধম্) ইন্দ্রপদং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) ততঃ সিদ্ধিং (মুক্তিম্) অবাপ্স্যতি ॥১৩

অনুবাদ—সেই বলি পদত্রয় ভূমি যাচ্ঞাকারী বিষ্ণুকে এই সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ-লব্ধ ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৩ ॥

যোঽসৌ ভগবতা বদ্ধঃ প্রীতেন সুতলে পুনঃ ।
নিবেশিতোঽধিকে স্বর্গাদধুনাস্তে স্বরাড়িব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতেন ভগবতা যঃ অসৌ বদ্ধঃ পুনঃ (সুখভোগার্থং) স্বর্গাৎ (অপি) অধিকে (অধিকসুখে) সুতলে নিবেশিতঃ (সন্) অধুনা (অপি) স্বরাট্ ইব (ইন্দ্রঃ ইব) আস্তে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রীতিসহকারে সেই বলিকে বন্ধন করিয়াও আবার তাঁহাকে স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুতলে স্থাপন করিয়াছেন, এখনও তথায় বলি স্বর্গাধি-পতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যোঽসাবিতি পুনর্নিবেশিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোঽসৌ'—ভগবান্ বামন-রূপী বিষ্ণু যে বলিকে পূর্ব্বে বন্ধন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকেই সুতলে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ ১৪ ॥

গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা ।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ ।
ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্বে আশ্রমমণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! তত্র (তস্মিন্ মন্বন্তরে) গালবঃ, দীপ্তিমান্, রামঃ (পরশুরামঃ) দ্রোণপুত্রঃ (অশ্বত্থামা) তথা কৃপঃ (কৃপাচার্য্যঃ), ঋষ্যশৃঙ্গঃ, অস্মাকং পিতা ভগবান্ বাদরায়ণঃ ইমে সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যন্তি । ইদানীম্ (অপি তে) স্বযোগতঃ (অচ্যুত-নিষ্ঠালক্ষণযোগাৎ) স্বে স্বে আশ্রমমণ্ডলে আসতে (তিষ্ঠন্তি) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! উক্ত মন্বন্তরে গালব,—দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাস)—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, সম্প্রতি তাঁহারা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্ব-স্ব আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ ।
স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবগুহ্যাৎ (পিতুঃ সকাশাৎ) সরস্বত্যাং (জনন্যাং) সার্ব্বভৌমঃ ইতি (তন্নামা) প্রভুঃ (ভগবান্ অবতরিষ্যতি)। (স চ) ঈশ্বরঃ স্থানং (স্বর্গং) পুরন্দরাৎ হৃত্বা বলয়ে দাস্যতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সর-স্বতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম প্রভু ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া পুরন্দরের নিকট হইতে স্বর্গ হরণ পূর্ব্বক বলিকে প্রদান করিবেন ॥ ১৭ ॥

নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ ।
ভূতকেতুদীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বরুণসম্ভবঃ (বরুণতনয়ঃ) দক্ষসাবর্ণিঃ নবমঃ মনুঃ (ভবিষ্যতি)। ভূতকেতুঃ দীপ্তকেতুঃ ইত্যাদ্যাঃ তৎসুতাঃ (তস্য দক্ষসাবর্ণেঃ সুতাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বরুণ হইতে দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনু হইবেন, ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবে ॥ ১৮ ॥

পারা-মরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রোঽদ্ভুতঃ স্মৃতঃ ।
দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্ততঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (মন্বন্তরে) পারামরীচিগর্ভাদ্যাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি) অদ্ভুতঃ স্মৃতঃ (নাম্না অদ্ভুত ইতি প্রসিদ্ধঃ) ইন্দ্রঃ (দেবাধিপতিঃ ভবিষ্যতি) ততঃ (তস্মিন্ মন্বন্তরে) দ্যুতিমৎপ্রমুখাঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ (ভবিষ্যন্তি সবনঃ দ্যুতিমান্ হব্যঃ বসু মেধাতিথিস্তথা। জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তথৈতে চ মহর্ষয়ঃ ইতি হরিবংশোক্তাঃ অন্যেঽপি জ্ঞেয়াঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এই নবম মন্বন্তরে পারা-মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা এবং অদ্ভুত নামে ইন্দ্র ও দ্যুতিমৎ-প্রমুখ সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ১৯ ॥

———

আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো ভগবৎকলা।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ ॥

অন্বয়ঃ—আয়ুষ্মতঃ (পিতুঃ সকাশাৎ) অম্বুধারায়াং (মাতরি) ভগবৎকলা (ভগবতঃ কলা অবতারঃ) ঋষভঃ (তন্নাম) ভবিতা যেন (ঋষভেন) সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীম্ অদ্ভুতঃ (ইন্দ্রঃ) ভোক্ষ্যতে ॥২০॥

অনুবাদ—আয়ুষ্মান হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবদংশাবতার ঋষভদেবের আবির্ভাব হইবে। তিনি সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী লোকত্রয় অদ্ভুতনামক ইন্দ্রকে ভোগ করাইবেন ॥ ২০ ॥

———

দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ।
তৎসুতা ভূরিষেণাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—উপশ্লোকসুতঃ (উপশ্লোকস্য সুতঃ) ব্রহ্মসাবর্ণিঃ দশমঃ মনুঃ (ভবিষ্যতি)। ভূরিষেণাদ্যাঃ তৎসুতাঃ (ভবিষ্যন্তি)। হবিস্মৎ প্রমুখাঃ (চ) দ্বিজাঃ (সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি নামে দশম মনু হইবেন, ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার সন্তান এবং হবিষ্মৎপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ২১ ॥

———

হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্তিস্তদা দ্বিজাঃ।
সুবাসনা-বিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ মন্বন্তরে) হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যঃ জয়ঃ মূর্ত্তিঃ (এতে) দ্বিজাঃ (ভবিষ্যন্তি)। সুবাসনাবিরুদ্ধাদ্যাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি)। শম্ভুঃ (তন্নামা) সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন, সুবাসন ও অবিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ॥২২

———

বিষ্বক্সেনো বিসূচ্যান্তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি।
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বসৃজো বিভুঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বসৃজঃ গৃহে বিসূচ্যাং (তস্য ভার্য্যায়াং) তু স্বাংশেন জাতঃ (সন্) বিষ্বক্সেনঃ (তন্নামকঃ) ভগবান্ বিভুঃ শম্ভোঃ (শম্ভুনামকস্য ইন্দ্রস্য) সখ্যং (সাহায্যং) করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে ভগবান্ বিভু স্বাংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্বকসেনরূপে শম্ভুর সহিত সখ্য করিবেন ॥ ২৩ ॥

———

মনুর্বৈ ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশম আত্মবান্।
অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ সত্যধর্ম্মাদয়ো দশ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ (জিতমনাঃ) ধর্ম্মসাবর্ণিঃ একাদশমঃ (একাদশঃ) মনু বৈ (ভবিষ্যতি)। সত্য-ধর্ম্মাদয়ঃ দশ চ তৎসুতাঃ (তৎপুত্রাঃ) অনাগতাঃ (ভাব্যাঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—একাদশ মন্বন্তরে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্ম-সাবর্ণি মনু হইবেন এবং তাঁহার সত্যধর্ম্মাদি দশটী সন্তান হইবে ॥ ২৪ ॥

———

বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মিন্ মন্বন্তরে) বিহঙ্গমাঃ কামগমাঃ নির্ব্বাণরুচয়ঃ (এতে) সুরাঃ (দেবগণাঃ ভবিষ্যন্তি), তেষাম্ ইন্দ্রঃ (অধিপতিঃ) চ বৈধৃতঃ (তন্নামা ভবিষ্যতি), অরুণাদয়ঃ চ ঋষয়ঃ (ভবিষ্যন্তি) ॥২৫॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ,

নির্ব্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা এবং বৈধৃতনামে ইন্দ্র ও অরুণাদি সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ২৫ ॥

আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥২৬

অন্বয়ঃ—তত্র (মন্বন্তরে) আর্য্যকস্য (পিতুঃ) সুতঃ ধর্ম্ম-সেতুঃ ইতি (নাম্না চ) স্মৃতঃ হরেঃ অংশঃ (সঃ) বৈধৃতায়াং (মাতরি আবির্ভূ্য় ত্বা) (ত্রিলোকীং) ধারয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আর্য্যকের পুত্র ধর্ম্মসেতু নামে বিখ্যাত। হরির অংশস্বরূপ ইনি এই মন্বন্তরে (আর্য্যকপত্নী বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূ্ত হইয়া এই মন্বন্তরে ত্রিভুবন পালন করিবেন ॥ ২৬ ॥

ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্ দ্বাদশমো মনুঃ।
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! রুদ্রসাবর্ণিঃ দ্বাদশমঃ (দ্বাদশঃ) মনুঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি)। দেববান্ উপ-দেবঃ চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ (তস্য) সুতাঃ (ভবিষ্যন্তি) ॥২৭

অনুবাদ—হে রাজন্, 'রুদ্রসাবর্ণি' নামে দ্বাদশ মনু হইবেন এবং তাঁহার দেববান্ প্রভৃতি উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মিবে ॥ ২৭ ॥

ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ।
ঋষয়শ্চ তপোমূর্ত্তিস্তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ— তত্র (তস্মিন্ মন্বন্তরে) চ ঋতধামা ইন্দ্রঃ (ভবিষ্যতি), হরিতাদয়ঃ চ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তিঃ), তপোমূর্ত্তিঃ তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয়ঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ চ ভবিষ্যন্তি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র এবং হরিতাদি দেবতা ও তপোমূর্ত্তি, তপস্বী অগ্নিধ্রুক্ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ২৮ ॥

স্বধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সুনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যসহসঃ (পিতুঃ) সুনৃতায়াঃ (মাতুশ্চ) সুতঃ বিভুঃ (সমর্থঃ) স্বধামাখ্যঃ হরেঃ অংশঃ তন্মনোঃ (তস্য মনোঃ রুদ্রসাবর্ণেঃ) অন্তরং সাধয়িষ্যতি (তন্মন্বন্তরং পালয়িষ্যতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—পিতা সত্যসহা ও মাতা সুনৃতার স্বধামা নামে পুত্র হরির অংশ। তিনিই সেই মন্বন্তর পালন করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মনোরন্তরং মন্বন্তরমিত্যর্থঃ, সহসঃ পিতুঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনোঃ অন্তরং'—মনুর অন্তর বলিতে মন্বন্তর, 'সহসঃ পিতুঃ'—সত্যসহা নামক পিতা হইতে (অর্থাৎ দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির মন্বন্তর-কালে পিতা সত্যসহা হইতে মাতা সুনৃতার গর্ভে অংশতঃ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামানামে প্রসিদ্ধ হইয়া উক্ত মন্বন্তর পালন করিবেন।) ॥ ২৯ ॥

মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাত্মবান্।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ দেবসাবর্ণিঃ ত্রয়োদশঃ মনুঃ ভাব্যঃ (ভবিষ্যতি), চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যাঃ দেবসাবর্ণি-দেহজাঃ (তৎ পুত্রাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আত্মতত্ত্বজ্ঞ 'দেবসাবর্ণি' ত্রয়োদশ মনু হইবেন এবং দেবসাবর্ণির চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি নামে পুত্র জন্মিবে ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ সুকর্ম্মসুত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ।
নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্তদা ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ মন্বন্তরে) সুকর্ম্ম সুত্রাম-সংজ্ঞাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি), দিবস্পতিঃ (তন্নামকঃ) ইন্দ্রঃ (দেবাধিপতিঃ ভবিষ্যতি)। নির্ম্মোকতত্ত্ব-দর্শাদ্যাঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ ভবিষ্যন্তি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সুকর্ম্মা ও সুত্রামা নামে দেবগণ দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্ম্মোক, তত্ত্ব-দর্শাদি সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ৩১ ॥

দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহোত্রস্য তনয়ঃ যোগেশ্বরঃ হরেঃ অংশঃ (যোগেশ্বরাখ্যঃ ভগবতবতারঃ সঃ) বৃহত্যাং (মাতরি আবির্ভূত্বা) দিবস্পতেঃ (ইন্দ্রস্য) উপহর্ত্তা (ইষ্টসম্পাদকঃ) সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দেবহোত্রের পুত্র যোগেশ্বর শ্রীহরির অংশ সম্ভূত। তিনি বৃহতীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া দিবস্পতির ইষ্ট-সম্পাদক হইবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—দিবস্পতেরিন্দ্রস্য উপহর্ত্তা উপকর্ত্তা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিবস্পতেঃ'—ইন্দ্রের, 'উপহর্ত্তা'—উপকারক, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের পুত্র যোগেশ্বর শ্রীহরির অংশে আবির্ভূত হইয়া দিবস্পতি নামক ইন্দ্রের সহায়ক হইবেন।) ॥ ৩২ ॥

মনুর্ব্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দ্দশম এষ্যতি।
উরুগম্ভীরবুধাদ্যা ইন্দ্রসাবর্ণিবীর্য্যজাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসাবর্ণিঃ চতুর্দ্দশমঃ (চতুর্দ্দশঃ) মনুঃ বা এষ্যতি (আগমিষ্যতি), উরুগম্ভীরবুধাদ্যাঃ ইন্দ্রসাবর্ণি বীর্য্যজাঃ (ইন্দ্রসাবর্ণেঃ বীর্য্যজাঃ পুত্রাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন এবং উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবে ॥ ৩৩ ॥

পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি।
অগ্নির্বাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—পবিত্রাঃ চাক্ষুষাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি), শুচিঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) ইন্দ্রঃ (ভবিষ্যতি), অগ্নিঃ বাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধঃ মাগধাদ্যাঃ তপস্বিনঃ (সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা, শুচি নামে ইন্দ্র এবং অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি তপস্বিগণ সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তপস্বিন ঋষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপস্বিনঃ'—ঋষিগণ (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির মন্বন্তরে—অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন।) ॥ ৩৪ ॥

সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ।
বিতানায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ! তদা (তস্মিন্ মন্বন্তরে) বিতানায়াং (মাতরি) সত্রায়ণস্য (পিতুঃ) তনয়ঃ (সন্) বৃহদ্ভানুঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) হরিঃ ক্রিয়াতন্তূন্ (কর্ম্মসন্ততীঃ) বিতায়িতা (বিস্তারয়িষ্যতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ভগবান্ বিতানার গর্ভে সত্রায়ণের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং বৃহদ্ভানু নামে খ্যাত হইয়া ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করিবেন ॥ ৩৫ ॥

রাজংশ্চতুর্দ্দশৈতানি ত্রিকালানুগতানি তে।
প্রোক্তান্যেভির্মিতঃ কল্পো যুগসাহস্রপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ত্রিকালানুগতানি (ত্রিষু-কালেষু ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমানেষু অনুগতানি) এতানি চতুর্দ্দশ (মন্বন্তরানি) তে (তুভ্যং) প্রোক্তানি। এভিঃ (চতুর্দ্দশভিঃ মন্বন্তরৈঃ) যুগসাহস্রপর্য্যয়ঃ (যুগসাহস্রেণ পর্য্যয়ঃ পরিবর্ত্তঃ যস্য ব্রহ্মদিবসাত্মকস্য সঃ) কল্পঃ মিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ানুগত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র যুগ পরিমিত এক কল্পকাল ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যুগসহস্রেণ পর্য্যয়োঽন্তো যস্য সঃ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽষ্টমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-ষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুগসাহস্র-পর্য্যয়ঃ'—যুগ-সহস্রের দ্বারা পর্য্যয় বলিতে অন্ত যাহার (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর-পরিমিত কল্পকালের পরিমাণ এক সহস্র যুগ।) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৩ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
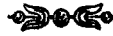
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

**মন্বন্তরেষু ভগবন্ যথা মন্বাদয়স্ত্বিমে।
যস্মিন্ কর্ম্মণি যে যেন নিযুক্তাস্তদ্বদস্ব মে ॥১॥**

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদ্বশবর্ত্তিমন্বাদি সকলের যথাযথ পৃথক্ কর্ম্মাদি বর্ণিত হইয়াছে।

সমুদয় মনু, মনুপুত্র, ঋষি, দেবতা, দেবরাজ সকলেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের যজ্ঞাদি অবতার-সমূহদ্বারা নিয়োজিত হইয়া জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভগবদাদেশে ঋষিগণ চতুর্যুগান্তে কালগ্রস্ত শ্রুতিসমূহের উদ্ধারসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রকটন, মনুগণ মহীমণ্ডলে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, প্রজাপাল অর্থাৎ মনুপুত্রগণ তত্তন্মন্বন্তরাবসান-পর্য্যন্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ ধর্ম্ম পালন, ইন্দ্রগণ দেবতাদিগের সহিত ভগবদ্দত্ত ত্রিলোকী-পালন, তথা ভগবান্ শ্রীহরি প্রত্যেক যুগে সনক, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তাত্রেয়াদি-রূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগোপদেশ এবং মরীচ্যাদিরূপে প্রজাসৃষ্টি, রাজমূর্ত্তিতে দস্যুবধ ও কালরূপে সংহারাদি করিয়া থাকেন। যে ভগবান্ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বদা সকলই করিতে সমর্থ, তাঁহার আবার এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রয়াস কেন, তাহা ভগবন্মায়া-বিমোহিতাঅব্যক্তিগণের বোধগম্য বিষয় হইতে পারে না।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ (হে) ভগবন্! ইমে (পূর্ব্ববর্ণিতাঃ) মন্বাদয়ঃ তু মন্বন্তরেষু যস্মিন্ কর্ম্মণি যেন যে যথা নিযুক্তাঃ তৎ মে বদস্ব ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্! মন্বন্তর সকলে এই সকল মন্বাদি যাহার দ্বারা যে যে কর্ম্মে যে প্রকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মন্বাদীনান্তু কর্ম্মাণি যল্লাং যানি ভবন্ত্যথ।
চতুর্দ্দশে প্রকথ্যন্তে তেষাং তানি পৃথক্ পৃথক্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মনু

প্রভৃতি ছয় জনের যাহা যাহা কর্ম্ম, তাহা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে।
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ (হে) মহীপতে! মনবঃ মনুপুত্রাঃ চ মুনয়ঃ চ ইন্দ্রাঃ সুরগণাঃ চ এব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ (পুরুষেণ ঈশ্বরেণ যজ্ঞাদ্যবতারৈঃ শাস্যন্তে নিযুজ্যন্তে ইতি তথা ভবন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! মনুসকল, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সকল দেবতাই পরমপুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতারগণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষেণ যজ্ঞাদ্যবতাররূপেণ শাস্যন্ত ইতি তে তথা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষ-শাসনাঃ'—যজ্ঞাদি অবতাররূপী পরমপুরুষ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মন্বাদি সকলে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত হন ॥ ২ ॥

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ।
মন্বাদয়ো জগদ্‌যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! যজ্ঞাদয়ঃ যাঃ পৌরুষ্যাঃ তনবঃ (পুরুষস্য ভগবতঃ তনবঃ অবতারমূর্ত্তয়ঃ ময়া পূর্ব্বং) কথিতাঃ, আভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) প্রচোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ), মন্বাদয়ঃ জগদ্‌যাত্রাং (জগতঃ যাত্রাং) নয়ন্তি (নির্ব্বাহয়ন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল ভগবানের অবতার মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে তোমার নিকট বলিয়াছি, সেই সকল মূর্ত্তিদ্বারা চালিত হইয়া মনু প্রভৃতি জগতের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শাসনমাহ যজ্ঞাদয় ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার শাসন বলিতেছেন—'যজ্ঞাদয়ঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ মহাপুরুষ বিষ্ণুর যজ্ঞাদি অবতার মূর্ত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মনু প্রভৃতি সকলে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।) ॥ ৩ ॥

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ চতুর্যুগান্তে (চতুর্যুগস্য অন্তে কৃতযুগপ্রবৃত্তিসময়ে) তপসা (তপোবলেন) কালেন গ্রস্তান্ (বিলোপিতান্) শ্রুতিগণান্ যথা (যথাবৎ) অপশ্যন্ (দৃষ্ট্বা চ ধর্ম্মপ্রচারার্থং লোকে বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ), যতঃ (যেভ্যঃ শ্রুতিগণেভ্যঃ পুনঃ) সনাতনঃ ধর্ম্মঃ (প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যুগচতুষ্টয়ের অন্তে ঋষিগণ কালক্রমে লুপ্তপ্রায় শ্রুতিসকল তপোবলদ্বারা দর্শন করেন এবং ঐ সকল শ্রুতি হইতেই সনাতনধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষ্যাদীনাং কর্ম্মাণ্যাহ—চতুর্যুগান্তে, যতঃ যেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋষি প্রভৃতির কর্ম্ম বলিতেছেন—'চতুর্যুগান্তে', অর্থাৎ চতুর্যুগের অবসান ঘটিলে কালক্রমে লুপ্তপ্রায় বেদসকলকে ঋষিগণ তপোবলে উপলব্ধি করেন, 'যতঃ'—যে বেদরাশি হইতেই লোকমধ্যে সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ৪ ॥

ততো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! ততঃ হরিণা উদিতাঃ (উক্তাঃ) মনবঃ যুক্তাঃ (সংযতাঃ সন্তঃ) স্বে স্বে কালে চতুষ্পাদং ধর্ম্মম্ অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মহীং সঞ্চারয়ন্তি (মহ্যাং ধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়ন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তদনন্তর ভগবানের আদেশে মনুগণ সংযত হইয়া পৃথিবীতে আপন আপন শাসনকালে সাক্ষাৎ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন ॥৫

বিশ্বনাথ—মহীং ধর্ম্মং সঞ্চারয়ন্তি মহ্যাং ধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহীং ধর্ম্মং সঞ্চারয়ন্তি'—শ্রীহরির আদেশে মনুগণ নিজ নিজ অধিকারকালে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন ॥ ৫ ॥

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ তৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপালাঃ (মনুপুত্রাঃ) বিভাগশঃ (পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ) যে চ দেবাঃ (অপি চ) তত্র (পঞ্চমহাযজ্ঞাদৌ) যে চ (ঋষিপিতৃভূতমনুষ্যাঃ ভোক্তৃত্বেন) অন্বিতাঃ, তৈঃ (সহ দেবাঃ) যজ্ঞভাগভুজঃ (যজ্ঞভাগভোক্তারঃ) যাবদন্তং (মন্বন্তরাবসানং যাবৎ) পালয়ন্তি (তং ধর্ম্মং রক্ষন্তি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—প্রজাপালক মনুপুত্রগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদিতে ঋষি ও পিতৃগণের সহিত দেবগণ যজ্ঞভাগভোক্তা হইয়া মন্বন্তরকালের অবসানপর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম পালন করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপালা মনুপুত্রাস্তং ধর্ম্মং পালয়ন্তি যাবদন্তং মন্বন্তরাবতারপর্য্যন্তং বিভাগশঃ পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ যে চ দেবাস্তে চ পালয়ন্তি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপালাঃ'—প্রজাপালক মনুপুত্রগণ ঐ ধর্ম্ম পালন করেন, 'যাবদন্তং'—মন্বন্তরের অবসানকাল পর্য্যন্ত, 'বিভাগশঃ'—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে। 'যে চ দেবাঃ'—এবং যাঁহারা দেবগণ, তাঁহারাও ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জ্জিতাম্।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাংস্ত্রীন্‌কামং লোকে প্রবর্ষতি ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা দত্তাম্ (অতএব) উর্জ্জিতাং (মহতীং) ত্রৈলোক্যশ্রিয়ং (ত্রৈলোক্যসম্বন্ধিনীং শ্রিয়ং) ভুঞ্জানঃ ইন্দ্রঃ ত্রীন্ লোকান্, পাতি, (তত্রচ) লোকে কামং (যথেষ্টং জলং) প্রবর্ষতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র ভগবদ্দত্ত ত্রিভুবন-সম্বন্ধী মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রজাপালন করেন এবং প্রচুর বর্ষণ করেন ॥ ৭ ॥

জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম্ম যোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধস্বরূপধৃক্ (সিদ্ধাঃ সনকাদয়ঃ তৎস্বরূপ ধৃক্) হরিঃ (এব) অনুযুগং (তত্তদবসরে) জ্ঞানং চ ব্রূতে, ঋষিরূপধরঃ (ঋষয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ তদ্রূপধরঃ হরিঃ) কর্ম্ম (ব্রূতে) যোগেশরূপধৃক্ (যোগেশাঃ দত্তাত্রেয়াদয়ঃ তদ্রূপধরঃ হরিঃ) যোগং (ব্রূতে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিই যুগে যুগে সিদ্ধ (সনকাদি) পুরুষরূপে জ্ঞান, ঋষি (যাজ্ঞবল্ক্যাদি) রূপে কর্ম্ম এবং যোগী (দত্তাত্রেয়াদি) রূপে যোগ শিক্ষা-প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মন্বাদিরূপেণ হরিরেব সর্ব্বং করোতীতি জ্ঞাপয়ন্ মন্বাদীনাং ষট্‌কমপি ন নিয়তমিত্যুক্তানুক্তং সংক্ষেপেণাহ জ্ঞানমিতি দ্বাভ্যাং, সিদ্ধাঃ সনকাদয়ঃ যোগেশা দত্তাত্রেয়াদয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনু প্রভৃতির রূপে শ্রীহরিই সমস্ত কিছু করেন, ইহা জানাইবার জন্য মন্বাদির ষড়্‌বর্গও নিয়ত নহে—ইহা উক্ত ও অনুক্তভাবে সংক্ষেপে বলিতেছেন —'জ্ঞানম্' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'সিদ্ধাঃ'—সনকাদি সিদ্ধগণ, 'যোগেশাঃ'—দত্তাত্রেয় প্রভৃতি (অর্থাৎ শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধপুরুষরূপে লোকমধ্যে জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম্ম, এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগেশ্বর-রূপে যোগের উপদেশ করেন ।) ॥ ৮ ॥

সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যূন্ হন্যাৎ স্বরাড়্‌বপুঃ।
কালরূপেণ সর্ব্বেষামভবায় পৃথগ্‌গুণঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথগ্‌গুণঃ (পৃথগ্‌বিধাঃ গুণাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ যতঃ স হরিঃ এব) প্রজেশরূপেণ (প্রজেশাঃ মরীচ্যাদয়ঃ তেষাং রূপেণ) সর্গং (করোতি) স্বরাড়্‌বপুঃ (রাজমূর্ত্তিঃ সন্) দস্যূন্ (চৌরান্) হন্যাৎ (হন্তি) কালরূপেণ সর্ব্বেষাং (পদার্থানাম্) অভবায় (বিনাশায় ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি, রাজমূর্ত্তি হইয়া দস্যুবধ, যৌবন বার্দ্ধক্যাদিকালরূপে সর্ব্বসংহার করিয়া থাকেন। স্থূল, কৃশ, বধির অথবা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি ভগবান্ হইতে হইয়াছে বলিয়া ঐগুলি ভগবানের পৃথক্ গুণ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজেশা মরীচ্যাদয়ঃ স্বরাজো মনুপুত্রাঃ। কালা যৌবনবার্দ্ধক্যাদয়ঃ। অভবায় নাশায় ভবতি। পৃথগ্‌বিধঃ স্থৌল্যকার্শ্যবাধির্য্যপালিত্যাদয়ো গুণা যতঃ সঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজেশাঃ'—মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি ও 'স্বরাড়্‌বপুঃ'—নরপতিরূপে মনুপুত্রগণ দস্যুগণের সংহার করেন। 'কাল' —যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা, 'অভবায়'—নাশের

নিমিত্ত হইয়া থাকে। 'পৃথক্‌গুণঃ'—স্থৌল্য, কৃশতা, বধিরতা, পঙ্গুতা প্রভৃতি গুণ যাহা হইতে হয় (এইরূপ বিবিধ গুণযুক্ত কালরূপে সৃষ্টির লয় করিয়া থাকেন) ॥ ৯ ॥

স্তূয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া।
বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নামরূপয়া (নামরূপাত্মিকয়া) মায়য়া বিমোহিতাত্মভিঃ এভিঃ জনৈঃ নানাদর্শনৈঃ (শাস্ত্রৈঃ) স্তূয়মানঃ (নিরূপ্যমানঃ অপি ভগবান্) ন চ দৃশ্যতে (যাথার্থ্যতঃ তৎস্বরূপং ন জ্ঞায়তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নামরূপাত্মক মায়াদ্বারা বিমোহিতচিত্ত জনসমূহ নানা শাস্ত্রানুসারে ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও ভগবানকে দেখিতে পায় না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ইচ্ছামাত্রেণৈব সর্ব্বদা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থস্য ভগবত এতাবদ্ভিঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রয়াসবদ্ভী রূপৈঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ—নামরূপাত্মিকয়া মায়য়া বিমোহিতাত্মভিরেভিঃ শাস্ত্রজ্ঞৈর্জনৈঃ স্তূয়মানো নিরূপ্যমাণোঽপি ন্যায়াদিনানাদর্শনৈর্নৈব দৃশ্যতে জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ। তেন তস্য লীলৈব কীর্ত্যতে বিধিৎসিতন্ত্বতি-দুর্গমমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ইচ্ছামাত্রেই সর্ব্বদা সমস্ত কিছু করিতে সমর্থ শ্রীভগবানের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রয়াসযুক্ত রূপ ধারণের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নামরূপয়া মায়য়া', নামরূপাত্মিকা মায়াদ্বারা বিমোহিতচিত্ত এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ জনের দ্বারা স্তূয়মান হইলেও, অর্থাৎ ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে নিরূপিত হইলেও তাঁহাকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না—এই অর্থ। ইহার দ্বারা তাঁহার লীলাই কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাঁহার বিধিৎসিত (কার্য্যসম্পাদনের অভিপ্রায়) অতি দুর্গম—এই ভাব ॥

এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
যত্র মন্বন্তরাণ্যাহুশ্চতুর্দ্দশ পুরাবিদঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—কল্পবিকল্পস্য (কল্পাঃ ব্রহ্মদিনানি তেষু যে বিকল্পাঃ নানা প্রকারাঃ তেষাম্ একস্য প্রকারস্য) এতৎ প্রমাণং (ময়া) পরিকীর্ত্তিতং পুরাবিদঃ (পণ্ডিতাঃ) যত্র (যস্মিন্ কল্পে) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাণি (ভবতি ইতি) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—কল্পমধ্যে (ব্রহ্মার দিবস মধ্যে) যে সকল অবান্তর কল্পবিভাগ আছে তাহার এক প্রকার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। পুরাবৃত্ত-তত্ত্বজ্ঞগণ ঐ অবান্তর কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিদ্যমান বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—এবং যত্র চতুর্দ্দশমন্বন্তরাণ্যাহুঃ। এতৎ কল্পবিকল্পস্য মহাকল্পাবান্তরকল্পস্য নৈমিত্তিকস্য প্রমাণম্ ॥ ১১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশোঽষ্টমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাণি'—এই প্রকারে এই কল্পের মধ্যেই পুরাতত্ত্বগণ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বলিয়া থাকেন। 'এতৎ কল্প-বিকল্পস্য'—ইহাই মহাকল্প এবং অবান্তর কল্পের অর্থাৎ নৈমিত্তিক কল্পের প্রমাণ ॥ ১১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

বলেঃ পদত্রয়ং ভূমেঃ কস্মাদ্ধরিরযাচতঃ ।
ভূতেশ্বরঃ কৃপণবল্লব্ধার্থোঽপি ববন্ধ তম্ ॥ ১ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ ।
যাচেঞ্চেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বলির বিশ্বজিৎ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও সেই যজ্ঞলব্ধ রথাশ্বাদি লইয়া স্বর্গবিজয় এবং ভীতচিত্ত দেবগণের গুরুপরামর্শে স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দৈত্যরাজ বলির নিকট বামনরূপী ভগবানের ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা তথা প্রার্থিত-বস্তু লাভ করিয়াও ভগবানের বলিকে বন্ধনলীলা-রহস্য জ্ঞাত হওয়ার জন্য উৎসুক হইলে শ্রীশুকদেব কহিতে লাগিলেন,—দেবাসুর-সংগ্রামে (৮।১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত অসুররাজ বলি শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুসেবায় প্রবৃত্ত হইলে ভৃগুবংশীয়েরা বলির সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশ্বজিৎযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইলে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে রথ, অশ্ব, পতাকা, ধনু, অক্ষয় তূণীর ও কবচ উত্থিত হইল। পিতামহ প্রহলাদ অম্লান পুষ্প-মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। বলি পিতামহ প্রহলাদ, ব্রাহ্মণ ও গুরু শুক্রচার্য্যকে প্রণামপূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সসৈন্যে ইন্দ্রপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া সৈন্যদ্বারা পুরীর বহির্ভাগ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেবরাজ বলির প্রভাবে প্রমাদ গণিয়া গুরুসমীপে গমন পূর্ব্বক বলির পরাক্রম বর্ণন করিলেন এবং তাঁহাদের তাৎকালিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিমত জানিতে চহিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলির বিপ্রবলে বলীয়ান হওয়ার কথা এবং সেই বিপ্রগণের প্রতি দেবগণের অবজ্ঞায় ভীষণ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা তথা স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কাহারও সেই বলিকে জয় করিবার শক্তি নাই, ইহা জানাইয়া দেবগণকে শত্রুর বিনাশকাল পর্য্যন্ত স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া থাকার উপদেশ প্রদান করিলেন। দেবগণ তাহাই করিলেন। বলিও স্বগণ-সহ ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন। শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ বলিকে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। বলি পরমসুখে বিপ্রলব্ধ সেই সম্পত্তির ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—হরিঃ (স্বয়ম্) ঈশ্বরঃ ভূত্বা কস্মাৎ (হেতোঃ) কৃপণবৎ (দীনবৎ) বলেঃ (সকাশাৎ) ভূমেঃ পদত্রয়ং অযাচত, লব্ধার্থঃ অপি (লব্ধার্থঃ ভূত্বাপি কস্মাৎ হেতোঃ) তং (বলিং) ববন্ধ ? (চ) এতৎ (সর্ব্বং) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ, হি (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) মহৎ কৌতূহলং (মহদাশ্চর্য্যং বর্ত্ততে) পূর্ণস্য ঈশ্বরস্য যাচঞা অনাগসঃ অপি (নির-পরাধস্য বলেঃ অপি) বন্ধনং চ (ন যুজ্যতে ইতি শেষঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিত কহিলেন,—ভগবান্ হরি স্বয়ং সকলের অধীশ্বর হইয়াও বলির নিকট হইতে কি কারণে দরিদ্রের ন্যায় পদত্রয়মাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন ? আর প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়াও কি জন্যই বা বলিকে বন্ধন করিলেন ? আমরা এই সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ পূর্ণ পরমে-শ্বরের প্রার্থনা এবং নিরপরাধ বলির বন্ধন এই দুই আশ্চর্য্য বিষয় জানিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ —

বলির্লব্ধরথাশ্বাদিঃ কৃতাদ্বিশ্বজিতো মখাৎ।
স্বর্গং গতঃ সুরা লিল্যুরিতি পঞ্চদশে কথা ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে রথ ও অশ্বাদি প্রাপ্ত হইয়া দৈত্য-রাজ বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ ভয়ে পলায়ন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

পরাজিত শ্রীরসুভিশ্চ হাপিতো
হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ ।

সর্ব্বাত্মনা তানভজদ্‌ভৃগুন্ বলিঃ
শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনেন ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, পরাজিতশ্রীঃ (যুদ্ধে পরাজিতা শ্রীর্যেন সঃ) ইন্দ্রেণ অসুভিঃ চ (প্রাণৈশ্চ) হাপিতঃ (ত্যাজিতঃ সন্), হি (যস্মাৎ) ভৃগুভিঃ (ভৃগুবংশৈঃ শুক্রাদিভিঃ পুনঃ) জীবিতঃ (তস্মাৎ) মহাত্মা (উদারচিত্তঃ) শিষ্যঃ সঃ (বলিঃ) সর্ব্বাত্মনা (দৃঢ়বিশ্বাসেন) অর্থনিবেদনেন (অর্থানাং নিবেদনেন অর্পণেন) তান্ ভৃগুন্ (ভৃগোর্বংশ্যান্ শুক্রাদীন্) অভজৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! যুদ্ধে বলির ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিল। ভৃগুবংশীয় শুক্রাচার্য্যের দ্বারা তিনি পুনর্জীবিত হন। তন্নিমিত্ত মহাত্মা বলি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইয়া দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত অর্থাদি সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার (শুক্রাচার্য্যের) সেবা করিতেন॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধে দেবৈঃ পরাজিতা শ্রীর্যস্য সঃ। হাপিতস্ত্যাজিতঃ। মহাত্মা উদারচিত্তঃ। অর্থানাং সমর্পণেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবদ—'পরাজিত-শ্রীঃ'—দেবগণের সহিত যুদ্ধে যাঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, সেই বলি। 'হাপিতঃ'—ইন্দ্র কর্ত্তৃক যাঁহার প্রাণ-সংশয় (অর্থাৎ মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত) হইলে (শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুনর্জীবন দান করেন)। 'মহাত্মা'—উদারচিত্ত বলি, 'অর্থানাং সমর্পণেন'—যাবতীয় বিষয়সমূহের সমর্পণের দ্বারা (সর্ব্বতোভাবে শুক্রাচার্য্যপ্রমুখ ভৃগুবংশীয়গণের সেবা করিতেছিলেন।) ॥ ৩ ॥

তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা
অযাজয়ন্ বিশ্বজিতা ত্রিনাকম্।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য
মহাভিষেকেণ মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ— ত্রিনাকং (স্বর্গং) জিগীষমাণং (জেতুম্ ইচ্ছন্তং) তং (বলিং) প্রীয়মাণাঃ মহানুভাবাঃ (চ) ভৃগবঃ (ভৃগুবংশ্যাঃ) ব্রাহ্মণাঃ মহাভিষেকেণ (ঐন্দ্রেণ বহ্বৃচ-ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধেন) বিধিনা (প্রকারেণ) অভিষিচ্য বিশ্বজিতা (বিশ্বজিৎ-সংজ্ঞকযোগেন) অযাজয়ন্ (যাগম্ অকারয়ন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—স্বর্গজয়াভিলাষী বলির প্রতি মহানুভব ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি জন্মিল। তাঁহারা বলিকে ঋগ্বেদীয় বহ্ব্‌চ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ মহাভিষেক দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের যাজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বজিতা যজ্ঞেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বজিতা'— ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ মহারাজ বলিকে বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ততো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
হয়াশ্চ হর্য্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো
হুতাশনাদাস হবির্ভিরিষ্টাৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ হবির্ভিঃ ইষ্টাৎ (পুজিতাৎ) হুতাশনাৎ (অগ্নেঃ সকাশাৎ) কাঞ্চনপট্টনদ্ধঃ (কাঞ্চনময়েন পট্টেন বস্ত্রেণ নদ্ধঃ আচ্ছাদিতঃ) রথঃ হর্য্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ (হর্য্যশ্বস্য ইন্দ্রস্য যে তুরঙ্গাঃ তেষাম্ ইব বর্ণঃ হরিতঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) হয়াঃ চ সিংহেন বিরাজমানঃ ধ্বজঃ চ আস ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা হইতে কাঞ্চনময় বস্ত্রাচ্ছাদিত এক রথ, ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় হরিৎবর্ণ কতিপয় অশ্ব এবং সিংহ চিহ্নিত একটী ধ্বজ উত্থিত হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হর্য্যশ্বস্যেন্দ্রস্য তুরঙ্গাণামিব বর্ণা হরিতো যেষাং তে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হর্য্যশ্ব-তুরঙ্গবর্ণাঃ'—ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব (যজ্ঞ হইতে উত্থিত হইল।) ॥ ৫ ॥

ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং
তূণাবরিক্তৌ কবচঞ্চ দিব্যম্।
পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালা-
মম্লানপুষ্পাং জলজঞ্চ শুক্রঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুরটোপনদ্ধং (পুরটেন সুবর্ণেন উপনদ্ধং নিবদ্ধং) দিব্যং ধনুঃ চ অরিক্তৌ (অক্ষয়শরৌ) তূণৌ (ইষুধী), দিব্যং কবচং চ (আস)। পিতামহঃ (প্রহলাদঃ) অম্লানপুষ্পাং (সদৈব সমবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং) মালাং চ তস্য দদৌ, শুক্রঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) জলজং চ (শঙ্খং দদৌ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর) সুবর্ণনিবদ্ধ দিব্যধনুক, দুইটী অক্ষয় তূণী এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত হইল। পিতামহ প্রহলাদ বলিকে সমবর্ণপুষ্পের মালা এবং শুক্রাচার্য্য শঙ্খ প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পিতামহঃ প্রহলাদঃ, জলজং শঙ্খম্ ॥৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতামহঃ'—প্রহলাদ, 'জলজং'—শঙ্খ (অর্থাৎ পিতামহ প্রহলাদ বলিকে অম্লান পুষ্পময় একটি মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটি শঙ্খ প্রদান করিলেন।) ॥ ৬ ॥

এবং স বিপ্রাজ্জিতযোধনার্থ-
স্তৈঃ কল্পিতস্বস্ত্যয়নোঽথ বিপ্রান্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ
প্রহ্রাদমামন্ত্র্য নমশ্চকার ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বিপ্রার্জ্জিতযোধনার্থঃ (বিপ্রৈঃ অর্জ্জিতঃ সম্পাদিতঃ যোধনার্থঃ যুদ্ধপরিকরঃ যস্য সঃ) সঃ (বলিঃ) তৈঃ (এব) কল্পিতস্বস্ত্যয়নঃ (কল্পিতং) কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলবাচনাদি যস্য সঃ) অথ (অনন্তরং) বিপ্রান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ (সন্), প্রহলাদম্ আমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা) নমশ্চকার (নমস্কারং কৃতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক যুদ্ধ-সম্ভার সংগৃহীত ও স্বস্ত্যয়নাদি কৃত হইলে বলি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া পিতামহ প্রহলাদকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রৈরর্জিতাঃ সম্পাদিতা যোধনার্থা যুদ্ধার্থকবস্তুনি যস্য সঃ। আমন্ত্র্য পৃষ্ট্বা ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রার্জ্জিত-যোধনার্থঃ'—ব্রাহ্মণগণের দ্বারা 'অর্জ্জিত' অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়াছে 'যোধনার্থাঃ'—যুদ্ধের উপকরণসমূহ যাঁহার, সেই বলি, 'আমন্ত্র্য'—প্রহলাদকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ॥ ৭ ॥

অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ।
সুস্রগ্ধরোঽথ সন্নহ্য ধন্বী খড়্গী ধৃতেষুধিঃ ॥ ৮ ॥
হেমাঙ্গদলসদ্বাহুঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।
ররাজ রথমারূঢ়ো ধিষ্ণ্যস্থ ইব হব্যবাট্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ভৃগুদত্তং (ভৃগুভিঃ দত্তং) দিব্যং রথম্ আরুহ্য মহারথঃ সুস্রগ্ধরঃ (শোভনমালাধরঃ) ধন্বী, খড়্গী, ধৃতেষুধিঃ (ধৃতঃ ইষুধির্যেন সঃ) সন্নহ্য (কবচেন শরীরং বদ্ধ্বা) হেমাঙ্গদ-লসদ্ বাহুঃ (হেমাঙ্গদাভ্যাং লসন্তৌ বাহূ যস্য সঃ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ (স্ফুরতী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য সঃ) রথম্ আরূঢ়ঃ (বলিঃ) ধিষ্ণ্যস্থঃ (কুণ্ডস্থঃ) হব্যবাট্ ইব (আহ্বনীয়ঃ অগ্নিরিব) ররাজ (দিদীপে) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলি ভৃগুদত্ত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক সুন্দর মালাধারণ এবং কবচের দ্বারা শরীর আবদ্ধ করিয়া ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, তূণ (শরাধার) ধারণ করিলেন। তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণনির্ম্মিত বলয়, কর্ণে মকরাকৃতি-কুণ্ডল দীপ্তি পাইতেছিল এবং তিনি রথোপরি কুণ্ডস্থ আহ্বনীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৮-৯ ॥

তুল্যৈশ্বর্য্যবলশ্রীভিঃ স্বযূথৈর্দৈত্যযূথপৈঃ।
পিবদ্ভিরিব খং দৃগ্‌ভির্দহদ্ভিঃ পরিধীনিব ॥ ১০ ॥
বৃতো বিকর্ষন্মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ।
যযাবিন্দ্রপুরীং স্বৃদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তুল্যৈশ্বর্য্য-বল-শ্রীভিঃ (তুল্যম্ ঐশ্বর্য্যং চ বলঞ্চ শ্রীশ্চ যেষাং তৈঃ দৃগ্‌ভিঃ নেত্রৈঃ) খম্ (আকাশং) পিবদ্ভিঃ ইব (তথা) পরিধীন্ (দিশঃ) দহদ্ভিঃ ইব দৈত্যযূথপৈঃ স্বযূথৈঃ বৃতঃ বিভুঃ (বলিঃ) মহতীম্ আসুরীং ধ্বজিনীং (সেনাং) বিকর্ষন্ রোদসী (দ্যাবাভূমী) কম্পয়ন্ ইব স্বৃদ্ধাম্ (অতিসমৃদ্ধাম্) ইন্দ্রপুরীং যযৌ (গতবান্) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যবলে ও সৌন্দর্য্যে সমান নিজ-যূথপতিগণ ও দৈত্যযূথপতিগণ পরস্পর মিলিত

হইল। ঐ সকল যূথপতিগণ যেন আকাশকে পান ও দৃষ্টিদ্বারা দিকসমূহ দগ্ধ করিতেছিল। সমর্থবান্ বলি মহতী অসুরসেনা আকর্ষণপূর্ব্বক পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে সুসমৃদ্ধিশালিনী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যযূথপৈর্বৃতঃ সন্নিন্দ্রপুরীং যযাবিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। পরিধীন্ দিশঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যযূথপৈঃ'—দৈত্যযূথপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া 'ইন্দ্রপুরীং যযৌ'—ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'পরিধীন্'—দিক্‌সমূহ (যেন দৃষ্টির দ্বারা দগ্ধ করিতেছিলেন।) ॥ ১০-১১ ॥

রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমদ্ভির্নন্দনাদিভিঃ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ।
প্রবাল-ফল-পুষ্পোরু-ভারশাখামরদ্রুমৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কূজদ্‌বিহঙ্গমিথুনৈঃ (কূজন্তি বিহঙ্গানাং মিথুনানি যেষু তৈঃ) গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ (গায়ন্তঃ মত্তাঃ মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ যেষু তৈঃ) প্রবাল-ফল-পুষ্পোরু-ভারশাখা-মরদ্রুমৈঃ (পল্লবাদীনাম্ উরুর্ভার যাসু তাঃ শাখাঃ যেষাং তে অমরদ্রুমাঃ দেববৃক্ষাঃ পারিজাতাদয়ঃ যেষু তৈঃ) শ্রীমদ্ভিঃ (শোভাতিশয়বদ্ভিঃ) নন্দনাদিভিঃ উপবনোদ্যানৈঃ (উপবনানি ফলপ্রধান্যানি উদ্যানানি পুষ্পপ্রধানানি তৈঃ) রম্যাম্ (ইন্দ্রপুরীং যযৌ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঐ ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুতর ভারাবনত দেববৃক্ষসমূহে পরম-শোভাময় নন্দন-কানন উপবন-উদ্যান দ্বারা অতীব রমণীয়া। ঐ স্থান কূজনপরায়ণ বিহঙ্গমিথুন এবং গানে উন্মত্ত মধুকরসকলে পরিপূর্ণ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবালাদীনামুরুর্ভারো যাসু তাঃ শাখা যেষাং তে অমরদ্রুমা যেষু তৈঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবাল'—ইত্যাদি, পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুভার যাহাতে, তাদৃশ শাখা যাহাদের, সেইরূপ দেববৃক্ষসমূহ যে বনে, তাহাদের দ্বারা শোভিত ইন্দ্রপুরী (অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রপুরীর নন্দনকাননে সুরতরু-সমূহের শাখাসকল প্রবাল (নবপল্লব), ফল ও পুষ্পের গুরুভাবে অবনত রহিয়াছে।) ॥ ১২ ॥

হংস-সারস-চক্রাহ্ব-কারণ্ড-বকুলাকুলাঃ।
নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যত্র সুরসেবিতাঃ প্রমদাঃ (সুরস্ত্রিয়ঃ) ক্রীড়ন্তি, হংস-সারস-চক্রাহ্ব-কারণ্ডবকুলাকুলাঃ (হংসাদিপক্ষিবিশেষাণাং কুলৈঃ) (আকুলাঃ) ব্যাপ্তাঃ নলিন্যঃ (সরাংসি সন্তি যত্র চ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানে দেবাঙ্গনাগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তথায় হংস-সারস-চক্রবাক্-কারণ্ডব (জলকাক)-সমূহে সমাকুল পদ্মসরোবর বিদ্যমান ॥

বিশ্বনাথ—যত্র নন্দনাদিবনেষু নলিন্যঃ সরস্যঃ সন্তি। যাসু নলিনীষু প্রমদাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—যে নন্দনাদি বনে 'নলিন্যঃ'—সরোবরসকল রহিয়াছে। সেই সকল সরোবরে সুরসেবিত প্রমদাগণ পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছিল ॥ ১৩ ॥

আকাশগঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া।
প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেব্যা (পূজ্যয়া) পরিখভূতয়া আকাশগঙ্গয়া (তথা) সাট্টালেন (অট্টালৈঃ প্রাকারোপরিরচিতৈঃ যুদ্ধস্থানৈঃ সহিতঃ ইতি সাট্টালঃ তেন) অগ্নিবর্ণেন উন্নতেন প্রাকারেণ চ বৃতাং (পরিবেষ্টিতাং পুরীং যযৌ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী পরিখাস্বরূপ-স্বর্ধুনী এবং চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের উপর যুদ্ধ-স্থানসমূহ বিরচিত ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরীং বিশিনষ্টি। আকাশেত্যাদি। পরিখভূতয়া পরিখারূপয়া ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরীর বর্ণনা করিতেছেন—'আকাশগঙ্গয়া' ইত্যাদি, ঐ পুরী পরিখাতুল্য আকাশ-গঙ্গার (মন্দাকিনী নদীর) দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত ॥

রুক্মপট্টকবাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ ।
জুষ্টাং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—রুক্মপট্টকবাটৈঃ (রুক্মপট্টানি কবাটানি যেষু তৈঃ) দ্বারৈঃ (অবান্তরৈঃ) স্ফটিকগোপুরৈঃ (স্ফটিকময়ৈঃ গোপুরৈশ্চ পুরদ্বারৈঃ) চ জুষ্টাং (যুক্তাং) বিভক্তপ্রপথাং (বিভক্তাঃ প্রপথাঃ রাজমার্গাঃ যস্যাং তাং) বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতাং (বিশ্বকর্ম্মণা বিনির্ম্মিতাং কৃতাম্ ইন্দ্রপুরীং যযৌ ইত্যন্বয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তথাকার গৃহদ্বার স্বর্ণপট্ট (পাটা) নির্ম্মিত কবাটযুক্ত এবং পুরদ্বার স্ফটিকময়। রাজমার্গ সুন্দররূপে বিভক্ত, ঐ স্থান বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—গোপুরং পুরদ্বারম্। বিভক্তাঃ প্রপথা রাজমার্গা যস্যাং তাম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপুরং'—পুরদ্বার,। 'বিভক্ত-প্রপথাং'—রাজমার্গগুলি সুন্দরভাবে বিভক্ত যেখানে (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রাজপথে সুশোভিত সেই ইন্দ্র-পুরীর পুরদ্বারসমূহ স্ফটিকময়।) ॥ ১৫ ॥

সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যর্ব্বুদৈর্যুতাম্ ।
শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং (সভাঃ উপবেশ-স্থানানি চত্বরাণি অঙ্গনানি রথ্যাঃ উপমার্গাঃ তৈঃ আঢ্যাং সম্পন্নাং) ন্যর্ব্বুদৈঃ (ন্যর্ব্বুদং দশকোটয়াঃ তৈঃ গণনীয়ৈঃ) বিমানৈঃ (তথা) বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ (বজ্রবিদ্রুমময্যঃ বেদয়ঃ যেষু তৈঃ) মণিময়ৈঃ শৃঙ্গা-টকৈঃ (চতুষ্পথৈশ্চ) যুতাম্ (ইন্দ্রপুরীং যযৌ ইত্যন্বয়ঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ নগর অঙ্গন, উপমার্গ ও সভাস্থানে সমৃদ্ধ, কোটি কোটি বিমান তথায় বিরাজমান্ এবং হীরক প্রবালাদি-নির্ম্মিত বেদিকাযুক্ত মণিময় চতুষ্পথ-সমন্বিত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সভা উপবেশস্থানানি চত্বরাণ্যঙ্গনানি। রথ্যা উপমার্গাঃ। শৃঙ্গাটকৈশ্চতুষ্পথৈঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সভা-চত্বর-রথ্যাঢ্যাং'—সভা উপবেশনস্থান, চত্বর বলিতে প্রাঙ্গণসমূহ, এবং রথ্যা অর্থাৎ উপমার্গের দ্বারা ঐ পুরী সমৃদ্ধ ছিল। 'শৃঙ্গা-টকৈঃ'—চতুষ্পথ-সমূহ দ্বারা যুক্ত (ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন, এই অন্বয়।) ॥ ১৬ ॥

যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ ।
ভ্রাজন্তে রূপবন্নার্য্যো অর্চ্চিভিরিব বহ্নয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (ইন্দ্রপুর্য্যাং) নিত্যবয়োরূপাঃ (নিত্যং বয়ঃ তারুণ্যং রূপঞ্চ সৌকুমার্য্যং চ যাসাং তাঃ) শ্যামাঃ বিরজবাসসঃ (বিরজে শুদ্ধে বাসসী যাসাং তাঃ) রূপবন্নার্য্যঃ (স্বলঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ) অর্চ্চিভিঃ (জ্বালাভিঃ) বহ্নয়ঃ (অগ্নয়ঃ) ইব হি ভ্রাজন্তে (দীপ্যন্তে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তথায় স্থিররূপযৌবনা, নির্ম্মলবসনা, শ্যামা, রূপবতী রমণীগণ যেমন শিখাদ্বারা অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্মকালে সুশীতলাঃ ।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যাসাং তাঃ শ্যামাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্যামাঃ'—যাহাদের অঙ্গ শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে সুশীতল থাকে, এবং যাহাদের স্তনযুগল সুকঠিন, তাহাদিগকে শ্যামা স্ত্রী বলা হয় ॥ ১৭ ॥

সুরস্ত্রীকেশবিভ্রষ্ট-নবসৌগন্ধিকস্রজাম্ ।
যত্রামোদমুপাদায় মার্গং আবাতি মারুতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্যাং পুর্য্যাং) মারুতঃ (বায়ুঃ) সুরস্ত্রীকেশবিভ্রষ্টনবসৌগন্ধিকস্রজাং (সুরস্ত্রীণাং কেশেভ্যঃ বিভ্রষ্টানাং নবসৌগন্ধিকপুষ্পরচিতানাং স্রজাং মালানাম্) আমোদং (পরিমলম্) উপাদায় (আদায়) মার্গে (পথি) আবাতি (প্রবহতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তথায় বায়ু সুররমণীগণের কেশ হইতে নিপতিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের পরিমল পথে প্রবাহিত করেন ॥ ১৮ ॥

হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা ।
পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যত্র পুর্য্যাম) অগুরুগন্ধিনা পাণ্ডুরেণ (শ্বেতবর্ণেন) হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্‌ধূমেন (হেমরচিতাঃ যে জালাক্ষাঃ গবাক্ষাঃ তেভ্যঃ নির্গচ্ছতা ধূমেন) প্রতিচ্ছন্নমার্গে (আচ্ছন্নে পথি) সুরপ্রিয়াঃ (অপ্সরসঃ) যান্তি (বিচরন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে অপ্সরোগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ-পথ হইতে নির্গত, অগুরুগন্ধযুক্ত শ্বেতবর্ণ ধূম্রদ্বারা আচ্ছন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হেমময়েভ্যো জালাক্ষেভ্যো গবাক্ষেভ্যঃ। সুরপ্রিয়াঃ অপ্সরসঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হেমজালাক্ষ'—ইত্যাদি, সুবর্ণ-জালাবৃত গবাক্ষপথ হইতে নির্গত অগুরুগন্ধ-যুক্ত শুক্লবর্ণ ধূমরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন পথে, 'সুরপ্রিয়াঃ' —দেবতাদিগের প্রেয়সী অপ্সরাগণ বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মুক্তাবিতানৈর্ম্মণিহেমকেতুভি-
র্নানাপতাকাবলভীভিরাবৃতাম্।
শিখণ্ডিপারাবতভৃঙ্গনাদিতাং
বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—মুক্তাবিতানৈঃ (মুক্তাময়ৈঃ বিতানৈঃ চন্দ্রাতপৈঃ) মণিহেমকেতুভিঃ (মণিহেমময়ৈঃ ধ্বজৈশ্চ) নানাপতাকাবলভীভিঃ (নানাপতাকাযুক্তাভিঃ অট্টো-পরিগৃহৈঃ) আবৃতাং (ব্যাপ্তাং) শিখণ্ডি-পারাবত-ভৃঙ্গনাদিতাং (শিখণ্ড্যাদিপক্ষিবিশেষৈঃ নাদিতাং শব্দিতাং) বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাং (বৈমানিকস্ত্রীণাং কলগীতৈঃ মঙ্গলং শ্রবণসুখং যস্যাং তাম্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা ও নানাবিধ পতাকালঙ্কৃত অট্টালিকার ঊর্দ্ধ্ব গৃহসমূহে পরিব্যাপ্তা, ময়ূর, পারাবত ও ভৃঙ্গ-গণের শব্দে নিনাদিতা এবং বিমানচারিণী রমণী-গণের সুমধুর সঙ্গীতে মঙ্গলময়ী (শ্রবণসুখকরী) ছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ— মুক্তাময়ৈর্বিতানৈশ্চন্দ্রাতপৈর্মণিহেম-ময়ৈঃ কেতুভির্ধ্বজৈঃ পতাকাযুক্তাভির্বলভীভিরট্টো-পরিবর্ত্তিগৃহৈঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তাবিতানৈঃ'—ইত্যাদি, সেই পুরী মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা এবং নানাবিধ পতাকাযুক্ত 'বলভী'-সমূহে, অর্থাৎ অট্টালিকার উপরিভাগে নির্ম্মিত গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ২০ ॥

মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ
সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ।
নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈ-
র্মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ (মৃদঙ্গা-দীনাং স্বনৈঃ শব্দৈঃ) সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ (সতালবীণাদিভিশ্চ) সবাদ্যৈঃ নৃত্যৈঃ (চ) উপদেব-গীতকৈঃ (উপদেবানাং গন্ধর্ব্বাদীনাং গীতকৈশ্চ) মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাং (জিতা প্রভা সাক্ষাদ্দীপ্ত্য-ধিষ্ঠাত্রী দেবতা যয়া তাম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনকদুন্দুভিশব্দে তালযুক্তবীণা, মুরজ ও প্রিয়বেণুর রবে, বাদ্য-যুক্ত নৃত্যে এবং গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতে অতিশয় মনো-রমা ছিল, উহা নিজ দীপ্তিদ্বারা সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করিতেছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—জিতপ্রভা সাক্ষাত্তদ্দীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেব-তাপি যয়া তাম্। জিতগ্রহামিতি পাঠে জিতসূর্য্যাদি-কম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিতপ্রভাং'—সাক্ষাৎ দীপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীও যাহার দীপ্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে (অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রপুরী নিজ কান্তির দ্বারা কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও জয় করিয়াছে)। 'জিতগ্রহাম্'—এই পাঠান্তরে সূর্য্যাদি গ্রহকে কান্তিতে যে জয় করিয়াছে, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

যাং ন ব্রজন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রুহঃ শঠাঃ।
মানিনঃ কামিনো লুব্ধা এভির্হীনা ব্রজন্তি যৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—অধর্ম্মিষ্ঠাঃ (পাপিনঃ) খলাঃ (দুষ্টাঃ) ভূতদ্রুহঃ (প্রাণিপীড়াকর্ত্তারঃ) শঠাঃ (বঞ্চকাঃ) মানিনঃ (অভিমানবন্তঃ) কামিনঃ (বিষয়াসক্তাঃ)

লুব্ধাঃ (এতে) যাং (পুরীং) ন ব্রজন্তি এভিঃ (দোষৈঃ) হীনাঃ (জনাশ্চ) যৎ (যাং পুরীং) ব্রজন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেখানে পাপী, খল, প্রাণীহিংসক, শঠ, অভিমানী, কামী এবং লোভীব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পারে না, উক্ত দোষরহিত ব্যক্তিগণই তথায় বিচরণ করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এভিঃ খলত্বাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এভিঃ হীনাঃ'—এই খলত্বাদি দোষবর্জ্জিত ব্যক্তিগণই সেখানে গমন করেন ॥ ২২ ॥

তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতি-
র্বহিঃ সমন্তাদ্রুরুধে পৃতন্যয়া।
আচার্য্যদত্তং জলজং মহাস্বনং
দধ্মৌ প্রযুঞ্জন্ ভয়মিন্দ্রযোষিতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বরূথিনীপতিঃ (সেনাপতিঃ বলিঃ) পৃতন্যয়া (পৃতনয়া সেনয়া) বহিঃ সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ষু) তাম্ (অতিসমৃদ্ধাং) দেবধানীং (দেবানাং নিবাস-ভূতাম্ ইন্দ্রপুরীং) রুরুধে। (রুদ্ধবান্ অপি চ) ইন্দ্রযোষিতাম্ (ইন্দ্রস্য যোষিতাং স্ত্রীণাং) ভয়ং প্রযুঞ্জন্ (উৎপাদয়িতুং) মহাস্বনং (মহান্ স্বনঃ শব্দঃ যস্য তম্) আচার্য্যদত্তম্ (আচার্য্যেন শুক্রেণ দত্তং) জলজং (শঙ্খং) দধ্মৌ (বাদিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বহু সৈন্যের অধ্যক্ষ বলি, সৈন্যদ্বারা সেই ইন্দ্রপুরী-বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন এবং ইন্দ্রপত্নীগণের ভয় উৎপাদন করিয়া শুক্রাচার্য্য-দত্ত মহানাদ শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পৃতন্যয়া সেনয়া ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃতন্যয়া'—সৈন্য দ্বারা (দৈত্যাধিপতি বলি চারিদিক্ হইতে ইন্দ্রপুরী অবরুদ্ধ করিলেন।) ॥ ২৩ ॥

মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্।
সর্ব্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—মঘবান্ (ইন্দ্রঃ) বলেঃ পরমম্ উদ্যমম্ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) সর্ব্বদেবগণোপেতঃ (সর্ব্বদেব-গণেন উপেতঃ যুক্তঃ) তং গুরুং বৃহস্পতিং (প্রত্যেত্য) এতৎ (বক্ষ্যমাণম্) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বলির সেই বিপুল উদ্যম জানিতে পারিয়া সকল দেবগণের সহিত ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন ॥ ২৪ ॥

ভগবন্নুদ্যমো ভূয়ান্ বলের্নঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ।
অবিষহ্যমিমং মন্যে কেনাসীৎ তেজসোর্জ্জিতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! নঃ (অস্মাকং) পূর্ব্ব-বৈরিণঃ বলেঃ ভূয়ান্ উদ্যমঃ (জাতঃ) ইমম্ (উদ্যমম্ অহম্) অবিষহ্যং (সোঢ়ুম্ অশক্যং) মন্যে, (সঃ ইদানীং) কেন (হেতুনা এবং) তেজসা উর্জ্জিতঃ (বর্দ্ধিতঃ) আসীৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমাদের পূর্ব্ব শত্রু বলির যে মহান্ উদ্যম দেখিতেছি, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি বলি কি প্রকারে এইরূপ বলীয়ান্ হইয়া উঠিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইমম্ উদ্যমং বলিং বা, আসীৎ অভূৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইমম্'—এই উদ্যম, অথবা বলিকে আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। 'আসীৎ'—কোন্ তেজে সে আজ বলবান্ হইল? ২৫ ॥

নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিবোঢ়ুমধীশ্বরঃ।
পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ।
দহন্নিব দিশো দৃগ্ভিঃ সংবর্ত্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কুতঃ বা অপি (উপায়াৎ) এনং প্রতি-বোঢ়ুম্ (যুদ্ধাদিভিঃ প্রতি কর্ত্তুং) কশ্চিৎ (অপি) অধীশ্বরঃ ন (দৃশ্যতে), মুখেন ইদং (বিশ্বং) পিবন্ ইব দশদিশঃ লিহন্ (আস্বাদয়ন্), ইব দৃগ্ভিঃ (নেত্রৈঃ) দিশঃ দহন্ ইব (সঃ) সংবর্ত্তাগ্নিঃ (প্রলয়াগ্নিঃ) ইব উত্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তি কোন উপায়েই উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে। ঐ বলি মুখদ্বারা যেন বিশ্বকে পান, জিহ্বাদ্বারা যেন দশ দিক্ অবহেলন এবং চক্ষুদ্বারা যেন সকল দিক্ দহন করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিবোঢ়ুং যুদ্ধাদিভিঃ প্রতিকর্ত্তুম্। যতঃ পিবন্নিবায়ং বলিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিবোঢ়ুম্'—কেহই যুদ্ধাদি কোন উপায়েই ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে। 'যতঃ'—যেহেতু এই বলি মুখদ্বারা যেন বিশ্বকে পান করিতেছে ॥ ২৬ ॥

———

ব্রূহি কারণমেতস্য দুর্দ্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ।
ওজঃ সহো বলং তেজো যত এতৎসমুদ্যমঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (কারণাৎ) এতস্য ওজঃ সহঃ বলং তেজঃ (জাতম্) এতৎ সমুদ্যমঃ (এতন্নিমিত্তঃ উদ্যমশ্চ জাতঃ) (তৎ এতস্য) মদ্‌রিপোঃ দুর্দ্ধর্ষত্বস্য কারণং ব্রূহি (কথয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে কারণে উহার এই প্রকার শক্তি, সাহস, বল ও তেজ জন্মিয়াছে এবং যাহার বলে এই-রূপ উদ্যম করিতেছে, আমার পরম শত্রুর সেই দুঃসহ তেজের কারণ কি বলুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কারণাৎ ওজ আদি যতশ্চ ওজ আদেরেতস্য সমুদ্যমঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যে কারণ হইতে ইহার ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য এবং যে ইন্দ্রিয়বলাদি হইতে এজাতীয় মহান্ উদ্যম উৎপন্ন হইয়াছে (তাহা আপনি বলুন) ॥ ২৭ ॥

———

শ্রীগুরুরুবাচ—

জানামি মঘবন্ শত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্।
শিষ্যায়োপভৃতং তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগুরুঃ উবাচ,—(হে) মঘবন্ ! অস্য (তব) শত্রোঃ উন্নতেঃ কারণম্ (অহং) জানামি। ব্রহ্মবাদিভিঃ ভৃগুভিঃ (শুক্রাদ্যৈঃ) শিষ্যায় (বলয়ে) তেজঃ উপভৃতং (সঞ্চিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, হে ইন্দ্র ! আমি তোমার শত্রুর উন্নতির কারণ জানি, ব্রহ্মজ্ঞ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই শিষ্যকে তেজঃ প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—শিষ্যায় শ্রদ্ধাভক্ত্যাতিশয়েন স্বসর্ব্বস্বোপহারকায় বলয়ে তেজঃ স্বীয়মেব উপভৃতং প্রত্যুপহারত্বেন দত্তমিত্যর্থঃ। তস্মাদিদং ন বলেস্তেজঃ কিন্তু ব্রহ্মতেজ এবাতঃ সুতরাং ভবদ্ভির্দুর্ব্বারমিতি ভাবঃ। তেন তেভ্যো ভৃগুভ্যো ন ন্যূনা বয়মপি তথৈব শ্রদ্ধা-ভক্ত্যাদিনা ত্বয়া প্রসাদিতা যদ্যভবিষ্যাম, তদা সম্প্রতি ত্বমপ্যস্মত্তেজসা পরিপূর্ণ ইমং বলিমজেষ্য এবেত্যু-পালম্ভোঽনুধ্বনিতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিষ্যায়'—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্যহেতু নিজের সর্ব্বস্ব প্রদানকারী শিষ্য বলির মধ্যে, ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ 'তেজঃ উপভৃতং' —স্বকীয় তেজ সঞ্চয় করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রত্যুপহার-রূপে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন, এই অর্থ। সেইহেতু ইহা বলির তেজ নহে, কিন্তু ব্রহ্মতেজই, অতএব তোমাদের পক্ষে অতিশয় দুর্ব্বারণীয়—এই ভাবার্থ। ইহার দ্বারা, সেই সকল ভৃগু প্রভৃতি হইতে আমরা ন্যূন নহি (কোন অংশে কম নই), আমরাও যদি সেইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহযোগে তোমার দ্বারা প্রসাদিত হইতাম, তাহা হইলে সম্প্রতি তুমিও আমাদের তেজে পরিপূর্ণ হইয়া এই বলিকে অবশ্যই জয় করিতে পারিতে — এইরূপ উপালম্ভ এখানে অনুধ্বনিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

———

ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোঽস্তি কশ্চন।
ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জ্জয়িত্বেশ্বরং হরিম্।
বিজেষ্যতি ন কোঽপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃসমেধিতম্।
নাস্য শক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—ওজস্বিনং বলিং জেতুং কশ্চন ন সমর্থঃ অস্তি, (অতঃ) ঈশ্বরং হরিং বর্জ্জয়িত্বা ভবদ্বিধঃ (ভবৎসদৃশঃ ঐশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ) ভবান্ বা অপি (সাক্ষাৎ ভবানেব বা) কঃ অপি (জনঃ) ব্রহ্মতেজঃসমেধিতং (ব্রহ্মতেজসা বর্দ্ধিতম্) এনং (বলিং) ন বিজেষ্যতি। (অপি চ) জনাঃ যথা কৃতান্তস্য (যমস্য সম্মুখে অব-স্থাতুং ন শক্তাঃ তথা কোঽপি) অস্য পুরঃ স্থাতুং ন শক্তঃ (ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বলশালী বলিকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হইবে না, একমাত্র হরি ভিন্ন তুমি বা তোমার ন্যায় কেহই ব্রহ্মতেজঃপ্রদীপ্ত ইহাকে জয় করিতে

পারিবে না। যমের সম্মুখে মানবের ন্যায় ইহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ—যোদ্ধুমনেনাধুনা নির্গচ্ছামি ন বেতি চেদত আহ ভবদ্বিধ ইতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে এই বলির সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইব, অথবা নহে—এইরূপ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বলিতেছেন—'ভবদ্বিধঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরি ব্যতীত তুমি অথবা তোমার মত অপর কেহ সম্প্রতি ওজস্বী বলিকে জয় করিতে সমর্থ নহে।) ॥ ২৯ ॥

———

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যূয়ং সর্ব্বে ত্রিবিষ্টপম্ ।
যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোর্বিপর্য্যয়ঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ যতঃ (কালাৎ যুষ্মাকং) শত্রোঃ (বলেঃ) বিপর্য্যয়ঃ (পরাভবঃ ভবিষ্যতি তং) কালং প্রতীক্ষন্তঃ (প্রতীক্ষমাণাঃ) যূয়ং সর্ব্বে ত্রিবিষ্টপম্ উৎসৃজ্য (স্বর্গং ত্যক্ত্বা) নিলয়ম্ (অদর্শনং) যাত (গচ্ছত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতএব যাবৎ তোমাদের এই শত্রুর পরাভব না হয়, তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া তোমরা সকলে সুরপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্যভাবে অবস্থান কর ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎসময়োচিতং মন্ত্রং ব্রূহীতি চেদতঃ আহ,—তস্মাদিতি যতঃ কালাৎ শত্রোর্বিপর্য্যয়ঃ পরাভবো ভাবী তং কালং প্রতীক্ষমাণা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সময়োচিত মন্ত্রণা দিন, ইহা যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'যতঃ শত্রোঃ বিপর্য্যয়ঃ'—যে পর্য্যন্ত শত্রুর বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরাভব দেখা না দেয়, ততকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া (তোমরা সকলে এখন স্বর্গপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র লুক্কায়িত থাক।) ॥৩০॥

———

এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সম্প্রত্যূর্জ্জিতবিক্রমঃ ।
তেষামেবাপমানেন সানুবন্ধো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (বলিঃ) সম্প্রতি বিপ্রবলোদর্কঃ (বিপ্রাণাং বলেন উদর্কঃ উত্তরোত্তরম্ অধিকং ফলং যস্য সঃ) ঊর্জ্জিত-বিক্রমঃ (ঊর্জ্জিতঃ মহান্ বিক্রমঃ যস্য সঃ) তেষাম্ এব অপমানেন (তেষাম্ এব বিপ্রাণাম্ অপমানং যদা করিষ্যতি তদা তেনৈব) সানুবন্ধঃ (স্বযূথসহিতঃ) বিনঙ্ক্ষ্যতি (পরাভূতঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সম্প্রতি এই বলি ব্রাহ্মণের তেজে বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, আবার তাঁহাদেরই অবমাননা করিয়া সগণে বিনষ্ট হইবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বলেরস্য পরাভবকালঃ স কিং ভাবী কদা বা ভাবীত্যপেক্ষায়াং তমাশ্বাসয়ন্নাহ এষ ইতি। বিপ্রবলমেব উদর্ক উত্তরফলং যস্য সঃ। উদর্কঃ ফলমুত্তরমিত্যমরঃ, তেষামেবেত্যাদিব্যবহারদৃষ্ট্যৈবোক্তং, বস্তুতস্তু বিষ্ণুভক্ত্যনুকূলঃ স বিপ্রাবমানস্তস্য মহাকীর্ত্তি-স্বর্গাধিকসুতলভোগ-দ্বারপালীকৃত - বিষ্ণুত্ব-ভাবিমন্বন্তরেন্দ্রত্বাদ্যর্থমভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলির পরাভবকাল, তাহা কি হইবে? কখনই বা হইবে?—ইহার অপেক্ষায় তাহাকে আশ্বস্ত করতঃ বলিতেছেন—'এষ' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের বলই ইহার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির কারণ। অমরকোষে উক্ত আছে—'উদর্ক বলিতে উত্তর ফল।' 'তেষাম্ এব অবমানেন'—সেই ব্রাহ্মণগণের অবমাননাহেতুই তাহার সবংশে বিনাশ উপস্থিত হইবে, ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলা হইল, কিন্তু বাস্তবিক অর্থ—বিষ্ণুভক্তির অনুকূল সেই ব্রহ্মণাবমাননা (শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন) তাঁহার মহাকীর্ত্তি, স্বর্গাদি অপেক্ষা অধিক সুতলভোগ, শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপালত্ব অঙ্গীকার, ভাবি মন্বন্তরে পুনরায় ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্তি ইত্যাদি বহু প্রয়োজন-সাধক জানিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

———

এবং সুমন্ত্রিতার্থাস্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা ।
হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্গীর্ব্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অর্থানুদর্শিনা (যথাবদ্‌বিচার-নিপুণেন) গুরুণা এবং সুমন্ত্রিতার্থাঃ (সুমন্ত্রিতঃ অর্থঃ কার্য্যং যেষাং তে) তে গীর্ব্বাণাঃ (দেবাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) কামরূপিণঃ (যথেষ্টরূপধারণে সমর্থাঃ সন্তঃ নিলয়ং) জগ্মুঃ (যত্র কুত্র বিচেরুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞ বৃহস্পতিদ্বারা কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া লুক্কায়িত হইলেন ॥ ৩২ ॥

দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলির্বৈরোচনঃ পুরীম্ ।
দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্রয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) দেবেষু নিলীনেষু (সৎসু) অথ (অনন্তরং) বৈরোচনঃ (বিরোচনপুত্রঃ বলিঃ) দেবধানীম্ (ইন্দ্রপুরীম্) অধিষ্ঠায় জগত্রয়ং (ভুবাদিলোকত্রয়ং) বশং নিন্যে (স্ববশং নীতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পরে দেবগণ অদৃশ্য হইলে বিরোচন-পুত্র বলি ইন্দ্রপুরীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিভুবন বশীভূত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ ।
শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শিষ্যবৎসলাঃ (শিষ্যে কৃপাযুক্তাঃ) ভৃগবঃ (শুক্রাদয়ঃ) অনুব্রতম্ (অনুবর্ত্তিনম্) বিশ্বজয়িনং তং শিষ্যং (বলিং) হয়মেধানাং শতেন অযাজয়ন্ (প্রাপ্তম্ ইন্দ্রপদং স্থিরী কর্ত্তুং যাগম কারয়ন্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ ঐ জগজ্জয়ী অনুগত শিষ্যদ্বারা শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অযাজয়ন্ তদীয়েন্দ্রপদস্থিরীভাবার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযাজয়ন্'—তাঁহার ইন্দ্রপদের স্থায়িত্বের নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণগণ বলিরাজকে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্ ।
কীর্ত্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব ॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তদনুভাবেন (যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রভাবেণ) ভুবনত্রয়বিশ্রুতাং (ভুবনত্রয়ে বিশ্রুতাং প্রসিদ্ধাং) কীর্ত্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ (বিস্তারয়ন্) সঃ (বলিঃ) উড়ুরাট্ (চন্দ্রমাঃ) ইব রেজে (দিদীপে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তাহার পর বলি ঐ যজ্ঞপ্রভাবে ত্রিলোক-বিশ্রুত-কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং দ্বিজদেবোপলম্ভিতাম্ ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামনাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলিবিজয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (মহৎ মনো যস্য সঃ) আত্মানং কৃতকৃত্যম্ ইব মন্যমানঃ দ্বিজদেবোপলম্ভিতাং (দ্বিজদেবৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ উপলম্ভিতাং প্রাপিতাং) স্বৃদ্ধাং (সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং চ বুভুজে (ভুক্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মহামনা বলি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং ব্রাহ্মণানুগ্রহে সমৃদ্ধশালিনী রাজসম্পৎ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দ্বিজদেবা বিপ্রাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টমেঽসৌ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজদেবাঃ'—ব্রাহ্মণগণ (অর্থাৎ মহামতি বলি সেই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রাপিত অতি সমৃদ্ধিশালী স্বর্গসম্পদ্ ভোগ করিতে লাগিলেন।) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাদিতিস্তদা।
হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যতপ্যদনাথবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদিতির শোক এবং তাঁহার প্রার্থনায় পতি কশ্যপের তৎপ্রতি পয়োব্রতোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদিতি পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময় একদিন মহর্ষি কশ্যপ বহুকাল পরে সমাধি হইতে বিরত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন,—আশ্রম শ্রীহীন, পত্নী দুঃখভারাক্রান্তা, চারিদিকেই যেন নিরানন্দ বিরাজিত। কশ্যপ পত্নীকে আশ্রমের কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহার পরি-পরিতাপের কারণ জানিতে চাহিলেন। অদিতি সর্ব্ববিধ কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপনান্তে তাঁহার পুত্র দেবগণের অদর্শনই যে সকল দুঃখের হেতু, তাহা জ্ঞাপন করিয়া পুত্রগণের যাহাতে পুনঃ প্রাপ্তি হয়, সেই কল্যাণ-বিধানের জন্য স্বামীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ অদিতির প্রার্থনায় তাঁহার দুঃখাপনোদন জন্য "আত্ম ও অনাত্মবস্তুর পার্থক্য এবং অনাত্মবস্তুর নিমিত্ত শোক অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াও যখন দেখিলেন, অদিতি এ সকল তত্ত্ববাক্যে তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহাকে জগদ্গুরু সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী বাসুদেব ভগবান্ জনার্দ্দনের উপাসনার উপদেশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবান্ই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। অদিতি তচ্ছ্রবণে উপাসনার বিধি জানিতে চাহিলে, প্রজাপতি কশ্যপ পূর্ব্বে পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য "পয়োব্রত" নামক যে কেশবতোষণ ব্রতোপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই ব্রত এবং তাঁহার পালনবিধি কীর্ত্তন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গেই এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবং পুত্রেষু (ইন্দ্রাদিষু) নষ্টেষু (অদৃষ্টেষু সৎসু) ত্রিবিষ্টপে (স্বর্গে চ) দৈত্যৈঃ হৃতে (সতি) তদা দেবমাতা অদিতিঃ অনাথবৎ (রক্ষকরহিতবৎ) পর্য্যতপ্যৎ (পরিতাপং কৃতবতী) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রাদি পুত্রগণ অদৃশ্য হইলে এবং দৈত্য-গণের দ্বারা সুরপুরী অধিকৃত হইলে, দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষোড়শে কশ্যপপ্রশ্নৈরদিতিস্তং ন্যবেদয়ৎ।
স্বপুত্রদুঃখ-তচ্ছান্ত্যৈ স প্রোবাচ পয়োব্রতম্ ॥০॥

নষ্টেষু অদৃষ্টেষু সৎসু ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে কশ্যপের প্রশ্নোত্তরে দেবমাতা অদিতি নিজ পুত্রগণের দুঃখ নিবেদন করিলে, তাহার শান্তির নিমিত্ত প্রজাপতি কশ্যপ পয়োব্রতের উপদেশ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নষ্টেষু'—নিজপুত্র দেবগণ অদৃশ্য হইলে (অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র লুক্কায়িত হইলে) ॥ ১ ॥

একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ।
নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধেবিরতশ্চিরাৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—একদা চিরাৎ (দীর্ঘকালান্তরং) সমাধেঃ (সকাশাৎ) বিরতঃ (নিবৃত্তঃ) ভগবান্ কশ্যপঃ নিরুৎসবং নিরানন্দং তস্যা (অদিতেঃ) আশ্রমম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—একদিন দীর্ঘকালের পর সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপূজ্য কশ্যপ অদিতির উৎসবরহিত নিরানন্দময় আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরূদ্বহ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ ! যথান্যায়ম্ (দেশ-কালাদ্যনুসারেণ) সভাজিতঃ (আদিত্যা পূজিতঃ) কৃতাসনপরিগ্রহঃ (কৃতঃ আসনস্য পরিগ্রহঃ স্বীকারঃ যেন সঃ) সঃ (কশ্যপঃ) দীনবদনাং পত্নীম্ (অদিতিম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ (উবাচ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুল-শিরোমণি ! যথোচিত সমাদৃত হইয়া তিনি (কশ্যপ) আসন পরিগ্রহ করিলেন, পরে দুঃখিতবদনা পত্নী অদিতিকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স কশ্যপঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—তিনি অর্থাৎ কশ্যপ (ম্লানমুখী পত্নীকে এরূপ বলিতে লাগিলেন ।) ॥৩॥

অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাগতম্ ।
ন ধর্ম্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (প্রশ্নে) (হে) ভদ্রে ! অধুনা লোকে বিপ্রাণাম্ অভদ্রং (দুঃখং তু) ন আগতং ? ধর্ম্মস্য (অভদ্রং ন আগতং) ? মৃত্যোঃ ছন্দানুবর্ত্তিনঃ (মৃত্যোঃ ছন্দম্ ইচ্ছাম্ অনুবর্ত্ততে যঃ তস্য মৃত্যুবশবর্ত্তিনঃ) লোকস্য (জনস্য) (অভদ্রং নাগতম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে ! সংপ্রতি জগতে ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণগণের এবং মৃতুবশবর্ত্তী মানবগণের কোনরূপ অমঙ্গল হয় নাই ত ? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দীনবদনত্বাদেঃ কারণং বিকল্পয়ন্ বহুধা পৃচ্ছতি । অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ । অপীতি প্রশ্নে । বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং ন প্রাপ্তং ন বা ধর্ম্মস্য ন বা লোকস্য, লোকং বিশিনষ্টি—মৃত্যোশ্ছন্দমিচ্ছামনুবর্ত্তত ইতি তস্য ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ম্লানবদন প্রভৃতির কারণ কল্পনা করিয়া নানাভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'অপ্যভদ্রম্' ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকে । 'অপি'—ইহা প্রশ্নে । 'বিপ্রাণাম্'—ব্রাহ্মণগণের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত ? অথবা ধর্ম্মের, কিম্বা সাধারণ লোকের কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই ত ? কিরূপ লোক ? তাহাতে বলিতেছেন—'মৃত্যোঃ ছন্দানুবর্ত্তিনঃ'; মৃত্যুর-ইচ্ছাকেই যাহারা অনুবর্ত্তন করে (অর্থাৎ মৃত্যুবশবর্ত্তী জনগণের কোনরূপ অমঙ্গল হয় নাই ত ?) ॥ ৪ ॥

অপি বাঽকুশলং কিঞ্চিদ্গৃহেষু গৃহমেধিনি ।
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গৃহমেধিনি ! অপি বা (কিংবা) গৃহেষু ধর্ম্মস্য অর্থস্য কিঞ্চিৎ অকুশলম্ (ইতি কাকুপ্রশ্নঃ) যত্র হি (যেষু গৃহেষু) অযোগিনাম্ (অপি) যোগঃ (স্বধর্ম্মাদিনা যোগফলপ্রাপ্তিঃ ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে গৃহমেধিনি ! যে গৃহে স্বধর্ম্মাচরণদ্বারা অযোগী অর্থাৎ কর্ম্মীদিগেরও যোগফল লাভ হয়, তোমার সেই গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের কোন অকুশল হয় নাই ত ? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অকুশলং বা ধর্ম্মাদেঃ । যত্র গৃহেষু অযোগিনাং কর্ম্মিণামপি যোগঃ যোগফলপ্রাপ্তিঃ ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকুশলং বা'—ধর্ম্মাদির কোন অকুশল (হ্রাস) হয় নাই ত ? 'যত্র'—যে গৃহস্থাশ্রমে যোগহীন কর্ম্মিগণেরও স্বীয় ধর্ম্মের আচরণদ্বারা যোগফল লাভ হয় (তোমার সেই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই ত ?) ॥ ৫ ॥

অপি বাতিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া ।
গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা কৃচিৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অপি বা (কিংবা) কৃচিৎ (কদাচিৎ) অতিথয়ঃ অভ্যেত্য (আগত্য) কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া প্রত্যুত্থানেন বা অপূজিতাঃ গৃহাৎ যাতাঃ (নির্গতাঃ) ? ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অথবা তুমি কুটুম্বাসক্ত থাকায় কদাচিৎ গৃহাগত অতিথি প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থিত না হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যান নাই ত ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুত্থানেনাপ্যপূজিতাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যুত্থানেন বা'—অতিথিগণ আসিয়া তোমার নিকট হইতে প্রত্যুত্থানাদির দ্বারাও অভ্যর্থিত না হইয়া চলিয়া যান নাই ত ? ॥ ৬

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্য্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যেষু গৃহেষু অতিথয়ঃ (অভ্যেত্য) সলিলৈঃ অপি (জলৈঃ অপি) ন অর্চ্চিতাঃ (অনর্চ্চিতাঃ সন্তঃ) যদি নির্য্যান্তি, (নির্গচ্ছন্তি, তদা) তে (গৃহাঃ) নূনং (নিশ্চিতং) ফেরুরাজগৃহোপমাঃ (ফেরুরাজঃ শৃগালনাথঃ তদীয় বিবর-তুল্যাঃ ভবন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল গৃহ হইতে অতিথিগণ কিছু না থাকিলে, কেবল জলের দ্বারাও সৎকৃত না হইয়া চলিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালগণের বিবর তুল্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ফেরুঃ শৃগালঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ফেরুঃ'—শৃগাল (যে গৃহ হইতে অতিথিগণ অন্ততঃ জল দ্বারাও পূজিত না হইয়া চলিয়া যান, সেইসকল গৃহ শৃগালের আবাস-স্থানের তুল্য।) ॥ ৭ ॥

অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি।
ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সতি ! (হে) ভদ্রে ! ময়ি প্রোষিতে (দেশান্তরং গতে সতি) উদ্বিগ্নধিয়া (উদ্বিগ্না ধীর্যস্যাঃ তয়া) ত্বয়া বেলায়াং (হোমকালে) হবিষা অপি অগ্নয়ঃ তু কর্হিচিৎ ন হুতাঃ (কিম্) ? ৮ ॥

অনুবাদ—হে সতি ভদ্রে ! আমি দেশান্তরে গমন করিলে, তুমি কি উদ্বিগ্নচিত্তে যথাকালে ঘৃতের দ্বারা অনলে হোম কর নাই ? ৮ ॥

যৎপূজয়া কামদুঘান্ যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবাত্মনো মুখম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—যৎ-পূজয়া (যস্যা অগ্নেঃ ব্রাহ্মণস্য চ পূজয়া) গৃহান্বিতঃ (গৃহস্থঃ) কামদুঘান্ লোকান্ যাতি, (অসৌ), ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ চ বৈ (নিশ্চয়েন) সর্ব্বদেবাত্মনঃ বিষ্ণোঃ মুখম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে অগ্নি এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা দ্বারা গৃহস্থগণ কামপ্রদলোক প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবতাত্মা বিষ্ণুর মুখস্বরূপ ॥ ৯ ॥

অপি সর্ব্বে কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি।
লক্ষয়েঽস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মনস্বিনি ! অপি (কিং) তব পুত্রাঃ সর্ব্বে কুশলিনঃ (সন্তি) ? অহং লক্ষণৈঃ (মুখম্লান্যাদিভিঃ) ভবত্যাঃ আত্মানং (মনঃ) অস্বস্থম্ (অপ্রকৃতিস্থং) লক্ষয়ে (লক্ষয়ামি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মনস্বিনি ! তোমার পুত্রগণ কুশলে আছে ত ? মুখমালিন্যাদি দ্বারা তোমার চিত্ত অসুস্থ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

শ্রীঅদিতিরুবাচ—

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্যাস্য জনস্য চ।
ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅদিতিঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ ! (হে) গৃহমেধিন্ ! দ্বিজগবাং ধর্ম্মস্য অস্য জনস্য চ ভদ্রম্ (এবাস্তে)। ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রম্ (উদ্ভব-স্থানম্) ইমে (ত্বদীয়াঃ) গৃহাঃ (সন্তি ত্রিবর্গঃ অপি যথাবদ্ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদিতি কহিলেন,—হে পরমপূজ্য ! ব্রাহ্মণ, গো, ধর্ম্ম এবং মানবসকলের সর্ব্বথা কুশল। হে গৃহমেধিন্ ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের উদ্ভবক্ষেত্র এই সকল গৃহেরও কুশল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবর্গস্য ক্ষেত্রম্ উদ্ভবস্থানং ত্রিবর্গোঽপি যথোচিতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিবর্গস্য ক্ষেত্রম্'—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের উদ্ভবস্থান আমাদের এই গৃহ, এখানে এই ত্রিবর্গও যথোচিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে —এই অর্থ ॥ ১১ ॥

অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ।
সর্ব্বং ভগবতো ব্রহ্মন্নুধ্যানান্ন রিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! অগ্নয়ঃ অতিথয়ঃ, ভৃত্যাঃ, ভিক্ষবঃ যে চ (অন্যে অপি) লিপ্সবঃ (আকাঙ্ক্ষাবন্তঃ তে সর্ব্বে অপি ময়া পূজিতাঃ) ভগবতঃ (তব) অনুধ্যানাৎ (অনুধ্যানং যৎ ময়া ক্রিয়তে তস্মাৎ) ননু সর্ব্বং ন রিষ্যতি (ন হীয়তে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে পরমপূজ্য! অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, যাচক, ভিক্ষুক—ইহারা সকলেই আমার দ্বারা সৎকৃত হইয়া থাকেন, আপনার ধ্যানপ্রভাবে আমার কোন ধর্ম্মের হানি হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতস্তব। ত্বৎকর্ম্মকাদনুধ্যানান্ন রিষ্যতি ন হীয়তে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবতঃ অনুধ্যানাৎ'—আমি সর্ব্বদাই আপনার ধ্যান (চিন্তা) করি বলিয়া, 'ন রিষ্যতি'—আমার কোন ধর্ম্মের হানি হয় নাই (অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতি কাহারও যথোচিত সৎকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই।) ॥ ১২ ॥

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যেত মানসঃ।
যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মান্ প্রভাষতে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! প্রজাধ্যক্ষঃ (প্রজাপতিঃ) ভবান্ এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) যস্যাঃ ধর্ম্মান্ প্রভাষতে? (তস্যাঃ) মে (মম) মানসঃ (মনসি বর্ত্তমানঃ) কঃ নু কামঃ (মনোরথঃ) ন সম্পদ্যেত (অপিতু সর্ব্বঃ এব সম্পদ্যেত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! প্রজাপতি আপনি এইরূপে যখন আমার ধর্ম্মোপদেষ্টা তখন আমার কোন মনোবাঞ্ছাই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ
প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ।
সমো ভবাংস্তাস্বসুরাদিষু প্রভো
তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মারীচ! সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ (সত্ত্বাদিগুণত্রয়বত্যঃ) ইমাঃ (সর্ব্বাঃ) প্রজাঃ (প্রাণিসমূহঃ দেবাদৈত্যাশ্চ) তব এব মনঃশরীরজাঃ (কাশ্চিৎ মনসঃ জাতাঃ কাশ্চিৎ শরীরাচ্চ জাতাঃ অতঃ) (হে) প্রভো! (স্বামিন্! যদ্যপি) তাসু অসুরাদিষু (প্রজাসু) ভবান্ সমঃ (তুল্যদৃষ্টিঃ) তথা অপি মহেশ্বরঃ (সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র সমঃ অপি যথা) ভক্তং ভজতে (ভবান্ অপি তথা পুত্রেষু মধ্যে ভক্তিমন্তমিন্দ্রং পালয়িতুমর্হতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মরীচিপুত্র! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক এই প্রজাসকল (সুরাসুরগণ) আপনার দেহ এবং মন হইতে সমুদ্ভূত, আপনি তাহাদের প্রতি তুল্যদৃষ্টি হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর যেমন (সর্ব্বত্র সম হইয়াও) ভক্তের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করেন, আপনিও তদ্রূপ আপনার ভক্তিমান সন্তান ইন্দ্রকে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি কৃপয়া যদ্যেবং পৃচ্ছসি, তর্হি মদ্দুঃখোপশমস্ত্বয়া সুকর এবেত্যাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ। মহেশ্বরো ভগবান্ জগতি সর্ব্বত্র সমোঽপি ভক্তং যথা ভজতে, তথৈব ত্বং পুত্রেষু মধ্যে ভক্তিমন্তমিন্দ্রং পালয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যখন অনুগ্রহপূর্ব্বক এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা হইলে আমার দুঃখের উপশম আপনার দ্বারা সহজসাধ্য, ইহা বলিতেছেন—'তবৈব' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'মহেশ্বরঃ'—পরমেশ্বর জগতে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইলেও যেমন ভক্তগণের প্রতিই সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ আপনিও পুত্রগণের মধ্যে ভক্তিমান্ ইন্দ্রকে রক্ষা করুন—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত।
হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হে) ঈশ! (হে) সুব্রত! (ত্বমপি) ভজন্ত্যাঃ মে শ্রেয়ঃ চিন্তয়, (হে) প্রভো! সপত্নৈঃ (দৈত্যৈঃ) হৃতশ্রিয়ঃ (হৃতা শ্রীর্যেষাং তান্) হৃতস্থানান্ (হৃতং স্থানং যেষাং তান্) নঃ (অস্মান্) পাহি (রক্ষ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে প্রভো! হে সুব্রত! আপনি সেবিকা আমার মঙ্গল চিন্তা করুন। দৈত্যগণের দ্বারা আমাদের ধন, সম্পৎ ও রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন ইতি পুত্রসাহিত্যাদ্বহুবচনম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নঃ'—আমাদিগকে, আপনি রক্ষা করুন। এখানে পুত্রগণের সহিত বলিয়া বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে।
ঐশ্বর্য্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্মম ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—প্রবলৈঃ পরৈঃ (শত্রুভিঃ) মম ঐশ্বর্য্যং শ্রীঃ যশঃ, স্থানং (চ) হৃতানি। সা (ঐশ্বর্য্যাদি-রহিতা) অহং (পরৈঃ) বিবাসিতা (স্থানাচ্চ নিষ্কাসিতা) ব্যসন-সাগরে (ব্যসনস্য দুঃখস্য সাগরে) মগ্না ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রবল শত্রুগণ আমার ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশ এবং বাসস্থান সকলই হরণ করিয়াছে, আমি তাহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়া দুঃসাগরে মগ্ন হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ।
তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধো! (হে) কল্যাণকৃত্তম্! যথা মম আত্মজাঃ তানি (ঐশ্বর্য্যাদীনি) পুনঃ প্রপদ্যেরন্ (লভেরন্), তথা ধিয়া (বিচার্য্য) কল্যাণং (শুভং) বিধেহি (কুরু) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে সাধো! আপনি কল্যাণকারিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহাতে আমার পুত্রগণ ঐ সকল ঐশ্বর্য্য পুনরায় লাভ করিতে পারে, বিচার করিয়া আপনি তাদৃশ কল্যাণোপায় বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কঃ (কশ্যপঃ) অদিত্যা এবম্ অভ্যর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্), স্ময়ন্ ইব (তস্যাঃ বৈরাগ্যম্ উৎপাদয়িতুং বিস্ময়ং কুর্ব্বন্ ইব) তাম্ আহ (উপদিদেশ),—অহো (আশ্চর্য্য-রূপম্ এব) বিষ্ণোঃ মায়াবলং (যতঃ) ইদং জগৎ (প্রাণিজাতং) স্নেহবদ্ধং (স্নেহেন বদ্ধং ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অদিতি কশ্যপের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, কশ্যপ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন,—অহো! বিষ্ণুমায়ার কি শক্তি, তদ্দ্বারা এই জগৎ স্নেহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কঃ কশ্যপঃ, ইবেতি বস্তুতো ন স্ময়মানঃ তস্যা দুঃখেনান্তর্দুঃখিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কঃ'—প্রজাপতি কশ্যপ। 'স্ময়ন্ ইব'—ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন, বস্তুতঃ তাঁহার দুঃখে অন্তরে দুঃখিত হওয়ায় হাস্য করেন নাই ॥ ১৮ ॥

ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—ভৌতিকঃ (পঞ্চমহাভূতকার্য্যরূপঃ) অনাত্মা (আত্মনঃ ভিন্নঃ) দেহঃ ক্ব (কুত্র) প্রকৃতেঃ পরঃ (ভিন্নঃ) আত্মা চ ক্ব (কুত্র) কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যাঃ (অতঃ) মোহঃ এব হি (স্নেহাদৌ) কারণম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পাঞ্চভৌতিক অনাত্মদেহই বা কোথায়? আর প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আত্মাই বা কোথায়? কাহারাই বা কাহার পতি, পুত্র অতএব মোহই এই সকলের কারণ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাদ্দেহাৎ পরোঽন্যঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মা'—বলিতে জীব, 'প্রকৃতেঃ পরঃ'—প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন ॥ ১৯ ॥

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
সর্ব্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবন্তং জনার্দ্দনং পুরুষং সর্ব্বভূত-গুহাবাসং (সর্ব্বভূতানাম্ অন্তর্য্যামিনং) জগদ্গুরুং বাসুদেবম্ উপতিষ্ঠস্ব (ভজস্ব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্‌কে ভজনা কর, তিনিই পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের একমাত্র পতি, জনার্দ্দন অর্থাৎ শত্রুসকলের দমন করিতে সমর্থ এবং সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত।

তিনি বাসুদেব অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত জীবের কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বজগতের গুরু ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি পুত্রস্নেহেন রুদতীং কৃপয়া পুনরাহ,—উপতিষ্ঠস্বেতি পুরুষং বস্তুতঃ পতিং অহন্তু তে লৌকিক এব পতিরিতি ভাবঃ। ভগবন্তং সর্ব্বজ্ঞমিতি ত্বৎপুত্রাণাং কল্যাণোপায়ং সএব জানাতীতি ভাবঃ। জননাম্নোঽসুরস্যার্দনং ত্বৎসপত্নান্ হন্তুমপি স এব সমর্থ ইতি ভাবঃ। জনং স্বভক্তং বলিং ত্রিলোকীমর্দ্দিষ্যতি, ইন্দ্রার্থং যাচিষ্যতে ইতি তমিতি তু বাস্তবোঽর্থঃ। সর্ব্বভূতেতি বলেরন্তঃকরণং প্রের্য্য গুরুহেলনমপি স এব তং কারয়িষ্যতে ইতি ভাবঃ। বাসুদেবে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভাবতীতি বাসুদেবমিতি ভক্ত্যা স্বান্তঃকরণং শুদ্ধীকৃত্য তত্রৈব তং ধ্যায়ন্ত্যাং ত্বয়ি স দয়াসিন্ধুরাবির্ভবিতুমপি ন বিলম্বিষ্যতে ইতি ভাবঃ। জগদ্‌গুরুমিতি তব মম বলেরিন্দ্রস্য সর্ব্বজগতোঽপি গঙ্গা-প্রাদুর্ভাবাদিনা হিতং বিধাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি পুত্রস্নেহে রোদনপরা অদিতিকে কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন—'উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং', অর্থাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা কর। বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বজীবের পতি, আর আমি তোমার লৌকিক (ঔপাধিক) পতি, এই ভাব। 'ভগবন্তং'—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে, তোমার পুত্রগণের কল্যাণের উপায় তিনিই জানেন, এই ভাব। 'জনার্দ্দনং'—জন নামক অসুরের অর্দ্দনকারী (বিনাশক), অতএব তোমার সপত্নীর পুত্রগণকে বিনাশ করিতেও তিনিই সমর্থ, এই ভাব। বাস্তবার্থ হইতেছে—'জন' বলিতে নিজ ভক্ত বলি, তাঁহার নিকট ইন্দ্রের নিমিত্ত যিনি ত্রিলোক প্রার্থনা করিবেন, সেই জনার্দ্দনের ভজনা কর। 'সর্ব্বভূত-গুহাবাসং'—যিনি সকল জীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান, অতএব বলির অন্তঃকরণে প্রেরণাপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবহেলনও তিনিই করাইবেন—এই ভাব। 'বাসুদেবং'—বসুদেব বলিতে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বে যিনি আবির্ভূত হন, তিনি বাসুদেব, অতএব ভক্তির দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া, সেই শুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে তুমি ধ্যান করিলে, তোমাতে সেই কৃপাসিন্ধু আবির্ভূত হইতে বিলম্ব করিবেন না—এই ভাব। 'জগদ্‌গুরুম্'—সর্ব্বজগতের গুরু, তিনিই তোমার, আমার, বলির, ইন্দ্রের, এমন কি গঙ্গার প্রাদুর্ভাবাদির দ্বারা সর্ব্বজগতেরও কল্যাণবিধান করিবেন—এই ভাব ॥ ২০ ॥

স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ দীনানুকম্পনঃ (দীনানাম্ অনুকম্পনঃ) হরিঃ তে কামান্ বিধাস্যতি। ভগবদ্ভক্তিঃ (এব) অমোঘা (নিশ্চিতফলা) ইতরা (দেবান্তর-ভক্তিঃ তথাবিধা) ন ইতি মমঃ মতিঃ (নিশ্চিতা) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই দিনবৎসল শ্রীহরি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ভগবদ্ভক্তি অব্যর্থ, অন্যসেবা সেরূপ নহে, ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হরিস্তু দুঃখহর্ত্তা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—তোমার দুঃখহর্ত্তা (অর্থাৎ দীনজনের প্রতি কৃপালু সেই শ্রীহরিই তোমার কামনাসমূহ পূরণ করিবেন।) ॥ ২১ ॥

শ্রীঅদিতিরুবাচ—

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগৎপতিম্।
যথা মে সত্যসঙ্কল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅদিতিঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্! অহং কেন বিধিনা (নিয়মেন) জগৎপতিং (ভগবন্তম্) উপস্থাস্যে। সত্যসঙ্কল্পঃ (সত্যঃ সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ) সঃ (হরিঃ) যথা (চ) মে মনোরথং বিদধ্যাৎ (সম্পাদয়েৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি কোন্ বিধি অনুসারে সেই জগৎপতিকে আরাধনা করিব, যাহাতে সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরি আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যঃ সঙ্কল্পো যস্মাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যসঙ্কল্পঃ'—যাঁহা হইতে (সকলের) সঙ্কল্প সত্য হয়, তিনি ॥ ২২ ॥

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্ ।
আশু তুষ্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পুত্রকৈঃ ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুত্রকৈঃ সহ সীদন্ত্যাঃ মে (মম) দেবঃ (ভগবান্ তথা) আশু (শীঘ্রং) তুষ্যতি, (তথা) তদুপধাবনং বিধিং (তৎসেবা-প্রকারং) ত্বম্ আদিশ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রগণের সহিত বিপদাপন্না আমার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন, আপনি সেই প্রকার আরাধনাবিধির উপদেশ করুন ॥ ২৩ ॥

———

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ ।
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ,—ভগবান্ পদ্মজঃ (ব্রহ্মা) মে (ময়া) পৃষ্টঃ (সন্), প্রজাকামস্য যৎ (ব্রতম্) আহ, এতৎ কেশবতোষণং ব্রতং তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকশ্যপ কহিলেন,—আমি পুত্রার্থী হইয়া ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যে, কেশবতোষণ-ব্রত বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব ॥২৪॥

———

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
অর্চ্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ফাল্গুনস্য অমলে (শুক্লে) পক্ষে দ্বাদশাহং প্রতিপদমারভ্য দ্বাদশীপর্য্যন্তং) পয়োব্রতং (পয়সা ব্রতং যস্য সঃ তাদৃশং) পরময়া ভক্ত্যা অন্বিতঃ (সন্), অরবিন্দাক্ষং (পদ্মনেত্রং বিষ্ণুম্) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ— ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে দ্বাদশদিবস পয়োব্রত (দুগ্ধপানব্রত) আচরণপূর্ব্বক পরমভক্তিসহকারে কমললোচন শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পয়সা ব্রতং যস্য সঃ পয়ঃপায়ীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পয়োব্রতং'—দুগ্ধ পান করিয়া যিনি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, 'পয়ঃপায়ী' (অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশী পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী হইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে ।) ॥ ২৫ ॥

———

সিনীবাল্যাং মৃদালিপ্য স্নায়াৎ ক্রোড়বিদীর্ণয়া ।
যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সিনীবাল্যাম্ (অমাবস্যায়াং) যদি বৈ লভ্যেত, (তর্হি) ক্রোড়বিদীর্ণয়া (বন্যবরাহোৎ-খাতয়া) মৃদা আলিপ্য (দেহং লিপ্ত্বা) স্রোতসি (নদীপ্রবাহে) স্নায়াৎ এতং (বক্ষ্যমাণং) মন্ত্রম্ উদীরয়েৎ (উচ্চারয়েৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদি বরাহবিদারিত মৃত্তিকা পাওয়া যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন পূর্ব্বক স্রোতজলে স্নান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাদৌ পূর্বেদ্যুঃ কৃত্যমাহ,—সিনী-বাল্যামমাবাস্যায়াং ক্রোড়বিদীর্ণয়া বরাহোৎখাতয়া মৃদা । যদি লভ্যেতৈতৎ কাকাক্ষিগোলোকন্যায়েনো-ভয়ত্রান্বিতম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিনের কৃত্য বলিতেছেন—'সিনীবাল্যাং', অমাবস্যা তিথিতে, 'ক্রোড়বিদীর্ণয়া মৃদা'—বরাহের দ্বারা উৎখাত যে মৃত্তিকা, তাহার দ্বারা । 'যদি লভ্যেত'—যদি পাওয়া যায়, ইহা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়ে (অর্থাৎ কাকের একটিমাত্র চক্ষু যেমন প্রয়োজনানুসারে উভয় গোলকে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ) উভয়ত্র, অর্থাৎ বরাহবিদীর্ণ মৃত্তিকা এবং স্রোতজল এই উভয় স্থানে অন্বয় করিতে হইবে । (অর্থাৎ যদি পাওয়া যায় তবে বন্য বরাহ দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকার দ্বারা গাত্র লেপন করতঃ অমাবস্যা তিথিতে স্রোতজলে স্নান এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।) ॥ ২৬ ॥

———

ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা ।
উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপমানং মে প্রণাশয় ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবি । (পৃথ্বি ।) স্থানম্

ইচ্ছুতা (তব যথাস্থানাভিলাষিনা) আদিবরাহেন (ভগবতা) ত্বং রসায়াঃ (রসাতলাৎ) উদ্ধৃতা অসি, (অতঃ) মে (মম) পাপমানং প্রণাশয় (পাপ-নাশং কুরু) তুভ্যং নমঃ (অস্তু) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে পৃথিদেবি ! স্থানাভিলাষী আদি-বরাহরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক তুমি রসাতল হইতে সমুদ্ধৃত হইয়াছ, তুমি আমার সকল পাপ নাশ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাবাহনাদৌ নবমন্ত্রানাহ মম ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ আবাহনাদি ক্রিয়ার নয়টি মন্ত্র বলিতেছেন—হে দেবি মৃত্তিকে ! তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

নির্বর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—নির্বর্ত্তিতাত্মনিয়মঃ (নির্বর্ত্তিতঃ সম্পাদিতঃ আত্মনঃ স্বস্য নিয়মঃ নিত্যনৈমিত্তিকঃ যেন সঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্), অর্চ্চায়াং, স্থণ্ডিলে, সূর্য্যে, জলে, বহ্নৌ, গুরৌ অপি দেবং (ভগবন্তম্) অর্চ্চয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তৎপর নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিতে স্থণ্ডিলে, (যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত স্থান) সূর্য্যে, জলে, অগ্নিতে অথবা গুরুতে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে ॥ ২৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে।
সর্ব্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—ভগবতে মহীয়সে সর্ব্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে পুরুষায় তুভ্যং নমঃ (অস্তু) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! অতি মহত্তম, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, পরমপুরুষ, বাসুদেব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

নমোঽব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ।
চতুর্ব্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায় গুণসঙ্খ্যানহেতবে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চতুর্ব্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায় (চতুর্ব্বিংশতিগুণাঃ তত্ত্বানি জানাতীতি তথা তস্মৈ) গুণসংখ্যানহেতবে চ (গুণসঙ্খ্যানস্য হেতবে সাংখ্যপ্রবর্ত্তকায় বা তুভ্যং) নমঃ ॥৩০॥

অনুবাদ—অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, পরমপুরুষ, চতুর্ব্বিংশতি-গুণের তত্ত্বজ্ঞ, সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তক আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্ব্বিংশতিং গুণান্ বৈশেষিকোক্তান্ রূপাদীন্ সাংখ্যোক্তানি তত্ত্বানি বা জানাতীতি তস্মৈ। গুণসংখ্যানস্য সাংখ্যসাস্ত্রস্য হেতবে প্রবর্ত্তকায় ॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুর্ব্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায়'—বৈশেষিকোক্ত রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণ, অথবা সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যিনি জানেন, সেই আপনাকে নমস্কার। 'গুণসংখ্যানহেতবে'—সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে।
সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে নমঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিশীর্ষ্ণে (দ্বে শীর্ষে যস্য তস্মৈ) ত্রিপদে (ত্রয়ঃ পাদাঃ যস্য তস্মৈ) চতুঃশৃঙ্গায় (চত্বারি শৃঙ্গানি যস্য তস্মৈ) তন্তবে (ফলবিস্তারায়) সপ্তহস্তায় (সপ্ত হস্তাঃ যস্য তস্মৈ) ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে (ত্রয্যাং বিদ্যায়াম্ আত্মা যস্য তস্মৈ) যজ্ঞায় নমঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার দুইটী শীর্ষ প্রায়নীয় ও উদয়নীয়, তিনটী চরণ (সবনত্রয়) চারিটী শৃঙ্গ (চতুর্ব্বেদ) সপ্তহস্ত (সপ্তচ্ছন্দ) এবং ত্রয়ীবিদ্যায় যাঁহার আত্মা, সেই যজ্ঞফল বিস্তারকারী যজ্ঞরূপী আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ। তত্রাদৌ মন্ত্রোক্তং যজ্ঞরূপিণং বিষ্ণুং প্রণমতি নম ইতি। তন্তবে ফলবিস্তারকায়। ত্রয্যাং বিদ্যায়ামাত্মা যস্যেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যস্যার্থ উক্তঃ। তথা চ মন্ত্রঃ—চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ সোঽস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যানাবিবেশেতি। তথা চ যাস্কঃ চত্বারি শৃঙ্গাণীতি বেদা

এবোক্তাঃ। ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি, দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে। সপ্তহস্তাঃ সপ্তচ্ছন্দাংসি ত্রিধা বদ্ধঃ মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈর্বৃষভো রোরবীতি, রোরবণং সবনক্রমেণ ঋগ্‌ভির্যজুর্ভিঃ সামভিঃ যদেনমৃগ্‌ভিঃ শংসন্তি, যজুর্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ স্তুবন্তীতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুণাবতারগণকে তিনটি শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মন্ত্রোক্ত যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'তন্তবে'—যজ্ঞের ফল-বিস্তারকারী আপনাকে নমস্কার। 'ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে'—ত্রয়ী বিদ্যাতে আত্মা যাঁহার, ইহাতে 'ত্রিধা বদ্ধঃ', এই মন্ত্রাংশের অর্থ বলা হইয়াছে। 'চত্বারি শৃঙ্গাণি'—ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের যাস্কোক্ত ব্যাখ্যা যথা—চারিটি বেদ আপনার চারিটি শৃঙ্গ, 'ত্রয়োঽস্য পাদাঃ'—যজ্ঞকালীন তিনবার স্নান আপনার তিনটি পদ, 'দ্বে শীর্ষে'—প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় অর্থাৎ যজ্ঞের আরম্ভকালীন কর্ম্ম ও সমাপ্তকালীন কর্ম্ম আপনার দুইটি মস্তক। 'সপ্ত হস্তাঃ'—সাতটি ছন্দ আপনার সাতটি হস্ত। 'ত্রিধা বদ্ধঃ'—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে আপনি আবদ্ধ রহিয়াছেন। 'বৃষভঃ রোববীতি'—বৃষভ বলিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অথবা পঞ্চদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ), রোরবণ বলিতে সবনক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে যিনি কীর্ত্তিত, অর্থাৎ যাঁহাকে ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা বলা হয়, যজুঃ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ করা হয় এবং সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করা হয় (সেই আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ৩১ ॥

নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ।
সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শিবায় রুদ্রায় নমঃ, শক্তিধরায় চ নমঃ, সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(ভগবানকে বন্দনা করিয়া তদীয় গুণাবতারদ্বয়ের স্তুতি করিবে) শিব ও রুদ্ররূপী, সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বভূতের অধিপতি আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে।
যোগৈশ্বর্য্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় (সূত্রাত্মনে) জগদাত্মনে যোগৈশ্বর্য্যশরীরায় (যোগৈশ্বর্য্যং শরীরং যস্য তস্মৈ) যোগহেতবে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হিরণগর্ভ, প্রাণস্বরূপ, জগজ্জীবন, যোগৈশ্বর্য্যময় দেহধারী, যোগের হেতুভূত, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণায় সূত্রাত্মনে, যোগৈশ্বর্য্যময়ং শরীরং যস্য তস্মৈ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাণায়'—সূত্ররূপ, অর্থাৎ আপনিই জগতের সমষ্টিভূত প্রাণ। 'যোগৈশ্বর্য্যশরীরায়', যোগৈশ্বর্য্যই যাঁহার দেহ, সেই আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—আদিদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ, সাক্ষিভূতায় তে (তুভ্যং) নমঃ, নারায়ণায়, ঋষয়ে, নরায়, হরয়ে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আদিদেব, সকলের সাক্ষিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি নারায়ণ, ঋষি, নর ও হরি, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

নমো মরকতশ্যামবপুষেঽধিগতশ্রিয়ে।
কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মরকতশ্যামবপুষে (মরকতমণিঃ ইব শ্যামং বপুর্যস্য তস্মৈ) অধিগতশ্রিয়ে (অধিগতা প্রাপ্তা শ্রীর্যেন তস্মৈ) নমঃ, কেশবায় তুভ্যং নমঃ, পীতবাসসে (পীতং বাসঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ-দেহধারী, লব্ধশ্রী আপনাকে নমস্কার, কেশব এবং পীতাম্বর আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥

ত্বং সর্ব্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য বরদর্ষভ।
অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বরেণ্য ! (হে) বরদর্ষভ ! ত্বং পুংসাং সর্ব্ববরদঃ । অতঃ (হেতোঃ) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) শ্রেয়সে তে (তবৈব) পাদরেণুম্ উপাসতে (সেবন্তে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে বরেণ্য ! হে বরদশ্রেষ্ঠ ! আপনি জীবের বাঞ্ছিতফল-প্রদাতা, এই নিমিত্ত বিবেকীগণ মঙ্গললাভের জন্য আপনার পদরেণুর সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অন্ববর্ত্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্ময়োঃ ।
স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—তৎপাদপদ্ময়োঃ আমোদং স্পৃহয়ন্তঃ ইব দেবাঃ শ্রীঃ চ (লক্ষ্মীশ্চ) যম্ অন্ববর্ত্তন্ত (সেবিতবন্তঃ সঃ) ভগবান্ মে প্রসীদতাং (প্রসীদতু) ॥ ৩৭॥

অনুবাদ—দেবগণ এবং লক্ষ্মী পাদপদ্মের সৌরভলোভে যাহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব দেবাশ্চ শ্রীশ্চ যমন্ববর্ত্তন্ত স মে প্রসীদতু ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপাদপদ্ময়োঃ'—সেই পাদপদ্মযুগলের সৌরভলাভের কামনায়ই যেন নিখিল দেবগণ এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার অনুসরণ করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৩৭॥

এতৈর্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহনপুরস্কৃতম্ ।
অর্চ্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—এতৈঃ মন্ত্রৈঃ আবাহনপুরস্কৃতম্ (আবাহনেন পুরস্কৃতং সম্মানিতং) হৃষীকেশং (কেশবং) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সন্), পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই সকল মন্ত্রদ্বারা আবাহন-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এতৈর্মন্ত্রৈরাবাহনেন পুরস্কৃতং সংমানিতং স্বঃ-পুরস্থীকৃতমিতি বা । উপস্পর্শনমাচমনীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৈঃ মন্ত্রৈঃ'—এই নয়টি মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশকে 'আবাহন-পুরস্কৃতং' —আবাহনের দ্বারা পুরস্কৃত বলিতে সম্মানিত অথবা নিজের সম্মুখী করিয়া, পশ্চাৎ পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। 'উপস্পর্শন' বলিতে আচমনীয় ॥ ৩৮ ॥

অর্চ্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নাপয়েদ্বিভুম্ ।
বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ ।
গন্ধধূপাদিভিশ্চার্চ্চেদ্দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(প্রথমং) দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ) গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ (চ) অর্চ্চিত্বা বিভুং (শ্রীবিষ্ণুং) পয়সা স্নাপয়েৎ, ততঃ (অনন্তরং) বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈঃ গন্ধধূপাদিভিঃ চ (পুনঃ) অর্চ্চেৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিভু শ্রীবিষ্ণুকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবে, তাহার পর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্যাদি এবং ধূপগন্ধাদি দ্বারা পুনরায় তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং পাদ্যাদিভিরর্চ্চিত্বা স্নাপয়েৎ । স্নাপয়িত্বা বস্ত্রোপবীতাভরণপরিধাপনানন্তরং পুনরপি পাদ্যাদিভিশ্চ-কারেণান্যৈরপি বহুভিরুপচারৈঃ, পাদ্যাদিদানে সর্ব্বত্র মন্ত্রমাহ দ্বাদশেতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে পাদ্যাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া স্নান করাইবে। স্নান করাইবার পর বস্ত্র, উপবীত ও অলঙ্কারাদি পরিধান করাইবে। তৎপর পুনরায় পাদ্যাদি এবং অন্যান্য বহুবিধ উপচারের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পাদ্যাদি দানে সর্ব্বত্র মন্ত্র বলিতেছেন—'দ্বাদশাক্ষর-বিদ্যয়া', অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৯ ॥

শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি ।
সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—বিভবে সতি পয়সি শৃতং (পক্বং পায়সং) সসর্পিঃ (সঘৃতং) সগুড়ং (চ) শাল্যন্নং (নৈবেদ্যং) দত্বা (সমর্প্য), মূলবিদ্যয়া (দ্বাদশাক্ষরেণৈব) (অগ্নৌ) জুহুয়াৎ (বিভবাভাবে তু যল্লভ্যেত তদেব ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শক্তি থাকিলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সহিত শাল্যন্নের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া, মূলমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পয়সি শৃতং পক্বং পরমান্নম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুগ্ধে শালিতণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া (অর্থাৎ পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও গুড়সহযোগে উহা নৈবেদ্যরূপে সমর্পণপূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হোম করিবে ।) ॥ ৪০ ॥

নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাদ্ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ।
দত্বাচমনমর্চ্চিত্বা তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ নিবেদিতং (নৈবেদ্যং) ভক্তায় (বৈষ্ণবায়) (সর্ব্বম্ এব) দদ্যাৎ, স্বয়ং বা ভুঞ্জীত, (ততঃ) আচমনং দত্বা অর্চ্চিত্বা (পূজাদিভিঃ সৎকৃত্য) তাম্বূলং নিবেদয়েৎ চ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ঐ নৈবেদ্য ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করিবে, অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে, তাহার পর আচমন প্রদান করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাম্বূল নিবেদন করিবে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—নিবেদিতং সর্ব্বমেব দদ্যাৎ কিঞ্চিৎ দত্বা বা ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবেদিতং' — ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্তই ভগবদ্ভক্তকে দান করিবে, অথবা কিছু দিয়া নিজে ভোজন করিবে, এই অর্থ ॥

জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীতি স্তুতিভিঃ প্রভুম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্দণ্ডবন্মুদা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রম্) অষ্টোত্তরশতং জপেৎ । (ততশ্চ পূর্ব্বোক্তাভিঃ) স্তুতিভিঃ প্রভুং (ভগবন্তং) স্তুবীত । (ততঃ তং) প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুদা (হর্ষেণ) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর অষ্টোত্তর শত (মূলমন্ত্র) জপ করিয়া প্রভুর স্তব করিবে, তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দের সহিত ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ৪২ ॥

কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ ।
দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্ ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—তচ্ছেষাং (তস্য শেষাং নির্ম্মাল্যং) শিরসি কৃত্বা ততঃ দেবম্ উদ্বাসয়েৎ (বিসর্জ্জয়েৎ) দ্ব্যবরান্ (দ্বৌ অবরৌ যেষাং তান্ দ্ব্যধিকান্ ইত্যর্থঃ) বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণান্) পায়সেন যথোচিতং ভোজয়েৎ, (অসম্ভবে দ্বাবপি ভোজয়েদিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন করিবে এবং পায়সান্নের দ্বারা অন্ততঃ দুইটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । (দেবতা বিসর্জ্জন বলিতে স্মার্ত্তগণের অনুসরণ করিতে হইবে না । জলাদিতে যে, বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা তাহার সমাপ্তিই বিসর্জ্জন, বস্তুতঃ বিষ্ণুর অচল বিগ্রহের বিসর্জ্জন নাই) ॥ ৪৩ ॥

ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ সেষ্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ ।
ব্রহ্মচার্য্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেঽহনি ॥ ৪৪ ॥
স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ ।
পয়সা স্নাপয়িত্বার্চ্চেদ্ যাবদ্ ব্রতসমাপনম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সভাজিতৈঃ (পূজিতৈঃ) তৈঃ অনুজ্ঞাতঃ (সন্), শেষং (ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্টম্ অন্নং) সেষ্টঃ (বন্ধুভিঃ সহিতঃ) ভুঞ্জীত । অথ তদ্ রাত্র্যাং (তস্যাং রাত্র্যাং) ব্রহ্মচারী (স্ত্রীসঙ্গরহিতঃ সন্ শয়ীত) । শ্বোভূতে (প্রভাতে সতি) প্রথমে অহনি স্নাতঃ, শুচিঃ সুসমাহিতঃ (একাগ্রমনাশ্চ সন্ ভগবন্তং) পয়সা স্নাপয়িত্বা যথোক্তেন বিধিনা (পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ) ব্রতসমাপনং যাবৎ (অর্চ্চেৎ) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—অর্চ্চিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে বন্ধুগণের সহিত অবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিবে, অনন্তর সেই রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া প্রভাত হইলে, পূর্ব্বাহ্নে স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ ও সংযতভাবে দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান

করাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রত-সমাপন পর্য্যন্ত পূজা করিবে ।। ৪৪-৪৫ ।।

বিশ্বনাথ—শেষাং নির্ম্মাল্যং উদ্বাসো বিসর্জ্জনম্ । দ্বৌ অবরৌ যেষাং অসামর্থ্যে দ্বাবপি ভোজয়েৎ । সভাজিতৈঃ স্রক্‌তাম্বূলাদিনা পূজিতৈস্তৈর্দত্তাজ্ঞঃ সন্ সেষ্টঃ বন্ধুসহিতঃ, শ্বো ভূতে প্রভাতে সতি ।।৪৩-৪৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শেষাং'—নির্ম্মাল্য (নিজ মস্তকে ধারণ করিবে) । 'উদ্বাস'—বলিতে বিসর্জ্জন । (নিত্য সেবিত শ্রীবিগ্রহের বিসর্জ্জন নাই, এখানে পূজা সমাপনই বিসর্জ্জন বুঝিতে হইবে ।) 'দ্যবরান্' —দুইটি 'অবর' অর্থাৎ কনিষ্ঠ পক্ষ যাহাদের, অর্থাৎ অসামর্থ্য পক্ষে অন্ততঃ দুইজন ব্রাহ্মণকে পায়স দ্বারা যথোচিত ভোজন করাইবে । 'সভাজিতৈঃ'—স্রক্, তাম্বূলাদির দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অনুসারে, 'সেষ্টঃ'—বান্ধবগণের সহিত শেষান্ন ভোজন করিবে । 'শ্বো ভূতে'—পরবর্ত্তী প্রথম দিন প্রভাত কালে ।। ৪৩-৪৫ ।।

পয়োভক্ষ্যো ব্রতমিদং চরেদ্বিষ্ণ্বর্চ্চনাদৃতঃ ।
পূর্ব্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ।। ৪৬।।

অন্বয়ঃ—পয়োভক্ষ্যঃ (পয়ঃ এব ভক্ষ্যঃ আহারো যস্য সঃ) বিষ্ণ্বর্চ্চনাদৃতঃ (বিষ্ণোঃ অর্চ্চনে আদৃতশ্চ সন্), ইদং ব্রতং চরেৎ, (তত্র) পূর্ব্ববৎ (এব) অগ্নিং জুহুয়াৎ, ব্রাহ্মণান্ চ অপি ভোজয়েৎ ।। ৪৬ ।।

অনুবাদ—বিষ্ণুর পূজায় আদর পরায়ণ হইয়া কেবলমাত্র দুগ্ধভক্ষণ পূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে আহুতি দিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ।। ৪৬ ।।

এবং ত্বহরহঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণম্ ।। ৪৭ ।।

অন্বয়ঃ—এবং তু (উক্তপ্রকারেণ) দ্বাদশাহং (দ্বাদশদিনপর্য্যন্তং) পয়োব্রতম্ অহরহঃ (প্রতিদিনং) হরেঃ আরাধনং হোমম্ অর্হণং (ভগবৎপূজনং) দ্বিজতর্পণং (ব্রাহ্মণভোজনঞ্চ) কুর্য্যাৎ ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—এইরূপে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত পয়োব্রত করিয়া প্রতিদিন শ্রীহরির আরাধনা, পূজা এবং হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ।। ৪৭ ।।

প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশীম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমধঃস্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ ।। ৪৮ ।।

অন্বয়ঃ—প্রতিপদ্দিনম্ আরভ্য শুক্লত্রয়োদশীং (যাবৎ) ব্রহ্মচর্য্যম্ অধঃ স্বপ্নং (শয়নং) ত্রিষবণং স্নানম্ (ইত্যাদিকম্) চরেৎ ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন এবং ত্রিসন্ধ্যা-স্নান করিবে ।। ৪৮ ।।

বিশ্বনাথ—শুক্লত্রয়োদশীতি প্রথমান্তো দ্বিতীয়ান্তশ্চ ক্বচিৎকঃ পাঠঃ, স্বপ্নং শয়নম্ ।। ৪৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুক্লত্রয়োদশী'—ইহা প্রথমান্ত পাঠ, দ্বিতীয়ান্ত অর্থাৎ 'শুক্লত্রয়োদশীং'—এইরূপ পাঠও কোথাও রহিয়াছে । 'অধঃ স্বপ্নং'—ভূতলে শয়ন ।। ৪৮ ।।

বর্জ্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ ।। ৪৯ ।।

অন্বয়ঃ—অসদালাপং (তথা) উচ্চাবচাম্ (বিবিধান্) ভোগান্ বর্জ্জয়েৎ, সর্ব্বভূতানাম্ অহিংস্রঃ বাসুদেবপরায়ণঃ (চ স্যাৎ) ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—অসদালাপ এবং নানাবিধ বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবে, সর্ব্বভূতে অহিংসক ও বাসুদেব-পরায়ণ হইবে ।। ৪৯ ।।

ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ ।
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ ।। ৫০।।

অন্বয়ঃ—অথ ত্রয়োদশ্যাং বিধিকোবিদৈঃ (শাস্ত্রোক্তপ্রকারাভিজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ) শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা (প্রকারেণ) পঞ্চকৈঃ (পঞ্চামৃতৈঃ) বিভোঃ (বিষ্ণোঃ) স্নপনং (স্নানং) কারয়েৎ ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ত্রয়োদশীর দিন শাস্ত্রবিধি অনুসারে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পঞ্চামৃতে বিষ্ণুকে স্নান করাইবে ।। ৫০ ।।

বিশ্বনাথ—পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চকৈঃ'—পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি) দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৫০ ॥

পূজাং চ মহতীং কুর্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ।
চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৫১ ॥
সূক্তেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ ।
নৈবেদ্যং চাতিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—বিত্তশাঠ্য বিবর্জ্জিতঃ (বিত্তলোপঃ পরিত্যজ্য উদারচিত্তঃ সন্ বিষ্ণোঃ) মহতীং (সর্ব্বোপচারযুক্তাং) পূজাম্ (আরাধনাং) চ কুর্য্যাৎ, শিপিবিষ্টায় (শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়, যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ) বিষ্ণবে পয়সি (ক্ষীরে) চরুং (হবিঃ) নিরূপ্য (সম্পাদ্য) সুসমাহিতঃ (একান্তচিত্তঃ সন্), তেন সূক্তেন (পুরুষসূক্তাখ্যষোড়শঋগ্‌ভিঃ) পুরুষং (ভগবন্তং) যজেত, পুরুষতুষ্টিদং (পরমপুরুষপ্রীতিকরম্) অতিগুণবৎ (মধুরাদিষড়্‌রসোপেতং) নৈবেদ্যং চ অপি দদ্যাৎ (অর্পয়েৎ) ॥ ৫১-৫২ ॥

অনুবাদ—বিত্তশাঠ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক বিষ্ণুর মহতী পূজা করিবে, যজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুর নিমিত্ত দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিবে এবং ভগবৎসন্তোষকর মধুরাদি ষড়্‌রসযুক্ত নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে ॥ ৫১-৫২॥

আচার্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ ।
তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানসম্পন্নম্ আচার্য্যম্ ঋত্বিজঃ চ (পুরোহিতাংশ্চ) বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ তোষয়েৎ । তৎ আচার্য্যাদিসন্তোষণমপি) হরেঃ আরাধনং (পূজনং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এবং হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্ম—এই ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়কে বস্ত্র, আভরণ ও ধেনু দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে । ইহাই বিষ্ণুর আরাধনা জানিবে ॥ ৫৩ ॥

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে ।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) শুচিস্মিতে ! তান্ (আচার্য্যাদীন্) অন্যান্ চ ব্রাহ্মণান্ যে চ (অন্যে প্রাণিনঃ) তত্র সমাগতাঃ (তান্ অপি) শক্ত্যা (স্বসামর্থ্যানুসারেণ) গুণবতা সদন্নেন (শুদ্ধেন অন্নেন) ভোজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে শুচিস্মিতে ! সেই সকল আচার্য্য ও ব্রাহ্মণদিগকে এবং সেই স্থানে সমাগত অন্য প্রাণিগণকে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে শুদ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৫৪ ॥

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—গুরবে (আচার্য্যায়) ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ চ যথার্হতঃ (যথাযোগ্যং) দক্ষিণাং দদ্যাৎ, অন্নাদ্যেন (অন্নং চ তদাদ্যং তেন) সমুপাগতান্ আশ্বপাকান্ (চণ্ডালাদীন্ অভিব্যাপ্য) প্রীণয়েৎ চ (সন্তোষয়েৎ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—গুরু এবং ঋত্বিগ্‌দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং সমাগত চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবে ॥ ৫৫ ॥

ভুক্তবৎসু চ সর্ব্বেষু দীনান্ধকৃপণাদিষু ।
বিষ্ণোস্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ—দীনান্ধকৃপণাদিষু সর্ব্বেষু চ ভুক্তবৎসু (সৎসু), তৎ (ভোজনং) বিষ্ণোঃ (সর্ব্বাত্মকস্য ভগবতঃ) প্রীণনম্ (ইতি) বিদ্বান্ (চিন্তয়ন্), বন্ধুভিঃ সহ (স্বয়মপি) ভুঞ্জীত ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—দীন, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলের ভোজন হইলেই সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু প্রীত হইলেন, ইহা চিন্তা করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৫৬ ॥

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ।
কারয়েৎ তৎকথাভিশ্চ পূজাং ভগবতোঽন্বহম্ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ— নৃত্যবাদিত্রগীতৈঃ স্তুতিভিঃ চ স্বস্তিবা-

চকৈঃ তৎকথাভিঃ চ অন্বহং (প্রতিপদ্দিনমারভ্য ত্রয়োদশী পর্য্যন্তং প্রতিদিনং) ভগবতঃ পূজাং কারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন (প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত) নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎকথা দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫৭ ॥

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্ ।
পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ পয়োব্রতং নাম (প্রসিদ্ধং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) পুরুষারাধনং (পুরুষস্য হরেঃ আরাধনং) পিতামহেন (ব্রহ্মণা) অভিহিতং (মহ্যং কথিতং) ময়া (চ) তে (তুভ্যং) সমুদাহৃতম্ (উক্তম্) ॥৫৮॥

অনুবাদ—এই পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ ব্রত পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা স্বরূপ। ইহা পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৫৮ ॥

ত্বঞ্চানেন মহাভাগে সম্যক্‌চীর্ণেন কেশবম্ ।
আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা ভজাব্যয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগে ! শুদ্ধভাবেন (শুদ্ধঃ ভাবঃ ভক্তির্যস্মিন্ তেন) আত্মনা (চিত্তেন) নিয়তাত্মা (বশীকৃতমনাঃ সতী) ত্বং চ সম্যক্‌চীর্ণেন (অনুষ্ঠিতেন অনেন (ব্রতেন) অব্যয়ং কেশবং (ভগবন্তং) ভজ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে সৌভাগ্যশালিনি ! চিত্ত স্থির করিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই ব্রতাচরণ-পূর্ব্বক অব্যয়স্বরূপ কেশবকে ভজনা কর ॥ ৫৯ ॥

অয়ং বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বব্রতমিতি স্মৃতম্ ।
তপঃসারমিদং ভদ্রে দানঞ্চেশ্বরতর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (যজ্ঞঃ) বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যঃ (অনেনৈকেনৈব সর্ব্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ ইদং ব্রতং) সর্ব্বব্রতম্ (সর্ব্বব্রতফলদম্) ইতি স্মৃতম্ (ব্রহ্মণা কথিতং হে) ভদ্রে ! ইদং (ব্রতং) তপঃসারম্ (ইদমেব) ঈশ্বরতর্পণং দানং চ (ঈশ্বরস্য তর্পণং তৃপ্তিকরং দানঞ্চ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—ইহার নাম সর্ব্বযজ্ঞ অর্থাৎ কেবল এই যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং এই ব্রত সর্ব্বব্রতের ফলপ্রদানকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে ভদ্রে ! ইহাই তপস্যার সার, ইহাই দান এবং ইহাই ঈশ্বর-তর্পণ ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বযজ্ঞাখ্যোঽয়ং যজ্ঞ ইত্যনেনৈকেনৈব সর্ব্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমিদং সর্ব্বব্রতং তপঃসারমিতি অস্য সর্ব্বতপস্ত্বাদিতি ভাবঃ। তেন যজ্ঞসার-ব্রতসার-দানসার-শব্দেনাপীদং বাচ্যমিতি দ্যোতিতম্। ঈশ্বরতর্পণঞ্চেতি চকারাদীশ্বরতর্পণোঽয়ং যজ্ঞঃ ঈশ্বরতর্পণং ব্রতমিত্যেবঞ্চ বাচ্যম্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বযজ্ঞাখ্যঃ'—'সর্ব্বযজ্ঞ' নামক এই যজ্ঞ, ইহা বলায় কেবল এই একটিমাত্র যজ্ঞের দ্বারাই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, এই অর্থ। এইপ্রকার ইহাই সর্ব্বব্রতরূপে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাই সকল তপস্যার সার। এইরূপ যজ্ঞসার, ব্রতসার, দানসার শব্দেও এই ব্রতকেই বুঝিতে হইবে। 'ঈশ্বরতর্পণং চ'—ভগবানের তৃপ্তি যাহাতে হয়, তাহা ঈশ্বরতর্পণ, 'চ'-কারের দ্বারা ঈশ্বরতর্পণ এই যজ্ঞ, ঈশ্বরতর্পণ ব্রত—এইরূপ বলিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাৎ ত এব চ যমোত্তমাঃ ।
তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥৬১॥

অন্বয়ঃ—যেন (যৈশ্চ) অধোক্ষজঃ (ভগবান্) তুষ্যতি, তে এব সাক্ষাৎ (উত্তমাঃ) নিয়মাঃ তে এব চ যমোত্তমাঃ (উত্তমাঃ যমাশ্চ তৎ এব উত্তমং) তপঃ (তদেব উত্তমং) দানং (তদেব উত্তমং) ব্রতং (স এব উত্তমঃ) যজ্ঞঃ (চ ভবতি) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যাহা দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ তুষ্ট হন, তাহাই উত্তম নিয়ম এবং তাহাই উত্তম তপস্যা, তাহাই উত্তম দান, ব্রত ও যজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্ব্বমেব বিফলমিতি দিগ্‌দর্শনেনাহ ত এবেতি। অন্যে নিয়মাদ্যা

এব ন স্যুঃ। যেনেতি নপুংসকমনপুংসকেনেত্যাদি-নৈকত্বম্ ।। ৬১ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের সন্তোষ ব্যতীত সকল কিছুই বিফল—ইহা দিক্‌দর্শনের দ্বারা বলিতেছেন—'তে এব নিয়মাঃ' (অর্থাৎ ইহা দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি তুষ্ট হন, সুতরাং ইহাই সাক্ষাৎ নিয়ম, ইহাই উত্তম যম, ইহাই তপস্যা, ইহাই ব্রত এবং ইহাই যজ্ঞ)। অপর নিয়মাদিই থাকিতে পারে না, যেহেতু ইহাতেই শ্রীহরির সন্তোষ বিধান হয়। 'যেন'—ইহা 'নপুংসকম্ অনপুংসকেন' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা একবচন হইয়াছে ।। ৬১ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১৬ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮।১৬ ।।

তস্মাদেতদ্‌ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়াচর।
ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি ।। ৬২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টম স্কন্ধে কশ্যপাদিতিসংবাদে পয়োব্রতকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হে) ভদ্রে! প্রযতা (নিয়মবতী সতী) শ্রদ্ধয়া এতৎ ব্রতম্ আচর (কুরু) (অনেন) পরিতুষ্টঃ ভগবান্ তে (তব) বরান্ (মনোরথান্) আশু (সত্বরং) বিধাস্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) ।। ৬২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ষোড়শাহধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সুতরাং হে ভদ্রে! তুমি নিয়মসহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই ব্রত আচরণ কর, ইহাতে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শীঘ্রই তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন ।। ৬২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ।
অন্বতিষ্ঠদ্ ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতন্দ্রিতা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অদিতির পয়োব্রতাচরণে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির তৎকামনা পূরণার্থ তৎপুত্রত্ব স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে।

অদিতির দ্বাদশদিবসব্যাপী পয়োব্রতাচরণে তুষ্ট হইয়া অচিরেই পীতবাস চতুর্ভুজ ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবদ্দর্শনমাত্র অদিতি সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রীতিবিহ্বলা হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন। অদিতির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, অঙ্গে কম্পাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার লক্ষিত হইল। তিনি স্তব করিতে উত্থিত হইয়াও কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তিনি যে স্বীয় অংশে তাঁহার (অদিতির) পুত্রত্ব স্বীকার পূর্ব্বক কশ্যপের তপস্যায় স্থিত হইয়া দেবগণকে পালন করিবেন—এই বাক্য প্রদান করিলেন। অনন্তর অদিতিকে কশ্যপের সেবা উপদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অদিতি ভগবদাদেশে পতিসেবার্থ গমন করিলেন এবং কশ্যপও সমাধিযোগে শ্রীহরির অংশ আপনাতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইয়া অদিতির গর্ভে তাঁহার চিরসঞ্চিত বীর্য্য আধান করিলেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ভগবান্‌কে অদিতিগর্ভে অবস্থিত জানিয়া গুহ্যনাম দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! ইতি (ইত্যেবং) স্বভর্ত্রা কশ্যপেন উক্তা (উপদিষ্টা) সা (দেবমাতা) অদিতিঃ অতন্দ্রিতা (নিরালস্যা সতী) দ্বাদশাহম্ ইদং ব্রতম্ অন্বতিষ্ঠৎ বৈ (অনুষ্ঠিতবতী) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! এই প্রকারে স্বীয় পতি কশ্যপের দ্বারা উপদিষ্টা হইয়া অদিতি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশদিন এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ব্রতিন্যেবাদিতির্বিষ্ণুং পশ্যন্তী তুষ্টুবে স তাম্।
আশ্বাস্যাভূৎ সুতো ব্রহ্ম স্তুতঃ সপ্তদশে প্রভুঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রতপরায়ণা অদিতি শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাইয়া স্তুতি করিলে তিনি তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবার আশ্বাস প্রদান করেন এবং পরে ব্রহ্মা অদিতির গর্ভস্থিত ভগবানের স্তব করেন—ইহা এই সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
প্রগৃহ্যেন্দ্রিয়দুষ্টাশ্বান্ মনসা বুদ্ধিসারথিম্ ॥ ২ ॥
মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—একয়া (অনন্যগামিন্যা) বুদ্ধ্যা মহাপুরুষম্ ঈশ্বরং চিন্তয়ন্তী, (তথা) বুদ্ধিসারথিং (বুদ্ধিরেব সারথির্যস্যাঃ তং সা অদিতিঃ প্রগ্রহরূপেণ) মনসা ইন্দ্রিয়দুষ্টাশ্বান্ (ইন্দ্রিয়রূপান্ দুষ্টান্ অশ্বান্) প্রগৃহ্য (স্ব-স্ববিষয়েভ্যঃ নির্বর্ত্ত্য) একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবতি অখিলাত্মনি বাসুদেবে মনঃ চ সমাধায় (স্থিরীকৃত্য) পয়োব্রতং চচার হ (আচরিতবতী) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—একাগ্র বুদ্ধিসহকারে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে অদিতি বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদিগকে সংযত করিলেন। পরে একচিত্তে অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে মনস্থির করিয়া পয়োব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—মনসা প্রগৃহ্য প্রগ্রহরূপেণ মনসা বশীকৃত্যেত্যর্থঃ। 'মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূত' ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। একাগ্রয়া একাগ্রীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মনশ্চ বশীকৃতং বাসুদেবে সম্যগর্পয়িত্বা ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনসা প্রগৃহ্য'—প্রগ্রহরূপ

মনঃদ্বারা, অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরূপ বল্গার আকর্ষণে ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বগণকে বশীভূত করিয়া, এই অর্থ। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"মনো রশ্মির্বুদ্ধিসূতঃ" (৪।২৯।১৯), অর্থাৎ মনঃ সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহার নীড়, অর্থাৎ রথির উপবেশন স্থান। পুরুষ (পুরঞ্জন) ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় গমন করেন, ইত্যাদি। 'একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা'—পরে বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা ঐ বশীভূত মনকে ভগবান্ বাসুদেবে সম্যক্ অর্পণ করতঃ অদিতি পয়োব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত ভগবানাদিপুরুষঃ।
পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত! তস্যাঃ (ব্রতানুষ্ঠানং কৃতবত্যাঃ অদিতেঃ পুরঃ) পীতবাসাঃ চতুর্বাহুঃ শঙ্খ-চক্রগদাধরঃ ভগবান্ আদিপুরুষঃ (হরিঃ) প্রাদুরভূৎ (প্রাদুর্বভূব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! ব্রতানুষ্ঠানকারিণী অদিতির অগ্রে চতুর্ভুজ পীতবাস, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী আদি-পুরুষ ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্।
ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ-প্রীতিবিহ্বলা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সা) নেত্রগোচরং তং (ভগবন্তং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতিবিহ্বলা (প্রীত্যা বিহ্বলা ব্যাকুলা সতী) সহসা উত্থায় সাদরং (যথা ভবতি তথা) কায়েন দণ্ডবৎ ভুবি ননাম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ (অদিতির) নেত্রের গোচরী-ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া অদিতি আনন্দে অভিভূত হইলেন এবং সাদরে সহসা উত্থিত হইয়া কায়দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ৫ ॥

সোত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতুং স্থিতা
নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা।
বভূব তূষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতি-
স্তদ্দর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—আনন্দজলাকুলেক্ষণা (আনন্দজলৈঃ আকুলে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা) পুলকাকুলাকৃতিঃ (পুলকৈঃ আকুলা আকৃতির্দেহঃ যস্যাঃ সা) তদ্দর্শনাত্যুৎসব-গাত্রবেপথুঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন যঃ অত্যুৎসবঃ তেন গাত্রে বেপথুঃ কম্পঃ যস্যাঃ সা) সা (অদিতিঃ) উত্থায় বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতা (তম্) ঈড়িতুং স্তোতুং ন উৎসেহে (ন শশাক অপি তু) তূষ্ণীং বভূব ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অদিতি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা থাকিয়া স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না, নিস্তব্ধ থাকিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইল, সর্ব্ব দেহে রোমাঞ্চের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং ভগবানের দর্শনজনিত অতীব আনন্দে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

প্রীত্যা শনৈর্গদ্গদয়া গিরা হরিং
তুষ্টাব সা দেব্যদিতিঃ কুরূদ্বহ।
উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা
রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ! (ততশ্চ) সা দেবী অদিতিঃ প্রীত্যা গদ্গদয়া (স্খলিতাক্ষরয়া) গিরা (বাক্যেন) শনৈঃ হরিং তুষ্টাব। (তথা) সা রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং (হরিং) চক্ষুষা পিবতী ইব উদ্বীক্ষতী (উদ্বীক্ষ্যমাণা বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই দেবী অদিতি প্রীতির সহিত গদ্গদ-বাক্যে ধীরে ধীরে হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং রমাপতি যজ্ঞেশ্বর জগৎপতিকে যেন চক্ষু দ্বারা পান করিতে করিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্বীক্ষতী উৎকর্ষেণ তথা বীক্ষ্যমাণা যথা চক্ষুষা তং পিবতীবোৎপ্রেক্ষতে ইত্যর্থঃ। রমা-পতিং তৎপুত্রেভ্যঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতারং যজ্ঞপতিং যজ্ঞসারাখ্যব্রতাদাবির্ভবন্তং জগৎপতিম্ অবতীর্য্য জগদুদ্ধর্ত্তারম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্বীক্ষতী'—উৎকর্ষহেতু (আনন্দের আতিশয্যে) সেইভাবে দেখিতেছিলেন, যেন

চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে পান করিতেছেন—এই উৎপ্রেক্ষা। 'রমাপতিং'—লক্ষ্মীপতি, তাঁহার পুত্রগণকে যিনি সর্ব্বসম্পৎ প্রদান করিবেন, 'যজ্ঞপতিং'—যজ্ঞসার নামক ব্রতাদিতে যিনি আবির্ভূত, 'জগৎপতিং'—অবতীর্ণ হইয়া যিনি জগতের উদ্ধারক (এরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া গদ্‌গদবাক্যে অদিতি স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।) ॥ ৭ ॥

শ্রীঅদিতিরুবাচ—

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুততীর্থপাদ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয়।
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য
শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যজ্ঞেশ! যজ্ঞপুরুষ! অচ্যুত! (হে) তীর্থপাদ! (তীর্থানি গঙ্গাদীনি পাদে যস্য তৎ সম্বোধনে) তীর্থশ্রবঃ (তীর্থং পুণ্যং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ) শ্রবণমঙ্গলনামধেয়! (শ্রবণমেব মঙ্গলং যস্য তাদৃশং নামধেয়ং যস্য সঃ তৎ সম্বুদ্ধিঃ) আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য! (আপন্নানাং শরণগতানাং লোকানাং বৃজিনোপশমায় দুঃখোপশমায় উদয়ঃ আবির্ভাবঃ যস্য সঃ তৎ সম্বোধনং হে) আদ্য! (হে) ঈশ! (হে) ভগবন্! (যতস্ত্বং) দীননাথঃ অসি (ততঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখং) কৃধি (সম্পাদয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদিতি বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে পূর্ণকীর্ত্তে! হে শ্রবণমঙ্গল-নামধারিন্! হে আদ্য! হে ভগবন্! হে ঈশ! হে তীর্থপাদ! বিপন্নজনগণের দুঃখের উপশমার্থে আবির্ভূত দীননাথ আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞেশ হে ব্রতযজ্ঞফলপ্রদ। যজ্ঞপুরুষ হে মজ্জন্মাবধি-যজনীয়পুরুষ। অচ্যুত। হে স্বভক্তশক্রাদিচ্যুতিবিনাশিন্। তীর্থপাদ। হে গঙ্গোৎপাদয়িষ্যচ্চরণপদ্ম। তীর্থশ্রবঃ হে জগৎপাবনী-ভবিষ্যদ্বলিচ্ছলনাদিকীর্ত্তে। হে কর্ণানন্দি-ভবিষ্যদুপেন্দ্রত্রিবিক্রমাদিনামন্। হে বিপন্নমদ্বিধজনদুঃখপ্রশমকাবতারেত্যেব ভাবার্থসূচকসম্বোধনপদান্যদিত্যা মুখাৎ স্বয়মেব নিঃসৃতানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে যজ্ঞেশ'—ব্রতরূপ যজ্ঞের ফলপ্রদানকারিন্। 'যজ্ঞপুরুষ'—আমার জন্মাবধি যজনীয় পুরুষ। 'অচ্যুত'—নিজ ভক্ত ইন্দ্রাদির স্থানচ্যুতি বিনাশক। 'তীর্থপাদ'—যে চরণকমল হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইবেন। 'তীর্থশ্রবঃ'—ভবিষ্যতে বলির ছলনাদিরূপ জগৎপাবনী পুণ্যকীর্ত্তি যাঁহার। 'শ্রবণমঙ্গল-নামধেয়'—কর্ণের আনন্দদায়ক ভবিষ্যতে প্রকাশ্যমান উপেন্দ্র, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নাম যাঁহার। 'বৃজিনোপশমোদয়'—আমার মত বিপন্ন জনের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত যাঁহার অবতার—এইরূপ ভাবার্থসূচক সম্বোধন পদসমূহ অদিতির মুখ হইতে স্বতঃই নিঃসৃত হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায়
স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।
স্বস্থায় শশ্বদুপবৃংহিতপূর্ণবোধ-
ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভূম্নে (মহতে ব্যাপকায় মহত্ত্বে হেতবঃ) বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায় (বিশ্বস্য ভবনস্থিতিসংযমার্থং) স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় (স্বৈরং গৃহীতাঃ পুরুশক্তেঃ মায়ায়াঃ গুণাঃ যেন তস্মৈ তথাপি) স্বস্থায় (অপ্রচ্যুতস্বরূপায় কুতঃ) শশ্বদুপবৃংহিতপূর্ণবোধব্যাপাদিতাত্মতমসে (নিত্যোজ্জিতো যঃ পূর্ণঃ বোধস্তেন ব্যাপাদিতং নিত্যং নিরস্তং আত্মনি তমো মায়ালক্ষণং যেন তস্মৈ) হরয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বব্যাপক বিশ্বরূপ, এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মায়ার ত্রিগুণ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি আপনি স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন নাই, কেননা, আপনার নিরন্তর বর্দ্ধমান্ পূর্ণজ্ঞানের প্রভাবে মায়া দূরীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি আপনাকে নমস্কার ॥৯॥

বিশ্বনাথ—তবৈশ্বর্য্যমপারং জ্ঞাত্বৈবাহ—ত্বামেব প্রপদ্যে ইত্যাহ—বিশ্বায়েতি স্বেষু ভক্তেষু তিষ্ঠতীতি তস্মৈ শশ্বদুপবৃংহিতো যঃ পূর্ণো বোধস্তেন ব্যাপাদিতং নিত্যনিরস্তং আত্মনি তমো মায়ালক্ষণং যেন তস্মৈ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার অপার ঐশ্বর্য্য অবগত হইয়া আপনারই শরণ গ্রহণ করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বায়', আপনি বিশ্বরূপ। 'স্বস্থায়'—স্ব বলিতে নিজ ভক্তজনে যিনি অবস্থান করেন (প্রকাশমান), তাঁহাকে। 'শশ্বদুপবৃংহিত'—ইত্যাদি, নিরন্তর প্রবৃদ্ধিশীল পরিপূর্ণ যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা সর্ব্বদাই নিজের নিকট হইতে মায়াকে যিনি অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যলক্ষ্মী-
র্দ্যৌভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ।
জ্ঞানঞ্চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ
ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনন্ত! তুষ্টাৎ (প্রসন্নাৎ) ত্বত্তঃ পরম্ আয়ুঃ (ব্রহ্মায়ুঃ) অভীষ্টং বপুঃ (শরীরম্) অতুল্যলক্ষ্মীঃ (অতুল্যা লক্ষ্মীঃ ধনাদি সম্পৎ) দ্যৌভূরসাঃ (দ্যৌশ্চ স্বর্গশ্চ, ভূশ্চ, রসাঃ রসাতলঞ্চ) সকলযোগগুণাঃ (সকলাঃ যোগগুণাঃ অনিমাদয়ঃ) ত্রিবর্গঃ (ধর্ম্মার্থকামরূপস্ত্রিবর্গঃ) কেবলং জ্ঞানং চ (অপরোক্ষংজ্ঞানঞ্চেতি পদার্থাঃ সুলভাঃ) ভবন্তি, নৃণাং সপত্নজয়াদি-আশীঃ (সপত্নীনাং শত্রূণাং জয়াদিঃ জয়াদিরূপা আশীঃ ইতি) কিমু (বক্তব্যম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত! আপনি পরিতুষ্ট হইলেই ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু, যথাভিলষিত দেহ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের আধিপত্য, অতুল্যধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ, কেবলজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান এবং অনিমাদি যোগসিদ্ধি সুলভই হইয়া থাকে। শত্রুজয়াদি বাসনার কথা কি! ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্বাঞ্ছিতন্তু ত্বং পূরয়িষ্যস্যেবেতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ আয়ুরিতি। দ্যৌর্ভূরসা ইতি সমাসেনাসমাসেন চ পাঠদ্বয়ম্। যোগগুনাঃ অনিমাদ্যাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার অভিলাষও আপনি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, ইহা কৈমুত্যিক ন্যায়ে বলিতেছেন—'আয়ুঃ' ইত্যাদি। 'দ্যৌর্ভূরসাঃ'—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের যাবতীয় ভোগ, ইহা সমাসবদ্ধ (দ্যোভূরসাঃ) এবং অসমস্ত (দ্যৌঃ ভূঃ রসাঃ)—এই দুই প্রকার পাঠ রহিয়াছে। 'যোগগুণাঃ'—অনিমাদি সকল যোগসম্পত্তি (এবং কৈবল্য জ্ঞান পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়, এ অবস্থায় শত্রুজয়াদিবিষয়ক আমার কামনা যে সিদ্ধ হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি?) ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অদিত্যৈবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুষ্করেক্ষণঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিতি হোবাচ ভারত ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! (হে) ভারত! অদিত্যা এবং স্তুতঃ পুষ্করেক্ষণঃ (পুণ্ডরীকাক্ষঃ) সর্ব্বভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞঃ (অন্তর্য্যামী) ভগবান্ ইতি উবাচ হ (ইত্যুক্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত! হে রাজন্! অদিতি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ভগবান্ কমললোচন এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রজ্ঞোহন্তর্য্যামী ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেত্রজ্ঞঃ'—সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী (ভগবান্ কমলনয়ন শ্রীহরি এরূপ বলিলেন।) ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাঙ্ক্ষিতম্।
যৎ সপত্নৈর্হৃতশ্রীণাং চ্যাবিতানাং স্বধামতঃ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) দেবমাতঃ! সপত্নৈঃ হৃতশ্রীণাং (শত্রুভিঃ দৈত্যৈঃ হৃতা শ্রীর্যেষাং তেষাং) স্বধামতঃ (স্বর্গাৎ) চ্যাবিতানাং (বিবাসিতানাং পুত্রাণাং দেবানাং) যৎ (স্বর্গলাভাদি) ভবত্যাঃ চিরং কাঙ্ক্ষিতং (তৎ) মে (ময়া) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবমাতঃ! শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতসম্পৎ এবং স্বস্থানচ্যুত পুত্রগণের জন্য তোমার যাহা চিরবাঞ্ছিত, তাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ ভক্তেঃ সকামত্বং ব্যঞ্জয়ন্নাহ যৎ সপত্নৈরিতি। স্বপত্নৈশ্চ্যাবিতানাং দেবানাং যচ্চির-

কাঙ্ক্ষিতং তদেব ভবত্যাশ্চিরকাঙ্ক্ষিতং ময়া জ্ঞাতম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (অদিতির) ভক্তির সকামত্ব প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যৎ সপত্নৈঃ', শক্র দৈত্যগণের দ্বারা স্থানচ্যুত দেবগণের যাহা চির-বাঞ্ছিত, তাহা তোমারও চিরকালের বাসনা, ইহা আমি বিশেষভাবেই অবগত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

তান্ বিনির্জ্জিত্য সমরে দুর্ম্মদানসুরর্ষভান্ ।
প্রতিলব্ধজয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছস্যুপাসিতুম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মদান্ (দুষ্টঃ মদঃ গর্ব্বঃ যেষাং তান্) তান্ অসুরর্ষভান্ সমরে (যুদ্ধে) বিনির্জ্জিত্য প্রতিলব্ধজয়শ্রীভিঃ (প্রতিলব্ধঃ জয়ঃ শ্রীশ্চ যৈস্তৈঃ) পুত্রৈঃ (সহ) উপাসিতুম্ (একত্র স্থাতুম্) ইচ্ছসি ॥১৩॥

অনুবাদ—হে দেবি ! মদোদ্ধত অসুরশ্রেষ্ঠগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া জয়সম্পত্তি প্রাপ্ত পুত্রগণের সহিত তুমি একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রৈঃ সহ উপ আধিক্যেন আসিতুং স্বরাজ্যে উপবিষ্টুমিচ্ছসি । যদ্বা ; তৈঃ সহৈব মামুপাসিতুং নত্বেকাকিনীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রৈঃ উপাসিতুম্'—পুত্রগণের সহিত 'উপ', আধিক্যরূপে (একত্র) স্বরাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অথবা—তাহাদের সহিতই আমাকে উপাসনা করিতে চাহিতেছ, কিন্তু একাকিনী নহে—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈর্হতানাং যুধি বিদ্বিষাম্ ।
স্ত্রিয়ো রুদতীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ (ইন্দ্রঃ জ্যেষ্ঠঃ যেষু তৈঃ) স্বতনয়ৈঃ যুধি হতানাং বিদ্বিষাং (স্বশত্রূণাং) স্ত্রিয়ঃ আসাদ্য (মৃতভর্ত্তৃসমীপমাগত্য) দুঃখিতাঃ রুদতীঃ (চ) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যাহাদের জ্যেষ্ঠ সেই সকল পুত্রের দ্বারা সমর-নিহত শত্রুসকলের রমণীগণকে মৃতভর্ত্তৃ-সমীপে অতি বিষাদিতা এবং ক্রন্দনপরায়ণা দেখিতে বাসনা করিতেছ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদ্য স্বস্থানং প্রাপ্য ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসাদ্য'—স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ শত্রু-পত্নীগণ মৃত স্বামীর নিকট যাইয়া দুঃখ-ভরে রোদন করিবে—ইহাই তুমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ।) ॥ ১৪ ॥

আত্মজান্ সুসমৃদ্ধাংস্ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ ।
নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠায় ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ (প্রত্যাহৃতং যশঃ, শ্রীশ্চ যৈস্তান্) সুসমৃদ্ধান্ নাকপৃষ্ঠম্ অধিষ্ঠায় (স্বর্গম্ অধিষ্ঠায়) ক্রীড়তঃ আত্মজান্ (স্বতনয়ান্) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তোমার যে পুত্রগণের যশঃ ও শ্রী নষ্ট হইয়াছে সেই পুত্রগণকে সুসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে ক্রীড়াশীল দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১৫ ॥

প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা
অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ ।
যৎ তেঽনুকূলেশ্বরবিপ্রগুপ্তা
ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবি ! তে অসুরযূথনাথাঃ (অসুরাণাং যূথনাথাঃ তব শত্রবঃ) অধুনা প্রায়ঃ (ঝটিতি) অপারণীয়াঃ (অনতিক্রমণীয়াঃ) ইতি মে মতিঃ যৎ (যস্মাৎ) তে অনুকুলেশ্বরবিপ্রগুপ্তাঃ (অনুকূলঃ ঈশ্বরঃ কালো যেষাং তৈর্বিপ্রৈঃ গুপ্তাঃ রক্ষিতাঃ অতঃ) তত্র বিক্রমঃ (পরাক্রমঃ) সুখং ন দদাতি (ন দাস্যতি সুখহেতুঃ ন ভবিষ্যতীতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবী ! সেই অসুর-যূথপতিগণ অধিকাংশই সম্প্রতি অজেয় বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ, ঈশ্বর যাঁহাদের অনুকূল সেই সকল বিপ্রের দ্বারা তাঁহারা রক্ষিত তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ এক্ষণে সুখহেতু হইবে না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনুকূলৈরীশ্বরৈঃ সমর্থৈশ্চ বিপ্রৈ-রক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুকূলেশ্বর-বিপ্রগুপ্তাঃ'—অনুকুল এবং সমর্থবান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রক্ষিত

(অসুরযূথপতিগণকে সম্প্রতি অতিক্রম করা প্রায় সম্ভব হইবে না—ইহা আমার মনে হয়।) ॥ ১৬ ॥

অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ
সন্তোষিতস্য ব্রতচর্য্যয়া তে।
মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা
শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবী! অথ অপি (যদ্যপ্যেবম্ অথাপি) তে (ত্বয়া) ব্রতচর্য্যয়া সন্তোষিতস্য মম (ময়া) উপায়ঃ (তবৈশ্বর্য্যাদি-প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) চিন্ত্যঃ (বিচিন্ত্যনীয় এব যতঃ) শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ (ইচ্ছানুসারিণ-ফলহেতুত্বাৎ) মম অর্চ্চনম্ অন্যথা গন্তুং (বিফলী ভবিতুং) ন অর্হতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবী! (তথাপি) তোমার ব্রতানুষ্ঠানে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার সম্বন্ধে আমার একটী উপায় অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। যেহেতু শ্রদ্ধার অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিত্বহেতু আমার অর্চ্চনা কখনই বিফলে যাইবে না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গন্তুং ভবিতুং ফলস্য হেতুকত্বাৎ উত্তমকারণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গন্তুম্ অন্যথা নার্হতি'—আমার অর্চ্চনা কখনও বিফল হইতে পারে না, 'ফল-হেতুকত্বাৎ'—যেহেতু উহা আরাধনাকারীর শ্রদ্ধানুরূপ ফলপ্রদানের উত্তম কারণ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়ার্চ্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে
পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ।
স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্
গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ— অহঃ ত্বয়া অপত্যগুপ্তয়ে (স্বপুত্ররক্ষণায়) অনুগুণং (যথোচিতং) পয়োব্রতেন অর্চ্চিতঃ সমীড়িতঃ চ (সম্যগ্ ঈড়িতঃ স্তুতঃ চ অতঃ) মারীচতপসি অধিষ্ঠিতঃ (মারীচস্য কশ্যপস্য তপসি অবস্থিতঃ সন্), স্বাংশেন পুত্রত্বম্ উপেত্য তে (তব) সুতান্ (পুত্রান্) গোপ্তা অস্মি (পালয়িষ্যামি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সন্তানদিগের সংরক্ষণার্থ তুমি পয়োব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে যথোচিত পূজা ও স্তুতি করিয়াছ। অতএব আমি কশ্যপের তপস্যায় স্থিত হইয়া স্বাংশে তোমার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিব এবং তোমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মারীচস্য কশ্যপস্য তপঃসু অধিষ্ঠায় স্থিতঃ সন্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মারীচ-তপসি অধিষ্ঠিতঃ'—আমি কশ্যপের তপস্যায় (তপোজনিত তেজে) স্থিত হইয়া (নিজ অংশদ্বারা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব।) ॥ ১৮ ॥

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্।
মাঞ্চ ভাবয়তী পত্যাবেবং রূপমবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে! পত্যৌ এবং রূপং অবস্থিতং মাং চ ভাবয়তী, (চিন্তয়ন্তী সতী) অকল্মষং (তপসা-শুদ্ধং পতিং প্রজাপতিং (কশ্যপম্) উপধাব (ভজস্ব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি তোমার পতি কশ্যপে অবস্থিত আছি এইরূপভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত কশ্যপকে ভজনা কর ॥ ১৯ ॥

নৈতৎ পরস্মৈ আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যেন) পৃষ্টয়া অপি (ত্বয়া) এতৎ (মদুক্তং) কথঞ্চন পরস্মৈ ন আখ্যেয়ং, (ন কথনীয়ং হে) দেবি! দেবগুহ্যং (দেবানাং গুহ্যং) সর্ব্বং সুসংবৃতং (সুগুপ্তং সৎ) সম্পদ্যতে (সিদ্ধতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও কোনক্রমে এই বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না। দেবগুহ্যবিষয়সকল সুগুপ্ত হইয়াই ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
অদিতির্দুর্ল্লভং লব্ধা হরের্জন্মাত্মনি প্রভোঃ।
উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এতাবৎ উক্ত্বা ভগবান্ তত্র এব (তস্মিন্নেবস্থানে) অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতবান্)। অদিতিঃ আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রভোঃ হরেঃ দুর্ল্লভং জন্ম লব্ধ্বা (আত্মানং) কৃতকৃত্যবৎ (মন্যমানা) পরয়া ভক্ত্যা পতিম্ উপাধাবৎ (অনুবর্ত্তত)॥ ২১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এই পর্য্যন্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অদিতি স্বীয় আত্মায় ভগবানের আবির্ভাবরূপ দুর্ল্লভ বরলাভে কৃতার্থা হইয়া পরমভক্তির সহিত পতির অনুবর্ত্তন করিলেন॥ ২১॥

বিশ্বনাথ—কৃতকৃত্যবৎ কৃতার্থেব॥ ২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতকৃত্যবৎ'—কৃতার্থের ন্যায় (অর্থাৎ অদিতি নিজের মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরির দুর্ল্লভ জন্মের বর লাভ করিয়া কৃতার্থের ন্যায় পরম-ভক্তিসহকারে পতি কশ্যপের নিকট গমন করিলেন।) ॥ ২১॥

স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত।
প্রবিষ্টমাত্মনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—অবিতথেক্ষণঃ (অবিতথম্ ঈক্ষণং দৃষ্টির্যস্য স অব্যর্থজ্ঞানঃ) সঃ কশ্যপঃ বৈ তৎ (তদা) সমাধিযোগেন আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রবিষ্টং হরেঃ অংশম্ অবুধ্যত হি (জ্ঞাতবান্ এব)॥ ২২॥

অনুবাদ—অব্যর্থজ্ঞান কশ্যপ সমাধিযোগে ভগবানের অংশ স্বীয় আত্মাতে প্রবিষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—অবিতথেক্ষণঃ অব্যর্থজ্ঞানঃ॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিতথেক্ষণঃ'—অব্যর্থ জ্ঞানসম্পন্ন কশ্যপ (নিজের মধ্যে শ্রীহরির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা সমাধিযোগে জানিতে পারিলেন।) ॥ ২২॥

সোঽদিত্যাং বীর্য্যমাধত্ত তপসা চিরসংভৃতম্।
সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথানিলঃ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সমাহিতমনাঃ (ভগবৎ-স্বরূপৈকাগ্রচিত্তঃ) সঃ (কশ্যপঃ) তপসা (নিমিত্তেন) (আত্মনি) চিরসংভৃতং (চিরকালং সংভৃতং ধৃতঃ) বীর্য্যং (ভগবদ্রূপং তেজঃ) অনিলঃ (বায়ুঃ) দারুণি অগ্নিং যথা (ইব) অদিত্যাং (পত্ন্যাম্) আধত্ত (মনসা গর্ভস্থাপনম্ অচিন্তয়ৎ যথা অগ্নিঃ অনিলদার্বংশো ন ভবতি তথৈব ভগবদ্দেহোঽপি কশ্যপাদিত্যংশো ন ভবতীতি শুক্রশোনিতসম্বন্ধোঃ নিরস্তঃ)॥ ২৩॥

অনুবাদ—হে রাজন্! বায়ু যেরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে, ভগবানে একান্ত-নিবিষ্টচিত্ত কশ্যপও তদ্রূপ স্বীয় আত্মায় ধৃত ভগবত্তেজঃ (অঙ্গসঙ্গের দ্বারা) পত্নী অদিতির গর্ভে সংস্থাপন করিলেন। (প্রকাশিত অগ্নি যেরূপ অনিল ও দারুর অংশ নহে, ভগবানও তদ্রূপ কশ্যপ, অদিতির অংশ সম্ভূত নহেন। প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার শুক্রসম্বন্ধ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য)॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ—বীর্য্যং ভগবদ্রূপং তেজঃ। সমাহিত-মনাঃ ভগবৎস্বরূপৈকাগ্রচিত্তঃ। অনিলো যথা সংঘর্ষেণ দারুস্থমগ্নিমেব মূর্ত্তং দারুগর্ভে প্রকটীকরোতি তথৈব কশ্যপোঽন্তঃকরণস্থং ভগবন্তমেব স্বদেহসঙ্গেন তদীয়-গর্ভস্থিরীচকারেত্যর্থঃ। যথৈবাগ্নিরনিলদার্বংশো ন ভবতি, তথৈব ভগবদ্দেহোঽপি কশ্যপাদিত্যংশো ন ভবতীতি শুক্রশোণিতসম্বন্ধো নিরস্তঃ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীর্য্যং'—বীর্য্য বলিতে ভগ-বদ্রূপ তেজঃ। 'সমাহিতমনাঃ'—ভগবৎস্বরূপে এক-নিষ্ঠচিত্ত মহামুনি কশ্যপ। 'অনিলঃ যথা'—বায়ু যেমন সংঘর্ষের দ্বারা দারুস্থিত অগ্নিকেই দারুগর্ভে মূর্ত্তরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ কশ্যপও অন্তঃকরণ-স্থিত ভগবান্‌কেই নিজ দেহসঙ্গ দ্বারা অদিতির গর্ভে স্থাপন করিলেন—এই অর্থ। এখানে যেরূপ অগ্নি, বায়ু কিংবা দারুর অংশ নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের দেহও কশ্যপের বা অদিতির অংশ নহে—ইহার দ্বারা প্রাকৃত জীবের ন্যায় শুক্র-শোণিতের সম্বন্ধ নিরস্ত হইল॥ ২৩॥

অদিতের্ধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্।
হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—অদিতেঃ গর্ভং ধিষ্ঠিতম্ (অদিতেঃ গর্ভম্ অধিষ্ঠিতম্ অধিষ্ঠায় স্থিতং) সনাতনং ভগবন্তং

বিজ্ঞায় হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা) গুহ্যনামভিঃ সমীড়ে (তুষ্টাব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সনাতন ভগবান্‌কে অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মা গুহ্যনাম-উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ধিষ্ঠিতমধিষ্ঠিতং গুহ্যনামভিঃ সমীড়ে ইতি স্তুতিমিষেণ ভক্তিবশ্যস্য ভগবতো নাম-সঙ্কীর্ত্তনলক্ষণাং ভক্তিমেব চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধিষ্ঠিতং'— অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ অদিতির মধ্যে সনাতন ভগবান্ শ্রীহরি গর্ভ-রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা), 'গুহ্যনামভিঃ'—তাঁহার গোপনীয় নামসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন, ইহাতে তিনি স্তুতির ছলে ভক্তি-বশ্য ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ভক্তিই করিয়াছিলেন —এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

জয়োরুগায় ভগবন্নুরুক্রম নমোঽস্তু তে ।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ, —(হে) উরুগায় ! (উরু বহুধা গীয়তে ইতি উরুগায়ঃ তৎসম্বোধনে হে উরুগায় উরুভির্বহুগাতব্য বহুষু দেশেষু গন্তা বহুকীর্ত্তির্বা—সায়নভাষ্য) (হে) ভগবন্ ! (হে) উরুক্রম ! (উরবঃ ক্রমাঃ পাদবিন্যাসাঃ করিষ্যমাণাঃ যস্য তথাভূতা ইত্যর্থঃ) জয় (সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্নুহি), তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মকুলে সাধবো ব্রহ্মণ্যা-স্তেষাং দেবায় তস্মৈ দেবায়েতি বা) (তুভ্যং) নমঃ, ত্রিগুণায় (সৃষ্ট্যাদ্যুপযুক্তায় রজআদি গুণত্রয়নিয়ন্ত্রে ইত্যর্থঃ) (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ ! বহুজন-কর্ত্তৃক স্তুত হে বিপুলকীর্ত্তে ! আপনার জয় হউক । হে উরুক্রম ! আপনাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মণ্যদেব ! হে ত্রিগুণাধীশ ! আপনাকে বারবার নমস্কার ॥ ২৫ ॥

নমস্তে পৃশ্নিগর্ভায় বেদগর্ভায় বেধসে ।
ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পৃশ্নিগর্ভায় (অদিতিরেব পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি পৃশ্নিরিতি নাম তস্যাঃ গর্ভায় অর্ভকায়) বেদ-গর্ভায় (বেদাঃ গর্ভে যস্য তস্মৈ যদ্বা বেদানাং গর্ভায় বেদেষু প্রকাশমানায়েত্যর্থঃ) ত্রিনাভায় (ত্রয়ো লোকাঃ নাভৌ যস্য সঃ তস্মৈ) ত্রিপৃষ্ঠায় (ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠে উপরিস্থিতায়) তে বেধসে শিপিবিষ্টায় (শিপি-শব্দেন পশবঃ জীবাঃ তেষু অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টায়) বিষ্ণবে (ব্যাপিনে) নমঃ (অস্তু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বে পৃশ্নির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বেদে নিত্য প্রকাশমান অথবা যাহার গর্ভে বেদসমূহ নিহিত আছে, যিনি ত্রিভুবনের পতি, ত্রিভুবন যাহার নাভি, সেই মূল সৃষ্টিকর্ত্তা জীবান্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ো লোকা নাভৌ যস্য তস্মৈ ত্রয়াণা-মূর্দ্ধাধো মধ্যবর্ত্তিলোকানাং পৃষ্ঠরূপ বৈকুণ্ঠস্থিতত্বাৎ ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিশব্দেন পশবো জীবাঃ তেষ্বন্তর্য্যামিত্বেন প্রবিষ্টায় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিনাভায়'—তিনটি লোক নাভিতে যাঁহার, তাঁহাকে । 'ত্রিপৃষ্ঠায়'—তিনটি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যবর্ত্তী লোকসমূহের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি যাঁহার, তাঁহাকে । 'শিপিবিষ্টায়'—শিপি শব্দে পশু, অর্থাৎ পশুতুল্য জীবগণের মধ্যে অন্তর্য্যামি-রূপে যিনি প্রবিষ্ট, সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য মধ্য-
মনন্তশক্তিং পুরুষং যমাহুঃ ।
কালো ভবানাক্ষিপতীশ বিশ্বং
স্রোতো যথান্তঃপতিতং গভীরম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবনস্য (বিশ্বস্য) আদিঃ (উপাদানম্) অন্তঃ (প্রলয়ঃ) মধ্যম্ (বর্ত্তমানং স্বরূপঞ্চ) ত্বম্ (এব) যং (ত্বাং বেদাঃ) অনন্তশক্তিং পুরুষম্ আহুঃ, (কথয়ন্তি হে) ঈশ ! কালঃ (কালরূপঃ সন্) ভবান্ (এব) গভীরং স্রোতঃ (নদীপ্রবাহং) যথা অন্তঃপতিতং তৃণাদিকম্ আক্ষিপতি তথা বিশ্বম্ আক্ষিপতি (আকর্ষতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি এই ত্রিভুবনের আদি, মধ্য ও

অন্তস্বরূপ, চতুর্ব্বেদে আপনাকে অনন্তশক্তি পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, হে প্রভো! গভীর-স্রোত যেমন জলমগ্ন তৃণাদিকে আকর্ষণ করে, সেই-রূপ আপনি কালরূপে এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—গভীরং নদ্যাদি-স্রোতঃ কর্ত্তৃ যথা স্বান্তং পতিতং তৃণাদিকমাকর্ষতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গভীরং স্রোতঃ যথা'—নদী প্রভৃতির গভীর স্রোত যেরূপ নিজের মধ্যে পতিত তৃণাদিকে আকর্ষণ করে (কালরূপী আপনিও সেরূপ এই বিশ্বকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন।)॥২৭

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ।
দিবৌকসাং দেব দিবশ্চ্যুতানাং
পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোঽপ্সু ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বামনদেবাবির্ভাবো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ-স্থিরজঙ্গমানাং প্রজানাং প্রজাপতীনাং (চ) ত্বং বৈ (ত্বম্ এব) সম্ভবিষ্ণুঃ (উৎপাদনশীলঃ) অসি, (অতঃ হে) দেব! দিবঃ চ্যুতানাং (স্বর্গাৎ ভ্রষ্টানাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) অপ্সু (জলেষু) মজ্জতঃ (জনস্য) নৌঃ ইব (ত্বং) পরায়ণং (পরমাশ্রয়ঃ অতস্তান্ স্বর্গচ্যুতান্ পুনঃ স্বর্গে স্থাপয়) ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধেসপ্তদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—আপনি এই স্থাবর, জঙ্গম প্রজাবর্গের প্রজাপতিগণেরও উৎপাদক, হে দেব! জলমগ্ন ব্যক্তির নৌকার ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের আপনি একমাত্র আশ্রয় ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সম্ভবিষ্ণুরাবির্ভবিষ্ণুঃ সন্, প্রজাদীনাং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমেঽয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্ভবিষ্ণুঃ'—স্থাবর জঙ্গম প্রজাবর্গের এবং প্রজাপতিগণেরও জনক হইয়া, আপনি প্রজাদিগের পরম আশ্রয় হইয়াছেন (অতএব স্বর্গচ্যুত দেবগণকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করান—এই ভাব।) ॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৭ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যেসপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্ম্মবীর্য্যঃ
প্রাদুর্ব্বভূবামৃতভূরদিত্যাম্ ।
চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাব্জচক্রঃ
পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের বলির যজ্ঞে গমন এবং বলির তাঁহাকে সৎকার করিয়া বর প্রদান বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী, শ্যামসুন্দর, পীতাম্বর শ্রীনারায়ণ শ্রবণ-দ্বাদশীতে অভিজিদ্ নক্ষত্রে মধ্যাহ্নে সর্ব্ব শুভলগ্নে অদিতি হইতে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গো, ব্রাহ্মণ তথা দিক্‌সকল, ঋতুবর্গ হর্ষান্বিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ দিবস বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনু অব্যক্ত চিৎস্বরূপ ভগবান্‌কে ব্যক্তের ন্যায় জগতে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কশ্যপ ও অদিতি উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ কশ্যপ ও অদিতির সমক্ষেই বামনরূপ-ধারণ করিলে, মহর্ষিগণ অতিশয় আনন্দে কশ্যপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বামনরূপী কুমারের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন।

উপনয়ন্-কালে শ্রীবামনদেব সূর্য্য, বৃহস্পতি, পৃথিবী, স্বর্গ এবং অদিতি, ব্রহ্মা, কুবের ও সপ্তর্ষি-গণের দ্বারা বিভিন্নরূপে সৎকৃত হইয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ-প্রবর্ত্তিত অশ্বমেধযজ্ঞের যাজক সমৃদ্ধিমান্ বলির যজ্ঞে গমন করিলেন।

নর্ম্মদানদীর উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছ-নামক ক্ষেত্রে বলির যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবামনদেব কটিদেশে মৌঞ্জী মেখলা এবং শ্রীঅঙ্গে উপবীতাকারে অজিন, উত্তরীয়, হস্তে দণ্ড, ছত্র, কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক বলির যজ্ঞমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার তেজে অগ্নিসহ পুরোহিতবর্গ হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা সকলে আসন হইতে উত্থিত হইয়া বামনদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব যে চরণজল মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন, ধর্ম্মজ্ঞ বলিও তদ্রূপ সেই বামনরূপী ভগবানের চরণ ধৌত করিয়া ঐ জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পিতৃবর্গের সহিত আপনাকে বহুমানন করিয়াছিলেন। তদনন্তর বলি বামনদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরমতপস্বী ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে তাঁহার স্তব করিলেন এবং যাচকবোধে নিজ-সকাশে ধন-রত্নাদি স্বাভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্ম্ম-বীর্য্যঃ (বিরিঞ্চেন ব্রহ্মণা স্তুতং কর্ম্ম দেবকার্য্যলক্ষণং বীর্য্যং প্রভাবশ্চ যস্য সঃ) অমৃতভূঃ (মৃত্যুজন্মশূন্যঃ) চতুর্ভুজঃ (চত্বারো ভুজাঃ যস্য সঃ) শঙ্খগদাব্জচক্রঃ (শঙ্খগদাব্জচক্রাণি সন্ত্যস্য ইতি চ) পিশঙ্গবাসাঃ (পিশঙ্গে পীতে বাসসী যস্য সঃ) নলিনায়তেক্ষণঃ (নলিনে ইব আয়তে দীর্ঘে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সঃ ভগবান্ হরিঃ) অদিত্যাং প্রাদুর্বভূব ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা এই প্রকারে ভগবানের কর্ম্ম ও বীর্য্যসম্বন্ধে স্তব করিলে, জন্মমৃত্যুরহিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, পীতবসন, পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীহরি অদিতির গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে হরির্ভূত্বা বামনো ব্রহ্মসূত্রভৃৎ।
বলের্যজ্ঞং গতস্তেন বরান্ বৃণ্বিতি ভাষিতঃ ॥ ০ ॥

অমৃতভূঃ—প্রাকৃতানামিব ন মৃতা ন নাশবতী ভূরুৎপত্তির্যস্য সঃ। জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যুক্তেঃ। শঙ্খগদাব্জচক্র ইত্যর্শ-আদ্যজন্তম্। অবিসর্গপাঠে স চাসৌ পিশঙ্গবাসাশ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীহরি যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক বামনরূপে বলির যজ্ঞে গমন করিলে, মহারাজ বলি তাঁহাকে অভিলষিত বর গ্রহণের প্রার্থনা করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অমৃত-ভূঃ'—যাঁহার প্রাকৃত জনের ন্যায় বিনাশ-শীল উৎপত্তি নাই। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে —"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" (৪।৯), আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া নিত্য, এইরূপ

যিনি জানেন, ইত্যাদি। 'শঙ্খগদাব্জচক্রঃ'—শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র যাঁহার আছে, তিনি, এখানে অর্শাদি-গণে পঠিত বলিয়া মত্বর্থীয় অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। চক্র এই স্থলে বিসর্গহীন পাঠে, অর্থাৎ 'শঙ্খগদাব্জ-চক্রপিশঙ্গবাসাঃ'—এইরূপ সমাস হইলে শঙ্খগদাপদ্ম-চক্র এবং পীতবসন (যাঁহার)—এই হইবে ॥ ১ ॥

শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-
ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্ ।
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎ-
কিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্যামাবদতঃ (শ্যামশ্চাসৌ অবদাতশ্চ নির্ম্মলশ্চ সঃ) ঝষরাজকুণ্ডলত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ (ঝষরাজঃ মকরঃ কুণ্ডলয়ো তদাকারয়োঃ ত্বিষা উল্লসন্তী শ্রীর্বদনাম্বুজে যস্য সঃ) শ্রীবৎসরক্ষা (শ্রীবৎসঃ বক্ষসি যস্য সঃ) বলয়াঙ্গদোল্লসৎকিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ (বলয়ৈঃ অঙ্গদৈশ্চ সহ উল্লসন্তি কিরীটাদীনি যস্য সঃ) পুমান্ (প্রাদুর্বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষ শ্যামবর্ণ ও চিন্ময়ত্বহেতু বিশুদ্ধ মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগলের কান্তি-দ্বারা তাহার বদন-কমলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেছিল এবং বক্ষোদেশে শ্রীবৎস, অঙ্গে বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, মেখলা, সূত্র ও মনোহর নূপুরসকল শোভা পাইতে-ছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্যামশ্চাসাববদাতশ্চিন্ময়ত্বেন শুদ্ধশ্চেতি সঃ। ঝষরাজো মকরঃ বলয়ৈরঙ্গদৈশ্চ সহ উল্লসন্তি কিরীটাদীনি যস্য সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্যামাবদাতঃ'—তিনি শ্যাম-বর্ণ এবং চিন্ময়ত্বহেতু বিশুদ্ধ। 'ঝষরাজ'—বলিতে মকর। 'বলয়াঙ্গদ-'ইত্যাদি—বলয় ও অঙ্গদের সহিত উল্লসিত হইতেছে কিরীটাদি যাঁহার, তিনি ॥ ২ ॥

মধুব্রতব্রাতবিঘুষ্টয়া স্বয়া
বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ ।
প্রজাপতের্বেশ্মতমঃ স্বরোচিষা
বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তুভঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মধুব্রতব্রাতবিঘুষ্টয়া (মধুব্রতানাং ব্রাতেন সঙ্ঘেন বিঘুষ্টয়া নাদিতয়া) স্বয়া (অসাধারণয়া) শ্রীবনমালয়া (শ্রীমত্যা বনমালয়া) বিরাজিতঃ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তুভঃ (কণ্ঠে নিবিষ্টঃ ধৃতঃ কৌস্তুভঃ মণির্যেন সঃ) স্বরোচিষা (স্বকান্ত্যা) প্রজাপতেঃ (কশ্যপস্য) বেশ্মতমঃ (গৃহগতং তমঃ) বিনাশয়ন্ (অপনুদন) হরিঃ (প্রাদুর্বভূবঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরির গলদেশ মধুকর-কুলঝঙ্কৃত, অসাধারণ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট-বনমালায় সুশোভিত, তিনি কণ্ঠে কৌস্তুভমণি-ধারণপূর্ব্বক প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার নাশ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমত্যা বনমালয়া বিরাজিতঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীবনমালয়া'—মনোরম বনমালার দ্বারা বিভূষিত হইয়া শ্রীহরি বিরাজিত ॥৩

দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা
প্রজাঃ প্রহৃষ্টা ঋতবো গুণান্বিতাঃ ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা
গাবো দ্বিজাঃ সঞ্জহৃষুর্নগাশ্চ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দিশঃ সলিলাশয়াঃ (সলিলানি আশয়াঃ জনানাম্ অন্তঃকরণানি চ) প্রসেদুঃ, (প্রসন্নানি নির্ম্মলানি জাতানি,) (অতএব) প্রজাঃ (সর্ব্বে প্রাণিনঃ) প্রহৃষ্টাঃ (জাতাঃ), ঋতবঃ গুণান্বিতাঃ (স্বগুণযুক্তাঃ জাতাঃ), দ্যৌঃ, অন্তরীক্ষং, ক্ষিতিঃ, অগ্নিজিহ্বাঃ (দেবাঃ) গাবঃ, দ্বিজাঃ নগাঃ চ (পর্ব্বতাশ্চ) সঞ্জহৃষুঃ (হর্ষযুক্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে, দিক্‌সকল সলিল এবং লোকের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছিল। প্রজাগণ আনন্দিত, ঋতুসকল নিজ নিজ গুণে বিভূষিত এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গো-সমূহ, ব্রাহ্মণ-গণ ও পর্ব্বতবৃন্দ হর্ষান্বিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিজিহ্বা দেবাঃ, নগাঃ পর্ব্বতাঃ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নিজিহ্বাঃ'—অগ্নি জিহ্বা যাঁহাদের, দেবগণ। 'নগাঃ'—পর্ব্বতগণ (প্রীতিভরে উৎফুল্ল হইয়াছিল) ॥ ৪ ॥

শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রবণদ্বাদশ্যাং (শ্রবণদ্বাদশী ভাদ্রপদ-শুক্লদ্বাদশী প্রসিদ্ধা তস্যাং) (তত্রাপি) শ্রোণায়াং (শ্রবণস্থে চন্দ্রে ইত্যর্থঃ) অভিজিতি (শ্রবণস্য প্রথমাংশে অভিজিতি নক্ষত্রে এবং বিশিষ্টে) মুহূর্ত্তে প্রভুঃ (ভগবান্ প্রাদুর্বভূব)। সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাঃ (নক্ষত্রাণি অশ্বিন্যাদীনি তারাশব্দেন—গ্রহাঃ গুরুশুক্রাদয়স্তে আদ্যাঃ যেষাং তে সূর্য্যাদয়োঽপি সর্ব্বে) তজ্জন্ম (তস্য জন্ম) দক্ষিণম্ (উদারং) চক্রুঃ (জন্মমুহূর্ত্তে গুণাবহাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রবণ-দ্বাদশীতে চন্দ্র শ্রবণস্থ হইলে, অভিজিৎ নক্ষত্রে পরম শুভলগ্নে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময় সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহগণ তাঁহার জন্মবাসরকে প্রশস্ত করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-মুহূর্ত্তে গ্রহনক্ষত্রাদিসকলেই শুভাবহ হইয়াছিল ॥৫॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রাদুর্ভাবসময়মাহ শ্রোণায়ামিতি। ভাদ্র-শুক্লদ্বাদশী শ্রবণদ্বাদশীতি প্রসিদ্ধা তস্যাং তত্রাপি শ্রোণায়াং শ্রবণস্থে চন্দ্রে ইত্যর্থঃ। তত্রাপি শ্রবণস্য প্রথমাংশেঽভিজিতি নক্ষত্রে তচ্চ শ্রুত্যা দর্শিতম্। অভিজিন্নাম নক্ষত্রম্ উপরিষ্টাদাষাঢ়ায়াঃ শ্রবণায়া অধস্তাদিতি। জ্যোতিষেণ চ। উত্তরাষাঢ়াশেষার্দ্ধাৎ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা-চতুষ্কে চ অভিজিৎ তৎস্থে খেচরে বিজ্ঞেয় রোহিণী-বিদ্ধেতি। মুহূর্ত্তে স্বজন্মোচিত-শুভমুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা; অভি সর্ব্বতোভাবেন জিৎ জয়ো যতঃ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পরমশুভলগ্ন ইত্যর্থঃ। জয়লক্ষণমেবাহ সর্ব্বে ইতি। নক্ষত্রাণ্যশ্বিন্যাদীনি তারাশব্দেন—তারাগ্রহা গুরুশুক্রাদয়ঃ তে আদ্যা যেষাং তে সূর্য্যাদয়োঽপি সর্ব্বে তজ্জন্ম দক্ষিণমুদারং চক্রুরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বামনদেবের প্রাদুর্ভাব সময় বলিতেছেন—'শ্রোণায়াম্' ইত্যাদি। ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি শ্রবণদ্বাদশী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রবণদ্বাদশী তিথিতে, তাহাতে আবার 'শ্রোণায়াম্'—চন্দ্র শ্রবণনক্ষত্রে স্থিত হইলে, এই অর্থ। তাহাতে আবার 'অভিজিতি'—শ্রবণের প্রথম অংশে অভিজিৎ নক্ষত্রে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রুতিতেও দর্শিত হইয়াছে—'অভিজিৎ নামক নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ের উর্দ্ধে শ্রবণার নিম্নে' ইত্যাদি। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ চতুর্থাংশে ও শ্রবণার আদিতে 'লিপ্তিকা-চতুষ্কে', অর্থাৎ প্রথম চারি দণ্ডে অভিজিৎ নক্ষত্র আকাশে রোহিণীবিদ্ধা জানিতে হইবে। 'মুহূর্ত্তে'—ভগবানের জন্মোচিত শুভ মুহূর্ত্তে, এই অর্থ। অথবা—অভিজিৎ বলিতে সর্ব্বতোভাবে জয় যাহা হইতে, সেই মুহূর্ত্তে, অর্থাৎ পরম শুভলগ্নে, এই অর্থ। জয়ই দেখাইতেছেন—'সর্ব্বে নক্ষত্র-তারাদ্যাঃ'—অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল এবং তারা-শব্দে বৃহস্পতি, শুক্রাদি গ্রহসকল, তাহারা আদিতে যাহার, সেই সূর্য্যাদি সকলে তাঁহার জন্ম 'দক্ষিণ' বলিতে উদার করিয়াছিল (অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র-গণ সকলেই অনুকূল হইয়া ভগবানের সেই আবির্ভাবকে শুভময় করিয়াছিল)—এইরূপ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

দ্বাদশ্যাং সবিতাতিষ্ঠন্মধ্যন্দিনগতো নৃপ।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! যস্যাং দ্বাদশ্যাং হরেঃ জন্ম বিদুঃ, (তদা চ) মধ্যন্দিনগতঃ সবিতা (সূর্য্যঃ) অতিষ্ঠৎ সা (চ) (দ্বাদশী) বিজয়া-নাম প্রোক্তা (কথিতা) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে দ্বাদশীতিথিতে শ্রীহরির আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে সূর্য্যদেব মধ্যন্দিন-গত ছিলেন, পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। এই দ্বাদশী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহনি মধ্যন্দিনগতঃ সবিতা যদা-ভূত্তদা জন্মেতি শেষঃ। যস্যাং দ্বাদশ্যাং জন্ম বিদুঃ সা বিজয়া প্রোক্তা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মধ্যন্দিনগতঃ'—যে সময়ে শ্রীহরির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তখন সূর্য্য দিবসের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। 'যস্যাং'—যে দ্বাদশী তিথিতে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বিজয়া দ্বাদশী নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবানকাঃ।
চিত্রবাদিত্রতূর্য্যাণাং নির্ঘোষস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ মৃদঙ্গপণবানকাঃ নেদুঃ (শব্দিতাঃ বভূবুঃ), (তেষাং) চিত্রবাদিত্রতূর্য্যাণাং তুমুলঃ (মহান্) নির্ঘোষঃ (শব্দঃ) অভবৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শঙ্খ-দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত এবং সেই সকল বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শঙ্খাদয়ো নেদুরিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শঙ্খ-দুন্দুভয়ঃ'—শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি ধ্বনিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

প্রীতাশ্চাপ্সরসোঽনৃত্যন্ গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ।
তুষ্টুবুর্মুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোঽগ্নয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতাঃ চ অপ্সরসঃ অনৃত্যন্, গন্ধর্ব-প্রবরাঃ জগুঃ, মুনয়ঃ, দেবাঃ, মনবঃ, পিতরঃ, অগ্নয়ঃ (চ) তুষ্টুবুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য, গন্ধর্বগণ গান, এবং মুনি, দেব, মনু, পিতৃ এবং অগ্নিসকল স্তব করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবা মনব ইত্যাদীনাং কুসুমৈঃ সমবকিরন্নিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবাঃ মনবঃ'—দেবগণ, মনুগণ প্রভৃতি নৃত্য গীত স্তুতি-সহযোগে 'অদিতির আশ্রমে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন', এই তৃতীয় (১০ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ৮ ॥

সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সকিম্পুরুষকিন্নরাঃ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভুজগোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্তোঽতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ।
অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সকিম্পুরুষকিন্নরাঃ চারণাঃ যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণাঃ ভুজগোত্তমাঃ (এতে) বিবুধানুগাঃ (দেবানুচরাঃ) গায়ন্তঃ অতি প্রশংসন্তঃ, নৃত্যন্তঃ (চ) অদিত্যাঃ আশ্রমপদং কুসুমৈঃ (পুষ্পৈঃ) সমবাকিরন্ (আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভুজঙ্গ ও দেবানুচরগণ গুণগান, প্রশংসা ও নৃত্যসহকারে অদিতির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করিতেছিল ॥৯-১০॥

দৃষ্ট্বাদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং
পরং পুমাংসং মুদমাপ বিস্মিতা।
গৃহীতদেহং নিজযোগমায়য়া
প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অদিতিঃ তং পরং পুমাংসং (পুরুষোত্তমং) নিজযোগমায়য়া গৃহীতদেহং (গৃহীতঃ দেহঃ দিব্যবিগ্রহঃ যেন তং) নিজগর্ভসম্ভবং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা (সতী) মুদং (হর্ষম্) আপ (প্রাপ), প্রজাপতিঃ চ (কশ্যপশ্চ তং দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (সন্) জয় ইতি আহ (স্ম) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অদিতিদেবী সেই নিজ যোগমায়া দ্বারা গৃহীত কলেবর অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত তনু পরমপুরুষকে গর্ভসম্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও হর্ষান্বিত হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জয়ধ্বনি করিলেন ॥ ১১ ॥

যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-
রব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ
সম্পশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বিভূষণায়ুধৈঃ (বিভূষণানি চ আয়ুধানি চ তৈঃ সহ) যৎ বপুঃ ভাতি, (নিত্যং প্রকাশতে), হরিঃ অব্যক্তচিৎ (অব্যক্তঞ্চ, চিৎস্বরূপঞ্চ) তৎ (এব বপুঃ) ব্যক্তম্ অধারয়ৎ' (প্রকটিতবান্, পুনঃ) সঃ তেন এব (বপুষা চ মাতাপিত্রোঃ) সম্পশ্যতোঃ (এব) দিব্য-গতিঃ (অদ্ভুতচেষ্টিতঃ) নটঃ যথা (ইব) বামনঃ (হ্রস্বাঙ্গঃ) বটুঃ (ব্রাহ্মণঃ) বভূব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের যে বিগ্রহ, ভূষণ এবং আয়ুধসকলের সহিত নিত্য প্রকাশমান, সেই অব্যক্ত-চিৎস্বরূপ বিগ্রহকেই তিনি ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই বিগ্রহে মাতা-পিতার গোচরেই অদ্ভুতচরিত নটের ন্যায় বামন ব্রাহ্মণকুমার হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বিভূষণায়ুধৈঃ সহ যদ্বপুর্ভাতি, বর্ত্তমান-নির্দ্দেশেন বপুষো নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। কিঞ্চ যৎ অব্যক্তং চ চিৎস্বরূপঞ্চ তদেব ব্যক্তং কৃপয়ৈব ব্যক্তী-কৃতম্। অধারয়ৎ নত্বভূতচরমেব তজ্জগ্রাহেত্যর্থঃ, পিত্রোঃ সুখার্থমিতি ভাবঃ। তেনৈব ন তু মায়িকেন কেনচিদিত্যর্থঃ। দিব্যা দুর্গমাঃ সত্যা গতয়শ্চেষ্টা যস্য তথাভূতো মহাযোগেশ্বরো নটঃ স হি স্ব-স্বরূপতঃ পৃথগ্‌ভূতং স্বরূপং কুর্ব্বন্নপ্যপৃথগ্‌ভূতমেব করোতি, তথৈব হরিস্তেন চিন্ময়বপুষৈব বপুর্বভূবেত্যর্থঃ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভূষণায়ুধৈঃ'—বিভূষণ ও অস্ত্রসহযোগে যে মূর্ত্তি 'ভাতি'—প্রকাশ পাইতেছে, এখানে বর্ত্তমান প্রয়োগের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল। আরও, যাহা অব্যক্ত এবং চিৎস্বরূপ, তাহাই কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'অধারয়ৎ'—ধারণ (প্রকটিত) করিলেন, কিন্তু যাহা ছিল না, সেরূপ কোন বিগ্রহ গ্রহণ করেন নাই, এই অর্থ। 'পিত্রোঃ'—মাতাপিতার সুখসম্পাদনের নিমিত্ত, এই ভাব। 'তেনৈব'—সেই নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহের দ্বারাই, কিন্তু কোন মায়িক মূর্ত্তির দ্বারা নহে—এই অর্থ। 'দিব্যগতিঃ'—দুর্গম নিত্য গতিসকল, অর্থাৎ পরম বিস্মাপক হস্ত-কর-পাদাদির চেষ্টাসমূহ যাঁহার, তথাভূত মহাযোগেশ্বর নটের ন্যায়, অর্থাৎ নট যেমন নিজ স্বরূপ হইতে পৃথক্‌ভূত স্বরূপ প্রকাশ করিলেও, নিজে অভিন্ন থাকিয়াই ঐরূপ করে, তদ্রূপ শ্রীহরি সেই চিন্ময় মূর্ত্তির দ্বারাই বামনাকৃতি বপু হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ।
কর্ম্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহর্ষয়ঃ তং (ভগবন্তং) বামনং বটুং দৃষ্ট্বা মোদমানাঃ (সংহৃষ্যন্তঃ সন্তঃ), প্রজাপতিং (কশ্যপং) পুরস্কৃত্য কর্ম্মাণি (জাতকর্ম্মাদীনি) কারয়ামাসুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারের সন্দর্শনে প্রীত হইয়া কশ্যপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মাণি চূড়োপনয়নাদীনি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মাণি'—চূড়া, উপনয়নাদি জাতকর্ম্মসমূহ (মহর্ষিগণ কশ্যপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সম্পাদন করাইয়াছিলেন।) ॥ ১৩ ॥

তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—উপনীয়মানস্য (উপনয়নেন সংক্রিয়-মানস্য) তস্য (বামনস্য) সবিতা (সূর্য্যঃ) সাবিত্রীম্ অব্রবীৎ (উপদিষ্টবান্)। বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মসূত্রং, (যজ্ঞোপবীতং) কশ্যপঃ মেখলাং (কটিসূত্রঞ্চ) অদদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই বামনদেবের উপনয়নকালে স্বয়ং সূর্য্যদেব সাবিত্রী উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র ও কশ্যপ মেখলা প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৪॥

দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমির্দণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌশ্ছত্রং জগতঃ পতেঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ কৃষ্ণাজিনং, (মৃগচর্ম্ম) বনস্পতিঃ (বনানাং পতিঃ) সোমঃ দণ্ডং, মাতা (অদিতিঃ) কৌপীনাচ্ছাদনং (চ) দ্যৌঃ (স্বর্গং) জগতঃ পতেঃ ছত্রং (চ) দদৌ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, মাতা অদিতিদেবী কৌপীনবসন, এবং স্বর্গ জগৎ-পতিকে ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্ সপ্তর্ষয়ো দদুঃ।
অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যব্যয়াত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ! বেদগর্ভঃ (ব্রহ্মা) অব্যয়াত্মনঃ (অপক্ষয়াদিরহিতস্বরূপস্য) কমণ্ডলুং (দদৌ), সপ্তর্ষয়ঃ কুশান্ দদুঃ, সরস্বতী অক্ষমালাং (দদৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! ব্রহ্মা সেই অব্যয় মহা-পুরুষকে কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষ-মালা প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

তস্মা ইত্যুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্রিকামদাৎ ।
ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাদম্বিকা সতী ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবম্) উপনীতায় তস্মৈ (বামনায়) যক্ষরাট্ (কুবেরঃ) পাত্রিকাং (ভিক্ষাপাত্রম্) অদাৎ, সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা (জগতঃ মাতা) সতী উমা (ভবানী) ভিক্ষাম্ অদাৎ (দদৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কুবের এবম্প্রকারে উপনীত সেই বামনদেবকে ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাদ্ ভগবতী জগন্মাতা ভবানীদেবী তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পাত্রিকাং ভিক্ষাপাত্রম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পত্রিকাং'—ভিক্ষাপাত্র (কুবের দান করিলেন।) ॥ ১৭ ॥

স ব্রহ্মবর্চ্চসেনৈবং সভাং সম্ভাবিতো বটুঃ ।
ব্রহ্মর্ষিগণসংজুষ্টামত্যরোচত মারিষঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং সম্ভাবিতঃ (সৎকৃতঃ) মারিষঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ বটুঃ (বামনঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (স্বতেজসা) ব্রহ্মর্ষিগণসংজুষ্টাং (তাং) সভাম্ অতি (অতিক্রম্য) অরোচত (অশোভত) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই পূজনীয় বামনদেব এইরূপে সৎকৃত হইয়া স্বকীয় ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ-সমন্বিত সেই সভাকে অতিক্রমপূর্ব্বক শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রহ্মতেজসা সংভাবিতঃ কারিতসংভাবনঃ। ব্রহ্মচারিত্বেন প্রত্যায়িত ইত্যর্থঃ। অতিক্রম্যারোচত মারিষঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মবর্চ্চসেন সম্ভাবিতঃ'—ব্রহ্মতেজের দ্বারা সংস্কার করা হইলে বামনদেবকে ব্রহ্মচারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই অর্থ। 'অত্যরোচত'—সেই শ্রেষ্ঠ বামন বটু স্বীয় ব্রহ্মতেজের দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত সেই সভাকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্ ।
পরিস্তীর্য্য সমভ্যর্চ্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্দ্বিজঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) দ্বিজঃ (বামনঃ) সমিদ্ধং (প্রজ্জ্বলিতম্) আহিতং (স্থাপিতম্) বহ্নিম্ (উপনয়নাগ্নিং) পরিসমূহনম্ (ঋজুং) কৃত্বা পরিস্তীর্য্য (প্রসার্য্য) সমভ্যর্চ্চ্য (সম্যক্ অভ্যর্চ্চ্য) সমিদ্ভিঃ (হবনসাধনৈঃ) অজুহোৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই বামনদেব প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় অনলকে ঋজুভাবে বিস্তার এবং অর্চ্চনা করিয়া উহাতে সমিৎ-দ্বারা হোম করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বাশ্বমেধৈর্যজমানমূর্জ্জিতং
বলিং ভৃগূণামুপকল্পিতৈস্ততঃ ।
জগাম তত্রাখিলসারসম্ভৃতো
ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলসারসম্ভৃতঃ (অখিলৈঃ সারৈঃ বিবেকধৈর্য্যপাণ্ডিত্যাদিভিঃ সম্ভৃতঃ পূর্ণঃ বামনঃ) ভৃগূনাম্ উপকল্পিতৈঃ (ভৃগুভিঃ উপকল্পিতৈঃ প্রবর্ত্তিতৈঃ) অশ্বমেধৈঃ উর্জ্জিতং (সমৃদ্ধং) যজমানং (যজন্তং) বলিং শ্রুত্বা ততঃ (স্থানাৎ) ভারেণ পদে পদে (প্রতিপদে) গাং (পৃথিবীং) সন্নময়ন্ (নম্রাং কুর্ব্বন্) তত্র (বলিসমীপং) জগাম (গতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অশ্বমেধযজ্ঞের যজমান সমৃদ্ধিশালী বলির কথা শ্রবণ করিয়া নিখিল-গুণ-পরিপূর্ণ বামনদেব কৃপা-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির গরিমায় প্রতি পাদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করিতে করিতে বলিরাজ সমীপে গমন করিলেন ॥২০

বিশ্বনাথ—ভৃগূণামুপকল্পিতৈঃ ভৃগুভিঃ সংপাদিতৈঃ, অখিলৈঃ সারৈর্বিবেকধৈর্য্যপাণ্ডিত্যাদিভিঃ সংভৃতঃ পূর্ণঃ। ভারেণ কৃপৈশ্বর্য্যাদি গরিম্না গাং পৃথ্বীং সম্যঙ্নমস্কারং কারয়ন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৃগূণাম্ উপকল্পিতৈঃ'—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত (অশ্বমেধ যজ্ঞসমূহ দ্বারা যজমান বলি অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া), 'অখিলসার-সম্ভৃতঃ'—বিবেক, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্যাদি সকল প্রকার বলরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ বামনদেব। 'ভারেণ'—কৃপা, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির গরিমায়, 'গাং সন্নময়ন্'—পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে নমস্কার

করাইয়া (অর্থাৎ প্রতিপদক্ষেপে ভূমিতল অবনত করিয়া বলির যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন।) ॥২০

তং নর্ম্মদায়াস্তট উত্তরে বলে-
র্যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।
প্রবর্ত্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতূত্তমম্।
ব্যচক্ষতারাদুদিতং যথা রবিম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—নর্ম্মদায়াঃ (নদ্যাঃ) উত্তরে তটে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে (ক্ষেত্রে) ক্রতূত্তমং (যজ্ঞশ্রেষ্ঠং) প্রবর্ত্তয়ন্তঃ বলেঃ ঋত্বিজঃ যে ভৃগবঃ (আসন্), তে তং (বামনম্) আরাৎ (সমীপে এব) উদিতং রবিং যথা (সূর্য্যমিব) (অতিতেজস্বিনং) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—নর্ম্মদানদীর উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছনামক ক্ষেত্রে বলির যজ্ঞকর্ম্মরত পুরোহিত ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বামনদেবকে সমীপে উদিত সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজময় দর্শন করিলেন ॥ ২১ ॥

তে ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা
হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ।
সূর্য্যঃ কিলায়াত্যুত বা বিভাবসুঃ
সনৎকুমারোহথ দিদৃক্ষয়া ক্রতোঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বামনতেজসা (বামনস্য তেজসা) হতত্বিষঃ (অপহৃতঃ তেজস্কাঃ) তে ঋত্বিজঃ যজমানঃ (বলিশ্চ) সদস্যাঃ (সভাস্থাশ্চ সর্ব্বে) ক্রতোঃ (যজ্ঞস্য) দিদৃক্ষয়া (দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) সূর্য্যঃ কিল আয়াতি, উত বা (অথবা) বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ আয়াতি), অথ (অথবা) সনৎকুমারঃ (আয়াতি ইতি ব্যতর্কয়ন্) ॥২২

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তৎকালে বামনদেবের তেজোবলে হতপ্রভ ঋত্বিক্‌গণ যজমান বলি এবং সভাসদ্‌গণ এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে, যজ্ঞদর্শনাভিলাষে স্বয়ং সূর্য্য অথবা অগ্নি কিম্বা সনৎকুমার সমাগত হইলেন কি ? ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তং ঋত্বিগাদয়ঃ এবং ব্যতর্কয়ন্নিতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋত্বিজঃ'—ঋত্বিক্ প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে এইরূপে বিচার করিতে লাগিলেন ॥২২

ইত্থং সশিষ্যেষু ভৃগুষ্বনেকধা
বিতর্ক্যমাণো ভগবান্ স বামনঃ।
ছত্রং সদণ্ডং সজলং কমণ্ডলুং
বিবেশ বিভ্রদ্ধয়মেধবাটম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সশিষ্যেষু (সশিষ্যৈঃ) ভৃগুষু (ভৃগুভিঃ) ইত্থম্ অনেকধা বিতর্ক্যমাণঃ (বিচার্য্যমাণঃ) সঃ ভগবান্ বামনঃ সদণ্ডং ছত্রং সজলং (জলপূর্ণং) কমণ্ডলুং (চ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্), হয়মেধবাটম্ (অশ্বমেধমণ্ডপং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শিষ্যসহ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এবম্বিধ নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই অবসরে ভগবান্ বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং সজল কমণ্ডলু-ধারণপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থমিতি যথা ঋত্বিগাদয়ো ব্যতর্কয়ন্ ইত্থং ভৃগুষু ভৃগুভিরপি বিতর্ক্যমাণঃ। হয়মেধবাটম্ অশ্বমেধমণ্ডপম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্থম্'—যেরূপ ঋত্বিক্ প্রভৃতি বিতর্ক করিতেছিলেন, এইরূপ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণও বিতর্ক করিতে থাকিলে, 'হয়মেধবাটম্'—অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে (বামনদেব প্রবেশ করিলেন।) ॥ ২৩ ॥

মৌঞ্জ্যা মেখলয়া বীতমুপবীতাজিনোত্তরম্।
জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবিষ্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ সশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ।
প্রত্যগৃহ্ণন্ সমুত্থায় সঙ্ক্ষিপ্তাস্তস্য তেজসা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৌঞ্জ্যা (মুঞ্জনির্ম্মিতয়া) মেখলয়া বীতং (নিবদ্ধকটিম্) উপবীতাজিনোত্তরম্ (উপবীতাজিনম্ উপবীতবদ্ধৃতমজিনমেব উত্তরম্ উত্তরীয়ং যস্য তং) জটিলং (জটাধারিণং) মায়ামাণবকং (মায়য়া স্বরূপেণৈব মাণবকং ধৃতব্রহ্মচারিবিগ্রহং) বামনং (হ্রস্বাঙ্গং) বিপ্রং হরিং (যজ্ঞবাটে) প্রবিষ্টং বীক্ষ্য তস্য (বামনস্য) তেজসা অগ্নিভিঃ সহ সঙ্ক্ষিপ্তাঃ (অভিভূতাঃ) তে সশিষ্যাঃ ভৃগবঃ সমুত্থায় প্রত্যগৃহ্ণন্ (যথোচিত-বিনয়-নমস্কারাসনার্ঘ্যাদিনা সৎকৃতবন্তঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কটিদেশ মৌঞ্জীমেখলা দ্বারা

নিবদ্ধ ছিল। তিনি উপবীতাকারে অজিনোত্তরীয় ধারণ করিয়াছিলেন। এবম্বিধ জটাধারী স্বরূপত ব্রহ্মচারী বিপ্ররূপী শ্রীহরিকে যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদীয় তেজপ্রভাবে অগ্নির সহিত সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ —বীতং যুক্তং, উপবীতবদ্ধৃতমজিনমেব উত্তরমুত্তরীয়ং যস্য তম্। মায়য়া স্বরূপেণৈব মাণবকং বালম্। 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুত' ইতি শ্রুতেঃ, প্রত্যগৃহ্ণন্ যথাবিধি নতিবিনয়ার্ঘ্যাদিদানেন সম্মানয়ামাসুঃ। 'প্রতিগ্রহঃ স্বীকরণে সৈন্যপৃষ্ঠে পতদ্গ্রহে। দ্বিজেভ্যো বিধিবদ্দেয়ে' ইতি মেদিনী ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীতং'—যাঁহার কটিদেশ মুঞ্জারচিত মেখলার দ্বারা যুক্ত (বেষ্টিত) ছিল, তাঁহাকে। 'উপবীতাজিনোত্তরম্'—উপবীতের ন্যায় ধৃত অজিনই উত্তরীয় যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি অজিনরূপ উত্তরীয়ধারী)। 'মায়া-মাণবকং'—যিনি স্বরূপতঃই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণবালক, তাঁহাকে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—স্বরূপভূত নিত্যশক্তি মায়ার দ্বারা তিনি যুক্ত (অর্থাৎ মায়া তাঁহার স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি।) 'প্রত্যগৃহ্ণন্'—যথোচিত নমস্কার, বিনয়প্রদর্শন ও অর্ঘ্যাদি প্রদানের দ্বারা সম্মাননা করিয়াছিলেন (অর্থাৎ অগ্নিসহ সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বামনদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন)। মেদিনীকোষে উক্ত আছে—'প্রতিগ্রহ শব্দে অঙ্গীকার করা, সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ, গ্রহাদির পতন এবং ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক দান বুঝায়' ॥ ২৪-২৫ ॥

যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্।
রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরৎ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—যজমানঃ (বলিঃ) দর্শনীয়ং মনোরমং (সুন্দরং) রূপানুরূপাবয়বং (রূপস্য অনুরূপাঃ অবয়বাঃ করচরণাদয়ঃ যস্য তং দৃষ্ট্বা) প্রমুদিতঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) তস্মৈ আসনম্ আহরৎ (সমর্পিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যজমান বলিও পরমসুন্দর মনোরম এবং শ্রীরূপের অনুরূপ কর-চরণাদি অবয়বভূষিত বামনদেবকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ।
অবনিজ্যার্চ্চয়ামাস মুক্তসঙ্গমনোরমম্ ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—অথ বলিঃ মুক্তসঙ্গমনোরমং (মুক্তসঙ্গানাম্ আত্মারামাণাং মনোরময়তীতি তং চ বামনং) স্বাগতেন (স্বাগতম্ ইতি বচনেন) অভিনন্দ্য (তস্য) ভগবতঃ পাদৌ অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) (তম্) অর্চ্চয়ামাস (পূজিতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহারাজ বলি আত্মারাম পুরুষগণের হৃদয়ানন্দপ্রদ সেই মহাপুরুষকে স্বাগতবচনে অভিনন্দিত করিয়া, ভগবানের পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক তদীয় অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তসঙ্গানামাত্মারামাণাং মনো রময়তীতি তম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তসঙ্গ-মনোরমং'—সমস্ত বিষয় হইতে বিরক্ত আত্মারাম মুনিগণের মনে যিনি ক্রীড়া করেন, সেই বামনদেবকে (মহারাজ বলি পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক পূজা করিলেন।) ॥ ২৭ ॥

তৎপাদশৌচং জনকল্মষাপহং
স ধর্ম্মবিন্মূর্দ্ধ্যদধাৎ সুমঙ্গলম্।
যদ্দেবদেবো গিরিশশ্চন্দ্রমৌলি-
র্দধার মূর্দ্ধ্না পরয়া চ ভক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবদেবঃ (দেবানাং দেবঃ) চন্দ্রমৌলিঃ গিরিশঃ চ (মহাদেবঃ) পরয়া ভক্ত্যা যৎ (গঙ্গারূপং পাদশৌচং) মূর্দ্ধ্না দধার (ধৃতবান্), ধর্ম্মবিৎ সঃ (বলিরপি) কুলকল্মষাপহং (সর্ব্বকুলপাপহরং) সুমঙ্গলং (সর্ব্বশুভপ্রদং) তৎপাদশৌচং (হরেঃ পাদপ্রক্ষালনজলং) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অদধাৎ (ধারয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবদেব চন্দ্রচূড় মহাদেব পরম ভক্তিসহকারে, যে চরণোদক মস্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ বলিরাজও সমস্তকুলের পাপবিনাশক,

সর্ব্বশুভদায়ক সেই পাদপ্রক্ষালনবারি মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রমৌলির্ললাটে ধৃতচন্দ্রোঽপি মূর্দ্ধা চন্দ্রস্যাপ্যুপরি দধার ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গনুবাদ—'চন্দ্রমৌলিঃ'—মহাদেব, ললাটে ধৃতচন্দ্র হইলেও নিজ মস্তকদ্বারা চন্দ্রেরও উপরে যে পাদোদক (গঙ্গারূপে) ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলিরুবাচ—

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বার্য্য বপুর্ধরম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ (হে) আর্য্য! তে (তব) স্বাগতং (সুষ্ঠু আগমনম্ অতঃ) তুভ্যং নমঃ। তে (তব) কিং (কার্য্যং) করবাম, (বয়মিতি) ত্বা (ত্বাং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষং) বপুর্ধরং (মূর্ত্তিধারি) ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ (অহং) মন্যে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলিরাজ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমরা আপনার কি কার্য্য করিব তাহা বলুন। আমার মনে হইতেছে যে, আপনি ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ তপঃস্বরূপ ॥২৯

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং বপুর্ধরং মূর্ত্তিমতপ এব মন্যে সাক্ষান্মৎপ্রত্যক্ষীভূতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বা বপুর্ধরং তপঃ'—আপনাকে মূর্ত্তিমান্ তপস্যারূপ মনে করিতেছি, অর্থাৎ ঐ রূপেই আপনি আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন ॥২৯

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ভবানাগতো গৃহান্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) ভবান্ গৃহান্ (মম আলয়ান্) আগতঃ (অতঃ) অদ্য নঃ (অস্মাকং) পিতরঃ তৃপ্তাঃ, (তথা) অদ্য নঃ (অস্মাকং) কুলং পাবিতং (পবিত্রং জাতম্), অদ্য অয়ম্ (অনুষ্ঠীয়মানঃ) ক্রতুঃ স্বিষ্টঃ (যথাবদনুষ্ঠিতঃ জাতঃ) ॥৩০॥

অনুবাদ—যেহেতু আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতেই অদ্য আমার পিতৃগৃহ পরিতৃপ্ত, বংশপবিত্র এবং এই যজ্ঞানুষ্ঠান যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি
দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ঞ্চ ভূরহো
তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজাত্মজ! (ব্রাহ্মণতনয়ঃ,) ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ (তব চরণপ্রক্ষালনোপযুক্তৈঃ) বার্ভিঃ (জলৈঃ) হতাংহসঃ (হতম্ অংহঃ পাপং যস্য তস্য) মে (মম) অগ্নয়ঃ অদ্য যথাবিধি (শাস্ত্রবিহিত-প্রকারেণ) সুহুতাঃ (জাতাঃ), তথা অহো! ইয়ং ভূঃ চ তনুভিঃ (সূক্ষ্মৈঃ) তব পদৈঃ পুনীতা (পবিত্রীকৃতা) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজাত্মজ! আপনার চরণপ্রক্ষালনবারি দ্বারা হতপাপ আমার অদ্য অগ্নিসকল যথাবিধি হুত হইয়াছে এবং এই পৃথিবীও আপনার ক্ষুদ্র চরণস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বচ্চরণাবনেজনৈর্বার্ভিঃ, পদৈশ্চরণচিহ্নৈরিয়ং ভূঃ পুনীতা পবিত্রীকৃতা আর্ষঃ প্রয়োগঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধেঽষ্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বচ্চরণাবজনৈঃ বার্ভিঃ'—আপনার পাদপ্রক্ষালন জলদ্বারা (আমার পাপসমূহ দূরীভূত হইয়াছে)। 'পদৈঃ'—আপনার চরণচিহ্নের দ্বারা এই পৃথিবী পবিত্রীকৃতা হইয়াছে। 'ভূঃ পুনীতা' —এখানে আত্মনেপদী প্রয়োগ আর্ষ ॥ ৩১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৮ ॥

যদ্‌যদ্বটো বাঞ্ছতি তৎ প্রতীচ্ছ মে
ত্বামার্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধাম মৃষ্টং
তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্।
গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা
রথাংস্তথার্হত্তম সম্প্রতীচ্ছ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলি-বামনসংবাদো-নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) বটো! (হে) বিপ্রসুত! ত্বাম্ অর্থিনং (যাচিতারম্) অনুতর্কয়ে, (আলক্ষ্যে অতঃ) যৎ যৎ বাঞ্ছসি (কাময়সে), তৎ মে (মত্তঃ) প্রতীচ্ছ, (প্রতিগৃহাণ) (অতঃ) (হে) অর্হত্তম্! গাং, (ধেনুং) কাঞ্চনং, (সুবর্ণং) গুণবৎ (যথেষ্টভোগোপকরণবৎ) ধাম (গৃহং) তথা মৃষ্টং (স্বাদু) অন্নপেয়ম্ উত বা (অথবা) বিপ্রকন্যাং, সমৃদ্ধান্ গ্রামান্, তুরগান্ (অশ্বান্), গজান্ তথা রথান্ বা সম্প্রতীচ্ছ (গৃহাণ)॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে বিপ্রনন্দন! আপনাকে যাচক বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার নিকট গ্রহণ করুন। হে পূজ্যতম! গো, সুবর্ণ, যথেষ্ট উপকরণযুক্ত গৃহ, স্বাদু অন্নপানাদি অথবা ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ, গ্রাম, অশ্ব, গজ এবং রথ যাহা আপনার অভিলষিত তাহাই গ্রহণ করুন॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বৈরোচনের্বাক্য ধর্ম্মযুক্তং সুনৃতম্।
নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদ-ভূমিযাচ্ঞা, দানার্থ বলির প্রতিশ্রুতি এবং শুক্রাচার্য্যের তন্নিবারণ বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ বলি যাচক-ব্রাহ্মণবোধে ভগবান্ বামনদেবকে ধনরত্নাদি তদভীষ্ট-দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলিলে, ভগবান্ বলির এবং তদ্বংশে আবির্ভূত হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর বীর্য্য, বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি ভগবানের প্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমি অকিঞ্চিৎকরবোধে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন কিন্তু শুক্রাচার্য্য বামনদেবকে দেববন্ধু বিষ্ণু জানিতে পারিয়া প্রার্থিত-বিষয় দান করিতে বলিকে নিষেধ এবং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত নরকপতনভয়-অপনোদনার্থ তাঁহার নিকট বশীকরণ, পরিহাস, বিবাহ, বিপদ, পরোপকার প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগের নির্দ্দোষত্ব বর্ণন করিলেন। এই প্রসঙ্গেই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্ বৈরোচনেঃ (বলেঃ) ইতি (উক্তবিধং) সুনৃতং (যথার্থং প্রিয়ং) ধর্ম্মযুক্তং (নীতিসম্মতং) বাক্যং নিশম্য (শ্রুত্বা) সঃ

(ভগবান্) প্রীতঃ, (সন্ তং) প্রতিনন্দ্য (প্রতিশ্লাঘ্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ – শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ বামনদেব বলির এবম্বিধ যথার্থ ধর্ম্মযুক্ত-বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পদত্রয়মিতাং ভূমিং বিষ্ণুনা প্রার্থিতং বলিম্।
দিৎসন্তমস্মৈ শুক্রস্তু ন্যষেধৎসৌদূনবিংশকে ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রার্থিত পাদত্রয়-পরিমিত ভূমি দান করিতে অভিলাষী বলিকে শুক্রাচার্য্য নিষেধ করিলেন—ইহা এই উনবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বচস্তবৈতজ্জনদেব সূনৃতং
কুলোচিতং ধর্ম্মযুতং যশস্করম্।
যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাম্পরায়ে
পিতামহং কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(দাতুঃ স্তুতিঃ স্বয়ং তুষ্টিরিত্যাদি প্রস্তুতোচিতং, বক্তব্যমিতি ভিক্ষুংস্তু শিক্ষয়ন্নাহ—বামনঃ) (হে) জনদেব ! যস্য (তব ঐহিকব্যবহারে) ভৃগবঃ (শুক্রাদয়ঃ) প্রমাণং সাম্পরায়ে (পারলৌকিকে ধর্ম্মে চ) কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ পিতামহঃ (প্রহলাদশ্চ প্রমাণং তস্য) তব এতৎ বচঃ সূনৃতং (সত্যং) ধর্ম্মযুতং কুলোচিতং (কুলস্য যোগ্যং) যশস্করং (যশো বিস্তারকঞ্চ ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজন্! তোমার ঐহিকব্যবহারে ভৃগুগণ এবং পারলৌকিক ধর্ম্মে কুলবৃদ্ধ শান্তপ্রকৃতি পিতামহ প্রহলাদ উপদেশ-কর্ত্তা বর্ত্তমান। তোমার এবম্বিধ বাক্য সত্য, ধর্ম্ম-যুক্ত, কুলোচিত এবং যশস্করই হইয়াছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—দাতুঃ স্তুতিং স্বল্পযাচঞাং সন্তোষ-ব্যঞ্জনাং ধৃতিম্। ভিক্ষূন্ বহুতরং লিপ্সূন্ শিক্ষয়ন্নাহ বামনঃ ॥ বচ ইতি ষোড়শভিঃ। যস্য তব ঐহিকে ধর্ম্মে ভৃগবঃ প্রমাণম্। সাম্পরায়ে পারলৌকিকে পিতামহঃ প্রহলাদঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দাতার স্তুতি, সন্তোষজনক অত্যল্প প্রার্থনা এবং ধৈর্য্য, বহ্বাশী ভিক্ষুদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বামনদেব 'বচঃ' ইত্যাদি ষোলটি শ্লোক বলিতেছেন। 'যস্য'—যে তোমার ঐহিক ধর্ম্মবিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রমাণস্বরূপ। 'সাম্প-রায়ে'—পারলৌকিক ধর্ম্মে পিতামহ প্রহলাদ প্রমাণ-স্বরূপ (অর্থাৎ তাঁহাদের নির্দ্দেশেই যাহার ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ তোমার এইরূপ বাক্য যথার্থ্যই হইয়াছে।) ॥ ২ ॥

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্।
প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাহদাতা দ্বিজাতয়ে ॥৩॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ কুলে (ত্বদীয়ে বংশে এতা-দৃশঃ) কশ্চিৎ নিঃসত্ত্বঃ (ক্ষুদ্রমনাঃ) কৃপণঃ পুমান্ হি (উৎপন্নঃ যঃ) দ্বিজাতয়ে (যাচকায় ব্রাহ্মণায়) প্রত্যাখ্যাতা (ন দদামীতি বক্তা) যঃ বা প্রতিশ্রুত্য (দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞায়) অদাতা (ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তোমার এই বংশে এ পর্য্যন্ত এইরূপ নীচমনা বা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি যাচকব্রাহ্মণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কিম্বা প্রতিশ্রুত হইয়া দান করেন নাই ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিঃসত্ত্বস্য লক্ষণং প্রত্যাখ্যাতা নিঃসত্ত্ব-বিশেষস্য কৃপণস্য লক্ষণং প্রতিশ্রুত্য যোহদাতা। বা শব্দাৎ প্রত্যাখ্যাতা চ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিঃসত্ত্বের (ক্ষুদ্রচেতার) লক্ষণ —যিনি প্রত্যাখ্যাতা (দিব না এইরূপ বলিয়া প্রত্যা-খ্যান করেন), নিঃসত্ত্ব-বিশেষ কৃপণের লক্ষণ—'যঃ অদাতা', যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া দান করেন না। 'বা'-শব্দে—যিনি অদাতা এবং যাচকগণের প্রত্যাখ্যান-কারী ॥ ৩ ॥

ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্থিনার্থিতাঃ
পরাঙ্মুখা যে ত্বমনস্বিনো নৃপ।
যুষ্মৎকুলে যদ্যশসামলেন
প্রহ্লাদ উদ্ভাতি যথোড়ুপঃ খে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! তীর্থে (দানাবসরে) যুধি চ অর্থিনা (বিপ্রাদিনা যুদ্ধেচ্ছুনা ক্ষত্রাদিনা চ)

অর্থিতাঃ, (যাচিতাঃ সন্তঃ), যে তু পরাঙমুখাঃ (প্রত্যাখ্যানকর্ত্তারঃ ভবেয়ুঃ তাদৃশাঃ) অমনস্বিনঃ (নৃপাঃ) যুস্মৎকুলে ন সন্তি (ন জায়ন্তে), যৎ (যস্মিন্ কুলে) প্রহলাদঃ অমলেন (শুদ্ধেন) যশসা খে (আকাশে) উড়ুপঃ যথা (চন্দ্রঃ ইব) উদ্ভাতি (চকাস্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্। দানকালে যাচক-ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক কিম্বা যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবম্বিধ ক্ষুদ্রান্তঃকরণ রাজা আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই বংশে প্রহলাদ এখনও বিমল যশোবলে আকাশে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তীর্থে দানাবসরে অর্থিনা ব্রাহ্মণাদি-যাচকেনার্থিতা নৃপা দানপরাঙমুখা যুধি যুদ্ধাবসরে অর্থিনা ক্ষত্রিয়াদিনা অর্থিতা যুদ্ধপরাঙমুখা যে অমনস্বিনঃ অনুদারচিত্তা নৃপাস্তে যুষ্মৎকুলে ন সন্তীত্যর্থঃ। যেষাং যশসা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তীর্থে যুধি চ অর্থিনা'—দানকালে যাচকের দান-প্রার্থনা কিম্বা যুদ্ধে প্রতিপক্ষ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রার্থনায় পরাঙমুখ হয় এরূপ 'অমনস্বিনঃ'—হীনচিত্ত ব্যক্তি তোমাদের বংশে কেহ উৎপন্ন হয় নাই। 'যদ্‌যশসা'—যাঁহাদের নির্ম্মল যশে (প্রহলাদ শোভা পাইতেছেন।) ॥ ৪ ॥

যতো জাতো হিরণ্যাক্ষশ্চরন্নেক ইমাং মহীম্।
প্রতিবীরং দিগ্‌বিজয়ে নাবিন্দত গদায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মিন্ কুলে) যাতঃ হিরণ্যাক্ষঃ একঃ (অসহায়ঃ এব) গদায়ুধঃ (গদৈবায়ুধং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্), দিগ্‌বিজয়ে (নিমিত্তে) ইমাং মহীং (পৃথ্বীং) চরন্ (পর্য্যটন্) প্রতিবীরং (প্রতিপক্ষং বীরং) ন অবিন্দত (ন লেভে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে বংশে জাত হিরণ্যাক্ষ একাকী গদাহস্তে দিগ্‌বিজয়ের জন্য সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও নিজের যোগ্য প্রতিপক্ষ লাভ করেন নাই।৫

বিশ্বনাথ—যতো যত্র কুলে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যে বংশে (জাত হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও লাভ করেন নাই।) ॥ ৫ ॥

যং বিনির্জ্জিত্য কৃচ্ছ্রেণ বিষ্ণুঃ ক্ষ্মোদ্ধার আগতম্।
আত্মানং জয়িনং মেনে তদ্বীর্য্যং ভূর্য্যনুস্মরন্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—ক্ষ্মোদ্ধারে (ভূম্যাঃ উদ্ধরণে) আগতং যং (হিরণ্যাক্ষং) বিষ্ণুঃ (ধৃতবরাহরূপঃ) কৃচ্ছ্রেণ (অতিপ্রয়াসেন) বিনির্জ্জিত্য (হত্বা) ভূরিঃ (অধিকং) তদ্‌বীর্য্যম্ অনুস্মরন্ আত্মানং জয়িনং মেনে (স্বচীকার) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীর উদ্ধারকালে বরাহরূপধারী বিষ্ণু সমাগত হিরণ্যাক্ষকে অতি কষ্টে বিনাশপূর্ব্বক তদীয় অসামান্য বীর্য্য স্মরণ করিতে করিতে আপনাকে বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
হন্তুং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥ ৭ ।

অন্বয়ঃ—তদ্বধং (তস্য হিরণ্যাক্ষস্য বধং) নিশম্য (শ্রুত্বা তস্য) ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ক্রুদ্ধঃ (সন্), ভ্রাতৃহণং (ভ্রাতুর্হন্তারং বিষ্ণুং) হন্তুং (মারয়িতুং জ্ঞাতুং বা) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) নিলয়ং (স্থানং) জগাম (গতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যাক্ষের বধ শ্রবণ করিয়া তদীয় ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে নিধন করিবার জন্য তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তমায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ।
চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শূলপাণিং কৃতান্তবৎ (মৃত্যুমিব) আয়ান্তং তং (হিরণ্যকশিপুম্) সমালোক্য (দৃষ্ট্বা) মায়াবিনাং বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) কালজ্ঞঃ (তত্তৎকালকর্ত্তব্যাভিজ্ঞঃ) বিষ্ণুঃ চিন্তয়ামাস ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুকে শূলহস্তে কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া মায়াবিগণের প্রধান এবং কালোচিত কর্ত্তব্যবিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

যতো যতোঽহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভৃতামিব।
অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্‌দৃশঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং যতঃ যতঃ (যত্র যত্র যাস্যামি), তত্র (এব) অসৌ (হিরণ্যকশিপুঃ) প্রাণভৃতাং (জীবানাং) মৃত্যুঃ ইব (যাস্যতি মাং ন ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ) অতঃ অহং পরাগ্‌দৃশঃ (বহির্দৃষ্টেঃ) অস্য হৃদয়ম্ (এব) প্রবেক্ষ্যামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমি যেখানে যেখানে যাইব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবগণের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করিবে। অতএব আমি এই বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন দৈত্যের হৃদয়েই প্রবেশ করিব ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র যত্রাহং যাস্যামি। তত্রৈবাসৌ মাং ন ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ। পরাগ্‌দৃশঃ পরান্ শত্রূন্ অঞ্চন্ত্যঃ প্রাপ্নুবত্যো দৃশো দৃষ্টয়ো যস্য তস্য, পক্ষে বহির্দর্শিনঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ যতঃ'—যেখানে যেখানেই আমি যাইব, সেই সেই স্থানেই এই দৈত্য আমাকে পরিত্যাগ করিবে না—এই অর্থ। 'পরাগ্‌দৃশঃ'—শত্রুগণকে অনুসরণপূর্ব্বক প্রাপ্ত হয় যাহার চক্ষু, পক্ষে—বাহ্যদৃষ্টিশালী (এই দৈত্যের হৃদয়ের মধ্যেই প্রবেশ করিব।) ॥ ৯ ॥

এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীর-
মাধাবতো নির্ব্বিবিশেঽসুরেন্দ্র।
শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহ-
স্তৎপ্রাণরন্ধ্রেণ বিবিগ্নচেতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরেন্দ্র! (বলে!) এবং নিশ্চিত্য বিবিগ্নচেতাঃ (বিবিগ্নং ভয়েন কম্পিতং চেতো যস্য সঃ, অনুকম্পিতচেতাঃ ইতি বাস্তবঃ অর্থঃ) শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহঃ (তৎশ্বাসানিলে অন্তর্হিতঃ অন্তর্ধায় স্থিতঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মীভূতঃ দেহঃ যস্য সঃ) সঃ (বিষ্ণুঃ) তৎপ্রাণরন্ধ্রেণ (তস্য রিপোঃ প্রাণরন্ধ্রেণ নাসামার্গেণ) আধাবতঃ (বেগেনাগচ্ছতঃ) রিপোঃ শরীরং নির্ব্বিবিশে (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যরাজ! ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর শ্বাসবায়ুতে আপনার সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় শরীর অন্তর্হিত করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে (বাস্তব অর্থ কৃপাপরবশ-চিত্তে) বেগবান্ রিপুর নাসা পথদ্বারা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১০

বিশ্বনাথ—শ্বাসানিলেঽন্তর্হিতঃ—অন্তর্দ্ধায় স্থিতঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মীভূতো দেহো যস্য সঃ। বিবিগ্নচেতাঃ—ভীতচিত্তঃ। অত্র 'নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিন' ইতিবদ্ভগবতো মৃষোক্তেরপি বাস্তবত্বাৎ ধ্যানাদিভিস্তৎপদপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ আত্মারামৈরপ্যাস্বাদ্যমানত্বাৎ বাস্তবার্থব্যাচিখ্যা সা নেষ্টা মিথ্যা-ভয়-লোভ-কাম-ক্রোধাদয়ো দোষা হি জীব এব, ভগবতি তু ভক্তবাৎসল্যাদি-রসপুষ্ট্যর্থং মহাগুণায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্বাসানিলান্তর্হিত-সূক্ষ্মদেহঃ' —শত্রুর শ্বাসবায়ুর মধ্যে নিজের অতিসূক্ষ্ম দেহটি লুকায়িত রাখিয়া যিনি অবস্থান করিতেছিলেন। 'বিবিগ্নচেতাঃ'—ভীতচিত্ত (ভগবান্ বিষ্ণু)। এখানে 'নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ' (১০।৮। ৩৫),—অর্থাৎ মা! আমি মৃত্তিকাভক্ষণ করি নাই, সকলে মিথ্যা বলিতেছে, মৃদ্ভক্ষণলীলায় শ্রীভগবানের এই উক্তির ন্যায় ভগবানের মিথ্যা বাক্যেরও বাস্তবত্ব, ধ্যানাদির দ্বারা তাঁহার চরণকমল প্রাপ্তির সাধনত্ব, আত্মারামগণেরও আস্বাদ্যমানত্ব—এইরূপ বাস্তবার্থের অন্বেষণ ইষ্টসাধক নহে, যেহেতু মিথ্যা, ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধাদি জীবেই দোষাবহ, কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তবাৎসল্যাদি রসপুষ্টির নিমিত্ত উহাই মহান্ গুণরূপে পরিগণিত হয়, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্য-
মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ।
ক্ষ্মাং দ্যাং দিশঃ খং বিবরান্ সমুদ্রান্
বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) শূন্যং তন্নিকেতং (তস্য বিষ্ণোর্নিকেতং স্থানং) পরিমৃশ্য (স্থানম্ অন্বিষ্য) অপশ্যমানঃ (বিষ্ণুম্ অপশ্যন্) কুপিতঃ (সন্) ননাদ। (নাদমকার্ষীৎ ততশ্চ) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) দ্যাং (স্বর্গং), দিশঃ, খম্, (অন্তরীক্ষং) বিবরান্ সমুদ্রান্ (চ) বিচিন্বন্, (অন্বিষ্যন্ সঃ) বীরঃ বিষ্ণুং ন দদর্শ (অন্তঃপ্রবিষ্টত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর স্থান শূন্য দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। অতঃপর পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিক্ আকাশ, রন্ধ্রভাগ এবং সমুদ্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও বীর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১১ ॥

অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়ান্বিষ্টমিদং জগৎ।
ভ্রাতৃহা মে গতো নূনং যতো নাবর্ত্ততে পুমান্ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(তম্) অপশ্যন্ ইতি (বক্ষ্যমাণং) হ (নিশ্চিতম্) উবাচ—(তদেবাহ) ময়া ইদং (সর্ব্বমপি) জগৎ অন্বিষ্টম্ (অন্বেষিতং তথাপি ন সঃ লব্ধঃ অতঃ) মে ভ্রাতৃহা (বিষ্ণুঃ) পুমান্ যতঃ (সকাশাৎ) ন আবর্ত্ততে, (তদ্ ব্রহ্মৈব) নূনং গতঃ (নিত্যমুক্তত্বাদিতি মৃতোঽভবদিতি তদভিপ্রায়ঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ —অতঃপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করিলাম কিন্তু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলাম না; অতএব লোকসকল যে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় না; বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেই স্থানে গমন করিয়াছে অর্থাৎ মৃত্যুলাভ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যতো নাবর্ত্ততে পুমানিতি মত্তয়াদেব মৃত ইত্যর্থঃ। বৌদ্ধানাং মতে মরণস্যৈব মুক্তিত্বং তদেব তস্য মতম্। বস্তুতস্তু যতঃ পুমাংস্তত্ত্বক্তো নাবর্ত্ততে তৎ স্বীয়ধামৈব গত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতো নাবর্ত্ততে পুমান্'—যে স্থান হইতে কোন লোক আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, অর্থাৎ আমার ভয়ে (আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণু) মৃতই হইয়াছে—এইরূপ অর্থ হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের মতে—মরণেরই মুক্তিত্ব, সেইরূপই তাহার মত। কিন্তু বাস্তবার্থ—যে স্থান হইতে তাঁহার ভক্ত সংসারে আর প্রত্যাগমন করেন না, সেই স্বীয় নিত্য ধামেই তিনি বিরাজমান ছিলেন ॥ ১২ ॥

বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপবৃংহিতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এতাবান্ বৈরানুবন্ধঃ আমৃত্যোঃ (হিরণ্যকশিপোঃ মৃত্যুপর্য্যন্তং ভবতি) ইহ (সংসারে) দেহিনাং (দেহে নিগূঢ়াভিমানবতাং শূরাণাম্) অহংমানোপবৃংহিতঃ (অহঙ্কারেণ উপবৃংহিতঃ) মন্যুঃ (ক্রোধবিশেষঃ ভবতি যতঃ সঃ) অজ্ঞানপ্রভবঃ (অজ্ঞানজাতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ছিল। ইহ জগতে দেহাভিমানী বীরগণের অহঙ্কার ও অভিমান-পুষ্ট ক্রোধই বর্ত্তমান থাকে; কারণ, উহা অজ্ঞানপ্রসূত। তাৎপর্য্য—দেহাভিমানিগণের কেবলমাত্র অহঙ্কারজনিত ক্রোধমাত্র থাকে, বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ থাকে না। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধও ছিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৈরানুবন্ধঃ খল্বেতাবানেব যাবান্ হিরণ্যকশিপোঃ আমৃত্যোঃ মৃত্যুপর্য্যন্তো বিষ্ণুপর্য্যন্তশ্চ মহাশৌর্য্যোৎসাহহেতুক ইতি ভাবঃ। ইহ সংসারে দেহিনামন্যেষান্তু মন্যুরেব ন তু বৈরানুবন্ধঃ। যতঃ স মন্যুরজ্ঞানপ্রভবো মোহহেতুকঃ ক্রোধবিশেষ এব তথা অহংমানঃ অহং শূর ইতি মনোঽভিমানমাত্রং শৌর্য্যাভাবেঽপ্যাত্মনি শৌর্য্যমননং তেন উপবৃংহিতঃ বিস্তারিতঃ বৈরানুবন্ধস্ত্বেকস্য হিরণ্যকশিপোরেবাত্র জগতি দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈরানুবন্ধঃ'—বৈরানুবন্ধ অর্থাৎ শত্রুতার স্থায়িত্ব এরূপই হওয়া উচিত, যেমন হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুপর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপর্য্যন্ত ছিল, উহা তাঁহার মহান্ শৌর্য্যোৎসাহের হেতু, এই ভাব। কিন্তু এই সংসারে অন্যান্য দেহাভিমানিগণের ক্রোধই, উহা বৈরানুবন্ধ নহে। কারণ এজগতের বৈরানুবন্ধ অজ্ঞানপ্রসূত মোহহেতুক ক্রোধবিশেষ এবং 'অহংমানোপবৃংহিতঃ'—অহঙ্কারদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়, এখানে অহঙ্কার বলিতে 'আমি বীর'—এইরূপ অভিমানমাত্র, অর্থাৎ বীরত্ব না থাকিলেও নিজকে বীর বলিয়া মনে করা। কিন্তু বিষ্ণুপর্য্যন্ত স্থায়ী বৈরানুবন্ধ এজগতে একমাত্র হিরণ্যকশিপুরই দৃষ্ট হয়—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ।
স্বমায়ুর্দ্বিজলিঙ্গেভ্যো দেবেভ্যোঽদাৎ স যাচিতঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ—দ্বিজবৎসলঃ প্রহ্লাদপুত্রঃ (প্রহলাদস্য পুত্রঃ) তে (তব) পিতা (বিরোচনস্তু) তদ্বিদ্বান্ (দ্বিজবেশধারিণঃ মদ্বৈরিণঃ দেবাঃ এব এতে ন তু দ্বিজাঃ ইতি জানন্নপি) সঃ যাচিতঃ (সন্) স্বম্ আয়ুঃ (স্বীয়মায়ুঃ) দ্বিজলিঙ্গেভ্যঃ (ব্রাহ্মণবেশধারিভ্যঃ) দেবেভ্যঃ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণবৎসল, প্রহলাদপুত্র আপনার পিতা বিরোচন দ্বিজবেশধারী নিজশত্রু দেবগণকে জানিতে পারিয়াও তাঁহাদের প্রার্থনায় স্বীয় আয়ু তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব পিতা বিরোচনস্তু প্রহলাদস্য পুত্রঃ তদ্বিদ্বান্ বৈরানুবন্ধং জানন্নপি দ্বিজলিঙ্গেভ্যো দ্বিজবেশধারিভ্যো দেবেভ্যঃ স্বমায়ুরদাৎ। যতো দ্বিজবৎসলঃ। তেষাং বৈরিত্বজ্ঞানেঽপি দ্বিজবেশধারিত্ব এব প্রীতিমান্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তব পিতা'—প্রহলাদের পুত্র এবং আপনার পিতা বিরোচন, 'তদ্বিদ্বান্'—ব্রাহ্মণবেশধারী নিজশত্রু দেবতাগণকে চিনিতে পারিয়াও তাহাদের প্রার্থনানুসারে নিজের আয়ুঃ পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি 'দ্বিজবৎসলঃ'—ব্রাহ্মণবৎসল, অর্থাৎ তাহাদের শত্রুতা জানিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবেশধারী, এইজন্যই প্রীতিমান্ ছিলেন ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—

বলিরপ্যসুরাবেশাৎ স্তবন্নপি জনার্দ্দনং।
আক্ষিপত্যন্তয়া ক্বাপি প্রহলাদো নিত্যভক্তিমান্ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৪ ॥

ভবানাচরিতান্ ধর্ম্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ পূর্ব্বজৈঃ শূরৈরন্যৈশ্চোদ্দামকীর্ত্তিভিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ গৃহমেধিভিঃ (গৃহস্থৈঃ) ব্রাহ্মণৈঃ (শুক্রাদিভিঃ) পূর্ব্বজৈঃ (বিরোচনাদিভিঃ) উদ্দামকীর্ত্তিভিঃ (উদ্দামাঃ বিপুলা কীর্ত্তিঃ যেষাং তৈঃ) অন্যৈঃ চ শূরৈঃ আচরিতান্ (অনুষ্ঠিতান্) ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আপনিও গৃহমেধী শুক্রাদি-ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোচনাদি মহাজন এবং বিপুলকীর্ত্তি অন্যান্য বীরগণের আচরিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদা মম ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দৈত্যেন্দ্র ! তস্মাৎ (এতাদৃশকুলে প্রসূতত্বাৎ (বরদর্ষভাৎ ত্বত্তঃ অহম্ ঈষৎ মম পদা (পাদেন) সম্মিতানি ত্রীণি পদানি (ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ইত্যুপরিষ্টাদুক্তেস্ত্রীন্ পাদবিক্ষেপান্ ব্যাপ্য যা মহী তাং) মহীং বৃণে, (যাচে তাবত্যেব মম পর্ণশালা ভবিষ্যতি। বৃত্তিস্ত্বাজগরী মম ভূয়স্যেবেতি ভাবঃ বলিং বোধয়িতুম্ ইষ্টঃ মম পদা সম্মিতী নীতি-ত্রিবিক্রমপদাভিপ্রায়েণ ন চানৃতবাদস্তত্রাপি স্বপদানপগমৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যরাজ ! এতাদৃশ কুলজাত বরদাতৃগণের অগ্রগণ্য আপনার নিকট আমি কেবল নিজপদ-পরিমিত ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিতেছি ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—পদানি ত্রীণীতি। ত্রিভিঃ ক্রমৈরিত্যুপরিষ্টাদুক্তেস্ত্রীন্ পাদবিক্ষেপান্ ব্যাপ্য যা মহী তামীষন্মাত্রীম্ ইতি তাবত্যেব মহ্যা মম পর্ণশালা ভবিষ্যতি। বৃত্তিস্ত্বাজগরী মম ভূয়স্যেবেতি ভাবো বলিং বোধয়িতুমিষ্টঃ, মম পদা সম্মিতানীতি ত্রিবিক্রমপদাভিপ্রায়েণ ন চানৃতবাদস্তত্রাপি স্বপদানপগমাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদানি ত্রীণি'—আমার পদদ্বারা পরিমিত ত্রিপাদ ভূমিই আমার প্রার্থনীয়। এখানে 'ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ' (৩৩ শ্লোক)—অর্থাৎ তিনবার পদবিন্যাসের দ্বারা তিন লোকই অধিকার করিবেন, এই পরবর্ত্তী উক্তি অনুসারে, তিনটি পাদবিক্ষেপের দ্বারা ব্যাপ্ত যে ভূমি, তাহার 'ঈষৎ', অর্থাৎ কিঞ্চিৎমাত্র ভূমি প্রার্থনা করি, ইহার দ্বারাই আমার একটি ক্ষুদ্র পর্ণশালা হইবে, আর আমার আজগরী বৃত্তি, কাজেই উহাতে যথেষ্টই হইবে—এইরূপ অর্থ বলিমহারাজের বোধের নিমিত্ত। বস্তুতঃ, 'মম পদা সম্মিতানি'—আমার নিজপাদের পরিমিত, ইহা ত্রিবিক্রমরূপের পদের অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও মিথ্যাভাষণ হয় নাই, যেহেতু তাহাও নিজপদই ॥ ১৬ ॥

নান্যৎ তে কাময়ে রাজন্ বদান্যাজ্জগদীশ্বরাৎ ।
নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্ যাবদর্থ প্রতিগ্রহঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! বদান্যাৎ (উদারাৎ) জগদীশ্বরাৎ (বহু দানে সমর্থাৎ অপি) তে (ত্বত্তঃ) অন্যৎ (পাদবিক্রমত্রয়পরিমিতভূমেরধিকারং) ন কাময়ে, (ন প্রার্থয়ে যতঃ) যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ (যাবদর্থমেব প্রতিগ্রহঃ যস্য সঃ যাবন্তস্তবার্থাস্তেষাং সর্ব্বেষামেব পরিগ্রহঃ যস্য সঃ মল্লক্ষণঃ) বিদ্বান্ (জনঃ) এনঃ (কষ্টং) ন প্রাপ্নোতি বৈ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আপনি উদারচিত্ত এবং বহুদানে সমর্থ তথাপি আমি আপনার নিকট অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না । যেহেতু প্রয়োজন পরিমিত-দান গ্রহণ করিয়া বিদ্বানব্যক্তি পাপভাগী হন না ॥১৭

বিশ্বনাথ—যাবত অর্থঃ প্রয়োজনং তাবত এব প্রতিগ্রহো যস্য সঃ । তাবত এবেতি পদদ্বয়স্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ । পক্ষে—যাবন্তস্তবার্থাস্তেষাং সর্ব্বেষামেব প্রতিগ্রহো যস্য স মল্লক্ষণোহয়ং বিদ্বান্ ন এনঃ কষ্টং প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবদর্থ-প্রতিগ্রহঃ'—যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই প্রতিগ্রহ (স্বীকরণ) যাহার, অর্থাৎ প্রয়োজনের অনতিরিক্ত দান গ্রহণ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপভাগী হন না । পক্ষে—যত পরিমাণ আপনার অর্থ (সম্পদ্) রহিয়াছে, সে সমস্তই প্রতিগ্রহ যাহার, সেইরূপ আমাকে জানিলে কেহ কষ্টভোগ করে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলিরুবাচ—

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসম্মতাঃ ।
ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচঃ,—(হে) ব্রাহ্মণদায়াদ ! (ব্রাহ্মণপুত্র !) তে (তব) বাচঃ বৃদ্ধসম্মতাঃ (বৃদ্ধানাং সম্মতাঃ), ত্বং (তু) বালঃ বালিশমতিঃ (বালিশানাম্ অজ্ঞানম্ ইব মতির্যস্য সঃ চ অতএব) স্বার্থং প্রতি যথা (বস্তুতঃ) অবুধঃ (অজ্ঞ এব বস্তুতস্তু বালঃ বাল ইব অবালিশমতিশ্চেতি গূঢ়ার্থঃ স্বার্থং প্রত্যবুধঃ ইতি চ ভক্তানাম্ এবার্থং বুধ্যসে ন স্বার্থং, পরিপূর্ণস্য তব তদ্ব্যতিরেকেণ স্বার্থাভাবাদিত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলিরাজ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ-কুমার ! তোমার বাক্য বৃদ্ধগণেরও আদরণীয় কিন্তু তুমি বালক এবং তোমার বুদ্ধি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায়, এইজন্য তুমি নিজ স্বার্থবিষয়ে বস্তুতই অজ্ঞান ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণদায়াদ,—হে বিপ্রসূনো ! ব্রহ্মণ্যত্বাৎ ব্রাহ্মণেভ্যো দায়ম্ আ সম্যক্তয়া দদাতীতি বস্ত্বর্থঃ সরস্বতী-প্রযুক্তঃ, কিন্তু ত্বং বালঃ যথান্যো বালিশমতিস্তথৈব স্বার্থং প্রতি ত্বম্ অবুধঃ, বস্তুতো মহাবুধো ভবন্নপীতি ভাবঃ । বস্ত্বর্থস্তু ত্বং ভক্তবৎসলত্বাদ্ভক্তার্থমেব বুদ্ধ্যসে, স্বার্থং প্রতি তু ন বুধ্যসে, ইব ইত্যবুধঃ । পরিপূর্ণস্য তব ভক্তপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ স্বপ্রয়োজনাভাবাদিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রাহ্মণদায়াদ'— হে ব্রাহ্মণতনয় ! সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবিক অর্থ—ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হিতকারী বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রয়োজনীয় বস্তু যিনি সম্যক্‌রূপে দান করেন। কিন্তু তুমি বালক, অন্য জড়বুদ্ধি বালক যেমন নিজের স্বার্থ বুঝে না, সেরূপ তুমি অবুধ, বস্তুতঃ মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াও তুমি অবোধ। বাস্তবিক পক্ষে—তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তেরই প্রয়োজন বুঝিয়া থাক, কিন্তু নিজের প্রয়োজন জান না, ইহাতে অবুধ, অর্থাৎ পরিপূর্ণ তোমার ভক্তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিজের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানামেকমীশ্বরম্ ।
পদত্রয়ং বৃণীতে যোঽবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুষম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—লোকানাং (ত্রয়াণাম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) ঈশ্বরম্ (স্বামিনম্ অতএব) দ্বীপদাশুষং (জম্বাদের্দ্বীপস্য দাতারং) মাং বচোভিঃ সমারাধ্য (প্রসাদ্য) যঃ (ভবান্) পদত্রয়ং বৃণীতে, (সঃ) অবুদ্ধিমান্ (বস্তুতস্তু বুদ্ধিমান্ ইত্যেবচ্ছেদঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তুমি ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর এবং জম্বুদ্বীপাদির দানকর্ত্তা, আমাকে বাক্যে প্রসন্ন করিয়া ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রার্থনা করিতেছ সেজন্য বাস্তবিকই তুমি বুদ্ধিহীন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যো ভবানিতি শেষঃ । বুদ্ধিমান্ সন্নপি দ্বীপদায়িনম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ'—যে তুমি, বুদ্ধিমান্ হইয়াও 'দ্বীপ-দাশুষং'—দ্বীপপ্রদানে সমর্থ (আমার নিকট ত্রিপাদ ভূমিমাত্র প্রার্থনা করিতেছ।) ॥ ১৯ ॥

ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমর্হতি ।
তস্মাদ্‌বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥২০

অন্বয়ঃ—(হে) বটো ! (যস্মাৎ) পুমান্ মাম্ উপব্রজ্য (যাচিত্বা) ভূয়ঃ (অন্যং) যাচিতুং ন অর্হতি, তস্মাৎ কামং (যথেচ্ছং) বৃত্তিকরীং (জীবিকাসম্পাদনযোগ্যাং) ভূমিং মে (মত্তঃ) প্রতীচ্ছ (গৃহাণ)॥২০॥

অনুবাদ—হে বালক ! আমার নিকট যাচঞ্ঞাকারী আর অন্যের নিকট যাচঞ্ঞা করিতে যোগ্য নহে, অতএব তুমি স্বকীয় জীবিকানির্ব্বাহ-যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
ন শক্নুবন্তি তে সর্ব্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) নৃপ ! ত্রিলোক্যাং যাবন্তঃ প্রেষ্ঠাঃ (প্রিয়াঃ) বিষয়াঃ (দেশাঃ) তে সর্ব্বে (অপি) অজিতেন্দ্রিয়ং (পুরুষং) প্রতিপূরয়িতুম্ (তৃপ্তিং কারয়িতুং) ন শক্নুবন্তি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্। ত্রিলোকীর মধ্যে যে সকল পরমপ্রিয় বিষয়সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সন্তুষ্টং মামেতাবতৈব দানেন পূরয়। ন হ্যসন্তুষ্টং ত্বমপি পূরয়িতুং সমর্থোঽসীত্যাহ যাবন্ত ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্তুষ্ট আমাকে এতটুকু দানের দ্বারাই পূর্ণ কর, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে তুমিও পূর্ণ করিতে সমর্থ নও, ইহা বলিতেছেন—'যাবন্তঃ' ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

ত্রিভিঃ ক্রমৈরসন্তুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্য্যতে ।
নববর্ষসমেতেন সপ্তদ্বীপবরেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ (পদৈঃ পদবিক্রমত্রয়-পরিমিতভূভাগেন যদি) অসন্তুষ্টঃ (তদা) সপ্তদ্বীপ-বরেচ্ছয়া (সপ্তানাং দ্বীপবরাণাম্ ইচ্ছয়া হেতুনা) নববর্ষসমেতেন দ্বীপেন অপি ন পূর্য্যতে (একদ্বীপলাভে সপ্তদ্বীপলাভেচ্ছা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ত্রিপাদভূমি-লাভে আমার সন্তোষ না জন্মিলে, নববর্ষের সহিত একটী দ্বীপলাভ করিয়া (পুনরায়) সপ্তদ্বীপ-লাভের ইচ্ছা হইবে সুতরাং আমার কামনা পূর্ণ হইবে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নববর্ষসমেতেনাপি দ্বীপবরাণাম্ ইচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নববর্ষসমেতেন'—নববর্ষ-সমন্বিত একটি দীপ পাইলেও তাহার সন্তোষ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তখন তাহার সপ্তদ্বীপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে ॥ ২২ ॥

সপ্তদ্বীপাধিপতয়ো নৃপা বৈণ্যগয়াদয়ঃ ।
অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণায়া ইতি ন শ্রুতম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—বৈণ্যগয়াদয়ঃ (বৈণ্যঃ পৃথুঃ গয়শ্চাদির্যেষাং তে) নৃপাঃ সপ্তদ্বীপাধিপতয়ঃ (অপি) অর্থৈঃ কামৈঃ (চ হেতুভিঃ) তৃষ্ণায়াঃ অন্তং ন গতাঃ ইতি নঃ (অস্মাভিঃ) শ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আমরা শুনিয়াছি যে, পৃথু, গয় প্রভৃতি নৃপগণ সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াও অর্থ এবং কামবিষয়ে তৃষ্ণার অবধি প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২৩ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ত্ততে সুখম্ ।
নাসন্তুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃচ্ছয়া (প্রারব্ধবশাৎ) উপপন্নেন (প্রাপ্তেনান্নাদিনা) সন্তুষ্টঃ সুখং (যথা স্যাৎ তথা) বর্ত্ততে, (যস্তু) অজিতাত্মা অসন্তুষ্টঃ (চ সঃ) উপসাদিতৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (অপি সুখং) ন (বর্ত্ততে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্মবশে যদৃচ্ছালব্ধবস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট ব্যক্তি যেরূপ সুখে অবস্থান করে, অজিতেন্দ্রিয়, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ত্রিলোক-লাভ করিয়াও তাদৃশ সুখী হয় না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অজিতাত্মা অজিতেন্দ্রিয়ঃ। উপসাদিতৈঃ প্রাপ্তৈঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, 'উপসাদিতৈঃ'—ত্রিলোকের সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলেও সুখী হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থকাময়োঃ (বিষয়য়োঃ যঃ) অসন্তোষঃ (সঃ) অয়ং পুংসঃ সংসৃতেঃ (জন্মমরণাদেঃ) হেতুঃ (যশ্চ) যদৃচ্ছয়া উপপন্নেন সন্তোষঃ (সঃ তস্য) মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অর্থ এবং কামবিষয়ে অসন্তোষই পুরুষের সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কারণ, আবার স্বতঃপ্রাপ্ত সন্তোষই মুক্তির হেতু জানিবে ॥ ২৫ ॥

যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে।
তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য (যদৃচ্ছয়া লাভেন তুষ্টস্য) বিপ্রস্য তেজঃ বর্ধতে, অসন্তোষাৎ (তু) তৎ (তেজঃ) অম্ভসা (জলেন) আশুশুক্ষণিঃ ইব (অগ্নিরিব) প্রশাম্যতি (বিনশ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধবস্তু দ্বারা সন্তুষ্টবিপ্রের তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার অসন্তোষ হইতে জলসংযোগে অগ্নির ন্যায় তেজঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আশুশুক্ষণিরগ্নিঃ ॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশুশুক্ষণিঃ' -- সর্ব্বদাই শুষ্ক করিতে যে ইচ্ছা করে, অগ্নি (অর্থাৎ জলদ্বারা যেরূপ অগ্নির বিনাশ হয়, ব্রহ্মতেজও সেরূপ অসন্তোষ-হেতু বিলুপ্ত হইয়া থাকে।) ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্বরদর্ষভাৎ।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সন্তোষস্যৈব শ্রেয়স্করত্বাৎ) বরদর্ষভাৎ (অপি) ত্বৎ (ত্বত্তঃ) ত্রীণি পদানি এব (ত্রিপদবিক্রমপরিমিতাং ভূমিম্ এব) বৃণে, (যাচে) এতাবত এব (এতাবদ্ভূমিলাভেনৈব) অহং সিদ্ধঃ, (কৃতার্থঃ এতাবতৈব সর্ব্বস্বাপহারসিদ্ধেরিতি গূঢ়ং অভিপ্রায়ঃ যতঃ) যাবৎ প্রয়োজনম্ (এব) বিত্তং (সুখদং ভবতি অধিকস্য চিন্তা শোকক্লেশাদিহেতুত্বাৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব দাতৃগণের শ্রেষ্ঠ আপনার নিকট আমি ত্রিপাদভূমির প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইব, যেহেতু প্রয়োজনের অনুরূপ বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধোঽহং কৃতার্থ ইত্যেতাবতৈব সর্ব্বস্বাপহারসিদ্ধেরিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। যাবৎ যৎ প্রমাণকং বিত্তং প্রয়োজনকং ভবেত্তাবদেব গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিদ্ধঃ অহম্'—কৃতার্থ হইব, অর্থাৎ এই ত্রিপদ পরিমিত ভূমির দ্বারাই তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণকার্য্য আমার সিদ্ধ হইবে—এই গূঢ় অভিপ্রায়। 'যাবৎ'—যে পরিমাণ বিত্ত প্রয়োজন হইবে, তাহাই গ্রহণীয়, এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহবাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।
বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি উক্তঃ (ভগবতা এবং কথিতঃ) সঃ (বলিঃ) হসন্ (সন্), বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ (ইতি) আহ, (এবমুক্ত্বা চ) বামনায় মহীং দাতুং জলভাজনং জগ্রাহ (সঙ্কল্পার্থং জলপাত্রং গৃহীতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিলে, বলিরাজ হাস্যপূর্ব্বক তোমার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ কর এই কথা বলিলেন। অতঃপর বামনদেবকে ভূমি দান করিবার জন্য সঙ্কল্পার্থ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণবে ক্ষ্মাং প্রদাস্যন্তমুশনা অসুরেশ্বরম্।
জানংশ্চিকীর্ষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাংবরঃ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) বিষ্ণোঃ চিকীর্ষিতং (সর্ব্বস্বাপহারলক্ষণং) জানন্ বিদাং (জ্ঞানিনাং) বরঃ উশনাঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) বিষ্ণবে (বামনায়) ক্ষ্মাং (ভূমিং) প্রদাস্যন্তং শিষ্যম্ অসুরেশ্বরং (বলিং) প্রাহ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য তৎকালে বিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভূমি দানে উদ্যত শিষ্য অসুরপতি বলিকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিদাং বরঃ ইতি বামনস্য পরোক্ষং প্রাহেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদাং বরঃ'—জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য, ইহা বলায় বামনদেবের পরোক্ষে ইহা বলিয়াছিলেন, এরূপ অর্থ ॥ ২৯ ॥

———

শ্রীশুক্র উবাচ—

এষ বৈরোচনে সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
কশ্যপাদদিতের্জাতো দেবানাং কার্য্যসাধকঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক্রঃ উবাচ,—(হে) বৈরোচনে! এষঃ (বামনরূপঃ) দেবানাং কার্য্যসাধকঃ (সন্), কশ্যপাৎ অদিতেঃ জাতঃ অব্যয়ঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুঃ (এব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে বিরোচননন্দন! ইনি অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্যসাধনার্থ কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

———

প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা।
ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোহনয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অনর্থম্ অজানতা ত্বয়া যৎ এতস্মৈ প্রতিশ্রুতং (ভূমিদানং প্রতিজ্ঞাতং তদহং) সাধু (সমীচীনং) ন মন্যে, (অতঃ) দৈত্যানাং মহান্ অনয়ঃ (অন্যায়ঃ) উপগতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তুমি অনর্থ জানিতে না পারিয়া ইহাকে যে, ভূমিদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমি সমীচীন মনে করিতেছি না, ইহা হইতে দৈত্যগণের অত্যন্ত অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—উপগতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপগতঃ'—দৈত্যগণের মহান্ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

———

এষ তে স্থানমৈশ্বর্য্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্।
দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—মায়ামাণবকঃ (মায়য়া মাণবকঃ ব্রহ্মচারিরূপঃ) এষঃ হরিঃ তে (তব) স্থানম, ঐশ্বর্য্যং, শ্রিয়ং, তেজঃ, যশঃ, শ্রুতং (চ) আচ্ছিদ্য (অপহৃত্য) শক্রায় (ইন্দ্রায়) দাস্যতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই কপট ব্রহ্মচারিবেশী হরি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, যশ ও জ্ঞান সমস্ত হরণ করিয়া ইন্দ্রকে দান করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হরিঃ সর্ব্বস্বং হরিষ্যতীত্যর্থঃ। মনঃপর্য্যন্তঞ্চ ইতি বাস্তবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন, এই অর্থ, বাস্তবিকপক্ষে—তোমার মন পর্য্যন্ত হরণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

———

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ময়া পদত্রয়মেব প্রতিশ্রুতং নাধিকং তত্রাহ—) বিশ্বকায়ঃ (বিশ্বরূপঃ) (ভূত্বা) ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ (পাদবিন্যাসৈঃ) ইমান্ (ত্রীন্) লোকান্ ক্রমিষ্যতি, কথং (পরিচ্ছিদ্য গ্রহীষ্যতি হে) মূঢ়ঃ! সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা কথং বর্ত্তিষ্যসে (জীবিষ্যসি) ॥ ৩৩

অনুবাদ—ইনিই বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া পদত্রয়বিন্যাসে ত্রিলোক অধিকার করিবেন। হে মূঢ়! এইরূপে সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া তুমি কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ময়া পদত্রয়মেব প্রতিশ্রুতং নাধিকং তত্রাহ ত্রিভিরিতি। ক্রমৈঃ পাদবিন্যাসৈঃ, ক্রমতামিতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বস্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমি ত্রিপাদ ভূমি মাত্র দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অধিক নয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ', (ত্রিবিক্রমরূপে) তিনবার পদবিন্যাস দ্বারাই

এই তিন লোক অধিকার করিবেন। যদি বলেন—অধিকার করে, করুন, তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বস্বং' ইত্যাদি (অর্থাৎ এইরূপে তুমি বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিজে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?) ॥৩৩

—

ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি প্রতিশ্রুতং সম্পাদনীয়ম্ এবেতি চেৎ তত্রাহ—) একেন পদা (পাদন্যাসেন) গাং (ভূমিং) ক্রমতঃ দ্বিতীয়েন (পদা) দিবং (স্বর্গং) ক্রমতঃ মহতা কায়েন খং চ (অন্তরীক্ষঞ্চ ক্রমতঃ) বিভোঃ (বিশ্বরূপস্য ভগবতঃ) তার্তীয়স্য (তৃতীয়-পাদন্যাসস্য) কুতঃ গতিঃ (ভবিষ্যতি)॥ ৩৪॥

অনুবাদ—ইনি যৎকালে একপদবিন্যাসে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদবিক্ষেপে স্বর্গ এবং বিরাট্ শরীর দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করিবেন, তখন ইহার তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান কোথায় হইবে॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ—প্রতিশ্রুতং কথং ন সম্পাদনীয়মিতি চেত্তত্র সর্ব্বস্বে দত্তেঽপি তদেবং প্রতিশ্রুতং ন সংপৎস্যতে, ইত্যাহ—দ্বাভ্যাং ক্রমতঃ ক্রমমাণস্য তার্তীয়স্য তৃতীয়স্য। যদ্বা, তার্তীয়স্য তৃতীয়সম্বন্ধিনঃ তৃতীয়-পদক্রমস্য বস্তুনঃ কুতো হেতো গতিঃ প্রাপ্তিস্তে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—প্রতিশ্রুতি কিজন্য সম্পন্ন করিব না? ইহার উত্তরে—সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও এইরূপ প্রতিশ্রুতি কখনই পালন করা যাইবে না, ইহা বলিতেছেন—'দ্বাভ্যাং'—দুইটি পাদ-বিক্ষেপেই দ্যাবাপৃথিবী অধিকার করিলে তৃতীয় পদ-বিন্যাসের স্থানই বা কোথায় হইবে? অথবা—'তার্তীয়স্য', তৃতীয় পদক্রমের বস্তুর কিপ্রকারে উপায় হইবে? অর্থাৎ তৃতীয় পদ কোথায় তুমি স্থাপন করিতে দিবে?—এই অর্থ॥ ৩৪॥

—

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্।
প্রতিশ্রুতস্য যোঽনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভবান্ প্রতিশ্রুতস্য প্রতিপাদয়িতুং (প্রতিশ্রুতং পূরয়িতুম্) অনীশঃ (অসমর্থঃ তস্য প্রতিশ্রুতম্) অপ্রদাতুঃ (অপ্রদানশীলস্য) তে (তব) হি (নিশ্চিতং) নরকে (এব) নিষ্ঠাং (স্থিতিং) মন্যে॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—তুমি প্রতিশ্রুতি-পূরণে অসমর্থ হইবে অতএব অঙ্গীকার পালনে অশক্ত তোমার নিশ্চয়ই নরকে স্থিতি হইবে বলিয়া মনে করিতেছি॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—নিষ্ঠাং নিতরাং স্থিতিং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিপাদনে ইত্যর্থঃ। তেন সর্ব্বস্বদানেঽপি নরকস্যাবশ্যকত্বঞ্চেদ্বরং সর্ব্বস্বাদানমেব ভদ্রম্ ঐহিকভোগ-সিদ্ধ্যর্থম্ ইতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিষ্ঠাং'—প্রতিশ্রুত বিষয় প্রদান করিতে না পারার জন্য পরিণামে তোমার নরকেই স্থিতি হইবে। যেহেতু সর্ব্বস্ব দান করিলেও নরকবাস অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে বরং ঐহিকভোগ সিদ্ধির নিমিত্ত, সর্ব্বস্ব দান না করাই মঙ্গলজনক—এই অর্থ॥ ৩৫॥

—

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তিবিপদ্যতে।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—যেন (দানেন) বৃত্তিঃ (জীবিকা) বিপদ্যতে, (বিনশ্যতি আর্য্যাঃ) তৎ দানং ন প্রশংসন্তি, যতঃ লোকে বৃত্তিমতঃ (জীবিকাবতঃ এব পুংসঃ) দানং যজ্ঞঃ তপঃ কর্ম্ম (চ ভবন্তি, ন অন্যস্য ইতি অতঃ বৃত্তিবিপত্তিকরং দানং ন সাধু)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—যে দানে নিজের জীবিকা পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়, শাস্ত্রাচার্য্যগণ তাদৃশ-দানের প্রশংসা করেন না, যেহেতু ইহ সংসারে জীবিকাশীল লোকের পক্ষেই দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ—তদপি যথাশক্তি প্রতিশ্রুতং কথং ন দাস্যামীতি চেত্তত্রাহ নেতি, তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যাম্॥ ৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও যথাশক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু কিজন্য দিব না? এইরূপ বলিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন তদ্দানং'—যে দানের দ্বারা বৃত্তিহানি ঘটে, পণ্ডিতগণ সে দানের প্রশংসা করেন না। 'তপঃ'—তপস্যা বলিতে চিত্তের একাগ্রতা

(অর্থাৎ বৃত্তিশালী ব্যক্তিরই দান, যজ্ঞ, চিত্তের একাগ্রতা বা পূর্ত্তকর্ম্ম সম্ভবপর হয়।)॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ বিদ্বান্) ধর্ম্মায়, যশসে, অর্থায়, (ধনাদিবৃদ্ধ্যুপযোগিব্যাপারায়) কামায়, (কামভোগায়) স্বজনায় চ (স্বজনপরিতোষায় চ ইত্যেবং) পঞ্চধা বিত্তং (ধনং) বিভজন্, ইহ (অস্মিন্ লোকে) অমুত্র (পরলোকে) চ মোদতে (সুখমনুভবতীত্যর্থঃ) ॥৩৭॥

অনুবাদ—অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন পালনের জন্য বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—দানাদাবপি শাস্ত্রীয়া ব্যবস্থা বর্ত্ততে ইত্যাহ ধর্ম্মায়েতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দানাদি বিষয়েও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'ধর্ম্মায়' ইত্যাদি (অর্থাৎ নিজ বিত্তকে ধর্ম্মাদি পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়াই লোকে সুখী হয়) ॥ ৩৭ ॥

অত্রাপি বহ্ব্চৈর্গীতং শৃণু মেঽসুরসত্তম।
সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যন্নেত্যাহানৃতং হি তৎ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ওঁহি প্রতিশ্রুত্য নেতিকথমনৃতং বাচ্যং তত্রাহ—) (হে) অসুরসত্তম! অত্র অপি (সত্যানৃতব্যবস্থায়াম্ অপি) বহ্ব্চৈঃ (যৎ) গীতং, (তৎ) মে (মত্তঃ কথয়তঃ) (ত্বং) শৃণু ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—(যদি বল, প্রতিশ্রুত হইয়া সম্প্রতি কিরূপে মিথ্যা বলিব তাহা হইলে) হে অসুরশ্রেষ্ঠ! এই বিষয়ে বহ্ব্চশ্রুতির বচন আমার নিকট শ্রবণ কর। "ওম্" এইরূপ অঙ্গীকারসহকারে যাহা বলা হয়, উহাই সত্য এবং "না" এইরূপে যাহা বলা হয় উহাই মিথ্যা ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দেয়দ্রব্যসত্ত্বেঽপ্যন্যস্মৈ নাস্তীত্যনৃতবচনং বিনা মম কথমদানমুপপদ্যতাং তত্রাহ—সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ। অত্রাপি সত্যানৃতব্যবস্থায়াম্ ওমিত্যঙ্গীকারেণ যৎ প্রোক্তং তৎ সত্যং নেতি যদাহ তদেবানৃতম্। 'ওমিতি সত্যং নেত্যনৃতমিতি' শ্রুতেঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দান করিবার দ্রব্য থাকিতেও 'আমার আর কিছুই নাই' —এইরূপ মিথ্যাভাষণ ব্যতীত কিপ্রকারে অদান (না দেওয়া) সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার উত্তরে সার্দ্ধ ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন—'অত্রাপি', এই সত্য ও মিথ্যা ব্যবস্থা বিষয়েও (বহ্ব্চ শ্রুতির বচন আমার নিকট শ্রবণ কর)। 'ওম্'—'হাঁ',—এইরূপ অঙ্গীকার সহকারে যাহা বলা হয়, তাহাই সত্য, এবং 'না' এইরূপ অঙ্গীকারই মিথ্যা বলিয়া উক্ত হয়। শ্রুতিতেও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—'ওম্' ইহাই সত্য এবং 'না' ইহা মিথ্যা ॥ ৩৮ ॥

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে।
বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(তত্তু সত্যম্ ঈষদনৃতং বিনা ন সিধ্যতি ইত্যাহ—) সত্যম্ আত্মবৃক্ষস্য (আত্মা দেহঃ তদ্রূপবৃক্ষস্য জীবতঃ) পুষ্পফলং বিদ্যাৎ। (জানীয়াৎ যতঃ) গীয়তে (ইতি শ্রুতিকর্ত্তৃকং গানং জ্ঞেয়ং) বৃক্ষে (দেহে) অজীবতি তৎ (পুষ্পফলং চ) ন স্যাৎ, অনৃতং (তু) আত্মনঃ (দেহস্য) মূলম্ (ইতি) ॥৩৯॥

অনুবাদ—(ঐ সত্যও ঈষৎ মিথ্যা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না তাহাই বলিতেছেন,—) সত্যই এই দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্পফলস্বরূপ জানিবে। শ্রুতি এইরূপই কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেহ জীবিত না থাকিলে, তাহার পুষ্প, ফল সম্ভব হয় না। আবার মিথ্যাই সেই দেহের মূলস্বরূপ অর্থাৎ উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া জীবনধারণ করা যায় না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তু সত্যমীষদনৃতং বিনা ন সিদ্ধ্যতীত্যাশয়েনাহ—সত্যমিতি। আত্মবৃক্ষস্য দেহরূপবৃক্ষস্য সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাৎ। গীয়তে ইতি শ্রুতিকর্ত্তৃকং গানমিত্যর্থঃ। তৎ পুষ্পফলং বৃক্ষেঽজীবতি ন স্যাৎ, তস্মাদ্বৃক্ষো যেন জীবতি, তত্র প্রযতনীয়মিতি ভাবঃ। তদেবাহ—অনৃতং তেন সর্ব্বথৈবানৃতাভাবে দেহো ন জীবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সত্যও ঈষৎ মিথ্যা

ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, এই আশয়ে বলিতেছেন—'সত্যং পুষ্পফলং' ইত্যাদি, অর্থাৎ দেহরূপ এই বৃক্ষের সত্যকেই পুষ্প ও ফল বলিয়া জানিবে। 'গীয়তে'—ইহা শ্রুতিকর্তৃক গান, অর্থাৎ শ্রুতিতে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই অর্থ। সেই পুষ্প ও ফল বৃক্ষ জীবিত না থাকিলে হয় না, অতএব বৃক্ষ যাহাতে জীবিত থাকে, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন লইতে হইবে। তাহাই বলিতেছেন—'অনৃতং', মিথ্যাই দেহবৃক্ষের মূল, অতএব সর্ব্বতোভাবে মিথ্যার অভাব হইলে দেহই থাকিবে না—এই অর্থ। (অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ হইলে যেস্থলে জীবন-রক্ষাই অসম্ভব হইয়া পড়ে, তথায় জীবন রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অসত্যের আশ্রয় দোষাবহ নহে, ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য। এস্থলেও অঙ্গীকৃত ত্রিপাদভূমি দান করিতে গেলে বলিমহারাজের জীবিকানির্ব্বাহই সম্ভবপর হয় না।) ॥৩৯॥

তদ্‌যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্বর্ত্ততেঽচিরাৎ।
এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥৪০

অন্বয়ঃ—তৎ যথা উন্মূলঃ (উৎপাটিতমূলঃ) বৃক্ষঃ শুষ্যতি, অচিরাৎ (এব) উদ্বর্ত্ততে, (পততি চ) এবম্ (এব) নষ্টানৃতঃ (নষ্টম্ অনৃতং যস্য সঃ) আত্মা (দেহঃ) সদ্যঃ (এব) শুষ্যেৎ, (অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে, উহা শীঘ্রই শুষ্ক এবং ভূপতিত হয়, সেইরূপ মিথ্যার নাশে দেহও সদ্যই শুষ্ক হইয়া যায়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাদ্ যথা বৃক্ষ উৎপাটিতমূলঃ শুষ্যতি। অচিরাদুদ্বর্ত্ততে বর্ত্তনাদুদ্‌গচ্ছতি নষ্টো ভবতি চ। এবমেব নষ্টানৃতঃ সর্ব্বথৈব অনৃতরহিতো দেহঃ শুষ্যেদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ওমিতি সত্যং নেত্যনৃতং তদেতৎপুষ্পং ফলং বাচো যৎ সত্যং সহেশ্বরো যশস্বী কল্যাণকীর্ত্তির্ভবিতা। পুষ্পং হি ফলং বাচঃ সত্যং বদত্যথৈতন্মূলং বাচো যদনৃতং যদ্‌যথা বৃক্ষ আবির্মূলঃ শুষ্যতি, স উদ্বর্ত্তত এবমেবানৃতং বদন্নাবির্মূলমাত্মানং করোতি, স শুষ্যতি, স উদ্বর্ত্ততে, তস্মাদনৃতং ন বদেদ্দয়েত ত্বেতেনেতি"। বাচ ইতি বাগুপলক্ষিতস্য দেহস্যেত্যর্থঃ। অনৃতং বদন্নিতি প্রকটীকৃত্যেতি শেষঃ। মূলং যথা আবিষ্কৃতমেব শুষ্যতি, ন তু গুপ্তম্। তস্মাৎ ইতি তস্মাদ্ধেতোরপি অনৃতং ন বদেৎ কিন্তু দয়েত ত্বেতেন ইতি এতেন অনেন তু অনৃতেন দয়েত সঙ্কটেষ্বাত্মানং রক্ষেৎ ইতি শ্রুত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ যথা বৃক্ষঃ'—অতএব বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে উহা যেরূপ শুষ্ক হয় এবং অচিরেই ভূপতিত হইয়া নষ্ট হয়, এইরূপ 'নষ্টানৃতঃ'—সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যার নাশ হইলে দেহও শীঘ্রই শুষ্ক হয়—এই অর্থ। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"ওমিতি সত্যং" ইত্যাদি। ঐ স্থলে 'পুষ্পং হি ফলং বাচঃ সত্যং', সত্যই ঐ বাগুপলক্ষিত দেহের পুষ্প ও ফল—এরূপ অর্থ। 'অনৃতং বদন্'—মিথ্যার প্রকাশ করিয়া, বৃক্ষের মূল যেমন আবিষ্কৃত হইলে শুষ্ক হয়, কিন্তু গুপ্ত থাকিলে হয় না, সেইরূপ মিথ্যা বলা উচিত নহে, কিন্তু 'দয়েত ত্বেতেন'—এই মিথ্যার দ্বারাই সঙ্কটকালে নিজকে রক্ষা করা উচিত, ইহাই শ্রুতির অর্থ ॥ ৪০ ॥

পরাগ্রিক্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যত্তদোমিতি।
তদ্‌যৎকিঞ্চোমিতি ব্রূয়াৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্ ॥
ভিক্ষবে সর্ব্বমোঙ্কুর্ব্বন্নালং কামেন চাত্মনে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বথা সত্যবচনেন দেহো ন নির্ব্বহেদিতি স্ফুটীকর্ত্তুং সত্যস্য দোষান্ অনৃতস্য গুণান্ আহ দাস্যামীতি অঙ্গীকারার্থকম্) যৎ ওম্ ইতি অক্ষরং তৎ পরাক্ (পরা দূরে অর্থং গৃহীত্বা অঞ্চতীতি অতএব) রিক্তম্ (অর্থশূন্যম্) অপূর্ণম্ (অপূর্ত্তিকরঞ্চ) তৎ (তস্মাৎ) (অর্থিনে) যৎ কিঞ্চিৎ ওম্ ইতি (দাস্যামীতি) ব্রূয়াৎ, তেন পুমান্ রিচ্যেত, বৈ (ন্যূনো ভবেৎ কিঞ্চ) ভিক্ষবে সর্ব্বম্ ওম্ কুর্ব্বন্, (দাস্যামীত্যঙ্গীকুর্ব্বন্) আত্মনে (স্বস্মৈ) কামেন চ (ভোগেন চ) অলং (পর্য্যাপ্তঃ ন ভবন্তি তস্য ভোগান্ সিধ্যতি তথা চ শ্রুতিঃ পরাগ্ বা এতদ্রিক্তমক্ষরং যদেতদোমিতি তদ্ যৎকিঞ্চোম্ ইত্যাহ অত্রৈবাস্মৈ তদ্রিচ্যতে স যৎ স সর্ব্বমোঙ্কুর্য্যাদ্রিচ্যাদাত্মানং স কামেভ্যঃ নালং স্যাদিতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(সর্ব্বতোভাবে সত্যবচন অবলম্বনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই সত্যে দোষ এবং মিথ্যার গুণ বলিতেছেন,—) দান করিব এইরূপ অঙ্গীকার-বাচক "ওম্" এই অক্ষর পরাক্ অর্থাৎ ধন সম্পত্তিকে দূরে লইয়া যায় অতএব রিক্ত অর্থাৎ পুরুষকে ধনশূন্য করে অথবা অতৃপ্তিকর অর্থাৎ আশার তৃপ্তিসাধন করে না অতএব "ওম্" উচ্চারণে লোকে রিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যিনি ভিক্ষুককে "ওম্" এইরূপ দানের অঙ্গীকার করেন তাহার নিজের ভোগ পর্য্যাপ্ত হয় না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বথা সত্যবচনে দেহো ন নির্ব্বহেৎ ইতি স্ফুটীকর্ত্তুং সত্যস্য দোষান্, অনৃতস্য গুণানাহ—পরাগিতি দ্বাভ্যাং, যদোমিত্যক্ষরং তৎপরা দূরে অর্থং গৃহীত্বা অঞ্চতীতি পরাগ্ রিক্তমিতি শ্রুতিপদস্য ব্যাখ্যানং অপূর্ণং বৈ ইতি। ততস্মাদর্থিনে যৎ কিঞ্চিদোমিতি দাস্যামীতি ব্রূয়াত্তেনৈব রিচ্যেত ন তু সর্ব্বেণৈব বিত্তেন ন্যূনো ভবতি। ভিক্ষবে সর্ব্বমোঙ্কুর্ব্বন্ দাস্যামীত্যঙ্গীকুর্ব্বন্ আত্মনে আত্মার্থঃ কামেন ভোগেন নালং ন পর্য্যাপ্তো ভবতি। তস্য ভোগো ন সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"পরাগ্বা এতদ্রিক্তমক্ষরং যদেতদোমিতি" তদ্ যৎকিঞ্চিদোমিতি আহাত্রৈবাস্মৈ তদ্রিচ্যতে। স যৎ সর্ব্বমোঙ্কুর্য্যাৎ রিচ্যাদাত্মানং স কামেভ্যো নালং স্যাদিতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বতোভাবে সত্য কথা বলিতে গেলে দেহযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না, ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিবার জন্য সত্যের দোষ এবং মিথ্যার গুণ বলিতেছেন—'পরাক্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। দানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'হ্যাঁ'—এই অক্ষরটি দাতার অর্থকে দূরে লইয়া যায়, অথবা দাতার অপূর্ণতা আনয়ন করে। 'রিক্তম্'—এই শ্রুতিপদের ব্যাখ্যা অপূর্ণ। অতএব প্রার্থীকে সামান্য কিছু 'হ্যাঁ' দিব, এইরূপ বলিলে, দাতা ইহার দ্বারা রিক্তই হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত বিত্ত হইতে ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রার্থীকে যখন সমস্ত কিছু দিব বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তখন নিজের ভোগের পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহার ভোগ সিদ্ধ হয় না—এই অর্থ। অর্থাৎ ভিক্ষুকের প্রতি সর্ব্বদা 'হ্যাঁ' বলিতে গেলে দাতা নিজে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রুতিতেও এরূপ বলা হইয়াছে—"পরাগ্বা এতদ্রিক্তম্" ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যচ্চ নেত্যনৃতং বচঃ।
সর্ব্বং নেত্যনৃতং ব্রূয়াৎ স দুষ্কীর্ত্তিঃ শ্বসন্ মৃতঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ— অথ (তস্মাৎ) যৎ ন ইতি অনৃতং বচঃ (তৎ) এতৎ পূর্ণম্ (অর্থব্যয়াভাবাৎ) অভ্যাত্মং চ (আত্মনঃ অভিমুখমন্যস্যার্থম্ আনয়তীত্যভ্যাত্মং যো হি নিত্যং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি সীদামীতি ব্রূতে, স হি তেনানৃতেন পরেষামর্থানাকর্ষতীতি প্রসিদ্ধঃ যঃ) সর্ব্বং ন ইতি (কিঞ্চিদপি ন দাস্যামীতি) অনৃতং ব্রূয়াৎ, স দুষ্কীর্ত্তিঃ (দুষ্টা কীর্ত্তির্যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) শ্বসন্ (জীবন্নপি) মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতএব "না" এইরূপ যে, মিথ্যাবাক্য উহাই পূর্ণ এবং অভ্যাত্ম অর্থাৎ অন্যের নিকট হইতে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্ববিষয়ে "না" এইরূপ অনৃতবাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি নিন্দিত এবং জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—নেতি যদনৃতং বচঃ এতৎ পূর্ণমর্থব্যয়াভাবাৎ। অভ্যাত্মং চ আত্মনোঽভিমুখমন্যস্যার্থমানয়তীত্যভ্যাত্মং যো হি নিত্যং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি সীদামীতি ব্রূতে, স হি তেনানৃতেন পরেষামর্থানাকর্ষতীতি প্রসিদ্ধং। ননু তর্হীদমনৃতমমৃতমিবাতিশয়েন সেব্যমস্তু নেত্যাহ সর্ব্বমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যন্নেতি স যৎ সর্ব্বং নেতি ব্রূয়াৎ পাপিকাস্য কীর্ত্তির্জায়তে। সৈনং তত্রৈব হন্যাদিতি" ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নেতি যদনৃতং বচঃ'—অতএব 'না' এইরূপ মিথ্যা বচনই পূর্ণ, যেহেতু উহাতে অর্থ ব্যয় হয় না। 'অভ্যাত্মং চ'—এবং উহা নিজের দিকে অপরের অর্থ আনয়ন করে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমার কিছুই নাই, কষ্টভোগ করিতেছি—এরূপ বলে, সে ব্যক্তি সেই মিথ্যা বাক্যের দ্বারা পরের অর্থ আকর্ষণ করে—ইহা প্রসিদ্ধ। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে এই মিথ্যাবচন অমৃতের ন্যায় অতিশয়রূপে পান করা হউক, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বং ন', যে ব্যক্তি সর্ব্বদা 'না' এরূপ বলে, সে দুষ্কীর্ত্তিভাগী ও জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য বলিয়া

গণ্য হয়। (অতএব কখনও দিবে, কখন দিবে না, কিন্তু সর্ব্বস্ব কখনই দান করিবে না—ইহা সিদ্ধান্ত)। শ্রুতিতেও এরূপ বলা হইয়াছে—"অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যন্নেতি" ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টম স্কন্ধে বামনচরিতে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—স্ত্রীষু (প্রোৎসাহনেন বশীকরণে) নর্ম্মবিবাহে চ (নর্ম্মণি পরিহাসে বিবাহে চ বরাদি-স্তুতৌ চ) বৃত্ত্যর্থে, (জীবিকার্থে স্বস্য) প্রাণসঙ্কটে, গো-ব্রাহ্মণার্থে, (গবাং ব্রাহ্মনাণাঞ্চ হিতার্থং) হিংসায়াং (যস্য কস্যচিৎ অপি প্রাপ্তায়াম্ ইত্যষ্টসু) অনৃতং (মিথ্যাভাষণং) জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং) ন স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—স্ত্রীলোকের বশীকরণে, পরিহাসে, বিবাহে বরপ্রভৃতির স্তুতিবিষয়ে, জীবিকার জন্য কিম্বা প্রাণসঙ্কটে অথবা গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে কিম্বা কাহারও হিংসা উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য নিন্দনীয় নহে ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অতো বৃত্তিসঙ্কটাদিষ্বনৃতং ন দোষায়েত্যুপসংহরতি। স্ত্রীষু প্রোৎসাহনেন বশীকারে নর্ম্মণি যত্র ক্বাপি পরিহাসে বিবাহে বরাদি স্তুতৌ। গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতার্থে হিংসায়াং কস্যচিৎ প্রাপ্তায়াং। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেদিতি"। তথা চ শ্রুতি, "তস্মাৎ কালএব দদ্যাৎ তৎ সত্যানৃতে মিথুনীকরোতীতি" ॥৪৩

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ঊনবিংশোঽধ্যায়োঽষ্টমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বৃত্তিসঙ্কটাদি কালে মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে—এইরূপে উপসংহার করিতেছেন—'স্ত্রীষু', স্ত্রীলোককে উৎসাহদ্বারা বশীভূত করিতে হইলে, 'নর্ম্মণি'—কোন পরিহাস ব্যাপারে, 'বিবাহে'—বিবাহকালে বরাদির স্তুতিব্যাপারে। 'গো-ব্রাহ্মণার্থে'—গাভী ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে, 'হিংসায়াং'—দস্যু প্রভৃতির দ্বারা কাহারও হিংসা উপস্থিত হইলে, তাহার রক্ষার জন্য মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—মহাত্মাগণের বধ উপস্থিত হইলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে (অর্থাৎ কোন মহতের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে যদি মিথ্যা বলিতে হয়, তৎকালে মিথ্যাবাক্য বলাই বিধেয়।) সেইরূপ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"তস্মাৎ কাল এব দদ্যাৎ", অর্থাৎ অতএব কালোপযোগী দান করিবে, তাহাতে সত্য ও মিথ্যা যুক্ত করিতে হয়, ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের মধ্য, তথ্য, বিবৃতি, সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
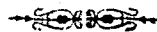
বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্য্যেণ ভাষিতঃ।
তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্নুবাচাবহিতো গুরুম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুর কপটতা জানিয়াও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গভয়ে বলির তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান এবং বিষ্ণুর অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্যের নিষেধপর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থের ধর্ম্ম হইলেও মিথ্যাবাক্যের প্রয়োগ অথবা ব্রাহ্মণকুমারকে প্রতিশ্রুতি-দানে পরাঙ্মুখ হওয়া কখন সমীচীন নহে, কারণ মিথ্যা অপেক্ষা অধিক পাপ কিছু নাই, তাহা হইতে সকলেরই ভীত হওয়া উচিত, যেহেতু পৃথিবীও তাদৃশ পাপীর ভার বহনে অসমর্থা। রাজ্যাদি অনিত্য বস্তু, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রাণিমাত্রেরই উপকার সাধিত হইলেই উহার সার্থকতা, পূর্ব্ব মহাজনদিগের আচরণেও তাহাই দেখা যায়; তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া পরের উপকার সাধন করিয়াছেন, কাল যাবতীয় অনিত্য বস্তু গ্রাস করিলেও ঐ সকল মহাজনের কীর্ত্তিকলাপ নষ্ট করিতে পারে নাই, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—এই বাক্যানুসারে কীর্ত্তিই একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তাদৃশ কীর্ত্তি অর্জ্জনে যদি দারিদ্র্য উপস্থিত হয় তাহাও ভাল, বিশেষতঃ সৎপাত্রে দান অধিক ফল প্রসব করে; আর ইনি যদি সর্ব্বজন আরাধ্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু হন, তাহা হইলেও ইঁহার প্রতি দানে পরাঙ্মুখ হওয়া কখন কর্ত্তব্য নহে। এই ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু দান গ্রহণ করিয়া যদি আমাকে বন্ধন করেন তথাপি আমি ইঁহার প্রতি হিংসা করিব না"—বলি এইরূপ বিচার করিয়া বামনদেবকে তৎপ্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলে, বামনদেব নিজকে বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলি বামনদেবের কলেবরে সর্ব্বভূত অবস্থিত এবং তাঁহার বিরাট্‌বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গে নিখিল ভুবন বর্ত্তমান দেখিতে পাইলেন। জয়-বিজয় প্রভৃতি নিত্য পার্ষদবৃন্দের দ্বারা স্তুত শ্রীবামনদেব সমুজ্জ্বল কিরীট পীতবাস, অঙ্গে কুণ্ডল, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইয়া এক পদে সমগ্র ভূমি, শরীর দ্বারা আকাশ, ভুজদ্বারা দিক্‌সমূহ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আচ্ছাদিত করিলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অণুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রহিল না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! কুলাচার্য্যেণ (শুক্রেণ) এবং ভাষিতঃ (উক্তঃ) গৃহপতিঃ (যজমানঃ) বলিঃ ক্ষণং তূষ্ণীম্ অবহিতঃ (বিচারপরঃ) ভূত্বা গুরুম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! কুলগুরু শুক্রাচার্য্য এরূপ বলিলে, যজমান বলি ক্ষণকাল মৌনভাবে বিচার করিয়া গুরুকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিংশে জ্ঞাত্বার্থিনং বিষ্ণুমবজ্ঞায় গুরোর্বচঃ।
দদৌ হর্ষাদ্বলিঃ সোঽপি প্রাপ্ত্যা হর্ষাদিবৈধত ॥০॥

ক্ষণং তূষ্ণীমিতি ভগবদিচ্ছা-প্রাতিকূল্যে কুতো গুরোর্গুরুত্বমতোঽস্যাজ্ঞালঙ্ঘনে ন দোষ ইতি নিশ্চিকায়েতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে প্রার্থীকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিয়া, শ্রীগুরুদেবের নিষেধবচন অবজ্ঞা করিয়াও মহারাজ বলি সানন্দে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, এবং সেই বামনরূপী বিষ্ণুও উহা প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াই যেন বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ক্ষণং তূষ্ণীং'—মহারাজ বলি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছার প্রাতিকূল্যে শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব কোথায়, অতএব ইঁহার আজ্ঞা-লঙ্ঘনে কোন দোষ নাই—এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এই ভাব ॥ ১ ॥

শ্রীবলিরুবাচ—

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্।
অর্থং কামং যশোবৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—কর্হিচিৎ (অপি) যঃ অর্থং কামং যশোবৃত্তিং ন বাধেত, (সঃ) অয়ং গৃহমেধিনাং ধর্ম্মঃ (ইতি) ভগবতা (ত্বয়া) সত্যং প্রোক্তং (কথিতম্) ৷৷ ২ ৷৷

অনুবাদ—শ্রীবলিরাজ বলিলেন,—যাহা কোন কালেই অর্থ, কাম, যশ বা জীবিকার বাধা প্রদান করে না তাহাই যে, গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন উহা বস্তুতই সত্য ৷৷ ২ ৷৷

বিশ্বনাথ—অর্থাদিকং ন বাধেতেতি তেন বিপ্রস্যৈতাদৃশ-প্রলম্ভনাদ্ধর্ম্মং বাধেতৈব। ভক্তং তু ভজনীয়স্য ভগবতো জ্ঞাতস্যাপি প্রলম্ভনাদ্বাধেত তমমিতি ভাবঃ ৷৷ ২ ৷৷

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যং'—আপনি সত্যই বলিয়াছেন—গৃহমেধী জনের অর্থাদি যাহাতে বাধা না পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্ম্মই বাধিত হয়। ভক্তজনের কিন্তু ভজনীয় ভগবান্‌কে জানিয়াও তাঁহাকে প্রবঞ্চনাহেতু সেই ভক্তি-ধর্ম্মই বাধিত হয়—এই ভাব ৷৷ ২ ৷৷

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্।
প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ৷৷ ৩ ৷৷

অন্বয়ঃ -প্রাহ্লাদিঃ (প্রহলাদপৌত্রঃ) সঃ চ অহং দদামি ইতি প্রতিশ্রুত্য বিত্তলোভেন কিতবঃ যথা (বঞ্চকঃ ইব) দ্বিজং কথং প্রত্যাচক্ষে ? (নিরাকরোমি ন দাস্যামীতি বদামি) ৷৷ ৩ ৷৷

অনুবাদ—আমি প্রহলাদমহারাজের পৌত্র হইয়া দানের অঙ্গীকারপূর্ব্বক বিত্তলোভে বঞ্চকের ন্যায় পুনরায় কিরূপে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব ? ৩ ৷৷

বিশ্বনাথ—প্রাহলাদিরিতি প্রহলাদপৌত্রস্য মম ভগবদানুকূল্যমেব স্বধর্ম্ম ইতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। তেন প্রহলাদেনাস্যান্তঃকরণে কৃপয়া ভক্তিবীজং পূর্ব্বমুপ্তমেব সংপ্রতি তু শ্রীবামনদেবকৃপয়া প্রাপ্তেন প্রেম্না সিদ্ধ এবাভূৎ। যদুক্তং 'কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনিশুকাদয়' ইতি ৷৷ ৩ ৷৷

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহলাদিঃ'—মহাত্মা প্রহলাদের পৌত্র আমার শ্রীভগবানের আনুকূল্যই স্বধর্ম্ম—এই গূঢ় অভিপ্রায়। শ্রীপ্রহলাদ ইঁহার অন্তঃকরণে কৃপাপূর্ব্বক পূর্ব্বেই ভক্তি-বীজ বপন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি শ্রীবামনদেবের অনুকম্পায় প্রেম লাভ করিয়া সিদ্ধ হইলেন। যেরূপ উক্ত আছে—'যজ্ঞপত্নী, বিরোচনপুত্র মহারাজ বলি এবং শ্রীল শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ' ইত্যাদি ৷৷ ৩ ৷৷

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্ ৷৷ ৪ ৷৷

অন্বয়ঃ—অসত্যাৎ (অনৃতভাষণাৎ) পরঃ (অধিকঃ) অধর্ম্মং ন হি (অস্তি, অতঃ) অলীকপরম্ (অনৃতবাদিনং) নরম্ ঋতে (বিনা) সর্ব্বং (মেরুমন্দরাদিকং) বোঢ়ুং (ধর্তুম্) অলং (সমর্থম্ আত্মানং) মন্যে ইতি হ ইয়ং ভূঃ উবাচ (উক্তবতী) ৷৷ ৪ ৷৷

অনুবাদ—অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেই জন্যই পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে, —আমি অসত্যবাদী নর ব্যতীত যাবতীয় ভার বহন করিতে সমর্থা বলিয়া নিজকে মনে করি ৷৷ ৪ ৷৷

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ।
ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ ৷৷ ৫ ৷৷

অন্বয়ঃ—অহং বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ (অনৃতভাষণেন বিপ্রবঞ্চনাৎ) যথা বিভেমি, (তথা) নিরয়াৎ ন (বিভেমি), অধন্যাৎ (দারিদ্র্যাৎ) ন, অসুখার্ণবাৎ (দুঃখসমুদ্রাৎ), স্থানচ্যবনাৎ (স্থানভ্রষ্টাৎ চ) ন (বিভেমি,) মৃত্যোঃ (অপি ন বিভেমি) ৷৷ ৫ ৷৷

অনুবাদ—আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে যেরূপ ভয় পাইতেছি, নরক, দারিদ্র্য, দুঃখসমুদ্র, স্থানচ্যুতি কিম্বা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভীত নহি।' ৫ ৷৷

বিশ্বনাথ—অধন্যাৎ দারিদ্র্যাৎ ৷৷ ৫ ৷৷

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধন্যাৎ'—দারিদ্র্য হইতে (সেইরূপ ভীত নহি, যেরূপ আমি ব্রাহ্মণবঞ্চনাকে ভয় করি।) ৷৷ ৫ ৷৷

যদ্‌যদ্ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সম্পরেতং ধরাদিকম্।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ ৷৷৬৷৷

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যদ্‌যৎ ধরাদিকং (তৎ সর্ব্বং) সম্পরেতং (মৃতং পুরুষম্) অস্মিন্ লোকে হাস্যতি, (ত্যক্ষ্যতি তৎ কিমিতি জীবতৈব স্বয়ং ন দেয়মিতি ভাবঃ, তথাপি তাবদ্ বৃত্তিসঙ্কটপরিহারার্থমর্দ্ধং দীয়তামিতি চেৎ তত্রাহ—) বিপ্রঃ চেৎ তেন (অর্থেন দত্তেন) ন তুষ্যেৎ, (তর্হি) তস্য (অর্থস্য) ত্যাগে (দানে) কিং নিমিত্তং (কিং ফলং ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আরও দেখুন, রাজ্যাদি যাবতীয় বিষয় ইহলোকে মৃতপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতএব ব্রাহ্মণ যদি ঐ বিত্তদানে সন্তুষ্ট না হ'ন তাহা হইলে তাদৃশ দানের ফল কি ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যদ্ধনাদিকং কর্ত্তৃ সংপরেতং মৃতং হাস্যতি ত্যক্ষ্যত্যেব তেন ত্বদাজ্ঞয়া কিঞ্চিন্মাত্রেণ দত্তেন বিপ্রশ্চেন্ন তুষ্যতি, তর্হি তস্য তাবন্মাত্রস্য ত্যাগে কিং নিমিত্তং ফলম্ ? অতঃ সর্ব্বমেব বিত্তমেতৎ প্রীত্যর্থং ময়া দাস্যত এবেতি ভাবঃ। অত্র স্বেষ্টদেবং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বাপি প্রবৃদ্ধভক্ত্যুত্থসম্ভ্রমপ্রণতিস্তুত্যাদ্যকরণং শুক্রাচার্য্যস্যাসুরাণাঞ্চ দুঃখাভাবার্থমেব জ্ঞেয়ম্। অতএব বিপ্রশব্দপ্রয়োগো ভাবগোপনার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ যদ্ হাস্যতি'—এজগতে ধনাদি যে সকল সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে, অতএব আপনার আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদান করিলে যদি ব্রাহ্মণ তুষ্ট না হন, তবে সেরূপ দানে 'কিং নিমিত্তং'—কি ফল সাধিত হইবে ? সুতরাং সমস্ত বিত্তই ইঁহার প্রীতির নিমিত্ত আমি প্রদান করিবই—এই ভাব। এখানে নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে জানিয়াও বলি মহারাজের প্রবৃদ্ধ ভক্তিজনিত সম্ভ্রম, প্রণতি, স্তুতি প্রভৃতি না করা (অকরণ), শুক্রাচার্য্য ও অসুরগণের দুঃখ লাঘবের জন্যই জানিতে হইবে। অতএব 'বিপ্র'—শব্দের প্রয়োগ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় গোপনের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্ শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি ন দেয়মেবেতি চেৎ তত্রাহ—) সাধবঃ (বিবেকিনঃ) দধ্যঙ্‌শিবিপ্রভৃতয়ঃ দুস্ত্যজাসুভিঃ (দুস্ত্যজৈঃ অসুভিঃ প্রাণৈঃ) ভূতানাং শ্রেয়ঃ (উপকারং) কুর্ব্বন্তি, (তর্হি) ধরাদিষু কঃ বিকল্পঃ (ধরাদি প্রদানে কঃ বিচারঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ দুস্ত্যজ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধন করিয়াছেন, অতএব এই সামান্য পৃথিবী পরিত্যাগে আর বিবেচনা কি ? ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং সর্ব্বস্বমেব দিৎসসীত্যত্রার্থে পূর্ব্ব আচারঃ প্রদর্শ্যতামিতি চেত্তত্রাহ শ্রেয় ইতি। ভূতানামপি শ্রেয়ঃ, কিমুত স্বগৃহমাগতস্য বিষ্ণোঃ। অসুভিরহন্তাস্পদৈরপি। ধরাদিষু মমতাস্পদেষু কো বিকল্পো দাস্যে ন বা দাস্যে ইত্যাদ্যাত্মকঃ। অপি তু নৈব বিকল্পঃ কিন্তু দাস্যাম্যেবেতি নিশ্চয় এবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি সর্ব্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই বিষয়ে সদাচার প্রদর্শন কর, তাহাতে বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি। 'ভূতানাং'—সাধারণ প্রাণিগণেরও মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহাতে নিজ গৃহে আগত বিষ্ণুর বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? 'অসুভিঃ'—অহন্তাস্পদ দুস্ত্যজ প্রাণের দ্বারাও, তাহাতে আবার মমতাস্পদ ভূমি প্রভৃতির পরিত্যাগবিষয়ে 'কঃ বিকল্পঃ'—দিব বা দিব না, এইরূপ কি বিকল্প (বিচার) থাকিতে পারে ? অধিকন্তু এই বিষয়ে কোন বিকল্প নাই, কিন্তু দান করিবই, এইরূপ নিশ্চয়ই রহিয়াছে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যৈরিয়ং বুভুজে ব্রহ্মন্ দৈত্যেন্দ্রৈরনিবর্ত্তিভিঃ।
তেষাং কালোঽগ্রসীল্লোকান্নযশোঽধিগতং ভুবি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! (যুদ্ধে) অনিবর্ত্তিভিঃ যৈঃ দৈত্যেন্দ্রৈঃ ইয়ং (ভূমিঃ) বুভুজে, (উপভুক্তা,) তেষাং লোকান্ (ভোগান্) কালঃ অগ্রসীৎ (সংহৃতবান্), ভুবি অধিগতং (প্রাপ্তং) যশঃ (সৎকীর্ত্তিঃ) ন (তু অগ্রসীৎ অতঃ কীর্ত্তিরেব সাধ্যা নান্যৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পরমপূজ্য ! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সকল দৈত্যশ্রেষ্ঠ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কাল তাহাদিগের সেই ভোগকে গ্রাস করিয়াছে কিন্তু

পৃথিবীতে তাহাদিগের সঞ্চিত-যশোরাশি হরণ করিতে পারে নাই। (অতএব যশই একমাত্র উপার্জ্জনীয়) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকৃত্যাদিকমনপেক্ষ্য নশ্বরভোগার্থমেব ন দাতব্যমিতি মতন্তু নাস্মাকমভিমতমিত্যাহ যৈরিতি যুদ্ধেঽনিবৃত্তিভিঃ। ইয়ং ভূঃ তেষাং লোকান্ ঐহিকান্ পারত্রিকাংশ্চ কালোঽগ্রসীৎ নাশয়াঞ্চকার, লোকান্ লোকোত্থভোগানিতি বা। ন তু ভুবি তৈরধিগতং প্রাপ্তং যশোঽগ্রসীৎ। অতঃ কীর্ত্তিরেব সাধ্যা নান্যদিতি ভাবোঽপি শুক্রাদ্যনুরোধেনৈব জ্ঞাপিতঃ। বস্তুতস্তু তস্য কীর্ত্ত্যাদ্যপেক্ষাপি মনসি নাস্তি শুদ্ধভক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বকৃত্যাদির অপেক্ষা না করিয়া নশ্বর ভোগের নিমিত্তই দান করা উচিত নহে—এইরূপ মত কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত নহে, ইহা বলিতেছেন—'যৈঃ' ইত্যাদি, পূর্ব্বে যাঁহারা এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের 'লোকান্'—ঐহিক ও পারলৌকিক লোক অথবা লোকোত্থ সকল ভোগই কালই হরণ করিয়াছে, পরন্তু তাঁহাদের ভূমণ্ডলে উপার্জ্জিত যশোরাশি বিনষ্ট করিতে পারে নাই। অতএব কীর্ত্তিই সাধ্য, অন্য কিছু নহে—এরূপ ভাবও শুক্রাচার্য্যাদির অনুরোধেই জ্ঞাপিত হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু কীর্ত্তি প্রভৃতির কোন অপেক্ষাও তাঁহার মনে জাগরুক হয় নাই, যেহেতু তিনি শুদ্ধভক্ত—এই ভাব ॥ ৮ ॥

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(দেহত্যাগাদপি ধনত্যাগে কীর্ত্তিঃ ভবতীত্যাহ,—হে) বিপ্রর্ষে! যুধি অনিবৃত্তাঃ (সন্তঃ), তনুত্যজঃ (তনুং দেহং ত্যজন্তীতি তথা তে) হি (লোকে) সুলভাঃ, (বহবঃ) যে (তু) তীর্থে (সৎপাত্রে) আয়াতে শ্রদ্ধয়া ধনত্যজঃ (ধনং ত্যজন্তীতি তে) তথা ন (সন্তি অতঃ দুষ্করঃ ধনত্যাগ এব ময়া কার্য্য ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া দেহবিসর্জ্জনকারী ব্যক্তি জগতে বহু আছেন কিন্তু সৎপাত্র সমাগত হইলে, শ্রদ্ধা সহকারে ধনত্যাগ করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বিরল। (অতএব তাদৃশ দুষ্কর ধনত্যাগই আমি কর্ত্তব্য মনে করি) ॥৯

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুদ্ধে নিবৃত্তিরহিতেভ্যোঽপি দানে নিবৃত্তিরহিতাঃ অধিকযশস্বিন ইত্যাহ সুলভা ইতি তীর্থে সম্প্রদানে। অতস্তনুত্যাগাদপি ধনত্যাগো দুষ্করঃ স এব ময়া কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ অপেক্ষাও দানে অপরাঙ্মুখ ব্যক্তি অধিক যশস্বী, ইহা বলিতেছেন—'সুলভাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরাঙ্মুখ না হইয়া যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছেন এরূপ পুরুষ লোকমধ্যে সুলভ, পরন্তু 'তীর্থে'—দানযোগ্য সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধার সহিত ধনত্যাগ করিতে পারেন—এরূপ পুরুষ সুলভ নহে। অতএব দেহত্যাগ হইতেও ধনত্যাগ দুষ্কর, তাহাই আমাকে করিতে হইবে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং
যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ
কুতঃ পুনর্ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং
ততো বটোরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি নির্দ্ধনত্বেন দৈন্যং স্যাদিতিচেৎ তত্রাহ,) অর্থিকামোপনয়েন (অর্থিনাং যাদৃশ-তাদৃশানাম্ অপি কামোপনয়েন কামপূরণেন) যৎ দুর্গতিঃ (দৈন্যং তৎ) কারুণিকস্য (দয়ালোঃ) মনস্বিনঃ (দানশূরস্য) শোভনং (ভদ্রমেব), ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং (কামপূরণে দুর্গতিঃ শোভনমিতি) কুতঃ (কিং) পুনঃ (বক্তব্যং), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অস্য বটোঃ (ব্রাহ্মণস্য) বাঞ্ছিতং দদামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অর্থিগণের কামনা পূরণে যদিও দৈন্য উপস্থিত হয়, তাহাও কারুণিক মনস্বী ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়। আর যদি আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের কামনা পূরণে তাদৃশী দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা যে শোভনীয় তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? অতএব আমি অবশ্যই এই ব্রাহ্মণ-বালকের প্রার্থিত প্রদান করিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি তব দারিদ্র্যং ভবিষ্যতীতি

তত্রাহ—মনস্বিনো দানবীরস্য শোভনমেতদেব যদর্থিনাং যাচকানাং যাদৃশ-তাদৃশানামপি কামোপনয়নে কামপূরণেন দুর্গতির্দারিদ্র্যম্। দরিদ্রো দুর্গতাবিতি দুর্গতিদারিদ্র্যয়ো-স্তুল্যার্থত্বাৎ ভবাদৃশানাং তু কামোপনয়েন দুর্গতিঃ শোভনমিতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে তোমার দারিদ্র্যহেতু দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'মনস্বিনঃ', দানবীর ব্যক্তির পক্ষে শোভন ইহাই—যে কোন প্রার্থীর কামনা পূরণ করিতে যাইয়া যদি দুর্গতি অর্থাৎ দারিদ্র্য ঘটে। দুর্গতি এবং দারিদ্র্য তুল্যার্থক বলিয়া, তাহাতে আবার আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের কামনা পূরণ করিলে যদি দুর্গতি আসে, তাহা যে শোভন, এ বিষয়ে আর অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে? (অতএব আমি এই ব্রাহ্মণ-বালকের প্রার্থিত বস্তু নিশ্চয়ই দান করিব।) ॥ ১০ ॥

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা
ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো
দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু নায়ং বটুঃ কিন্তু বিষ্ণুস্তব শত্রুঃ ইত্যুক্তং তর্হি সুতরাং দাস্যামীত্যাহ—হে) মুনে! আম্নায়বিধানকোবিদাঃ (বেদোক্তযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানকুশলাঃ) ভবন্তঃ আদৃতাঃ (সাদরাঃ সন্তঃ) ক্রতুভিঃ (সসৌমৈঃ যাগৈঃ) যজ্ঞং যং (বিষ্ণুং) যজন্তি, (আরাধয়ন্তি), স এব বিষ্ণুঃ (মম) বরদঃ বা পরঃ (শত্রুঃ) অস্তু (সর্ব্বথা এতৎ) ঈপ্সিতাং ক্ষিতিম্ অমুষ্মৈ (বামনায়) দাস্যামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! বেদবিহিত-যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিপুণ ভবাদৃশ মহাত্মগণ সোমাদিযাগ দ্বারা সাদরে যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন, সেই বিষ্ণু আমার বরদাতাই হউন কিম্বা শত্রুই হউন আমি তাঁহার প্রার্থিত-ভূমি অবশ্যই তাঁহাকে দান করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নায়ং বটুঃ কিন্তু বিষ্ণুস্তব শত্রুরিত্যুক্তম্। তর্হি সুতরামেব দাস্যামীত্যাহ যজন্তীতি পরঃ শত্রুর্বাস্তু ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এ ব্রাহ্মণ-বালক নহে, কিন্তু তোমার শত্রু বিষ্ণুই। তাহা হইলে ত অবশ্যই আমি দান করিব, ইহা বলিতেছেন—'যজন্তি' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আপনারা শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞসমূহদ্বারা যজ্ঞরূপী যাঁহার আরাধনা করেন, ইনি যদি সেই বরদাতা বিষ্ণুই হন), 'বা পরঃ'—কিম্বা অপর কোন শত্রুই হন (তথাপি আমি ইঁহাকে প্রার্থিত ভূমি অবশ্যই দান করিব।) ॥ ১১ ॥

যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—অনাগসং (নিরপরাধং) মাং যদ্যপি অসৌ অধর্ম্মেণ (ভূমিক্রমণলক্ষণচ্ছলেন) বধ্নীয়াৎ (তথাপি) ভীতং (বিষ্ণুত্বেঽপি ব্রাহ্মণতনুত্বহেতুকং ভয়মস্যাবশ্যম্ভাবী) ব্রহ্মতনুম্ এনং রিপুং (শত্রুমপি) ন হিংসিষ্যে (ন হনিষ্যামি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ইনি যখন বিষ্ণু হইয়াও প্রচ্ছন্নরূপে ব্রাহ্মণশরীর-ধারণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছেন অতএব ইনি যদি অধর্ম্মসহকারে নিরপরাধী আমাকে বন্ধন করেন, তাহা হইলেও আমি ভীত-ব্রহ্মবিগ্রহধারী এই শত্রুকেও হিংসা করিব না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভীতমিতি বিষ্ণুত্বেঽপি ব্রাহ্মণতনুত্বহেতুকং ভয়মস্যাবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভীতং'—(অর্থাৎ ভীত ও ব্রাহ্মণবেশধারী এই শত্রুকে আমি হিংসা করিব না)। ইনি বিষ্ণু হইলেও ব্রাহ্মণ-শরীর যখন ধারণ করিয়াছেন, তখন ইঁহার ভয় অবশ্যই আছে, এই ভাব ॥১২

এষা বা উত্তমঃশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্যশঃ।
হত্বা মৈনাং হরেদ্ যুদ্ধে শয়ীত নিহতো ময়া ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদি) এষ উত্তমঃশ্লোকঃ (সৎকীর্ত্তি-বিষ্ণুরেব তর্হি) যশঃ (কীর্ত্তিং) ন জিহাসতি, (ত্যক্তুং নেচ্ছতি), মা (মাং) যুদ্ধে হত্বা এনাং (ভূমিং) হরেৎ, (অসমর্থশ্চেৎ) ময়া নিহতঃ যুদ্ধে শয়ীত (সম্যক্ জ্ঞাতঃ সন্ মম, চিত্তে শয়ীতেতি বাস্তবোঽর্থঃ) ॥১৩॥

অনুবাদ—আর যদি ইনি উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুই হন তাহা হইলে তিনি নিজ কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে বধ করিয়া এই ভূমি গ্রহণ করিবেন কিম্বা আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিবেন। (আমার চিত্ত গুহায় শয়ন করিবেন ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য) ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এষ বৈ নিশ্চিতমুত্তমঃশ্লোক এব যদ্-যস্মাৎ স্বযশো ন জিহাসতি অতো ভূমির্ন দাতব্যেতি ময়োক্তে যাচ্ঞা-ভঙ্গপরাভবম-সহমানেনানেন তর্হি যুদ্ধং দেহীতি প্রার্থিতে ময়ি চোমিত্যুক্তবতি সতি যুদ্ধে মাং হত্বা এনাং ভূমিং হরেদেব। ননু মহাবীরাৎ ত্বত্তোঽস্য পরাভবোঽপি সংভবেদিতি চেত্তত্রাহ—শয়ীতেতি ময়া নিহতো যুদ্ধে শয়ীতেতি কাকুঃ, নৈব শয়ীত বিষ্ণোরবধ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা ; নেত্যস্যাবৃত্ত্যা অস্মদর্থে নিষেধার্থে চ বর্ত্তনাদ্বিনাপি কাক্বা সঙ্গতিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষ বৈ'—আর ইনি যদি সত্যই উত্তমঃশ্লোক (পুণ্যকীর্ত্তি) বিষ্ণুই হন, তাহা হইলে নিজের যশ কখনই পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন না। ইহাতে 'ভূমি দিব না' আমি এইরূপ বলিলে, যাচ্ঞা-ভঙ্গের পরাভব সহ্য করিতে না পারিয়া, 'তাহা হইলে যুদ্ধ কর'—এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি যদি তাহা স্বীকার করি, তবে যুদ্ধ হইলে আমাকে হত্যা করিয়া এই ভূমি অধিকার করিবেনই। যদি বলেন—মহাবীর তোমা হইতে ইঁহার পরাভবও হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'শয়ীত', আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি শয়ন করিবেন কি ? এইরূপ কাকু উক্তি, অর্থাৎ কখনই শয়ন করিবেন না, যেহেতু বিষ্ণু সকলের অবধ্য—এই ভাব। অথবা—'ন' এই পদের আবৃত্তির দ্বারা অস্মদর্থে ও নিষেধার্থে প্রয়োগ ব্যতীতই কাকু উক্তির দ্বারা সঙ্গতি হইবে। (অর্থাৎ ইনি নিজ যশ রক্ষার জন্য আমার চিত্ত গুহায় শয়ন করিবেন কি ?) ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ।
শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) সত্যসন্ধং (সত্যপ্রতিজ্ঞং), মনস্বিনম্ (উদারচরিতম্), অশ্রদ্ধিতম্ (অতঃ গুরুবচনে অশ্রদ্ধা সঞ্জাতা অস্যেতি অশ্রদ্ধিতম্) অনাদেশকরং (স্বাজ্ঞোল্লঙ্ঘিনং), শিষ্যং (বলিং) দৈবপ্রহিতঃ (ভগবৎ প্রেরিতঃ) গুরুঃ (শুক্রঃ) শশাপ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অতঃপর গুরু শুক্রাচার্য্য ভগবানের প্রেরণাবশতঃই উদারচরিত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তদীয়বাক্যে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন, তদীয় আদেশ-লঙ্ঘনকারী শিষ্য বলিরাজকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্রদ্ধা সংজাতাঽস্যেত্যশ্রদ্ধিতম্। দৈবেন ভগবৎ-প্রেম-সুখ-প্রতিকূল-প্রাচীনাপরাধোত্থেনাভাগ্যেন প্রেরিতবুদ্ধিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞম্ উত্তমমনস্কম্॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্রদ্ধিতং'—গুরুবাক্যে যাহার অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে (সেই অজাতশ্রদ্ধ শিষ্য বলিকে), 'দৈবপ্রহিতঃ'—এখানে দৈব বলিতে শ্রীভগবানের প্রেমসুখের প্রতিকূল প্রাচীন অপরাধ হইতে উত্থিত অভাগ্য, তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহার, সেই শুক্রাচার্য্য 'সত্যসন্ধ্যং মনস্বিনং'—সত্যপ্রতিজ্ঞ ও উত্তমমনস্ক (উদারস্বভাব) বলিমহারাজকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—দৃঢ়ং (যথা স্যাৎ তথা) পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ (আত্মানং মন্যত ইতি তথা বস্তুতস্তু অজ্ঞ এব) (অতএব) স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) মচ্ছাসনাতিগঃ অসি, (মমাজ্ঞামতিক্রান্তবানসি), যঃ (তমেবম্ভূতঃ) অস্মদুপেক্ষয়া (অস্মাকং গুরূণাম্ উপেক্ষয়া) অচিরাৎ (শীঘ্রমেব) শ্রিয়ঃ (ত্রৈলোক্যাধিপত্যাৎ) ভ্রশ্যসে (ভ্রষ্টঃ ভবিষ্যসি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তুমি পণ্ডিতাভিমানী অজ্ঞ এবং বিনয়রহিত অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমাকে উপেক্ষা করিয়াছ বলিয়া তুমি শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পণ্ডিতমানী পণ্ডিতানাং মাননীয়ঃ ন

বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাৎ সঃ। অস্মদুপেক্ষয়া অস্মৎ-কর্ত্তৃকয়া উপেক্ষয়াপি স্তব্ধঃ। ভয়াভাবাদনম্রঃ। মচ্ছাসনমতিক্রম্য গচ্ছসি বিষ্ণুমিতি ভাবঃ। তস্মাৎ ন চিরাদপি শ্রিয়ো ভ্রশ্যসে। ভগবদ্দত্তাং নিত্যাং সম্পদং প্রাপ্স্যসীত্যেবং বাস্তবোঽর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতগণের যিনি মাননীয়, 'অজ্ঞঃ'—বলিতে যাঁহা হইতে জ্ঞানী আর নাই, তিনি। 'অস্মদুপেক্ষয়া'—আমা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও, 'স্তব্ধঃ'—ভয়শূন্য বলিয়া অনম্র, 'মচ্ছাসনাতিগঃ'—আমার শাসন অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুকে অবলম্বন করিতেছ—এই ভাব। 'অচিরাৎ শ্রিয়ঃ ভ্রশ্যতে'—অতএব চিরকালেও ঐশ্বর্য্য হইতে তুমি ভ্রষ্ট হইবে না, অর্থাৎ ভগবৎপ্রদত্ত নিত্য সম্পদই তুমি প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ বাস্তবার্থ ॥ ১৫ ॥

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্।
বামনায় দদাবেনামর্চ্চিত্বোদকপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং স্বগুরুণা শপ্তঃ (অপি) মহান্ (ধৈর্য্যাদিগুণঃ বলিঃ) সত্যাৎ (স্বপ্রতিশ্রুতাৎ) ন চলিতঃ, (কিন্তু বামনম্) অর্চ্চিত্বা উদকপূর্ব্বকম্ (উদকদানপূর্ব্বকং) বামনায় এনাং (ভূমিং) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নিজ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াও মহান্ বলিরাজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া বামনদেবকে অর্চ্চনা করিয়া উদকদান-পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত ভূমি প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এতাং ভূমিং উদকদানপূর্ব্বকম্ ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতাং'—'এনাম্' এইস্থলে 'এতাম্' পাঠান্তর রহিয়াছে, এই ভূমি জলস্পর্শপূর্ব্বক দান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিন্ধ্যাবলিস্তদাগত্য পত্নী জালকমালিনী।
আনিন্যে কলসং হৈমমবনেজন্যপাং ভৃতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—জালকমালিনী (জালকং মুক্তাভরণ-বিশেষস্তন্মালাবতী বলেঃ) পত্নী বিন্ধ্যাবলিঃ তদা আগত্য অবনেজন্যপাম্ (অবনেজনীনাং পাদপ্রক্ষালনার্থানাম্ অপাম্ অদ্ভিঃ) ভৃতং (পূর্ণং) হৈমং কলসম্ আনিন্যে (আনীতবতী) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মুক্তা মাল্যধারিণী বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলি তৎকালে পাদপ্রক্ষালনের জন্য বারিপূর্ণ সুবর্ণকলস লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা।
অবনিজ্যাবহন্ মূর্দ্ধ্নি তদপো বিশ্বপাবনীঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যজমানঃ (বলিঃ) স্বয়ং তস্য (শ্রীবামনস্য) শ্রীমৎপাদযুগং মুদা (হর্ষেণ) অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) বিশ্বপাবনীঃ (বিশ্বস্য পাবনীঃ পাপনিবর্ত্তনেন পবিত্র-কর্ত্রীঃ) তৎ অপঃ (পাদপ্রক্ষালনজলানি) মূর্দ্ধ্নি অবহৎ (দধার) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যজমান বলি তৎকালে স্বয়ং হর্ষসহকারে বামনদেবের শ্রীপদযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক বিশ্ব-পাবন ঐ চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পরমলজ্জাবত্যসূর্য্যম্পশ্যাপি রাজ্ঞী ভর্ত্তু-র্ভক্তিনিষ্ঠামবগম্যানন্দাশ্রু-স্তিমিতা হর্ষোত্থং চাপল্যং নিহ্নোতুমশক্নুবতী দাসীরপ্যনপেক্ষ্যমাণা কলসং বহন্তী বহির্নিশ্চক্রামেত্যাহ বিন্ধ্যাবলিরিতি। জালকং মল্লিকাদ্যপক্বকোরক ইতি কেচিৎ। সপুষ্পাতি-কোমলফলমিত্যন্যে। ক্ষারকো জালকং ক্লীব ইত্য-মরঃ। জালকং মুক্তাভরণবিশেষ ইতি স্বামিচরণাঃ। অবনেজনীনামপাং কলসং ভৃতং পূর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম লজ্জাবতী ও অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও রাজ্ঞী (বিন্ধ্যাবলি), স্বামীর ভক্তিনিষ্ঠা জানিতে পারিয়া আনন্দাশ্রুতে স্তব্ধ হইয়া হর্ষোত্থিত চাঞ্চল্য গোপন করিতে অসমর্থ-হেতু দাসীগণেরও কোন অপেক্ষা না করিয়া নিজেই কলসী বহনপূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন, ইহা বলিতেছেন—'বিন্ধ্যাবলিঃ' ইত্যাদি। 'জালকমালিনী'—মুক্তাময় মাল্যবিভূষিতা, 'জালক' শব্দে কেহ মল্লিকাদির পক্ব কোরক, অপরে পুষ্পযুক্ত অতি কোমল ফল—এইরূপ বলেন। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—ক্ষারক ও জালক শব্দে অচিরজাত কুষ্মাণ্ডাদি ফল বুঝায়, জালক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—জালক মুক্তাভরণ-বিশেষ।

'অবনেজন্যপাং ভৃতং'—পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জলপূর্ণ একটি সুবর্ণকলস (আনয়ন করিলেন) ॥ ১৮ ॥

তদাঽসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ
তৎ কর্ম্ম সর্ব্বেঽপি গৃণন্ত আর্জ্জবং
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দিবি (স্থিতাঃ) দেবতাগণাঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ সর্ব্বে অপি মুদান্বিতাঃ, (হর্ষপূর্ণাঃ সন্তঃ) তৎ কর্ম্ম (তস্য বলেঃ কর্ম্ম) আর্জ্জবম্ (অকৌটিল্যং) গৃণন্তঃ (প্রশংসন্তঃ), অসুরেন্দ্রং (বলিং) প্রসূনবর্ষৈঃ (পুষ্পবৃষ্টিভিঃ) ববৃষুঃ (আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে স্বর্গস্থিত দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণসকলে মিলিয়া আনন্দসহকারে তাঁহার এবম্বিধ কর্ম্ম নিষ্কপটতার প্রশংসাপূর্ব্বক অসুরপতির উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—তৎ তস্য কর্ম্ম আর্জ্জবমকৌটিল্যঞ্চ গৃণন্তঃ স্তুবন্তঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ কর্ম্ম আর্জ্জবং'—মহারাজ বলির সেই কর্ম্ম ও সরলতার সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নেদুর্মুহুর্দুন্দুভয়ঃ সহস্রশো
গন্ধর্ব্বকিম্পুরুষকিন্নরা জগুঃ।
মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং
বিদ্বানদাদ্ যদ্রিপবে জগত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা তৈর্বাদিতাঃ) সহস্রশঃ দুন্দুভয়ঃ মুহুঃ নেদুঃ, (নাদিতবন্তঃ,) গন্ধর্ব্বকিম্পুরুষকিন্নরাঃ জগুঃ, (চ কিং জগুঃ তত্রাহ—) মনস্বিনা (বিবেকধৈর্য্যাদি-পূর্ণ-মনস্কেন) অনেন (বলিনা) সুদুষ্করম্ (অন্যৈঃ কর্ত্তুমশক্যং কর্ম্ম) কৃতং যৎ বিদ্বান্ (দেবপক্ষপাতী ত্রিপদব্যাজেন জগত্রয়ং গ্রহীষ্যতীতি জানন্নপি) রিপবে (শত্রবে) জগত্রয়ম্ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সহস্র সহস্র দুন্দুভি বারম্বার নিনাদিত হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও কিন্নরগণ —"এই মনস্বী বলিরাজ সুদুষ্কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যেহেতু ইনি নিজ শত্রুকে দেবপক্ষপাতী জানিয়াও ত্রিলোক প্রদান করিলেন" এইরূপ গান করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তদ্বামনং রূপমবর্দ্ধতাদ্ভুতং
হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃ খং দিশো দ্যোবিবরাঃ পয়োধয়-
স্তির্য্যঙ্নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতামিতি বলিনা পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ) অনন্তস্য হরেঃ গুণত্রয়াত্মকং (গুণত্রয়মাত্মনি যস্য তৎ) তৎ বামনং রূপম্ অদ্ভুতং (যথা স্যাৎ তথা) অবর্দ্ধত। (অতএব) ভূঃ, খম্, (আকাশং,) দিশঃ, দ্যৌঃ, (স্বর্গং,) বিবরাঃ, পয়োধয়ঃ, (সমুদ্রাঃ,) তির্য্যঙ্নৃদেবাঃ ঋষয়ঃ (চ) যৎ (যস্মিন্ বামনে) আসতে (স্থিতাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অনন্ত শ্রীহরির বামনরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গুণত্রয় ও তৎকার্য্য তাঁহাতে বিদ্যমান সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিকসকল, স্বর্গ-রন্ধ্রভাগ, সমুদ্রসকল, পশুপক্ষী, মনুষ্য, দেবতা এবং ঋষিগণ ঐ বিগ্রহে অবস্থিত ছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবর্দ্ধত বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতামিতি বলিনা পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। গুণত্রয়ং মায়া তৎকার্য্যঞ্চ আত্মনি সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বাৎ স্বস্মিন্নেব যস্য তৎ। অতএব ভূঃ খম্ ইত্যাদয়ো যদ্‌যস্মিন্ আসত স্থিতবন্তঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবর্দ্ধত'—'বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্' (৮।১৯।৩৮), আপনার ইচ্ছানুরূপ ভূমি গ্রহণ করুন, মহারাজ বলির এই পূর্ব্ব বাক্য অনুসারে শ্রীহরির সেই বামনবিগ্রহ অদ্ভুতরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যাহা 'গুণত্রয়াত্মকং'—গুণত্রয় অর্থাৎ মায়া এবং তাহার কার্য্য, ভগবান্ সমস্ত কিছুর আশ্রয় বলিয়া যাঁহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, অতএব পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি যাঁহাতে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২১ ॥

কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ
সহর্ত্বিগাচার্য্যসদস্য এতৎ।
দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সহর্ত্বিগাচার্য্যসদস্যঃ (ঋত্বিগাদি-সহিতঃ) বলিঃ মহাবিভূতেঃ (মহত্যঃ বিভূতয়ঃ শক্তয়ঃ যস্য তস্য) তস্য (ভগবতঃ) গুণাত্মকে (গুণা ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ ষট্ তদাত্মকে) কায়ে (দেহে) ত্রিগুণং (গুণত্রয়কার্য্যং) ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তং (ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি, অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ, আশয়ঃ চতুর্বিধান্তঃকরণং জীবশ্চ তৈঃ যুক্তম্) এতৎ বিশ্বং দদর্শ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন ঋত্বিক্ আচার্য্য ও সদস্যগণের সহিত মহারাজ বলি মহাবিভূতিশালী ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যাত্মক শরীরে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ, শব্দাদি-বিষয়, চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ এবং জীবগণের সহিত গুণত্রয়ের কার্য্যস্বরূপ এই নিখিল বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গুণানামাত্মকে উত্তমাধিষ্ঠাতরি ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ শব্দাদয়শ্চ আশয়োঽন্তঃকরণানি চ জীবাংশ্চ তৈর্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণাত্মকে'—ঐশ্বর্য্যাদি গুণ-সমূহের আশ্রয় উত্তম অধিষ্ঠাতা ভগবানের সেই দেহ-মধ্যে, আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও জীবসমূহ, তাহাদের সহিত যুক্ত এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

রসামচষ্টাঙ্ঘ্রিতলেঽথ পাদয়ো-
র্মহীং মহীধ্রান্ পুরুষস্য জঙ্ঘয়োঃ।
পতত্রিণো জানুনি বিশ্বমূর্ত্তে-
রূর্ব্বোর্গণং মারুতমিন্দ্রসেনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসেনঃ (ইন্দ্রস্য সেনা ইব সেনা যস্য সঃ ইন্দ্রপদে স্থিতত্বাৎ বলিঃ) বিশ্বমূর্ত্তেঃ (বিশ্বরূপস্য) পুরুষস্য অঙ্ঘ্রিতলে রসাং (রসাতলাদিলোকসপ্তকম্) অথ (তথা) পাদয়োঃ মহীং, জঙ্ঘয়োঃ মহীধ্রান্ (পর্ব্বতান্), জানুনি পতত্রিণঃ (পক্ষিণঃ) উর্ব্বোঃ মারুতং গণং (বায়ুসঙ্ঘম্) অচষ্ট (ঐক্ষত) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলিরাজা ঐ বিশ্বরূপ মহাপুরুষের পদতলে রসাতল প্রভৃতি সপ্তলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বতসকল, জানুতে পক্ষিসমূহ এবং উরুদ্বয়ে বায়ুগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রপঞ্চয়তি রসামিতি পাদোনৈঃ সপ্তভিঃ। রসাং ভূতলং মহীং ভূতলোপরিস্থান্ নগরগৃহাট্টবৃক্ষাদীনিত্যর্থঃ। মহীধ্রান্ তদুপরিগতান্ পর্ব্বতানিত্যর্থঃ। পতত্রিণস্তদুপরিচরান্ পক্ষিণঃ। মারুতং গণং বায়ুসঙ্ঘম্। ইন্দ্রস্য সেনৈব সেনা যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বিবৃত করিতেছেন—'রসাম্' ইত্যাদি এক পাদ কম সাতটি শ্লোকের দ্বারা। বিশ্বমূর্ত্তি সেই পুরুষের পদতলে রসাতলাদি সপ্তলোক, পদযুগলে পৃথিবী বলিতে তদুপরিস্থিত নগর, গৃহ, অট্টালিকা ও বৃক্ষাদি, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বতরাজি, জানু-দেশে উপরিচর পক্ষিগণ এবং উরুযুগলে মরুদ্গণকে দর্শন করিলেন। 'ইন্দ্রসেনঃ'—ইন্দ্রের সেনাসকলই যাঁহার সেনা, সেই বলি মহারাজ, তৎকালে তিনি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলিয়া এখানে 'ইন্দ্রসেন' বলি-লেন। [ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—'ইন্দ্রসেন' বলিমহারাজের একটি নাম। শ্রীদশমেও উল্লেখ আছে—"স ইন্দ্রসেনো ভগবৎ-পদাম্বুজম্" (১০।৮৫।৩৮) ইত্যাদি।] ॥ ২৩ ॥

সন্ধ্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ
প্রজাপতীন্ জঘনে আত্মমুখ্যান্।
নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিষু সপ্ত সিন্ধূন্
উরুক্রমস্যোরসি চর্ক্ষমালাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—উরুক্রমস্য বিভোঃ (বিষ্ণোঃ) বাসসি (পরিহিতবসনে) সন্ধ্যাং, গুহ্যে (গুহ্যদেশে) প্রজাপতীন্, জঘনে (কটিপুরোভাগে) আত্মমুখ্যান্ (আত্মা বলিঃ স্বয়ং তন্মুখ্যান্ তৎপ্রধানান্ অসুরান্), নাভ্যাং (নাভি-মণ্ডলে) নভঃ (আকাশং) কুক্ষিষু সপ্তসিন্ধূন্ (লবণাদি-সপ্তসমুদ্রান্), উরসি (বক্ষসি) চ ঋক্ষমালাং (নক্ষত্র-রাজিম্) ঐক্ষৎ (অপশ্যৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ উরুক্রমের পরিহিতবসনে

সন্ধ্যাদেবী, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, কটির সম্মুখভাগে নিজের সহিত অসুরগণ, নাভিমণ্ডলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র এবং বক্ষোদেশে নক্ষত্ররাজি সন্দর্শন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মমুখ্যান্ বলিপ্রধানানসুরান্। ভূতললক্ষিতোঽপি বলিঃ স্বেষাং তজ্জঘনাধিষ্ঠানত্বাৎ জঘন এবৈক্ষত ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জঘনে আত্মমুখ্যান্'—বলিমহারাজ উরুক্রম ভগবানের জঘনদেশে, আত্মা বলিতে নিজেই যেখানে মুখ্য, অর্থাৎ নিজসহ অসুরগণকে দেখিতে পাইলেন। এখানে ভূতল লক্ষিত হইলেও বলিমহারাজ নিজেদের তাঁহার জঘনদেশে অধিষ্ঠান বলিয়া জঘনেই নিজদিগকে দেখিয়াছিলেন—এই অর্থ। এরূপ পরেও জানিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যঙ্গ ধর্ম্মং স্তনয়োর্মুরারে-
র্ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ মনস্যথেন্দুম্।
শ্রিয়ঞ্চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং
কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্ ॥ ২৫ ॥
ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভুজেষু
তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মূর্দ্ধ্নি।
কেশেষু মেঘান্ শ্বসনং নাসিকায়া-
মক্ষোশ্চ সূর্য্যং বদনে চ বহ্নিম্ ॥ ২৬ ॥
বাণ্যাঞ্চ ছন্দাংসি রসে জলেশং
ভ্রুবোর্নিষেধঞ্চ বিধিঞ্চ পক্ষ্মসু।
অহশ্চ রাত্রিঞ্চ পরস্য পুংসো
মন্যুং ললাটেঽধর এব লোভম্ ॥ ২৭ ॥
স্পর্শে চ কামং নৃপ রেতসাঽম্ভঃ
পৃষ্ঠে ত্বধর্ম্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্।
ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং
তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ ॥ ২৮ ॥
নদীশ্চ নাড়ীষু শিলা নখেষু
বুদ্ধাবজং দেবগণানৃষীংশ্চ।
প্রাণেষু গাত্রে স্থিরজঙ্গমানি
সর্ব্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে বৎস!) মুরারেঃ (শ্রীহরেঃ) হৃদি ধর্ম্মং, স্তনয়োঃ (স্তনদ্বয়ে) ঋতং চ সত্যং চ (ঋতং প্রিয়বাক্যং সত্যঞ্চ) অথ মনসি ইন্দুং (চন্দ্রং), বক্ষসি অরবিন্দহস্তাং (পদ্মহস্তাং), শ্রিয়ং চ (লক্ষ্মীঞ্চ) কণ্ঠে সামানি, সমস্তান্, রেফান্ চ (শব্দাংশ্চ দদর্শ ইতি পশ্চাদ্‌বর্ত্তিন্যা ক্রিয়য়া অন্বয়ঃ) ভুজেষু ইন্দ্রপ্রধানান্ (ইন্দ্রপ্রমুখান্) অমরান্, তৎকর্ণয়োঃ (তস্য বিষ্ণোঃ কর্ণয়োঃ) ককুভঃ (দিশঃ), মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) দ্যৌঃ চ (দ্যাং স্বর্গঞ্চ) কেশেষু মেঘান্, নাসিকায়াং শ্বসনং (বায়ুম্), অক্ষ্ণোঃ (নেত্রয়োঃ) সূর্য্যং চ বদনে বহ্নিং চ (দদর্শ)। (তস্য) পরস্য পুংসঃ (পরমপুরুষস্য) বাণ্যাং (বাচি) চ ছন্দাংসি রসে জলেশং (বরুণং), ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলে) নিষেধং চ বিধিং চ (ক্রিয়ানিবর্ত্তকপ্রবর্ত্তকানুশাসনদ্বয়ং চ) পক্ষ্মসু (পক্ষ্মোন্মীলননিমীলনয়োঃ) অহঃ চ রাত্রিং চ ললাটে মন্যুং (ক্রোধম্), অধরে এব লোভং (চ দদর্শ)! হে নৃপ! স্পর্শে কামং চ রেতসা (রেতসি) অম্ভঃ (সলিলং), পৃষ্ঠে তু অধর্ম্মং, ক্রমণেষু (পাদবিহারেষু) যজ্ঞং, ছায়াসু মৃত্যুং, হসিতে (হাস্যে) মায়াং চ তনূরুহেষু (লোমসু) ওষধিজাতয়ঃ চ (ওষধিজাতীশ্চ দদর্শ)। নাড়ীষু নদীঃ চ নখেষু শিলাঃ, বুদ্ধৌ অজং (ব্রহ্মাণং), দেবগণান্, ঋষীন্ চ প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়েষু) গাত্রে (নিখিলে শরীরে চ) স্থিরজঙ্গমানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সঃ) বীরঃ দদর্শ ॥ ২৫-২৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! মুরারির হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয় ও সত্যবাক্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃপ্রদেশে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, কণ্ঠে সাম ও সমস্ত শব্দরাজি, ভুজসকলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ, মস্তকে, স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে সূর্য্য, বদনে অগ্নিদেব, পরমপুরুষের বাক্যে ছন্দসকল, রসে বরুণদেব, ভ্রূযুগলে নিমেষ এবং বিধি, নেত্রপক্ষদ্বয়ের উন্মীলন ও নিমীলনে দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ এবং হে রাজন্ স্পর্শে কামদেব, রেতোভাগে সলিল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাস্যে মায়া এবং লোমরাজিতে ওষধিসমূহ, নাড়ীসমূহে নদীসকল, নখসকলে শিলারাশি, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র শরীরে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র ভূতরাজি বীরবর বলি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতং প্রিয়বাক্যং সমস্তান্ রেফান্

রেফোপলক্ষিতানকারাদি-সর্ব্ববর্ণান্ দৌশ্চ দ্যাম্, রসে রসনে পক্ষ্মসু পক্ষ্মোন্মীলননিমীলনয়োঃ রেতসা রেতসি। ক্রমণেষু পাদবিন্যাসেষু। ওষধিজাতীশ্চ, প্রাণেষ্বিন্দ্রেয়েষু ॥ ২৫-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতং'—প্রিয় বাক্য, তাঁহার স্তনযুগলে ঋত ও সত্য, 'সমস্ত-রেফান্'—তাঁহার কণ্ঠদেশে সামবেদ এবং সমস্ত রেফ বলিতে রেফোপলক্ষিত সমস্ত শব্দরাশি, 'দ্যৌশ্চ'—মস্তকে স্বর্গলোক, 'রসে'—রসনে অর্থাৎ জিহ্বায় বরুণদেব, 'পক্ষ্মসু'—নেত্রের পক্ষ্মদ্বয়ের উন্মীলন ও নিমীলনে, অর্থাৎ নেত্রলোমে দিবা ও রাত্রি, 'রেতসা'—রেতসি, শুক্রমধ্যে জল, 'ক্রমণেষু'—পদবিন্যাসে যজ্ঞ, 'তনূরুহেষু ওষধিজাতয়ঃ'—ওষধিজাতীশ্চ, ইহা কর্ম্মে বহুবচন হইবে, অর্থাৎ রোমরাজির মধ্যে ওষধিসমূহ, 'প্রাণেষু'—প্রাণ বলিতে এখানে ইন্দ্রিয়সকল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র শরীরে স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমষ্টি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৯ ॥

সর্ব্বাত্মনীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য
সর্ব্বেঽসুরাঃ কশ্মলমাপুরঙ্গ।
সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো
ধনুশ্চ শার্ঙ্গং স্তনয়িত্নুঘোষম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে বৎস!) সর্ব্বে অসুরাঃ সর্ব্বাত্মনি (বিশ্বাত্মকে শ্রীহরৌ) ইদং ভুবনং, সুদর্শনং চক্রম্, অসহ্যতেজঃ (অসমপরাক্রমং) স্তবয়িত্নুঘোষং (মেঘনির্ঘোষং), শার্ঙ্গং (তন্নামকং) ধনুঃ চ নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কশ্মলং (খেদম্) আপুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! তৎকালে সমস্ত অসুরগণ বিশ্বরূপী শ্রীহরির শরীরে এই নিখিলভুবন, সুদর্শনচক্র, অসহ্য তেজসম্পন্ন মেঘতুল্য শব্দশালী শার্ঙ্গ নামক ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩০

পর্জ্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ
কৌমোদকী বিষ্ণুগদা তরস্বিনী।
বিদ্যাধরোঽসিঃ শতচন্দ্রযুক্ত-
স্তূণোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পর্জ্জন্যঘোষঃ (মেঘগম্ভীরনাদঃ), পাঞ্চজন্যঃ (তন্নামকঃ) জলজঃ (শঙ্খঃ), তরস্বিনী (অতিবেগবতী) কৌমোদকী (তন্নাম্নী) বিষ্ণুগদা, শতচন্দ্রযুক্তঃ (শতচন্দ্রাকারাণি মণ্ডলানি যস্য তেন চর্ম্মণা যুক্তঃ) বিদ্যাধরঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) অসিঃ অক্ষয়সায়কৌ, (তন্নামকৌ) তূণোত্তমৌ (তূণশ্রেষ্ঠৌ) চ সহলোকপালাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ) সুনন্দমুখ্যাঃ (সুনন্দপ্রধানাঃ) পার্ষদমুখ্যাঃ (শ্রীহরেঃ প্রধানভূতাঃ পার্ষদাঃ) ঈশং (শ্রীহরিম্) উপতস্থুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তখন মেঘবদ্ গম্ভীরনাদযুক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অতি বেগবতী কৌমোদকী গদা, শতচন্দ্রাকৃতিফলকযুক্ত বিদ্যাধরনামক অসি, অক্ষয়সায়কনামক শ্রেষ্ঠ তূণযুগল, লোকপালগণের সহিত সুনন্দপ্রমুখ প্রধান পার্ষদগণ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রত্যক্ষীভূয় সুদর্শনাদয় ঈশমুপতস্থুরিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। বিদ্যাধরসংজ্ঞোঽসিঃ। শতচন্দ্রং ফলকং তদ্যুক্তঃ, পার্ষদেষু মুখ্যাঃ সুনন্দমুখ্যা ইতি তেষ্বপি সুনন্দো মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ হইয়া নিজ প্রভুর স্তুতি করিয়াছিলেন, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'বিদ্যাধরঃ'—বিদ্যাধর নামক অসি, তাহা শতচন্দ্রাকৃতি ফলকযুক্ত। 'সুনন্দমুখ্যাঃ'—পার্ষদগণের মধ্যে প্রধান যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও সুনন্দ মুখ্য, এই অর্থ। (ইহা ৩২ নং শ্লোকের অংশ।) ॥ ৩১ ॥

সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং
পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ।
স্ফুরৎকিরীটাঙ্গদমীনকুণ্ডলঃ
শ্রীবৎসরত্নোত্তমমেখলাম্বরৈঃ ॥ ৩২ ॥
মধুব্রতস্রগ্বনমালয়াবৃতো
ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ।
ক্ষিতিং পদৈকেন বলেবিচক্রমে
নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্!) (তদা) ভগবান্ উরুক্রমঃ (ত্রিবিক্রমঃ) স্ফুরৎ-কিরীটাঙ্গদ মীনকুণ্ডলঃ (স্ফুরন্তি কিরীটং মুকুটম্, অঙ্গদং কেয়ূরং, মীনকুণ্ডলে

মকরসদৃশে কুণ্ডলে যস্য সঃ) শ্রীবৎস-রত্নোত্তম-মেখলাম্বরৈঃ (শ্রীবৎসাদিভিঃ তথা) মধুব্রত স্রগ্বনমালয়া (মধুব্রতানাং ভ্রমরাণাং স্রক্ পংক্তিঃ যত্র তয়া বনমালয়া) বৃতঃ (সন্) ররাজ (প্রকাশিতঃ বভূব)। একেন পদেন বলেঃ (দৈত্যরাজস্য) ক্ষিতিং (যাবদ্ ভূভাগং তথা), শরীরেণ নভঃ (আকাশং), বাহুভিঃ (ভুজৈঃ) দিশঃ চ বিচক্রমে (আক্রান্তবান্) ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ভগবান্ ত্রিবিক্রমও তৎকালে সমুজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রীবৎস কৌস্তুভ, মেখলা, পীতাম্বর এবং ভ্রমরপঙ্ক্তি বিরাজিত বনমালায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছিলেন। তিনি একপদবিন্যাসে বলির যাবতীয় ভূমিভাগ, শরীর দ্বারা আকাশপ্রদেশ, ভুজসকল দ্বারা দিক্সমূহ আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কুণ্ডল ইত্যন্তং পৃথক্ পদম্। মধুব্রতানাং স্রক্ মালাকারঃ সমূহো যত্র তথাভূতয়া বনমালয়া বৃতো ব্যাপ্তঃ। উরুক্রমত্বমেবাহ—ক্ষিতিমিতি, দ্বিতীয়ং বামপদং ক্রমমাণস্য তস্য ত্রিপিষ্টপং তদীয়ং প্রাপ্তমেবাভূদিতি শেষঃ তৃতীয়ায় তৃতীয়পদন্যাসার্থম্ অণ্বপি অণুমাত্রমপি নাবশিষ্টমিত্যর্থঃ। অত্র ত্রিপদমাত্রভূমেঃ প্রতিগৃহীতত্বেঽপি ভুজাদ্যঙ্গৈর্নভ আদি ব্যাপ্তিশ্চ নান্যায্যা তাবদ্ভূমাবূর্দ্ধ্বাবস্থিতৈরপ্যপেক্ষিতত্বাদিতি সন্দর্ভঃ। নভ আদীনামপি পদদ্বয়ান্তর্ভূতত্বাৎ পদদ্বয়েনৈব ব্যাপ্তিরুচ্যত ইত্যপরৈঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুণ্ডল এই পর্য্যন্ত পৃথক্ পদ। 'মধুব্রত'—ইত্যাদি, ভ্রমরগণের 'স্রক্' বলিতে মালার আকার পঙ্ক্তি যেখানে, সেইরূপ বনমালার দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ উরুক্রম ভ্রমরপঙ্ক্তিশোভিত বনমালায় আবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার উরুক্রমত্বই (বিশাল পাদবিন্যাস) বলিতেছেন—'ক্ষিতিম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ এক পদদ্বারা বলির অধিকৃত সমগ্র ভূভাগ, শরীরদ্বারা আকাশমণ্ডল ও বাহুসমূহদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন)। 'পদং দ্বিতীয়ং' (ইহা ৩৪ শ্লোকের অংশ)—ইহার পর দ্বিতীয় বামপদ বিন্যাসকালে স্বর্গলোক কোনরূপে তাহার স্থান হইল বটে, পরন্তু 'তৃতীয়ায়'—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির আর অণুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রহিল না। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন—এইস্থলে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমির প্রতিগ্রহণের কথা থাকিলেও, বাহু প্রভৃতির দ্বারা যে আকাশাদির ব্যাপ্তি, তাহা অন্যায় হয় নাই, কারণ উহা ভূমির উর্দ্ধেই অবস্থিত। অপরে বলেন—আকাশ প্রভৃতিরও পদদ্বয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া পদদ্বয়ের দ্বারাই ব্যাপ্তি হইয়াছে ॥ ৩২-৩৩ ॥

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং
ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি।
উরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিরুপর্য্যুপর্য্যথো
মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বিশ্বরূপপ্রদর্শনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—দ্বিতীয়ং পদং ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গং) ক্রমতঃ (আক্রমতঃ হরেঃ) তৃতীয়ায় (পাদায়) (তৃতীয়পাদন্যাসার্থং) তদীয়ং (বলেঃ সম্বন্ধি) অণু অপি (অণুমাত্রমপি স্থানং) ন বৈ (ন বভূব যতঃ) উরুক্রমস্য (ত্রিবিক্রমস্য) অঙ্ঘ্রিঃ (পাদঃ ত্রিবিষ্টপং) উপরি উপরি (ক্রমশঃ উর্দ্ধ্বদেশং গচ্ছন্) অথ মহর্জনাভ্যাং তপসঃ চ (লোকস্য) পরম্ (অতীতস্থানং সত্যলোকং) গতঃ (প্রাপ্তঃ বভূব) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—পরে দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আক্রমণ করিলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অণুমাত্র স্থানও বর্ত্তমান রহিল না। যেহেতু ত্রিবিক্রম শ্রীহরির চরণ স্বর্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধ্বদেশ আক্রমণ করিতে করিতে মহঃ জন এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়ং পদং কিয়ৎ প্রবৃদ্ধমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মহর্জনাভ্যাং সকাশাৎ পরং সত্যলোকং গতঃ। তদীয়ো নখস্তু কটাহং বিভেদেতি কেচিৎ। অষ্টাবরণানি ভিত্ত্বা বিরজাজলে প্রবিষ্ট ইত্যন্যে ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্কন্ধে বিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টম-স্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার দ্বিতীয় পদ কতদূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন —'উরুক্রমস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ উরুক্রম শ্রীহরির সেই পদ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধভাগে মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ বলেন—তাঁহার শ্রীচরণের নখ-রাজি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদ করিয়াছিল। অপরে বলেন —অষ্ট আবরণ ভেদ করিয়া বিরজার জলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২০ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের বিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
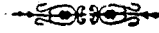
একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সত্যং সমীক্ষ্যাব্জভবো নখেন্দুভি-
র্হতস্বধামদ্যুতিরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্‌ব্রতাঃ
সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জগজ্জনের নিকট বলির উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ পদপূরণচ্ছলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বলির বন্ধন বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীবামনদেবের দ্বিতীয়-চরণ ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হওয়ায় তদীয় নখচন্দ্রের ছটায় ব্রহ্মার ও তদ্ধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হইল। ব্রহ্মা মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ও লোকপালগণের সহিত ভগবানের স্তব করিয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক নানাবিধ উপচারের দ্বারা পূজা করিলে, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ভেরীশব্দে সর্ব্বত্র ভগবদ্বিজয়োৎসব জ্ঞাপন করিলেন।

বলির সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায়, দৈত্যগণ ক্রোধের সহিত বলির নিষেধ সত্ত্বেও বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নিত্য পার্ষদবৃন্দদ্বারা পরাজিত হইল এবং বলির আদেশে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এদিকে গরুড় ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিকে বরুণপাশে বন্ধন করিলেন, তদনন্তর বিষ্ণু এতাদৃশ অবস্থাপন্ন অথচ অবিচলিত উদারচরিত বলির নিকট তৃতীয় পদবিন্যাসোপযোগিস্থান প্রার্থনা করিলেন এবং প্রতিশ্রুতদানে অসমর্থ বলির স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুতলে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নরদেব! (রাজন্!) নখেন্দুভিঃ (শ্রীহরিপদ-নখ-চন্দ্রৈঃ) হত-স্বধামদ্যুতিঃ (হতা তিরস্কৃতা স্বধাম্নঃ স্বকীয়লোকস্য দ্যুতিঃ প্রভা যস্য সঃ) আবৃতঃ (স্বয়ঞ্চ তেনাচ্ছন্নঃ) অব্জভবঃ (ব্রহ্মা) সত্যং (সত্যলোকং প্রবিষ্টং তমঙ্ঘ্রিং) সমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অভ্যগাৎ। (তৎ-সমীপং গতঃ তথা) মরীচিমিশ্রাঃ (মরীচিপ্রধানাঃ) ঋষয়ঃ

সনন্দনাদ্যাঃ (তৎপ্রমুখাঃ) বৃহদ্‌ব্রতাঃ (মহাব্রতশীলাঃ) যোগিনঃ (চ অভ্যস্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবানের শ্রীচরণ সত্যলোকে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া ব্রহ্মা ভগবৎসমীপে গমন করিলেন। মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ এবং সনন্দনপ্রমুখ মহাব্রত-যোগিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! ভগবানের পদনখচন্দ্রের ছটায় ব্রহ্মধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হইয়াছিল, ব্রহ্মা স্বয়ংও তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

আনর্চ্চ চরণং ব্রহ্মা দৈত্যান্ যুদ্ধান্ন্যবারয়ৎ।
বলিং তং গরুড়োহবধ্নদেকবিংশেহর্থকোবিদঃ ॥০

অঙ্ঘ্রিঃ সত্যলোকং গত ইত্যুক্তং ততঃ কিং বৃত্তমিত্যত আহ—সত্যমিতি নখা এব ইন্দবস্তৈঃ সহ সত্যং সত্যলোকং সমীক্ষ্যাব্জভবো ব্রহ্মা অভ্যগাৎ, মরীচ্যাদয়শ্চাভ্যগুঃ। ববন্দিরে অব্জভবশ্চ ববন্দে ইত্যুভয়েষামুভয়োরুভয়ক্রিয়ান্বয়ঃ। কীদৃশঃ নখেন্দুভির্হতা তিরস্কৃতাঃ স্বধামদ্যুতয়ো যস্য সঃ স্বয়ঞ্চ তৈরাবৃতশ্ছন্ন ইতি নখেন্দুভিরিত্যস্য ত্রিষ্বপ্যন্বয়ঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা বামনদেবের চরণ অর্চ্চনা করেন, মহারাজ বলি দৈত্যগণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন এবং প্রয়োজনাভিজ্ঞ গরুড় বলিকে বন্ধন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

উরুক্রমের শ্রীচরণ সত্যলোকে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তারপর কি ঘটিল? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সত্যং' ইত্যাদি। 'নখেন্দুভিঃ'—নখসমূহই চন্দ্র, তাহার সহিত সত্যলোক অবলোকন করিয়া, 'অব্জভবঃ'—ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন, মরীচি প্রভৃতিও আসিলেন, তাঁহারা বন্দনা করিলেন এবং ব্রহ্মাও বন্দনা করিলেন—এইরূপ উভয়ত্র উভয় ক্রিয়ার অন্বয় হইবে। কিরূপ তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—নখচন্দ্ররাজিদ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে নিজ ধামের দ্যুতি যাঁহার, সেই ব্রহ্মা নিজেও তাহার দীপ্তিতে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। 'নখেন্দুভিঃ'—ইহার সহিত তিন স্থানেই অন্বয় হইবে, অর্থাৎ ভগবানের পদনখচন্দ্রের ছটায় সত্যলোক, ব্রহ্মা এবং মরীচিগণ সকলেই আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বেদোপবেদা নিয়মা যমান্বিতা-
স্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ।
যে চাপরে যোগসমীরদীপিত-
জ্ঞানাগ্নিনা রন্ধিতকর্ম্মকল্মষাঃ ॥ ২ ॥
ববন্দিরে যৎস্মরণানুভাবতঃ
স্বায়ম্ভুবং ধাম গতা অকর্ম্মকম্ ॥
অথাঙ্ঘ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিষ্ণো-
রুপাহরৎ পদ্মভবোহর্হণোদকম্।
সমর্চ্চ্য ভক্ত্যাভ্যগৃণাচ্ছুচিশ্রবা
যন্নাভিপঙ্কেরুহসম্ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—নিয়মাঃ যমান্বিতাঃ (নিবৃত্তরহস্যসহিতানি প্রবৃত্তরহস্যানি তথা) তর্কেতিহাসাঙ্গ-পুরাণসংহিতাঃ (তর্কঃ ন্যায়শাস্ত্রম্, ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তবর্ণনপ্রধানশাস্ত্রাণি, অঙ্গানি শিক্ষাদীনি, পুরাণানি ব্রহ্মাদীনি, সংহিতাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ তথাঃ) বেদোপবেদাঃ (বেদাঃ ঋগাদয়ঃ, উপবেদাঃ আয়ুর্বেদাদয়ঃ), যোগসমীরদীপিতজ্ঞানাগ্নিনা রন্ধিতকর্ম্মকল্মষাঃ (যোগঃ এব সমীরঃ তেন দীপিতং জ্ঞানমেবাগ্নিঃ তেন রন্ধিতং দগ্ধং কর্ম্ম কল্মষং কর্ম্মমলং যেষাং তে) অপরে চ যে (তল্লোকনিবাসিনঃ) যৎস্মরণানুভাবতঃ (যস্য অঙ্ঘ্রেঃ স্মরণানুভাবতঃ স্মরণপ্রভাবাৎ) অকর্ম্মকং (কর্ম্মভিঃ অপ্রাপ্যং) স্বায়ম্ভুবং ধাম (ব্রহ্মলোকং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ, তে সর্ব্বে) ববন্দিরে। (শ্রীহরেঃ অঙ্ঘ্রিং প্রণেমুঃ তুষ্টুবুঃ চ) অথ পদ্মভবঃ (ব্রহ্মা) প্রোন্নমিতায় (প্রকৃষ্টম্ উর্দ্ধং প্রসৃতায়) বিষ্ণোঃ অঙ্ঘ্রয়ে (অঙ্ঘ্রিং পাদপদ্মমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) অর্হণোদকং (পাদ্যমিত্যর্থঃ) উপাহরৎ (দদৌ)। শুচিশ্রবাঃ (বিমলকীর্ত্তিঃ ব্রহ্মা) স্বয়ং যন্নাভিপঙ্কেরুহসম্ভবঃ (যস্য শ্রীহরেঃ নাভিপঙ্কেরুহাৎ নাভিপদ্মাৎ সম্ভবঃ জন্ম যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি) ভক্ত্যা (তং) সমর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) অভ্যগৃণাৎ (তুষ্টাব) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে যম, নিয়ম, ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি গ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, আয়ুর্বেদাদি উপবেদ এবং যাঁহারা যোগসমীরণ দ্বারা

দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিবলে কর্ম্মমল দগ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল পুরুষ অন্যান্য সত্যলোকবাসিজনসমূহ শ্রীহরির ঐ পাদপদ্মের স্মরণবলে কর্ম্মদ্বারা অলভ্য এই ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকলে শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা প্রকৃষ্টভাবে উর্দ্ধদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্য প্রদান করিলেন এবং বিমলকীর্ত্তি ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ভক্তিভরে সেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥২-৩॥

বিশ্বনাথ—তর্কো ন্যায়শাস্ত্রম্, ইতিহাসো ভারতাদিঃ। অঙ্গানি শিক্ষাদীনি, পুরাণানি ব্রাহ্মাদীনি। সংহিতা ব্রহ্মসংহিতাদ্যাঃ। অকর্ম্মকং ন বিদ্যন্তে কর্ম্মকাণি নিকৃষ্টকর্ম্মাণি সাধনত্বেন যস্য তৎ। অভ্যগৃণাৎ তুষ্টাব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্ক'—বলিতে ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস—মহাভারত প্রভৃতি, 'অঙ্গ'—শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গসকল, 'পুরাণ'—বলিতে ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি, 'সংহিতা'—ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি (সকলেই ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন)। 'অকর্ম্মকং'—কর্ম্ম বলিতে নিকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যাহা অপ্রাপ্য, সেই ব্রহ্মলোক (শ্রীহরির পাদপদ্মের স্মরণ-প্রভাবেই যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে বন্দনা করিলেন)। 'অভ্যগৃণাৎ'—স্তুতি করিলেন (অর্থাৎ ব্রহ্মাও সেই ভগবানের উন্নমিত চরণে পাদ্য-জল সমর্পণপূর্ব্বক পূজা করিয়া ভক্তিভরে স্তুতি করিতে লাগিলেন।) ॥ ২-৩ ॥

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র। (রাজন্।) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) তৎ কমণ্ডলুজলম্ উরুক্রমস্য (বিষ্ণোঃ) পাদাবনেজনপবিত্রতয়া (পাদয়োঃ অবনেজনং প্রক্ষালনং তেন পবিত্রতয়া পূতত্বেন) স্বর্ধুনী (স্বর্গনদী) অভূৎ। সা (নদী) নভসি পততী (প্রবাহিতা সতী) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বিশদা (নির্ম্মলাঃ) কীর্ত্তিঃ ইব লোকত্রয়ং (ত্রিলোকং) নিমার্ষ্টি (পবিত্রয়তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল উরু-ক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায়, স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিতা হইয়া শ্রীহরির কীর্ত্তির ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কমণ্ডলুজলং পাদাবনেজনেন পবিত্রং ভূত্বা গঙ্গা অভূৎ। পঞ্চমস্কন্ধে তু সুমেরুবর্ণনে বাম-পাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্দ্ধাণ্ডকটাহ-বহির্জলধারৈব গঙ্গা। কৃচিত্তু সাক্ষান্নারায়ণ এব দ্রবরূপেণ গঙ্গেত্যতো জলত্রি-তয়মেব মিলিতম্ গঙ্গাভূদিতি জ্ঞেয়ম্। পততী পতন্তী নিমার্ষ্টি পবিত্রয়তি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কমণ্ডলুজলং'—ব্রহ্মার সেই কমণ্ডলুর জলরাশি ভগবানের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছিল। পঞ্চমস্কন্ধে সুমেরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—বামনদেবের বামপাদাঙ্গুষ্ঠের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকটাহ নির্ভিন্ন হইয়া বাহিরে যে জলধারা প্রবাহিত হয়, উহাই গঙ্গা। কোথাও সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণই দ্রবরূপে গঙ্গা হইয়াছেন—এরূপ বলা হইয়াছে, অতএব এই তিনটি জলধারা মিলিত হইয়া স্বর্গগঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। 'পততী'—পতন্তী হইবে, উহা আকাশমার্গে প্রবাহিত হইয়া লোকত্রয় পবিত্র করিতেছে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ।
সানুগা বলিমাজহ্রুঃ সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মপ্রমুখাঃ) সানুগাঃ (অনু-চরৈঃ সহিতাঃ) লোকনাথাঃ (লোকপালাঃ) সমাদৃতাঃ (সম্যক্ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ), সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে (সংক্ষিপ্তা বামনরূপেণ উপসংহৃতা আত্মবিভূতিঃ স্বকীয়দেহবিস্তারো যেন তস্মৈ) স্বনাথায় (স্বেষামধি-পতয়ে বিষ্ণবে) বলিং (পূজাম্) আজহ্রুঃ (সংগৃহীত-বন্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সানুচর ব্রহ্মাদি-লোকপালগণ সাদরে তাহাদের নিজ প্রভু আত্মবিস্তৃতিরূপ স্বকীয় বিভূতির

উপসংহার-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বামনরূপে অবস্থিত পরম পুরুষের পূজা আহরণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে ত্রিবিক্রমস্বরূপ-মন্তর্দ্ধাপ্য বামনস্বরূপেণৈব স্থিতায়েত্যর্থঃ। তদেব ব্রহ্মাদয়স্তত্রৈবাগত্য তোয়াদিভিঃ পাদ্যাদিভির্বলিং পূজাং আজহ্রুরুপকল্পয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে'—নিজ বিভূতি ত্রিবিক্রমস্বরূপ অন্তর্হিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বামনস্বরূপেই যখন অবস্থিত, তৎকালেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সেখানে আসিয়া নিজপ্রভু শ্রীহরিকে সাদরে পাদ্যাদির দ্বারা পূজোপহার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তোয়ৈঃ সমর্হণৈঃ স্রগ্‌ভির্দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্ষতফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৬ ॥
স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ তদ্বীর্য্যমহিমাঙ্কিতৈঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সুরভিভিঃ (সুগন্ধিভিঃ) সমর্হণৈঃ তোয়ৈঃ (অর্ঘাদিজলৈঃ) স্রগ্‌ভিঃ (মালাভিঃ) দিব্য-গন্ধানুলেপনৈঃ (সুরম্যচন্দনাদ্যানুলেপনসাধনৈঃ) ধূপৈঃ দীপৈঃ লাজাক্ষতফলাঙ্কুরৈঃ (লাজাভিঃ ভৃষ্টধান্যৈঃ অক্ষতৈঃ তণ্ডুলৈঃ ফলৈঃ অঙ্কুরৈশ্চ) তদ্বীর্য্যমহিমাঙ্কিতৈঃ (ভগবন্মাহাত্ম্যসূচকৈঃ) স্তবনৈঃ (স্তুতিভিঃ) জয়শব্দৈঃ (জয় জয় ইত্যাদিরবৈঃ) চ নৃতবাদিত্রগীতৈঃ চ শঙ্খ-দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ (শঙ্খাদিধ্বনিভিঃ বলিম্ আজহ্রুঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা তৎকালে সুগন্ধি, অর্ঘ্যাদি জল, মাল্য, দিব্য-চন্দনাদি অনুলেপন, ধূপ, দীপ, লাজ, অক্ষত, ফল, অঙ্কুর, ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব, জয়ধ্বনি, নৃত্য, বাদ্য, গীত এবং শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনির সহিত উপহার আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

জাম্ববানৃক্ষরাজস্তু ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ।
বিজয়ং দিক্ষু সর্ব্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—মনোজবঃ (মনোবেগঃ) ঋক্ষরাজঃ (ভল্লুকরাজঃ) জাম্ববান্ তু (আগত্য) ভেরীশব্দৈঃ (ভেরীঃ বাদয়ন্ ইত্যর্থঃ) সর্ব্বাসু দিক্ষু বিজয়ং (বিজয়সূচকং) মহোৎসবম্ অঘোষয়ৎ (প্রচারয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মনের ন্যায় শীঘ্রগামী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ তৎকালে সমাগত হইয়া ভেরীশব্দে সর্ব্বদিকে ভগবানের বিজয়মহোৎসব ঘোষণা করিয়াছিলেন ॥৮

মহীং সর্ব্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া।
ঊচুঃ স্বভর্ত্তুরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমর্ষিতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসুরাঃ ত্রিপদ-ব্যাজ-যাচ্ঞয়া (ত্রিপদ-ভূমিপ্রার্থনচ্ছলেন) দীক্ষিতস্য (যজ্ঞব্রতস্য) স্বভর্ত্তুঃ (বলেঃ) সর্ব্বাং মহীং (সমগ্রাং ভূমিং) হৃতাং (সংগৃহীতাং) দৃষ্ট্বা অত্যমর্ষিতাঃ (নিতরামসহিষ্ণবঃ সন্তঃ) ঊচুঃ (বক্ষ্যমাণং কথয়ামাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ত্রিপাদ-ভূমিবিষয়ক কপট প্রার্থনাদ্বারা যজ্ঞব্রতী নিজ প্রভু বলিরাজের সমস্ত ভূমি অপহৃত হইল দেখিয়া, অসুরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ন বায়ং ব্রহ্মবন্ধুর্বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নো দেবকার্য্যং চিকীর্ষতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(দৈত্যাঃ ঊচুঃ,—) অয়ং (বামনঃ) ব্রহ্মবন্ধুঃ (দ্বিজঃ) ন বা (ন ভবতি কিন্তু) দ্বিজরূপ-প্রতিচ্ছন্নঃ (ব্রাহ্মণবেশেন তিরস্কৃতস্বরূপঃ) মায়াবিনাং (ছলনানিপুণানাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বিষ্ণুঃ (এব) দেব-কার্য্যং (দেবানামুপকারং) চিকীর্ষতি (সাধয়িতুমাগতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দৈত্যগণ বলিয়াছিল,—এই বামন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহে, পরন্তু মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে নিজস্বরূপ গোপন করিয়া দেবতাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অনেন যাচমানেন শত্রুণা বটুরূপিণা।
সর্ব্বস্বং নো হৃতং ভর্ত্তুর্ন্যস্তদণ্ডস্য বর্হিষি ॥১১॥

অন্বয়ঃ—বটুরূপিণা (বালকবেশেন) যাচমানেন

(প্রার্থ্যমানেন) অনেন শত্রুণা (অস্মাকং চিরবৈরিণা বিষ্ণুনা) বর্হিষি ন্যস্তদণ্ডস্য (যজ্ঞনিমিত্তং ত্যক্তদণ্ডস্য) নঃ (অস্মাকং) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ বলেঃ) সর্ব্বস্বং (সর্ব্বমেব ধনং) হৃতম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমাদের প্রভু যজ্ঞার্থ দণ্ড পরিত্যাগ করায় আমাদের চিরশত্রু বিষ্ণু বালকবেশে যাচক-রূপে তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বর্হিষি যজ্ঞে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্হিষি'—যজ্ঞে (দীক্ষিত হইয়া আমাদের প্রভু মহারাজ বলি শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ হিংসা হইতে বিরত হইয়াছেন, এই সুযোগে এই শত্রু ব্রহ্মচারিরূপে যাচঞা করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে ।) ॥ ১১ ॥

সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ ।
নানৃতং ভাষিতং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সততং সত্যব্রতস্য (সর্ব্বদা সত্যশীলস্য) বিশেষতঃ (অধুনা) দীক্ষিতস্য (যজ্ঞরতস্য) ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ (চ ভর্ত্তুঃ) অনৃতং (মিথ্যা) ভাষিতুং ন শক্যম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমাদের প্রভু সর্ব্বদাই সত্যব্রত, বিশেষতঃ সম্প্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন । তিনি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং দয়াবান্, কখনই মিথ্যা বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১২ ॥

তস্মাদস্য বধো ধর্ম্মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণঞ্চ নঃ ।
ইত্যায়ুধানি জগৃহুর্বলেরনুচরাসুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অস্য (বামনরূপস্য বিষ্ণোঃ) বধঃ (বিনাশঃ এব) ধর্ম্মঃ (সমুচিতঃ), নঃ (অস্মাকং) ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং চ (অস্য বধ এবং অস্মাকং স্বামিসেবা চ ভবতি) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) বলেঃ অনুচরাঃ (সেবকাঃ) অসুরাঃ (তস্য বিষ্ণোঃ বধার্থম্) আয়ুধানি (অস্ত্রাণি) জগৃহুঃ (ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব অধুনা এই বামনরূপী বিষ্ণুর বধই আমাদের ধর্ম্ম এবং উপযুক্ত স্বামিসেবা । এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া বলির অনুচর অসুরগণ তাঁহার বধের জন্য অস্ত্রধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

তে সর্ব্বে বামনং হন্তুং শূলপট্টিশপাণয়ঃ ।
অনিচ্ছতো বলে রাজন্ প্রাদ্রবন্ জাতমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! শূলপট্টিশপাণয়ঃ (শূলাদ্যস্ত্রহস্তাঃ) জাতমন্যবঃ (সঞ্জাতক্রোধাঃ) তে সর্ব্বে (অসুরাঃ) অনিচ্ছতঃ (অনভিলাষবতঃ) বলেঃ বামনং হন্তুং প্রাদ্রবন্ (প্রদুদ্রুবুঃ তন্মুখমাজগ্মুঃ ইত্যর্থঃ) ॥১৪

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তখন জাতক্রোধ অসুরগণ শূল ও পট্টিশহস্তে বলির অনিচ্ছাক্রমেই বামন বধের জন্য ধাবিত হইল ॥ ১৪ ॥

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্ নৃপ ।
প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বিষ্ণোঃ অনুচরাঃ (সেবকাঃ) অভিদ্রবতঃ (হিংসার্থং সমুপস্থিতান্) তান্ দিতিজানীকপান্ (দৈত্যসৈন্যান্) দৃষ্ট্বা প্রহস্য (অবজ্ঞাসূচকং হাসং কৃত্বা) উদায়ুধাঃ (উদ্যতাস্ত্রাঃ সন্তঃ) প্রত্যষেধন্ (তান্ বারয়ামাসুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বিষ্ণুর অনুচরগণ হিংসার্থে সমুপস্থিত দৈত্যসৈন্যগণকে দেখিয়া হাস্যসহকারে অস্ত্র উদ্যত করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্‌সেনঃ পতত্রিরাট্ ॥১৬॥
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ ।
সর্ব্বে নাগাযুতপ্রাণাশ্চমূন্তে জঘ্নুরাসুরীঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ, সুনন্দঃ অথ জয়ঃ, বিজয়ঃ, প্রবলঃ, বলঃ, কুমুদঃ, কুমুদাক্ষঃ চ বিষ্বক্‌সেনঃ, পতত্রিরাট্ (পক্ষিরাজঃ গরুড়ঃ), জয়ন্তঃ শ্রুতদেবঃ চ পুষ্পদন্তঃ অথ সাত্বতঃ নাগাযুতপ্রাণাঃ (সহস্রহস্তিতুল্য-বলাঃ) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) সর্ব্বে আসুরীঃ চমূঃ (অসুর-সেনাং) জঘ্নুঃ (নিহতাং চক্রুঃ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিশ্বক্সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুত-দেব, পুষ্পদন্ত, সাত্বত এই সকল সহস্র হস্তিতুল্য বলশালী ভগবৎপার্ষদবৃন্দ অসুরসৈন্য বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—জয়-বিজয় ইতি ভগবতো ব্রহ্মণ্যত্বস্য ভক্তানামপরাধবিভীষিকায়াশ্চ প্রদর্শনার্থমেবানয়োঃ প্রকাশাবেব বৈকুণ্ঠাদধঃ পেততুরিতি তৃতীয়ে বৈকুণ্ঠ-বর্ণনএব ব্যাখ্যাতম্। নাগা হস্তিনস্তে চ লোকা-লোকোপরিবর্ত্তিনো ভগবদ্বিভূতিরূপা বৈকুণ্ঠবর্ত্তিনো বা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জয়ো বিজয়ঃ'—শ্রীভগবানের ব্রহ্মণ্যত্ব এবং ভক্তজনের প্রতি অপরাধের বিভীষিকা প্রদর্শনের নিমিত্তই এই দুইজনের এখানে প্রকাশ হইয়াছিল, যেহেতু তৃতীয় স্কন্ধে বৈকুণ্ঠবর্ণন প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এই দুইজন বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃ পতিত হইয়াছিলেন। 'নাগাঃ'—হস্তিগণ, ইহারা লোকালোক পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত, অথবা—বৈকুণ্ঠবর্ত্তী ভগবানের বিভূতিরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ।
বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্ ॥

অন্বয়ঃ—বলিঃ পুরুষানুচরৈঃ (পুরুষস্য বিষ্ণোঃ অনুচরৈঃ) স্বকান্ (নিজানুচরান্ অসুরান্) হন্যমানান্ (বিনাশিতান্) দৃষ্ট্বা কাব্যশাপং (শুক্রাচার্য্যস্য "অচিরাৎ ভ্রশ্যসে" ইতি অভিসম্পাতবচনম্) অনু-স্মরন্ (স্মৃত্বা) সংরব্ধান্ (ক্রুদ্ধানপি অনুচরান্) বারয়ামাস (যুদ্ধাৎ নিবারিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বলিরাজ বিষ্ণুর অনুচরগণের দ্বারা স্বীয় পক্ষ হত হইতে দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ-বচন স্মরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ অসুরগণকে নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে নেমে শ্রূয়তাং বচঃ।
মা যুধ্যত নিবর্ত্তধ্বং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমে! বচঃ (মদ্বাক্যং) শ্রূয়তাং, মা যুধ্যত, (যুদ্ধং মা কুরুত), নিবর্ত্তধ্বং (নিবৃত্তাঃ ভবত যস্মাৎ), অয়ং (বর্ত্তমানঃ) কালঃ (সময়ঃ) নঃ (অস্মাকম্) অর্থকৃৎ (শুভপ্রদঃ) ন (ন ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমে! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিও না সত্বর নিবৃত্ত হও, যেহেতু বর্ত্তমান কাল আমাদের শুভপ্রদ নহে ॥ ১৯ ॥

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে।
তং নাতিবর্ত্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্ ॥২০

অন্বয়ঃ—(হে) দৈত্যাঃ! সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) সুখদুঃখোপপত্তয়ে (সুখং দুঃখং বা যথা-যোগ্যং নিষ্পাদয়িতুং) যঃ (কালঃ) প্রভুঃ (সমর্থঃ ভবতি) পুমান্ (কোঽপি জনঃ) পৌরুষৈঃ (অধ্য-বসায়ৈঃ) তং (কালম্) অতিবর্ত্তিতুং (লঙ্ঘয়িতুং) ন ঈশ্বরঃ (ন সমর্থঃ ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যগণ! যিনি সমস্ত প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ-সাধনে সমর্থ তাহাকে কোন পুরুষই অধ্য-বসায়বলে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্।
স এব ভগবানদ্য বর্ত্ততে তদ্বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্ কালঃ) প্রাক্ (ইতঃ পুরা) নঃ (অস্মাকং দৈত্যানাং) ভবায় (শুভায় তথা) দিবৌ-কসাং (দেবানাম্) অভবায় (অশুভায়) আসীৎ। সঃ ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী কালঃ) এব অদ্য (অধুনা) তদ্বিপর্য্যয়ং (পূর্ব্বতো বৈপরীত্যেন অস্মাকমশুভ-প্রদত্বেন দিবৌকসাঞ্চ শুভপ্রদত্বেন) বর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যিনি ইতঃপূর্ব্বে আমাদের পক্ষে শুভ-জনক এবং দেবগণের পক্ষে অশুভজনক ছিলেন, সেই ভগবান্ কালই সম্প্রতি বিপরীত হইয়াছেন ॥২১

বলেন সচিবৈর্বুদ্ধ্যা দুর্গৈর্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ।
সামাদিভিরুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—জনঃ (কোঽপি জীবঃ) বলেন (শক্ত্যা সৈন্যেন বা) সচিবৈঃ (মন্ত্রিভিঃ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিবলেন) দুর্গৈঃ (শত্রুজনাক্রমণাযোগ্য প্রদেশৈঃ) মন্ত্রৌষধাদিভিঃ সামাদিভিঃ (সাম-দাম-ভেদ দণ্ডরূপৈঃ) উপায়ৈঃ চ কালং (কালরূপিণং (প্রভুং) ন অত্যেতি (অতিক্রমিতুম্ বৈ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কোন জীবই বল, মন্ত্রী, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধ কিম্বা সামাদি উপায়দ্বারা কালরূপী প্রভুকে (অর্হতি) অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কালং কালরূপিণং প্রভুম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালং'—কালরূপী প্রভুকে (কোন ব্যক্তিই পৌরুষদ্বারা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে ।) ॥ ২২ ॥

ভবদ্ভির্নির্জ্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ ।
দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—এতেঃ হরেঃ অনুচরাঃ (ইতঃ পূর্ব্বং) বহুশঃ (বহুবারান্) দৈবেনর্দ্ধৈঃ (দৈবেন সমৃদ্ধৈঃ) ভবদ্ভিঃ (দৈত্যৈঃ) নির্জ্জিতাঃ হি (যুদ্ধে খলু পরাভূতাঃ), তে এব (পূর্ব্বনির্জ্জিতাঃ হরেঃ অনুচরাঃ) অদ্য যুধি (যুদ্ধে) নঃ (অস্মান্) জিত্বা (পরাজিত্য) নদন্তি (গর্জ্জন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে দৈববলে বলীয়ান্ তোমরাই বহুবার এই সকল বিষ্ণুর অনুচরগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছ, অদ্য তাহারাই যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তত্ত্বোপদেশমগৃহ্ণতস্তমোগ্রস্তান্ সুরানালক্ষ্য প্রোৎসাহনেন দৈত্যানুকূলমত্রোপদেশেন নিবর্ত্তয়িতুমাহ ভবদ্ভিরিতি । দৈবেন ঋদ্ধৈঃ সমৃদ্ধৈর্ভবদ্ভিঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তমঃ প্রকৃতির অসুরগণকে এরূপ তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে না দেখিয়া, উৎসাহভরে দৈত্যগণের অনুকূল উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'ভবদ্ভিঃ' ইত্যাদি । 'দৈবেন ঋদ্ধৈঃ'—দৈববলে সমৃদ্ধ তোমাদের কর্ত্তৃক, (অর্থাৎ পূর্ব্বে তোমরা দৈববলে বলবান্ হইয়া শ্রীহরির এই অনুচরগণকে বহুবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ, আর সম্প্রতি তাহারাই যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া গর্জ্জন করিতেছে ।) ॥২৩॥

এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি ।
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে ॥

অন্বয়ঃ—যদি (যদা) দৈবং (কালঃ) প্রসীদতি, (অস্মাকং শুভপ্রদঃ ভবিষ্যতি তদা) বয়ম্ এতান্ বিজেষ্যামঃ (পরাজিতান্ করিষ্যামঃ), তস্মাৎ (অধুনা অশুভকালত্বাৎ) যঃ (কালঃ) নঃ (অস্মাকম্) অর্থত্বায় (আনুকূল্যায়) কল্পতে, (ভবতি তং) কালং প্রতীক্ষধ্বম্ (অপেক্ষাধ্বম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যদি দৈব প্রসন্ন হয়েন, তবে আমরা ইহাদিগকে পরাজিত করিব । অতএব যে কাল আমাদের অনুকূল হইবে, সেই কালের জন্য তোমরা অপেক্ষা কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থত্বায় অর্থসাধকত্বায় ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থত্বায়'—আমাদের প্রয়োজনসাধক কালের জন্য অপেক্ষা কর ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

পত্যুর্নিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ ।
রসাং নির্ব্বিবিশূ রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ দৈত্যদানবযূথপাঃ (দৈত্যদানব-যোদ্ধৃপ্রধানাঃ) পত্যুঃ (স্বামিনঃ বলেঃ) নিগদিতং (যুদ্ধনিবর্ত্তকবচনং) শ্রুত্বা রসাং (রসাতলং) নির্ব্বিবিশুঃ (শুভকালপ্রতীক্ষণায় প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! বিষ্ণুর অনুচরগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত দৈত্যদানব যূথপতিগণ স্বামীর আজ্ঞাশ্রবণে পাতালে প্রবেশ করিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—রসাং রসাতলম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসাং'—রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতম্ ।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেঽহনি ক্রতৌ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—অথ বিরাট্ (পক্ষিরাজঃ) তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) প্রভুচিকীর্ষিতং (প্রভোঃ বামনরূপিণঃ বিষ্ণোঃ কর্ত্তুম্ অভিলষিতং) জ্ঞাত্বা ক্রতৌ (যজ্ঞে) সূত্যে অহনি (সোমাভিষবদিনে) বারুণৈঃ পাশৈঃ (বরুণদেবতায়াঃ পাশাস্ত্রৈঃ) বলিং (দৈত্যরাজং) ববন্ধ (তস্য বন্ধনং চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তরঃ পক্ষিরাজ গরুড় প্রভুর অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞান্তে সোমপানের দিবস বরুণের পাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন (৫।২৪।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষু পক্ষিষু রাজত ইতি বিরাট্। প্রভোশ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বেতি অস্য মমতাস্পদং সর্ব্বমঙ্গীকৃত্য অহন্তাস্পদমপ্যঙ্গীকর্ত্তুমিচ্ছতি মৎপ্রভুঃ প্রতিদানাসামর্থ্যমভিদ্যোতাস্য ঋণী ভবন্ দ্বারপালো বুভূষতি, স্বস্য ভক্তাধীনত্বং ভক্তস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষং লোকেষু খ্যাপয়িতুমতো দণ্ডেনাপ্যনশ্বরমস্য ধৈর্য্যং দর্শয়ামি সর্ব্বলোকানিতি ববন্ধ, সূত্যেঽহনি সোমাভিষবদিনে ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিরাট্'—পক্ষিরাজ গরুড়। 'প্রভুচিকীর্ষিতং'—প্রভুর কার্য্যগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, অর্থাৎ আমার প্রভু এই বলিমহারাজের মমতাস্পদ সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক অহন্তাস্পদ দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়াদিও অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বাহিরে প্রতিদানের অসামর্থ্য প্রকাশ করতঃ ইঁহার ঋণী হইয়া দ্বারপাল হইতে চাহিতেছেন, আর নিজের ভক্তাধীনত্ব এবং ভক্তের সর্ব্বোৎকর্ষতা জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত দণ্ডের দ্বারা ইঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য সর্ব্বলোককে প্রদর্শন করিব—এইরূপ ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গরুড় বরুণপাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। 'সূত্যে অহনি'—যজ্ঞান্তে সোমাভিষবের দিনে ॥ ২৬ ॥

হাহাকারো মহানাসীদ্রোদস্যোঃ সর্ব্বতো দিশম্ ।
নিগৃহ্যমাণেঽসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভবিষ্ণুনা (সর্ব্বোত্তম-প্রভাবশালিনা) বিষ্ণুনা অসুরপতৌ (বলিরাজে) নিগৃহ্যমাণে (বন্ধনং প্রাপিতে সতি) রোদস্যোঃ (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) দিশং সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাঃ দিশঃ অভিব্যাপ্য) মহান্ (অতিশয়ঃ) হাহাকারঃ (খেদধ্বনিঃ) আসীৎ (বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বোত্তম প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে বলিরাজকে বন্ধন করিলে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত দিক্ ব্যাপিয়া এক মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রোদস্যোঃ'—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের (সকলদিকে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল।) ॥ ২৭ ॥

তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ ।
নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞমুদারযশসং নৃপ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! ভগবান্ বামনঃ বারুণৈঃ পাশৈঃ বদ্ধং নষ্টশ্রিয়ং (সর্ব্বৈশ্বর্য্যরহিতং তথাপি) স্থিরপ্রজ্ঞং (স্থিরবুদ্ধিম্) উদারযশসং (প্রশস্তকীর্ত্তিং) তং (বলিম্) আহ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তখন ভগবান্ বামন বরুণপাশে আবদ্ধ, ঐশ্বর্য্যহীন, স্থিরবুদ্ধি, উদারকীর্ত্তি বলিকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রষ্টশ্রিয়ং—বিগতসম্পৎকম্। তদপি স্থিরপ্রজ্ঞম্—অক্ষুব্ধধিয়ম্। যত উদারযশসং সম্পত্তেরপচয়েঽপি যশসোঽত্যুপচয়ং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রষ্টশ্রিয়ং'—যাঁহার সম্পদ্ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি 'স্থিরপ্রজ্ঞং'—অক্ষুব্ধচিত্ত, যেহেতু 'উদারযশসং'—উদারকীর্ত্তি, অর্থাৎ সম্পত্তির অপচয় হইলেও যিনি যশের উপচয় (প্রাচুর্য্য) প্রাপ্ত হইয়াছেন (সেই বলিমহারাজকে বামনদেব বলিলেন।) ॥ ২৮ ॥

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর ।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্ব্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুর ! ত্বয়া মহ্যং ভূমেঃ ত্রীণি পদানি (ত্রিপদ-পরিমিতা ভূমিঃ ইত্যর্থঃ) দত্তানি (দাতু-

মঙ্গীকৃতানি), দ্বাভ্যাং (পদ্ভ্যামেব ময়া) সর্ব্বা (ভবদীয়া যাবতী) মহী (ভূমিঃ) ক্রান্তা (ব্যাপ্তা), তৃতীয়ং (ভবদঙ্গীকৃত-তৃতীয়-পদবিন্যাসযোগ্যস্থানম্) উপকল্পয় (দেহি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে অসুর ! তুমি আমাকে ত্রিপদ ভূমি-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলে তন্মধ্যে আমি দুইপদেই যাবতীয় ভূমি আবৃত করিয়াছি। সম্প্রতি তৃতীয় পদবিন্যাসের উপযুক্ত স্থান প্রদান কর ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মহী ত্বৎস্বামিকং স্থানম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহী'—তোমার আয়ত্তাধীন সমগ্র স্থান (আমি দুই পদে অধিকার করিয়াছি, সম্প্রতি তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রদান কর।) ॥২৯॥

যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোড়ুভিঃ ।
যাবদ্বর্ষতি পর্জ্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (সূর্য্যঃ) গোভিঃ (কিরণৈঃ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য) তপতি, (তথা) উড়ুভিঃ (নক্ষত্রৈঃ) সহ ইন্দুঃ (চন্দ্রঃ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ চ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য) বর্ষতি (বৃষ্টো ভবতি), তাবতী (তৎ-পরিমিতা) ইয়ং ভূঃ (ভূমিঃ) তব (অধিকৃতা ভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই সূর্য্য কিরণ দ্বারা যে পরিমিত স্থানে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র যতদূর পর্য্যন্ত প্রভা বিস্তার করিতেছেন এবং মেঘ যে পর্য্যন্ত বর্ষণ করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত ভূমিই তোমার অধিকৃত ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অসৌ সূর্য্যঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৌ'—ঐ সূর্য্য (কিরণ-রাশিদ্বারা যতদূর তাপদান করে।) ॥ ৩০ ॥

পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ ।
স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(তব তাবদ্ ভূমিভাগমধ্যে) ময়া আত্মনা একেন পদেন ভূঃ লোকঃ ক্রান্তঃ (ব্যাপ্তঃ), তনোঃ (তন্বা শরীরেণ) খম্ (আকাশং তথা) দিশঃ চ (ক্রান্তাঃ), তে (তব) পশ্যতঃ (ত্বয়ি পশ্যতি এব সতি) দ্বিতীয়েন (পদেন) স্বং (স্বকীয়ঃ) স্বঃ লোকঃ তু (ক্রান্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তোমার ঐ ভূমিভাগ মধ্যে আমি স্বকীয় একপদবিন্যাসে ভূলোক, শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক্-সকল এবং তোমার সাক্ষাতেই দ্বিতীয় পদবিন্যাসে ত্বদীয় স্বর্লোক আক্রমণ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তনোস্তন্বা। স্বং তদীয়ং ধনম্। আত্মনা স্বরূপেণৈব ন চ ত্রিবিক্রমত্বমন্যদীয়ং স্বরূপ-মিতি ভাবঃ। পদৈকেন ময়াক্রান্ত ইতি পূর্ব্বতো লোকা-লোকাৎ পশ্চিমতো লোকালোকঃ একেনৈব পদা ময়া-ক্রান্তঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনোঃ'—তন্বা, শরীরদ্বারা (আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল), 'স্বং'—তোমার ধন (সমস্তই অধিকার করিয়াছি)। 'আত্মনা'—আমার নিজ স্বরূপেই, কিন্তু ত্রিবিক্রম রূপ অন্যের স্বরূপ নহে, এই ভাব। 'পদৈকেন ময়াক্রান্তঃ'—পূর্ব্বদিকে লোকালোক পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে লোকালোক পর্য্যন্ত একটি চরণের দ্বারাই আমি অধিকার করিয়াছি, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে ।
বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—প্রতিশ্রুতং (দাতুমঙ্গীকৃতম্) অদাতুঃ (অপ্রযচ্ছতঃ) তে (তব) নিরয়ে (পাতালে) বাসঃ (বসতিঃ) ইষ্যতে (শাস্ত্রসম্মতঃ ভবতি,) তস্মাৎ (প্রতি-শ্রুতস্য অদানাৎ) গুরুণা চ (শুক্রেণ চ) অনুমোদিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ) ত্বং নিরয়ং বিশ (প্রবিশ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রতিশ্রুতি দান না করায়, তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্রসম্মত। অতএব গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমোদিত পাতালে প্রবেশ কর ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি চেৎ? নিরয়ে বাসঃ ক্রিয়তামিতি তস্য ধীরত্বং নিরুপাধি-ভক্তিনিষ্ঠাং চ লোকে খ্যাপয়িতুং প্রকটমাহ প্রতীতি। নিরয়ে নরকে গুরুণা অনুমোদিত ইতি কিমহং যুক্তং ব্রবীম্যযুক্তং বেতি তত্ত্বং স্বগুরুং বিদ্বাংসং শুক্রাচার্য্য-মেব পৃচ্ছেত্যুতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু ভক্তাভাসস্যাপি নরকা-সম্ভবাৎ প্রতিশ্রুতমদাতুরপি তে নিরয়ে রলয়োরৈক্যাৎ নিলয়ে মদীয়ে বৈকুণ্ঠে এব বাস ইষ্যতে উচিতো

ভবতি, যদ্যপি তদপি সংপ্রতি নিলয়ং ময়া দীয়মানং সুতলাখ্যং মদীয়স্থানবিশেষং বিশ ত্বদধিকারান্তে এব বৈকুণ্ঠে ত্বাং বাসয়িষ্যামীতি ভাবঃ। গুরুণা শুক্রেণেতি যদ্যপি ত্বং স্বগুরুং তং মদ্বিমুখং জ্ঞাত্বা সংপ্রত্যবমন্যসে, তদপি স ত্বদ্বিষয়কস্নেহভরেণৈব লুপ্তবিবেকো মমাতিপ্রিয় এব ময়াবগতঃ। অতস্তেন সহৈব বিশেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে আমার কি কর্ত্তব্য? এইরূপ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বলিতেছেন—নরকে বাস কর। তাঁহার ধৈর্য্য এবং অহৈতুকী ভক্তিনিষ্ঠা জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত প্রকটার্থ (বাহিরের অর্থ) বলিতেছেন—'প্রতিশ্রুতম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বিষয় দান না করার ফলরূপে তোমার নরকবাসই সঙ্গত। 'গুরুণা অনুমোদিতঃ'—আমি যুক্তিযুক্ত (যথার্থ) বলিতেছি, অথবা অযৌক্তিক কথা বলিতেছি, সেই বিষয় তোমার নিজগুরু বিদ্বান্ শুক্রাচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা কর—এই ভাব। কিন্তু বাস্তবিক অর্থ এইরূপ—যেহেতু ভক্তাভাসেরও নরকবাস অসম্ভব, অতএব প্রতিশ্রুত বস্তু দিতে না পারিলেও তোমার 'নিরয়ে'—'র ও ল' ঐক্যবশতঃ 'নিলয়ে', অর্থাৎ আমার বৈকুণ্ঠলোকেই তোমার বাস হওয়া উচিত, তথাপি সম্প্রতি 'নিলয়' বলিতে আমা কর্ত্তৃক দীয়মান সুতল নামক মদীয় স্থানবিশেষে গমন কর, তোমার অধিকারের শেষে বৈকুণ্ঠে তোমাকে বাস করাইব—এই ভাব। 'গুরুণা শুক্রেণ' - যদিও তোমার নিজগুরু শুক্রাচার্য্যকে আমার বিমুখ ভাবিয়া সম্প্রতি অবজ্ঞা করিতেছ, তথাপি তিনি তোমাতে স্নেহবশতঃই লুপ্তবিবেক হইয়া আমার অতিশয় প্রিয়পাত্রই, ইহা আমি অবগত আছি। অতএব তুমি তাঁহার সহিতই সুতলে প্রবেশ কর—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ।
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (পুমান্) প্রতিশ্রুতস্য (দাতুমঙ্গীকৃতস্য বস্তুনঃ) অদানেন (পশ্চাৎ অপ্রদানেন) অর্থিনং (যাচকং) বিপ্রলম্ভতে (বঞ্চয়তি), তস্য মনোরথঃ (মনসঃ অভিলষিতঃ বিষয়ঃ) বৃথা (ব্যর্থঃ এব ভবতি), স্বর্গঃ তু (তস্য স্বর্গ-বাসস্তু দূরে আস্তাং পরন্তু সঃ) অধঃ (নরকে এব) পততি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করিয়া যাচককে বঞ্চিত করে, তাহার মনোরথই ব্যর্থ হইয়া থাকে, স্বর্গের কথা দূরে থাকুক্ পরন্তু সেই ব্যক্তি অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৃথেতি প্রকটার্থঃ স্পষ্টঃ। অগ্রিমভগবদ্বাক্যতৎফলদৃষ্ট্যা বস্তুর্থশ্চৈবং ব্যাখ্যায়তে, তস্য প্রসিদ্ধমদ্ভক্তস্য ভবত ইন্দ্রপদমধ্যুপষ্যাসমিতি মনোরথো বৃথৈব যতস্ততো বৈকুণ্ঠস্থাৎ সকাশাৎ দূরঃ স্বর্গোঽধঃ পততি। সংপ্রত্যপি ভবান্ সুতলং প্রস্থাপ্যমানোঽপি স্বর্গাদূর্দ্ধ্বমধিরোহসি, সুতলভোগস্য স্বর্গেঽপ্যবিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। যো ভবান্ স্বদেহাত্মসর্ব্বস্বসমর্পণাৎ প্রতিশ্রুতস্য আ সম্যক্ প্রকারতো দানেন মামর্থিনং পুরুষার্থচতুষ্টয়বন্তমপি বিশেষতঃ প্রকর্ষেণ লভতে ত্বদীয়দ্বারপালো ভূত্বা স্থাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃথা মনোরথঃ'—ইত্যাদি শ্লোকের প্রকটার্থ স্পষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করিয়া যাচককে বঞ্চনা করে, তাহার মনোরথ নিষ্ফল হয়, স্বর্গ তাহার দূরেই থাকে, বস্তুতঃ তাহার অধঃপাতই ঘটে)। পরবর্ত্তী শ্রীভগবানের উক্তি এবং তাহার ফলদর্শনে বাস্তবিক অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—'তস্য', সেই প্রসিদ্ধ আমার ভক্ত তোমার 'ইন্দ্রপদে আমি অধিষ্ঠিত হইব'—এইরূপ মনোরথ বৃথাই, যেহেতু সেই বৈকুণ্ঠের স্থিতি হইতে স্বর্গলোক অতি দূরে নিম্নেই রহিয়াছে। সম্প্রতি তুমি সুতলে অবস্থান করিলেও, স্বর্গ হইতে ঊর্দ্ধ্বেই অধিষ্ঠিত হইবে, যেহেতু সুতলের ভোগৈশ্বর্য্য স্বর্গেও অতিবিরল—এই ভাব। যে তুমি নিজ দেহ-প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করায় 'প্রতিশ্রুতস্য'—প্রতিশ্রুত বস্তুর 'আদানেন'—আ সম্যক্ প্রকারে দানের দ্বারা, 'অর্থিনং' —পুরুষার্থচতুষ্টয়যুক্ত প্রার্থী আমাকেও 'বিপ্রলম্ভতে' —বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিয়াছ, অর্থাৎ তোমার দ্বারপাল হইয়া আমি থাকিব—এই ভাব ॥৩৩

বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাঢ্যমানিনা ।
তদ্ব্যলীকফলং ভুঙ্ক্ষ্ব নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলিনিগ্রহ নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—আঢ্যমানিনা (প্রবলদাতৃত্ব-গর্ব্বশালিনা) ত্বয়া চ দদামি ইতি (তব মনোরথং পূরয়িষ্যামি ইত্যুক্ত্বা পশ্চাৎ তৎ অদত্ত্বা) অহং (প্রার্থী) বিপ্রলব্ধঃ (বঞ্চিতঃ অভবম্), তৎ (তস্মাৎ) কতিচিৎ সমাঃ কতিপয়ানি বর্ষাণি অভিব্যাপ্য) ব্যলীকফলং (মিথ্যা-ভাষণ-ফলং) ভুঙ্ক্ষ্ব (অনুভব) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—আমি অতিশয় ধনবান—এই অভিমানে মত্ত তুমি "দিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ, অতএব কতিপয় বৎসর এই মিথ্যাবাক্য কথনের ফলভোগ কর ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমিতি চেৎ শ্রূয়তামিত্যাহ বিপ্রলব্ধ ইতি। আঢ্যেভ্যঃ শক্রাদিভ্যোঽপি মানিনা লোকৈর্দীয়মানসংমানবতা ত্বয়াহং যতো বিশেষতঃ প্রকর্ষেণ লব্ধঃ তত্তস্মাৎ ইতি দদামি। ব্যলীকং বিগতালীকং ময়া দীয়মানত্বাৎ পরমসত্যং ফলং যত্র তৎ নিলয়ং সূতলসম্বন্ধি সম্পদং কতিচিৎ সমাঃ সংবৎসরান্ ব্যাপ্য ভুঙ্ক্ষ্ব ততোঽষ্টমে মন্বন্তরে ত্বামিন্দ্রপদং প্রাপয্য স্বধাম বৈকুণ্ঠমেব নেষ্যে ইতি ভাবঃ ॥৩৪

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একবিংশোঽষ্টমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর কি হইবে জানিতে চাহিলে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'বিপ্রলব্ধঃ' ইত্যাদি। 'আঢ্যমানিনা ত্বয়া'—সমৃদ্ধশালী ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও জনগণের দ্বারা সম্মাননীয় তুমি যেহেতু আমাকে বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিয়াছ, অতএব তোমাকে ইহা দিতেছি। তাহা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'ব্যলীক-ফলং'—যেখান হইতে অলীক (মিথ্যা) অপগত হইয়াছে তাহা ব্যলীক, অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক দীয়মান বলিয়া পরম সত্য ফল যেখানে রহিয়াছে, তাদৃশ 'নিরয়ং'—নিলয়ং সুতলের সম্পৎ, কয়েক বৎসর ভোগ কর, তারপর অষ্টম মন্বন্তরে ইন্দ্রপদে তোমাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পশ্চাৎ আমার নিজধাম বৈকুণ্ঠেই তোমাকে আনয়ন করিব—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে একোবিংশ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
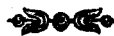
দ্বাবিংশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলির্ভগবতাসুরঃ।
ভিদ্যমানোঽপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহাবিক্লবং বচঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের বলির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুতলে স্থাপন এবং ন্যূনতা-বোধে বরদান-পূর্ব্বক তদ্দ্বারপালতা স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে।

সত্যসার বলি আপনাকে প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতাসম্পাদনে অসমর্থ বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কেননা সত্য হইতে ভ্রষ্ট-জন লোকসমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়, তাদৃশ নিন্দাকে সাধুগণ যেরূপ ভয় করেন, নরকপতনাদি দুঃসহ ক্লেশকে ততদূর ভয় করেন না, বরং সত্য-রক্ষার নিমিত্ত তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশও তাহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়। বিশেষতঃ ভগবৎপ্রদত্ত ক্লেশ জীবমাত্রেরই পরম শ্লাঘ্যতম। মহারাজ বলি এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবং স্বীয় বংশোদ্ভূত পূর্ব্ব অসুরগণের বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধজনিত যোগিগণ-দুর্ল্লভ গতিলাভ ও স্বীয় পিতামহ প্রহলাদের ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি স্মরণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে প্রতিশ্রুত-বাক্যের সত্যতাসম্পাদনার্থ ভগবানের তৃতীয় পাদবিন্যাসের জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিলেন। সাধুগণ স্বজনাখ্য দস্যুবোধে সেবা-সম্পদ-হরণ-কারী স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ এবং মোহকারণ ধনসম্পত্তি, এমন কি অনিত্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেরই একান্ত শরণাপন্ন হন। বলিও আজ মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বলি বরুণপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগবানের স্তব করিতেছেন। এমন সময় তদীয় পিতামহ ভক্তবর প্রহলাদ তথায় উপস্থিত হইয়া পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত বামনদেবকে প্রণাম এবং ভগবানের বলির প্রতি ছলপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য-হরণরূপ পরম অনুগ্রহ বর্ণন করিলেন। তৎকালে প্রহলাদের সমক্ষে ব্রহ্মা ও বলি-পত্নী বিন্ধ্যাবলী ভগবানের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবের মূঢ়তা এবং ভগবানে সর্ব্বস্ব প্রদানকারী বলির দুঃখের অসম্ভবত্ব বর্ণন করিয়া তাহার বন্ধন-মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্যই যাবতীয় অনর্থের মূল সুতরাং বলির ঐশ্বর্য্যাদি হরণই তাঁহার কৃপা এই কথা জ্ঞাপন করাইলেন। পরে বলির প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাকে দেব-দুর্ল্লভপদবী প্রদানান্তর স্বীয় সুদর্শন চক্রকে তৎরক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তাহার সমীপে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! ভগবতা (বামনরূপিনা হরিণা) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) বিপ্রকৃতঃ (বিপ্রলব্ধঃ) অসুরঃ বলিঃ ভিদ্যমানঃ অপি (সত্যাচ্চাল্যমান অপি) অভিন্নাত্মা (অভিন্নম্ অচলিতম্ আত্মা মনঃ যস্য তাদৃশঃ সন্) অবিক্লবম্ (অকাতরম্ ইদং) বচঃ (বাক্যম্) প্রত্যাহ (হরিং প্রতি উবাচ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! লৌকিকী দৃষ্টিতে ভগবান্ বামনদেব বলির এই প্রকার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। বলি বামনদেব কর্ত্তৃক সত্য হইতে চালিত অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতা সম্পাদনে অসমর্থ হইতেছেন তথাপি তিনি অবিচলিত চিত্তে অকাতরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বলি-প্রহলাদয়োর্বিন্ধ্যাবলিপদ্মজয়োরপি।
সুক্তির্বরানদাদস্মৈ দ্বাবিংশে করুণাম্বুধিঃ ॥
ববন্ধ কপটী যস্মাদ্বলিং নিরঘমীশ্বরঃ।
অতস্তদ্দ্বারি তৎপ্রেমপাশৈর্বদ্ধঃ সদাবসৎ ॥ ০ ॥

এবমনেন প্রকারেণ বিপ্রকৃতো লোকোদৃষ্ট্যাপকৃতঃ ভিদ্যমানঃ সত্যাচ্চাল্যমানঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলি, প্রহলাদ, বিন্ধ্যাবলি ও ব্রহ্মার স্তুতি এবং করুণাসিন্ধু ভগবানের বলির প্রতি বরদান বর্ণিত হইয়াছে ॥

যেহেতু বামনদেব কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাঁহার দ্বারে সদা অবস্থান করিতেছেন ॥ ০ ॥

'এবং বিপ্রকৃতঃ'—লোকদৃষ্টিতে ভগবান্ বামনদেব এইরূপে বলির অপকার করিয়া, 'ভিদ্যমানঃ'—

সত্য হইতে চালিত, অর্থাৎ তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট করার উপক্রম করিলেও (অসুররাজ বলি ক্ষুণ্ণচিত্ত না হইয়া প্রত্যুত্তরে অকাতরে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।) ।।১।।

শ্রীবলিরুবাচ—

যদ্যুত্তমঃশ্লোক ভবান্মমেরিতং
বচো ব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং
পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বলিঃ উবাচ,—(হে) উত্তমশ্লোক! (হে) সুরবর্য্য! দেবশ্রেষ্ঠ! ভবান্ যদি মম ঈরিতং (প্রতিশ্রুতং) বচঃ (বাক্যং) ব্যলীকং (মিথ্যা) মন্যতে, (তদা অহং) তৎ (প্রতিশ্রুতবাক্যম্) ঋতং (সত্যং) করোমি, প্রলম্ভনং ন ভবেৎ (তদ্‌বাক্যং মিথ্যা ন ভবতু), মে (মম) শীর্ষ্ণি (মস্তকে এব) নিজং তৃতীয়ং পদং (পূর্ব্বং মদঙ্গীকৃত-তৃতীয়পাদবিন্যাসং) কুরু (বিধেহি) ।।২।।

অনুবাদ—বলিরাজ বলিলেন,—হে উত্তমঃশ্লোক! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতিবাক্য মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলে আমি তাহার সত্যতা সম্পাদন করিতেছি, আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। আপনি আমার মস্তকেই তৃতীয় পদ বিন্যাস করুন ।। ২ ।।

বিশ্বনাথ—উত্তমঃশ্লোকেতি স্বপ্রভৌ সনর্ম্মোক্তিঃ স্বস্য বামনস্য ত্রিভিঃ পদৈঃ পরিমিতাং ভূমিং ভিক্ষিত্বা স্বরূপান্তরস্য ত্রিবিক্রমস্য ত্রিভিঃ পদৈঃ প্রতিগ্রহীতুং প্রযতমানস্য নির্লোভস্য বিপ্রবটোস্তব নিস্পৃহত্বং ব্যক্তীভূতমিত্যেতাং কীর্ত্তিসুধামেব নিরপায়ং পায়ং পায়মেব ভক্তা বয়মানন্দমত্তা ভবাম, যদহো লক্ষ্মীকান্তোঽপি মাং তাবদতিরঙ্কমপি ভূমিং ভিক্ষসে। তত্রাপি ছলেনাধিকজিঘৃক্ষা তত্রাপি বটুবেশত্বেন বটুজনানাং কপটমর্থস্পৃহামশান্তিমপ্রাপ্ত্যা কোপং, দাতরি দণ্ডঞ্চ স্বাভাবিকং ধর্ম্মমভিব্যজ্য তেষাং বিড়ম্বনং, শাস্ত্রাভিজ্ঞানাং মদ্‌গুরূণামপি বুদ্ধিলোপঃ, স্বকৃপা-পরমাণুমাত্রপৃষ্টেষ্টিবন্দ্রাদিষু স্বপক্ষত্বব্যঞ্জনা। স্বকৃপামৃতমহোদধিমধ্যমগ্নে ময়ি বিপক্ষত্বব্যঞ্জনেত্যেবমাদায় এব তবোত্তমাঃ শ্লোকাঃ কবিভিঃ শ্লোকৈর্গাস্যন্ত ইতি ভাবঃ। যদি ভবান্ মদ্বচো ব্যলীকং মিথ্যা মন্যতে ইতি স্বভক্তমন্যায়েনাপি জিগীষুণা ত্বয়া তৎ স্বভক্তবচো মিথ্যা কর্ত্তুমশক্যমেবেতি ভাবঃ। হে সুরবর্য্য! সুরৈর্বরণীয়! ত্রৈলোক্যং ভিক্ষিত্বা বলেঃ সকাশাদানীয় অস্মভ্যং ভোগার্থং দেহীতি সুরৈর্মন্যে বরং প্রার্থিতো ভবান্ অভূদিতি ভাবঃ। তদ্বচ ঋতং সত্যং করোমি। মদুক্তং হি প্রলম্ভনং ন ভবেৎ, যথা স্বচরণপ্রেমামৃতমদদানস্য সুরৈঃ স্তুতস্য তব বচস্ত্রিবর্গমাত্রপ্রদায়কত্বাৎ সুরপ্রলম্ভকমিতি ভাবঃ। মে শীর্ষ্ণি নিজং তৃতীয়ং পদং কুরু, ন চ দ্বাভ্যাং বিশ্বং ক্রান্তবতো মম তব শিরঃ পাদপর্য্যাপ্তং ন ভবতীতি মন্যেথা, বিত্তেন চেৎ পদদ্বয়ং জাতং তর্হীদমধিকমেব স্যাৎ, বিত্তাদপি বিত্তস্বামিনোঽধিকত্বাদিতি ভাবঃ ।। ২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে উত্তমঃশ্লোক! —ইহা নিজ প্রভুর প্রতি বলিমহারাজের সনর্ম্মোক্তি, অর্থাৎ তোমার নিজের বামনরূপের তিনটি পদের পরিমিত ভূমি যাচঞা করিয়া, অন্য স্বরূপের ত্রিবিক্রমরূপের তিনটি পদের দ্বারা প্রতিগ্রহ করিতে প্রযতমান নির্লোভ ব্রাহ্মণবালক তোমার নিস্পৃহত্বই প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ অক্ষয় কীর্ত্তিসুধাই মুহর্মুহুঃ পান করিতে করিতেই ভক্ত আমরা আনন্দমত্ত হইব, অহো! লক্ষ্মীকান্তও আমার ন্যায় অতি দরিদ্রজনের নিকটেও সামান্য ভূমি ভিক্ষা করিতেছে! তাহাতেও ছলপূর্ব্বক অধিক গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণবালকের বেশে, ব্রাহ্মণজনের কপটতা, অর্থস্পৃহা, অশান্তি, অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ এবং দাতাকে দণ্ডপ্রদানরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের বিড়ম্বনাই করিয়াছ। আবার শাস্ত্রাভিজ্ঞ মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বুদ্ধির লোপসাধন, তোমার কৃপাকণিকামাত্র-স্পৃষ্ট ইন্দ্রাদির প্রতি স্বপক্ষপাতিত্বের অভিব্যক্তি এবং তোমার কৃপামৃত-সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জমান আমার প্রতি বিপক্ষত্বভাবনা—এইরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক কবিগণ তোমার উত্তম যশোরাশি কীর্ত্তন করিবেন—এই ভাব। 'বচো ব্যলীকং মন্যতে'—যদি আপনি আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন, অর্থাৎ নিজভক্তকে অন্যায়ভাবেও জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনি নিজভক্তের বাক্য মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইবেন না—এই ভাব। 'হে সুরবর্য্য'!—দেবগণের দ্বারা বরণীয়, অর্থাৎ 'বলির নিকট হইতে ভিক্ষা

করিয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগকে ভোগের নিমিত্ত প্রদান করুন'—মনে হয় এইরূপ বরপ্রদানের জন্য আপনি দেবগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়াছেন—এই ভাব। 'তৎ ঋতং করোমি' —তাহা আমি সত্যে পরিণত করিতেছি, আমার প্রতিশ্রুতবাক্য কখনই 'প্রলম্ভনং ন ভবেৎ'—বঞ্চনাময় হইবে না, যেমন স্বচরণের প্রেমামৃত অপ্রদাতা সুরবন্দিত আপনার বাক্য ত্রিবর্গমাত্র প্রদায়কত্বহেতু দেবগণের পক্ষে প্রবঞ্চনাকর, এই ভাব। 'মে শীর্ষ্ণি' —আপনি আমার মস্তকে নিজ তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। যদি বলেন—'দুইটি চরণে বিশ্ব অধিকারকারী আমার পক্ষে তোমার ঐ মস্তক পাদ-স্থাপনের পর্য্যাপ্ত স্থান হইবে না'—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ মনে করিবেন না, বিত্তের দ্বারাই যদি দুইটি পদ পর্য্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা ত অধিকই হইবে, যেহেতু বিত্ত হইতেও বিত্তস্বামীর আধিক্যই—এই ভাব ॥ ২ ॥

———

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো
ন পাশবন্ধাদ্ব্যসনাদ্দুরত্যয়াৎ।
নৈবার্থকৃচ্ছ্রাদ্ভবতো বিনিগ্রহা-
দসাধুবাদাদ্ ভৃশমুদ্বিজে যথা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পদচ্যুতঃ (স্বস্থানভ্রষ্টঃ) অহম্ অসাধুবাদাৎ (ব্রাহ্মণায় দাতুমঙ্গীকৃত্যাপি বলিনা ন দত্তমেবং নিন্দাবচনাৎ) ভবতঃ বিনিগ্রহাৎ (ভবদীয়দণ্ডাৎ) ভৃশম্ (অত্যর্থম্) উদ্বিজে (বিভেমি)। যথা (যদ্বৎ) নিরয়াৎ (নরকাদপি তথা) ন বিভেমি, পাশবন্ধাৎ (বরুণপাশবন্ধনাৎ) দুরত্যয়াৎ (দুস্ত্যজাৎ) ব্যসনাৎ (দুঃখাচ্চ তথা) ন (ন বিভেমি), অর্থকৃচ্ছ্রাৎ (অর্থাভাবজনিতকষ্টাদপি) ন এব (তথা ন বিভেমি) ॥৩॥

অনুবাদ—আমি স্থানভ্রষ্ট হইয়াও অপযশ হইতে যাদৃশ ভীত হইতেছি, নরক, পাশবন্ধন, দুস্ত্যজ দুঃখ অর্থাভাবজনিত কষ্ট কিংবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড হইতেও তাদৃশ ভীত নহি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং বারুণপাশবন্ধভয়াৎ নরকভয়াদ্বা আত্মানং দাতুমিচ্ছসীতি তত্রাহ—বিভেমীতি অর্থকৃচ্ছ্রাৎ দ্রব্যোপার্জ্জনকষ্টাৎ অসাধুবাদাৎ ভগবদ্ভক্তো ব্রাহ্মণবঞ্চকো ভবন্তি যথা বলিরিতি বৈষ্ণবলোকদুষ্কীর্ত্তিবাদাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, বারুণপাশের বন্ধনের ভয়ে অথবা নরকযাতনার ভয়ে এরূপ নিজকে দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিভেমি' ইত্যাদি। 'অর্থকৃচ্ছ্র' বলিতে দ্রব্যোপার্জ্জনের কষ্ট হইতে ॥ 'অসাধুবাদাৎ'—'ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণবঞ্চক হয় যেমন বলি'—এইরূপ বৈষ্ণবলোকের নিন্দাবচনকে যেরূপ অত্যন্ত ভয় করি ॥৩॥

———

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমাপিতম্।
যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদঃ চ (এতে হিতৈষিত্বেন প্রখ্যাতাঃ জনাঃ অপি) হি (নূনং) যং (দণ্ডং) ন আদিশন্তি (ন কুর্ব্বন্তি), অর্হত্তমাপিতম্ (অর্হত্তমেন পূজ্যতমেন অর্পিতং বিহিতং তং) দণ্ডং (নিগ্রহম্ অহং) পুংসাং শ্লাঘ্যতমং (যশস্করমেব) মন্যে (অবধারয়ামি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং সুহৃদ্বর্গ যে দণ্ডের বিধান করেন না, পরমপূজ্য আপনা কর্ত্তৃক বিহিত সেই দণ্ড আমি পুরুষদিগের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলিয়াই মনে করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ময়া নিগ্রহাত্তব দুষ্কীর্ত্তির্জায়তে বেতি তত্রাহ—পুংসামিতি, হিতৈষিত্বাৎ দণ্ডয়ন্তোঽপি মাত্রাদয়ো যং দণ্ডম্ আ সম্যক্ প্রকারেণ ন দিশন্তি ন দদতি মাত্রাদয়ো হি ঐহিকহিতৈষিণোঽর্হত্তমাস্ত পারলৌকিকহিতৈষিণো মাতৃকোটিভ্যোঽপ্যতিবৎসলা ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমার দ্বারা নিগ্রহহেতু তোমার ত অপযশঃই ঘটিবে, তাহাতে বলিতেছেন—'পুংসাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ হিতৈষী বলিয়া পরমপূজনীয়গণ যে দণ্ড দান করেন, উহাকে আমি দণ্ডিত পুরুষগণের পক্ষে 'শ্লাঘ্যতমঃ'—আদরণীয় বলিয়াই মনে করি, কারণ দণ্ড দান করিলেও মাতা প্রভৃতি যে দণ্ড 'ন আ দিশন্তি'—সম্যক্ প্রকারে দিতে পারেন না। মাতা প্রভৃতি ঐহিক হিতৈষী ও পূজনীয়

বটে, কিন্তু যাঁহারা পারলৌকিক হিতৈষী, তাঁহারা মাতৃকোটি হইতেও অতিবৎসল—এই ভাব ॥ ৪ ॥

———

ত্বং নূনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ।
যো নোঽনেকমদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ত্বং নূনং (নিশ্চিতম্) অসুরাণাং নঃ (অস্মাকং) পরোক্ষঃ পরমঃ গুরুঃ (অসমক্ষং পরমহিতকারী এব ভবসি যতঃ) যঃ (ত্বম্) অনেকমদান্ধানাম্ (অনেকৈঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিজৈঃ মদৈঃ অহঙ্কারৈঃ অন্ধানাং শ্রেয়োমার্গদৃষ্টিরহিতানাং) নঃ (অস্মাকং) বিভ্রংশং (তন্মদাপনোদকং) চক্ষুঃ (দিব্যদর্শনম্) আদিশৎ (বিহিতবান্ প্রথমপুরুষ আর্ষঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অসুরগণের পরোক্ষে পরমহিতকারী অর্থাৎ শত্রুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের হিতসাধন করেন, যেহেতু আপনি শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির মদে অন্ধ সুতরাং শ্রেয়ঃপথদর্শনে অসমর্থ আমাদের সেই মত্ততা বিনাশক দিব্যদর্শন প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং দেবানাং হিতৈষী প্রসিদ্ধো নাসুরাণাং তত্রাহ—ত্বমিতি গুরুর্হিতকারী পরোক্ষঃ। শত্রুচ্ছলেন বর্ত্তমানত্বাদিতি ভাবঃ। প্রত্যক্ষ-হিতকারিত্বাদপি পরোক্ষ-হিতকারিত্বং প্রত্যধিকসূচকমত-এব পরমো দেবানামন্তুপরমঃ তৎকামিতৈশ্বর্য্যপ্রদত্তেন বাস্তবহিতৈষিত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। অস্মাকন্তু ত্বং বাস্তবহিতকৃদেবেত্যাহ—য ইতি চক্ষুরিতি দেবানাং ত্বান্ধ্যমিতি ভাবঃ। আদিশদিতি প্রথমপুরুষ আর্ষঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি দেবতাদিগের হিতৈষী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু অসুরগণের নহে, তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি, আপনি আমাদের পরোক্ষ হিতকারী গুরু, শত্রুরূপে বর্ত্তমান থাকায় 'পরোক্ষ' বলিলেন, এই ভাব। প্রত্যক্ষ হিতসাধন অপেক্ষাও পরোক্ষ হিতসাধন অধিক, অতএব আপনি আমাদের পরম গুরু, কিন্তু দেবগণের অপরম, যেহেতু তাহাদের প্রার্থিত ঐশ্বর্য্যপ্রদানের দ্বারা বাস্তব হিতসাধনেরই অভাব—এই ভাব। আমাদের কিন্তু আপনি যথার্থ হিতকারীই, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আপনি প্রভূত মদমত্ত আমাদের অসুরগণের মত্ততানাশক জ্ঞানদৃষ্টি (চক্ষুঃ) প্রদান করিয়াছেন, দেবগণের কিন্তু অন্ধতাই, এই ভাব। 'আদিশৎ'—এখানে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ আর্ষ ॥ ৫ ॥

———

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যূঢ়েন বিবুধেতরাঃ।
বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামুহৈকান্তযোগিনঃ ॥ ৬ ॥
তেনাহং নিগৃহীতোঽস্মি ভবতা ভূরিকর্ম্মণা।
বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাতিব্রীড়ে ন চ ব্যথে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (ত্বয়ি) ব্যূঢ়েন (দৃঢ়মূলেন) বৈরানুবন্ধেন (অবিচ্ছিন্নশত্রুভাবেন) বহবঃ (অনেকে) বিবুধেতরাঃ (অসুরাঃ) একান্তযোগিনঃ উহ যাং (সিদ্ধিং গতাঃ তাং) সিদ্ধিং লেভিরে (প্রাপ্তাঃ), তেন ভূরিকর্ম্মণা (বহুবিচিত্রকর্ম্মশালিনা মন্নিগ্রহস্তে বহুকার্য্যার্থঃ) ভবতা অহং নিগৃহীতঃ (দণ্ডিতঃ), বারুণৈঃ পাশৈঃ (বরুণস্য পাশাস্ত্রৈঃ) বদ্ধঃ চ অস্মি, (তেন) ন অতিব্রীড়ে (নাতিশয়ং লজ্জিতো ভবামি), ন ব্যথে চ (কিয়তীমপি মনঃপীড়াঞ্চ নানুভবামি) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—আপনাতে দৃঢ় এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুভাবের দ্বারা অনেক অসুর ঐকান্তিক যোগিগণের লভ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি একপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা বহু কার্য্য সম্পাদন করেন অর্থাৎ বহুকার্য্য সাধনোদ্দেশে আপনি আমাকে নিগ্রহ করিয়াছেন। আপনা কর্ত্তৃক নিগৃহীত এবং বরুণপাশে আবদ্ধ আমি অতিশয় লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করিতেছি না ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—মাদৃশানাং ত্বদেকান্তভক্তানাং খলু কা বার্ত্তা যে পুনরসুরাস্ত্বয়ি বৈরমনুবধ্নন্তি, তেষ্বপি তব তাবদলৌকিক্যেব দয়েত্যাহ—যস্মিন্নিতি, তেন গুরুণা ভূরিকর্ম্মণেতি মন্নিগ্রহস্তে বহুকার্য্যার্থঃ। তথাহি—কিঞ্চিন্মাত্রী মে ব্রীড়া উৎপদ্যতে সা খলু মে চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের মত আপনার একান্ত ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, কিন্তু যাহারা আপনাতে নিরবচ্ছিন্ন বৈরভাব পোষণ করে, তাহাদের প্রতিও আপনার অলৌকিকী দয়া, ইহা বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি। 'তেন ভূরিকর্ম্মণা'—গুরু আপনা

কর্ত্তৃক আমার এই নিগ্রহ বহু কার্য্যসাধনের নিমিত্তই। 'ন অতিব্রীড়ে'—অতিশয় লজ্জাবোধ করিতেছি না, তবে যে কিঞ্চিৎ মাত্র লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমার চিত্তশুদ্ধির অভাবেই—এই ভাব ॥ ৬-৭ ॥

পিতামহো মে ভবদীয়সম্মতঃ
প্রহ্লাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ।
ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশসং
সম্প্রাপিতস্ত্বৎপরমঃ স্বপিত্রা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভবদীয়সম্মতঃ (ভবদ্-ভক্তজন-পূজনীয়ঃ) আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ (সর্ব্বত্র প্রখ্যাতকীর্ত্তিঃ) মে (মম) পিতামহঃ প্রহলাদঃ ভবদ্ বিপক্ষেণ (বিষ্ণুদ্বেষিণা) স্বপিত্রা (হিরণ্যকশিপুনা জনকেন) বিচিত্রবৈশসং (বিবিধ-বিষম-হিংসাপদং) সম্প্রাপিতঃ (প্রবেশিতঃ অপি) ত্বৎ পরমঃ (ত্বমেব পরমঃ অনন্য শরণীভূতঃ যস্য তাদৃশঃ বভূব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভবদীয় ভক্তগণের পূজনীয় সর্ব্বত্র বিখ্যাতকীর্ত্তি মদীয় পিতামহ প্রহলাদ আপনার বিপক্ষ স্বীয় পিতা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক বিবিধরূপে ভীষণ হিংসা প্রাপ্ত হইয়াও আপনারই শরণাপন্ন ছিলেন ॥৮॥

বিশ্বনাথ—অস্মৎকুলদেবতত্বেনৈব ত্বদ্দণ্ডো মমাবশ্যঃ সহ্য এব ত্বমপি মদ্ভক্তপৌত্রোঽয়মিতি বুদ্ধ্যৈব ময়ি স্নিহ্যসীত্যাহ—পিতামহ ইতি, ভবদ্বিপক্ষেণ হিরণ্যকশিপুণা বিচিত্রং বিপত্তিং প্রাপিতঃ প্রাপিতোঽপি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের কুলদেবতা বলিয়া আপনার প্রদত্ত দণ্ড আমার অবশ্যই সহনীয়, আর আপনিও 'এই ব্যক্তি আমার ভক্তের পৌত্র' এই বুদ্ধিতেই আমার প্রতি স্নেহ করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'পিতামহঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার পিতামহ শ্রীপ্রহলাদমহারাজ, 'ভবদ্বিপক্ষেণ'—আপনার শত্রু নিজ পিতা হিরণ্যকশিপুদ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও একমাত্র আপনারই শরণাগত হইয়াছিলেন ॥৮

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া
মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (অয়ম্ আত্মা) অন্ততঃ (আয়ুষঃ অন্তে স্বয়মেব জীবং) জহাতি (পরিত্যজতি), মর্ত্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) অনেন আত্মনা (দেহেন) কিং (জীবস্য কিং প্রয়োজনং ভবতি ন কিমপীত্যর্থঃ), রিক্থ-হারৈঃ (ধনহারিভিঃ) স্বজনাখ্য-দস্যুভিঃ (স্বজনপদবাচ্যৈঃ দস্যুভিশ্চ) কিং, (ন কিমপীত্যর্থঃ, তথা) সংসৃতিহেতুভূতয়া (পুত্রাদ্যুৎপাদনেন সংসার-মার্গভ্রমণস্যৈব কারণস্বরূপিণ্যা) জায়য়া (স্ত্রিয়া বা) কিং (ন কিমপীত্যর্থঃ), গেহৈঃ (গৃহৈর্ব্বা) কিং (ন কিমপি প্রয়োজনং, পরন্তু) ইহ (গৃহে কেবলম্) আয়ুষঃ ব্যয়ঃ (ক্ষয় এব ভবতি ন কিঞ্চিৎ সুখম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে শরীর আয়ুকালাবসানে স্বয়ংই জীবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, মর্ত্ত্যজনের এতাদৃশ শরীর কি প্রয়োজন? সেবা-সম্পত্তিহরণকারী স্বজনসংজ্ঞক দস্যুগণের এবং সংসারমার্গভ্রমণের কারণস্বরূপ স্ত্রীর সঙ্গেই বা কি ফল? যে গৃহে কেবল আয়ুক্ষয় হয়, তাদৃশ গৃহেই বা প্রয়োজন কি? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সোঽপি পিতরমনুপেক্ষ্য কিমিতি মাং প্রপেদে তত্রাহ কিমিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনা দেহেন, রিক্থং ত্বৎসেবার্থকমপি ধনং হরন্তীতি তৈঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই প্রহলাদও পিতার অপেক্ষা না করিয়া কিজন্য আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল? তাহাতে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'কিম্' ইত্যাদি। 'আত্মনা'—দেহের দ্বারা, অর্থাৎ আয়ুর অবসান ঘটিলে যে দেহ অবশ্যই জীবকে পরিত্যাগ করে, মরণশীল ব্যক্তির সেই দেহদ্বারা প্রয়োজন কি? 'রিক্থহারৈঃ'—আপনার সেবার নিমিত্ত ধনও যাহারা হরণ করে, সেই সকল বিত্তহরণকারী স্বজননামক দস্যুগণেরই বা কি প্রয়োজন? ৯ ॥

ইত্থং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহান্
অগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্।
ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্-
ভীতঃ স্বপক্ষক্ষপণস্য সত্তম ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—হে সত্তম! (সজ্জনশ্রেষ্ঠ!) অগাধ-

বোধঃ (অসীম প্রজ্ঞাবলসম্পন্নঃ) মহান্ (পূজনীয়ঃ) পিতামহঃ সঃ (মৎপিতামহঃ প্রহলাদমহারাজঃ) জনাৎ (সংসারিসঙ্গাৎ) ভীতঃ (সন্) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপং) নিশ্চিত্য (হৃদি অবধার্য্য) ধ্রুবম্ (অনপায়ি) অকুতোভয়ং (ন কুতোঽপি ভয়ং যত্র তৎ) স্বপক্ষক্ষপণস্য (আত্মীয়দৈত্যসংহারিণঃ) ভবতঃ পাদপদ্মং হি প্রপেদে (অনন্যশরণতয়া জগাম) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় পিতামহ প্রহলাদ সংসারিজন-সঙ্গে ভীত হইয়া এই প্রকার দৃঢ়তাসহকারে দৈত্যজনসংহারী আপনার অবিনশ্বর ও অভয়পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপক্ষং দৈত্যকুলং ক্ষপয়তীতি তস্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বপক্ষ-ক্ষপণস্য'—স্বপক্ষ বলিতে দৈত্যকুলের সংহারকারী আপনারই (নির্ভয় ও অক্ষয় পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।) ॥ ১০ ॥

অথাহমপ্যাত্মরিপোস্তবান্তিকং
দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ ।
ইদং কৃতান্তান্তিকবর্ত্তি জীবিতং
যয়াধ্রুবং স্তব্ধমতির্ন বুধ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যয়া (শ্রিয়া) স্তব্ধমতিঃ (জড়বুদ্ধিঃ জীবঃ) কৃতান্তান্তিকবর্ত্তি (যমস্য সন্নিহিতম্) অধ্রুবম্ (অস্থিরম্) ইদং জীবিতং (জীবনং) ন বুধ্যতে (ন স্বরূপতঃ জানাতি, অবিনশ্বরমেব সদা মন্যতে ইত্যর্থঃ) দৈবেন প্রসভং (বলাৎ) ত্যাজিতশ্রীঃ (ত্যাজিতা পরিভ্রষ্টা তাদৃশী শ্রীঃ সম্পৎ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অহম্ অপি (অধুনা) আত্মরিপোঃ (শত্রুস্বরূপস্য) তব অন্তিকং (সমীপং) নীতঃ (প্রাপিতঃ অস্মি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—জীব যে সম্পদ্-হেতু জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া 'যমের নিকটবর্ত্তী এই জীবন অনিত্য'—ইহা জানিতে পারে না । সেই সম্পদ্ হইতে আমি দৈবকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক চ্যুত হইয়া শত্রুরূপী আপনার সমীপে নীত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মরিপোরিতি ব্যাজস্তুত্যোবোক্তির্বস্তুতস্তু আত্মনঃ পরমপ্রিয়সুহৃদঃ । যদ্বা, আত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়স্য রিপোর্নাশকস্য মোক্ষপ্রদস্য ইত্যর্থঃ । যদ্বা, আত্মনো মদহঙ্কারস্য শত্রোস্ত্বয়াদ্য মম ত্রিভুবনাধীশত্বাহঙ্কারমহারোগঃ সাধু নাশিত ইত্যর্থঃ । দৈবেন প্রহলাদপৌত্রত্বপ্রাপকেন ভাগ্যেন যয়া শ্রিয়া ধ্বস্তবুদ্ধিরয়ং মল্লক্ষণো জনঃ ইদং জীবিতং অধ্রুবং ন বুধ্যত ইত্যতো ধন্বন্তরিমিব মৎসর্ব্বরোগচিকিৎসকং ত্বামহং ভাগ্যেন প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্ম-রিপোঃ'—নিজশত্রু আপনার, ব্যাজস্তুতির দ্বারাই এইরূপ বলিলেন, বাস্তবিক পক্ষে—আত্মার পরমপ্রিয় সুহৃৎ আপনার পদপ্রান্তে আনীত হইয়াছি । অথবা—আত্মা বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের নাশক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ যে আপনি, এই অর্থ । কিংবা—আমার অহঙ্কারের শত্রু আপনি আজ আমার ত্রৈলোক্যাধিপতিত্ব রূপ অহঙ্কার-মহারোগ বিনাশ করিলেন, এই অর্থ । 'দৈবেন'—দৈব বলিতে প্রহলাদের পৌত্রত্ব-প্রাপক সৌভাগ্যের দ্বারা, 'যয়া'—যে সম্পদের মোহে আমার ন্যায় মুগ্ধমতি জন নিয়ত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত নিজ জীবনকে কখনও অনিত্য মনে করিতে পারে না, ইহাতে ধন্বন্তরির ন্যায় আমার সর্ব্বরোগের চিকিৎসক আপনাকে আমি ভাগ্যবশতঃই প্রাপ্ত হইয়াছি—এই ভাব ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
তস্যেত্থং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোত্থিতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইত্থং (পূর্ব্বোক্তং) ভাষমাণস্য (কথয়তঃ) তস্য (তস্মিন্ বলৌ এবং কথয়তি সতি) রাকাপতিঃ (পূর্ণচন্দ্রং) ইব উত্থিতঃ (সন্) ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ) প্রহলাদঃ (তত্র) আজগাম (আগতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর ! মহারাজ বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহলাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

তমিন্দ্রসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া
বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্ ।
প্রাংশুং পিশঙ্গাম্বরমঞ্জনত্বিষং
প্রলম্ববাহুং শুভগর্ষভমৈক্ষত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসেনঃ (বলিঃ) শ্রিয়া (পরময়া শোভয়া) বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণং (পদ্মপলাশ-বিস্তৃতলোচনং) প্রাংশুং (প্রোন্নতদেহং) পিশঙ্গাম্বরং (পিঙ্গলবসনং) প্রলম্ববাহুং (লম্বিতভুজযুগলম্) অঞ্জন-ত্বিষম্ (অঞ্জনবৎ কৃষ্ণকান্তিং) শুভগর্ষভং (সর্ব্বলোক-প্রিয়ং সৌভাগ্যশালিনং) স্বপিতামহং তং (প্রহ্লাদম্) ঐক্ষত (দৃষ্টবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন মহারাজ বলিও পরমশোভা-সম্পন্ন পদ্মলোচন, উন্নতকলেবর পিঙ্গলবসনধারী, লম্বিতভুজ অঞ্জনতুল্য কৃষ্ণকান্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় সৌভাগ্যবান্ নিজ পিতামহকে দর্শন করিলেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—সুভগর্ষভং সর্ব্বলোকপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুভগর্ষভং'—সর্ব্বলোকপ্রিয় (নিজ পিতামহকে দেখিতে পাইলেন।) ॥ ১৩ ॥

তস্মৈ বলির্বারুণপাশযন্ত্রিতঃ ।
সমর্হণং নোপজহার পূর্ব্ববৎ ।
ননাম মূর্দ্ধ্নাশ্রুবিলোললোচনঃ
সব্রীড়নীচীনমুখো বভূব হ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—বারুণপাশযন্ত্রিতঃ (বরুণপাশাবদ্ধঃ) বলিঃ তস্মৈ (প্রহলাদায়) পূর্ব্ববৎ সমর্হণং (যথাযোগ্যং পূজনং) ন উপজহার (ন অর্পিতবান্, পাশবন্ধনেন অসমর্থত্বাদিত্যর্থঃ) অশ্রুবিলোল-লোচনঃ (অশ্রু-প্লাবিতনেত্রঃ সন্ কেবলং তমুদ্দিশ্য) মূর্দ্ধ্না (শিরসা) ননাম (নতঃ বভূব, পশ্চাৎ) সব্রীড়নীচীনমুখঃ (লজ্জয়া অধোমুখঃ) বভূব হ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু বরুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি পূর্ব্বের ন্যায় পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে সমর্থ হইলেন না। অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে কেবল মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখে অবস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অপরাধং বিনা কথং বন্ধনমিত্যপরাধ-লক্ষণস্য প্রহলাদদৃষ্টত্বাৎ সব্রীড়ম্। যদ্বা ; প্রহলাদাৎ সদৈব শিক্ষিতস্য নিরভিমানত্বলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য ভূমিদানপ্রস্তাবে সহসা বিস্মরণাৎ তদ্দর্শনে সতি সব্রীড়ম্। সব্রীড়ত্বাদেব নীচীনং মুখং যস্য সঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সব্রীড়-নীচীনমুখঃ'—অপ-রাধ ব্যতীত কিজন্য বন্ধন হইতে পারে, ইহাতে প্রহলাদের দর্শনহেতু লজ্জা, অথবা—প্রহলাদের নিকট হইতে সর্ব্বদাই নিরভিমানত্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা করিয়া ভূমিদান প্রসঙ্গে সহসা তাহা বিস্মরণ হওয়ায়, প্রহলা-দের দর্শনে লজ্জার উদয় হইয়াছিল এবং লজ্জা-বশতঃই 'নীচীন'—অধঃকৃত মুখ যাঁহার, সেই বলি-মহারাজ (অর্থাৎ প্রহলাদের দর্শনে নিজ অহঙ্কারাদি-রূপ অপরাধ স্মরণহেতু লজ্জায় মহারাজ বলি মুখ নত করিয়াছিলেন।) ॥ ১৪ ॥

স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সৎপতিং
হরিং সুনন্দ-নন্দাদ্যনুগৈরুপাসিতম্ ।
উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা
ননাম মূর্দ্ধ্না পুলকাশ্রুবিক্লবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) সঃ (প্রহলাদঃ) তত্র হ আসীনম্ (উপবিষ্টং) সুনন্দ-নন্দাদ্যনুগৈঃ (সুনন্দাদিভিঃ অনুচরৈঃ) উপাসিতম্ (আরাধিতং) সৎপতিং (ভগবন্তম্) উদীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পুলকাশ্রুবিক্লবঃ (পুলকঃ রোমাঞ্চঃ, অশ্রুবিগলিত-নয়ন-জলং চ তাভ্যাং বিহ্বলঃ সন্) শিরসা (মস্তকেন নমন্ এব) উপেত্য (সমীপমাগত্য) মূর্দ্ধ্না (মস্তকেন) ভূমৌ ননাম (নতঃ বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহামতি প্রহলাদ তথায় উপবিষ্ট এবং সুনন্দনন্দ প্রভৃতি অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে দর্শন করিয়া পুলকে ও নয়নজলে বিহ্বল হইয়া অবনতমস্তকে সমীপে আগমনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা ভূমিতে প্রণাম করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীপ্রহলাদ উবাচ—

ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমূর্জ্জিতং
হৃতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্ ।
মন্যে মহানস্য কৃতো হ্যনুগ্রহো
বিভ্রংশিতো যচ্ছ্রিয় আত্মমোহনাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রহলাদঃ উবাচ,—ত্বয়া এব (পূর্ব্বমস্মৈবলয়ে) উর্জ্জিতং (শ্রীবিশালম্) ঐন্দ্রং পদং দত্তং, (পুনঃ) অদ্য তৎ (ঐন্দ্রং পদং ত্বয়া) এব হৃতং (ভবতি) তথা এব (ইদমপহরণমপি) শোভনং (যুক্তমেব ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) আত্মমোহনাৎ (আত্মনঃ মোহজনকাৎ) শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্য্যাৎ) বিভ্রংশিতঃ (ত্যাজিতঃ সঃ হি) অস্য (বলেঃ) মহান্ (ভূয়ান্) অনুগ্রহঃ (প্রসাদঃ) হি (নিশ্চিতং) কৃতঃ (ভবতা সম্পাদিতঃ ইতি) মন্যে (গণয়ামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ বলিলেন,—(হে ভগবন্ !) আপনি এই বলিকে মহাসম্পদশালী ইন্দ্রপদবী প্রদান করিয়াছিলেন, আজ আবার উহা হরণ করিলেন। ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। যেহেতু ঐ সম্পদ আত্মমোহজনক ; উহা হইতে বলিকে চ্যুত করিয়া ইহার প্রতি মহান্ অনুগ্রহই করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ১৬ ॥

যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-
স্তৎ কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা।
তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ
নারায়ণায়াখিললোকসাক্ষিণে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্বান্ যতঃ (সংযতঃ) অপি যয়া (শ্রিয়া) মুহ্যতে (জ্ঞানাদ্ ভ্রশ্যতে), হি তৎ (তস্যাং শ্রিয়াং সত্যাং) কঃ (জনঃ) আত্মনঃ যথা (যথাবৎ) গতিং (তত্ত্বং) বিচষ্টে (পশ্যতি অন্বেষ্টুং শক্নোতি, ন কোঽপীত্যর্থঃ)। অখিললোকসাক্ষিণে (সর্ব্বদর্শিনে) জগদীশ্বরায় তস্মৈ নারায়ণায় তে (তুভ্যং) নমঃ বৈ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ এবং সংযত হইয়াও যে শ্রী-কর্ত্তৃক লোক জ্ঞানপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেই শ্রী বর্ত্তমান থাকিতে কোন্ ব্যক্তি আত্মার যথার্থ তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হয়? অতএব সেই সর্ব্বদর্শী জগদীশ্বর নারায়ণ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়ৈবেতি ন হ্যৈন্দ্রং পদমেতদীয়ং ত্বয়াহৃতং কিন্তু স্বীয়মেব পুনঃ স্বীকৃতং তচ্চ শোভনমেব কৃতম্। যতঃ সংযতোঽপি জনঃ তৎ তস্যাং সম্পদি সত্যাং ক আত্মনো গতিস্তত্ত্বং যথাবদ্বিচষ্টে ন কোঽপীত্যর্থঃ। ন চ অত্র তব দত্তাপহারলক্ষণো দোষোঽপি স্নেহেন পুত্রহস্তে দত্তস্যাপি মোদকাদেরহিতাশঙ্কয়া পুনরাচ্ছিদ্য নীতবতঃ পিতুর্যথা তথেত্যর্থঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বয়া এব'—ইত্যাদি, এই বলির ইন্দ্রপদ আপনি হরণ করেন নাই, কিন্তু স্বীয় পদই পুনরায় গ্রহণ করিলেন, ইহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। 'যতঃ'—সংযত হইয়াও বিদ্বান্ ব্যক্তি যে সম্পদ্ লাভ করিলে মোহিত হন, 'তৎ'—তস্যাং, সেই সম্পদ্ বর্ত্তমান থাকিতে অপর কোন্ ব্যক্তিই বা 'আত্মনো গতিং'—যথাযথভাবে নিজ তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হয়? অর্থাৎ কেহই নহে, এই অর্থ। আর এই বিষয়ে আপনার দত্তাপহাররূপ দোষও নাই, যেমন পুত্রহস্তে মোদকাদি প্রদান করিয়া অনিষ্ট আশঙ্কায় তাহা কাড়িয়া লইলে পিতার কোন দোষ হয় না, তদ্রূপ—এই অর্থ। (অতএব বলির সম্পদ্ হরণ করিয়া আপনি তাহার পরম উপকারই করিয়াছেন—এই ভাব) ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যানুশৃণ্বতো রাজন্ প্রহ্লাদস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! (তদা) ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা) কৃতাঞ্জলেঃ (বদ্ধপ্রণামাঞ্জলেঃ) তস্য প্রহলাদস্য অনুশৃণ্বতঃ (তস্মিন্ শৃণ্বতি এব) মধুসূদনং (শ্রীহরিম্ ইদম্) উবাচ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ প্রহলাদের শ্রুতিগোচরেই শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—উবাচেতি কিঞ্চিদ্বক্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উবাচ'—ব্রহ্মা কিছু বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন, এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

বদ্ধং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপত্নী ভয়বিহ্বলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোপেন্দ্রং বভাষেঽবাঙ্মুখী নৃপ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! সাধ্বী (পতিব্রতা) তৎপত্নী (বলমহিষী) পতিং (বলিং) বদ্ধং (পাশেনাবদ্ধং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভয়-বিহ্বলা (ভগবতি অপরাধভয়েন ব্যাকুলিতা) প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ) অবাঙ্মুখী (নতবদনা সতী) উপেন্দ্রং (শ্রীহরিং) বভাষে (কথয়ামাস) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! এদিকে পতিব্রতা বলির মহিষীও পতিকে পাশবদ্ধ দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুলিতা হইলেন, পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক অবনতমুখে শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈব বিন্ধ্যাবলিরপি বক্তুং প্রবৃত্তা তাঞ্চ সন্মানয়ন্ হিরণ্যগর্ভঃ ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিতঃ। অতস্তস্যা এব বাক্যমবতারয়তি—বদ্ধং বীক্ষ্যেতি ভয়বিহ্বলা ভগবত্যপরাধভয়ব্যগ্রা অবাঙ্মুখী স্ত্রীস্বভাবান্নীচীনবদনা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালেই বিন্ধ্যাবলিও বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিছুকাল নীরব ছিলেন। অতএব সেই বিন্ধ্যাবলিরই বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—'বদ্ধং বীক্ষ্য' ইত্যাদি, নিজ পতিকে আবদ্ধ দেখিয়া, 'ভয়-বিহ্বলা'—শ্রীভগবানে অপরাধের ভয়ে ব্যগ্র হইয়া, 'অবাঙ্মুখী'—স্ত্রীজনের স্বভাববশতঃ নতমুখে (এরূপ বলিয়াছিলেন।) ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিন্ধ্যাবলিরুবাচ—

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্য্যুঃ।
কর্ত্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্ত্তৃবাদাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বিন্ধ্যাবলিঃ উবাচ,—(হে) ঈশ ! (পরমেশ্বর !) তে (ত্বয়া) আত্মনঃ (স্বস্যৈব) ক্রীড়ার্থং (লীলাবিলাসার্থম্) ইদং (প্রত্যক্ষীভূতং) ত্রিজগৎ কৃতং (লোকত্রয়ং বিরচিতং) তু (কিন্তু) অপরে (অন্যে) কুধিয়ঃ (দুর্বুদ্ধয়ঃ) তত্র (ভবৎসৃষ্টে ত্রিজগতি) স্বাম্যং (স্বত্ববুদ্ধিং) কুর্য্যুঃ (কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ), ত্যক্তহ্রিয়ঃ (পরদ্রব্যেষু স্বাম্য-বুদ্ধয়ঃ অতঃ নির্লজ্জাঃ) অবরোপিত-কর্ত্তৃবাদাঃ (আত্মন্যেব অবরোপিতঃ অজ্ঞানাদ্ আরোপিতঃ কর্তৃবাদঃ জগৎস্রষ্টৃবাদঃ যৈঃ তে তাদৃশাঃ জনাঃ) কর্ত্তুং (জগৎকর্ত্তুঃ) প্রভোঃ (জগৎপালকস্য) অস্যতঃ (জগৎসংহর্ত্তুঃ) তব কিম্ আবহন্তি (তব প্রীত্যর্থং স্বকীয়ং কিম্ আহবন্তি, সর্ব্বত্রৈব ত্বৎস্বত্ববশাৎ তৈঃ কিমপি ন স্বকীয়ং বস্তু লভতে সমর্পয়ন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিন্ধ্যাবলি বলিলেন,—হে ঈশ ! আপনি নিজের ক্রীড়ার নিমিত্ত এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কুবুদ্ধিপর ব্যক্তিগণ ইহাতে প্রভুত্ব বা ভোগ-বুদ্ধির আরোপ করিয়া থাকে। পরদ্রব্যে কর্তৃত্ব বুদ্ধিবিশিষ্ট নির্লজ্জ ব্যক্তিগণ আপনাতে কর্তৃত্ববাদ অর্থাৎ আমি দাতা, ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে, তাহারা আবার ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা আপনার প্রীতির নিমিত্ত কি আহরণ করিবে ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বয়া, কুধিয়ো বলিপ্রভৃতয়ঃ। কর্ত্তুঃ স্রষ্টুঃ প্রভোঃ পালয়িতুঃ অস্যতঃ সংহর্ত্তুশ্চ তবেতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যঃ। এবম্ভূতায় তুভ্যং কিং বস্তু আবহন্তি দদতি। অহন্তাস্পদ-মমতাস্পদবস্তূনাং মধ্যে কস্মিন্ বস্তুনি স্বাম্যং বর্ত্ততে যৎ তৃতীয়পাদায় প্রতিশ্রুতমূতং করোমীতি উক্ত্বা স্বদেহং দাতুমিচ্ছন্তি, ত্যক্তহ্রিয়ঃ ত্রিভুবনস্য দেহস্য চ ত্বৎসৃষ্টত্বাৎ ত্বদীয়মেবেদং সর্ব্বং তুভ্যং দত্ত্বা স্বকীর্ত্তিচিকীর্ষবো লজ্জামপি কিং ত্যক্তবন্ত ইত্যর্থঃ। অতএবৈতে মহোন্মাদ-রোগগ্রস্তাস্ত্বয়া সদ্বৈদ্যেন কৃপয়া সাধু চিকিৎসিতা ইত্যাহ—অবরোপিতোঽত্যূর্দ্ধমারোহন্নপি সহসৈবাবরোহিতঃ ত্রিভুবনপালনকর্ত্তারো বয়মিতি মিথ্যাহঙ্কারমূলকঃ কর্ত্তৃবাদো যেষাং তেষাং তে তস্মাদপরাধিনোঽস্য বন্ধনমুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—ত্বয়া, আপনা কর্ত্তৃক নিজ লীলাপ্রকাশের জন্যই এই ত্রিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু 'কুধিয়ঃ'—বলি প্রভৃতি কুবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই ত্রিলোকে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহে। আপনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক ও সংহারকারী, এইরূপ আপনাকে তাহারা কি বস্তু প্রদান করিবে ? 'তব'—এখানে সম্প্রদানে চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ বস্তু-সমূহের মধ্যে কোন বস্তুতে তাহাদের নিজের সত্ত্বা

থাকিতে পারে যে তৃতীয় চরণের জন্য 'আমার প্রতিশ্রুতি আমি সত্য করিব' বলিয়া স্বদেহ প্রদানের ইচ্ছা করিতেছে। 'ত্যক্তহ্রিয়ঃ'—ত্রিভুবন এবং তাহার দেহও আপনারই সৃষ্ট, তাহাতে আপনারই সমস্ত কিছু আপনাকেই দান করিয়া, স্বকীর্ত্তি অর্জ্জনের অভিলাষী হইয়া লজ্জাও কি পরিত্যাগ করিয়াছে? —এই অর্থ। অতএব এই সকল লোক উন্মাদরোগগ্রস্ত, সদ্বৈদ্য আপনি সুষ্ঠু চিকিৎসাই করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'অবরোপিত-কর্তৃবাদাঃ'—অতি উর্দ্ধে আরূঢ় হইলেও সহসাই তাহাদিগকে অধঃপাতিত করিয়াছেন। 'আমরা ত্রিভুবনের পালনকর্ত্তা'—এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কারমূলক তাহাদের কর্তৃত্ববাদ, অতএব অপরাধী এই বলির বন্ধন সমুচিতই হইয়াছে—এই ভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময়।
মুঞ্চৈনং হৃতসর্ব্বস্বং নায়মর্হতি নিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা উবাচ,—(হে) ভূতভাবন! (ভূতহিতকর!) ভূতেশ! (ভূতাধিপতে!) দেবদেব! (দেবারাধ্য!) জগন্ময়! হৃতসর্ব্বস্বং (গৃহীতসর্ব্বৈশ্বর্য্যম্) এনং (বলিম্ অধুনা) মুঞ্চ (বন্ধনাৎ পরিত্যজ), অয়ং (ইতঃ পরমপি) নিগ্রহং (দণ্ডং) ন অর্হতি (ন প্রাপ্তুং যোগ্যঃ ভবতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগন্ময়! আপনি বলির যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, এখন ইহাকে মুক্ত করুন, আর ইনি দণ্ডযোগ্য নহেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং প্রহলাদস্য বিন্ধ্যাবলেশ্চ পরমার্থোক্ত্যা প্রসাদিতমেব ভগবন্তং ব্রহ্মা লোকতত্ত্বদৃষ্ট্যৈব প্রসাদয়তি ভূতেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ প্রহলাদ ও বিন্ধ্যাবলির পরমার্থ উক্তিতে প্রসাদিত ভগবান্‌কে ব্রহ্মা লৌকিক তত্ত্বদৃষ্টিতেই প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন—'ভূতভাবন'—ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনি ইহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এই বলিকে বন্ধনমুক্ত করুন, যেহেতু ইনি নিগ্রহের যোগ্য নহেন।) ॥

কৃৎস্না তেঽনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ কর্ম্মার্জ্জিতাশ্চ যে।
নিবেদিতঞ্চ সর্ব্বস্বমাত্মাবিক্লবয়া ধিয়া ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) অনেন (বলিনা) তে (তুভ্যং) কৃৎস্না (নিখিলা) ভূঃ (তথা) যে চ কর্ম্মার্জ্জিতাঃ (সৎকর্ম্মপ্রাপ্তাঃ) লোকাঃ (পদানি আসন্ তে সর্ব্বে) দত্তাঃ (তথা) অবিক্লবয়া ধিয়া (অকাতরবুদ্ধ্যা) সর্ব্বস্বম্ আত্মা (স্বশরীরং) চ নিবেদিতং (তুভ্যং সমর্পিতম্ ইতঃপরং ন দণ্ডভাক্ অয়ম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই বলিরাজ আপনাকে নিখিল ভূমি, সৎকর্ম্মার্জ্জিত যাবতীয় লোক এমন কি অকাতরচিত্তে আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তে তুভ্যমাত্মা স্বদেহশ্চ নিবেদিতঃ ॥২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবেদিতঞ্চ'—আপনাকে স্বদেহও নিবেদন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্তিমৃচ্ছেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অশঠধীঃ (অকপটমতিঃ জনঃ) যৎপাদয়োঃ (যস্য ভবতঃ চরণয়োঃ) সলিলং (প্রক্ষালনজলং তথা) প্রদায় দুর্ব্বাঙ্কুরৈঃ অপি সতীং সপর্য্যাম্ (উত্তমাং পূজাং) বিধায় (কৃত্বা) উত্তমাং গতিং অপি ভজতে (লভতে), অসৌ বলিঃ (তৎপাদয়োঃ) অবিক্লবমনাঃ (অকাতরচিত্তঃ সন্) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং) দাশ্বান্ (প্রযচ্ছন্ অপি) কথং (কেন হেতুনা) আর্ত্তিং (বন্ধনদুঃখম্) ঋচ্ছেৎ (প্রাপ্নোতি নৈতদ্ যুক্তমিত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নিষ্কপট ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণযুগলে সলিলমাত্র দান এবং দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা পূজা করিয়া উত্তম গতি লাভ করে। এই বলি ঐ পদযুগলে অকাতরচিত্তে ত্রিভুবন দান করিয়াও কি জন্য বন্ধন-দুঃখভাগী হইবেন? ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিগ্রহানর্হত্বং কৈমুত্যন্যায়েনাহ যদিতি। অসৌ সর্ব্বোঽপি জন উত্তমাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিং ভজতি। বলিস্তু ত্রিলোকীং দাশ্বান্ দত্তবান্ কথমার্ত্তিং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যক্তি যে আপনার নিগ্রহের অযোগ্য, তাহাই কৈমুত্যিক ন্যায়ে বলিতেছেন—'যৎপাদয়োঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার পাদপদ্মে যে কোন লোক জলমাত্র সমর্পণ ও দূর্ব্বাঙ্কুরের দ্বারা পূজা করিয়া যদি 'উত্তমাং গতিং'—বৈকুণ্ঠলোক লাভ করে, তাহাতে এই বলি সর্ব্বস্ব দান করিয়া কিরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতে পারে ? ২৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্ ।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ ! যন্মদঃ (যৈঃ অর্থৈঃ মদঃ যস্য সঃ) পুরুষঃ স্তব্ধঃ (জড়ধীঃ সন্) লোকং (ত্রিজগৎ) মাং চ (জগৎপতিম্) অবমন্যতে (উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে) অহং যং (জনম্) অনুগৃহ্ণামি (উপকরোমি), তদ্‌-বিশঃ (তস্য তাদৃশান্ অনর্থহেতূন্ অর্থান্) বিধুনোমি (হরামি, সর্ব্বস্বহরণলক্ষণো হি মদনুগ্রহ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! পুরুষ যে অর্থবশতঃ মত্ত ও স্তব্ধ হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে ; আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার তাদৃশ অর্থই হরণ করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বিশঃ ধনানি। ননু ধনাপহারঃ কোঽয়মনুগ্রহস্তত্রাহ—যন্মদো যৈরর্থৈরেব মদো যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্বিশঃ'—আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধনরাশির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকি। যদি বলেন—দেখুন, ধন অপহরণ আবার কিজাতীয় অনুগ্রহ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যন্মদঃ'—যে ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া লোকে জগৎ, এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরান্নিজকর্ম্মভিঃ ।
নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ—অনীশঃ (পরতন্ত্রঃ) অয়ং জীবাত্মা নিজকর্ম্মভিঃ (স্বকীয়-পুণ্যপাপজনকক্রিয়াভিঃ) নানাযোনিষু (কৃমিকীটাদিষু) সংসরন্ (জন্মগ্রহণং কুর্ব্বন্ যদা কদাচিৎ (কুচিদেব ভাগ্যবশাৎ) পৌরুষীং গতিম্ (দুর্ল্লভং মনুষ্যজন্ম) আব্রজেৎ (লভ্যতে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পরতন্ত্র এই জীবাত্মা স্বকীয় কর্ম্মফলে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবশে কদাচিদ্ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ সর্ব্বস্যৈবানুগ্রাহ্যজীবস্য ধনানি হরামি কস্যচিন্ন হরামি চ কস্মৈচিদতিশয়েন দদামি চ মদনুগ্রহস্য লোকৈরতর্ক্যত্বাদ্বিবিধজাতীয়ত্বাদতো জীবেষু মদনুগ্রহলক্ষণং শৃণ্বিত্যাহ—যদেতি নানাযোনিষু কৃমিকীটাদিষ্বপি অনীশঃ পরতন্ত্রঃ সংসরন্নেব যদা কদাচিদেব পৌরুষীং গতিং মনুষ্যজন্ম প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর সকল অনুগ্রাহ্য জীবেরই ধন যে আমি হরণ করি, তাহা নহে, কাহারও হরণ করি না, আবার কাহাকেও অত্যধিক ধন প্রদান করিয়া থাকি। আমার অনুগ্রহ লোকের তর্কাতীত এবং বিবিধ প্রকার, অতএব জীবের প্রতি আমার অনুগ্রহের লক্ষণ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'যদা', অর্থাৎ পরতন্ত্র (পরাধীন) এই জীবাত্মা নিজ কর্ম্মবশতঃ কৃমি, কীট প্রভৃতি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে ॥ ২৫ ॥

জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (পৌরুষজন্মানি) জন্ম-কর্ম্ম-বয়োরূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্য-ধনাদিভিঃ (উত্তমৈঃ জন্মাদিভিঃ) অস্য (পুংসঃ) স্তম্ভঃ (জন্মাদিজনিতঃ গর্ব্বঃ) যদি ন ভবেৎ, (যদি ন স্যাদিত্যর্থঃ) অয়ং মদনুগ্রহঃ (অস্তম্ভলক্ষণঃ অয়ং হি মৎপ্রসাদ এব, অন্যথা দুরতিক্রমনায়ঃ তাদৃশেন স্তম্ভঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই মানবজন্মে যদি কোন ব্যক্তির উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদির গর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে উহাই তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পৌরুষ্যাঙ্গতৌ জন্মাদিভির্যদি ভ্রংশোঽবহেলনাদি-হেতুর্গর্ব্বো ন ভবেত্তদা তত্র পুংসি মদনুগ্রহোঽয়ং পূর্ব্বোক্তাৎ ধনহরণলক্ষণাদন্যোঽনুমেয় ইত্যর্থঃ। তস্য ধনাদিকং নাপি হরামি অপহারকত্বা-ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই মনুষ্যজন্মেও যদি উত্তম কুলে জন্মাদির দ্বারা ভ্রংশ, অর্থাৎ অবজ্ঞাদি-হেতুক গর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি উহাই আমার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমার এই অনুগ্রহ পূর্ব্বোক্ত ধনহরণ হইতে অন্যরূপ মনে করিতে হইবে, এই অর্থ। তাহার ধনাদি হরণ করি না, যেহেতু আমি অপহারক নহি—এই ভাব ॥২৬॥

মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—মৎপরঃ (মদনন্যভক্তঃ) সমন্ততঃ (সর্ব্বশঃ) সর্ব্বশ্রেয়প্রতীপানাং (নিখিলমঙ্গল-বিরো-ধিনাং) মানস্তম্ভনিমিত্তানাং (মানঃ গর্ব্ব তদ্‌যুক্তঃ স্তম্ভঃ অনম্রতা তস্য নিমিত্তভূতানাং) জন্মাদীনাং (জন্ম-কর্ম্ম-বয়ো রূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্য-ধনাদীনাং সত্ত্বেঽপি) হন্ত (খেদসূচকম্ অব্যয় পদং হে ব্রহ্মন্! কদাচন) ন মুহ্যেৎ (ন তৈঃ অভিভূতঃ ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—(তবে যে, আমি ধ্রুব প্রভৃতি ঐকান্তিক ভক্তদিগকে সম্পদ প্রদান করিয়াছি) তাহার কারণ (আছে) সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের বিরোধি স্বরূপ অভিমান, অনম্রতার মূল কারণ জন্ম-বিদ্যা-ঐশ্বর্য্যাদি-সত্ত্বেও আমার একান্ত ভক্ত মোহিত হন না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ; মানো গর্ব্বস্তদ্বিশেষঃ স্তম্ভো-ঽনম্রতা তয়োর্নিমিত্তভূতানাং জন্মাদীনাং ন মুহ্যেৎ। "নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানামিতিবৎ ষষ্ঠী" তৈর্জন্মাদিভির্ন মুহ্যেদিত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সর্ব্বথৈব হন্ত আশ্চর্য্যমেত-দিতি পদদ্বয়প্রয়োগাৎ পূর্ব্ববৎ যদি শব্দপ্রয়োগাচ্চ কদাচিদপি ন মুহ্যেদিতি স চ মৎপরো মদেকান্তভক্ত এবাত্যন্তিকো মদনুগ্রহবানেব পূর্ব্বোক্তাদপি শিষ্যত এব তাদৃগ্‌ভ্যো ধ্রুবাদিভক্তেভ্যঃ সম্পদো দদাম্যেবেতি ভাবঃ। কর্ম্মজন্যা হি সম্পদনর্থকারিণী তামেব প্রথমানুকম্প্য ভক্তস্য ভগবান্ হরতি ন তু স্বদত্তামিতি কেচিৎ। স্বভক্তপ্রেমবর্দ্ধন-চতুরস্য হরের্নায়মপি নিয়মঃ। পাণ্ডবাদাবপি সম্পদপহারদর্শনাদিত্যপরে ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, 'মান-স্তম্ভ-নিমিত্তানাং' —মান বলিতে গর্ব্ব, তাহার বিশেষ স্তম্ভ অর্থাৎ অনম্রতা, তাহাদের নিমিত্তভূত জন্মাদির দ্বারা যে মোহিত হয় না—এই অর্থ। এখানে 'পূরণগুণ-সুহিতার্থ' ইত্যাদি সূত্রে, সুহিতার্থ বলিতে তৃপ্ত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্' ইত্যাদি প্রয়ো-গের ন্যায় করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। 'সমন্ততঃ' —সর্ব্বতোভাবেই এবং 'হন্ত'—ইহা আশ্চর্য্য, এই দুইটি পদ প্রয়োগ অপেক্ষা পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় 'যদি' শব্দের প্রয়োগ করিলে, কখনও মোহিত হয় না এই অর্থ, অর্থাৎ অভিমানরূপ অবিনয়ের কারণ এবং সকলদিকে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের প্রতিবন্ধক পূর্ব্বোক্ত সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতেও যে ব্যক্তি কখনও মোহিত হয় না, সেই জন 'মৎপরঃ'—আমার একান্তভক্ত, সেই ব্যক্তিই আমার আত্যন্তিক অনুগ্রহের পাত্র, তিনি পূর্ব্বোক্ত হইতেও বিশিষ্টই, তাদৃশ ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণকে আমি অবশ্যই সম্পদ্ প্রদান করি —এই ভাব। এই জগতে কর্ম্মফল-হেতু যে সম্পদ্ লভ্য হয়, তাহাই অনর্থকারিণী, ভক্তের সেই সম্পদই অনুকম্পাবশতঃ ভগবান্ প্রথমে হরণ করেন, কিন্তু স্বদত্ত সম্পদ্ হরণ করেন না—ইহা কেহ কেহ বলেন। পরন্তু নিজ ভক্তজনের প্রেমবর্দ্ধনচতুর শ্রীহরির এইরূপ কোন নিয়ম নাই, যেহেতু পাণ্ডব প্রভৃতিরও সম্পদ্ অপহরণ দৃষ্ট হয়—এইরূপ অপরে বলেন ॥২৭

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—দানব-দৈত্যানাম্ অগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ) কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ (যশস্বী) এষঃ (বলিঃ) অজয়াম্ (অজেয়াং) মায়াম্ অজৈষীৎ (অতিক্রান্তবান্, অতঃ) সীদন্ অপি (ঐশ্বর্য্যাদিরহিতঃ অপীত্যর্থঃ) ন মুহ্যতি (ন শ্রেয়ো-মার্গাৎ চ্যুতধীঃ ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দানবদৈত্যদিগের অগ্রণী যশস্বী বলি-

রাজ দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন, অতএব তিনি ঐশ্বর্য্যাদিরহিত হইয়াও শ্রেয়োমার্গ হইতে চ্যুত হয়েন নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নম্বাস্তামেতৎ প্রস্তুতো বলিরয়ং তব কীদৃশানুগ্রহবান্ ভক্তো যস্য সম্পদো হরসীতি তত্রাহ—এষ ইতি অজৈষীৎ ন তু জেষ্যতি জয়তীতি বা প্রযুক্তম্। তেন পূর্ব্বমেব মায়াং জিতবতোঽস্য স্তম্ভাদয়ো মায়িকাঃ কুতঃ সম্ভবেয়ুর্যন্নিবর্ত্তনার্থং ময়া ধনৈশ্বর্য্যহরণং কার্য্যমিতি দ্যোতিতং। সীদন্নপি ন মুহ্যতীতি সম্পত্তিরমুহ্যন্নপি জনো বিপ্রৎপ্রাপ্তিক্ষণে বৈক্লব্যান্মুহ্যন্নেব দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ইহা থাকুক, প্রস্তুত এই বলি আপনার কিপ্রকার অনুগ্রহভাজন ভক্ত, যাহার অর্থ আপনি হরণ করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'এষঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ দানব ও দৈত্যগণের অগ্রণী যশোবর্দ্ধন এই বলি দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিয়াছেন। এখানে 'অজৈষীৎ'—ইহা অতীতকালের প্রয়োগ, জয় করিবে বা জয় করিতেছে—এরূপ প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে পূর্ব্বেই যিনি মায়াকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার মায়িক স্তম্ভাদি কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে, যাহাতে আমাকে তাঁহার ধন হরণ করিতে হইবে?—ইহা দ্যোতিত হইয়াছে। 'সীদন্নপি ন মুহ্যতি'—ইনি সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন (ঐশ্বর্য্যরহিত) হইয়াও মোহগ্রস্ত হন নাই, জগতে সম্পদ্‌রহিত না হইলেও বিপৎকালে বৈক্লব্যবশতঃই লোকে বিমোহিত হয়, এরূপ দেখা যায়—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

ক্ষীণরিক্‌থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥ ২৯ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—ক্ষীণরিক্‌থঃ (ক্ষীণধনঃ) স্থানাৎ (স্বপদাৎ) চ্যুতঃ শত্রুভিঃ ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ) বদ্ধঃ চ জ্ঞাতিভিঃ (অসুরৈঃ) পরিত্যক্তঃ যাতনাং (বন্ধনাদিপীড়াম্) অনুযাপিতঃ (প্রাপিতঃ) চ গুরুণা (ভার্গবেন) ভর্ৎসিতঃ (নিন্দিতঃ) শপ্তঃ (অয়ং) সুব্রতঃ (শোভনব্রতশীলঃ) সত্যং ন জহৌ (ত্রিপদভূমিপ্রদানাঙ্গীকারং ন তত্যাজ)। ময়া ছলৈঃ (কপটৈঃ এব) ধর্ম্মঃ উক্তঃ (প্রথমতঃ বামনরূপিণা ময়া ত্রিপদভূমিপ্রার্থনাং কৃত্বা পশ্চাদ্ বিরাটরূপিণা তৎপরিমাণারম্ভাৎ ময়া বস্তুতঃ কপটধর্ম্ম এব কৃতঃ, তথাপি) সত্যবাক্ (সত্যপ্রতিজ্ঞঃ) অয়ং (বলিঃ) ন ত্যজতি (স্বীয়াং প্রতিজ্ঞাং ন মুঞ্চতি) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—ধনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শত্রুগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরু কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং অভিশপ্ত হইয়াও বলি এই সুব্রত সত্য পরিত্যাগ করে নাই। আমি কপটতাপূর্ব্বকই ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ন্তু ময়াপি বিপৎসিন্ধুমধ্যে নিক্ষিপ্তোঽপি ন মুহ্যতীতি কিং বক্তব্যং স্বনিষ্ঠালেশমপি ন ত্যজতীত্যাহ ক্ষীণেতি। 'ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমানি'ত্যাদিনা ময়া প্রথমতশ্ছন্নৈরেব প্রায়েণাধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মঃ উক্তঃ, তথৈবান্তে 'বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহঞ্চাঢ্যমানিনা। তদ্ব্যলীকফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব নিরয়ং কতিচিৎ সমা' ইত্যনেন ধর্ম্মোঽপ্যধর্ম্ম উক্তঃ। তদপ্যয়ং সত্যবাক্ সত্যং ন ত্যজতি। অন্যস্ত্বেবম্বিধেঽর্থে শঠে শাঠ্যং প্রকুর্ব্বীতেতি নীত্যা শাঠ্যমেব কুর্য্যাৎ। তস্মান্ময়া ভক্তবৎসলেনাপি কৃতমেতস্যৈতাদৃশ-কদর্থনং স্বভক্তিনিষ্ঠা-নিঃসীমধৈর্য্যাদিগুণপ্রখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলি আমা কর্ত্তৃক বিপৎসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মোহিত হয় না, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য, স্বনিষ্ঠালেশও পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষীণরিক্‌থঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই বলি সম্প্রতি ধনহীন, স্থানভ্রষ্ট, শত্রুগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত, বন্ধনে আবদ্ধ, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, স্বগুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, তথাপি এই সুব্রত সত্য পরিত্যাগ করে নাই)। 'ছলৈরুক্তঃ'—'তোমার এই কুলে কোন নিঃসত্ত্ব কৃপণ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে নাই' ইত্যাদির দ্বারা প্রথমতঃ প্রচ্ছন্নভাবে প্রায়ই অধর্ম্মই বলিয়াছি, সেইরূপ পরে 'ধনাভিমানী তোমা কর্ত্তৃক দিব বলিয়া আমি বঞ্চিত হইয়াছি, সেই মিথ্যাবাক্যের ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরক বাস কর'—ইত্যাদির দ্বারা ধর্ম্ম হইলেও অধর্ম্মই বলিয়াছি, তথাপি এই

ব্যক্তি 'সত্যবাক্'—সত্যকে কখন পরিত্যাগ করে নাই। অপরে এইরূপ স্থলে 'শঠে শাঠ্য আচরণ করিবে', এই নীতি অনুসারে শাঠ্যই করিত। অতএব ভক্তবৎসল আমিও ইহার স্বভক্তিনিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য্যাদি গুণ জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্তই এইরূপ কদর্থনা করিয়াছি—এই ভাব ॥ ২৯-৩০ ॥

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) এষঃ (বলিঃ) মে (ময়া) অমরৈঃ অপি (দেবৈরপি) দুষ্প্রাপং (দুর্ল্লভং) স্থানং (পদং) প্রাপিতঃ (লম্ভিতঃ) অয়ং মদাশ্রয়ঃ (অহমেব আশ্রয়ঃ শরণভূতঃ যস্য তাদৃশঃ সঃ) সাবর্ণেঃ অন্তরস্য (সাবর্ণে মনোঃ অন্তরস্য সম্বন্ধী) ইন্দ্রঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অতএব এই বলিকে আমি দেবগণের দুর্ল্লভ পদ প্রদান করিলাম। আমার আশ্রিত এই সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ইন্দ্র হইবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাস্য সম্পদো হরামীতি ত্বয়া জ্ঞেয়মিত্যাহ এষ ইতি। অমরৈর্দুষ্প্রাপমিতি ইন্দ্রপদাৎ স্বর্গাদপি সুতলস্যাধিক্যং তদানীমেবোদ্ভূতং শ্রীকৃষ্ণদত্তশ্রীদামধামবদিতি জ্ঞেয়ং, ন চেন্দ্রং পদং ত্বস্য গতমিতি মন্তব্যমিত্যাহ সাবর্ণেরিতি। ন চ তদপি তত্রাপি দেবা ইমং কদর্থয়িষ্যন্তীতি বাচ্যম্। মদাশ্রয়ঃ অহমস্য দ্বারপালো ভূত্বা জাগ্রদেব স্থাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার সম্পদ্ হরণ করিতেছি—এইরূপ ভাবিও না, ইহা বলিতেছেন—'এষ' ইত্যাদি। 'অমরৈঃ অপি দুষ্প্রাপং'—আমি ইহাকে দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ স্থান দান করিয়াছি, ইন্দ্রপদ স্বর্গ হইতেও সুতলের আধিক্য তৎক্ষণেই উৎপন্ন হইয়াছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীদাম বিপ্রের নগরী, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর ইহার ইন্দ্রপদ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—'সাবর্ণেঃ অন্তরস্য' অর্থাৎ সাবর্ণি মন্বন্তরে এই বলি ইন্দ্র হইবে। তাহা হইলেও সুতলে দেবগণ ইহার কদর্থনা করিবে, এরূপ ভাবিও না, যেহেতু 'মদাশ্রয়ঃ'—আমিই যাহার আশ্রয়, অর্থাৎ আমি ইহার দ্বারপাল হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করিব—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি মমেক্ষয়া ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (ইন্দ্রপদপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্তং) যৎ (যত্র সুতলে) মম ঈক্ষয়া (মম দৃষ্টিপাতেন) নিবসতাং (নিবাসিনাম্) আধয়ঃ (মনঃপীড়াঃ), ব্যাধয়ঃ (শারীরপীড়াঃ) চ ক্লমঃ (ক্লান্তিঃ), তন্দ্রা পরাভবঃ (অন্যৈঃ অভিভবঃ এতে) উপসর্গাঃ (উপদ্রবাঃ) ন সম্ভবন্তি (কদাপি ন জায়ন্তে), বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতং (বিশ্বকর্ম্মরচিতং তৎ) সুতলং (সুতলসংজ্ঞকং লোকম্ অয়ম্) অধ্যাস্তাম্ (অধিকৃত্য বর্ত্ততাম) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ঐ ইন্দ্রপদপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি আমার পর্য্যবেক্ষণে যে স্থলে আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান নাই, বিশ্বকর্ম্মাবিরচিত সেই সুতলনামক লোকে অবস্থান করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বকর্ম্মণো বিশেষেণ স্বর্গীয়ামরাবতীপুরাদতিবৈশিষ্ট্যেন নির্ম্মিতমিতি ভগবদভিপ্রায়েণ তৎক্ষণাদেব ততোহধিকং জাতমিতি ভাবঃ, যৎ যত্র ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতং'—বিশ্বকর্ম্মার রচিত (সুতলপুরে ইন্দ্রপদ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করুক)। বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বিশেষভাবে স্বর্গীয় অমরাবতী নগরী হইতেও অতিবৈশিষ্ট্যরূপে নির্ম্মিত এই সুতলপুর, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিপ্রায়বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে আধিক্য উৎপন্ন হইয়াছিল, এই ভাব। 'যৎ'—যে সুতলে আমার দৃষ্টির প্রভাবে আধি, ব্যাধি প্রভৃতি জন্মিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তু তে।
সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—ভোঃ মহারাজ! ইন্দ্রসেন! (বলেঃ!)

জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ত্বং) স্বর্গভিঃ (দেবৈঃ অপি) প্রার্থ্যং (কামনীয়ং) সুতলং (সুতলপুরং) যাহি (গচ্ছ), তে (তব) ভদ্রং (শুভম্) অস্তু ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ইন্দ্রসেন! জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনি দেবগণেরও প্রার্থনীয় সেই সুতলপুরে গমন করুন, আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্ত্বা সাক্ষাদ্বলিমাহ ইন্দ্রসেনেতি মহারাজেতি তব মহারাজত্বং নাপযাতি। যতঃ স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যমেব ন তু লভ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ বলিকে বলিতেছেন—হে ইন্দ্রসেন, ইত্যাদি। 'মহারাজ'—হে মহারাজ! —ইহা বলায় তোমার মহারাজত্ব চলিয়া যায় নাই, এই ভাব। 'স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং'—যে সুতলপুর স্বর্গবাসিগণের বাঞ্ছিতই, কিন্তু লভ্য নহে ॥ ৩৩ ॥

ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে।
ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—লোকেশাঃ (লোকপালাঃ অপি) ন ত্বাম্ অভিভবিষ্যন্তি (পরাভবিতুং শক্নুবন্তি), অপরে কিমুত (কথমপি ন সমর্থাঃ ইত্যর্থঃ) মে (মম) চক্রম্ (ইদং সুদর্শনং) ত্বচ্ছাসনাতিগান্ (ত্বদীয়ং শাসনং বিধানম্ অতীত্য বর্তমানান্) দৈত্যান্ সূদয়িষ্যতি (নাশয়িষ্যতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেখানে লোকপালগণও আপনাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না, অন্যের কথা আর কি বলিব ? সেখানে আমার সুদর্শনচক্র আপনার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সূদয়িষ্যতি খণ্ডয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূদয়িষ্যতি'— চূর্ণবিচূর্ণ করিবে, অর্থাৎ যে সকল দৈত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, আমার সুদর্শনচক্র তাহাদিগকে বধ করিবে ॥ ৩৪ ॥

রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর! (অহং) সানুগং (সানুচরং) সপরিচ্ছদং (সোপকরণং) ত্বাং সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবেন) রক্ষিষ্যে (পালয়িষ্যামি), ভবান্ তত্র (সুতলে) মাং সদা (সর্ব্বদা) সন্নিহিতং (সমীপস্থং) দ্রক্ষ্যতে (চ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বীর! আমি অনুচর ও উপকরণসমূহের সহিত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব, আপনিও আমাকে তথায় সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পাইবেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মদ্বিরহদুঃখমিত্যাহ—সদা সন্নিহিতমিতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেখানে আমার বিরহজনিত দুঃখও নাই, ইহা বলিতেছেন—'সদা সন্নিহিতং', তুমি সেই সুতলপুরে সর্ব্বদাই আমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিবে ॥ ৩৫ ॥

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলিমোক্ষণং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তত্র (চ) মদনুভাবং (মম প্রভাবং) দৃষ্ট্বা দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ (জাতঃ) তে (তব যঃ) আসুরঃ ভাবঃ (বর্ত্ততে সঃ) সদ্যঃ কুণ্ঠঃ (সদ্য এব প্রতিহতঃ সন্) বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং যাস্যতি ইতি) বৈ (নিশ্চিতম্) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সেখানে আমার প্রভাব দেখিয়া আপনার দানব দৈত্যসঙ্গজাত আসুরভাব সদ্যই প্রতিহত হইয়া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—দুঃসঙ্গাচ্চ মা ভৈষীরিত্যাহ তত্রেতি। ত্বাদৃশ-ভক্তসঙ্গাদ্দুষ্টা অপি শিষ্টা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৩৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাবিংশশ্চাষ্টমস্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুঃসঙ্গ হইতেও ভীত হইও না, ইহা বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেখানে তোমার মত ভক্তের সঙ্গবশতঃ দুষ্টজনও শিষ্ট হইবে—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের দ্বাবিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যুক্তবন্তং পুরুষং পুরাতনং
মহানুভাবোঽখিলসাধুসম্মতঃ।
বদ্ধাঞ্জলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো
ভক্ত্যুৎকলো গদ্গদয়া গিরাব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পিতামহ প্রহলাদের সহিত বলি সুতলে গমন করিলে স্বর্গে ইন্দ্রের সহিত ভগবানের ক্রীড়াসুখ বর্ণিত হইয়াছে।

মহামতি বলি ভগবচ্চরণে প্রণতি বা শরণাগতিই একমাত্র জীবগণের পরম প্রয়োজনীয় প্রেমপ্রদানে সমর্থ জানিয়া ভক্তিব্যাকুলচিত্তে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া অনুচরগণের সহিত সুতলে প্রবেশ করিলেন এবং ভগবান্ অদিতির কামনা পূর্ণ ও ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার প্রদান করিলেন; অনন্তর ভক্তপ্রবর প্রহলাদ বলির মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য লীলা জড়জগৎ সৃষ্টি, সমদৃষ্টিযুক্ত কল্পতরু ভগবানের ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি, অসুরগণের প্রতি অসীম-করুণার কথা বর্ণন করিলে ভগবান্ তাঁহাকে বলির সহিত সুতলে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রহলাদও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুতলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহার পর নারায়ণ কর্ত্তৃক বলির যজ্ঞের দোষ ও ন্যূনতা বিস্তার করিতে আদিষ্ট হইয়া, শুক্রাচার্য্য যজ্ঞময়-পুরুষের পূজা দ্বারা কর্ম্ম-বৈষম্য বিনাশ, তথা ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা দেশকাল-পাত্রগত দোষক্ষয় প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া ঋষিগণের সহিত বলি-যজ্ঞের সমাধান করিলেন। ঋষিগণ বলির দান-গ্রহণকারী, ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গপুর প্রদানকারী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট বামন শ্রীহরিকে নিখিল জীবের পালকরূপে বরণ করিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রাণীই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ইন্দ্র লোকপালদিগের সহিত বামনদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে লইয়া গেলেন, সকল দেবগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ ও সিদ্ধপুরুষগণ বিষ্ণুর বলিযজ্ঞে আচরিত অত্যদ্ভুত মহৎ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলদায়ক।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অখিলসাধুসম্মতঃ (সমস্ত-সজ্জন-মাননীয়ঃ) মহানুভাবঃ (প্রশস্তমতিঃ স বলিঃ) ভক্ত্যুৎকলঃ (ভক্ত্যা উৎকলঃ সোৎকণ্ঠঃ) বাষ্পকলাকুলেক্ষণঃ (বিগলিতাশ্রু-বিন্দু-প্লাবিতলোচনঃ) বদ্ধাঞ্জলিঃ (কৃতপ্রণামাঞ্জলিঃ সন্) গদ্গদয়া (ভাবাবেশান্নিরুদ্ধকল্পয়া) গিরা (বাচা) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপম্) উক্তবন্তং (কথয়ন্তং) পুরাতনং পুরুষং (সনাতনং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সনাতন পুরুষ ভগবান্ এইরূপ বলিলে, নিখিল সজ্জনগণের মাননীয়

মহামতি বলির নয়নদ্বয় অশ্রুবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভক্তিব্যাকুলচিত্তে কৃতাঞ্জলিসহকারে গদ্গদ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্রবেশিতস্য সুতলং দ্বারপালোঽভবদ্বলেঃ।
ত্রয়োবিংশে দিবীন্দ্রং চোপেন্দ্রঃ সন্ পর্য্যপালয়ৎ ॥০

তদেব হি ত্বন্মূর্দ্ধ্নি তৃতীয়ং পদং বিন্যস্য ত্রিভুবনেন সহ ত্বামপি প্রতিগৃহ্ণামি, সর্ব্ব এতে লোকাস্ত্বাং দত্ত-প্রতিশ্রুতং জানন্ত্বিত্যুক্তবন্তমতএব শ্রুতিরপি 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদ'মিতি। উদ্গলঃ উদ্বাষ্পো গলো যস্য সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বামনদেব বলিকে সুতলে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং তাহার দ্বারপাল হইলেন, এবং স্বর্গে উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রকে পালন করিতে লাগিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥০॥

'ইতি উক্তবন্তং'—"তোমার মস্তকে তৃতীয় চরণ বিন্যাস করিয়া ত্রিভুবনের সহিত তোমাকেও অঙ্গীকার করিতেছি, এই সমস্ত লোক তোমাকে প্রতিশ্রুতি-পালকরূপে জানুক"—এইরূপ ভগবান্ বলিলে (মহারাজ বলি তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদবাক্যে এরূপ বলিয়াছিলেন)। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'ইদং বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষ্ণু তিনটি পাদবিক্ষেপেই এই বিশ্ব আক্রমণ করিয়াছিলেন। 'উদ্গলঃ'—ভক্ত্যুৎকলঃ, এই স্থলে 'ভক্ত্যুদ্গলঃ'—এরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে, যাহার গলদেশে বাষ্পবিন্দু নিপতিত হইতেছিল, সেই বলি ॥ ১ ॥

শ্রীবলিরুবাচ—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—অহো (ত্বৎ প্রণামস্য মহিমা) প্রণামায় (যৎ প্রণামং কর্ত্তুং) কৃতঃ (আরব্ধঃ) সমুদ্যমঃ (প্রযত্ন এব) প্রপন্ন-ভক্তার্থবিধৌ (প্রপন্নানাম্ অনন্যশরণ্যতয়া ত্বামাশ্রিতানাং ভক্তানাং যঃ অর্থঃ অভিমতঃ তস্য বিধৌ সম্পাদনবিষয়ে অভক্তেঽপি) সমাহিতঃ (সমর্থো ভবেৎ) যৎ (যেন উদ্যমেন) লোক-পালৈঃ (অমরৈঃ সত্ত্বগুণ-প্রধানৈঃ দেবৈরপি) অলব্ধ-পূর্ব্বঃ (পূর্ব্বং কদাপি ন লব্ধঃ) ত্বদনুগ্রহঃ (শিরসি-পদধারণরূপঃ ভবৎ-প্রসাদঃ) অপসদে (নিকৃষ্টে রজঃপ্রধানে) অসুরে (ময়ি) অর্পিতঃ (দত্তঃ ভবতি) ॥২

অনুবাদ—শ্রীবলি বলিলেন,—আপনার প্রতি প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা, ঐ প্রণতির উদ্যমমাত্র অভক্তেও শরণাগত ভক্তজনের প্রয়োজন প্রেমসিদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হয়। ঐ প্রকার উদ্যম-হেতু ভবদীয় অনুগ্রহ প্রকাশ মাদৃশ অসুরেও প্রদত্ত হইয়াছে। এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণামার্থং কৃত উদ্যমোঽপি প্রপন্ন-ভক্তানাং বাঞ্ছিতপূরণে সমাহিতঃ সমর্থো ভবেদিত্যদ্যৈবাবগতম্। 'ত্বৎসর্ব্বস্বমপহর্ত্তুং বিষ্ণুরয়মাগত' ইতি গুরোর্মুখাৎ যদৈব ত্বামহমজ্ঞাসিষং তদৈব ত্বৎপ্রণামার্থমুদ্যম এব কৃতঃ, কিন্তু অসুরাণাং তস্য চ গুরোর্ভয়াদেব প্রণামো ন কৃতঃ। হন্ত হন্ত স এবোদ্যম ইদং ফলং ফলতি স্ম, কিমিত্যাহ যদ্যস্মাল্লোকপালৈরমরৈঃ সত্ত্বপ্রধানৈরপি অলব্ধপূর্ব্বস্ত্বদনুগ্রহঃ মূর্দ্ধ্নি চরণার্পণ-লক্ষণো অপসদে নীচে রাজসে ময্যর্পিতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ'—প্রণামের নিমিত্ত উদ্যম করা হইলেও, তাহা প্রপন্ন-ভক্তের বাঞ্ছিতপূরণে সমর্থ হয়, ইহা অদ্যই অবগত হইলাম। 'তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণের জন্য এই বিষ্ণু (ব্রাহ্মণবালকরূপে) আসিয়াছেন'—ইহা শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে যখনই জানিতে পারিয়াছিলাম, তখনই আপনাকে প্রণাম করিতে উপক্রমমাত্রই করিয়াছিলাম, কিন্তু অসুরগণের ও সেই গুরুদেবের ভয়েই প্রণাম করা হয় নাই। হায়! হায়! সেই উদ্যমই এতদূর ফলদান করিল!, ইহা বলিতেছেন—'যল্লোকপালৈঃ', লোকপাল ও সত্ত্বপ্রধান দেবগণও পূর্ব্বে যাহা লাভ করে নাই, মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণরূপ আপনার তাদৃশ অনুগ্রহ, 'অপসদে'—নীচ রজঃস্বভাব আমাতে অর্পিত হইল ॥ ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা হরিমানত্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ।
বিবেশ সুতলং প্রীতো বলির্ম্মুক্তঃ সহাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ -শ্রীশুকঃ উবাচ—বলিঃ ইতি উক্ত্বা হরিম্ আনত্য (প্রণম্য) ততঃ (পশ্চাৎ) সভবং (শিব-সহিতং) ব্রহ্মাণং (চ আনম্য) মুক্তঃ (পাশমুক্তঃ) প্রীতঃ (সন্তুষ্টশ্চ সন্) অসুরৈঃ (অনুচরগণৈঃ) সহ সুতলং (সুতলনামকং পুরং) বিবেশ (প্রবিষ্টঃ বভূব) ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বলি এই কথা বলিয়া আদৌ শ্রীহরিকে পরে মহাদেবের সহিত ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক নাগপাশ হইতে মুক্ত এবং সন্তুষ্ট হইয়া অনুচরগণের সহিত সুতলপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তো নাগপাশাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তঃ'—নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া (বলি সুতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন) ॥ ৩ ॥

এবমিন্দ্রায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্।
পূরয়িত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ— ভগবান্ এবং (প্রকারেণ) ইন্দ্রায় ত্রিবিষ্টপং প্রত্যানীয় (স্বর্গং পুনরপি ইন্দ্রাধিকারং প্রাপয়ন্) অদিতেঃ (দেবমাতুঃ) কামং (বাসনাং) পূরয়িত্বা (নিষ্পাদয়ন্) সকলং জগৎ অশাসৎ (ররক্ষ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এইরূপে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গাধিকার প্রদানপূর্ব্বক দেবমাতা অদিতির কামনা পূরণ করিয়া সমস্ত জগৎ শাসন করিতে লাগিলেন ॥৪

লব্ধপ্রসাদং নির্ম্মুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্।
নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভক্তিপ্রবণঃ (ভক্তিতৎপরঃ) প্রহ্লাদঃ বংশধরং (বংশরক্ষকং) পৌত্রং বলিং নির্ম্মুক্তং (পাশাৎ বিমুক্তং) লব্ধপ্রসাদং (প্রাপ্তানুগ্রহঞ্চ) নিশাম্য (শ্রুত্বা) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ (কথয়ামাস) ॥৫॥

অনুবাদ—স্বীয় বংশধর বলি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া ভক্তপ্রবর প্রহলাদ এই প্রকার বলিতে লাগিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—সমাসেন বলিশক্রয়োঃ সুতলস্বর্গপ্রবেশ-মুক্ত্বা ব্যাসেনাহ লব্ধেতি। বন্ধান্মুক্তম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে বলি এবং ইন্দ্রের যথাক্রমে সুতলে ও স্বর্গে গমন বর্ণনা করিয়া বিস্তার-পূর্ব্বক বলিতেছেন—'লব্ধপ্রসাদং' ইত্যাদি, অর্থাৎ বলিকে বন্ধনমুক্ত ও ভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেখিয়া প্রহলাদমহারাজ এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং
ন শ্রীর্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে।
যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো
বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ উবাচ,—(হে ভগবন্!) বিশ্বাভিবন্দ্যৈঃ (নিখিলপূজ্যৈঃ ব্রহ্মাশিবাদিভিঃ) অভি-বন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ (স্তুত-পাদ-পদ্মঃ ত্বং) নঃ (অস্মাকম্) অসুরাণাং দুর্গপালঃ (দুঃখত্রাতা) অসি, (ইতি) যৎ (যঃ অনুগ্রহঃ) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা অপি) ইমং প্রসাদং ন লভতে, শ্রী (স্বয়ং ভগবৎপ্রিয়া লক্ষ্মীঃ) শর্ব্বঃ (শঙ্করশ্চ) ন (ন তাদৃশং প্রসাদং লভতে) অপরে (তদ্-ভিন্নাঃ) অন্যে (দেবাঃ) কিমুত (কথমপি ন লভন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি জগদ্বন্দ্য, ব্রহ্মা-শিবাদিও আপনার শ্রীচরণ পূজা করিয়া থাকেন, আপনি আমাদের অসুরগণের দুঃখত্রাতা হইয়াছেন, এইরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, কিম্বা শঙ্করও লাভ করেন নাই, অন্যদেবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গপালোঽসি রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽ-হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্গপালঃ অসি'—অসুরগণের দুর্গরক্ষক হইলেন, "রক্ষিস্যে সর্ব্বতোঽহম্" (৮।২২। ৩৫) আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব, আপনার এই কথামত ॥ ৬ ॥

যৎপাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন
ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্নুবতে বিভূতীঃ।
কস্মাদ্বয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়স্তে
দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শরণদ, (আশ্রয়প্রদ!) ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মাপ্রমুখাঃ দেবাঃ) যৎপাদপদ্ম-মকরন্দ-নিষেবণেন (যস্য তব পাদপদ্ময়োঃ চরণপঙ্কজয়োঃ যঃ মকরন্দঃ মধু তস্য নিষেবণেন সম্যক্‌সেবয়া) বিভূতীঃ (স্বস্ব-সম্পদঃ) অশ্নুবতে (ভুঞ্জতে) কুসৃতয়ঃ (দুর্বৃত্তাঃ) খলযোনয়ঃ (ক্রূরদৈত্যকুলজাতাঃ) তে (অসুরাঃ) বয়ং কস্মাৎ (কেন হেতুনা তাদৃশস্য) ভবতঃ (তব) দাক্ষিণ্য-দৃষ্টিপদবীং (কৃপাদৃষ্টিপদং) প্রণীতাঃ (প্রাপিতাঃ স্মঃ কেবলকৃপৈব কারণম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে শরণপ্রদ! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যে পাদপদ্ম-মধু সেবন করিয়া নিজ নিজ সম্পদ্ ভোগ করিতেছেন, দুর্বৃত্ত, খলজাতি অসুর আমরা কি প্রকারে আপনার কৃপাদৃষ্টি-পদ প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ আমাদের এইরূপ কৃপাদৃষ্টি-লাভ কেবল আপনার অনুগ্রহ হইতেই হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে শরণদ আশ্রয়প্রদ! বিভূতীঃ সম্পদ এব নত্বেতাবন্তং প্রসাদম্। কুসৃতয়ো দুর্বৃত্তাঃ। বহুমানেন চিত্তানুবর্ত্তনং দাক্ষিণ্যং তেন যা দৃষ্টিস্ত-দ্বিষয়তাং প্রাপিতাঃ, জাত্যৈব তে প্রসিদ্ধা বয়ং নিগ্রাহ্যাঃ কথমেতাবদনুগ্রহভাজনান্যভূমেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শরণদ'—হে আশ্রয়প্রদ! 'বিভূতীঃ'—ব্রহ্মাদি দেবগণ কেবল বিবিধ ঐশ্বর্য্যই ভোগ করেন, কিন্তু আপনার এইরূপ প্রসাদ (প্রসন্নতা) নহে। 'দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং'—দাক্ষিণ্য বলিতে সাগ্রহে যে চিত্তের অনুবৃত্তি, তাহার দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার বিষয়তা, অর্থাৎ দুর্বৃত্ত উগ্রজাতি অসুর আমরা কিরূপে আপনার উদার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম। দেবগণ স্বভাবতঃই প্রসিদ্ধ, আর আমরা নিগ্রহের যোগ্য হইয়া কিপ্রকারে এইরূপ অনুগ্রহের পাত্র হই-লাম—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া-
লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোঽবিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ— অমিতযোগমায়ালীলাবিসৃষ্টভুবনস্য (অমিতা অনন্তা যা যোগমায়া স্বরূপশক্তিস্তস্যা যা লীলা যাদৃচ্ছিকক্রিয়াবৃত্তিস্তাদৃশবৃত্ত্যাভাসরূপা মায়া-শক্তিস্তয়া বিশেষেণ সৃষ্টানি ভূতানি অনন্তানি ব্রহ্মাণ্ডানি যেন তস্য) বিশারদস্য (সর্ব্বজ্ঞস্য) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বান্ত-র্য্যামিণঃ) সমদৃশঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শনস্য) তব ঈহিতং (চেষ্টিতম্) অহো চিত্রম্ (আশ্চর্য্যজনকং ভবতি) যৎ (যস্মাৎ ত্বং) অবিষমঃ স্বভাবঃ (অপি) ভক্তপ্রিয়ঃ অসি (ভক্তপক্ষপাতী ভবসি, ভক্তপ্রিয়ত্বেঽপি তব বৈষম্যং নাস্ত্যেব যতঃ) কল্পতরুস্বভাবঃ (কল্পতরুর্যথা আশ্রিতানামেব কামং পূরয়তি নত্বনাশ্রিতানাং তথৈব ত্বম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) আপনার লীলা অতীব আশ্চর্য্যজনক। আপনি অচিন্ত্য স্বরূপশক্তির ছায়া-রূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া-ছেন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন আবার এই প্রকার অবিষম স্বভাববিশিষ্ট হইয়াও আপনি ভক্তে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত পরন্তু তাহা দূষণীয় নহে, কেননা আপনার স্বভাব কল্পতরুর ন্যায় অর্থাৎ কল্পতরু যেমন নিজ আশ্রিত জনগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনাশ্রিত জনের করেন না, আপনি তদ্রূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া নিজ আশ্রিত ভক্তের প্রতি অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মাদৃশভক্তেষ্বেব তবৈ-তাবাননুগ্রহঃ কিন্তু ভক্তমাত্রেষু যেষু কেষ্বপীত্যাহ—চিত্রমিতি হে অমিতযোগ অপরিমিতযোগৈশ্বর্য্য, তবে-হিতং চরিত্রমহো চিত্রমত্যাশ্চর্য্যং যুক্ত্যতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তচ্চিত্রং সমদৃশোঽপি তব বিষমস্বভাব ইতি যৎ, কিং মে সমদৃক্ত্বলক্ষণং? তত্রাহ—মায়য়াঃ স্বীয়মায়া-শক্তের্লীলয়া বিসৃষ্টানি ভুবনানি যেন তস্য সর্ব্বস্রষ্টু-রিত্যর্থঃ। বিশারদস্য সর্ব্বাভিজ্ঞস্য সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বেষাং চেতয়িতুঃ তেন সর্ব্বেষাং তব সৃজ্যত্বাৎ অভিজ্ঞেয়ত্বাৎ চেতয়িতব্যত্বাচ্চ সর্ব্বেষু তব সমদৃক্ত্ব-মেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ। কিং মে বৈষম্যং দৃষ্টং? তত্রাহ —ভক্তপ্রিয়ো যদসীতি তেষু সৃষ্টেষু মধ্যে যে ভক্তাঃ

তেষ্বেব প্রীণাসি নান্যেষ্বিতি যৎ, এতদেব বৈষম্য-মিত্যর্থঃ। তর্হি কিং মমৈষ দোষ এব স্থাপ্যতে ? ন হি ন হি কিন্তু মহাগুণ এবেত্যাহ—কল্পতরুস্বভাব ইতি। কল্পতরুর্যথা আশ্রিতানামেব কামং পূরয়তি, ন ত্বনাশ্রিতানাং তথৈব ত্বং ভক্তেষ্বিতি ভজনবত্ত্বমাত্র এব তব প্রীতিরিতি বস্তুতস্তে সাম্যমেবায়াতম্। যদুক্তং—ত্বয়ৈব "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি" ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমাদের ন্যায় ভক্তের প্রতিই আপনার এরূপ অনুগ্রহ নহে, কিন্তু যে কোন ভক্তমাত্রে, ইহা বলিতেছেন—'চিত্রং' ইত্যাদি। 'অমিতযোগ'—হে অপরিমিতযোগৈশ্বর্য্য! আপনার চরিত্র 'অহো চিত্রম্'—অহো কি অত্যাশ্চর্য্য, যুক্তির অতীত—এই অর্থ। কিরূপ বিচিত্র ? তাহাতে বলিতেছেন—সমদর্শী হইয়াও আপনার স্বভাব বৈষম্যযুক্ত। কেমন আমার সমদর্শিতার চিহ্ন ? তাহাতে বলিতেছেন—'মায়ালীলাবিসৃষ্টভুবনস্য', নিজ মায়াশক্তির লীলার দ্বারা বিসৃষ্ট হইয়াছে নিখিল বিশ্ব যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই সর্ব্বস্রষ্টা আপনার—এই অর্থ। 'বিশারদস্য সর্ব্বাত্মনঃ'—সমস্ত কিছু আপনার সৃষ্ট বলিয়া আপনিই সর্ব্বাত্মা, অর্থাৎ সকলের চেতয়িতা এবং সর্ব্বজ্ঞ, এইজন্য আপনার সমদৃষ্টি প্রসিদ্ধ। যদি বলেন—আমার বৈষম্য কি দেখিলে ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভক্তপ্রিয়ো যদপি', আপনার সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে যাহারা ভক্ত, তাহাদিগকেই আপনি প্রীতি করেন, অপরের প্রতি নহে, ইহাই আপনার বৈষম্য—এই অর্থ। তাহা হইলে এই দোষ কি আমার উপরেই আরোপণ করিতেছ ? তাহার উত্তরে না, না, ইহা আপনার মহান্ গুণই, যেহেতু আপনি 'কল্পতরুস্বভাবঃ'—অর্থাৎ কল্পতরু যেমন আশ্রিত জনেরই কামনা পূরণ করে, কিন্তু অনাশ্রিত জনের নহে, তদ্রূপ 'ভক্তেষু'—ভজনপরায়ণ জনমাত্রেই আপনার প্রীতি, বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে আপনার সাম্যই সমর্থিত হইতেছে। যেমন শ্রীগীতায় আপনিই বলিয়াছেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (৯।২৯), অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন

করেন, তিনি আমাতে আসক্ত, আমিও তাঁহাতে আসক্ত থাকি। [এখানে কল্পতরুর দৃষ্টান্ত অংশমাত্রে বুঝিতে হইবে, কারণ কল্পবৃক্ষ স্বাশ্রিতজনে আসক্ত হয় না, কিংবা আশ্রিত জনের বৈরিকে বিদ্বেষও করে না, ভগবান্ কিন্তু স্বভক্তের শত্রুকে নিজ হস্তেই বিনাশ করেন, যেমন প্রহলাদ-রক্ষণের নিমিত্ত হিরণ্যকশিপুর বধ, ইত্যাদি শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের গীতাভাষ্য দ্রষ্টব্য।] ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্।
মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বৎস! (স্নেহভাজন!) প্রহ্লাদ! তে (তব) ভদ্রং (শুভমস্তু), সুতলালয়ং (সুতলাখ্যং পুরং) যাহি (গচ্ছ, তত্র চ) স্বপৌত্রেণ (বলিনা সহ) মোদমানঃ (প্রীতঃ সন্) জ্ঞাতীনাম্ (অসুরাণাং) সুখং (প্রীতিম্) আবহ (প্রাপয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস, প্রহলাদ! তোমার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি সুতলপুরে গমন কর এবং তথায় পৌত্র বলির সহিত প্রীত হইয়া জ্ঞাতিগণের আনন্দ প্রদান কর ॥ ৯ ॥

নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্।
মদ্দর্শনমহাহলাদধ্বস্তকর্ম্মনিবন্ধনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্দর্শনমহাহলাদধ্বস্তকর্ম্মনিবন্ধনঃ (নিত্যং মদ্দর্শনেন যো মহান্ আহলাদঃ আনন্দঃ তেন ধ্বস্তং বিনষ্টং কর্ম্মরূপং নিবন্ধনং সংসারহেতুঃ যস্য তাদৃশঃ ত্বং) তত্র (সুতলালয়ে) নিত্যম্ (অনুক্ষণম্) অবস্থিতং (তিষ্ঠন্তং) গদাপাণিং (গদাহস্তং) মাং দ্রষ্টা অসি (দ্রক্ষ্যসি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমার দর্শনজনিত আহলাদে তোমার কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সুতলালয়ে তুমি সর্ব্বদা গদাহস্তে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মবন্ধনলক্ষণঃ সংসারস্তু মৎপ্রথম-

দর্শনাহলাদাতিশয়ক্ষণ এব পূর্ব্বমেব ধ্বস্ত ইত্যাহ মদ্দর্শনেতি ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধ্বস্তকর্ম্ম-নিবন্ধনঃ'—তোমার কর্ম্মবন্ধনরূপ সংসার কিন্তু আমার প্রথম দর্শনের ক্ষণেই পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে ।। ১০ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ ।
বাঢ়মিত্যমলপ্রজ্ঞো মূর্দ্ধ্ন্যাধায় কৃতাঞ্জলিঃ ।। ১১ ।।
পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্ব্বাসুরচমূপতিঃ ।
প্রণতস্তদনুজ্ঞাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্ ।। ১২ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! সর্ব্বাসুরচমূপতিঃ (নিখিলদৈত্যগণেশ্বরঃ) অমঙ্গলপ্রজ্ঞঃ (বিশুদ্ধমতিঃ) প্রহলাদঃ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) বলিনা সহ বাঢ়ম্ ইতি (যথাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ এবম্প্রকারমেব ভবতু ইতি) ভগবতঃ আজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) আধায় (গৃহীত্বা) আদিপুরুষং (ভগবন্তং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) প্রণতঃ (কৃতপ্রণামঃ সন্) তদনুজ্ঞাতঃ (তেন বিষ্ণুনা অনুজ্ঞাতঃ অনুমতঃ তদাদেশেন ইত্যর্থঃ) মহাবিলং (সুতলনামকং মহাগর্ত্তং) প্রবিবেশ (প্রবিষ্টঃ) ।। ১১-১২ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্ ! নিখিল দৈত্যগণের অধিপতি বিশুদ্ধমতি প্রহলাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলির সহিত তাহাই হউক এই বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আদিপুরুষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশে সুতলপুরে প্রবেশ করিলেন ।। ১১-১২ ।।

অথাহোশনসং রাজন্ হরির্নারায়ণোঽন্তিকে ।
আসীনমৃত্বিজাং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! অথ (সপ্রহলাদানুচরস্য বলেঃ সুতলপ্রবেশাৎ পরং) নারায়ণঃ হরিঃ অন্তিকে (স্ব সমীপে এব) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদজ্ঞানাম্) ঋত্বিজাং (যাজ্ঞিকানাং) সদসি (সভায়াং) মধ্যে (মধ্যস্থানে) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) উশনসং (শুক্রাচার্য্যম্) আহ ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অনন্তর নারায়ণ সমীপস্থিত বেদজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, হোতা, উদ্‌গাতা ও অধ্বর্য্যু ইহাদের সভামধ্যে উপবিষ্ট শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—হরিঃ বলেঃ সম্বন্ধেন তস্যাপরাধদোষং হরতীতি হরিঃ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—বলির সম্বন্ধহেতু শুক্রাচার্য্যের অপরাধরূপ দোষ যিনি হরণ করিয়াছেন ।। ১৩ ।।

ব্রহ্মন্ সন্তনু শিষ্যস্য কর্ম্মচ্ছিদ্রং বিতন্বতঃ ।
যত্তৎ কর্ম্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ ।।১৪।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! (ব্রাহ্মণবর !) বিতন্বতঃ (যজমানস্য) শিষ্যস্য (বলেঃ) তৎকর্ম্মসু (যজ্ঞক্রিয়াসু) যৎ বৈষম্যং (বৈগুণ্যরূপং) কর্ম্মছিদ্রং (ন্যূনং জাতং) সন্তনু (বিস্তারয়), ব্রহ্মদৃষ্টং (ব্রাহ্মণৈঃ দৃষ্টমেব কর্ম্মচ্ছিদ্রং) সমম্ (অবিগুণং) ভবেৎ ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর, যজ্ঞকারী শিষ্য বলির যজ্ঞে যে, দোষ ও ন্যূনতা হইয়াছে, তাহা বিস্তার করুন। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দৃষ্ট হইলে, তাদৃশ বৈষম্য আর থাকে না সমতা প্রাপ্ত হয় ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্ম বিতন্বতঃ শিষ্যস্য যৎ ছিদ্রমন্তরং শূন্যং জাতং তৎ সন্তনু বিস্তারয় সন্ধৎস্ব । যজমানং বিনা কথং সন্ধাতব্যমিতি ন বাচ্যমিত্যাহ—যত্তদিতি ব্রহ্মদৃষ্টং ব্রাহ্মণৈর্দৃষ্টমেব স্বয়ং ভবেৎ কিং পুনরনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্ম বিতন্বতঃ'—যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আপনার শিষ্য বলির কর্ম্মে যে ন্যূনতা ঘটিয়াছে 'সন্তনু'—বিস্তার করুন, অর্থাৎ সম্প্রতি আপনি তাহা সম্পূর্ণ করুন। যজমান উপস্থিত না থাকিলে কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইবে, এরূপ বলিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'যত্তৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দর্শনমাত্রেই কর্ম্মসমূহের বৈষম্য সমতাপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টিতেই যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে যে পূর্ণতা হইবে, ইহাতে কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?—এই অর্থ ।। ১৪ ।।

শ্রীশুক্র উবাচ—

কুতস্তৎ কর্ম্মবৈষম্যং যস্য কর্ম্মেশ্বরো ভবান্‌ ।
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্ব্বভাবেন পূজিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীশুক্রঃ উবাচ,—যজ্ঞেশঃ (যজ্ঞফলদঃ) যজ্ঞপুরুষঃ (যজ্ঞময়ঃ পুরুষঃ) কর্ম্মেশ্বরঃ (কর্ম্মণামীশ্বরঃ প্রবর্ত্তকঃ) ভবান্‌ (স্বয়ং নারায়ণঃ বিষ্ণুরেব) যস্য (বলেঃ) সর্ব্বভাবেন পূজিতঃ (সর্ব্বেনাপি ভাবেন ন বস্তুমাত্রেণ) তৎকর্ম্মবৈষম্যং (তস্য বলেঃ যজ্ঞস্য বা কর্ম্মণঃ বৈষম্যং বৈগুণ্যং) কুতঃ (কথং সম্ভবতি কথমপি নাত্র বৈগুণ্যশঙ্কা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আপনি যাবতীয় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যজ্ঞফল-প্রদাতা ও যজ্ঞময় পুরুষ। যিনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়াছেন, তাঁহার আবার কর্ম্ম-বৈষম্য কি প্রকারে থাকিতে পারে ? ১৫ ॥

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(ক্রিয়াসু) মন্ত্রতঃ (অসম্যগুচ্চারিতমন্ত্রাৎ) তন্ত্রতঃ (অসম্যগুক্ত বিধেঃ) দেশকালার্হবস্তুতঃ (অযথাদেশকাল-পাত্র-দ্রব্যবশাচ্চ যৎ) ছিদ্রং (বৈগুণ্যং জায়তে) তব অনুসঙ্কীর্ত্তনং (ক্রিয়ায়াঃ অনু পশ্চাৎ তব নামসঙ্কীর্ত্তনমেব তৎ) সর্ব্বং নিশ্ছিদ্রং (বৈগুণ্যরহিতং) করোতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—স্বরভ্রংশজনিত মন্ত্রগত, ক্রম-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা তন্ত্রগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যে সকল ন্যূনতা হইয়া থাকে, আপনার নাম-সংকীর্ত্তন সে সকলকে নির্দ্দোষ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তথাপি বদতো ভূমন্‌ করিষ্যাম্যনুশাসনম্‌ ।
এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যত্তবাজ্ঞানুপালনম্‌ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্‌ ! (বিষ্ণো !) তথা অপি (বলেঃ কর্ম্মণঃ নিশ্ছিদ্রত্বে অপি) বদতঃ (বৈগুণ্যং কর্ত্তুম্‌ আদিশতঃ তব) অনুশাসনং (নির্দেশং) করিষ্যামি (পালয়িষ্যামি, যৎ যতঃ) তব আজ্ঞানুপালনম্‌ (আদেশরক্ষণম্‌ ইতি) এতৎ (এব) পুংসাং (প্রাণিনাং) পরং শ্রেয়ঃ (প্রকৃষ্টং কল্যাণজনকং ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো ! তথাপি আপনার আদেশ আমি পালন করিতেছি, যেহেতু আপনার আজ্ঞা পালনই পুরুষের প্রকৃষ্ট কল্যাণজনক ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

প্রতিনন্দ্য হরেরাজ্ঞামুশনা ভগবানিতি ।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলেবিপ্রর্ষিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্‌ উশনা (পূজনীয়ঃ শুক্রাচার্য্যঃ) ইতি (এবং রূপেণ) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) আজ্ঞাম্‌ (আদেশম্‌) প্রতিনন্দ্য (সসম্মানং গৃহীত্বা) বিপ্রর্ষিভিঃ সহ (ব্রহ্মজ্ঞৈঃ ঋষিভিঃ সহ মিলিত্বা) বলেঃ যজ্ঞচ্ছিদ্রং (যজ্ঞকর্ম্মণো বৈগুণ্যং) সমাধত্ত (পূরয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্‌ শুক্রাচার্য্য এইরূপে সসম্মানে শ্রীহরির আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের সহিত বলির যজ্ঞের বৈগুণ্য সমাধান করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সমাধত্ত সন্দধৌ, সমাধায়েতি পাঠে তামাজ্ঞাং সম্পাদিতবানিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাধত্ত'—শ্রীশুক্রাচার্য্য যজ্ঞের ত্রুটি পূরণ করিলেন। 'সমাধায়'—এইরূপ পাঠে শ্রীহরির আদেশ পালন করিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

এবং বলের্মহীং রাজন্‌ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ ।
দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হৃতম্‌ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্‌ ! বামনঃ হরিঃ এবম্‌ (অনেন প্রকারেণ) বলেঃ (বলিসকাশাৎ) মহীং (পৃথিবীং) ভিক্ষিত্বা (প্রার্থয়িত্বা গৃহীত্বা) ভ্রাত্রে (সোদরায়) মহেন্দ্রায় (ইন্দ্রায়) পরৈঃ (শত্রুভিঃ অসুরৈঃ) যৎ ত্রিদিবং (স্বর্গপুরং) হৃতং (বলেন গৃহীতং তৎ) দদৌ (দত্তবান্‌) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্‌ ! বামন শ্রীহরি এইরূপে বলির নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা ইন্দ্রকে শত্রুগণকর্ত্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করিলেন ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃভূমিপৈঃ ।
দক্ষভৃগ্বঙ্গিরোমুখ্যৈঃ কুমারেণ ভবেন চ ॥ ২০ ॥
কশ্যপস্যাদিতেঃ প্রীত্যৈ সর্ব্বভূতভবায় চ ।
লোকানাং লোকপালানামকরোদ্বামনং পতিম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিপতিঃ (প্রজেশানামপি অধিপতিঃ) ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃ-ভূমিপৈঃ (দেবৈঃ, ঋষিভিঃ, পিতৃভিঃ, ভূমিপৈঃ, মনুভিঃ সহ) দক্ষভৃগ্বঙ্গিরোমুখ্যৈঃ (দক্ষাদিভিশ্চ সহ) কুমারেণ (কার্ত্তিকেয়েন) ভবেন (শিবেন চ সহ মিলিত্বা) কশ্যপস্য অদিতেঃ (চ) প্রীত্যৈ (প্রীতিং সন্তোষং জনয়িতুং তথা) সর্ব্বভূতভবায় চ (নিখিলজীবমঙ্গলায় চ) বামনং (বামনরূপিণং) লোকানাং লোকপালানাং (শ্রীহরিমেব) পতিং (পালকম্) অকরোৎ (অকল্পয়ৎ) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—দক্ষাদি প্রজেশ্বরগণেরও অধিপতি ব্রহ্মা, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুবর্গ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরাপ্রমুখ এবং কার্ত্তিক ও মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়া কশ্যপ ও অদিতির সন্তোষের জন্য তথা নিখিল জীবের মঙ্গলার্থে বামনকে লোকপাল এবং লোকসকলের পালকরূপে বরণ করিলেন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমিপা মনবঃ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূমিপাঃ'—পৃথিবীপালক বলিতে মনুগণ (অর্থাৎ প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা—দেবগণ, মনুগণ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ বামনদেবকে লোকসমূহ ও লোকপালগণের পালকরূপে বরণ করিলেন ।) ॥ ২০-২১ ॥

বেদানাং সর্ব্বদেবানাং ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
মঙ্গলানাং ব্রতানাঞ্চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥২২॥
উপেন্দ্রং কল্পয়াঞ্চক্রে পতিং সর্ব্ববিভূতয়ে ।
তদা সর্ব্বাণি ভূতানি ভৃশং মুমুদিরে নৃপ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ ! (লোকাদীনাং পতিরিন্দ্রোঽস্তি তথাপি) বেদানাং সর্ব্বদেবানাং ধর্ম্মস্য, যশসঃ, শ্রিয়ঃ, মঙ্গলানাং ব্রতানাং স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গসুখম্ অপবর্গঃ মোক্ষঃ তয়োঃ চ কল্পং (পালনে দক্ষং বামনম্) সর্ব্ববিভূতয়ে উপেন্দ্রং পতিং কল্পয়াঞ্চক্রে (চকার), ইতি তদা সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্ব্বে জীবাঃ) ভৃশং (অত্যর্থং) মুমুদিরে (হৃষ্টা বভূবুঃ) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! লোক ও লোকপালদিগের পতি যদিও ইন্দ্র তথাপি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বেদ, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, মঙ্গল, ব্রত এবং স্বর্গ ও অপবর্গের পালন-নিপুণ উপেন্দ্রকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া পালকরূপে কল্পনা করিলেন, তাহাতে সর্ব্ব প্রাণীই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কল্পং পালনে সমর্থম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কল্পং'—পালনে সমর্থ (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি এবং স্বর্গ ও মোক্ষের যথাযথ পরিপালনে সুদক্ষ উপেন্দ্রকে সকলের অধিপতি করিয়াছিলেন ।) ॥ ২২-২৩ ॥

ততস্ত্বিন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য দেবযানেন বামনম্ ।
লোকপালৈর্দিবং নিন্যে ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরম্) ইন্দ্রঃ তু ব্রহ্মণা চ অনুমোদিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ সন্) লোকপালৈঃ (সহ) বামনং পুরস্কৃত্য (অগ্রতঃ কৃত্বা) দেবযানেন (বিমানেন) দিবং (স্বর্গং) নিন্যে (প্রাপয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্র ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া লোকপালগণের সহিত বামনদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে লইয়া গেলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরস্কৃত্বানর্ঘ্য-বস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ সংমান্য দেবযানেন বিমানেন দেবমার্গেণ বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরস্কৃত্য'—দেবরাজ ইন্দ্র বামনদেবকে অমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সম্মাননা করিয়া, 'দেবযানেন'—বিমানযোগে অথবা দেবমার্গে স্বর্গলোকে লইয়া গেলেন ॥ ২৪ ॥

প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভুজপালিতঃ ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—উপেন্দ্রভুজপালিতঃ (উপেন্দ্রস্য শ্রীহরেঃ ভুজপালিতঃ বাহুবলরক্ষিতঃ) ইন্দ্রঃ চ ত্রিভুবনং (ত্রিলোকাধিপত্যং) প্রাপ্য পরময়া (উত্তময়া) শ্রিয়া (সম্পদা) জুষ্টঃ (সেবিতঃ) গতসাধ্বসঃ (বিনষ্ট-দৈত্যাদি-শঙ্ক-ভয়শ্চ সন্) মুমুদে (প্রীতো বভুব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—উপেন্দ্র ভুজবলে রক্ষিত ইন্দ্রের ও ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া পরম সম্পৎশালী হইয়া নির্ভয়ে সন্তোষের সহিত অবস্থান করিলেন ॥২৫

———

ব্রহ্মা শর্ব্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মুনয়ো নৃপ।
পিতরঃ সর্ব্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে ॥ ২৬ ॥
সুমহৎ কর্ম্ম তদ্বিষ্ণোর্গায়ন্তঃ পরমাদ্ভুতম্।
ধিষ্ণ্যানি স্বানি তে জগ্মুরদিতিঞ্চ শশংসিরে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! ব্রহ্মা, শর্ব্বঃ (মহাদেবঃ), কুমারঃ চ (কার্ত্তিকেয়ঃ চ) ভৃগ্বাদ্যাঃ (ভৃগুপ্রধানাঃ) মুনয়ঃ, পিতরঃ (পিতৃপুরুষাঃ), সর্ব্বভূতানি সিদ্ধাঃ (সিদ্ধপুরুষাঃ) যে চ (অন্যে) বৈমানিকাঃ (বিমানচারিণঃ তত্র আসন্) তে (সর্ব্বে) বিষ্ণোঃ (বামনরূপিণঃ শ্রীহরেঃ) তৎ (বলিযজ্ঞে আচরিতং) পরমাদ্ভুতম্ (অতিবিচিত্রং) সুমহৎ (উত্তমং) কর্ম্ম গায়ন্তঃ (স্তুবন্তঃ) স্বানি ধিষ্ণ্যানি (স্বস্বধামানি) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ), অদিতিং (বামনস্য প্রসূতিং কশ্যপভার্য্যাং) শশংসিরে চ (প্রশংসিতবন্তঃ চ) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধপুরুষগণ এবং অন্য যে সকল বিমানচর তথায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা সকলে বিষ্ণুর সেই বলি-যজ্ঞে আচরিত অত্যদ্ভুত মহৎ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে ভগবতী অদিতিদেবীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ২৬-২৭ ॥

———

সর্ব্বমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন।
উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৄণামঘমোচনম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুলনন্দন ! (বংশাহলাদন রাজন্ !) ময়া শ্রোতৄণাং (শ্রবণকারিণাম্) অঘমোচনং (সর্ব্বপাপবিনাশনম্) উরুক্রমস্য (ত্রিবিক্রমস্য বিষ্ণোঃ) এতৎ সর্ব্বং চরিতং (কার্য্যং) ভবতঃ (তব সমীপে) আখ্যাতং (কীর্ত্তিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন ! আমি শ্রোতৃগণের পাপবিনাশন সমস্ত ত্রিবিক্রম-চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ২৮ ॥

———

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্ত্যঃ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ) উরুবিক্রমতঃ (ত্রিবিক্রমস্য বিষ্ণোঃ) মহিম্নঃ (মাহাত্ম্যস্য) পারম্ (ইয়ত্তাং) গৃণানঃ (কীর্ত্তয়িতুং সমর্থঃ ভবতি) সঃ (মর্ত্ত্যঃ) পার্থিবানি (পৃথিবীস্থানি) রজাংসি (ধূলিকণান্ অপি) বিমমে (গণায়িতুং সমর্থঃ ভবেৎ), জায়মানঃ (জনিষ্যমানঃ) উত (অথবা) জাতঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যস্য পুরুষস্য (উরুক্রমস্য মহিম্নঃ পারম্) উপৈতি কিম্ ? (কিং তৎপারমধিগন্তুং সমর্থঃ, নৈব সমর্থ এব) মন্ত্রদৃক্ (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষিঃ (বশিষ্ঠঃ) ইতি (এবম্) আহ,—(ন তে বিষ্ণো ! জায়মানো স জাতো মহিম্নঃ পারমনন্তমাপ ইতি মন্ত্রেণ উবাচ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে মর্ত্ত্যজীব ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীস্থ ধূলিকণাও গণনা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে উৎপন্ন কিম্বা বর্ত্তমানে জাত কোন মনুষ্য তাঁহার মহিমার পারগমন করিতে সমর্থ হইবেন বা হইয়াছেন কি ? মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥২৯

বিশ্বনাথ—এতৎ উরুক্রমস্য চরিতং সর্ব্বং ময়া আ ঈষদেব আখ্যাতং, সর্ব্বস্যৈবাদ্যন্ত-মধ্যভাগস্যাল্পমল্পমুক্তমিত্যর্থঃ। নন্বেতৎ কথামৃতং নিঃশেষমেব বর্ণয়িতুমর্হসীত্যত আহ পারমিতি উরুক্রমস্য মহিম্নঃ পারং গৃণানো ভবতি, স মর্ত্ত্যঃ পার্থিবানি রজাংসি বিমমে। যথৈব পার্থিবপরমাণুগণনমশক্যং তথৈব বিষ্ণোগুর্ণগণনমপীত্যর্থঃ। যস্য পুরুষস্য পূর্ণস্য মহিম্নঃ পারং কিং জায়মানো মর্ত্ত্যঃ উত জাতো বা উপৈতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইতি মন্ত্রদৃগ্বশিষ্ঠঋষিরাহ—তথা চ মন্ত্রঃ 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচমিত্যাদি'। মন্ত্রান্তরঞ্চ। 'ন তে বিষ্ণোর্জায়মানো ন জাতো মহিম্নঃ পারমনন্তমাপেতি' ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৎ সর্ব্বং'—ভগবান্ উরুক্রম শ্রীহরির এই চরিত সমস্তই, 'ময়া আ ঈষদেব আখ্যাতং'—আমা কর্ত্তৃক অল্পমাত্রই উক্ত হইল, অর্থাৎ সমস্ত চরিত্রেরই আদি, অন্ত ও মধ্যভাগের অল্প অল্প গ্রহণ করিয়া আমি বলিলাম। যদি বলেন—দেখুন,

এরূপ কথামৃত নিঃশেষভাবেই বর্ণনা করা উচিত, তাহাতে বলিতেছেন—'পারম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি অনন্তবিক্রমশালী বিষ্ণুর মহিমার অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন, সেই মানব পার্থিব ধূলিকণাসমূহও গণনা করিতে সমর্থ, অর্থাৎ যেরূপ পার্থিব পরমাণুর গণনা অসম্ভব, সেরূপ বিষ্ণুর গুণসমূহের গণনা করাও অসাধ্য—এই অর্থ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠও এরূপ বলিয়াছেন—অতীত কালে জাত, কিংবা সম্প্রতি জায়মান কোন মর্ত্ত্য (মরণশীল ব্যক্তি) কি পরিপূর্ণ-স্বরূপ বিষ্ণুর মহিমার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন? অর্থাৎ কেহই প্রাপ্ত হন নাই, এই অর্থ। বেদমন্ত্র এইরূপ—'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ এমন কে আছে যে বিষ্ণুর মহিমা প্রকৃষ্টরূপে বলিবেন। মন্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয়—"ন তে বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ জায়মান বা জাত কোন ব্যক্তিই সেই বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই ॥ ২৮-২৯ ॥

———

য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (বিচিত্র-চরিতস্য) দেবদেবস্য হরেঃ ইদম্ অবতারানুচরিতং (বামনাবতারে আচরিতং কর্ম্মজাতং) শৃণ্বন্ (শৃণোতীত্যর্থঃ সঃ) পরাম্ (উত্তমাং) গতিং যাতি (লভতে) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব শ্রীহরির এই অবতার-চরিত শ্রবণ করেন, তিনি উত্তমগতি লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—য ইদং শৃণ্বন্ ভবতি স পরাং গতিং যাতি ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য ত্রয়োবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টম-স্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ ইদং'—যিনি শ্রীহরির এই অবতার চরিত শ্রবণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২৩ ॥

———

ক্রিয়মাণে কর্ম্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলিবামনচরিতং ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—দৈবে (দেবতাপ্রীত্যর্থং) পিত্র্যে (পিতৃ-লোকপ্রীত্যর্থম্) অথ মানুষে (মনুষ্যপ্রীত্যর্থং) ক্রিয়-মাণে (অনুষ্ঠীয়মানে) কর্ম্মণি (পূজায়াং শ্রাদ্ধে দানাদৌ বা) যত্র যত্র ইদম্ (উরুক্রমচরিতম্) অনুকীর্ত্ত্যেত (অনুক্ষণং পশ্চাদ্ বা কীর্ত্তিতং স্যাৎ তদা) তেষাং (কর্ম্মিণাং) তৎ (কর্ম্ম) সুকৃতং (শোভনমাচরিতম্ অবিগুণং জাতম্ ইতি) বিদুঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ জানন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—দেবগণের, পিতৃলোকের কিম্বা মনুষ্য-গণের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা দানে) যেখানে যেখানে এই উরুক্রমচরিত অনুকীর্ত্তিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মীর সেই কর্ম্ম অবি-গুণ অর্থাৎ নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রজ্ঞগণ অবগত আছেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা এবং মহাসমুদ্রে সত্যব্রতকে রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের দশবিধ স্বাংশাবতারের মধ্যে মৎস্যাবতারই আদি। গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-সাধুজন-বেদ-ধর্ম্মসংরক্ষক ভগবান্ প্রাকৃতগুণযুক্ত উচ্চাবচ প্রাণিগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত গুণসংস্পর্শ-রহিত। তাঁহাতে জড়ীয় উৎকর্ষাপকর্ষত্ব-বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। হয়গ্রীব নামক অসুর কর্ত্তৃক কল্পাবসানে নৈমিত্তিক প্রলয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ অপহৃত হওয়ায়, ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে আদি মৎস্যরূপ প্রকট করিয়া বেদোদ্ধার করেন। সেই কল্পেই সত্যব্রত-নামক কোন মহান্ রাজর্ষিকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ পুনরায় মৎস্যরূপ প্রকটিত করেন। এই সত্যব্রতই মহাকল্পে সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক মনুপদে স্থাপিত হন। রাজর্ষি সত্যব্রত সলিলমাত্র সেবনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের তপস্যা করিতেছিলেন। একদা কৃতমালা নদীতে তর্পণকালে তাঁহার অঞ্জলিস্থিত-জলে এক শফরী দৃষ্ট হয়। তিনি সেই শফরীকে নদী-জলে ত্যাগ করিলে, শফরী তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা সেই শফরীই যে, মৎস্যরূপী ভগবান্ তাহা না জানিয়াও তাঁহাকে আশ্রয়দানে স্বীকৃত হইলেন এবং কলসীস্থিত জলমধ্যে রাখিলেন। তৎপরে সেই মৎস্যরূপী ভগবান্ সত্যব্রতকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইবার ইচ্ছায় ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিজ কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার কলেবর এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, রাজা তাঁহাকে কটাহ, সরোবর, অক্ষয় হ্রদ, অবশেষে সমুদ্রেও স্থান দিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে রাজা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অবগত হইয়া নানা স্তব-স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার তদ্রূপধারণরহস্য জানিতে চাহিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তদ্দিবসাবধি সপ্ত দিবস মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তৎকালে তিনি সমস্ত বীজরাশি ও ওষধিপূর্ণ নৌকাকে একশৃঙ্গ-মৎস্যরূপে আকর্ষণ করিবেন এবং তৎসঙ্গে সত্যব্রতকেও রক্ষা করিবেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সত্যব্রত ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে উপবিষ্ট হইলেন। যথা সময়ে প্রলয় উপস্থিত হইলে, নৌকা সমাগত দেখিয়া ভগবদ্বাক্যানুসারে সত্যব্রত বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সহ নৌকারোহণ করিলেন। অতঃপর সত্যব্রত মহামৎস্যরূপী ভগবানকে নানা স্তব-স্তুতি করিতে ভগবান্ ঋষিগণ সহ তাঁহাকে স্বরহস্য ও ব্রহ্মহৃদয়ে প্রকটিত বেদ উপদেশ করেন। এই রাজা সত্যব্রত বর্ত্তমানকল্পে বৈবস্বত মনু।

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্! অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (বিচিত্র-চরিতস্য) হরেঃ মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাং (মায়য়া মৎস্যবিড়ম্বনং মৎস্যরূপানুকরণং যস্যাং নিরূপ্যতে তাম্) আদ্যাম (প্রথমাম্) অবতার-কথাম্ (অবতারবৃত্তান্তং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ভগবন্! অদ্ভুতচরিত শ্রীহরি (স্বয়ং অমায়িক হইয়াও) মায়িক মৎস্যের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, আমি সেই দশবিধ স্বাংশ অবতারের আদি অর্থাৎ প্রথম অবতার-বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্ব্বিংশে মৎস্যরূপী প্রাহ সত্যব্রতং হরিঃ।
খেলন্মহার্ণবে তেন স্তুতস্তত্ত্বোপদেশকঃ ॥
বামনস্য বিয়দ্ব্যাপি বৃদ্ধিশ্রবণতঃ স্মৃতিম্।
আরূঢ়ো মৎস্যরূপী স পৃচ্ছ্যতে ভূভৃতা হরিঃ ॥
স্বীচক্রে লীলয়া যাচঞাং কর্ম্মস্বতিজুগুপ্সিতাম্।
তথা মাৎস্যং বপুর্দধ্রে জাতিষ্বতিজুগুপ্সিতম্ ॥
অতঃ প্রাসঙ্গিকী মৎস্যাবতারস্য কথা যথা।
তথৈবাগ্রেতনী সত্যব্রতস্যৈব প্রসঙ্গতঃ ॥ ০ ॥

মায়ামৎস্যস্য মায়িকমৎস্যস্য বিড়ম্বনমনুকরণং যস্যাং তাং স তু স্বয়মমায়িকমৎস্য এবেত্যর্থঃ।

স্বস্যালৌকিকৈঃ প্রভাবৈঃ মায়িকমৎস্যস্য তিরস্কারো বা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে তত্ত্বোপদেষ্টা মৎস্যরূপী হরি মহার্ণবে ক্রীড়া করতঃ রাজর্ষি সত্যব্রতের দ্বারা স্তুত হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

বামনদেবের ত্রিলোকব্যাপী বৃদ্ধি শ্রবণে স্মৃতিপথে উদিত মৎস্যরূপী হরির কথা মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥

শ্রীহরি লীলাপূর্ব্বক কর্ম্মের মধ্যে নিন্দিত যাচ্ঞারূপ কর্ম্ম যেমন স্বীকার করেন, সেরূপ জাতির মধ্যে নিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥

অতএব যেরূপ প্রাসঙ্গিকী মৎস্যাবতারের কথা, তদ্রূপ পরবর্ত্তী সত্যব্রতের কথা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাং'—মায়িক মৎস্যের ন্যায় বিড়ম্বনা বলিতে অনুকরণ যাহাতে, সেই লীলা ; কিন্তু তিনি স্বয়ং অমায়িক মৎস্যই—এই অর্থ। অথবা—নিজের অলৌকিক প্রভাবে মায়িক মৎস্যের তিরস্কার যেখানে, সেই মৎস্যাবতারের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

যদর্থমদধাদ্রূপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্ ।
তমঃ প্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং কর্ম্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
এতন্নো ভগবন্ সর্ব্বং যথাবদ্‌বক্তুমর্হসি ।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদর্থং (যৎপ্রয়োজনসাধনার্থম্) ঈশ্বরঃ (স্বয়ং জগন্নিয়ন্তা অপি) কর্ম্মগ্রস্তঃ (কর্ম্মফলাধীনঃ জীবঃ) ইব তমঃ প্রকৃতি (তমঃস্বভাবং) দুর্ম্মর্ষং (দুঃসহং) লোকজুগুপ্সিতং (লোকনিন্দিতং) মাৎস্যং (মৎস্য-সম্বন্ধি) রূপং (বিগ্রহম্) অদধাৎ (স্বীকৃতবান্, হে) ভগবন্ ! সর্ব্বলোকসুখাবহং (সকল-জন-প্রীতিজননম্) এতৎ সর্ব্বম্ উত্তমঃশ্লোকচরিতং (ভগবতঃ কর্ম্মজাতং) যথাবৎ (যথাভূতং) নঃ (অস্মাকং শ্রোতৄণাং সমীপে) বক্তুং (বর্ণয়িতুম্) অর্হসি (প্রভবসি) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—যে প্রয়োজনসাধনের জন্য তিনি স্বয়ং জগতের নিয়ন্তা হইয়াও কর্ম্মফলাধীন জীবের ন্যায় তামসপ্রকৃতি-সম্পন্ন দুঃসহ লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! সর্ব্বলোকপ্রীতিকর সেই সমগ্র উত্তমঃশ্লোক-চরিত যথাযথভাবে আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—তমঃপ্রকৃতীব দুর্ম্মর্ষং দুঃসহমিব ইত্যুভয়ত্রাপি ইব শব্দস্যান্বয়ঃ। জুগুপ্সিতমপি যাচকরূপং ভক্তস্য বলেরনুগ্রহায় ধৃতবানিতি যুক্তমুক্তং মৎস্যরূপন্তু কস্য ভক্তস্যানুগ্রহায়েতি মে জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ। উত্তমঃশ্লোকস্য চরিত্রং তু শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যর্হত্বেন সর্ব্বলোকসুখাবহং ভবত্যেব মৎস্যবপুর্ধারণং তু কস্য ভক্তস্য সুখার্থং তদ্বদেতি ভাবঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমঃপ্রকৃতি দুমর্ষং ইব'—তমঃ প্রকৃতি এবং দুঃসহ—এই উভয়স্থলেই 'ইব'-শব্দের অন্বয় করিতে হইবে (অর্থাৎ কাল-কর্ম্মাদির নিয়ন্তা পরমেশ্বর হইয়াও কর্ম্মাধীন জীবের ন্যায় লোকনিন্দিত তমঃ প্রকৃতি ও দুঃসহ মৎস্যরূপ কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন)। যাচকরূপ নিন্দিত হইলেও ভক্ত বলির প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু মৎস্যরূপ কোন্ ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা আমার জিজ্ঞাসা—এই ভাব। 'উত্তমঃশ্লোক-চরিতম্'—উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির যোগ্য বলিয়া সকল লোকেরই আনন্দদায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্যবপু ধারণ কোন্ ভক্তের সুখের নিমিত্ত, তাহা বলুন—এই ভাবার্থ ॥ ২-৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ,—ভগবান্ (পূজনীয়ঃ) বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) বিষ্ণুরাতেন (পরীক্ষিতা) ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) উক্তঃ (কথিতঃ সন্) মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ (আচরিতং) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ তৎ) চরিতং (কর্ম্মজাতম্) উবাচ (বর্ণয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—মহারাজ পরীক্ষিৎ

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ শুকদেব শ্রীহরির মৎস্যাবতারে আচরিত কর্ম্মসমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্দ্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ঈশ্বরঃ গো-বিপ্র-সুর-সাধূনাং (গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-সজ্জনানাং) ছন্দসাং (বেদানাম্) অপি চ (তথা) ধর্ম্মস্য অর্থস্য চ এব হি রক্ষাং (স্থিতিম্) ইচ্ছন্ (অভিলষন্) তনূঃ (অবতারমূর্ত্তিঃ) ধত্তে (ধারয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—(হে রাজন্!) ঈশ্বর, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধুজন, বেদ, ধর্ম্ম এবং অর্থের রক্ষা করিবার অভিলাষে অবতার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সামান্যেনাবতারপ্রয়োজনমাহ—গো-বিপ্রেতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধারণভাবে অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন—'গো-বিপ্র' ইত্যাদি (অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ শ্রীহরি গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কালবিশেষে অবতারমূর্ত্তি ধারণ করেন) ॥ ৫ ॥

———

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরঃ (ভগবান্) বায়ুঃ ইব ধিয়ঃ গুণৈঃ (প্রাকৃতগুণৈঃ বিরচিতেষু) উচ্চাবচেষু (উৎকৃষ্টেষু অপকৃষ্টেষু চ দেব-তির্য্যগাদিষু) ভূতেষু চরন্ (বর্ত্তমানঃ অপি ইত্যর্থঃ) নির্গুণত্বাৎ (সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুণরাহিত্যাৎ) উচ্চাবচত্বম্ (অথবা) ধিয়ঃ (সাধারণ-বুদ্ধেঃ) গুণৈঃ (উচ্চাবচত্বস্ফুরণৈঃ) উচ্চাবচত্বম্ (উৎকৃষ্টত্বমপকৃষ্টত্বং বা) ন ভজতে (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বায়ুর ন্যায় প্রাকৃত গুণবিরচিত দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও স্বয়ং প্রাকৃত-গুণ-রহিত বলিয়া উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হন না। অথবা ভগবান্ বায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও সাধারণ বুদ্ধি হইতে যে, গুণগত উচ্চাবচত্ব নির্ণীত হয়, তাদৃশ উচ্চাবচত্ব প্রাপ্ত হন না কেননা তিনি নির্গুণ। তাৎ-পর্য্য—ভগবদবতার-সমূহ প্রাকৃত-গুণরহিত বস্তুতত্ত্ব-বিচারে তাঁহাদের মধ্যে জড়-পার্থক্য নাই বা থাকিতে পারে না; কিন্তু অপ্রাকৃত রসবিচারে তাঁহাদের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে, তাহা জড় বিচারের অন্তর্গত নহে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—জুগুপ্সিতত্বং সামান্যতঃ পরিহরতি ধিয়ো গুণৈর্য্যান্যুচ্চাবচানি রূপাণি তেষু নিয়ন্তৃত্বেন চরন্নীশ্বরো নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাৎ। "কুতঃ পুনঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ৈর্মৎস্যাদ্যাকারৈরুচ্চাবচত্বশঙ্কেতি ভাবঃ।" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্দিতত্ব সংক্ষেপে পরিহার করিতেছেন—'ধিয়ঃ গুণৈঃ'—মায়িক গুণযোগে যে সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট রূপ (উচ্চাবচত্ব) পরিগৃহীত হয়, সেই সকল বিভিন্ন প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে তাহাদের নিয়ন্তৃত্বরূপে ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিয়াও বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তিনি নির্গুণ। তাহাতে আবার শুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদি আকার স্বীকারে কি প্রকারে তাঁহার উচ্চাবচত্ব শঙ্কা হইতে পারে?—এরূপ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের আশয় ॥ ৬ ॥

———

আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ।
সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদয়ো নৃপ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! অতীতকল্পান্তে (অতীত-কল্পাবসানে) ব্রাহ্মঃ (ব্রহ্মণঃ নিদ্রায়াং ভবঃ) নৈমিত্তিকঃ (তেনৈব নিমিত্তেন জাতঃ) লয়ঃ (প্রলয়ঃ) আসীৎ (বভূব)। তত্র (লয়ে) ভূরাদয়ঃ (ভূঃপ্রভৃতয়ঃ) লোকাঃ (ভুবনানি সর্ব্বে) সমুদ্রোপপ্লুতাঃ (সমুদ্রে নিমগ্নাঃ বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অতীত কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাবসানে তাঁহার নিদ্রা হেতু নৈমিত্তিক

প্রলয় ঘটিয়াছিল। তখন ভূ-প্রভৃতি সমস্ত লোক সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবরাহদেববদয়মপি বারদ্বয়মবতীর্ণবানিতি দর্শয়িতুমাহ—আসীদিতি ব্রাহ্মো ব্রহ্মশয়ননিবন্ধনঃ। অতএব নৈমিত্তিকঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবরাহদেবের ন্যায় এই মৎস্যাবতারও দুইবার হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—'আসীৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ অতীত কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হইলে যে নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভূমণ্ডলাদি লোকসমুদয় সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়াছিল)। 'ব্রাহ্মঃ'—ব্রহ্মার নিদ্রা-নিবন্ধন, অতএব ইহা নৈমিত্তিক প্রলয় ॥ ৭ ॥

———

কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশয়িষোর্বলী।
মুখতো নিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোঽন্তিকেঽহরৎ ॥৮

অন্বয়ঃ—কালেন (দিবসাবসান-রূপ-কালেন নিমিত্তেন) আগত-নিদ্রস্য (সংপ্রাপ্ত-নিদ্রস্য অতএব) শিশয়িষোঃ (শয়িতম্ ইচ্ছোঃ) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখতঃ (মুখাৎ) নিঃসৃতান্ (গলিতান্) বেদান্ বলী হয়গ্রীবঃ (হয়গ্রীবনামকঃ দানবেন্দ্রঃ) অন্তিকে (সমীপে স্থিত্বা) অহরৎ (অপহৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দিবা অবসান হওয়ায়, ব্রহ্মার নিদ্রা আসিল, তিনি শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক দানববর তৎসমীপে থাকিয়া অপহরণ করিয়াছিল ॥৮

বিশ্বনাথ—মুখতো নিঃসৃতান্ শয়নসময়ে আবর্ত্ত্যমানান্ সমীপে স্থিত্বা যোগবলেনাহরৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখতঃ নিঃসৃতান্'—শয়নসময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত, অর্থাৎ আলস্যবশতঃ আবর্ত্ত্যমান (যাহা বাহির হইয়া আসিতেছে) বেদসমূহকে, হয়গ্রীব নামক দৈত্য নিকটে অবস্থান করতঃ যোগবলে হরণ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

———

জ্ঞাত্বা তদ্দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্।
দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ দানবেন্দ্রস্য (দানবশ্রেষ্ঠস্য) হয়গ্রীবস্য তৎ চেষ্টিতং (বেদহরণরূপম্ আচরণং) জ্ঞাত্বা শফরীরূপং (প্রোষ্ঠীমৎস্যবিগ্রহং) দধার (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগদীশ্বর শ্রীহরি দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের সেই আচরণ অবগত হইয়া শফরীমৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শফরীরূপং দধারেতি তেনৈব রূপেণ হয়গ্রীবং হত্বা স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরারম্ভে বেদানহরদিত্যগ্রিমোক্তে র্জ্ঞেয়ম্। তেন মৎস্যরূপং বিনা বেদাহরণাসম্ভবাদ্ ব্রহ্মাদিস্বভক্তহিতার্থং মৎস্যরূপং দধারেতি প্রথমো মৎস্যাবতার উক্তঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শফরীরূপং দধার'—শফরী মৎস্যের (প্রোষ্ঠী, পুঁটিমাছের) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি সেই মৎস্যরূপেই হয়গ্রীবকে হত্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আরম্ভে বেদসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন— ইহা পরবর্ত্তী উক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে। অতএব মৎস্যরূপ ব্যতীত বেদ উদ্ধার অসম্ভব বলিয়া ব্রহ্মাদি নিজ ভক্তগণের হিতার্থে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন—ইহাতে প্রথম মৎস্য অবতারের কথা বলা হইল ॥ ৯ ॥

———

তত্র রাজঋষিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্।
নারায়ণপরোঽতপৎ তপঃ স সলিলাসনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ এব অতীতে কল্পে) নাম্না সত্যব্রতঃ (সত্যব্রতনামধারী) কশ্চিৎ মহান্ (অক্রোধাদিগুণযুক্তঃ) রাজঋষিঃ (রাজর্ষি) নারায়ণপরঃ (নারায়ণঃ এব পরঃ প্রাপ্য যস্য তাদৃশঃ বভূব) সঃ (সত্যব্রতঃ চ) সলিলাসনঃ (সলিলমেব আসনং যস্য তাদৃশঃ সন্) তপঃ অতপৎ (তপশ্চকার) ॥১০॥

অনুবাদ—সেই কল্পে চাক্ষুষমন্বন্তরে সত্যব্রত নামক কোন এক মহান্ রাজর্ষি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া সলিলমাত্র সেবনপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি মৎস্যঃ সত্যব্রতাভিধ-নিজভক্তানুগ্রহার্থমবতীর্ণ ইত্যাহ—তত্র মৎস্যস্বরূপে স্বেষ্টদেবে ভক্তিমানিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় সত্যব্রত নামক নিজ-ভক্তের অনুগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন, ইহা বলিতেছেন—'তত্র'—সেই নিজ ইষ্টদেব মৎস্য-স্বরূপে ভক্তিমান্ (সত্যব্রত নামক কোন শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জলে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন ।) ॥ ১০ ॥

তথ্য—

মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্ দ্বিঃ কল্পেঽস্মিন্ বরাহবৎ ।
আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং ঘ্নন্নাহরচ্ছ্রুতীঃ ।
অন্তে তু চাক্ষুষীয়স্য কৃপাং সত্যব্রতেঽকরোৎ ॥
(লঘুভাঃ মৃঃ পূঃ খঃ)

অর্থাৎ বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও এই কল্পে দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে হয়গ্রীবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করিয়াছিলেন । অনন্তর চাক্ষুষমন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ১০॥

যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ ।
শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (অতীতকল্পে সত্যব্রতনামকঃ রাজর্ষিঃ) সঃ (এব) অস্মিন্ মহাকল্পে বিবস্বতঃ (সূর্যস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) শ্রাদ্ধদেবঃ ইতি খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ সন্) হরিণা (ভগবতা) মনুত্বে (মনোঃ অধিকারে) অর্পিতঃ (নিহিতঃ মনুঃ কারিতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সত্যব্রতই এই মহাকল্পে সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত এবং শ্রীহরি-কর্তৃক মনুপদে স্থাপিত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাকল্প ইতি দৈনন্দিনকল্পোঽপ্যয়ং মহাকল্পশব্দেনোক্তস্তাদাত্বিকসত্যব্রতমনোরাদরবিশেষার্থ ইতি সন্দর্ভ, এতৎ মহাকল্পান্তর্গত এব ব্রহ্মদিনে স বিবস্বত্তনয়ো মনুর্নান্যত্রেত্যন্যে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাকল্পে'—ইহা দৈনন্দিন কল্প হইলেও 'মহাকল্প' বলার কারণ তৎকালীন সত্যব্রত মনুর আদরবিশেষের নিমিত্ত—ইহা ক্রম-সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে । অপরে বলেন—এই মহা-কল্পের অন্তর্গত ব্রহ্মার দিনে তিনিই সূর্য্যপুত্র মনু, (অর্থাৎ অতীত কল্পে যিনি সত্যব্রত নামে তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনিই এই মহাকল্পে সূর্য্যের তনয় শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়া শ্রীহরিকর্ত্তৃক মনুপদে সংস্থাপিত হইয়াছেন ।) ॥ ১১ ॥

একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্ ।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্য্যেকাভ্যপদ্যত ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—একদা কৃতমালায়াং (তন্নাম্ন্যাং নদ্যাং) জলতর্পণং (দেব-পিত্রাদ্যুদ্দেশেন জলাঞ্জলিপ্রদানং) কুর্ব্বতঃ (সমাচরতঃ) তস্য (সত্যব্রতস্য) অঞ্জল্যুদকে (অঞ্জলীকৃতে সলিলে) কাচিৎ একা (অসহায়া) শফরী (প্রোষ্ঠী) অভ্যপদ্যত (অদৃশ্যত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—একদিন সেই সত্যব্রত কৃতমালা নাম্নী নদীতে তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অঞ্জলি-স্থিত জলে এক শফরী দৃষ্ট হইল ॥ ১২ ॥

সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত ।
উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত ! দ্রবিড়েশ্বরঃ (দ্রবিড়-দেশাধিপতিঃ) সত্যব্রতঃ তোয়েন সহ (জলেনসহ) অঞ্জলিগতাং (অঞ্জলিপ্রাপ্তাং তাং) শফরীং নদীতোয়ে (নদীজলে) উৎসসর্জ্জ (তত্যাজ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলপ্রবর ! দ্রবিড়দেশাধিপতি সত্যব্রত তখন জলের সহিত অঞ্জলিস্থিত শফরীকে নদীজলে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তমাহ সাতিকরুণং মহাকারুণিকং নৃপম্ ।
যাদোভ্যো জ্ঞাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল ।
কথং বিসৃজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিজ্জলে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—সা (শফরী) মহাকারুণিকম্ (অতি-দয়াশীলং) তং (সত্যব্রতাখ্যং) নৃপম্ অতিকরুণম্ (অতিকাতরং যথা তথা) আহ,—(হে) দীনবৎসল (দীনেষু কাতরেষু বৎসল কৃপাশীল) রাজন্ ! জ্ঞাতি-ঘাতিভ্যঃ (জ্ঞাতীন্ অস্মান্ হন্তুং শীলং এষাম্ ইতি জ্ঞাতিঘাতিনঃ তেভ্যঃ) যাদোভ্যঃ (জলজন্তুভ্যঃ) ভীতাং (ত্রস্তাম্ অতএব) দীনাং (কাতরাং) মাং

অস্মিন্ সরিজ্জলে (নদীজলে) কথং (কেন প্রকারেণ) বিসৃজসে (ত্যজসি, নৈষ ত্যাগো যুক্ত ইত্যর্থঃ) ।।১৪।।

অনুবাদ—তখন সেই শফরী অতিশয় দয়াশীল সত্যব্রতের নিকট কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে দীনবৎসল রাজন! জ্ঞাতিহিংসক জলজন্তুর ভয়ে ভীতা এবং কাতরা আমাকে আপনি কিরূপে নদী জলে ত্যাগ করিতেছেন ।। ১৪ ।।

মধ্ব—

অনন্তশক্তির্ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ।
ক্রীড়ার্থং যাচয়ামাস স্বয়ং সত্যব্রতং নৃপম্ ।।১৪।।
ইতি মাৎস্যে ।

তমাত্মনোঽনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্দ্ধরম্ ।
অজানন্ রক্ষণার্থায় শফর্য্যাঃ স মনো দধে ।।১৫।।

অন্বয়ঃ—সঃ (সত্যব্রতঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) অনুগ্রহার্থম্ (অনুগ্রহং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ) প্রীত্যা (অনুরাগেণ) (মৎস্যবপুর্দ্ধরং) (মৎস্যরূপধারিণম্ সাক্ষাৎ ভগবন্তং) তম্ অজানন্ (অবিদিত্বা এব) শফর্য্যাঃ (প্রোষ্ঠ্যাঃ) রক্ষণার্থায় (রক্ষণং কর্ত্তুং) মনঃ দধে (নিশ্চিতবান্) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—সত্যব্রত আপনাকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই তাঁহাকে মৎস্যরূপধারী ভগবান্ না জানিয়াই অনুরাগের সহিত শফরীর রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—তং প্রসিদ্ধং স্বেষ্টদেবং বিষ্ণুমেব মৎস্যবপুর্ধরমজানন্ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ অজানন্'—সেই প্রসিদ্ধ নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুই যে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন —ইহা না জানিয়া (মহারাজ সত্যব্রত সেই শফরীকে রক্ষা করিতে মনঃস্থির করিলেন ।) ।। ১৫ ।।

তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্য স মহীপতিঃ ।
কলসাপ্সু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিন্য আশ্রমম্ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—দয়ালুঃ (দয়াশীলঃ) সঃ (সত্যব্রতনামা) মহাপতিঃ (রাজা) তস্যাঃ (শফর্য্যাঃ) দীনতরং (সকাতরং) বাক্যম্ আশ্রুত্য (আকর্ণ্য) এনাং (শফরীং) কলসাপ্সু (কলসজলেষু) নিধায় (স্থাপয়িত্বা) আশ্রমং (স্বকীয়তপোবনং) নিন্যে (প্রাপয়ামাস) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—দয়ালু সেই রাজা তাহার সকাতর বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে কলসস্থ-জলে স্থাপনপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে আনয়ন করিলেন ।। ১৬ ।।

সা তু তত্রৈকরাত্রেণ বর্দ্ধমানা কমণ্ডলৌ ।
অলব্ধ্বাত্মাবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্ ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সা (শফরী) তু একরাত্রেণ বর্দ্ধমানা (সতী) তত্র কমণ্ডলৌ আত্মাবকাশম্ (আত্মনঃ স্বস্য অবকাশং স্থিতিমিত্যর্থঃ) অলব্ধ্বা (অপ্রাপ্য) মহীপতিং (রাজানং সত্যব্রতম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ বৈ (উবাচ) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর সেই শফরী একরাত্রেই এরূপ বর্দ্ধিত হইলেন যে, কমণ্ডলু মধ্যে নিজ শরীর রক্ষার্থ স্থান প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন ।। ১৭ ।।

নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্রং বস্তুমথোৎসহে ।
কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্ !) অহম্ অস্মিন্ কমণ্ডলৌ কৃচ্ছ্রং (কষ্টং যথা স্যাৎ তথা) বস্তুং (স্থাতুং) ন উৎসহে (ন অভিলষামি, অতঃ) অহং যত্র (স্থানে) সুখম্ (অসঙ্কীর্ণং যথা স্যাৎ তথা) নিবসে (বস্তুং সমর্থঃ ভবামি তাদৃশং) সুবিপুলং (মহৎ) ওকঃ (নিবাসস্থানং) কল্পয় (রচয়, দেহীত্যর্থঃ) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে অবস্থানে সমর্থ হই, সেইরূপ একটী বৃহৎ বাসস্থান নির্দ্দেশ করুন ।। ১৮ ।।

স এনাং তত আদায় ন্যধাদৌদঞ্চনোদকে ।
তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্ত্তেন হস্তত্রয়মবর্দ্ধত ।। ১৯ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ (সত্যব্রতঃ) ততঃ (কমণ্ডলুজলাৎ)

এনাং (শফরীম্) আদায় (গৃহীত্বা) ঔদঞ্চনোদকে (মণিকচ্ছজলে) ন্যধাৎ (অস্থাপয়ৎ), তত্র (ঔদঞ্চনোদকে) ক্ষিপ্তা (স্থাপিতা সা শফরী) মুহূর্ত্তেন (মুহূর্ত্তমাত্রেণ কালেন) হস্তত্রয়ম্ অবর্দ্ধত (ত্রিহস্তপরিমিতং বর্দ্ধিতঃ ইত্যর্থঃ) ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—তখন রাজা তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক এক বৃহৎ কটাহের জলে নিক্ষেপ করিলে, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তিন হস্ত-পরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ।। ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—ঔদঞ্চনোদকে কূপজলে ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔদঞ্চনোদকে'—কূপজলে (নিক্ষিপ্ত হইলে সেই মৎস্য মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিন হাত বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ।) ।। ১৯ ।।

ন মে এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদঞ্চনম্ ।
পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! এতৎ উদঞ্চনং মে (মম) সুখং বস্তুং (সুখেন স্থাতুং) ন অলং (যোগ্যং ন ভবতি, অতঃ) মহ্যং (মম) পৃথু (বিশালং) পদং (বাসস্থানং) দেহি, যৎ (যস্মাৎ) অহং ত্বা (ত্বাং) শরণম্ (আশ্রয়ং) গতা (প্রাপ্তা অস্মি) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—তখন তিনি আবার বলিলেন, —হে রাজন্ ! এই কটাহ আমার সুখে বাস করিবার উপযুক্ত নহে, আমাকে আর একটী বিশাল বাসস্থান প্রদান করুন যেহেতু আমি আপনার আশ্রিত ।। ২০ ।।

তত আদায় সা রাজ্ঞা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে ।
তদাবৃত্যাত্মনা সোঽয়ং মহামীনোঽন্ববর্দ্ধত ।। ২১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! রাজ্ঞা ততঃ (উদঞ্চনাৎ) আদায় (গৃহীত্বা) সা (শফরী) সরোবরে ক্ষিপ্তা (স্থাপিতা অভূৎ), মহামীনঃ (মহামৎস্যঃ সঃ) আত্মনা (স্বশরীরেণ) তৎ (সরোবরজলম্) আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) অন্ববর্দ্ধত (বর্দ্ধিতঃ বভূব) ।। ২১ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! নৃপ তখন জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ শফরীকে সরোবরজলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, তথাপি সেই মহামৎস্য নিজ শরীর দ্বারা সরোবর জল আচ্ছাদন করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন ।।২১।।

বিশ্বনাথ—তৎ সরোবরং আত্মনা দেহেন আবৃত্য ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ আবৃত্য'—সেই সরোবরটি নিজ দেহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন । ।। ২১ ।।

নৈতন্মে স্বস্তয়ে রাজন্নুদকং সলিলৌকসঃ ।
নিধেহি রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! সলিলৌকসঃ (জলবাসিনঃ) মে (মম) এতৎ (সরোবর-পরিমিতম্) উদকং স্বস্তয়ে (সুখায়) ন (ভবতি, অতঃ) রক্ষাযোগেন (উপায়েন) অবিদাসিনি (অনুপক্ষয়জলে) হ্রদে মাং নিধেহি (সংস্থাপয়) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—অতঃপর মৎস্য আবার বলিলেন,—হে রাজন্ ! জলচর আমার এই সরোবর পরিমিত জলে আর সুখ হইতেছে না, অতএব সম্প্রতি আমার রক্ষার কোন উপায় কল্পনা করিয়া অক্ষয়হ্রদে স্থাপন করুন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—রক্ষাযোগেন জলং বিনা যথা ন ম্রিয়তে তথোপায়েনেত্যর্থঃ । অবিদাসিনি অপক্ষয়শূন্যে ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রক্ষাযোগেন' —রক্ষার উপায় যাহাতে হয়, অর্থাৎ জল বিনা যাহাতে মারা না যায়, সেই প্রকার উপায়ে—এই অর্থ । 'অবিদাসিনি'—যাহার জল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এমন কোন মহাহ্রদে (আমাকে স্থাপন করুন ।) ।। ২২ ।।

ইত্যুক্তঃ সোঽনয়ন্মৎস্যং তত্র তত্রাবিদাসিনি ।
জলাশয়েঽসম্মিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্ঝষম্ ।।২৩।।

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ সঃ (সত্যব্রতঃ) তত্র তত্র (কথিতে) অবিদাসিনি (উপক্ষয়শূন্যে) জলাশয়ে (তং) মৎস্যম্ অনয়ৎ, (পুনশ্চ তত্র তত্র) অসম্মিতম্ (অপরিমিতং) তং ঝষং (মহামৎস্যং) সমুদ্রে প্রাক্ষিপৎ (নিক্ষিপ্তবান্) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—এরূপ বলিলে, সত্যব্রত সেই মৎস্যকে তৎকথিত অক্ষয় জলাশয়ে লইয়া গেলেন, পরে সে

স্থানেও তাঁহার পরিমিত স্থান না হওয়ায়, অবশেষে সেই অপরিমেয় মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র জলাশয়েঽপ্যসম্মিতমমান্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসম্মিতং'—সেই জলাশয়ও তাহার পরিমিত স্থান না হওয়ায়, সেই অপরিমিত মৎস্যকে (সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন ।) ॥ ২৩ ॥

ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ ।
অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষিপ্যমাণঃ (সমুদ্রে নিক্ষিপ্যমাণঃ সঃ মৎস্যঃ) তং (সত্যব্রতং প্রতি) ইদম্ আহ (উবাচ) —(হে) বীর ! ইহ (সমুদ্রে) অতিবলাঃ (বলবন্তঃ) মকরাদয়ঃ (জলজন্তবঃ) মাম্ অদন্তি (ভক্ষয়িষ্যন্তি, অতঃ) ইহ (সমুদ্রে) মাম্ উৎস্রষ্টুং (ত্যক্তুং) ন অর্হসি (ন যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সমুদ্রে নিক্ষেপ-কালে সেই মৎস্য সত্যব্রতের প্রতি বলিলেন,—হে বীর ! এই সমুদ্রে মহাবল মকরাদি জলজন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা উচিত হয় না ॥ ২৪ ॥

এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বল্গুভারতীম্ ।
তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (ইত্যেবং) বল্গুভারতীং (সুন্দরবাচং) বদতা তেন (মৎস্য-রূপিণা ভগবতা) বিমোহিতঃ (সঃ সত্যব্রতঃ) তং (মৎস্যং প্রতি) আহ (উবাচ)—মৎস্যরূপেণ (মৎস্যবিগ্রহেন) অস্মান্ মোহয়ন্ (বঞ্চয়ন্) ভবান্ (স্বরূপতঃ) কঃ (ভবতি তৎ কথয় ইতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মৎস্যরূপী ভগবানের এইরূপ রমণীয় বাক্যে বিমোহিত হইয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—আপনি মৎস্যরূপে কেবল আমাদিগের বঞ্চনা করিতেছেন, বস্তুতঃ আপনি কে ? ॥ ২৫ ॥

নৈবং বীর্য্যো জলচরো দৃষ্টোঽস্মাভিঃ শ্রুতোঽপি বা
যো ভবান্ যোজনশতমহ্নাভিব্যানশে সরঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভবান্ অহ্না (দিনেন) যোজনশতং (শতযোজনপরিমিতং) সরঃ অভিব্যানশে (ব্যাপ্তবান্, অতঃ) অস্মাভিঃ এবং বীর্য্যঃ (এবম্ ঈদৃশং বীর্য্যং প্রভাবঃ যস্য সঃ) জলচরঃ (ইতঃ পূর্ব্বং) নঃ দৃষ্টঃ (ন প্রত্যক্ষীকৃতঃ) অপি চ (ন) শ্রুতঃ (আকর্ণিতশ্চ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনি একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর এরূপ প্রভাবশালী জলচর প্রত্যক্ষ করি নাই কিম্বা কোথায়ও শ্রবণ করি নাই ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহ্না একেনৈব ব্যানশে ব্যাপ্তবান্ ॥২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহ্না'—একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে নিজদেহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

নূনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদ্ধরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চিতমেব) সাক্ষাৎ ভগবান্ অব্যয়ঃ (অপক্ষয়শূন্যঃ) নারায়ণঃ হরিঃ (এব) ত্বং ভূতানাং (নিখিলজীবানাম্) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহং বিধাতুং) জলৌকসাং (জলচরাণাং) রূপং (বিগ্রহং) ধৎসে (ধারয়সি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্ অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি হইবেন । নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সম্প্রতি জলচররূপ ধারণ করিতেছেন ॥২৭

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর ।
ভক্তানাং নঃ প্রপন্নানাং মুখ্যো হ্যাত্মগতির্বিভো ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর ! (সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর,) পুরুষশ্রেষ্ঠ ! (পুরুষোত্তম), বিভো ! (বিষ্ণো, ত্বং) প্রপন্নানাং (শরণাগতানাং) ভক্তানাং নঃ (অস্মাকং) মুখ্যঃ (নায়কঃ) আত্মগতিঃ হিঃ (অন্তরাত্মা গতিশ্চ ভবসি অতঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ (অস্তু) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশক ! পুরুষোত্তম্ ! বিষ্ণো ! আপনি মাদৃশ শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র নায়ক অন্তরাত্মা এবং গতিস্বরূপ অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনাং গতির্যস্মাৎ স মুখ্যঃ প্রভুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মগতিঃ'—জীবগণের গতি (আশ্রয়) যাহা হইতে, সেই আপনিই আমাদের ন্যায় শরণাগত ভক্তগণের বাস্তব আত্মা ও আশ্রয়, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

———

সর্ব্বে লীলাবতারাস্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব ভগবতঃ) সর্ব্বে লীলাবতারাঃ (লীলয়া উপাত্তাঃ অবতারাঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাম্ ইত্যর্থঃ) ভূতিহেতবঃ (মঙ্গলার্থমেব ভবন্তি অতঃ) ভবতা যদর্থং (ভূতানাং যৎ মঙ্গলং সাধয়িতুম্) অদঃ রূপং (ইদং মৎস্যশরীরং) ধৃতং (গৃহীতং তৎ) জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আপনার লীলাবতারসকল প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্যই, অতএব আপনি যে জন্য এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥২৯

———

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্ব্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্বপুরদ্ভুতং হি নঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরবিন্দাক্ষ ! (পদ্মপলাশলোচন), সর্ব্বসুহৃৎ প্রিয়াত্মনঃ (সর্ব্বেষাং সুহৃদঃ প্রিয়স্য অন্তরাত্মনশ্চ) তে (তব) পদোপসর্পণং (শ্রীপাদারবিন্দভজনং) পৃথগাত্মনাম্ (দেহাদ্যাভিমানিনাং সতাম্) ইতরেষাং যথা (অন্যেষাং পদোপসর্পণমিব) মৃষা (ব্যর্থং) ন ভবেৎ, যৎ (যস্মাৎ) হি নঃ (ভজতাম্ অস্মাকম্) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) বপুঃ (মৎস্যরূপম্) অদীদৃশঃ (দর্শিতবান্ অসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচন ! দেহাদ্যভিমানী অন্য দেবতাদির আরাধনা যেরূপ ব্যর্থ হয়, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ এবং অন্তরাত্মা-স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা তাদৃশ ব্যর্থ হয় না। যেহেতু আপনি আমাদিগকে এই বিচিত্র মৎস্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ইতরেষাং দেবেন্দ্রাদীনাং পৃথগাত্মনাং আত্মনঃ পৃথগ্দেহ এব আত্মা যেষাং দেহাধ্যাসবতামিত্যর্থঃ। তব তু নাস্তি দেহাধ্যাসঃ দেহাত্মনঃ পার্থক্যাভাবাদিতি ভাবঃ। যদ্যস্মান্নোঽস্মাকং সতাং ত্বদ্ভক্তানাং নিস্তারার্থম্ অদ্ভুতমীদৃশং বপুরদীদৃশঃ দর্শিতবান্। পৃথগাত্মনোঽসতামিতি পাঠে পৃথগাত্মনঃ পুংসঃ অসতাং পদোপসর্পণং যথা মৃষেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতরেষাং'—অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবতা প্রভৃতির 'পৃথগাত্মনাং'—আত্মা হইতে পৃথক্ দেহই আত্মা যাহাদের, অর্থাৎ দেহাদিতেই যাহাদের আত্মবোধ রহিয়াছে, সেই দেহাধ্যাসিগণের, এই অর্থ। আপনার কিন্তু দেহাধ্যাস নাই, কারণ আপনার দেহ ও আত্মার পার্থক্য নাই—এই ভাব। 'যদ্'—যেহেতু আমাদের ন্যায় আপনার শরণাগত ভক্তজনের নিস্তারের নিমিত্ত 'অদ্ভুতং বপুঃ'—অদ্ভুত এইরূপ মূর্ত্তি আমাদিগকে দর্শন করাইলেন। 'পৃথগাত্মনঃ অসতাম্'—এই পাঠান্তরে, দেহাদিতে আত্মাভিমানী অসৎ পুরুষগণের পদাশ্রয় গ্রহণ যেরূপ ব্যর্থ হয়, আপনার পাদপদ্মের শরণাগতি সেরূপ বিফল হয় না—এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুবাণাং নৃপতিং জগৎপতিঃ
সত্যব্রতং মৎস্যবপুর্য্যুগক্ষয়ে ।
বিহর্ত্তুকামঃ প্রলয়ার্ণবেঽব্রবী-
চ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যুগক্ষয়ে (যুগান্তে) প্রলয়ার্ণবে (প্রলয়সমুদ্রে) বিহর্ত্তুকামঃ (বিহারং কর্ত্তুমিচ্ছন্) একান্তজনপ্রিয়ঃ (ভক্তবৎসলঃ) মৎস্যবপুঃ (মৎস্যরূপধারী) জগৎপতিঃ (শ্রীহরিঃ) প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ (হিতং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্) ইতি (পূর্ব্বোক্তং)

ব্রুবাণং (কথয়ন্তং) নৃপতিং সত্যব্রতং (প্রতি) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সত্যব্রত এরূপ বলিলে, প্রলয়সমুদ্রে বিহারেচ্ছুক ভক্তবৎসল মৎস্য-রূপী শ্রীহরি তাঁহার হিতসাধন-কামনায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সপ্তমে হ্যদ্যতনাদূর্দ্ধ্বমহন্যেতদরিন্দম।
নিমঙ্‌ক্ষ্যত্যপ্যয়াম্ভোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥৩২

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) অরিন্দম ! (শত্রুদমনশীল রাজন্ !) হ্যদ্যতনাৎ (অদ্যপ্রভৃতি) ঊর্দ্ধ্বং (পরবর্ত্তিনি) সপ্তমে অহনি (দিবসে) এতৎ ভূর্ভুবাদিকং (ভূরাদিকং) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবনম্) অপ্যয়াম্ভোধৌ (প্রলয়সমুদ্রে) নিমঙ্‌ক্ষ্যতি (মজ্জমানং ভবিষ্যতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শত্রুদমন্ ! অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে ভূঃ-প্রভৃতি লোকত্রয় প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে ॥ ৩২ ॥

ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সংবর্ত্তাম্ভসি বৈ তদা।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্বিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—সম্বর্ত্তাম্ভসি (প্রলয়োদকে) ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং (সত্যাং) তদা বৈ ময়া ঈরিতা (প্রেরিতা উপকল্পিতা) কাচিৎ বিশালা (মহতী) নৌঃ (নৌকা) ত্বাম্ উপস্থাস্যতি (ত্বৎসমীপে স্থাস্যতি ইত্যর্থঃ) ॥৩৩

অনুবাদ—ত্রিলোক সেই প্রলয়জলে নিমগ্ন হইলে, আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তাবদোষধীঃ সর্ব্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
আরুহ্য বৃহতীং নাবং বিচরিষ্যস্যবিক্লবঃ।
একার্ণবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চ্চসা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ত্বং তাবৎ সর্ব্বাঃ ওষধীঃ উচ্চাবচানি (বিবিধানি) বীজানি চ (নাবমারোপ্য) সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ (সর্ব্বজন্তুভিঃ সংশ্লিষ্ট) বৃহতীং নাবম্ (নৌকাম্) আরুহ্য অবিক্লবঃ (দৈন্যরহিতঃ সন্) ঋষীণাং বর্চ্চসা (তেজসা) এব নিরালোকে (অন্যৈঃ আলোকৈঃ রহিতে) একার্ণবে (প্রলয়সমুদ্রে) বিচরিষ্যসি (বিহরিষ্যসি) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাশি নৌকায় আরোপিত করিয়া সপ্তর্ষি-গণে পরিবেষ্টিত এবং সমস্ত জন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক অকাতরে ঋষিগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে আলোক-রহিত প্রলয়-সমুদ্রে বিচরণ করিবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ওষধীরাদায়েতি শেষঃ। সর্ব্বৈঃ সত্ত্বৈ-র্মুখ্য-মুখ্যপ্রাণিভিঃ সপরিকরমনুকশ্যপাদিভিরুপবৃংহিতো বর্দ্ধিতমহত্ত্বঃ সন্ ঋষীণাং বর্চসা তেজসৈব বিচরিষ্যসি ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওষধীঃ'—সকল প্রকার ওষধি (ধান্যাদি) লইয়া, 'সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ'—মুখ্য মুখ্য প্রাণিবর্গের সহিত সপরিকর মনু, কশ্যপ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, ঋষিগণের তেজেই বিচরণ করিবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

দোধূয়মানাং তাং নাবং সমীরেণ বলীয়সা।
উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বলীয়সা (প্রবলেন) সমীরেণ (বায়ুনা) দোধূয়মানাং (নিতরাং কম্পমানাং) তাং নাবম্ উপস্থিতস্য (সন্নিহিতস্য) মে (মম) শৃঙ্গে মহাহিনা (উপস্থিতেন বাসুকিনা) নিবধ্নীহি (বন্ধয়) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পরে যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হইবে, তখন উহাকে সন্নিকটবর্ত্তী আমার শৃঙ্গে বাসুকি-সর্পের দ্বারা বন্ধন করিবে ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—মে মৎস্যরূপস্যেত্যর্থঃ। মহাহিনা বাসুকিনা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মে'—মৎস্যরূপ আমার

শৃঙ্গে, 'মহাহিনা'—মহাসর্প বাসুকির দেহদ্বারা (ঐ নৌকাটিকে আবদ্ধ করিবে ।) ॥ ৩৬ ॥

অহং ত্বামৃষিভিঃ সার্দ্ধং সহনাবমুদন্বতি।
বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবদ্ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ !) অহম্ ঋষিভিঃ সার্দ্ধং (সহ) ত্বাং (ভবন্তং) নাবং (নৌকাঞ্চ) বিকর্ষন্ (আকর্ষন্) যাবৎ (যাবৎ কালং) ব্রাহ্মী নিশা (ব্রহ্মণঃ রাত্রিঃ বর্ত্তিষ্যতে তাবৎ) উদন্বতি (প্রলয় সমুদ্রে) বিচরিষ্যামি (ভ্রমিষ্যামি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে এবং ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী নিশা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিব ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মী নিশেতি যদ্যপ্যয়ং ব্রহ্মদিনগত-চাক্ষুষমন্বন্তরমধ্য এব ভগবদিচ্ছয়ৈবাকস্মিকপ্রলয়োঽভূৎ। তদপি ত্রৈলোক্যমজ্জনাৎ দৈনন্দিনপ্রলয়-সাম্যদৃষ্ট্যা ভগবতঃ ক্রীড়েচ্ছামনুস্মৃত্য নির্ব্যাকুলো ব্রহ্মাপি কিঞ্চিৎ কালং সুষ্বাপ, তদনুসারেণৈব গৌণ্যা বৃত্ত্যা ব্রাহ্মী নিশেত্যুক্তমিতি ভাগবতামৃতব্যাখ্যানুসারী সন্দর্ভঃ। তচ্চ ভাগবতামৃতং যথা "মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি। প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে কৃচিদীর্য্যতে। অয়মাকস্মিকাজ্জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ। প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়ৈবেতি কুত্রচিদিতি"। কিঞ্চ দক্ষস্য মানসকায়িকপ্রজাসৃষ্ট্যন্যথানুপপত্তেরেব প্রলয়োঽয়মবশ্যমন্তব্য এব যদুক্তং চতুর্থে—"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্ সর্গে কালবিপ্লুতে। যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষঃ কালচোদিত" ইতি প্রলয়স্য চাতুর্বিধ্যমপি নানুপপন্নম্। অস্য ক্ষুদ্রস্য প্রলয়স্য নৈমিত্তিক এবান্তর্ভাবাৎ। অতএব পৃথিব্যুদ্ধরণ-হিরণ্যাক্ষবধাবপি শ্রীবরাহদেবেন চাক্ষুষপ্রলয়ান্ত এব, স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরারম্ভে পৃথিব্যুদ্ধরণে হিরণ্যাক্ষ-সম্ভবাভাবাৎ। যদুক্তং তত্রৈব—"উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্। দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ। কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্মনোরপি। ক্বাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতেঃ সুতঃ। অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবারাহস্য চেষ্টিতম্। একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুসারত", ইতি। এবমিহাপি কালদ্বয়োদ্ভূতং মৎস্যচেষ্টিতং স্পষ্টমবিবিচ্য খল্বেকীকৃত্যৈবাহ শ্রীমন্মুনীন্দ্রো। বস্তুতস্তু 'আসীদতীতকল্পান্তে', ইত্যাদিনোক্তা যা শফরী বেদানয়নার্থা সান্যা। সত্যব্রতাঞ্জলিগতা তু চাক্ষুষমন্বন্তরীয়া অন্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীসূতস্তু চাক্ষুষীয়মৎস্যমেবাবতারগণনামধ্যে গণিতবান্। তথা হি—'রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুমি'তি। শ্রীস্বামিচরণাস্তু অত্রেদং চিন্ত্যমিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মো লয় ইতি। যোঽসাবস্মিন্মহাকল্পে ইতি চোক্তেরয়ং মহাপ্রলয়ে পৃথিব্যাদীনামবশেষাসংভবাৎ। যাবদ্ব্রাহ্মী নিশেত্যুক্তেরয়ং দৈনন্দিন এবেতি চেন্ন। সাম্বর্ত্তকৈরনাবৃষ্ট্যাদিভির্বিনা অকস্মাদেব সপ্তমেঽহনি ত্রৈলোক্যং নিমঙ্ক্ষ্যতীতি মৎস্যোক্তেরনুপপত্তেঃ, তস্মাৎ সত্যব্রতস্য জ্ঞানাদ্যুপদেশার্থমাবির্ভূতো ভগবান্ বৈরাগ্যার্থং মায়য়ৈব মার্কণ্ডেয়মিব তং প্রলয়ং দর্শয়ামাসেত্যাহুঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রাহ্মী নিশা'—যতকাল ব্রহ্মার রাত্রি থাকিবে (ততকাল আমি প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিব)। ইহা যদিও ব্রহ্মার দিনগত চাক্ষুষ মন্বন্তরের মধ্যেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই আকস্মিক প্রলয় হইয়াছিল, তথাপি ত্রিলোক প্লাবিত হওয়ায় দৈনন্দিন প্রলয়ের সাম্যদৃষ্টিতে ভগবানের ক্রীড়ার ইচ্ছা স্মরণ করিয়া নির্ব্যাকুল ব্রহ্মাও কিছুকাল শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই এখানে গৌণী বৃত্তিতে 'ব্রাহ্মী নিশা', ব্রহ্মার রাত্রি—এইরূপ উক্ত হইয়াছে, ইহা ভাগবতামৃতের ব্যাখ্যানুযায়ী বুঝিতে হইবে। যথা লঘুভাগবতামৃতে—"মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব" (৬১) ইত্যাদি, অর্থাৎ মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি অগস্ত্য ঋষির শাপবশতঃ অসময়ে মন্বন্তরেরই মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রলয়ে নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারার্থ বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতেও উক্ত চাক্ষুষ মন্বন্তরের মধ্যে ভগবদিচ্ছাবশতঃ অকস্মাৎ প্রলয় হইয়াছিল, এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আরও, দক্ষের মানসিক, কায়িক প্রজাসৃষ্টির উপযোগী ঐরূপ প্রলয় বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে" (৪।৩০।৪৯)

ইত্যাদি, অর্থাৎ কালপ্রভাবে ভগবতী সতীদেবীর শাপে দক্ষের পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরায় সেই দক্ষ প্রাচেতসদিগের (ধ্রুববংশীয় প্রাচীনবর্হি রাজার পুত্রদিগের) পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরণায় (কালচোদিতঃ) অভিমত প্রজা (ইষ্টাঃ প্রজাঃ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীবরাহদেব কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ বধ, এই দুইটি কার্য্য চাক্ষুষ প্রলয়ান্তে (চাক্ষুষ মন্বন্তরেই) হইয়াছিল, যেহেতু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আরম্ভে পৃথিবীর উদ্ধরণকালে হিরণ্যাক্ষের জন্মই হয় নাই। যেমন লঘুভাগবতামৃতে ঐ স্থলেই উক্ত হইয়াছে—"উত্তানপাদবংশ্যানাং" (৬০) ইত্যাদি, অর্থাৎ উত্তানপাদবংশসম্ভূত প্রাচেতসদিগের পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদিবরাহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মকল্পের আরম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ও কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই, তখন কোথায় বা দিতি এবং কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নের অনুসারে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ও চাক্ষুষ-মন্বন্তরে বরাহদেবের যে বিভিন্নাকারে লীলা হইয়াছিল, সেই লীলাদ্বয়কে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারে বরাহাবতার মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ এই স্থলেও কালদ্বয়ে উদ্ভূত মৎসদেবের চরিত্র স্পষ্টভাবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারেই বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে মহামুনি শ্রীল শুকদেব "আসীদতীতকল্পান্তে" (৭ম শ্লোক), অতীত কল্পের অবসানে ইত্যাদি উক্তির দ্বারা বেদের উদ্ধারকারী যে মৎস্যদেবের কথা বলিয়াছেন, তিনি অন্য, আর সত্যব্রতের অঞ্জলিগত চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় মৎস্যদেব অন্য—ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রীল সুত গোস্বামী চাক্ষুষ মন্বন্তরের মৎস্যদেবকেই অবতারমধ্যে গণনা করিয়াছেন। যেমন উক্ত হইয়াছে —"রূপং স জগৃহে" (১।৩।১৫) অর্থাৎ চাক্ষুষমন্বন্তরের অবসানে সমুদ্রপ্লাবনে (পৃথিবীস্থ সকল দেশ জলমগ্ন হইলে) দশমাবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নৌকারূপা পৃথিবীতে ভাবি বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—এই স্থলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, এই বলিয়া, 'ব্রাহ্ম লয়' ইত্যাদি। 'এই মহাকল্পে' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা তাহাও সম্ভব নহে, কারণ মহাপ্রলয়ে পৃথিব্যাদির অবশেষ থাকে না। আবার 'ব্রাহ্মী নিশা' ইহা বলায়, দৈনন্দিন লয়ও বলিতে পারি না, কারণ স্বাম্বর্ত্তক, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি বিনা 'অকস্মাৎ সপ্তম দিবসে ত্রিলোক নিমজ্জিত হইবে'—এরূপ মৎস্যদেবের উক্তিও সঙ্গত হয় না, অতএব সত্যব্রতের জ্ঞানাদি উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য মায়ার দ্বারাই মার্কণ্ডেয় ঋষির ন্যায় তাঁহাকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন। (এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীল স্বামিপাদের)॥ ৩৭॥

তথ্য—

মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে কৃচিদীর্য্যতে॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ॥
সর্ব্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েণ ভাষিতম্॥
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবে অদর্শি মায়য়া।
বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ)

অর্থাৎ স্বায়ম্ভুবমনুর প্রতি অগস্ত্যমুনির অভিশাপ হইয়াছিল বলিয়া মন্বন্তর-মধ্যে প্রলয় হইয়াছিল। এই প্রলয়ের বিষয় মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে। চাক্ষুষমন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছায় আকস্মিক প্রলয় হয়, এই কথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন। মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। চাক্ষুষ মন্বন্তরাবসানে ভগবান্ মায়া-দ্বারা স্বাপ্নিক-বিষয়ের ন্যায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন,—এই বাক্য বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ মন্বন্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন নাই॥ ৩৭॥

———

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ—পরব্রহ্ম ইতি শব্দিতং (খ্যাতং) মে (ময়া) অনুগৃহীতম্ (উপদিষ্টং) সংপ্রশ্নৈঃ (তৎ-

কৃতৈঃ সম্যক্ পৃচ্ছাভিরেব) হৃদি বিবৃতম্ (অন্তঃ প্রকাশিতং) মদীয়ং মহিমানং চ (মাহাত্ম্যঞ্চ) বেৎস্যসি (অবগতঃ ভবিষ্যসি) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—তৎকালে মৎকর্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অবগত হইবে ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। কিঞ্চাত্মারামগণসঙ্গিনস্তব হৃদি ব্রহ্মানুবুভূষা জাগর্ত্তি, সাপি মৎকৃপয়ৈব সফলা ভবিষ্যতীত্যাহ—মদীয়মিতি শব্দিতং ব্রহ্মশব্দসঙ্কেতিতং মদীয়ং মহিমানং মহতো মম যো মহিমা একো ধর্ম্মস্তং মমৈব ব্যাপকং নির্ব্বিশেষং স্বরূপং বেৎস্যসি অনুভবিষ্যসি, মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃত্য দত্তমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মস্বরূপস্য মদীয়ত্বেন ময়া দত্তং শক্যত্বাদেব তদর্থং তব পৃথক্ জ্ঞানাদিপ্রয়াসেনালমিতি ভাবঃ। কেন প্রকারেণানুগ্রহীষ্যসীত্যত আহ—সংপ্রশ্নৈস্ত্বয়া কৃতৈস্তৎপ্রত্যুত্তরত্বেন তব হৃদি হৃদয়ে বিবৃতং বিবৃতীকৃত্য ময়ৈবানির্দ্দিশ্যমপি তদ্ বলাৎ গ্রাহিতমিত্যর্থঃ। বিষয়গ্রহণার্থং জীবেভ্যো যথা বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনি সৃষ্ট্বা দত্তবানস্মি তথৈব ব্রহ্মস্বরূপগ্রহণার্থমপি কিমপি স্বসামর্থ্যং তুভ্যং কৃপয়া দাস্যামীতি ভাবঃ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আত্মারামগণের সঙ্গবশতঃ তোমার হৃদয়ে যদি ব্রহ্মস্বরূপ জানিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তাহাও আমার কৃপাতেই সফল হইবে, ইহা বলিতেছেন—'মদীয়ম্' ইত্যাদি। 'শব্দিতং'—ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সঙ্কেতিত (অর্থাৎ পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য), 'মদীয়ং মহিমানং'—মহান্ আমার যে মহিমা, অর্থাৎ এক ধর্ম্ম, তাহা আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ—ইহা তুমি অনুভব করিবে অর্থাৎ আমিই তোমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুভব করাইব, এই অর্থ। ঐ ব্রহ্মস্বরূপ আমারই বলিয়া আমি প্রদান করিতে সমর্থ, অতএব তাহার নিমিত্ত পৃথক্‌রূপে জ্ঞানাদি অর্জ্জনের প্রয়োজন নাই—এই ভাব। যদি বলেন—কিপ্রকারে অনুগ্রহ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'সংপ্রশ্নৈঃ', তুমি প্রশ্ন করিলে তাহার প্রত্যুত্তররূপে তোমার হৃদয় প্রকাশিত হইয়া, অর্থাৎ আমিই অনির্দ্দিশ্য হইলেও সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাইব, এই অর্থ। বিষয়গ্রহণের জন্য জীবগণকে যেমন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রদান করিয়াছি, তদ্রূপই ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণের নিমিত্ত আমার কোনও সামর্থ্য তোমাকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিব—এই ভাব ।। ৩৮ ।।

ইত্থমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত।
সোঽন্ববৈক্ষত তং কালং যং হৃষীকেশ আদিশৎ ।।৩৯

অন্বয়ঃ—হরিঃ রাজানং (সত্যব্রতম্) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তম্) আদিশ্য অন্তরধীয়ত (তত্রৈব অন্তর্হিতঃ বভূব)। সঃ (সত্যব্রতশ্চ) হৃষীকেশঃ (শ্রীহরিঃ) যং (কালম্) আদিশৎ (নির্দ্দিষ্টবান্) তম্ (এব) কালম্ অন্ববৈক্ষত (প্রতীক্ষিতবান্) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীহরি রাজাকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। সত্যব্রতও শ্রীহরির আদিষ্টকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।। ৩৯ ।।

আস্তীর্য্য দর্ভান্ প্রাক্কূলান্ রাজর্ষিঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ।
নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিন্তয়ন্ মৎস্যরূপিণঃ ।। ৪০ ।।

অন্বয়ঃ—রাজর্ষিঃ (সত্যব্রতঃ) প্রাক্‌কূলান্ (প্রাগগ্রান্) দর্ভান্ (কুশান্) আস্তীর্য্য (বিস্তারয়ন্) প্রাগুদঙ্মুখঃ (ঈশানকোণাভিমুখঃ সন্) মৎস্যরূপিণঃ হরেঃ (বিষ্ণোঃ) পাদৌ চিন্তয়ন্ (হৃদি স্মরন্) নিষসাদ (উপবিষ্টবান্) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—রাজর্ষি তখন পূর্ব্বাগ্র কুশসকল বিস্তারপূর্ব্বক ঈশানকোণাভিমুখী হইয়া মৎস্যরূপী শ্রীহরির চরণযুগল হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে উপবিষ্ট রহিলেন ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—প্রাগুত্তরয়োরন্তরালে মুখং যস্য সঃ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাগুদঙ্মুখঃ'—পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অন্তরালে মুখ যাহার, অর্থাৎ ঈশানকোণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন ।। ৪০ ।।

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্ব্বতঃ প্লাবয়ন্মহীম্।
বর্দ্ধমানো মহামেঘৈর্বর্ষদ্ভিঃ সমদৃশ্যত ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ— ততঃ বর্ষদ্ভিঃ (বর্ষণং কুর্বদ্ভিঃ) মহামেঘৈঃ (মহদ্ভিঃ জলধরৈঃ) বর্দ্ধমানঃ (বৃদ্ধিং গতঃ) সমুদ্রঃ উদ্বেলঃ (বেলাভূমিং লঙ্ঘয়ন্) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বদিক্ষু) মহীং (পৃথিবীং) প্লাবয়ন্ (মজ্জয়ন্) সমদৃশ্যত (সত্যব্রতেন দৃষ্টঃ বভূব) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বর্ষণশীল মহামেঘ দ্বারা সমুদ্র বর্দ্ধিত হইতে হইতে তীরভূমি লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত দিকে পৃথিবীকে প্লাবিত করিতে দৃষ্ট হইল ॥ ৪১ ॥

ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদৃশে নাবমাগতাম্ ।
তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদাদেশং (ভগবতঃ নির্দ্দেশং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সঃ (সত্যব্রতঃ) আগতাম্ (উপস্থিতাং) নাবং (নৌকাং) দদৃশে (দৃষ্টবান্, ততঃ) ওষধিবীরুধঃ (ওষধিভূতাঃ লতাঃ) আদায় বিপ্রেন্দ্রৈঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠৈঃ ঋষিভিঃ সহ) তাং (নৌকাম্) আরুরোহ (আরূঢ়বান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের আদেশ চিন্তা করিতে করিতে সত্যব্রত নৌকা সমাগতা দেখিয়া ওষধিলতাসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সহ উহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তমূচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়স্ব কেশবম্ ।
স বৈ নঃ সঙ্কটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—মুনয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) প্রীতাঃ (সন্তঃ) তম্ উচুঃ,—(হে) রাজন্ ! কেশবং (নারায়ণং) ধ্যায়স্ব (চিন্তয়), স বৈ (স কেশব এব) অস্মাৎ সঙ্কটাৎ (প্রলয়রূপবিপদঃ) নঃ (অস্মান্) অবিতা (রক্ষিষ্যতি) শং (মঙ্গলঞ্চ) বিধাস্যতি (করিষ্যতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ – তৎকালে মুনিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্ ! তুমি ভগবান্ কেশবকে চিন্তা কর, তিনিই এই সঙ্কট হইতে আমাদিগকে রক্ষাপূর্ব্বক বিধান করিবেন ॥ ৪৩ ॥

সোঽনুধ্যাতস্ততো রাজ্ঞা প্রাদুরাসীন্মহার্ণবে ।
একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (ঋষিবচনাৎ) রাজ্ঞা (সত্যব্রতেন) অনুধ্যাতঃ (নিরন্তরং চিন্তিতঃ) সঃ (শ্রীহরিঃ) নিযুতযোজনং (নিযুতযোজনপরিমিতঃ) একশৃঙ্গধরঃ হৈমঃ (স্বর্ণাভঃ) মৎস্যঃ (মৎস্যরূপধরঃ সন্) মহার্ণবে (প্রলয়মহাসমুদ্রে) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্ভূতঃ বভূব) ॥৪৪॥

অনুবাদ—তখন রাজা নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নিযুতযোজন পরিমিত, একশৃঙ্গধারী সুবর্ণাভ মৎস্যরূপে প্রলয়-মহাসাগরে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

নিবধ্য নাবং তচ্ছৃঙ্গে যথোক্তো হরিণা পুরা ।
বরত্রেণাহিনা তুষ্টস্তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—হরিণা পুরা (পূর্ব্বং) যথা উক্তঃ (কথিতঃ তথা স রাজা) তচ্ছৃঙ্গে (তস্য মৎস্যস্য শৃঙ্গে) বরত্রেণ (ডোরকরূপেণ) অহিনা (বাসুকিনা সর্পেণ) নাবং নিবধ্য (সমাসজ্য) তুষ্টঃ (সন্) মধুসূদনং (শ্রীহরিং) তুষ্টাব (স্তবতি স্ম) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পূর্ব্বকথিত-বাক্যের অনুযায়ী রাজা ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি-সর্পদ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—বরত্রেণ ডোরকরূপেণ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বরত্রেণ'—রজ্জুরূপ বাসুকির দেহ দ্বারা (নৌকাটিকে মৎস্যমূর্ত্তির শৃঙ্গে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ সত্যব্রত ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করিতে লাগিলেন ।) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদ-
স্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ ।
যদৃচ্ছয়োপসৃতা যমাপ্নুয়ু-
বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুর্ভবান্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসম্বিদঃ (অনাদিঃ সনাতনী যা অবিদ্যা অজ্ঞানং তয়া উপহতা বিনষ্টা আত্মসংবিৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং যেষাং তে অতএব) তন্মূলসংসার-পরিশ্রমাতুরাঃ

(তন্মূলঃ অবিদ্যামূলকঃ যঃ সংসারঃ শরীরপরিগ্রহঃ তত্র চ যঃ পরিশ্রমঃ ত্রিতাপাভিভবজনিতা শ্রান্তিঃ তেন আতুরাঃ দুঃখিতাঃ জনাঃ) ইহ (সংসারে) যদৃচ্ছয়া (যাদৃচ্ছিকসুকৃতমূলয়া ত্বৎকৃপয়া ইত্যর্থঃ) উপসৃতাঃ সদাচার্য্যদ্বারা সংশ্রিতাঃ সন্তঃ) যম্ আপ্নুয়ুঃ (প্রাপ্নুয়ুঃ, সঃ) ভবান্ (এব) বিমুক্তিদঃ (মুক্ত্যুপায়ভূতঃ) ন (অস্মাকং) পরমঃ গুরুঃ (নিতরাং প্রাপ্য গুরু তত্ত্ব-প্রশ্নপ্রেরণয়া হিতোপদেষ্টৃত্বেন অজ্ঞাননিবর্ত্তনেন চ উপায়ভূতশ্চ আসীৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অনাদি অবিদ্যা-দ্বারা যাহাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য অবিদ্যামূল-সংসারে তাপত্রয়-জনিত কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাঁহারা জগতে ইহ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতবশতঃ সাধু ও আচার্য্যগণের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনি সেই মুক্তিপ্রদ ও আমাদের পরম গুরু ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—অনাদির্যা অবিদ্যা তয়া উপহতা আবৃতা আত্মসম্বিৎ যেষাং তে। অতএবাবিদ্যামূলৈঃ সংসারপরিশ্রমৈরাতুরাঃ। ইহ সংসারে ভ্রমন্ত এব যদৃচ্ছয়া যাদৃচ্ছিক্যা ভক্তকৃপয়েত্যর্থঃ। উপসৃতা আশ্রিতা যম্ আপ্নুয়ুঃ, স ভবান্ গ্রন্থিং ভিন্দ্যাদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। পরমো গুরুরিতি মদ্বিষয়কযাদৃচ্ছিককৃপাবন্তো ভক্ত্যুপদেশকাঃ সপ্তর্ষয়ো মে গুরবস্তেষামপি ভক্ত্যুপদেশকত্বং মৎপরমগুরুরিত্যর্থঃ। যদ্বা ; ত্বমবতীর্য্য কদাচিৎ কেষাঞ্চিদ্ গুরুঃ কেষাঞ্চিৎ পরমগুরুশ্চ ভবসীতি কশ্চিদবতার এব সূচিতঃ। প্রতিশ্লোকমেব গুরুপদপ্রয়োগাদবসীয়তে ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদঃ'—অনাদি যে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা আবৃত হইয়াছে আত্মজ্ঞান যাহাদের, তাহারা। অতএব অবিদ্যামূলক সংসার-ক্লেশে কাতর হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতেই 'যদৃচ্ছয়া'—যাঁহার ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভক্তজনের কৃপাতে শরণাগত হইয়া যাঁহাকে লাভ করে, সেই আপনি আমার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুন—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'পরমঃ গুরুঃ'—আমাতে অহৈতুকী করুণাবর্ষণকারী ভক্তির উপদেশক সপ্তর্ষিগণ আমার শ্রীগুরুদেব, তাঁহাদেরও ভক্ত্যুপদেষ্টা বলিয়া আপনি আমার পরম গুরু। অথবা—আপনি অবতীর্ণ হইয়া কখনও কাহাদের গুরু এবং কাহাদের পরমগুরু হন, ইহাতে কোন অবতাররূপই সূচিত হইতেছেন। প্রতিশ্লোকেই গুরু-পদের প্রয়োগহেতু এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হয় ॥ ৪৬ ॥

জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্ম্মবন্ধনঃ
সুখেচ্ছয়া কর্ম্ম সমীহতেঽসুখম্।
যৎসেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্মতিং
গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্ধৃদয়ং স নো গুরুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (দেহাত্মাদ্যভিমানবান্) নিজ-কর্ম্মবন্ধনঃ (পুণ্যাপাপাত্মকানাদি কর্ম্ম-বশ্যম্) অয়ং জনঃ (জন্মমরণাদিভাক্ জীববর্গঃ) সুখেচ্ছয়া (শব্দাদি-বৈষয়িক-সুখসম্পাদনেচ্ছয়া) অসুখং (দুঃখং যথা তথা) কর্ম্ম সমীহতে (চেষ্টতে), যৎসেবয়া (যস্য তব সেবয়া) তাম্ অসন্মতিং (দেহাত্মাদ্যভিমান-স্বতন্ত্রাত্মাভিমানরূপাম্ অসতীং মতিং) বিধুনোতি (নিরস্যতি), সঃ গুরুঃ (হিতোপদেষ্টা অজ্ঞান-নিবর্ত্তকশ্চ ভবান্) নঃ (অস্মাকং) হৃদয়ং গ্রন্থিম্ ভিন্দ্যাৎ (অপনুদ্যাৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, কর্ম্মাধীন এই জীবগণ সুখ-সম্পাদনের আশায় দুঃখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাঁহার সেবার দ্বারা ঐ প্রকার দুর্ম্মতি বিনষ্ট হয়, সেই পরম গুরু আপনি আমাদের ঐরূপ অসতী মতিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ ত্বাং বিনা প্রকারান্তরেণ নিস্তার ইত্যাহ—জীবো ন বিদ্যতে বস্তুতঃ সুখং যতস্তৎ। তাং সুখেচ্ছাম্। হৃদয়ং হৃদয়স্থগ্রন্থিমজ্ঞানং স ভিন্দ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাকে ব্যতীত প্রকারান্তরে নিস্তার নাই, ইহা বলিতেছেন—'জনঃ' ইত্যাদি। জন বলিতে জীব, 'অসুখং কর্ম্ম'—যথার্থ সুখ যাহা হইতে নাই, তাদৃশ (দুঃখজনক কর্ম্মের আচরণ করে)। 'তাং'—সেই সুখের ইচ্ছা যাঁহার সেবাদ্বারা পরিহার করা সম্ভব হয়, সেই আপনি 'হৃদয়ং গ্রন্থিং' —আমাদের হৃদয়ে স্থিত অজ্ঞানরূপ গ্রন্থি (বন্ধন) ছিন্ন করুন ॥ ৪৭ ॥

যৎসেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং
পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ।
ভজেত বর্ণং নিজমেষ সোঽব্যয়ো
ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—রুদ্ররোদনং (রজতপিণ্ডঃ সুবর্ণ-পিণ্ডো বা) অগ্নেঃ আত্মনঃ মলম্ ইব (যথা অগ্নেঃ সেবয়া স্বকীয়ং মলং বিজহাতি তথা) পুমান্ (মুমুক্ষুঃ পুরুষঃ অপি) যৎসেবয়া (যস্য তব সেবয়া) আত্মনঃ তমঃ (তমোবৎ তিরোধায়কং পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাত্মকং পাপং) বিজহ্যাৎ (ত্যজেৎ), নিজং (স্বাভাবিকং) বর্ণং (স্বরূপঞ্চ) ভজেত (প্রাপ্নুয়াৎ), এষঃ সঃ অব্যয়ঃ ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) নঃ অস্মাকং গুরুঃ ভূয়াৎ (অতঃ) সঃ (এব) গুরোঃ (অপি) পরমঃ (গুরুঃ অর্ব্বাচীনগুরুণামপি আচার্য্যভূতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সুবর্ণ বা রজতপিণ্ড যেরূপ অগ্নির সেবায় স্বীয় মল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষও যাঁহার সেবায় পুণ্য-পাপকর্ম্মাত্মক স্বকীয় মল পরিত্যাগ করে ও নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যয় পরমেশ আমাদের গুরু হউন, যেহেতু তিনি আমাদের গুরুরও গুরুস্বরূপ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ জ্ঞানেনৈবাজ্ঞানং নশ্যেদিতি বাচ্যমিত্যাহ—যস্য সেবয়ৈব পুমান্ জীবঃ আত্মনঃ স্বস্য তমোঽজ্ঞানরূপং মলং বিজহ্যাৎ, যথা রুদ্ররোদনং রজতং স্বর্ণঞ্চ। 'যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং যদশ্রু অশীর্য্যত তদ্রজতং হিরণ্যমভবদি'তি শ্রুতেঃ। তৎ খল্বগ্নেঃ সম্পর্কাদেব মলং জহাতি, স্বং রূপং স্বরূপঞ্চ ভজেৎ ন তু ক্ষালনাদিভিস্তথা জ্ঞানাদিভির্ন মলত্যাগ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে, এইরূপ বলিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'যৎসেবয়া', যাঁহার সেবার দ্বারাই জীব নিজের অজ্ঞানরূপ মল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজস্বরূপ লাভ করে, যেমন 'রুদ্ররোদনং', রৌপ্য বা স্বর্ণ অগ্নির সংস্পর্শে নির্ম্মল হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'যদ্ অরোদীৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মহাদেব জন্মগ্রহণের পর রোদন করেন বলিয়া 'রুদ্র' নামে অভিহিত হন এবং তৎকালে যে অশ্রু বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাই রৌপ্য ও স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। সেই রৌপ্য বা স্বর্ণ অগ্নির সম্পর্কেই মল পরিত্যাগ করে এবং নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্ষালনাদির দ্বারা নহে, তদ্রূপ জ্ঞানাদির দ্বারা মলস্বরূপ তামসভাব (তমঃ মলং) বিনষ্ট হয় না, এই অর্থ ॥ ৪৮ ॥

ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (ত্বদ্ভিন্নাঃ) দেবাঃ, গুরবঃ (আচার্য্যাঃ), জনাঃ চ সমেতাঃ (মিলিতাঃ) স্বয়ং (ভবন্নিরপেক্ষাঃ সন্তঃ) পুংসঃ যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশং (যস্য তব প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য যঃ অযুতভাগঃ তস্য লেশমাত্রমপি) কর্ত্তুম্ (আচরিতুং) ন প্রভবন্তি (ন সমর্থাঃ ভবন্তি), তম্ ঈশ্বরং ত্বাং (ভবন্তং) শরণম্ (অনন্যভূতমাশ্রয়ং) প্রপদ্যে (গচ্ছামি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অন্য দেব, গুরু এবং লোকসকল স্বতন্ত্রভাবে কিংবা সমবেত হইয়া যে পুরুষের কৃপার অযুতভাগের একভাগমাত্রও প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, সেই পরমেশ্বর আপনাকে আশ্রয় করি ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্ত্বাং বিহায় ঝটিতি প্রসাদা অপি দেবাদয়ো নৈব সেব্যা ইত্যাহ নেতি। যৎ প্রসাদস্যাযুতভাগস্তস্য লেশমাত্রমপ্যন্যে দেবাঃ, গুরবঃ, পিত্রাদয়ো জনাঃ সুখদিৎসবো নৃপাদয়শ্চ সর্ব্বে সমেতা অপি স্বয়ং তন্নিরপেক্ষাঃ সন্তঃ কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি ॥৪৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সহজে প্রসন্ন হইলেও দেবতা প্রভৃতি কখনই সেবনীয় নহেন, ইহা বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশম্'—যাঁহার অনুগ্রহের যে অযুতভাগ, তাহার লেশমাত্রও, 'অন্যে'—অপর দেবগণ, গুরুগণ, পিত্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং সুখদায়ক নৃপতিগণ, সকলে মিলিত হইয়াও অথবা স্বতন্ত্রভাবে, 'কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি'—সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না, (আমি জীবের ঈশ্বর সেই আপনাকেই আশ্রয় করিতেছি।) ॥ ৪৯ ॥

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-
স্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ।
ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যথা অন্ধস্য (চক্ষুরিন্দ্রিয়হীনস্য) অচক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়ঃ হীনঃ এব) অগ্রণীঃ (নেতা) কৃতঃ (বৃতঃ), তথা অবিদুষঃ (মূর্খস্য) জনস্য অবুধঃ (অজ্ঞ এব) গুরুঃ (উপদেষ্টা কৃতঃ) অর্কদৃক্ (অর্কপ্রকাশবৎ স্বতএব দৃক্ জ্ঞানং যস্য সঃ অতঃ) সর্ব্বদৃশাং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং) সমীক্ষণঃ (প্রকাশকঃ) ত্বং (ভবানপি) স্বগতিং বুভুৎসতাং (স্বস্য আত্মনঃ গতিং যথা তত্ত্বং বোদ্ধুম্ ইচ্ছতাম্ ইচ্ছদ্ভিঃ ইত্যর্থঃ) নঃ (অস্মাভিঃ) গুরুঃ বৃতঃ (হিতোপদেষ্টা কৃতঃ অসি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অন্ধ যেরূপ অন্ধকে অগ্রগামীরূপে কল্পনা করে, সেইরূপ অবুধব্যক্তিও অবুধকেই গুরু-পদে বরণ করে। আমরা আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক সেইজন্য সূর্য্যবৎ স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রকাশক আপনাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—যতস্ত্বৎসেবয়া বিনা পুমান্ ন মলং বিজহ্যাদিত্যুক্তমতস্ত্বৎসেবানুপদেষ্টা গুরুরপি ন সেব্য ইত্যাহ অচক্ষুরিতি। অবিদুষো জনস্যাবুধোঽপণ্ডিতঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিদিতি "মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি ত্বদুক্তের্ভক্ত্যুপদেষ্টৈব বুধঃ স এব গুরুরন্যস্ত্বনর্থহেতুরিত্যর্থঃ। অতএব নোঽস্মাকং স্বগতিং ভক্তিং বুভুৎসতাং গুরোর্বৃতো যঃ স তু ত্বমেব সাক্ষাদিত্যর্থঃ। অর্কদৃক্ অর্ক ইব দৃশ্য ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদৃশাং সর্ব্বনেত্রাণাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বজ্ঞানানাঞ্চ সমীক্ষণঃ প্রকাশক ইতি পক্ষত্রয়ে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আপনার সেবা বিনা জীব হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ মালিন্য অপসারিত করিতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে, অতএব যাঁহারা আপনার সেবার উপদেশ করেন না, তাদৃশ গুরুদেবও সেব্য নহেন, ইহা বলিতেছেন—'অচক্ষুঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্ধের পথপ্রদর্শক অন্ধ যেরূপ, 'অবিদুষঃ জনস্য অবুধঃ গুরুঃ'—অজ্ঞজনের পক্ষে অবুধ গুরুও সেরূপই হয়। 'অবুধ'—বলিতে অপণ্ডিত, যাঁহারা বন্ধন-মোচনে অভিজ্ঞ তাঁহারাই পণ্ডিত। 'আমাকেই যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা আমার এই দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে' ইত্যাদি আপনার উক্তি অনুসারে ভক্তির উপদেষ্টাই বুধ (পণ্ডিত), তিনিই শ্রীগুরুদেব, অপরে কেবল অনর্থের হেতু, এই অর্থ। অতএব আমরা 'স্বগতিং'—নিজ গতি অর্থাৎ ভক্তি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি, তিনি সাক্ষাৎ আপনিই, এই অর্থ। 'অর্ক-দৃক্'—আপনি সূর্য্যের মত দৃশ্য, এই অর্থ। 'সর্ব্ব-দৃশাং'—আপনি জীবগণের সকল নেত্রের, সকল ইন্দ্রিয়ের এবং সর্ব্বজ্ঞানের 'সমীক্ষণঃ'—প্রকাশক, ইহা তিনটি পক্ষেই বুঝিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং গতিং
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—জনঃ (প্রাকৃতঃ গুরুঃ) জনস্য (শিষ্যস্য) অসতীং গতিম্ (অর্থকামাদিমতিম্) আদিশতে (উপদিশতি), যয়া (অসত্যা মত্যা জনঃ) দুরত্যয়ং (দুরতিক্রম্যং) তমঃ (অজ্ঞানতাং) প্রপদ্যেত (লভেত), ত্বং তু অমোঘং (অব্যর্থম্) অব্যয়ং (সনাতনং) জ্ঞানম্ (আদিশসি), জনঃ (মুমুক্ষুঃ) যেন (জ্ঞানেন) অঞ্জসা (ঝটিতি) নিজং পদং (স্ব-স্বরূপং প্রপদ্যতে (লভতে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃতগুরু শিষ্যকে অর্থ-কামাদিবুদ্ধি প্রদান করেন, লোক তাহা হইতে দুরতিক্রম অজ্ঞানতা লাভ করে, কিন্তু তুমি অব্যর্থ সনাতনজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাক, মুমুক্ষুব্যক্তি সেই জ্ঞানদ্বারা সত্বরই নিজ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্টান্তব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টমাহ—জন ইতি আদিশতে উপদিশতি, অতঃ প্রাকৃতো গুরুরনর্থ-হেতুর্দূরে পরিহরণীয় ইত্যর্থঃ। ত্বন্তু গুরুরূপাব-তীর্ণঃ। অব্যয়ং জ্ঞানভক্ত্যুত্থং জ্ঞানমেব উপদিশসি ন তু কেবলং বিদ্যাময়ং যৎফলমুৎপাদ্য ব্যেতীত্যর্থঃ। নিজং পদং ত্বচ্চরণারবিন্দং বৈকুণ্ঠং বা ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৃষ্টান্তব্যঞ্জিত অর্থই স্পষ্ট-

ভাবে বলিতেছেন—'জনঃ' ইত্যাদি। 'আদিশতে'—উপদেশ করে (অর্থাৎ প্রাকৃত গুরু লোককে অসদ্‌গতি বলিতে অর্থ, কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করে)। অতএব অনর্থের হেতু প্রাকৃত গুরু দূর হইতেই পরিহরণীয় (পরিত্যাগের যোগ্য)—এই অর্থ। কিন্তু আপনিই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'অব্যয়ং'—অব্যয় বলিতে জ্ঞান ও ভক্তি হইতে উদ্ভূত জ্ঞানই আপনি উপদেশ করেন, কিন্তু কেবল বিদ্যাময় জ্ঞান নহে, যাহা ফল উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এই অর্থ। 'নিজং পদং'—নিজপদ বলিতে আপনার চরণকমল অথবা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইতে পারে (অর্থাৎ আপনি অক্ষয় অব্যর্থ ভক্তিরূপ জ্ঞানেরই উপদেশ করেন, যাহা দ্বারা লোক যথার্থরূপে সত্বর আপনার চরণকমল লাভ করিতে সমর্থ হয়।) ॥ ৫১ ॥

———

ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (ভবান্) সর্ব্বলোকস্য (নিখিল-জীবস্য) সুহৃৎ (হিতৈষী) প্রিয়েশ্বরঃ (প্রিয়ঃ প্রীতি-বিষয়শ্চ অসৌ ঈশ্বরঃ অন্তঃ প্রবিষ্টঃ নিয়ন্তা চ) আত্মা (ধারকঃ) গুরুঃ (হিতোপদেষ্টা) জ্ঞানং (সৎজ্ঞান-প্রবর্ত্তকঃ) অভীষ্টসিদ্ধিঃ হি (বাঞ্ছিতফলদশ্চ ভবসি) তথা অপি অন্ধধীঃ (মূঢ়মতিঃ) হৃদি বদ্ধকামঃ (নিবদ্ধ-দুর্ব্বাসনঃ) লোকঃ সন্তং (নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানং) ভবন্তং ন জানাতি (ন অনুভবিতুম্ অর্হতি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বলোকের সুহৃৎ, প্রিয়, নিয়ন্তা, আত্মা, হিতোপদেষ্টা, সত্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক এবং বাঞ্ছিত-ফলপ্রদাতা, চিত্তে দুর্ব্বাসনা নিবদ্ধ থাকায়, মূঢ়মতি লোক নিত্য বিরাজমান আপনাকে জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং গুরুভূতং মাং কিমিতি সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্তে, দুর্বুদ্ধিত্বাদিত্যাহ ত্বমিতি সুহৃদাদিরূপ ইত্যন্যে সুহৃদাদয়ো বস্তুতঃ সুহৃদাদয়ো নৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা; সুহৃৎ, সখ্যভাববিষয়ঃ প্রিয়ঃ কান্তভাববিষয়ঃ, ঈশ্বরঃ দাস্যভাববিষয়ঃ। আত্মা শান্তভাববিষয়ঃ। গুরুর্দাস্যভাববিশেষবিষয়ঃ। যদ্বা; অগুরুঃ সুতাদিরিতি বাৎসল্যভাববিষয়ঃ। জ্ঞানং ভাবশূন্যানাং কেবলমোক্ষপ্রদঃ। অভীষ্টসিদ্ধিঃ সকামানাং সর্ব্বকামপ্রদ ইতি। সন্তং সাধুরূপং ত্বামন্ধধীরসাধুর্যতো হৃদি নিবদ্ধদুর্ব্বাসনঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকার গুরুরূপ আমার কিজন্য সকলে শরণগ্রহণ করে না? তাহার উত্তরে দুর্বুদ্ধিহেতুই, ইহা বলিতেছেন—'ত্বং' ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনিই সকল লোকের সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান ও অভীষ্ট সিদ্ধিস্বরূপ)। অপর এই জগতের বন্ধু প্রভৃতি যথার্থ বন্ধু কখনই হইতে পারে না, এই অর্থ। অথবা—সুহৃৎ বলিতে সখ্যভাবের বিষয়, প্রিয়—কান্তভাবের বিষয়, গুরু—দাস্য ভাববিশেষের বিষয়। অথবা—অগুরু পুত্রাদি বাৎসল্যভাবের বিষয়। ভাব-শূন্য জ্ঞানিজনের জ্ঞান কেবল মোক্ষপ্রদ। সকাম ব্যক্তিগণের অভীষ্টসিদ্ধি বলিতে তাহাদের সর্ব্ব কামনার প্রদাতা আপনি। 'সন্তং'—সাধুরূপী আপনাকে 'অন্ধধীঃ'—অসাধু জন বুঝিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে দুর্ব্বাসনা নিবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

———

তং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং
প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায়।
ছিন্ধ্যর্থদীপৈর্ভগবন্ বচোভি-
র্গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! অহং (তু) প্রতিবোধনায় (আত্মজ্ঞানলাভার্থং) তং (তাদৃশং) দেববরং (দেবনামাদি পূজ্যতমং) বরেণ্যং (বরণীয়তমম্) ঈশং (নিয়ন্তারং) ত্বাং (ভবন্তং) প্রপদ্যে (শরণং লভে, ত্বং) অর্থ দীপৈঃ (পরমপুরুষার্থভূত-পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রকাশকৈঃ) বচোভিঃ (উপদেশবাক্যৈঃ) হৃদয্যান্ (হৃদয়গতান্) গ্রন্থীন্ (গ্রন্থিবৎ অনির্মোচ্যান্ দেহাত্মাভিমানাদীন্) ছিন্ধি (খণ্ডয়), স্বং (স্বকীয়ম্) ওকঃ (স্থানং পদং) বিবৃণু (মাং প্রতি প্রকাশয়) ॥৫৩॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তাদৃশ দেববরবরেণ্য নিয়ন্তৃস্বরূপ আপনার শরণ লাভ

করিতেছি। আপনি পরমার্থপ্রকাশক উপদেশবাক্য-দ্বারা মদীয় হৃদয়গত-গ্রন্থি খণ্ডন এবং স্বকীয় পদ প্রকাশ করুন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু ত্বদ্ভক্তকৃপাসিদ্ধজনবিগতাদ্ধ্যস্ত্বা-মেব গতিং পশ্যামীত্যাহ—তমিতি প্রতিবোধনায় সংসারশয্যায়াং নিদ্রাণং মাং কৃপয়া প্রতিবোধয়েত্যর্থঃ। অর্থদীপৈঃ পরমার্থপ্রকাশকৈর্হৃদয়ভবান্ গ্রন্থীন্ স্বমোকো বৈকুণ্ঠং বিবৃণু তৎপ্রাপকবর্ত্ম ব্রূহি ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ভক্তের কৃপায় সিদ্ধ যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারা আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধতা বিদূরিত হওয়ায় আপনাকেই আমার আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি। 'প্রতিবোধনায়'—সংসার শয্যায় নিদ্রিত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক জাগরিত করুন, এই অর্থ। 'অর্থদীপৈঃ' —পরমার্থপ্রকাশক বাক্যসমূহ দ্বারা আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া, 'স্বম্ ওকঃ'—আপনার নিজধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির পথ বলিয়া দিন, এই ভাব ॥৫৩॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপুরুষঃ।
মৎস্যরূপী মহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মহাম্ভোধৌ (প্রলয়-মহা সাগরে) বিহরন্ (বিচরণশীলঃ) মৎস্যরূপী ভগবান্ আদিপুরুষঃ (বিষ্ণুঃ) ইতি উক্তবন্তং নৃপতিং (সত্যব্রতং প্রতি) তত্ত্বং (যথার্থবাক্যম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সত্যব্রত এরূপ বলিলে পর প্রলয়সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী আদি-পুরুষ ভগবান্ তাহার প্রতি তত্ত্ববাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীম্।
সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাত্মগুহ্যমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ ভগবান্) রাজর্ষেঃ সত্যব্রতস্য (সমীপে) দিব্যাং (দেবস্য স্বস্য সম্বন্ধিনীং প্রতি-পাদিকাং) সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীং (সাংখ্যং প্রকৃতি-বিলক্ষণাত্মক-স্বরূপযাথাত্ম্যজ্ঞানং, যোগঃ ভগবদ্ভক্তি-যোগঃ, ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদিক্রিয়াযোগঃ তে এতে প্রতিপাদ্যত্বেন অস্যাং সন্তীতিতথা তাং) পুরাণসং-হিতাং (মৎস্যপুরাণরূপাং সংহিতাং তথা) আত্মগুহ্যং (স্বরহস্যং চ) অশেষতঃ (সাকল্যেন অব্রবীৎ) ॥৫৫॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকট দিব্য সাংখ্যযোগ এবং ক্রিয়া প্রতিপাদিকা পুরাণসং-হিতা ও নিজরহস্য নিঃশেষে বর্ণন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরাণসংহিতাং মৎস্যপুরাণম্ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরাণসংহিতাং'—মৎস্য-পুরাণ (ভগবান্ তৎকালে সত্যব্রতকে মৎস্যপুরাণ এবং গোপনীয় আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন।) ॥ ৫৫ ॥

অশ্রৌষীদৃষিভিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্।
নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—নাবি (নৌকায়াম্) আসীনঃ (উপ-বিষ্টঃ সঃ) ঋষিভিঃ সাকং (সহ) ভগবতা (মৎস্য-রূপিণা নারায়ণেন) প্রোক্তং (কথিতম্) আত্মতত্ত্বম্ (আত্মনঃ প্রত্যগাত্মনঃ তত্ত্বং যাথাত্ম্যং) সনাতনং ব্রহ্ম (তদ্ যাথাত্ম্যঞ্চ) অসংশয়ং (নিঃসংশয়ং যথা ভবতি তথা) অশ্রৌষীৎ (শুশ্রাব) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—নৌকায় উপবিষ্ট সত্যব্রত ঋষিগণের সহিত ভগবান্ কর্ত্তৃক বর্ণিত আত্মতত্ত্বস্বরূপ ও সনা-তন ব্রহ্মতত্ত্ব নিঃসংশয়রূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অতীতপ্রলয়াপায়ে (অতীতস্য প্রলয়স্য অপায়ে নিবৃত্তৌ) সঃ হরিঃ হয়গ্রীবং (তন্না-মকং বেদাপহারিণম্) অসুরং হত্বা (বিনাশ্য) উত্থি-তায় (শয়নাৎ প্রতিবুদ্ধায়) বেধসে (ব্রহ্মণে) বেদান্ প্রত্যাহরৎ (দদৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরীয় প্রলয়ের অবসানে সেই শ্রীহরি হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥৫৭

স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেঽস্মিন্নাসীদ্বৈবস্বতো মনুঃ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ সঃ সত্যব্রতঃ (তন্নামকঃ) রাজা তু (নৃপতিশ্চ) বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ (ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ) অস্মিন্ কল্পে (বর্ত্তমানে যুগে) বৈবস্বতঃ (সূর্য্যপুত্রঃ) মনুঃ আসীৎ (অভবৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত-মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—মৎস্যাবতারদ্বয়স্য সময়দ্বয়ং প্রয়োজনদ্বয়ঞ্চাহ—অতীতপ্রলয়স্য অপায়ে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরারম্ভে ইত্যর্থঃ। তু ভিন্নোপক্রমে সত্যব্রতস্তু চাক্ষুষমন্বন্তরমধ্য ইতি শেষো বোধ্যঃ, 'চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে অপাদ্বৈবস্বতং মনুমি'তি বাক্যানুরোধাদ্। বিষ্ণোর্মৎস্যরূপস্য প্রসাদাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুত ইতি চাক্ষুষীয়মৎস্যাবতারস্য প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৎস্য অবতারের সময়দ্বয় এবং প্রয়োজনদ্বয় বলিতেছেন—'অতীতপ্রলয়াপায়ে', অতীত প্রলয়ের অবসানে, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আরম্ভে, এই অর্থ। 'স তু'—'তু' শব্দ ভিন্ন উপক্রমে, সত্যব্রত কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরের মধ্যেই, ইহা বুঝিতে হইবে, কারণ "চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে, অপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্" (১।৩।১৫), অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে উদধিসংপ্লব অর্থাৎ জলপ্লাবন হয়, তখন তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রমাণ্য বচন রহিয়াছে। 'বিষ্ণোঃ'—মৎস্যরূপী বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সেই রাজর্ষি সত্যব্রত বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন, ইহার দ্বারা চাক্ষুষীয় মৎস্যাবতারের প্রয়োজন বলা হইল ॥ ৫৭-৫৮ ॥

সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—(জনশ্চ) রাজর্ষেঃ সত্যব্রতস্য (তথা) মায়ামৎস্যস্য (মায়য়া স্বীকৃতমৎস্যবিগ্রহস্য) শার্ঙ্গিণঃ (বিষ্ণোশ্চ) সংবাদং (সংবাদরূপং) মহৎ (উত্তমম্ ইদম্) আখ্যানং শ্রুত্বা কিল্বিষাৎ (সর্ব্বপাপাৎ) মুচ্যেত (মুক্তঃ ভবেৎ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মায়ামৎস্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদরূপ এই উত্তম আখ্যান শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অবতারং হরের্যোঽয়ং কীর্ত্তয়েদন্বহং নরঃ ।
সংকল্পাস্তস্য সিধ্যন্তি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৬০॥

অন্বয়ঃ—যঃ অয়ং নরঃ অন্বহং (প্রতিদিনং) হরেঃ (নারায়ণস্য) অবতারং (মৎস্যাবতারচরিতং) কীর্ত্তয়েৎ (উচ্চারয়েৎ), তস্য (নরস্য সর্ব্বে) সঙ্কল্পাঃ (মনসঃ বাঞ্ছিতানি) সিদ্ধ্যন্তি (ফলন্তি) সঃ (নরশ্চ) পরমাম্ (উত্তমাং বৈকুণ্ঠাদিলক্ষণাং) গতিং (স্থানং) যাতি (লভতে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—যে মানব প্রতিদিন শ্রীহরির মৎস্যাবতারচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় এবং তিনি উত্তম গতি লাভ করেন ॥ ৬০ ॥

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ সুপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ
শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদত্ত হত্বা ।
দিতিজমকথয়দ্যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং
তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোঽস্মি ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে মৎস্যাবতারচরিতং চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যঃ প্রলয়পয়সি (প্রলয়সলিলে বিহরন্) সুপ্তশক্তেঃ (সুপ্তা অপ্রবুদ্ধা শক্তিঃ সৃষ্টিশক্তিঃ যস্য তস্য) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখেভ্যঃ অপনীতম্ (অপহৃতং) শ্রুতিগণং (বেদরাশিম্) দিতিজং (শ্রুতিগণহারিণং দৈত্যং) হত্বা প্রত্যুপাদত্ত (পুনঃ ধাত্রে সমর্পয়ামাস, অপি চ) সত্যব্রতানাং (সত্যব্রতস্য রাজর্ষেঃ সপ্তর্ষীনাঞ্চ সমীপে) ব্রহ্ম (তদ্ যথাত্মপ্রতিপাদকং পুরাণম্) অকথয়ং (বর্ণয়ামাস), অহম্ অখিলহেতুং (সর্ব্বকারণং) জিহ্মমীনং (কপটমীনং) তং (হরিং প্রতি) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রলয়-সলিলে বিচরণ করিতে করিতে সুপ্তশক্তি অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত, সৃষ্ট্যাদি শক্তি-রহিত ব্রহ্মার মুখ হইতে অপহৃত-বেদরাশি দৈত্য-বিনাশ-পূর্ব্বক পুনরায় ব্রহ্মাকে অর্পণ এবং সত্যব্রত ও সপ্তর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মপ্রতিপাদক পুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি মায়ামৎস্য নিখিল কারণস্বরূপ সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—সমাসেন প্রয়োজনদ্বয়ং পুনঃ স্পষ্টমাহ প্রলয়েতি। দিতিজমসুরং রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়াৎ, সত্যব্রতানামিতি গৌরবেণ বহুবচনম্। জিহ্ম-মীনং কুটিলাকারং মীনং যস্য শৃঙ্গে নৌর্নিবদ্ধা স তু মীনঃ কুটিলাকার "আড়িসংজ্ঞঃ" প্রসিদ্ধ এব লোকে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ন মে বিরক্তির্ন চ ভক্তিগন্ধঃ
পাণ্ডিত্যলেশো ন বা সুবৃত্তম্।
তরঙ্গলোলাং স্বধিয়ং নিরোদ্ধুং
জালং সৃজাম্যেব ন হন্ত টীকাম্ ॥
অষ্টমস্কন্ধটীকেয়ং শ্রীরাধায়াঃ সরস্তটে।
ফাল্গুনে শুক্লপক্ষীয়-ষষ্ঠ্যাং পূর্ণা ব্যরাজত ॥
শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমঃ।
শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধনায় নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে মৎস্যাবতারের প্রয়োজনদ্বয় পুনরায় স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'প্রলয়-পয়সি' ইত্যাদি। 'দিতিজং'—দিতিপুত্র বলিতে এখানে রূঢ়ি অর্থে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বুঝাইয়াছে (অর্থাৎ যিনি হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে সংহারপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক প্রলয়সমুদ্রে নিদ্রাবেশে সুপ্তশক্তি ব্রহ্মার মুখ-সকল হইতে অপহৃত বেদরাশি উদ্ধার করিয়া-ছিলেন)। 'সত্যব্রতানাং'—ইহা গৌরবে বহুবচন। 'জিহ্মমীনং'—কুটিলাকার মীন (মৎস্য), যাহার শৃঙ্গে নৌকা নিবদ্ধ ছিল। তাদৃশ কুটিলাকার মীন জগতে 'আড়ি' (আইড় মাছ) নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া ঐরূপ উক্ত হইল ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

আমার বৈরাগ্য নাই, ভক্তিগন্ধও নাই, পাণ্ডিত্যের লেশ কিম্বা সদাচারও নাই, হায়! সংসারতরঙ্গে দোদুল্যমান আমার চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছি, কিন্তু টীকা নহে ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অষ্টম স্কন্ধের এই টীকা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলেন ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীগুরুদেবকে বারবার প্রণাম করিতেছি ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২৪ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশঅধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমস্কন্ধঃ সমাপ্ত।